সচিত্র

কবিরাজি-শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

সপ্তদশ সংস্করণ।

(পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত।)

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, "প্যারিস্ কেমিক্যাল্ সোসাইটী,"
"সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী" (লণ্ডন), "সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল্
ইণ্ডাষ্ট্রী" (লণ্ডন), "কেমিক্যাল্ সোসাইটী" (আমেরিকা)
প্রভৃতি বিজ্ঞান সভার সদস্য, দিল্লী—"বনোয়ারিলাল
আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের" ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক, এবং "সচিত্র
ডাক্তারি-শিক্ষা," "সচিত্র সুশ্রুত-সংহিতা,"
"সচিত্র পরিচর্য্যা-শিক্ষা", "পাচন ও মুষ্টিযোগ"
ও "দ্রব্যগুণ-শিক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা,

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদিত।

নগেন্দ্র-ষ্টিম্-প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—কলিকাতা।

(১৩১৭)

কালিকাতা,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড হই

কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন কর্ত্তৃক প্রা শিত

এবং

১৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,

নগেন্দ্র-ষ্টিম্-প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা দ্রিত।

মুখবন্ধ।

—:০:—

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার প্রতি দিন দিন যে পুনর্ব্বার সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। যে সকল অসাধারণ গুণবলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সমুদায় চিকিৎসার শীর্ষস্থানীয়, সেই সমস্ত রহস্য অবগত হইবার জন্য, সম্প্রতি সকলেই যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সমুদায় গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে অর্থকরী বিদ্যা ইংরাজী শিক্ষার উপর সংস্কৃত অধ্যয়নের অবকাশ ঘটিয়া উঠে না; সুতরাং তাঁহারা সেই অভিলাষ পূরণ করিতে সমর্থ হয়েন না। সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য যদিও কতিপয় মহাত্মা কতকগুলি সানুবাদ আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থের প্রচার করিয়া, সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষাসম্বন্ধে অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে কাহারও বহুসংখ্যক বিবিধ গ্রন্থ অনুশীলনের উপযুক্ত অবকাশ না থাকায়, সেইসকল পুস্তকদ্বারা তাঁহারা উপযুক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং এখন প্রায় অধিকাংশ লোকেই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একখানি মাত্র গ্রন্থের সাহায্যে এই চিকিৎসাশাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে একান্ত অভিলাষী; কিন্তু তাদৃশ পুস্তকের অভাববশতঃই তাঁহারা—নিতান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও এই চিকিৎসাশাস্ত্রের রহস্য অবগত হইতে না পারিয়া, অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। বস্তুতঃ এই রোগপ্রবণ ভারতবাসীর পক্ষে প্রত্যেক গৃহস্থেরই চিকিৎসাবিষয়ে ব্যুৎপত্তি থাকা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, যেহেতু প্রায়শঃ চিকিৎসকশূন্য স্থানবাসীদিগকে উপযুক্ত চিকিৎসক অভাবে এবং দরিদ্রদিগকে চিকিৎসোপযোগী অর্থের অভাব বশতঃ দারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখা যায়।

আমি এইসমস্ত বিবেচনা করিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সহজে চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায়বিধানের নিমিত্ত "সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা" নামক এই পুস্তক

খানি সঙ্কলিত করিয়াছি। ইহাতে যথাক্রমে স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগপরীক্ষা, রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাপ্রণালী, রোগবিশেষে ঔষধ-প্র পথ্যাপথ্য, পাচন, ঔষধ, তৈল মোদক, মকরধ্বজ প্রভৃতি প্রস্তুত নিয়ম, এবং ধাত্বাদির শোধন, জারণ, মারণ প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ই সবি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এক একটি বহুসংখ্যক ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে ; তন্মধ্যে যেসকল ঔষধ প্রায় সকল চি ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং যেসকল ঔষধ আমরা পুরুষানুক্রমে করিয়া লক্ষ লক্ষ স্থলে তাহাদের উপকারিতা পরীক্ষা করিয়া আ এই গ্রন্থে সেইসমস্ত পরীক্ষিত ঔষধই সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অথবা কদাচিৎ ব্যবহৃত অপরীক্ষিত ঔষধগুলি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ ক অধিক কি, সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই যাহাতে কেবল এইপুস্তকের সা কাহারও কোন উপদেশ না লইয়াও—চিকিৎসা করিতে পারেন, খানিকে সর্ব্বতোভাবে তদুপযুক্ত করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা প বলিতে পারি না, চেষ্টিত বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি। ইহা দ্বারা প্রত্যেক গৃহস্থই যদি চিকিৎসাকার্য্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করি পরিবারবর্গের এবং নিজের শরীর নীরোগ রাখিতে পারেন, তাহা আমার এই পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে নিতান্ত কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, আমার আয়ুর্ব্বেদাদি বিবিধশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত হরি শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয়, এই পুস্তকের সঙ্কলন ও সংশোধন বিষ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা,
১৩০১ সাল, কার্ত্তিক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবির

সপ্তদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

কবিরাজি-শিক্ষার সপ্তদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার ইহার পরিশিষ্ট-অধ্যায়ে 'কালাজ্বরের' চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে লিখিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। আশা করি, ইহাতে চিকিৎসা শিক্ষার্থীর ও চিকিৎসকগণের বিশেষ উপকার হইবে। নূতন বিষয় সন্নিবেশের জন্য পুস্তকের আকারও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। তথাপি ইহার মূল্য, [illegible]) এবং বাঁধান পুস্তক [illegible] ১৫ই নির্দিষ্ট রহিল; ইতি —

কলিকাতা, ১৩২৭, বৈশাখ। | কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

কবিরাজিশিক্ষার সংস্করণসমূহ।

(১৩০১ সাল হইতে ১৩৩৭ সাল পর্য্যন্ত)

সংস্করণ	মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা।
১ম	১০০০ এক হাজার।
২য়	২০০০ দুই "
৩য়	৩০০০ তিন "
৪র্থ	৩০০০ তিন "
৫ম	৩০০০ তিন "
৬ষ্ঠ	৩০০০ তিন "
৭ম	৪০০০ চারি "
৮ম	২০০০ দুই "
৯ম	২০০০ দুই "
১০ম	৩০০০ তিন "
১১শ	৪০০০ চারি "
১২শ	৪০০০ চারি "
১৩শ	৪০০০ চারি "
১৪শ	৬০০০ ছয় "
১৫শ	৩০০০ তিন "
১৬শ	৪০০০ চারি "
১৭শ	৩০০০ তিন "

মোট ৫৪,০০০ চুয়ান্ন হাজার।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

স্বাস্থ্যবিধি।

রোগ পরীক্ষা।

নাড়ী-পরীক্ষা।

দোষানুসারে জ্বর-চিকিৎসা।

প্লীহা।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

আমবাত।

শূলরোগ।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ।

গুল্মরোগ।

হৃদ্রোগ।

—০—

দ্বিতীয় খণ্ড।

—০—

পরিভাষা।

ধাতু প্রভৃতির শোধন ও মারণ-বিধি।

পুট-পরিচয়।

যন্ত্রের পরিচয় ও প্রতিকৃতি।

পারিভাষিক-সংজ্ঞা।

পথ্যপ্রস্তুত-বিধি।

তৃতীয় খণ্ড।

জ্বরাধিকার।

(বাতজ জ্বরে।)

পিত্তজ্বরে

শ্লেষ্মজ্বরে

বাতপিত্তজ্বরে

অতিসারাধিকার।

(আমাতিসারে)

(বাতাতিসারে)

অর্শোরোগ।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ।

রক্তপিত্ত।

রাজযক্ষ্মা।

শূলরোগ।

সোমরোগ।

শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ।

কোষবৃদ্ধিরোগ।

গলগণ্ড ও গণ্ডমালা।

শ্লীপদরোগ।

শীতপিত্তরোগ।

অম্লপিত্তরোগ।

বিসর্প ও বিস্ফোটরোগ।

মসূরিকারোগ।

ক্ষুদ্ররোগ।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

স্ত্রীরোগ।

গর্ভিণীরোগ।

সূতিকারোগ।

পঞ্চম খণ্ড।

শারীরবিজ্ঞানের সার কথা।

ষষ্ঠ খণ্ড।

নরদেহ-তত্ত্ব ও জীববিজ্ঞান।

অষ্টম খণ্ড।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

বায়ু।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জল।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

পানীয়ের প্রকারভেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

খাদ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০—

ব্যায়াম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০—

পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাস্তুভূমি।

নবম পরিচ্ছেদ।

—০—

গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী।

দশম পরিচ্ছেদ।

—০—

মাদকদ্রব্য ও বিষ।

১। মদিরা।

২। অহিফেন।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

১৪। দস্তা।

১৫। বেলাডোনা।

১৬। নক্সভোমিকা।

১৭। সর্পবিষ।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

সংক্রামক রোগ।

১। ঔপসর্গিক মেহ।

২। উপদংশ।

৩। ওলাউঠা।

৪। বসন্ত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

ম্যালেরিয়া।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

রোগিচর্য্যা।

পরিশিষ্টের সূচীপত্র।

বন্ধনী-প্রকরণ।

স্বাস্থ্যকর স্থান।

কালাজ্বর।

চিত্রের সূচীপত্র।

1. মস্তিষ্ক। 2. কণ্ঠধমনী। 3. বাম ফুসফুস্। 4. হৃৎপিণ্ড। 5. বামবৃক্ক। 6. দক্ষিণ বৃক্ক। 7. মূত্রাশয়। 8. প্রকোষ্ঠ ধমনী। 9. উরুস্থ-ধমনী। 10. জানুসন্ধি। 11. জঙ্ঘা-ধমনী। 12. চরণ ধমনী।

কবিরাজি-শিক্ষা।

প্রথম খণ্ড।

স্বাস্থ্য-বিধি।

"স্বস্থবৃত্তং যথোদ্দিষ্টং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি।
স সমাঃ শতমব্যাধিরায়ুষা ন বিযুজ্যতে॥"
—চরক-সংহিতা।

চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।—স্বাস্থ্যসম্পাদনই চিকিৎসাশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। রোগ উৎপন্ন হইলে, চিকিৎসাদ্বারা তাহার নিবারণ যেরূপ আবশ্যক, রোগাক্রমণের পূর্ব্বে যেসকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগ উৎপন্ন হইতে না পারে, তাহার প্রতিপালন করা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। স্বাস্থ্যরক্ষাই রোগোৎপত্তি নিবারণের একমাত্র উপায়। যথোপযুক্ত-বলবর্ণাদিসম্পন্ন নীরোগশরীরে নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল উপভোগের নাম স্বাস্থ্য। যেরূপ আহার-বিহারাদির বিধান দ্বারা স্বাস্থ্যসংরক্ষণ করিতে পারা যায় তাহাকেই স্বাস্থ্য-বিধি কহে। শরীরিমাত্রেরই স্বাস্থ্য একান্ত প্রার্থনীয়; যেহেতু ঐহিক, পারত্রিক—যাবতীয় অনুষ্ঠানই স্বাস্থ্য-সাপেক্ষ। শরীর সুস্থ না থাকিলে, ঐহিক সুখজনক বিদ্যা, ধন, যশঃ, ও অভীষ্টলাভ, অথবা ব্রতযজ্ঞাদি পারলৌকিক ধর্ম্মমূলক কার্য্য সম্পাদন, এতদুভয়ের কোন কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ, একজন সমুদায় সদ্গুণ-সমন্বিত এবং অনুকূল-পুত্রকলত্রাদি-পরিবারপরিবৃত ব্যক্তি নষ্টস্বাস্থ্য হইলে, পরিণামে অসুখ ভোগ করেন, অপর একজন সম্পূর্ণস্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি, ঐসকল সুখের উপাদানে একবারে বঞ্চিত হইলেও, কখনই তাঁহাকে তাদৃশ অসুখ ভোগ

করিতে হয় না। এইসমস্ত কারণ বিবেচনা করিয়াই, যেসকল উপায় অবলম্বন করিলে মানবগণ জরাব্যাধি প্রভৃতি অসুখনিচয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, সেই সমস্ত উপদেশই আর্য্যমনীষিগণ চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও তদনুসারে এই পুস্তকের প্রথমেই স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক কতকগুলি সঙ্ক্ষিপ্ত নিয়ম সন্নিবেশিত করিতেছি।

প্রাতঃকৃত্য।—স্বস্থ ব্যক্তি, অর্থাৎ যাঁহাদের শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফ,—এই ত্রিদোষ, রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ওজঃ,—এই অষ্ট ধাতু, এবং মূত্র, পুরীষ ও স্বেদাদি মলসমূহ উপযুক্তমাত্রায় অবস্থিত, সেইসকল ব্যক্তি, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, মলমূত্রাদি পরিত্যাগ ও দন্তধাবনাদি দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিবেন। পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে উপবেশনপূর্ব্বক করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জ্জুন, পীতশাল, খদির, অথবা কটু, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত যে কোন কাষ্ঠ (কাটী) চর্ব্বিত করিয়া, তাহাদ্বারা—দন্তমাংসে যেন কোনরূপ আঘাত না লাগে—এরূপভাবে দন্তধাবন, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, বা পিত্তলনির্ম্মিত সরল ও ধারশূন্য "জিবছোলা" দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করা আবশ্যক। এইরূপ মুখপ্রক্ষালন দ্বারা জিহ্বা ও দন্ত প্রভৃতি পরিষ্কৃত এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হওয়ায় অন্নাদিতে সম্যক্ রুচি হইয়া থাকে। অজীর্ণ, বমন, শ্বাস, কাস, জ্বর, তৃষ্ণা, মুখপাক এবং হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও কর্ণরোগে পীড়িত ব্যক্তিগণের দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করা উচিত নহে। তাঁহারা, এবং দন্তকাষ্ঠের অসুবিধা হইলে—সকলেই চা-খড়ি, কয়লাচূর্ণ, ঘুঁটের ছাই প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা দন্তমার্জ্জন করিবেন। প্রাতঃকালের ন্যায় বৈকালেও একবার দন্তধাবনাদিদ্বারা মুখ-প্রক্ষালন করা আবশ্যক।

ব্যায়াম।—ইহার পর যথামাত্রায় ব্যায়াম করা উচিত। অর্দ্ধশ্রান্তিবোধ—ব্যায়ামের নির্দ্দিষ্ট মাত্রা, অর্থাৎ ললাট হইতে ঘর্ম্মনির্গম এবং অনতিদীর্ঘ নিশ্বাসাদি লক্ষণদ্বারা অর্দ্ধশ্রান্তি অনুভব করিয়া ব্যায়াম বন্ধ করিতে হয়। শীত ও বসন্ত ব্যতীত অন্য ঋতুতে ইহা অপেক্ষাও অল্পমাত্রায় ব্যায়াম করা বিধেয়। যেহেতু, অধিকমাত্রায় ব্যায়াম করিলে, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক (শ্বাসবিশেষ), রক্তপিত্ত, কাস, জ্বর ও বমন প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মিতে পারে। যথামাত্রায় ব্যায়াম করিলে, শরীরের লঘুতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, অগ্নির দীপ্তি, মেদক্ষয় ও অঙ্গের সুগঠন প্রভৃতি।

উপকার হইয়া থাকে। বালক, বৃদ্ধ এবং বাতপিত্ত ও অজীর্ণরোগীর ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে।

ব্যায়ামের পর সমুদায় শরীর কিছুক্ষণ মর্দ্দন করা আবশ্যক; তাহাতে ব্যায়ামজনিত শ্রান্তি দূরীভূত হইয়া শরীর সুস্থ হইয়া থাকে। সম্পূর্ণরূপে শ্রান্তিশূন্য হওয়ার পরে সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ মস্তকে, পদতলে ও কর্ণরন্ধ্রে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করিলে, শরীর দৃঢ়, পুষ্ট, ক্লেশসহ, সুখস্পর্শ ও সুন্দরত্বকৃযুক্ত হয়; আরও ইহাদ্বারা জ্বর, শ্রান্তি ও বায়ুবিকৃতি নিবারিত এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মস্তকে তৈলমর্দ্দন করিলে, খালিত্য (টাক), কেশের অকালপক্কতা ও কেশপতন (চুল উঠিয়া যাওয়া) প্রভৃতি পীড়াসমূহ দূরীভূত হইয়া মস্তক ও কপালের বলবৃদ্ধি, কেশের দৃঢ়মূলতা, দীর্ঘত্ব ও কৃষ্ণত্ব, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা এবং সুনিদ্রা হইয়া থাকে। পদতলে তৈলমর্দ্দনদ্বারা পদদ্বয়ের কর্কশতা, রুক্ষতা ও স্পর্শানভিজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ নিবারিত হইয়া, স্থৈর্য্য, বলবৃদ্ধি, সুকুমারতা ও দৃষ্টির প্রসন্নতা সম্পাদিত হয়; এবং পাদস্ফুটন (পা-ফাটা), গৃধ্রসী, বাত ও স্নায়ুসঙ্কোচের আশঙ্কা থাকে না। কর্ণরন্ধ্রে তৈলনিষেক করিলে, উচ্চৈঃশ্রুতি (কালা) ও বাধির্য্য প্রভৃতি বায়ুজনিত কর্ণরোগ এবং মন্যাগ্রহ ও হনুগ্রহ প্রভৃতি বাতজ-পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ তৈলাভ্যঙ্গ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চর্ম্ম, কলস ও গাড়ীর অক্ষ যেমন তৈলনিষেকদ্বারা বহুকালস্থায়ী হয়, মনুষ্য-শরীরও সেইরূপ তৈলাভ্যঙ্গদ্বারা বহুদিন সবল ও কর্ম্মক্ষম থাকিতে পারে। বমন-বিরেচনাদি-শুদ্ধিকর্ম্মের পর এবং কফরোগীর ও অজীর্ণরোগীর তৈলাভ্যঙ্গ কর্ত্তব্য নহে।

স্নান-বিধি।—তৈলমর্দ্দনের পর নির্ম্মল-স্রোতোজলে স্নান করা বিধেয়। তদভাবে পরিষ্কৃত উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহাতে স্নান করা উচিত। উষ্ণজলে স্নান করিতে হইলে, মস্তকে সেই জল না দিয়া শীতল জল দেওয়া আবশ্যক; যেহেতু উষ্ণজলে স্নান শারীরিক বলপ্রদ হইলেও, তাহা মস্তকে দিলে কেশ ও চক্ষুর বল নষ্ট হয়। স্নান করিলে, শরীরের দুর্গন্ধ, ময়লা, দাহ, স্বেদ, বীভৎসতা, গুরুত্ব, তন্দ্রা ও কণ্ডূ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং শারীরিক বলবৃদ্ধি, আয়ুর্বৃদ্ধি ও অগ্নিদীপ্তি হইয়া থাকে। স্নানের পর প্রথমতঃ ভিজাগামছাদ্বারা, পরে শুষ্কবস্ত্র বা "তোয়ালে" দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিয়া, নির্ম্মল শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিবে। স্নানের

পর চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের অনুলেপন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অর্দ্দিতরোগে, কর্ণ ও মুখরোগে, অতিসাররোগে, পীনসরোগে, অজীর্ণরোগে এবং আহারের পরে স্নান করা অনিষ্টজনক।

আহার।—স্নানের পর পরিষ্কৃত স্থানে ঋজুভাবে উপবেশন করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় ঈষদুষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুরাদি ছয়রসসম্পন্ন, বলকর, রুচিজনক ও বিশ্বস্ত প্রিয়জনপ্রদত্ত ভোজ্য নাতিদ্রুত ও নাতিবিলম্বিতভাবে নীরবে মনোযোগপূর্ব্বক ভোজন করিবে। যে পরিমাণে ভোজন করিলে, কুক্ষি, হৃদয় বা পার্শ্বদ্বয়ে যাতনা-বোধ এবং শরীরের গুরুত্ব বোধ হয় না, অথচ উদর ও ইন্দ্রিয়সমুদায় প্রসন্নতা লাভ করে, ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হয়, এবং শয়ন, উপবেশন, গমন, নিশ্বাস, প্রশ্বাস ও কথোপকথনে কষ্ট বোধ হয় না, তাহাই আহারের মাত্রা। কিন্তু ভোজ্যদ্রব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে অন্যবিধ মাত্রাও বিবেচনা করা আবশ্যক ;—গুরুপাক দ্রব্যের মাত্রা অর্দ্ধতৃপ্তি, অর্থাৎ "আধপেটা" পর্য্যন্ত, লঘুপাক দ্রব্যের মাত্রা—অনতি-তৃপ্তি। উপযুক্ত-মাত্রায় আহার না করিয়া, অল্পমাত্রায় বা অধিকমাত্রায় আহার করিলে, তাহা হইতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অল্পাহারদ্বারা তৃপ্তিলাভ হয় না ; উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে ; বল, বর্ণ, আয়ুঃ, রসরক্তাদি ধাতুসমূহ ও ওজঃ ক্ষীণ হয় ; মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমুদায় উপতপ্ত হয়, এবং যাবতীয় বায়ুরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অধিকমাত্রায় আহার করিলে, যুগপৎ সমুদায় দোষ কুপিত হইয়া অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, অলসক প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। অপরিষ্কৃত স্থানে, শত্রুগৃহে, নীচজাতির গৃহে এবং প্রাতঃসন্ধ্যা প্রভৃতি অসময়ে উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া, পূর্ব্বের আহার সম্যক্ জীর্ণ না হইলে, অন্যমনস্কভাবে, অথবা জ্বরাদি আহার-নিষিদ্ধ রোগে পীড়িত হইলে, আহার করা উচিত নহে। এতদ্ভিন্ন পর্য্যুষিত ও শুষ্কদ্রব্য, বিরুদ্ধবীর্য্য এবং ক্ষীরমৎস্যাদির ন্যায় সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যও আহার করা অনুচিত।

আহারান্তে কর্ত্তব্য।—আহারের পরে জাতীফল, লতাকস্তুরীফল, লবঙ্গ, ছোটএলাইচ, কর্পূর ও সুপারী প্রভৃতি প্রচলিত মসলাসংযুক্ত পাণ খাওয়া উচিত ; তাহাতে ভুক্তদ্রব্য উপযুক্ত লালাপ্রাপ্ত হইয়া সুখে পরিপাক পায় এবং মুখের বিরসতা বিনষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পর কিঞ্চিৎ-কাল বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করা আবশ্যক। দিবাভাগে আহারের পর

নিদ্রা যাওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু দিবানিদ্রাদ্বারা শ্লেষ্মা ও পিত্ত প্রকুপিত হইয়া হলীমক, শিরঃশূল, স্তৈমিত্য, গাত্রগৌরব, অঙ্গমর্দ্দ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদয়ের উপলেপ, শোথ, কাস, অরোচক, হৃল্লাস, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক, কুষ্ঠ, ব্রণ, পিড়কা, কণ্ডূ, তন্দ্রা, কাস, গলরোগ, স্মৃতি ও বুদ্ধির হানি, স্রোতোরোধ, জ্বর এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বলহানি প্রভৃতি অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে। তবে যাঁহারা সঙ্গীত, অধ্যয়ন, মদ্যপান, অধিক রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, ভারবহন ও পথ-পর্য্যটন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা ক্লান্ত, যাঁহারা অজীর্ণ, ক্ষত, তৃষ্ণা, অতিসার, শূল, কাস, হিক্কা, উন্মাদ, ও পতন বা আঘাতাদিদ্বারা পীড়িত এবং যাঁহারা ক্রোধী, শোকার্ত্ত, ভীরু, বৃদ্ধ, বালক, কৃশ বা দুর্ব্বল তাঁহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা বিশেষ উপকারী। সাধারণতঃ দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ হইলেও গ্রীষ্মকালে তাহা অনিষ্টকর নহে। কিন্তু যাঁহারা মেদস্বী, শ্লেষ্ম-প্রকৃতি বা শ্লেষ্মরোগপীড়িত এবং যাঁহারা দূষিবিষাদিদ্বারা আক্রান্ত, তাঁহাদের পক্ষে গ্রীষ্মকালেও দিবানিদ্রা অনিষ্টকারক। আহারের অব্যবহিত পরে কদাচ শারীরিক-পরিশ্রমজনক কার্য্য, দ্রুতযানাদিতে গমন এবং অগ্নির সন্তাপ বা আতপ সেবন করিবেন না। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে বা তাহার অধিককাল পরে আহার করা অনুচিত।

বৈকালে সূর্য্যকিরণ প্রশান্ত হইলে, কিছুক্ষণ উদ্যানাদি স্থানে ভ্রমণ করা উচিত; তাহা দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, শারীরিক স্ফূর্ত্তি এবং মন প্রফুল্ল হইয়া থাকে। ভ্রমণকালে জুতা পায়ে দেওয়া আবশ্যক; তাহাতে পাদদ্বয়ে কোনরূপ আঘাত লাগিতে পারে না, এবং চক্ষুর উপকার হয়। রৌদ্র, বৃষ্টি বা শিশিরপতন সময়ে কোথাও যাইতে হইলে মস্তকে ছত্র দিয়া গমন করিবে।

রাত্রিচর্য্যা।—রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ভোজ্য-দ্রব্য আহার করা বিধেয়। রাত্রিকালে দধিভোজন করা কদাচ উচিত নহে। আহারের পরে শুষ্ক, পরিস্কৃত এবং যাহাতে উত্তমরূপে বায়ু আসিতে পারে, এইরূপ গৃহে অবস্থানুসারে পালঙ্ক, চৌকী বা মাচানের উপর, সুকোমল ও ঋতুভেদানুসারে সুখস্পর্শ শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করা উচিত। রাত্রিকালে ছয় ঘণ্টা হইতে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত পরিমাণে নিদ্রা যাইলে শারীরিক পুষ্টি, বল, জ্ঞান, সুখ ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়। আর নিদ্রার পরিমাণ অল্প বা অধিক হইলে, শারীরিক কৃশতা, দৌর্ব্বল্য এবং অসুখ, অজ্ঞান ও মৃত্যু পর্য্যন্ত

অনিষ্ট হইতে পারে। অতএব শরীরিগণের স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে আহারাদির ন্যায় উপযুক্ত পরিমাণে নিদ্রাও একান্ত আবশ্যক।

স্ত্রী-সহবাস।—শরীর-রক্ষাবিষয়ে উপযুক্তপরিমাণে মৈথুনাচরণও নিতান্ত উপযোগী। ঋতুভেদে উপযুক্তকাল বিবেচনা করিয়া অনুরাগিণী, অভিলষিতা এবং অনুকূলা স্ত্রীতে উপগত হইবে। রজঃস্বলা, কুষ্ঠাদি-রোগপীড়িতা, স্বকীয়-অনভিমতরূপা বা অনভিমত-আচারবিশিষ্টা ও অনাসক্তা স্ত্রী, পরস্ত্রী, দুষ্টযোনি, পশ্বাদিযোনি, যোনিভিন্ন গুহ্যদ্বারাদি অন্য ছিদ্রে, অথবা হস্তাদি দ্বারা মৈথুন করিবে না। এতদ্ভিন্ন প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যাকালে পূর্ণিমা, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিন প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিবসে, দেবালয়, চতুষ্পথ, শ্মশান, জলাশয়তীর, গুরুব্রাহ্মণাদির আলয় ও মদ্যবিপণী প্রভৃতি স্থানে অথবা লোক-সমাগমযুক্তস্থানে মৈথুন করা উচিত নহে। জ্বরাদি যাবতীয় রোগপীড়িত ব্যক্তি মৈথুন হইতে সতত বিরত থাকিবেন। অতি মৈথুন সকল সময়ে সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ।

ঋতুচর্য্যা (শীত ও হেমন্ত)।—এই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট নিত্যকর্ম্ম-ব্যতীত ঋতুভেদানুসারে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। হেমন্ত ও শীত ঋতুতে শীতলবায়ুস্পর্শাদিবশতঃ অন্তরগ্নি দগ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং অগ্নিবলও তখন বৃদ্ধি পাইয়া, উপযুক্ত পরিমাণে আহার না পাইলে, রসাদি ধাতুসমূহকে পরিপাক করিয়া ফেলে। এই জন্য এই দুই ঋতুতে অধিকপরিমাণে গোধূমাদি প্রস্তুত, অম্ল ও লবণরসযুক্ত স্নিগ্ধ পিষ্টকাদি ভোজ্য, জলজ ও আনূপ প্রভৃতি মেদুর মাংস, অভ্যস্ত থাকিলে মদ্য, দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত যাবতীয় ভক্ষ্য এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত। স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে উষ্ণজল ব্যবহার করিবে; রেশম, তুলা ও পশুলোমাদিদ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রে গাত্র আবরিত করিয়া রাখিবে; এবং উষ্ণগৃহে ও উষ্ণশয্যায় শয়ন করিবে। এইসময়ে প্রত্যহ মৈথুন করিলেও শরীরের কোন হানি হয় না। কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্য, লঘু-দ্রব্য ও বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন, বায়ুসেবন এবং দিবানিদ্রা প্রভৃতি হেমন্ত ও শীতকালে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। এই দুইকালে আহারবিহারাদি প্রায়ই একরূপ; এজন্য উভয় ঋতুচর্য্যাই একত্র লিখিত হইল। তবে শীতাতপের

ন্যূনাধিক্যবশতঃ পূর্ব্বোক্ত আচরণসমূহও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিকরূপে প্রতিপালন আবশ্যক।

বসন্তচর্য্যা।—হেমন্তকালের সঞ্চিত শ্লেষ্মা, বসন্তকালে সূর্য্যের প্রখর কিরণস্পর্শে কুপিত হইয়া, পাচকাগ্নিকে দগ্ধ করে; তজ্জন্য বসন্তে বহুবিধ শ্লেষ্মজ রোগ জন্মিবার নিতান্ত সম্ভাবনা। অতএব এই সময়ে বমনাদিদ্বারা শ্লেষ্মার নির্হরণ করা উচিত। এইকালে লঘুপাক, রুক্ষবীর্য্য ও কটু তিক্ত-রসসংযুক্ত অন্নাদি, হরিণ, শশ, লাব ও চটক প্রভৃতির লঘুমাংস ও অভ্যস্ত হইলে মধুজাত পুরাতন মদ্য প্রভৃতি আহার; এবং স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। পরিচ্ছদ ও শয্যাদি হেমন্তকালের ন্যায় ব্যবহার্য্য। যুবতী স্ত্রীসঙ্গম এই কালে প্রশস্ত। গুরুপাক, স্নিগ্ধ এবং অম্ল ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন ও দিবা-নিদ্রা প্রভৃতি বসন্তকালে অনিষ্টজনক।

গ্রীষ্মচর্য্যা।—গ্রীষ্মকালে মধুর-রসযুক্ত, শীতল ও স্নিগ্ধদ্রব্য ব্যবহার এবং পান করিবে। জাঙ্গল-পশু-পক্ষীর মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ ও শালিধান্যের অন্ন, দিবানিদ্রা, রাত্রিকালে সুশীতলগৃহে ও শীতলশয্যায় শয়ন এবং শীতল উপবন ও জলাশয়ের তীর প্রভৃতি স্থানে বিচরণ এইকালে হিতকর। কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রাদির পরিচ্ছদ এই সময়ে ব্যবহার করিবে। লবণ, অম্ল ও কটুরসযুক্ত এবং উষ্ণবীর্য্য-দ্রব্যভোজন, মৈথুন ও মদ্যপান গ্রীষ্মকালে নিষিদ্ধ। নিতান্ত অভ্যস্ত হইলে, অধিক জলমিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে মদ্য পান করিবে।

বর্ষাচর্য্যা।—বর্ষাকালে গ্রীষ্মসঞ্চিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া উঠে; এইজন্য অনুবাসন ক্রিয়া (স্নেহপিচকারী) দ্বারা বায়ু প্রশমিত করিবে। এইকালে অগ্নি-বল ক্ষীণ হওয়ার জন্য নিতান্ত লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা উচিত। বর্ষাকালে কোন সময় বৃষ্ট্যাদি দ্বারা শীতকালের ন্যায় এবং কোন সময় বা বৃষ্ট্যাদি না হওয়ার জন্য গ্রীষ্মকালের ন্যায় হয়; এজন্য এইকালে পান, আহার, শয্যা ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ই বিবেচনা করিয়া, শীত, গ্রীষ্ম ও বসন্ত প্রভৃতির ন্যায় সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। সমুদায় পানীয় ও ভোজ্যদ্রব্য কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া আহার করা উচিত। জাঙ্গল-মাংস, পুরাতন যব, গোধূম বা ধান্যাদির অন্ন এবং অধিক পরিমাণে অম্ল, লবণ ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করিবে। বৃষ্টির জল বা কূপ ও সরোবরের জল, উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে তাহাই পান এবং

তাহা দ্বারা স্নান করিবে। মদ্যপান করিতে হইলে, গ্রীষ্মকালের ন্যায় পুরাতন মদ্য অধিক পরিমিত জল ও কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এই সময়ে নির্ম্মল কার্পাসবস্ত্র পরিধানাদি করা উচিত; এবং বৃষ্টি ও বৃষ্টিজাত ভূবাষ্প (মাটী হইতে যে একপ্রকার গ্যাস উত্থিত হয়) কদাচ গায়ে লাগাইবে না। দিবানিদ্রা, শিশির, রৌদ্রাদির আতপ, নদীজলে স্নানাদি, ব্যায়াম ও মৈথুন এইকালে অনিষ্টজনক।

শরৎকালচর্য্যা।—শরৎকালে বর্ষাকালসঞ্চিত পিত্ত সহসা অধিকতর সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হইয়া কুপিত হইয়া উঠে। এজন্য এইকালে বিরেচন দ্বারা পিত্ত-নির্হরণ, এবং জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। লঘুপাক, শীতল, মধুর ও তিক্তরস অন্নপান এইকালে হিতকর। যব, গোধূম ও ধান্যাদির অন্ন; লাব, চটক, হরিণ, শশ, মেষ প্রভৃতির মাংস; নদীজলে স্নান ও সেই জল পান, নির্ম্মল, ও সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান; সুকোমল ও স্পর্শসুখকর শয্যায় শয়ন; এবং চন্দ্রকিরণ সেবন করা উচিত। ক্ষারদ্রব্য, দধি, জলজ ও আনূপ মাংস ভোজন, তৈলমর্দ্দন এবং শিশির ও পূর্ব্বদিকের বায়ুস্পর্শ, শরৎকালে অনিষ্টজনক।

সাধারণতঃ বসন্তকালে বমন, শরৎকালে বিরেচন, এবং বর্ষাকালে অনুবাসনের বিধি কথিত হইলেও মাসভেদে ইহার বিশেষবিধি বিহিত আছে। যথা,—চৈত্র মাসে বমন, শ্রাবণমাসে অনুবাসন, এবং অগ্রহায়ণমাসে বিরেচন করা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানসময়ে কেবল মধ্যে মধ্যে জোলাপ লওয়া ব্যতীত আর কোনরূপ শুদ্ধিকর্ম্ম প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না।

ধাতুভেদে ঋতুচর্য্যা।—ঋতুভেদে যে সকল স্বাস্থ্য-বিধি কথিত হইল, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে তাহার কতিপয়াংশের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। বায়ু-প্রকৃতিক ব্যক্তি, যাহাতে তাঁহার বায়ু প্রশমিত থাকে, সকল ঋতুতেই তদুপযুক্ত আহার-বিহারাদির আচরণ করিবেন। এইরূপ পিত্তপ্রকৃতিগত ব্যক্তি পিত্তনাশক এবং শ্লেষ্ম-প্রকৃতিক ব্যক্তি শ্লেষ্মনাশক আহার-বিহারাদি বিষয়ে সতত যত্নবান্ থাকিবেন। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ, এবং মধুর, অম্ল ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন, শীতল জলে অবগাহন, গাত্রে শীতলজল সেচন, সম্বাহন (হস্ত পদাদি টেপান), সর্ব্বদা সুখজনক কার্য্যাদি, ঘৃত-তৈলাদি দ্রব্যের ব্যবহার, অনুবাসন (স্নেহ-পিচকারী) এবং অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধাদি সেবন দ্বারা বাত-প্রকৃতিক ব্যক্তির বায়ু

প্রশমিত হয়। মধুর, তিক্ত ও কষায়রসসংযুক্ত শীতল দ্রব্যের পান ও ভোজন, ঘৃতপান, সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণ গ্রহণ, মুক্তা, মণি ও পুষ্পাদির মালা ধারণ, গীত-বাদ্যাদির শ্রুতিসুখকর শব্দ শ্রবণ, প্রিয়জনের সহিত কথোপকথন, শীতল বায়ু ও চন্দ্রকিরণের স্পর্শ, মনোরম উপবন, নদীতীর বা পর্ব্বত-শিখর প্রভৃতি মনোহর স্থানে বিচরণ, এবং বিরেচন ও তিক্ত-ঘৃতাদি ঔষধ সেবন প্রভৃতি দ্বারা পিত্ত-প্রকৃতিক ব্যক্তির পিত্ত প্রশান্ত থাকে। কটু, তিক্ত ও কষায় রসসংযুক্ত, এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য-দ্রব্যের পানভোজন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম, রাত্রি-জাগরণ, রুক্ষ-দ্রব্যসমূহদ্বারা গাত্রমর্দ্দন, ধূমপান, উপবাস, উষ্ণবস্ত্র পরিধান, এবং বমনাদি কার্য্য দ্বারা শ্লেষ্ম-প্রকৃতিক ব্যক্তির শ্লেষ্মা প্রশমিত হইয়া থাকে। অতএব স্ব স্ব প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া, এই সকল কার্য্যের মধ্যে যথাসাধ্য সম্পাদন করা সকলেরই বিধেয়।

সদাচার।—এই সমস্ত প্রাত্যহিক কার্য্য ও ঋতুচর্য্যা ব্যতীত আরও কতকগুলি সদাচার স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা উচিত। এজন্য সংক্ষেপে তাহাও এস্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। প্রাতঃ-কালে, স্নানের পরে এবং সন্ধ্যাকালে ঈশ্বর-চিন্তা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও পূজ্য ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা ভক্তি করিবে। যথাসাধ্য বিপন্নের সাহায্য এবং অতিথি-সৎকার করিবে। জিতেন্দ্রিয়, নিশ্চিন্ত, অনুদ্ধত, নির্ভীক, লজ্জাশীল, ক্ষমাশীল, প্রিয়ভাষী, ধার্ম্মিক, অধ্যবসায়ী ও বিনয়ী হইবে। সর্ব্বদা পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান এবং ভদ্র-জনোচিত বেশভূষা করিবে। সমুদায় জীবের প্রতি আত্মীয়তা প্রকাশ করিবে। পরস্ত্রীতে বা পর সম্পত্তিতে লোভ করিবে না। কখনও কোন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান বা পাপীর সংস্রব করিবে না। অন্যের দোষ বা অন্যের গোপনীয় কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। বড়লোক বা ভাললোকের সহিত বিবাদ করিবে না। কোনরূপ দুষ্টযানে এবং বৃক্ষে বা পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, উৎকট ভাবে উপবেশন, অসমস্থানে বা সঙ্কীর্ণ শয্যায় শয়ন, মুখ আবরিত না করিয়া জৃম্ভণ, হাস্য বা হাঁচি, অকারণ নাসিকামর্দ্দন, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, নখে নখ বাজান, অস্থিতে অস্থিতে আঘাত, জ্যোতিষ্কপদার্থদর্শন, একাকী শূন্যগৃহে বাস বা বনমধ্যে প্রবেশ, স্নানকালে পরিধানবস্ত্রদ্বারা মস্তক মার্জ্জন, মল মূত্রাদির বেগধারণ, সন্ধ্যাকালে আহার,

নিদ্রা ও মৈথুন, রাত্রিকালে অপরিচিত স্থানে গমন প্রভৃতি কার্য্যসমুদায় হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকিবে। রাত্রিকালে কোনস্থানে যাইবার আবশ্যক হইলে মস্তকে উষ্ণীষ, পায়ে জুতা, হাতে যষ্টি এবং সঙ্গে লোক ও আলোক লইয়া যাওয়া আবশ্যক। স্বাস্থ্য-বিধি সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, যে সমস্ত কার্য্য দ্বারা শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা, কদাচ সেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না।

নিয়মপালনের ফল।—যথাযথরূপে এই সমস্ত স্বাস্থ্য বিধির প্রতিপালন করিলে, নিয়ত নীরোগ থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল উপভোগ করিতে পারা যায়; সুতরাং ঐহিক বা পারত্রিক কার্য্যসমুদায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া, ইহকালে সুখী এবং পরকালে সদগতি লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব মানবমাত্রই সর্ব্বদা স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে যত্নবান্ হইবেন।

পীড়িতের কর্ত্তব্য।—স্বাস্থ্য-বিধি সম্যক্ প্রতিপালিত না হইলেই শরীরে বিবিধ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কখন কখন আবার সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়াও অভিঘাতাদি আকস্মিক কারণদ্বারা পীড়িত হইতে হয়। যে কারণেই হউক, রোগ উপস্থিত হইবামাত্র তাহার উপশমবিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান হইবে। কোন রোগ সামান্য ভাবিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে; যেহেতু সামান্য রোগও প্রথমাবস্থায় উপেক্ষিত হইলে, ক্রমে তাহাই দুশ্চিকিৎস্য হইয়া জীবন পর্য্যন্তও নষ্ট করিতে পারে। অতএব রোগ হইবামাত্রই চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ লইয়া তাহার প্রতিকার করিবে। কোন রোগ অসাধ্য বোধ হইলেও "তাহা ভাল হইবে না" ভাবিয়া চিকিৎসা করিতে বিরত হইবে না; কারণ অনেক অসাধ্য রোগও সময়ে সময়ে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। রোগ হইলে ভয় না পাইয়া, তাহার আমূল বৃত্তান্ত চিকিৎসকের নিকট প্রকাশ করিবে, এবং চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবে।

রোগ অসাধ্য বা উৎকট হইলে, চিকিৎসক বা আত্মীয়গণ রোগীর নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া, রোগীকে সর্ব্বদা 'সামান্য রোগ' বলিয়া—আশ্বস্ত রাখিবে, যেহেতু রোগী হতাশ বা অসন্তুষ্ট হইলে, অনেক সাধ্যরোগও অসাধ্য হইয়া উঠে। রোগীর অনুগত বিশ্বস্ত ও প্রিয়ব্যক্তি দুই একজন সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া আশ্বাসপূর্ণ প্রিয়বাক্যদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। রোগীর নিকট অধিক লোক থাকাও

উচিত নহে ; তাহাতে বহুলোকের নিঃশ্বাসাদিদ্বারা গৃহস্থ বায়ু দূষিত হইয়া রোগীর অনিষ্ট করিতে পারে। যে গৃহ শুষ্ক, পরিষ্কৃত এবং প্রবাত অর্থাৎ যাহাতে উত্তমরূপে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, সেইরূপ সুন্দরগৃহে রোগীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিবে ; রোগীর পরিধানবস্ত্র শুষ্ক এবং নির্ম্মল হওয়া উচিত ; দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুইবার পরিধানবস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। তাহার শয্যাও শুষ্ক, সুকোমল এবং নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। কোনকারণে শয্যা দূষিত হইলে, অথবা সাধারণতঃ দুই তিন দিন পরেই, শয্যা পরিবর্ত্তন করা উচিত। শুশ্রূষাকারিগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া, চিকিৎসকের আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন, এবং আহার-বিহারাদি কার্য্যে রোগী যাহাতে কোনরূপ কুনিয়ম না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নির্ব্বাচন করিবেন। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, দৃষ্টকর্ম্মা ও কৃতকর্ম্মা, ঔষধাদি সমস্ত উপকরণবিশিষ্ট, এবং রোগীর প্রতি দয়াবান্, সেই সকল চিকিৎসককেই চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। অজ্ঞ-চিকিৎসকদ্বারা কদাচ চিকিৎসিত হইবে না। উপযুক্ত-চিকিৎসকের চিকিৎসায় মৃত্যু হইলে তাহাও বরং প্রার্থনীয় ; তথাপি অজ্ঞ-চিকিৎসকের চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য লাভের প্রত্যাশা করা উচিত নহে। আয়ুর্ব্বেদের প্রধান গ্রন্থ চরক-সংহিতায় লিখিত আছে :—

"কুর্য্যান্নিপতিতো মূর্দ্ধ্নি সশেষং বাসবাশনিঃ।
সশেষমাতুরং কুর্য্যান্নত্বজ্ঞমতমৌষধম্॥"

মস্তকে বজ্রাঘাত হইলেও কদাচিৎ জীবনের আশা করা যায় ; তথাপি অজ্ঞ চিকিৎসক-প্রদত্ত ঔষধদ্বারা জীবনরক্ষার আশা করিতে পারা যায় না।

রোগ-পরীক্ষা।

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥"

—চরক-সংহিতা।

প্রথমতঃ রোগ-পরীক্ষা করিয়া, তৎপরে তাহার ঔষধ কল্পনা পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে; ইহাই সমুদায় চিকিৎসাশাস্ত্রের উপদেশ।

রোগ-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।—বস্তুতঃ, চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—রোগ-পরীক্ষা। যথাযথরূপে রোগ নিশ্চয় না হইলে, তাহার ঔষধও নিশ্চয় হইতে পারে না। যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নাম ধরিয়া না ডাকিলে যেমন তাহার উত্তর পাওয়া যায় না, অথবা অনেক সময়ে সেই অযথা আহূত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ অনিশ্চিত রোগের কোনরূপ ঔষধদ্বারা প্রতিকারের আশা করা যায় না; পরন্তু তাহাদ্বারা অধিকাংশ স্থলেই রোগবৃদ্ধি বা জীবন নাশ পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।

পরীক্ষার উপায়।—সংক্ষেপতঃ রোগ-পরীক্ষার তিনটী উপায়ঃ—শাস্ত্রোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রথমতঃ রোগীর নিকট সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়া, শাস্ত্রোপদিষ্ট লক্ষণের সহিত মিলাইতে হইবে; তাহার পর অনুমান দ্বারা রোগের আরম্ভক দোষ ও তাহার বলাবল নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে। রোগীর নিকট অবস্থা অবগত হইবার সময়ে সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বারাই প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। রোগীর বর্ণ, আকৃতি, পরিমাণ (ক্ষীণতা বা পুষ্টতা), ও কান্তি, এবং মল-মূত্র, নেত্র প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনযোগ্য বিষয় দর্শনদ্বারা; রোগীর মুখ হইতে তাহার সমস্ত অবস্থা এবং অন্ত্রকূজন, সন্ধিস্থান বা অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহের স্ফুটন প্রভৃতি শরীরগত যে সকল লক্ষণ শ্রবণ করা আবশ্যক, তাহা শ্রবণদ্বারা; শারীরিক গন্ধ প্রকৃত আছে কি বিকৃত হইয়াছে, তাহার পরীক্ষার জন্য সর্ব্বশরীরগত গন্ধ এবং মল, মূত্র, শুক্র ও বান্তপদার্থ প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণদ্বারা এবং সন্তাপ ও নাড়ীগতি প্রভৃতি স্পর্শদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। কেবল স্বকীয় রসনেন্দ্রিয়দ্বারা

কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব; এজন্য মধুমেহাদিতে মূত্রাদির মিষ্টতা, রোগবিশেষে সর্ব্বশরীরের বিরসতা ও রক্তপিত্তে রক্তের আস্বাদ জানিবার আবশ্যক হইলে, তাহা অন্য প্রাণিদ্বারা পরীক্ষা করিবে। শরীরে উকুনাদি কীটের উৎপত্তি হইলে সর্ব্বশরীরের বিরসতা, এবং বহুলপরিমাণে মক্ষিকার উপবেশনদ্বারা সর্ব্ব-শরীরের মিষ্টতা অনুমান করিতে হয়। মূত্র মিষ্টাস্বাদ হইলে তাহাতে পিপীলিকা লাগিয়া থাকে। রক্তপিত্তে প্রাণরক্ত বমন হইয়াছে কি না সন্দেহ হইলে, তাহা কাক ও কুক্কুরাদি জন্তুকে খাইতে দিবে; তাহারা তাহা খাইলে—প্রাণরক্ত, এবং না খাইলে রক্তপিত্তের রক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিবে। অগ্নিবল, শারীরিক বল, জ্ঞান ও স্বভাব, প্রভৃতি বিষয়গুলি কার্য্যবিশেষদ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, রুচি, অরুচি, সুখ, গ্লানি, নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বিষয় রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। অতি সামান্য বিভিন্ন দুই তিনটী রোগের মধ্যে কোন্ রোগ হইয়াছে, নিশ্চয় করিতে না পারিলে, সামান্য ঔষধ-প্রয়োগে উপকার বা অপকার দ্বারা, তাহা নিশ্চয় করিয়া লইতে হয়। লক্ষণবিশেষদ্বারা রোগের সাধ্যতা, যাপ্যতা এবং অসাধ্যতা নিশ্চয় করিবে এবং অরিষ্ট-লক্ষণদ্বারা রোগীর মৃত্যুবিষয় অবগত হইবে।

এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নাড়ী-পরীক্ষা, মূত্র-পরীক্ষা, নেত্র-পরীক্ষা, জিহ্বা-পরীক্ষা প্রভৃতি, এবং অরিষ্ট-লক্ষণ সহজে নিশ্চয় করা যায় না; এজন্য যথাক্রমে প্রত্যেকের বিশেষ নিয়ম লিখিত হইল।

নাড়ী-পরীক্ষা।

নাড়ী-পরীক্ষা।—হস্তের মণিবন্ধস্থলে—অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলির মূলভাগে যে একটী গ্রন্থি আছে, তাহার নিম্নদেশে অঙ্গুলি-স্পর্শদ্বারা নাড়ীর স্পন্দনবিশেষ বিবেচনা করিয়া, রোগ-পরীক্ষা করার নাম নাড়ী-পরীক্ষা। নাড়ী-পরীক্ষাকালে পুরুষের দক্ষিণহস্তের এবং স্ত্রীলোকের বামহস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। যেহেতু স্ত্রী-পুরুষের শরীরভেদে নাড়ীসমূহের মূলভাগ বিপরীতভাবে বিন্যস্ত; সুতরাং পুরুষের দক্ষিণহস্তে যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকের

বামহস্তে অনুভূত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পদদ্বয়ে, গুল্ফ-গ্রন্থির নিম্নভাগে, এবং কণ্ঠ, নাসিকা ও উপস্থদেশেও নাড়ী-স্পন্দন অনুভব করা যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় যখন হস্তনাড়ী স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায় না, তখনই ঐসকল স্থানে নাড়ী পরীক্ষা করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে।

পরীক্ষার নিয়ম।—রোগীর হস্তের পরীক্ষণীয় নাড়ীর উপর পরীক্ষকের দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় স্থাপন পূর্ব্বক বামহস্ত-দ্বারা রোগীর সেই হস্তটী ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া, কফুয়ের মধ্যে যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, প্রথমে সেই নাড়ীটী অল্প পীড়িত করিয়া তাহার পরক্ষণে রোগীর মণিবন্ধস্থানে তর্জ্জনী অঙ্গুলির নীচে নাড়ীর যে প্রথম স্পন্দন হইবে, তাহাদ্বারা বায়ুর, দ্বিতীয় স্পন্দনদ্বারা পিত্তের ও তৃতীয় স্পন্দনদ্বারা শ্লেষ্মার গতিভেদ প্রভৃতি নিশ্চয় করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, তর্জ্জনীর নীচে যে স্পন্দন হয়, তাহা দ্বারা বায়ু, মধ্যমার নিম্নবর্ত্তী স্পন্দনদ্বারা পিত্ত এবং অনামিকার নিম্নবর্ত্তী স্পন্দন দ্বারা কফ অনুমান করিবে।

নাড়ী-পরীক্ষার নিষিদ্ধ সময়।—তৈলমর্দ্দনের পর, নিদ্রিত অবস্থায়, ভোজন সময়ে বা ভোজন করার পরেই, ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে, অগ্নি বা রৌদ্র-সন্তাপে সন্তপ্ত হইলে, এবং ব্যায়ামাদি শ্রমজনক কার্য্যের পর নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত নহে। যেহেতু ঐ সকল সময়ে নাড়ীর গতি বিকৃত হইয়া উঠে, এবং তজ্জন্য পরীক্ষার বিষয় সম্যক্ অনুভব করা যায় না।

সুস্থব্যক্তির নাড়ীর গতি।—সুস্থব্যক্তির নাড়ী কেঁচোর গতির ন্যায়, অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্পন্দিত হয়, অথচ তাহাতে কোনরূপ জড়তা লক্ষিত হয় না। কিন্তু সময়বিশেষে সুস্থব্যক্তির নাড়ীও অন্যরূপ হইয়া থাকে; যথা:— প্রাতঃকালে নাড়ী স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নকালে উষ্ণ, এবং অপরাহ্ণ সময়ে দ্রুতগতি অনুভূত হয়।

দোষের প্রকোপভেদে নাড়ীর গতি।—অসুস্থ অবস্থায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে বক্রভাবে, পিত্তের আধিক্যে চঞ্চলভাবে, এবং কফের আধিক্যে স্থিরভাবে নাড়ী স্পন্দিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এইরূপ গতি হইতে আরও কয়েকপ্রকার বিশেষ গতি কল্পনা করা আবশ্যক; যথা—বায়ুজন্য বক্রগতি হইতে সর্প জলৌকা প্রভৃতির গতির ন্যায় গতি; পিত্তজন্য চঞ্চল-গতি হইতে

কাক, লাবপক্ষী, ও ভেকের গতির ন্যায়; এবং কফজন্য স্থিরগতি হইতে রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, ঘুঘু ও কুক্কুট প্রভৃতির গতির ন্যায় গতি অনুমান করিতে হয়। দুইটী দোষের আধিক্য অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন সর্পের কখন বা ভেকের গতির ন্যায় লক্ষিত হয়; বায়ু ও শ্লেষ্মা এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন সর্পের কখনও বা রাজহংস প্রভৃতির গতির ন্যায় অনুমিত হয়; এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দুই দোষ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখনও ভেক প্রভৃতির ন্যায়, কখনও বা ময়ূর প্রভৃতির ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। তিন দোষের আধিক্য অবস্থায়, পৃথক্ পৃথক্ দোষভেদে সর্প, লাব, হংস প্রভৃতি যেসকল জীবের গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে তাহাদেরই অন্যতম জীবের গতির ন্যায় নাড়ীগতি লক্ষিত হয়। ত্রিবিধ গতির অনুভব বিষয়ে যদি প্রথমেই বায়ু লক্ষণ—সর্পাদির গতি, তৎপরে পিত্ত-লক্ষণ—লাব প্রভৃতির গতি এবং তাহার পর কফ-লক্ষণ—হংস প্রভৃতির গতি অনুভূত হয়, তবেই পীড়া সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে। আর তাহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ সর্পগতির পরে হংসগতি অথবা হংস-গতির পরে লাব-গতি—এইরূপ অনুভূত হইলে, রোগ অসাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে।

জ্বরপূর্ব্বে নাড়ীর গতি।—সাধারণজ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ জ্বরবেগ হইবার পূর্ব্বসময়ে নাড়ীর গতি দুই তিনবার ভেকাদি জীবের গতির ন্যায় মন্থর হইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ গতি ধারাবাহিকরূপে অবস্থিত থাকিলে দাহজ্বর প্রকাশ পায়। সন্নিপাত-জ্বরের পূর্ব্ব-অবস্থায় নাড়ী প্রথমে লাবপক্ষীর ন্যায় বক্র-ভাবে, তৎপরে তিত্তির-পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধভাবে এবং পরিশেষে বার্ত্তাক পক্ষীর ন্যায় মন্থরভাবে স্পন্দিত হয়।

জ্বরবেগে নাড়ীর গতি।—জ্বরবেগ হইলে, নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং অধিক বেগবতী হয়। অতিশয় অম্লদ্রব্য ভোজন করিলে, এবং মৈথুনের পর অর্থাৎ যে রাত্রিতে মৈথুন করা যায় সেই রাত্রিতে অথবা তাহার পরদিন প্রাতঃকালেও নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বেগগামী হয় না। এই লক্ষণদ্বারাই জ্বরকালীন নাড়ীগতির সহিত ইহার বিভিন্নতা অনুমান করিতে হয়।

বাতজ-জ্বরে নাড়ীর গতি।—সাধারণতঃ বাতজ-জ্বরে, বায়ুর আধিক্য অবস্থায় যে সকল নাড়ীগতির লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বায়ু সঞ্চিত হইবার সময়ে, অর্থাৎ গ্রীষ্ম-ঋতুতে, আহার-পরিপাক-কালে, এবং মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রি সময়ে বাতজ-জ্বর হইলে, নাড়ীর মৃদুগমন, কৃশতা ও বিলম্বে স্পন্দন হয়। বায়ুর প্রকোপকালে, অর্থাৎ বর্ষা-ঋতুতে, আহারপরিপাকের পরে, এবং অপরাহ্নে ও শেষরাত্রি সময়ে বাতজ-জ্বর হইলে, নাড়ীর স্থূলতা, কঠিনতা, এবং শীঘ্রগতি হইয়া থাকে।

পিত্তজ জ্বরে নাড়ীর গতি।—পিত্তজ-জ্বরে নাড়ীর গ্রন্থিলতা (গাঁট্ গাঁট্ বোধ) ও জড়তা বোধ হয় না, অথচ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই তিন অঙ্গুলির নীচেই স্পষ্টরূপে স্পন্দিত হয়, এবং গতিবেগও অধিক হইয়া থাকে। পিত্তের সঞ্চয়কালে, অর্থাৎ বর্ষা-ঋতুতে, আহারের পরেই এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পিত্তজ্বর হইলেও ঐ সমস্ত লক্ষণ ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ অনুভূত হয় না। পিত্তের প্রকোপকালে, অর্থাৎ শরৎ-ঋতুতে, আহারের পরিপাক অবস্থায়, এবং মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রি সময়ে পিত্তজ্বর হইলে, নাড়ী কঠিন হইয়া এত অধিক দ্রুতবেগে গমন করে যে, বোধ হয় যেন মাংসাদি ভেদ করিয়া নাড়ী উপরে উঠিতেছে।

শ্লেষ্মজ-জ্বরে নাড়ীর গতি।—শ্লেষ্মার আধিক্য অবস্থায় যেরূপ নাড়ীর গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ শ্লেষ্মজজ্বরেও ঐরূপ গতি ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ অনুভব করা যায় না। শ্লেষ্মার সঞ্চয়কালে অর্থাৎ হেমন্তে ও শীত ঋতুতে আহারকালে এবং সন্ধ্যাসময়ে ও শেষরাত্রিতে, অথবা শ্লেষ্মার প্রকোপকালে, অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে আহারের পরে এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পরে শ্লেষ্মজজ্বর হইলে, নাড়ী তন্তুর ন্যায় কৃশ এবং তপ্তজল-সিক্ত রজ্জুতে যেরূপ শীতলতা অনুভূত হয়, সেইরূপ শীতলস্পর্শ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও প্রকোপ-কালভেদে শ্লেষ্মজন্য নাড়ীগতির কোন বিভিন্নতাই অনুমান করা যায় না।

দ্বিদোষে নাড়ীর গতি।—বায়ু ও পিত্ত এই দ্বিদোষ জনিত জ্বরে নাড়ী চঞ্চল, স্থূল ও কঠিন হয়, এবং যেন দুলিতে দুলিতে গমন করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। বাতশ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী মন্দ মন্দ গমন করে এবং ঈষৎ উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। এই জ্বরে শ্লেষ্মার ভাগ অল্প ও বায়ুর ভাগ কিছু অধিক থাকিলে নাড়ী

রুক্ষ হয় এবং ধারাবাহিকরূপে প্রথরভাবে গমন করিয়া থাকে। পিত্তজ্বরে নাড়ী কৃশ, কখন অধিক শীতল, কখন বা অল্পমাত্র শীতল, এবং মৃদুগামী হইয়া থাকে।

ত্রিদোষে নাড়ীর গতি।—ত্রিদোষের আধিক্য অবস্থায় নাড়ীর গতি যেরূপ কথিত হইয়াছে, ত্রিদোষ-সন্নিপাত জ্বরেও সাধারণতঃ সেইরূপ গতি লক্ষিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইহার আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সকল নিয়ম অনুসারে এই জ্বরে সাধ্যতা, অসাধ্যতা প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয়।

ত্রিদোষে বিশেষ নাড়ীর গতি।—ত্রিদোষজনিত প্রায় সমুদায় রোগই ভয়ানক; বিশেষতঃ জ্বররোগ ত্রিদোষজনিত হইলে, অতি অল্পকালমধ্যেই তাহাতে অরিষ্ট (মৃত্যু) লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সেইজন্য সন্নিপাতজ্বরে নাড়ী-পরীক্ষাবিষয়ক আরও অনেকপ্রকার উপদেশ জানা আবশ্যক। ত্রিদোষ-জ্বরে নাড়ীতে তিন দোষের সম্যক্ প্রকাশ পাইলেও অপরাহ্ণকালে নাড়ী পরীক্ষা করিলে যদি প্রথমে বায়ুর স্বাভাবিক বক্রগতি, তৎপরে পিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলগতি, এবং তাহার পর শ্লেষ্মার স্বাভাবিক বক্রগতির উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে রোগ সুসাধ্য; কিন্তু ইহার বিপরীতভাব অনুভূত হইলে রোগ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য বিবেচনা করিবে। এতদ্ভিন্ন সান্নিপাত-জ্বরের অসাধ্যতা অনুভব জন্য আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—নাড়ীর গতি কখন ধীর, কখন শিথিল, কখন স্খলিত, কখন ব্যাকুল অর্থাৎ ত্রস্তব্যক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত, কখন সূক্ষ্ম, কখন বা একবারেই বিলীন হইলে, অথবা মাঝে মাঝে অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে বিচ্যুত হইলে অর্থাৎ এক একবার অঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাগে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত হইতেছে না, আবার পরক্ষণেই অনুভূত হইতেছে,—এইরূপ ভাবাপন্ন হইলে, অসাধ্যলক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভারবহন, মূর্চ্ছা, ভয়, শোক প্রভৃতি কারণে নাড়ী-গতির এইরূপ যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা অসাধ্যলক্ষণ নহে। ফলতঃ যাবতীয় অসাধ্য-লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে একেবারে বিচ্যুত না হয়, ততক্ষণ তাহা অসাধ্যের পরিচায়ক নহে। এইরূপ সমুদায় রোগেই অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে একেবারে অসাধ্য বলা যায় না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় দুইয়েকের সহিত মিশ্রিত হইলে, মধ্যমাঙ্গুলি-নিবেশস্থলে নাড়ীর সন্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে।

ঐকাহিক বিষমজ্বরে নাড়ীর গতি।—ঐকাহিক-বিষমজ্বরে নাড়ী কোন সময়ে অঙ্গুষ্ঠমূলের পার্শ্ববর্ত্তী, আবার কোন সময়ে অঙ্গুষ্ঠমূলে অবস্থিত হয়। তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরে নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হয়, এবং ঘূর্ণিতজলের ন্যায় গতি অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। অন্যান্য পীড়ার অসাধ্য অবস্থাতেও নাড়ীর গতি এইরূপ অনুভূত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সন্তাপ থাকে না।

আগন্তুক-জ্বরে নাড়ীর গতি।—ভূতজ-জ্বরে নাড়ী অধিকতর বেগগামী ও উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে। ক্রোধজ-জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে গমন করে। কামজ্বরে নাড়ী যেন অন্যনাড়ীর সহিত জড়িত হইয়া গমন করে; কিন্তু ইহাতে জ্বরের প্রকোপ অধিক হইলে, নাড়ী উষ্ণস্পর্শ এবং দ্রুতগতি হইয়া থাকে। লোকে অভিলষিত বিষয় না পাইলে যেমন ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে গমন করে, জ্বরকালে কামাতুর হইলে নাড়ীগতিও সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জ্বর থাকিতে স্ত্রীসংসর্গ করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদুগামী হয়, জ্বরকালে দধিভোজন করিলে, নাড়ীর বেগ অধিক হয়, এবং তাহার উষ্ণতাও অধিক হইয়া থাকে। অতিশয় অন্নভোজন দ্বারা জ্বর কিংবা অন্য কোন রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহাতে নাড়ী অধিকতর সন্তপ্ত হয়। কাঁজিভোজন জন্য জ্বরাদি পীড়ার নাড়ীগতি মৃদু হইয়া থাকে।

অজীর্ণে নাড়ীর গতি।—অজীর্ণরোগে নাড়ী কঠিন হয়, এবং উভয়পার্শ্বে জড়িতভাবে মন্দ মন্দ গমন করে; তন্মধ্যে আমাজীর্ণ অবস্থায় নাড়ী স্থূল, ভার ও অল্প কঠিন, পক্কাজীর্ণে পুষ্টিহীন ও মন্দগামী এবং বাতাজীর্ণে অধিক কঠিন হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুক্ষয় রোগে নাড়ী ক্ষীণ, শীতল ও অতিশয় মৃদুগতি হইয়া থাকে, কিন্তু অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে নাড়ী লঘু ও বলবতী হয়।

বিসূচিকায় নাড়ীর গতি।—বিসূচিকারোগে নাড়ীর গতি ভেকগতির ন্যায় হয়, এবং অনেকসময়ে এই রোগে নাড়ীস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। তথাপি অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত এই রোগ অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে না। বিলম্বিকারোগেও নাড়ীগতি ভেকগতির ন্যায় হইয়া থাকে।

অতিসারে নাড়ীর গতি।—অতিসাররোগে ভেদের পর নাড়ী নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে। আমাতিসারে নাড়ী স্থূল ও জড়বৎ হইয়া থাকে।

গ্রহণীতে নাড়ীর গতি।—গ্রহণীরোগে হস্তস্থিত নাড়ীর গতি ভেক-গতির ন্যায় হয়, এবং পদস্থিত নাড়ী হংসগতির ন্যায় স্পন্দিত হয়।

মলমূত্রনিরোধে নাড়ীর গতি।—মল ও মূত্র উভয়ের একসঙ্গে নিরোধ অথবা মল ও মূত্র উভয়ের পৃথক্‌ভাবে নিরোধ হইলে, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে এবং বিসূচিকা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর প্রভৃতি রোগে মল-মূত্র বদ্ধ হইয়া নাড়ী সূক্ষ্ম ভেকগতির ন্যায় স্পন্দিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আনাহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে নাড়ী কঠিন ও শুষ্ক হইয়া থাকে।

শূলরোগে নাড়ীর গতি।—শূলরোগসমূহের মধ্যে বায়ুজনিত শূল-রোগে নাড়ী সর্ব্বদা বক্রগতি, পিত্তজনিত শূলরোগে নাড়ী অতিশয় উষ্ণ, এবং আম-শূলে অথবা ক্রিমি-শূলে নাড়ী পুষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রমেহে নাড়ীর গতি।—প্রমেহরোগে নাড়ী মধ্যে মধ্যে যেন গ্রন্থিবিশিষ্ট (গাঁট্ গাঁট্) বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত আমদোষ মিশ্রিত থাকিলে নাড়ী ঈষৎ উষ্ণস্পর্শও হইয়া থাকে।

বিষ্টম্ভে ও গুল্মে নাড়ীর গতি।—বিষ্টম্ভরোগে ও গুল্মরোগে নাড়ীর গতি বক্র হয়। কিন্তু এই রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে নাড়ী লতার ন্যায় বেগে ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গুল্মরোগে নাড়ী চঞ্চল এবং পারাবতের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। উন্মাদ প্রভৃতি বায়ু-রোগেও নাড়ীর গতি ঐরূপ হইয়া থাকে।

ব্রণাদিরোগে নাড়ীর গতি।—ব্রণাদি রোগে ব্রণের অপক্ব অবস্থায় নাড়ীর গতি পিত্তপ্রকোপজনিত নাড়ীগতির ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়। ভগ-ন্দরে ও নাড়ীব্রণ রোগে নাড়ীগতি বায়ুপ্রকোপজনিত নাড়ীগতির ন্যায় এবং অতিশয় উষ্ণ হইয়া থাকে।

বিষভক্ষণে নাড়ীর গতি।—বিষ ভক্ষণ করিলে, অথবা সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণিকর্ত্তৃক দষ্ট হইলে শরীরমধ্যে যখন বিষ ব্যাপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে নাড়ী অত্যন্ত অস্থিরভাবে চলিতে থাকে।

অপরাপর রোগসমূহে নাড়ীগতির ভেদজ্ঞান তাদৃশ অনুভব করা যায় না, এজন্য অনর্থক তাহা লিখিয়া, গ্রন্থকলেবর বর্দ্ধিত করা অনাবশ্যক বিবেচনায় সে সমুদায় অংশ পরিত্যক্ত হইল।

রোগ-পরীক্ষা ব্যতীত নাড়ীর গতিবিশেষদ্বারা রোগীর মৃত্যুকালও অনুমান করা যায়। তাহাও নাড়ীপরীক্ষার অন্তর্গত, সুতরাং সেইসমস্ত বিষয়ও আলোচিত হইতেছে।

মৃত্যুনাড়ীর লক্ষণ।—যে রোগীর নাড়ী কিছুক্ষণ বেগে গমন করিয়া পুনর্ব্বার শান্ত হইয়া যায়, কিন্তু তাহার শরীরে যদি শোথ না থাকে, তবে সেই রোগীর সপ্তম বা অষ্টম দিনে মৃত্যু হয়।

যাহার নাড়ী কখন কেঁচোর ন্যায় কৃশ ও মসৃণ হয়, এবং কেঁচোর মত বক্রভাবে গমন করে, কখন সর্পের ন্যায় পুষ্ট হইয়া প্রবলভাবে বক্রগতি অবলম্বন করে, কখন বা অতিকৃশ কিংবা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, অথবা শারীরিক কৃশতা কিংবা শোথাদির জন্য স্থূলতা অনুসারে নাড়ীও কৃশ কিংবা স্থূল অনুভূত হয়, তাহার একমাস পরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

যাহার নাড়ী স্বস্থান (অঙ্গুষ্ঠমূল) হইতে অর্দ্ধযব-পরিমিত স্থান স্খলিত হয়, তাহার তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

যদি কাহারও মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির নীচে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত না হইয়া কেবল তর্জ্জনীর নীচে অনুভূত হয় তাহার চারিদিন মাত্র আয়ুষ্কাল বুঝিতে হইবে।

সন্নিপাতজ্বরে যাহার শারীরিক-সন্তাপ অধিক, কিন্তু নাড়ী অত্যন্ত শীতল, তাহার তিনদিন পরে মৃত্যু হয়।

ভ্রমরগতির ন্যায় নাড়ীগতি হইলে, অর্থাৎ অতিক্রুতগতিতে দুই একবার মাত্র স্পন্দিত হইয়া কিছুক্ষণ একেবারে অদৃশ্য এবং পরক্ষণে পুনর্ব্বার ঐরূপভাবে স্পন্দন করিয়া আবার অদৃশ্য,—ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ স্পন্দন অনুভূত হইলে, একদিনের মধ্যে মৃত্যু অনুমান করিবে। যদি কাহারও তর্জ্জনী-অঙ্গুলীর নীচে নাড়ীস্পন্দন প্রায়ই অনুভূত না হয়, অথচ কখন কখন অনুভব করা যায়, তাহার দ্বাদশপ্রহরের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

যাহার নাড়ী তর্জ্জনী-নিবেশস্থলের ঊর্দ্ধভাগে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দিত হইতে থাকে, তাহার জীবন একদিনমাত্র বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সেইরূপ স্ফুরণের আরম্ভকাল হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

যাহার নাড়ী স্বস্থান (অঙ্গুষ্ঠমূল) হইতে স্খলিত হইয়া, এক একবার স্পন্দিত হয়, অথচ তাহার হৃদয়ে যদি অত্যন্ত জ্বালা থাকে, তাহা হইলে সেই জ্বালার শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার জীবন অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ জ্বালাশান্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

নাড়ী-পরীক্ষার সহজ উপায়।—নাড়ীস্পন্দন অনুভব করিয়া তাহার ভেদজ্ঞান অথবা তাহাদ্বারা রোগনিশ্চয় করা, এবং রোগের সাধ্যাসাধ্য অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্তই কষ্টসাধ্য। কেবল শাস্ত্রের উপদেশদ্বারা তাহা কোন ক্রমেই অনুভব করা যায় না; প্রতিনিয়ত বহুসংখ্যক রোগীর নাড়ী-স্পন্দন বিশেষ বিবেচনার সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এইজন্য আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিৎসকগণ ঘড়ির মিনিটের সহিত মিলাইয়া একরূপ সাধারণ নাড়ী-পরীক্ষা আবিষ্কার করিয়াছেন। স্থূলবুদ্ধি বা সাধারণ চিকিৎসকগণের পক্ষে সে উপদেশ জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক বিবেচনায় এই স্থলে তাহাও সন্নিবেশিত হইতেছে।

বয়োভেদে স্পন্দনের বিভিন্নতা।—অধিকাংশ সুস্থব্যক্তির নাড়ী প্রতিমিনিটে ৬০ বার হইতে ৭৫ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয়। কোন কোন সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী ন্যূনসংখ্যায় মিনিটে ৫০ বার এবং ঊর্দ্ধসংখ্যায় ৯০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে। বয়সের তারতম্য অনুসারে নাড়ীস্পন্দন বিভিন্ন হয়। জরায়ুস্থ ভ্রূণের নাড়ী প্রতিমিনিটে ১৬০ বার, ভূমিষ্ঠ হইলে ১৪০ হইতে ১৩০ বার, একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ১৩০ হইতে ১১৫ বার, দুইবৎসর বয়সের সময় ১১৫ হইতে ১০০ বার, তিনবৎসর বয়সে ১০০ হইতে ৯০ বার, তাহার পর সাতবৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৯০ হইতে ৮৫ বার, সাতবৎসরের পর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত ৮৫ হইতে ৮০ বার, যৌবনে ও প্রৌঢ়কালে ৮০ বার, এবং বৃদ্ধ বয়সে ৬৫ হইতে ৫০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন অবস্থায় নাড়ীস্পন্দন।—পানাহারকালে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বর্দ্ধিত হয়; এইজন্য নাড়ীস্পন্দনও ঐ সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতির নাড়ী পুরুষের অপেক্ষা প্রতিমিনিটে ১০।১৫ বার অধিক স্পন্দিত হয়। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা মন্দগতি হইলে, দুর্ব্বলতা বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের উপক্রম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জ্বরকালে নাড়ী

স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি এবং উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হইলে, নাড়ী মৃদুগতি ও পুষ্ট বোধ হয়। জ্বরসংযুক্ত সমুদয় রোগেই নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, এবং জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে নাড়ী-গতিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। পূর্ণবয়সে এবং প্রদাহজনিত রোগে প্রতিমিনিটে ১২০ বারের অধিক নাড়ী স্পন্দিত হয় না, তাহার অধিক হইলেই ক্রমশঃ রোগের কঠিনতা, এবং ১৫০ বারের অধিক স্পন্দিত হইলে, সেই রোগে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।

পাশ্চাত্য-চিকিৎসাশাস্ত্রে নাড়ী-পরীক্ষার বিষয়ে এইরূপ সঙ্ক্ষিপ্ত উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সন্তাপ-পরীক্ষা।

(থার্ম্মোমিটার।)

পরীক্ষার নিয়ম।—নাড়ীজ্ঞানদ্বারা রোগ-পরীক্ষা সাধারণ চিকিৎসকগণের নিতান্ত দুঃসাধ্য; এইজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ শারীরিক সন্তাপ পরীক্ষা করিয়া রোগনির্ণয় করিবার উপযোগী একটী যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের ইংরাজী নাম "থার্ম্মোমিটার।" ইহাদ্বারা শারীরিক তাপের পরিমাণ স্থির করা যায় বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে "তাপমান যন্ত্র" কহে। এই যন্ত্রদ্বারা সন্তাপ-পরীক্ষা করিতে হইলে, রোগীকে "কাইত" ভাবে শয়ন করাইতে হয়; এবং যে পার্শ্ব তাহার নিম্নদিকে থাকে, সেইপার্শ্বের কক্ষদেশে অর্থাৎ বগলের নীচে তাপমান-যন্ত্রের মূলভাগ অর্থাৎ যে ভাগে পারদ থাকে, সেই ভাগটী চাপিয়া রাখিতে হয়। কক্ষদেশ ঘর্ম্মাক্ত থাকিলে শুষ্কবস্ত্র দ্বারা তাহা মুছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। চাপিয়া ধরিবার সময় ঐ যন্ত্রটী যেন উত্তমরূপে আবৃত

হয়। শারীরিক-সন্তাপস্পর্শে ঐসময় যন্ত্রস্থ পারদ ক্রমশঃ উপরদিকে উঠিতে থাকে। এই উচ্চাংশে কতকগুলি অঙ্ক ও দাগ বা চিহ্ন আছে; সেই সমস্ত দাগ ও অঙ্কচিহ্নের প্রত্যেকটাকে এক এক "ডিগ্রী" কহে। পারদ যত ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, শরীরের সন্তাপও সেইপরিমিত বলিয়া নিশ্চয় করিবে। তাপমান-যন্ত্র কক্ষদেশে স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করাই সাধারণ নিয়ম। তদ্ভিন্ন উরু, মুখমধ্য ও সরল-অন্ত্রের মধ্য প্রভৃতি স্থানেও তাপমান-যন্ত্র দিয়া সন্তাপ-পরীক্ষার নিয়ম আছে। সরলান্ত্রমধ্যে তাপনির্ণয় করিতে হইলে রোগীকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাইয়া যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়; এবং মুখমধ্যে ব্যবহার করিতে হইলে জিহ্বার নীচে ঐ যন্ত্র দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়। অত্যন্ত শীর্ণ, অচেতন বা অস্থির শিশু-রোগিগণের তাপনির্ণয়কালে সুবিধামত এইসকল স্থানে তাপমান-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কোন স্থানে ব্যবহারকালে ৫ হইতে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত যন্ত্রটী ঐরূপ আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। পারদ উত্থিত হইবার সময়ে কিরূপভাবে অর্থাৎ দ্রুতগতিতে কি মৃদুগতিতে উত্থিত হইতেছে, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অধিকাংশ রোগেই প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যাকালে তাপনির্ণয় করিতে হয়। তাপনির্ণয়কালের এক ঘণ্টা কাল পূর্ব্ব হইতে রোগীর সুস্থিরভাবে থাকা উচিত। কঠিন রোগসমূহে সর্ব্বদাই দুই বা এক ঘণ্টা অন্তর তাপনির্ণয় করা বিশেষ আবশ্যক।

সুস্থশরীরে স্বাভাবিক সন্তাপ (৯৮·৪) ৯৮ দশমিক ৪ ডিগ্রী ফারন্‌হিট্, ২৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাভাবিক সন্তাপ (৯৯·৪) ৯৯ দশমিক ৪ ডিগ্রী ফারন্‌হিট এবং ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্কদিগের স্বাভাবিক সন্তাপ (৯৮·৮) ৯৮ দশমিক ৮ ডিগ্রী ফারন্‌হিট হইয়া থাকে। ব্যায়ামাদি কার্য্যদ্বারা অঙ্গচালনা করিলে অগ্নির তাপ বা রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করিলে এবং আহারের পরে সন্তাপ-পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অধিকও হইয়া থাকে। দিবা-নিদ্রার পরে, বিশ্রামসময়ে এবং কোনরূপ পরি-শ্রম না করিলে, স্বাভাবিক সন্তাপ অপেক্ষা দেড় ডিগ্রী ফারন্‌হিট কম সন্তাপ হইয়া থাকে। সুস্থশরীরে স্বাভাবিক সন্তাপ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, এবং প্রাতঃকাল হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া দিবা দ্বিপ্রহরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

রোগভেদে সন্তাপভেদ।—সামান্যরূপজ্বরে শরীর-সন্তাপ ১০১ ডিগ্রী ফারন্‌হিটের অধিক হয় না। প্রবলজ্বরে ১০৪ ডিগ্রীর অধিক সন্তাপ হয় না। ১০৬.৫ ডিগ্রী সন্তাপ হইলে, সেই জ্বর সাঙ্ঘাতিক, এবং ১০৮.৫ ডিগ্রী হইলে, সেই জ্বরে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। জ্বর বা অন্য কোন প্রদাহযুক্ত পীড়ায় কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে, উত্তাপের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলের বিসর্প, মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লীর তীব্রপ্রদাহ, ফুস্‌ফুসের প্রখর-প্রদাহ, অভিন্যাস জ্বর, এবং বসন্তরোগে সন্তাপ ১০৬ বা ১০৭ ফারন্‌হিট্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অপরাপর জ্বরযুক্ত রোগে কদাচিৎ ১০০ বা ১০১ ডিগ্রী হইলে রোগ সামান্য বলিয়া বুঝিতে হইবে; কিন্তু যদি ১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রী হয়, এবং সেইরূপ সন্তাপ সর্ব্বদা থাকে, তবে সেই রোগ কষ্ট-সাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সন্তাপ ভয়জনক, ১০৯ বা ১১০ ডিগ্রী সন্তাপ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। উরঃক্ষত বা রাজযক্ষ্মা রোগে অথবা ফুস্‌ফুস্ বা শরীরের অভ্যন্তরস্থ অন্য কোন যন্ত্রে স্ফোটক হইলে শরীরের সন্তাপ ১০২ হইতে ১০৫ ডিগ্রী এবং কখন কখন ইহার অধিকও হয়। যে পরিমাণে স্ফোটকের বৃদ্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে সন্তাপও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্ফোটক পাকিয়া, তাহাতে অতি সামান্যরূপ পুঁজ হইলে, শারীরিক সন্তাপ ১০১ ডিক্রী হয়। আভ্যন্তরীণ স্ফোটকের অন্যান্য

তাপমান যন্ত্র।

.. .. ১০৭ মহাসঙ্কট
উৎকট জ্বর
.. ... ১০২ অধিকজ্বর
... ১০০ জ্বর
৯৯ স্বাভাবিক তাপ
তাপহ্রাস
৯৫ স্তিমিত (কোল্যাপ্স্।)

১ নং চিত্র।

লক্ষণ প্রকাশ পাইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই শারীরিক সন্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অত্যন্ত রক্তস্রাব, অনাহার, পুরাতন রোগ, মস্তিষ্ক ও মজ্জার আঘাত, অথবা হৃদয়ে, ফুস্ফুসে, বা মূত্রযন্ত্রে কোন পুরাতন রোগ থাকিলে, শারীরিক সন্তাপ দিবাভাগে যে পরিমাণে থাকে, রাত্রিকালে তাহা অপেক্ষা কম হইতে দেখা যায়।

যাবতীয় লোকেরই শারীরিক সন্তাপ ১০৪ হইতে ১০৫ ডিগ্রী হইয়া ক্রমাগত এক অবস্থায় থাকিলে, তাহা হইতে কোন না কোন উপসর্গ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। রোগ উপশম হইবার সময়ে শরীরের সন্তাপ যথাক্রমে অল্প হইয়া আসিলে, রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। বিষমজ্বরে, পুরাতন ক্ষয়কারক রোগে, এবং তরুণজ্বরে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে, শরীরের সন্তাপ স্বাভাবিক সন্তাপ অপেক্ষা কম হইয়া যায়। বিসূচিকা রোগে মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হইলে, সন্তাপ ৭৭ হইতে ৭৯ ডিগ্রী ফারন্হিট্ পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে।

আকর্ণন।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।—শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা বক্ষের নানাবিধ শব্দ-পরীক্ষা—আকর্ণন নামে অভিহিত। ইহা দুইপ্রকারে সাধিত হয়; যথা—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা যন্ত্রসাপেক্ষ। বক্ষের উপরিভাগেই কর্ণ স্থাপিত হইতে পারে, অথবা বক্ষের উপর একখানি তোয়ালে বা রুমাল অথবা পরিধেয় বস্ত্রাংশ স্থাপিত করিয়া তদুপরি আকর্ণন করা যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষ আকর্ণন কহে। দ্বিতীয়—পরোক্ষ বা যন্ত্রসাপেক্ষ; "ষ্টেথস্কোপ" নামক যন্ত্রদ্বারা এই প্রকার আকর্ণন সম্পাদিত হয়। নানাকারণে এই যন্ত্রই এখন সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু স্থানবিশেষে প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াদ্বারাও বক্ষোগহ্বরের শব্দ সময়ে সময়ে আকর্ণিত হয়; শিশুদিগের বক্ষঃপরীক্ষাকালে এবং পৃষ্ঠদেশে কর্ণ স্থাপন করিতে হইলে, এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে।

'ষ্টেথস্কোপ্' নানাবিধ; কিন্তু যে প্রকার "ষ্টেথস্কোপ্" সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, এস্থলে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাইতেছে। এই যন্ত্র নলাকার, ইহা

কাষ্ঠ, রবার বা ধাতুনির্ম্মিত। যন্ত্রের এক প্রান্ত (৩ চিহ্নিত) "ইয়ার-পিশ্" অর্থাৎ কর্ণফলক এবং অপরপ্রান্ত (১ চিহ্নিত) "চেষ্ট-এণ্ড" অর্থাৎ বক্ষঃপ্রান্ত নামে অভিহিত। এই দুই প্রান্তের মধ্যস্থ (২ চিহ্নিত) অংশ নলাকার শূন্যগর্ভ কাষ্ঠখণ্ড অথবা রবারের নল। ইহাকে "ষ্টেম্" বলা যায়। ষ্টেথস্কোপ্
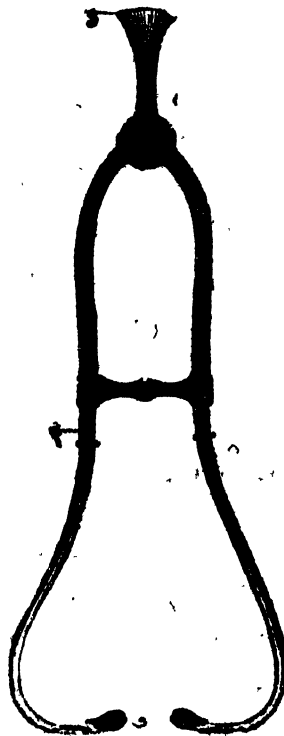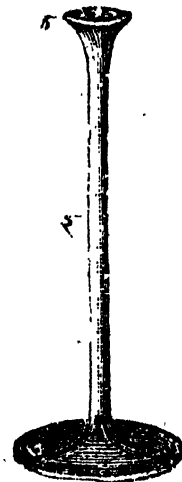
২নং চিত্র। ৩নং চিত্র। ৪নং চিত্র।

ব্যবহার করিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক; তৎকালে পরীক্ষকের দেখিতে হইবে যে, যন্ত্রের বক্ষঃপ্রান্ত সম্পূর্ণভাবে বক্ষের উপরিভাগে স্থাপিত হইয়াছে এবং কর্ণফলকে কর্ণ যথানিয়মে নিবেশিত হইয়াছে। আকর্ণন-কালে যন্ত্রটী অঙ্গুলিদ্বারা ধারণ করা এবং ইহার বক্ষঃপ্রান্ত বক্ষের উপর জোরে চাপিয়া

রাখা অনুচিত। আরও, সেই সময়ে যন্ত্রের গাত্রে যাহাতে বস্ত্রাংশ বা অন্য কোন পদার্থ না লাগে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অধুনা রবারের দ্বিনলবিশিষ্ট "ষ্টেথস্কোপ" প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে (৩য় চিত্র।) কিন্তু এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে, যন্ত্রের পারিপাট্য বা গৌরব বিষয়ে অধিক মনোযোগী না হইয়া আকর্ণন-কার্য্যে অধিকতর মনোযোগ করিলে, চিকিৎসক বক্ষঃ-পরীক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন। বক্ষঃ-পরীক্ষায় পারদর্শী হইলে, যে কোনপ্রকার ষ্টেথস্কোপ দ্বারা রোগ সম্যগ্‌রূপে নির্ণীত হইতে পারে।

স্বাস্থ্যে শ্বাসধ্বনি।—সুস্থ অবস্থায় বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে তিনপ্রকার শব্দ শ্রুত হয়; (১) ট্রেকিয়াল বা লেরিঞ্জিয়্যাল্; (২) ব্রঙ্কিয়্যাল্; এবং (৩) পাল্‌মোনারী বা ভেসিকিউলার।

১। **ট্রেকিয়্যাল্।**—কণ্ঠের সম্মুখে শ্বাসনালীর উপরিভাগে ষ্টেথ-স্কোপ্ স্থাপন করিলে, এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা অত্যুচ্চ এবং অল্প বা অধিক পরিমাণে শূন্যগর্ভ। ইহা শ্বাসের সহিত সমকালে উদ্ভূত হয় এবং সমান বেগে আদ্যোপান্ত অবস্থিতি করে। ইহা প্রধানতঃ কণ্ঠনালী হইতে উদ্ভূত।

২। **ব্রঙ্কিয়্যাল্।**—ইহা পূর্ব্বোক্ত শব্দের ন্যায় উচ্চ বা শূন্যগর্ভ নহে, ইহা কর্কশ। ইহাও কণ্ঠনালী হইতে উদ্ভূত; তবে বৃহত্তর ব্রঙ্কিয়াই দ্বারা বাহির হইবার সময় পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

৩। **পাল্‌মোনারী বা ভেসিকিউলার।**—আকর্ণন করিলে বক্ষের অধিকাংশ স্থলেই শ্বাসগ্রহণ কালে মৃদুসমীরণবৎ একপ্রকার শব্দ নিরবচ্ছেদে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাই পাল্‌মোনারী বা ভেসিকিউলার শব্দ।

স্ত্রী পুরুষের বয়সভেদে এইসকল শব্দের তারতম্য ঘটিয়া থাকে; শিশুদিগের মধ্যেও অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিশুদিগের এইসকল শব্দ অত্যুচ্চ, এবং নিঃশ্বাস অপেক্ষা প্রশ্বাস বিলম্বিত। বৃদ্ধদিগের শব্দ মৃদু; কিন্তু তাহাদিগের ফুস্‌ফুসের উপাদানসমূহের অপজননবশতঃ প্রশ্বাস-শব্দ শিশুদিগের ন্যায় বিলম্বিত। রমণীগণের শ্বাস প্রায়ই উচ্চ; কখন কখন ইহা "জার্কিং" অর্থাৎ ঝাঁকি দেওয়ার মত প্রকৃতিবিশিষ্ট।

মূত্র-পরীক্ষা।

পরীক্ষার উপযুক্ত মূত্র।—রোগসমূহের বা বাতাদি দোষের নিরূপণ-বিষয়ে মূত্র-পরীক্ষাও বিশেষ উপযোগী। নির্দ্দিষ্ট লক্ষণানুসারে মূত্রের বর্ণ বা অন্যান্য বিষয়ের বিকৃতিবিশেষদ্বারা দোষভেদ নিশ্চয় করাকে মূত্র-পরীক্ষা কহে। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে নিদ্রা ত্যাগ করিবার সময় প্রথম মূত্রধারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মধ্যের মূত্র-ধারা একটী কাচপাত্রে ধরিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ মূত্রই পরীক্ষার উপযুক্ত। মূত্র-পরীক্ষাকালে বারংবার তাহা আলোড়িত করিয়া, তাহাতে বিন্দু বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করা আবশ্যক।

প্রকৃতিভেদে মূত্রের বর্ণ।—বাত-প্রকৃতিক ব্যক্তির স্বাভাবিক মূত্র শ্বেতবর্ণ; পিত্ত-প্রকৃতিক ও পিত্তশ্লেষ্ম-প্রকৃতিকের মূত্র তৈলের ন্যায়; কফ-প্রকৃতিকের মূত্র আবিল অর্থাৎ ঘোলা; বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতিকের মূত্র ঘন ও শ্বেত-বর্ণ; রক্তবাত-প্রকৃতিকের মূত্র রক্তবর্ণ; এবং রক্তপিত্ত-প্রকৃতিকের মূত্র কুসুম ফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। রোগবিশেষের অন্যান্য লক্ষণাদি প্রকাশ না পাইলে, কেবল এইরূপ মূত্র-পরীক্ষাদ্বারা কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা করা উচিত নহে।

দূষিত-মূত্রলক্ষণ।—বাত-দুষ্ট মূত্র স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণপীতবর্ণ, অথবা অরুণবর্ণ হয়; এই মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, সেই তৈলমিশ্রিত বিন্দু বিন্দু মূত্রবিম্ব উপরে উঠিতে থাকে। পিত্ত-দুষ্ট মূত্র রক্তবর্ণ; তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে বুদ্বুদ্ উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্ম-দুষ্ট মূত্র ফেনযুক্ত এবং জলাশয়ের (ডোবার) জলের ন্যায় আবিল অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে। আম-পিত্তদূষিত মূত্র শ্বেতসর্ষপ-তৈলের ন্যায় বোধ হয়। বাত-পিত্তদ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে শ্যাববর্ণ বুদ্বুদ্ উৎপন্ন হয়। বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয় দোষদ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে, ঐ মূত্র তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কাঁজির ন্যায় লক্ষিত হয়। শ্লেষ্মা ও পিত্ত এই উভয়দোষদ্বারা দূষিত মূত্র পাণ্ডুবর্ণ হয়। সন্নিপাত দোষ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিন দোষদ্বারা মূত্র দূষিত হইলে, তাহা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্ত-

প্রধান সন্নিপাতরোগীর মূত্র ধরিয়া রাখিলে, তাহার মধ্যভাগ পীতবর্ণ এবং অধোভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয়; এইরূপ বাতপ্রধান-সন্নিপাতে মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও কফাধিক সন্নিপাতে মধ্যভাগ শুক্লবর্ণ বোধ হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণ।—প্রায় সমুদায় রোগেই এই সমস্ত লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, রোগের দোষভেদ অনুমান করা আবশ্যক। কয়েকটী মাত্র রোগে মূত্রলক্ষণের কিঞ্চিৎ বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা জ্বরাদি রোগে রসের আধিক্য থাকিলে, মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় হয়; জীর্ণজ্বরে মূত্র ছাগমূত্রের ন্যায় হয়; জলোদর রোগে মূত্রে ঘৃতকণার ন্যায় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়; মূত্রাতিসার রোগে মূত্র অধিক পরিমিত হয় এবং তাহা ধরিয়া রাখিলে, তাহার নিম্নভাগ রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আহার জীর্ণ হইলে, মূত্র স্নিগ্ধ এবং তৈলের ন্যায় আভাযুক্ত হয়; সুতরাং অজীর্ণ রোগে মূত্র ইহার বিপরীত-লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। ক্ষয়রোগে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং এই রোগে মূত্র শ্বেতবর্ণ হইলে, তাহা অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন প্রমেহরোগে যেরূপ মূত্রাদি হইয়া থাকে, তাহা প্রমেহরোগের বর্ণনকালে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইবে।

নেত্র-পরীক্ষা।

দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ।—বায়ু কুপিত হইলে, চক্ষুর্দ্বয় তীব্র, রুক্ষ, ধোঁয়ার ন্যায় আভাযুক্ত, মধ্যভাগ পীতবর্ণ বা অরুণবর্ণ এবং চঞ্চল-তারকাযুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তারকাদ্বয় সর্ব্বদাই যেন ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। পিত্তপ্রকোপে চক্ষু উষ্ণ এবং পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে চক্ষুর্দ্বয়ে দাহ হয় এবং রোগী প্রদীপের আলোক সহ্য করিতে পারে না। কফ-প্রকোপে নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ, অশ্রুপূর্ণ, জ্যোতিঃশূন্য, শুক্ল ও স্থিরদৃষ্টিহীন হইয়া থাকে। দুই দোষের আধিক্যে সেই সেই দোষের মিশ্রিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্রিদোষপ্রকোপে

অর্থাৎ সন্নিপাতরোগে চক্ষুর্দ্বয় কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ, বক্রদৃষ্টি কোটরগত (বসিয়া যাওয়া), বিকৃত ও তীব্রতারকাযুক্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত ও নিমীলিত হইয়া থাকে। আরও এই রোগে চক্ষুর তারকাদ্বয় কখন অদৃশ্য হইয়া যায়; কখনও বা চক্ষুতে নানাবিধ বর্ণ প্রকাশিত হয়।

রোগ নিবারিত হইতে আরম্ভ হইলে, ক্রমশঃ চক্ষুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, প্রসন্নতা ও শান্তদৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

জিহ্বা-পরীক্ষা।

দূষিত জিহ্বালক্ষণ।—বায়ুর আধিক্য থাকিলে, জিহ্বা শাকপত্রের ন্যায় বর্ণযুক্ত বা পীতবর্ণ গো-জিহ্বার ন্যায় কর্কশস্পর্শ এবং স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হইয়া থাকে; পিত্তাধিক্যে জিহ্বা রক্ত বা শ্যাববর্ণ; শ্লেষ্মাধিক্যে শুক্লবর্ণ স্রাবযুক্ত, ঘন ও লিপ্ত; এবং সন্নিপাতে অর্থাৎ তিনদোষের আধিক্য অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ কর্কশস্পর্শ, শুষ্ক, স্ফোটকযুক্ত ও দগ্ধবৎ হইয়া থাকে।

রক্তের আধিক্য ও দাহ থাকিলে, জিহ্বা উষ্ণস্পর্শ ও রক্তবর্ণ হয়। অম্ল ও দাহরোগে জিহ্বা নীরস হয়। নবজ্বরে, প্রবল দাহরোগে, আমাজীর্ণে এবং আমবাতের প্রথমাবস্থায়, জিহ্বা যেন শুক্লবর্ণ প্রলেপদ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ হয়। সান্নিপাতিক জ্বরে জিহ্বা স্থূল, শুষ্ক, প্রলেপদ্বারা আবৃত, রুক্ষ, এবং নির্ব্বাপিত-অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়। যকৃৎক্রিয়ার বৈষম্য হইলে, এবং মল বা পিত্ত অবরুদ্ধ হইলে, জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ মলদ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে। যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি পীড়ার শেষাবস্থায় এবং ক্ষয়রোগের শেষে জিহ্বায় ক্ষত হইয়া থাকে। বিসূচিকা, মূর্চ্ছা ও শ্বাসরোগে জিহ্বা শীতলস্পর্শ হয়। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বা দাহ হইলে, জিহ্বার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুস্থব্যক্তির জিহ্বা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। মদ্যপায়িগণের জিহ্বা বিদীর্ণ অর্থাৎ ফাটা ফাটা হইয়া যায়।

মুখরস-পরীক্ষা।

বায়ুপ্রকোপে মুখ লবণরসযুক্ত, পিত্ত-প্রকোপে তিক্ত, কফপ্রকোপে মধুর, কোনও দুইটী দোষের প্রকোপে ঐরূপ দুইরসযুক্ত এবং সন্নিপাতদোষে অর্থাৎ ত্রিদোষপ্রকোপে ঐরূপ তিন-রসযুক্ত হইয়া থাকে।

অরিষ্ট-লক্ষণ।

"ক্রিয়াপথমতিক্রান্তাঃ কেবলং দেহমাপ্লুতাঃ।
দোষা যৎ কুর্ব্বতে চিহ্নং তদরিষ্টং নিরুচ্যতে॥"

—চরক-সংহিতা।

অরিষ্টজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।—রোগোৎপাদক দোষ সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া যেসমস্ত মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে অরিষ্ট-লক্ষণ কহে। বস্তুতঃ, যে কোন লক্ষণদ্বারা ভাবী মৃত্যু অনুভব করিতে পারা যায় তাহারই নাম "অরিষ্ট চিহ্ন"। চিকিৎসাকার্য্যে অরিষ্ট-লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা হয় ত কোন অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া চিকিৎসককে অপদস্থ হইতে হয়; অথবা রোগীর হঠাৎ মৃত্যুজন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদিগকে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। যে কোন কারণে মৃত্যু হউক, মৃত্যুর পূর্ব্বে অরিষ্ট-লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে কোন কোনস্থলে সম্যক্ বিবেচনা করিতে না পারায়, অরিষ্ট-লক্ষণ স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায় না। পৃথক্ পৃথক্ রোগভেদে যে সমস্ত অরিষ্ট-লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা প্রত্যেক রোগ নির্দ্দেশ সময়ে লিখিত হইবে। এইস্থানে কেবল কতকগুলি সাধারণ অরিষ্ট-লক্ষণ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রকারভেদ—যে কোন স্বাভাবিক নিয়মের সহসা অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনকে সাধারণ অরিষ্ট-লক্ষণ বলা যায়; যেমন শরীরাবয়বের মধ্যে কোন শুক্ল-বর্ণের কৃষ্ণবর্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুক্লতা, রক্তবর্ণের অন্যবর্ণতা, কঠিনাবয়বের কোমলত্ব, কোমলস্থানের কঠিনতা, চঞ্চল স্থানের নিশ্চলতা, অচঞ্চল স্থানের চঞ্চলতা, বিকৃত

স্থানের সঙ্কীর্ণতা, সঙ্কীর্ণস্থানের বিস্তৃতি, দীর্ঘের হ্রাস, হ্রাসের দীর্ঘতা, পতনশীলের অপতন, অপতনশীলের পতন, উষ্ণের শীতলত্ব, শীতলের উষ্ণতা, স্নিগ্ধের রুক্ষতা ও রুক্ষের স্নিগ্ধত্ব প্রভৃতি। এইরূপ ভ্রূ প্রভৃতি স্থান ঝুলিয়া পড়া বা উপরদিকে উত্থিত হওয়া, চক্ষু প্রভৃতির ঘূর্ণন, মস্তক ও গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গের ধারণাসামর্থ্য অর্থাৎ লুটাইয়া পড়া, স্বর-পরিবর্তন, মস্তক হইতে গোময়-চূর্ণের ন্যায় চূর্ণ-পতন, প্রাতঃকালে ললাট হইতে ঘর্ম্মনির্গম, ললাটে শিরাপ্রকাশ, নাসাবংশে রক্তবর্ণ পিড়কার উৎপত্তি, অথবা সর্ব্বশরীরে পিড়কা ও তিলকালক প্রভৃতির উৎপত্তি সহসা প্রকাশ পাইলে, তাহাও অরিষ্ট-লক্ষণ বুঝিতে হইবে। যাহার সর্ব্বশরীরের অর্দ্ধভাগে অথবা কেবল মুখমণ্ডলের অর্দ্ধভাগে একরূপ বর্ণ ও অপরার্দ্ধভাগে অন্য বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তাহার অরিষ্ট-লক্ষণ। রোগীর ওষ্ঠদ্বয় পাকাজামের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহাই তাহার মৃত্যুজ্ঞাপক। দন্ত সকল কৃষ্ণ, রক্ত বা শ্যাববর্ণ হইলে, অথবা মললিপ্ত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। জিহ্বা শোথযুক্ত, অবলিপ্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কর্কশ হওয়া—অরিষ্ট-লক্ষণ চক্ষুর্দ্বয় সঙ্কুচিত, পরস্পর অসমান, স্তব্ধ, শিথিল, কৃষ্ণবর্ণ ও অনবরত স্রাবযুক্ত হওয়া মৃত্যু-লক্ষণ। তবে কোন নেত্ররোগ বশতঃ স্রাব হইলে, তাহাকে অরিষ্ট-লক্ষণ বলিবে না। কেশসমূহ বা ভ্রূ আপনা আপনি সীমন্তযুক্ত হইলে অর্থাৎ সীঁতিকাটার ন্যায় হইলে, অথবা তৈলাভ্যঙ্গ না করিয়াও কেশসকল তৈলযুক্তের ন্যায় চক্‌চকে বোধ হইলে, চক্ষুর্দ্বয়ের পক্ষ্মসমূহ ঝরিয়া পড়িলে, অথবা জড়িত হইলে অর্থাৎ জটা বাঁধিয়া গেলে, নাসাবংশ স্থূল ও শোথরোগব্যতীত শোথযুক্তের ন্যায়, ম্লান, বক্র, শুষ্ক, ফাটা ফাটা, এবং বিস্তৃত ও ছিদ্রযুক্ত হইলে তাহাও অরিষ্ট-লক্ষণ বুঝিবে। যে রোগীর হস্ত-পদ ও নিশ্বাস শীতল হয়, এবং যে রোগী মুখব্যাদান করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে, অথবা ছিন্নশ্বাস ত্যাগ করে, কোন কথা বলিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং অধিকাংশ সময়ে উত্তানভাবে অর্থাৎ চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া পদদ্বয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, তাহার সদ্যোমৃত্যু হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক অরিষ্ট-লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কথিত আছে; এই স্থানে তাহার সকলগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

রোগ-বিজ্ঞান।

"নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতম্॥"

নিদান।—নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি, এই পাঁচটী রোগজ্ঞানের উপায়। যাহা দ্বারা দোষ কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারে, তাহাকে নিদান কহে। বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট ভেদে নিদান দুইপ্রকার। বিরুদ্ধ আহার-বিহারাদিকে বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্ত্তী নিদান, এবং কুপিত বাতাদি দোষকে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী নিদান বলা যায়। রোগবিশেষ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা ভাবী রোগ অনুমান করা যায়, তাহার নাম পূর্ব্বরূপ। পূর্ব্বরূপও দুইভাগে বিভক্ত—সামান্য ও বিশেষ। যে পূর্ব্বরূপ দ্বারা বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা, এই তিন দোষের কোনও বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না হইয়া, কেবল ভাবী রোগমাত্র অনুমান করা যায়, তাহাকে সামান্য পূর্ব্বরূপ কহে; আর যে পূর্ব্বরূপদ্বারা ভাবী রোগের দোষভেদ পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলা যায়। এই বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে রূপ কহে। বস্তুতঃ যেসমস্ত লক্ষণদ্বারা উৎপন্ন-রোগ অবগত হইতে পারা যায়, তাহারই নাম রূপ। নিদান-বিপরীত বা রোগ-বিপরীত, অথবা এতদুভয়ের বিপরীত কার্য্যকারক ঔষধ বিশেষ সেবন এবং তদ্রূপ আহার-বিহারাদি দ্বারা রোগের উপশম হইলে, তাহাকে উপশয় কহে। ইহার বিপরীতের নাম অনুপশয়। এই উপশয় ও অনুপশয় দ্বারা রোগের গূঢ়-লক্ষণ নিশ্চয় করিতে হয়। দোষসমূহ যেরূপে কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ব-বিশেষে অবস্থান বা বিচরণপূর্ব্বক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাপ্তি বলা যায়। সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল ও কালানুসারে এই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আটপ্রকার জ্বর, পাঁচপ্রকার গুল্ম, এবং আঠারপ্রকার কুষ্ঠ প্রভৃতি বিভেদের নাম সংখ্যা। দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ রোগের কুপিত দোষসমূহের মধ্যে কোন্ দোষ কি পরিমাণে কুপিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক দোষের লক্ষণ বিবেচনাপূর্ব্বক, যে অংশাংশ বিভাগ করা হয়,

তাহার নাম বিকল্প। এইরূপ রোগের মিলিত দোষসমূহের মধ্যে যে দোষ স্বকীয় নিদানদ্বারা দূষিত হয়, তাহাই প্রধান; এবং সেই কুপিতদোষের সংসর্গে অন্যদোষদ্বয় কুপিত হইলে, তাহা অপ্রধান নামে অভিহিত হয়। যে রোগ সমুদায় নিদানদ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং যাহার পূর্ব্বরূপ ও রূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, সেই রোগ বলবান্; আর যাহা অল্প নিদানদ্বারা উৎপন্ন হইয়া অল্পমাত্র পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রকাশ করে, তাহাকে হীনবল বলিয়া বুঝিতে হইবে। নাড়ী-পরীক্ষাপ্রসঙ্গে কফাদি দোষত্রয়ের প্রাতঃকালাদি যে সকল প্রকোপকাল কথিত হইয়াছে, সেই সেই প্রকোপকালে সেই সেই দোষজন্য রোগের আক্রমণ বা প্রকোপ হইয়া থাকে।

দোষজ ও আগন্তুক রোগ।—সমুদায় রোগই সাধারণতঃ দুই-ভাগে বিভক্ত,—দোষজ ও আগন্তুক। যেসকল রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিন দোষের মধ্যে পৃথক্ এক একটী, বা মিলিত দুইটী অথবা তিনটী দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে দোষজ কহে। একটী দোষ কুপিত হইলে, অপর দুই দোষকেও কুপিত করিয়া থাকে, এজন্য কোন রোগই একদোষজ হয় না; ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে, যে একটী, দুইটী বা তিনটী দোষ রোগের প্রথম উৎপাদক হয়, তদনুসারে রোগও একদোষজ, দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ নাম পাইয়া থাকে। যে সকল রোগ অভিঘাত, অভিচার, অভিশাপ ও ভূতাবেশ, প্রভৃতি কারণবশতঃ সহসা উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম আগন্তুক। স্ব স্ব নিদানানুসারে দোষবিশেষ কুপিত না হইলে, দোষজ রোগের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু আগন্তুক রোগের প্রথমেই যাতনা প্রকাশ পাইয়া, পরে দোষবিশেষকে কুপিত করে। ইহাই উভয় রোগের বিভিন্নতা।

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত, ও কফ এই ত্রিদোষ—দোষজ রোগোৎপত্তি বিষয়ে সন্নিকৃষ্ট নিদান; বিবিধ অহিতজনক আহার-বিহারাদিরূপ নিদানদ্বারা ঐ তিন দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কতিপয় উৎপন্ন রোগও রোগবিশেষের নিদান হয়; যেমন জ্বর-সন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর, জ্বর ও রক্তপিত্ত এই উভয় রোগ হইতে রাজযক্ষ্মা, প্লীহাবৃদ্ধি হইতে উদররোগ, উদররোগ হইতে শোথ, অর্শঃ হইতে উদররোগ বা গুল্ম, প্রতিশ্যায় হইতে কাসরোগ, কাস হইতে ক্ষয়রোগ, এবং ক্ষয়রোগ

হইতে ধাতুশোষ প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত রোগোৎপাদক রোগের মধ্যে কোন কোন রোগ অন্যরোগ উৎপাদন করিয়াও স্বয়ং বর্ত্তমান থাকে।

এই নিদানাদি পাঁচটী বিষয়ই সমুদায় রোগজ্ঞানের উপায়স্বরূপ। এস্থলে কেবল তাহাদের সাধারণ লক্ষণমাত্র কথিত হইল। অতঃপর এক একটী রোগ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবলম্বন করিয়া, তাহাদের নিদানাদির বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

জ্বর।

জ্বরের প্রাধান্য।—জীবগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে জ্বরসংসৃষ্ট হওয়া নিয়ত নিয়ম। শরীরের প্রথম উৎপত্তিকালেই জ্বর তাহাকে আক্রমণ করে বলিয়া, সমুদায় রোগমধ্যে জ্বরেরই প্রথম উল্লেখ করা উচিত। আরও, অন্যান্য রোগ অপেক্ষা জ্বর অধিকতর ভয়ঙ্কর, এবং জ্বর হইতে যাবতীয় রোগেরই উৎপত্তি সম্ভাবনা প্রভৃতি বিবেচনা করিলে, সমুদায় রোগমধ্যে জ্বরেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। সুতরাং অতিপ্রাচীনকাল হইতেই রোগাধ্যায়ের প্রথমে জ্বররোগের বিষয় উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। আমরাও তদনুসারে জ্বররোগের বিষয় প্রথমে সন্নিবেশিত করিলাম।

জ্বরের সাধারণ লক্ষণ।—জ্বরের সাধারণ লক্ষণ—শারীরিক ও মানসিক সন্তাপ, যেহেতু সন্তাপলক্ষণশূন্য জ্বর দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন একেবারে ঘর্ম্মনিরোধ এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রভৃতি জ্বরের আরও কয়েকটী সাধারণ লক্ষণ আছে। বস্তুতঃ, যে রোগে সন্তাপ, ঘর্ম্মনিরোধ ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এক সময়ে লক্ষিত হয়, তাহারই নাম জ্বর। ইহার মধ্যে ঘর্ম্মনিরোধটী নিয়ত-লক্ষণ নহে। পিত্তজ্বরে কখন কখন ঘর্ম্ম হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও লক্ষণভেদে জ্বর অপরিসংখ্যেয় ভাগে বিভক্ত, তথাপি চিকিৎসাকার্য্যের সুবিধার জন্য শাস্ত্রবিশেষে কতকগুলি পরিমিত সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। এইসকল বিভাগের মধ্যে জ্বরের আটপ্রকার সাধারণ বিভাগ চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধিক প্রচলিত; আমরা তাহারই উল্লেখ করিব। সেই আটপ্রকার জ্বর, যথা—বাতজ, পিত্তজ,

শ্লেষ্মজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুক। যথাক্রমে ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণাদি নির্দ্দিষ্ট হইবে।

সাধারণ পূর্ব্বরূপ।—সমুদায় জ্বরেরই সাধারণ-পূর্ব্বরূপ একপ্রকার; যথা—মুখের বিরসতা, শরীরে ভারবোধ, পান-ভোজনে অনিচ্ছা, চক্ষুর্দ্বয়ের আকুলতা, অশ্রুপূর্ণতা, অধিক নিদ্রা, অনবস্থিত-চিত্ততা, জৃম্ভা, অর্থাৎ ঘন ঘন হাই-উঠা, শরীর সঙ্কুচিত করিবার ইচ্ছা, শ্রান্তিবোধ, ভ্রান্তি, প্রলাপ, রাত্রে অনিদ্রা, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, অর্থাৎ দাঁত শির্ শির্ করা, বায়ু প্রভৃতি শীতলদ্রব্যে ও আতপাদি উষ্ণদ্রব্যে ক্ষণে ক্ষণে ইচ্ছা ও দ্বেষ, অরুচি, অজীর্ণ, দুর্ব্বলতা, শরীরে বেদনা, শারীরিক অবসন্নতা, দীর্ঘসূত্রতা অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্যেই বিলম্ব করা, আলস্য, হিতবাক্যেও বিরক্তিবোধ, এবং উষ্ণ, লবণ, কটু ও অম্লবস্তুতে অভিলাষ;—এইসমস্ত পূর্ব্বরূপের নাম সামান্য পূর্ব্বরূপ। এতদ্ভিন্ন বাতাদি দোষভেদে আরও কতকগুলি বিশেষ পূর্ব্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে; যথা—বাতজ-জ্বরের পূর্ব্বে অতিরিক্ত জৃম্ভা, পিত্তজনিত-জ্বরের পূর্ব্বে চক্ষুর্দ্বয়ের অত্যন্ত দাহ, এবং কফজ জ্বরের পূর্ব্বে অতিশয় অরুচি হইয়া থাকে। দ্বিদোষজ-জ্বরে পূর্ব্বোক্ত সামান্য-পূর্ব্বরূপের সহিত সেই সেই দুইটী দোষের বিশিষ্টপূর্ব্বরূপ, এবং ত্রিদোষজ-জ্বরে ঐরূপ তিনটী দোষের বিশিষ্টপূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়। এইসমস্ত পূর্ব্বরূপ সমুদায় জ্বরেই যে প্রকাশিত হইবে, এরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নহে; দোষপ্রকোপের ন্যূনাধিক্য অনুসারে পূর্ব্বরূপও কখন অল্প এবং কখনও বা অধিক প্রকাশ পায়।

সাধারণ সম্প্রাপ্তি।—অনিয়মিত আহারাদিদ্বারা বায়ু প্রভৃতি দোষ কুপিত হইয়া, আমাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক আমাশয়কে দূষিত করে, এবং তৎপরে কোষ্ঠস্থ সন্তাপ বাহিরে আনিয়া জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপে সন্তাপ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যই সমুদায় জ্বরে ত্বক্ উষ্ণ হয়। ইহাই জ্বররোগের সাধারণ-সম্প্রাপ্তি।

বাতজ জ্বরলক্ষণ।—এই জ্বরে কম্প, বিষম বেগ অর্থাৎ জ্বরাগমন বা জ্বরবৃদ্ধিকালের বিষমতা, উষ্ণাদির বৈষম্য অর্থাৎ ত্বগাদির কখন অধিক উষ্ণতা এবং কখনও বা অল্প উষ্ণতা প্রভৃতি, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, অনিদ্রা, ক্ষবস্তম্ভ (হাঁচি না হওয়া), শরীরের রূক্ষতা, মলের কঠিনতা, সমুদায়

অঙ্গেই—বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে বেদনা, মুখের বিরসতা, উদরে শূল-বেদনার ন্যায় বেদনা, আধ্মান অর্থাৎ পেট-ফাঁপা, জৃম্ভণ অর্থাৎ হাই-উঠা, নানাপ্রকার বাতবেদনা, পদদ্বয়ের স্পর্শানভিজ্ঞত্ব, পায়ের ডিমে দণ্ডাদিদ্বারা আঘাতের ন্যায় বেদনা, কর্ণমধ্যে শাঁ শাঁ প্রভৃতি শব্দ, মুখের কষায়স্বাদ, উরুদ্বয়ের অবসন্নতা, শুষ্ক-কাস, বমন, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, শ্রান্তিবোধ, ভ্রম, পিপাসা, প্রলাপ, উষ্ণস্পর্শে অভিলাষ, এবং মূত্র-নেত্রাদির অরুণবর্ণতা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ-জ্বরের লক্ষণ।—ইহাতে জ্বরের তীক্ষ্ণবেগ, তীব্রসন্তাপ, অতিসার রোগের ন্যায় তরল মলভেদ, অল্পনিদ্রা, বমন, ঘর্ম্মনির্গম, প্রলাপ, মুখের তিক্ততা, অরুচি, মূর্চ্ছার ন্যায় জ্ঞানশূন্যতা, অন্তর্দাহ, দাহ, মত্ততা, পিপাসা, গাত্রঘূর্ণন, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানের পাক অর্থাৎ ঐসকল স্থানে ঘা হওয়া, শরীর রক্তবর্ণ ও চাকা চাকা দাগের উৎপত্তি, শীতলস্পর্শে অভিলাষ, এবং মল-মূত্র ও নেত্রাদির পীতবর্ণতা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কফজ-জ্বরের লক্ষণ।—ইহাতে জ্বরের মন্দবেগ, আলস্য, মুখের মধুরতা, প্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা), শরীরের স্তব্ধতা ও ভারবোধ, পান-ভোজনে অনিচ্ছা, শীতবোধ, হৃল্লাস অর্থাৎ সর্ব্বদা গা বমি বমি করা, রোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, অতিনিদ্রা, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা হইতে জল-স্রাব, অরুচি, কাস, হৃদয় লিপ্ত থাকার ন্যায় অনুভব, শরীরে শ্বেতপিড়কার উৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, উষ্ণস্পর্শে অভিলাষ, মল-মূত্র ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা এবং স্তৈমিত্য অর্থাৎ শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

বাতপিত্তজ-জ্বরলক্ষণ।—এইজ্বরে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ, অনিদ্রা, মস্তকে বেদনা, কণ্ঠের ও মুখের শুষ্কতা, বমন, অরুচি, রোমাঞ্চ, জৃম্ভা, সন্ধিস্থলে বেদনা, এবং অন্ধকারদর্শন প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

বাতশ্লেষ্মজ-জ্বরলক্ষণ।—এইজ্বরে স্তৈমিত্য অর্থাৎ শরীরে আর্দ্র-বস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, সন্ধিস্থলে বেদনা, অধিক নিদ্রা, মস্তকে বেদনা, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, কাস, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম এবং

সন্তাপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়; ইহাতে জ্বরের বেগ অধিক তীক্ষ্ণ বা অধিক মৃদু হয় না।

পিত্তশ্লেষ্মজ-জ্বরলক্ষণ।—এই জ্বরে মুখমধ্য শ্লেষ্মদ্বারা লিপ্ত ও পিত্তদ্বারা তিক্ত হইয়া থাকে; আরও, ইহাতে শরীরের গুরুত্ব, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, কফপিত্তের নির্গম, এবং বারংবার দাহ ও বারংবার শীত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সান্নিপাত-জ্বরলক্ষণ।—চলিতকথায় ইহাকেই জ্বর-বিকার কহে। এই জ্বরে ক্ষণে ক্ষণে দাহ, আবার পরক্ষণেই শীত, অথবা নিরবচ্ছেদে অত্যন্ত শীতবোধ; অস্থিসমূহে, সন্ধিস্থলে ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ (ছল ছল), আবিল (ঘোলাটে), রক্তবর্ণ এবং বিস্ফোরিত বা অতিকুটিল; কর্ণবিবরমধ্যে নানাপ্রকার শব্দের অনুভব; কণ্ঠ যেন শূকাদি (ধান্যাদির শুঁয়া) দ্বারা আবৃত অর্থাৎ শুঙ্গ শুঙ্গে; তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপবাক্য, শ্বাস, কাস, অরুচি, ভ্রম, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ অথবা অত্যন্ত নিদ্রা কিংবা দিবসে অধিক ও রাত্রিতে একেবারে নিদ্রানাশ; জিহ্বা অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং গরুর জিহ্বার ন্যায় কর্কশস্পর্শ; সর্ব্বাঙ্গে শিথিলভাব, কফমিশ্রিত রক্ত বা পিত্তের ষ্ঠীবন; ইতস্ততঃ শিরশ্চালন (মাথালুঠান), মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের কদাচিৎ নির্গমন অথবা অধিক ঘর্ম্ম; দোষপূর্ণতা বশতঃ শরীরের অনতিকৃশতা; কণ্ঠ হইতে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দনির্গম; মুখ ও ন্যাসিকা প্রভৃতি স্থানে পাক অর্থাৎ ক্ষত, উদরে ভারবোধ, রসপূর্ণতা বশতঃ বাতাদি দোষসমূহের বিলম্বে পরিপাক, শরীরে শ্যাব বা রক্তবর্ণ কোঠ অর্থাৎ বোল্‌তাদষ্টস্থানের ন্যায় শোথের উৎপত্তি; এবং নৃত্য, গীত, হাস্য ও রোদন প্রভৃতি নানাপ্রকার বিকৃত চেষ্টা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

নিউমোনিয়া।—পূর্ব্বোক্ত সন্নিপাত-জ্বরের অবস্থাবিশেষকেই ডাক্তারগণ "নিউমোনিয়া" বলেন। সন্নিপাত-জ্বরের সাধারণ লক্ষণ ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পীড়া-প্রকাশের পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ক্ষুধামান্দ্য অনুভূত হয়। পীড়ার প্রথমাবস্থায় কম্পজ্বর, বমন, বক্ষোবেদনা, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, অস্থিরতা, ও আক্ষেপ অর্থাৎ হাত পা-ছোড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; সম্পূর্ণরূপে পীড়া প্রকাশ পাওয়ায়

পরেও ঐ সমস্ত লক্ষণ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, এবং আরও কতকগুলি অধিক লক্ষণ লক্ষিত হয়; যথা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিতেও বেদনাবোধ, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, অত্যন্ত কাস, লোহার মরিচার ন্যায় মলিন এবং গাঢ় আঠা আঠা শ্লেষ্মনির্গম; ঐ শ্লেষ্মা কোন পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে ছাড়ান যায় না; কখন কখন সেই শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিতভাবে অল্প রক্তনির্গম; সপ্তম বা অষ্টম দিবসে মূত্র ও ঘর্ম্মনির্গমের আধিক্য; প্রতি মিনিটে ৯০ হইতে ১০২ বার পর্য্যন্ত নাড়ীস্পন্দন; শারীরিক-উত্তাপ থার্ম্মোমিটারে ১০৩ হইতে ১০৪ ডিগ্রী (কাহার কাহারও ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ হইলেও তাহাকে আরোগ্য-লাভ করিতে দেখা গিয়াছে); মুখমণ্ডল মলিন ও চিন্তাযুক্ত; গণ্ডস্থল লাল ও কৃষ্ণবর্ণ; ওষ্ঠ ফাটা ফাটা, জিহ্বা শুষ্ক ও মলাবৃত, ক্ষুধামান্দ্য, আহারে কষ্ট, উদরাময়, অনিদ্রা, আলোক দেখিতে কষ্টবোধ, এবং পীড়া-প্রকাশের দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবসে মুখমণ্ডলে পিড়কার উৎপত্তি। ফুস্‌ফুস্ দূষিত হওয়া, এই পীড়ার একটী প্রধান লক্ষণ; অনেকস্থলে তাহা পচিয়াও গিয়া থাকে। ফুস্‌ফুস্ দূষিত হইলে, শুষ্ক-কুলগোলা জলের ন্যায় একপ্রকার তরল শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন হইতে থাকে। পচিয়া গেলে দুর্গন্ধযুক্ত দুগ্ধের সরের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এইরূপে ফুস্‌ফুস্ দূষিত হইলে, পীড়া নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। ফুস্‌ফুসে দাহ থাকিলে, তাহাও একটী কষ্টসাধ্যের লক্ষণ। শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ গর্ভিণী এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তিগণের এই পীড়া হইলে, সাধারণতঃ তাহা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে।

সন্নিপাতের ভোগ-কাল।—সন্নিপাত জ্বর কখনই সুখসাধ্য নহে। যদি মল ও বাতাদি দোষ বিশুদ্ধ থাকে, অগ্নি নষ্ট হইয়া যায়, এবং সমুদায় লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য হয়; ইহার বিপরীত হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ৭ দিন, ৯ দিন, ১০ দিন, ১১ দিন, ১২ দিন, ১৪ দিন, ১৮ দিন, ২২ দিন বা ২৪ দিন পর্য্যন্ত, জ্বর হইতে মুক্তিলাভের বা মৃত্যু ঘটিবার সীমাকাল নির্দ্দিষ্ট আছে; অর্থাৎ এইজ্বরে যদি ক্রমশঃ জ্বরের ও বাতাদি দোষ-ত্রয়ের লঘুতা, এবং মনের স্থিরতা ও বললাভ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া, ঐ সমস্ত নির্দ্দিষ্ট সীমাকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই রোগী আরোগ্যলাভ করে। আর যদি দিন দিন নিদ্রানাশ, স্তব্ধতা, উদরের বিষ্টব্ধতা,

দেহের ভারবোধ, অরুচি, মনের অস্থিরতা ও বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ঐ নির্দ্দিষ্টকালমধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সন্নিপাত-জ্বরের শেষ-অবস্থায় কর্ণমূলে কষ্টদায়ক শোথ হইলে, রোগী কদাচিৎ রক্ষা পায়; কিন্তু ঐ শোথ জ্বরের প্রথমাবস্থায় হইলে সাধ্য, এবং মধ্য-অবস্থায় হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

অভিন্যাস-জ্বর।—বাতাদি দোষত্রয় অতিমাত্র কুপিত হইয়া, যদি বক্ষঃস্থলস্থ স্রোতঃসমূহে প্রবিষ্ট হয়, এবং আমরসের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বিকৃত করিয়া তুলে, তাহা হইলে অতি ভয়ঙ্কর কষ্টসাধ্য অভিন্যাস, নামক জ্বর উৎপন্ন হয়; এই জ্বরে রোগী নিশ্চেষ্ট, এবং দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি-রহিত হয়, পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে চিনিতে পারে না; কাহারও কোন কথা বা শব্দাদি বুঝিতে পারে না; কিছুই খাইতে চাহে না; নিরন্তর সূচিকাবিদ্ধবৎ (ছুঁচ-ফোটার মত) যাতনা অনুভব করে; প্রায়ই কোন কথা কহে না; আরও সর্ব্বদা মস্তক-সঞ্চালন, কুন্থন ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। এই জ্বর সর্ব্বথা অসাধ্য; তবে কদাচিৎ কেহ দৈবানুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহাও সন্নিপাতজ্বরের একপ্রকার ভেদমাত্র।

আগন্তুক-জ্বরের কারণ ও লক্ষণ।—শস্ত্র, লোষ্ট্র, মুষ্টি বা দণ্ড-ড়াদি দ্বারা আঘাত, অভিচার, অর্থাৎ কাহাকেও মারিবার জন্য মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক যাগাদি ক্রিয়াবিশেষ, অভিষঙ্গ অর্থাৎ ভূতগ্রহাদির অথবা কামাদি রিপুর উত্তেজনা এবং ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ, এইসকল কারণে আগন্তুক জ্বর হইয়া থাকে। অভিঘাতাদি কারণবিশেষে বাতাদি যে দোষের প্রকোপ সম্ভাবনা, সেই কারণ হইতে আগন্তুক-জ্বর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে সেই দোষ অনুবন্ধ থাকে।

বিষজ-জ্বর।—বিষজজ্বরে মুখের শ্যাববর্ণতা, অতিসার, অরুচি, পিপাসা, অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

ওষধিঘ্রাণজ-জ্বর।—ওষধিবিশেষের আঘ্রাণজন্য জ্বর হইলে, মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা ও বমি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কামজ-জ্বর।—অভিলষিতা রমণীর অপ্রাপ্তি বশতঃ কামজ-জ্বর হইয়া থাকে; তাহাতে অস্থিরতা, তন্দ্রা, আলস্য ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ

পায়। ভয়, শোক, বা ক্রোধ হইতে জ্বর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে প্রলাপ ও কম্প হইয়া থাকে।

অভিচারাদিজাত জ্বর।—অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ ও তৃষ্ণা, এবং ভূতাভিষঙ্গজ-জ্বরে চিত্তের উদ্বেগ, হাস্য, রোদন ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

কামজ, শোকজ ও ভয়জনিত জ্বরে বায়ুর প্রকোপ, ক্রোধজ জ্বরে পিত্তের প্রকোপ এবং ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে। আরও, এই জ্বর যে ভূতবিশেষের সংসর্গদোষে উৎপন্ন হয়, সেই ভূতবিশেষের হাস্য-রোদনাদি অনুসারে রোগীর হাস্য-রোদনাদি বিভিন্নরূপে হইয়া থাকে।

বিষম-জ্বর।—যে জ্বরের আগমন বা বৃদ্ধির সময়ের নিয়ম নাই, এবং যে জ্বরে উষ্ণতা বা জ্বরবেগেরও সমতা নাই, তাহার নাম বিষম-জ্বর। এই জ্বরের প্রধান লক্ষণ—মুক্তানুবন্ধিত্ব অর্থাৎ ছাড়িয়া ছাড়িয়া জ্বরাগম হওয়া।

কারণ।—নবজ্বরের যথাবিধি চিকিৎসা না করিয়া, যদি কোন উষ্ণবীর্য্য ঔষধাদিদ্বারা সহসা তাহা নিবৃত্ত করা হয়, তাহা হইলে জ্বরোৎপাদক কুপিত বাতাদিদোষ সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত না হইয়া বলহীন হইয়া থাকে; পরে আহার-বিহারাদির অনিয়মবশতঃ সেই ক্ষীনবল দোষ পুনর্ব্বার বলবান্ হয়, এবং রক্তাদি কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন একবারে প্রথম হইতেও বিষম-জ্বর হইয়া থাকে।

অবস্থাভেদ।—এই বিষমজ্বর লক্ষণানুসারে সন্তত, সততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থকাদি নামে অভিহিত হয়। দোষ রসস্থ হইলে—সন্তত, রক্তগত হইলে—সততক, মাংসাশ্রিত হইলে—অন্যেদ্যুষ্ক, মেদোগত হইলে—তৃতীয়ক এবং অস্থি-মজ্জগত হইলে—চাতুর্থক জ্বর উৎপন্ন হয়। এই কয়েকপ্রকার জ্বরের মধ্যে চাতুর্থক-জ্বরই অধিক ভয়ঙ্কর।

সন্তত-জ্বরলক্ষণ।—সন্তত-জ্বর একাদিক্রমে সাতদিন, দশদিন বা দ্বাদশদিন ভোগ করিয়া ছাড়িয়া যায়।

সততক-জ্বরলক্ষণ।—যে জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার, অথবা দিনের মধ্যেই দুইবার, কিংবা রাত্রির মধ্যেই দুইবার হইয়া থাকে, তাহার নাম সততক বা দ্বিকালীন জ্বর।

অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর।—দিবারাত্রের মধ্যে একবারমাত্র জ্বর হইলে, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্ক কহে। যে জ্বর প্রতি তৃতীয়দিনে অর্থাৎ একদিন অন্তর হয়, তাহার নাম তৃতীয়ক; এবং যাহা প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে, তাহার নাম চাতুর্থক জ্বর। তৃতীয়কজ্বরে পিত্ত ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, এই জ্বর আরম্ভ হইবার সময়ে, ত্রিকস্থানে অর্থাৎ কটি ও মেরুদণ্ডের সন্ধিদেশে বেদনা, বায়ু ও শ্লেষ্মাব আধিক্য থাকিলে পৃষ্ঠে, এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে। চাতুর্থকজ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে প্রথমে জঙ্ঘাদ্বয়ে, এবং বায়ুর আধিক্য থাকিলে প্রথমে মস্তকে বেদনা হয়; তৎপরে সমুদায় শরীরে জ্বর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। যে জ্বর মধ্যের দুইদিন নিয়ত ভোগ করিয়া, আদি ও অন্ত এই দুইদিন বিরত থাকে, তাহাকে চাতুর্থক-বিপর্য্যয় কহে। ইহাও একপ্রকার বিষমজ্বর। কেহ কেহ ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরকেও বিষম-জ্বর কহিয়া থাকেন।

বাত-বলাসক ও প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ।—যে জ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী রুক্ষদেহবিশিষ্ট, অবসন্ন ও জড়পদার্থের মত হয়, এবং যে জ্বর নিত্যই মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে, তাহাকে বাত বলাসক জ্বর কহে। আর যে জ্বরে শরীরে ভারবোধ, এবং সর্ব্বদা ঘর্ম্মবশতঃ শরীর লিপ্তবৎ বোধ হয় তাহার নাম প্রলেপক জ্বর। এই জ্বরও মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে। যক্ষ্মরোগে প্রায়ই এইরূপ জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়।

দোষের স্থিতিভেদে অঙ্গের শীতোষ্ণতা।—যদি ভুক্ত আহার-রস পরিপাক না পাইয়া দূষিত হয়, এবং যদি দুষ্টপিত্ত ও দুষ্টশ্লেষ্মা শরীরের ঊর্দ্ধ, অধঃ, অথবা বাম-দক্ষিণ বিভাগানুসারে অর্দ্ধভাগে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে শরীরের যে ভাগে পিত্ত—সেই ভাগ উষ্ণ, এবং যে ভাগে শ্লেষ্মা অবস্থিত থাকে, সেই ভাগ শীতল হইয়া থাকে। আর যদি কোষ্ঠে দুষ্টপিত্ত ও হস্ত-পদে দুষ্ট-শ্লেষ্মা অবস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগীর শরীর উষ্ণ এবং হস্তপদ শীতল হইয়া থাকে।

ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ কোষ্ঠে শ্লেষ্মা এবং হস্তপদে পিত্ত অবস্থিত হইলে, শরীর শীতল এবং হস্তপদ উষ্ণ হয়।

শীতপূর্ব্ব ও দাহপূর্ব্ব জ্বর লক্ষণ।—যদি দুষ্টশ্লেষ্মা ও দুষ্ট বায়ু ত্বকে অথবা ত্বক্‌গত রসে অবস্থান করে, তাহা হইলে প্রথমে শীত জন্মাইয়া জ্বর হয়, তৎপরে বায়ু ও শ্লেষ্মার বেগ কমিয়া আসিলে, পিত্ত-দাহ উৎপাদন করে; ইহার নাম শীতপূর্ব্ব জ্বর। আর যদি দুষ্টপিত্ত ত্বক্‌গত হয়, তাহা হইলে প্রথমে দাহ হইয়া জ্বরাগম হয়; পরে পিত্তবেগ কমিয়া আসিলে শ্লেষ্মা ও বায়ু শীত উৎপাদন করে; ইহাকে দাহপূর্ব্ব জ্বর কহে। উভয়-জ্বরই বাতাদি দুই দোষের বা তিন দোষের সংসর্গে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে দাহপূর্ব্ব-জ্বর কষ্টসাধ্য ও কষ্টপ্রদ।

জ্বর, রসাদি সপ্তধাতুর মধ্যে যে কোন ধাতুকে বিশেষরূপে আশ্রয় করিলে তাহাকে ধাতুগত জ্বর কহে।

ভিন্ন ভিন্ন ধাতুগত জ্বর-লক্ষণ।—রসধাতুগত-জ্বরে শরীর ভারীবোধ, বমনেচ্ছা, বমন, শারীরিক অবসন্নতা, অরুচি, চিত্তের ক্লান্তি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রক্তগত-জ্বরে অল্প রক্তবমন, দাহ, মোহ, বমন, ভ্রান্তি, প্রলাপ, পিড়কা অর্থাৎ ব্রণবিশেষের উৎপত্তি ও তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মাংসগত-জ্বরে জঙ্ঘার মাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদিদ্বারা আঘাতের ন্যায় বেদনা, তৃষ্ণা, অধিক পরিমাণে মল মূত্রের নির্গম, বাহিরে সন্তাপ, অভ্যন্তরে দাহ, পদাদির বারংবার সঞ্চালন ও শারীরিক গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। মেদোগত জ্বরে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অস্থিগত জ্বরে অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুন্থন, শ্বাস, অধিক পরিমাণে মলপ্রবৃত্তি, বমন ও হস্ত-পদের বিক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। মজ্জাগত-জ্বরে অন্ধকারদর্শন, হিক্কা, কাস, শীতবোধ, বমি, অভ্যন্তরে দাহ, মহাশ্বাস, ও হৃদয়ের মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। শুক্রগত-জ্বরে লিঙ্গ সর্ব্বদা জড়বৎ স্তব্ধ হইয়া থাকে, অথচ তাহা হইতে নিরন্তর শুক্র ও রক্তাদি ক্ষরিত হয়; এই জ্বরে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

অন্তর্ব্বেগ ও বহির্ব্বেগ লক্ষণ।—যে জ্বরে অধিক অন্তর্দ্দাহ, অধিক তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি-স্থানে ও অস্থিসমূহে শূলবৎ বেদনা, ঘর্ম্মরোধ এবং বাতাদিদোষের ও মলের বদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহার নাম অন্তর্ব্বেগ জ্বর; আর যে জ্বরে বাহিরের সন্তাপ অধিক, কিন্তু তৃষ্ণাদি উপদ্রবসমূহ অল্প হয়, তাহাকে বহির্ব্বেগ জ্বর কহে।

প্রাকৃত ও বৈকৃত।—বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে ক্রমান্বয়ে বাতাদি দোষত্রয়দ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রাকৃত জ্বর কহে; অর্থাৎ বর্ষাকালে বাতিক, শরৎকালে পৈত্তিক, ও বসন্তকালে শ্লৈষ্মিক জ্বর হইলে, তাহার নাম প্রাকৃত-জ্বর। ইহার অন্যথা হইলে, অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্লৈষ্মিক বা পৈত্তিক, শরৎকালে বাতিক বা শ্লৈষ্মিক, এবং বসন্তকালে বাতিক বা পৈত্তিক জ্বর হইলে, তাহার নাম বৈকৃত-জ্বর। প্রাকৃত-জ্বরের মধ্যে বাতিক-জ্বর ব্যতীত অন্যান্য জ্বর সুখসাধ্য। বৈকৃত জ্বর সকলগুলিই দুঃসাধ্য। প্রাকৃত-জ্বরে ঋতুবিশেষানুসারে এক একটী দোষ আরম্ভক হইলেও অপর দুই দোষ তাহাতে অনুবদ্ধ থাকে।

অপক্ক-জ্বর।—যে জ্বরে লালাস্রাব, বমনেচ্ছা, হৃদয়ের অশুদ্ধি, অরুচি, নিদ্রা, আলস্য, অপরিপক্ক, মুখের বিরসতা, শরীরে ভারবোধ, স্তব্ধতা, ক্ষুধানাশ, অধিক প্রস্রাব ও জ্বরের প্রবলতা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অপক্ক আম জ্বর কহে।

পচ্যমান।—জ্বরবেগের আধিক্য, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, মল-প্রবৃত্তি, বমনেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ পচ্যমান-জ্বরে অর্থাৎ জ্বরের পরিপাক অবস্থায় প্রকাশিত হয়।

পক্কজ্বর।—ক্ষুধাবোধ, দেহের লঘুতা, জ্বরের উপশম, বায়ু, পিত্ত, কফ ও মলের নিঃসরণ, এই কয়টী পক্ক-জ্বরের লক্ষণ। আট দিন অতিবাহিত হইলে তাহাকেও পক্ক-জ্বর বলা হয়।

জ্বরের উপদ্রব।—কাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মল-বদ্ধতা, হিক্কা, শ্বাস, অঙ্গবেদনা, এইদশটী—জ্বরের উপদ্রব।

সাধ্য জ্বরলক্ষণ।—যে জ্বর অল্পদোষ জাত ও উপদ্রব শূন্য, এবং সেই জ্বরে যদি বলের হানি না হয়, তবে তাহা সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

অসাধ্য জ্বরলক্ষণ।—যে জ্বর অন্তর্দ্ধাতুস্থ, দীর্ঘকালস্থায়ী, অথবা অতি বলবান, এবং যে জ্বরে রোগী ক্ষীণ হইয়া যায় ও শোথযুক্ত হয়, আর যে জ্বরে রোগীর কেশ সীমন্তযুক্তের ন্যায় হয়, অর্থাৎ আপনা আপনি চুলে সিঁতিকাটার ন্যায় হয়, তাহা অসাধ্য জ্বর। বহুবিধ প্রবলকারণে যে জ্বর উৎপন্ন হইয়া বহুলক্ষণযুক্ত হয়, এবং যে জ্বরে ইন্দ্রিয়শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই জ্বর মারাত্মক। অন্তর্দ্দাহ, তৃষ্ণা, মলবদ্ধতা এবং কাস ও শ্বাসযুক্ত প্রবল জ্বরকে গম্ভীর জ্বর কহে; এই জ্বরও অসাধ্য। বিশেষতঃ গম্ভীরজ্বরে রোগী ক্ষীণ বা রুক্ষ দেহ হইলে, তাহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে। যে জ্বর প্রথম হইতেই বিষম বা অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহাও অসাধ্য। বাহিরে শীত এবং অন্তরে দাহযুক্ত জ্বর মারাত্মক। যে জ্বরে শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চঞ্চল, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, হিক্কা, শ্বাস, সাত্তাতিক শূলনিখাতবৎ বেদনা, এবং কেবল মুখদ্বারাই শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হয়, তাহাতেও রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যে জ্বররোগীর কান্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, বল ও মাংস ক্ষীণ হয়, অরুচি ও জ্বরবেগের গাম্ভীর্য্য অথবা তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হয়, তাহাও অসাধ্য।

জ্বর-ত্যাগলক্ষণ।—সান্নিপাতিক-জ্বর, অন্তর্বেগ-জ্বর ও ধাতুগত জ্বর ছাড়িবার পূর্ব্বে দাহ, ঘর্ম্ম, ভ্রান্তি, তৃষ্ণা, কম্প, মলভেদ, সংজ্ঞানাশ, কুন্থন ও মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্বর সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইলে ঘর্ম্ম, শরীরের লঘুতা, মস্তক চুলকান, মুখে ক্ষত, হাঁচি ও অন্নভোজনে অভিলাষ হইয়া থাকে।

উপবাসের ব্যবস্থা।—নবজ্বরে প্রথমতঃ লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস দেওয়া আবশ্যক; তাহা দ্বারা বাত-পিত্ত-কফের পরিপাক, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের লঘুতা, জ্বরের উপশম এবং ভোজনে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। বাতজ-জ্বরে ভয়, ক্রোধ, শোক, কাম ও পরিশ্রমজনিত জ্বরে, ধাতুক্ষয়জনিতজ্বরে, এবং রাজযক্ষ্মাক্রান্ত জ্বরে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আরও যে সকল ব্যক্তি বায়ুপ্রধান, যাহারা ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, মুখশোষযুক্ত বা ভ্রমযুক্ত, এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা দুর্ব্বল, তাহাদেরও উপবাস বিহিত নহে। উপবাস বিহিত জ্বরেও অধিক উপবাস দিয়া রোগীকে দুর্ব্বল করা অনুচিত। বিশেষতঃ অধিক উপবাসদ্বারা অস্থি-সন্ধিসমূহে বা সমস্ত শরীরাবয়বে বেদনা, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, মনের

চঞ্চলতা বা ভ্রান্তি, অধিক উদ্গার, মোহ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। উপযুক্ত-পরিমাণে যথারীতি উপবাস দেওয়া হইলেই সম্যক্‌রূপে মল, মূত্র ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, ঘর্ম্মনির্গম, মুখ ও কণ্ঠ পরিষ্কার; তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, আহারে রুচি, একই সময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদয়, অন্তঃকরণের প্রসন্নতা, এবং বিশুদ্ধ উদ্গার প্রভৃতি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অপক্বদোষে ব্যবস্থা।—জ্বর হওয়ার প্রথম দিন হইতে আট দিন পর্য্যন্ত অপক্বাবস্থা; এইসময়ে জ্বরনাশক কোন পাচন বা ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তবে ষড়ঙ্গ পানীয় বা দোষ পরিপাকের জন্য ১ এক তোলা ধ'নে ও ১ এক তোলা পটোলপত্রের কাথ, অথবা শুঁঠ, দেবদারু, ধ'নে বৃহতী ও কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের কাথ দেওয়া যাইতে পারে; মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ, এই ছয়টী দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা, ৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া, /২ দুই সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ইহাকেই ষড়ঙ্গপানীয় কহে। এই জল শীতল হইলে পান করাইতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে জ্বর হইবামাত্রই যেরূপ ভয়ানক হইয়া উঠে, তাহাতে ঐরূপ ৮ আট দিন সময় প্রতীক্ষা না করিয়া, বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ সময়ের মধ্যেই পাচনাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অবিচ্ছিন্ন জ্বরে।—অবিচ্ছিন্ন জ্বরে ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, কট্‌কী, এই তিনটী দ্রব্যের কাথ সেবন করাইলে, ২।৩ বার ভেদ হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। পিত্তের আধিক্য থাকিলে, ইন্দ্রযবের পরিবর্ত্তে ধ'নে বা ক্ষেৎপাপড়া দেওয়া উচিত। রোগী দুর্ব্বল হইলে, এই ভেদক পাচন না দেওয়া ভাল। এতদ্ভিন্ন জ্বরাঙ্কুশ, স্বচ্ছন্দভৈরব, হিঙ্গুলেশ্বর, অগ্নিকুমার ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় (লাল), প্রভৃতি ঔষধ মধুসহ মাড়িয়া তুলসীপত্রের রস অথবা পাণের রসসহ প্রয়োগ করিবে। বিচ্ছেদের পরেও এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাতজ-জ্বরে।—বাতজ-জ্বরে শতমূলীর ও গুলঞ্চের রস একত্র গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হয়; এবং পিপুল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই তিন দ্রব্যের কাথ, অথবা বিল্বাদি, পঞ্চমূল, কিরাতাদি, রাস্নাদি, পিপ্পল্যাদি, গুড়ূচ্যাদি, দ্রাক্ষাদি প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ-জ্বরে।—পিত্তজ-জ্বরে ক্ষেৎপাপড়ার কাথ, অথবা ক্ষেৎপাপড়া, বালা, ও রক্তচন্দন এই তিন দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে; এতদ্ভিন্ন কলিঙ্গাদি, লোধ্রাদি, পটোলাদি, দুরালভাদি ও ত্রায়মাণাদি প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করা আবশ্যক।

শ্লেষ্মজ-জ্বরে।—শ্লেষ্মজ-জ্বরে নিম্বিকাপত্রের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। দশমূল এবং বাসকমূলের কাথও এই জ্বরে বিশেষ উপকারী; অথবা পিপ্পল্যাদিগণের কাথ, কটুকাদি পাচন, নিম্বাদি পাচন প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

দ্বিদোষজ জ্বরে।—দ্বিদোষজ-জ্বরে, যে দুইটী দোষ জ্বরের আরম্ভক, তাহাদের উপশমকারক দ্রব্য বিবেচনা করিয়া, পাচন কল্পনা করা উচিত। তদ্ভিন্ন, বাতপিত্তজ্বরে নবাঙ্গ, পঞ্চভদ্র, ত্রিফলাদি, নিদিগ্ধিকাদি প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করিবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে, বাসকের পত্র ও পুষ্পের স্বরস, মধু ও চিনি-মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তজ্বরে এবং কামলাজ্বরেও ইহা বিশেষ উপকারী। গুড়ূচ্যাদি, মুস্তাদি, দার্ব্বাদি, চাতুর্ভদ্রক, পাঠাসপ্তক ও কণ্টকার্য্যাদি পাচন বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে ব্যবস্থেয়। এই জ্বরে বালুকাস্বেদ বিশেষ উপকারী। একখানি মাটীর খোলায় বালুকা উত্তপ্ত করিবে; পরে একখণ্ড বস্ত্রে এরণ্ডপত্র, আকন্দপত্র বা পাণ পাতিয়া, তাহার উপর ঐ উত্তপ্ত বালুকা ঢালিবে; তৎপরে তাহাতে অল্প অল্প কাঁজি সেচন করিয়া, ঐ সমস্ত দ্রব্যের একটী পুঁটুলি বাঁধিবে; ঐ পুঁটুলি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে (বক্ষঃস্থল বাদ দিয়া) স্বেদ দিতে হয়। ইহাকেই বালুকাস্বেদ* কহে। এই বালুকা-স্বেদদ্বারা বাত-শ্লেষ্মজ্বর এবং তজ্জনিত শিরঃশূল ও অঙ্গবেদনা প্রভৃতি প্রশমিত হয়। পিত্তশ্লেষ্মজ-জ্বরে, পটোলাদি, অমৃতাষ্টক ও পঞ্চতিক্ত প্রভৃতি পাচন প্রয়োগ করিতে হয়।

জ্বরের মগ্নাবস্থায় ঔষধ।—এই সমস্ত নবজ্বরে, জ্বরের মগ্নাবস্থায়, সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ বটী, চণ্ডেশ্বর, চন্দ্রশেখর রস, বৈদ্যনাথ বটী, নবজ্বরেভসিংহ, মৃত্যুঞ্জয় রস (কাল), প্রচণ্ডেশ্বর, ত্রিপুরভৈরব, শীতারি রস, কফকেতু ও প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস প্রভৃতি ঔষধ, দোষানুসারে অনুপান বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত প্রয়োগ করিবে। আতইচচূর্ণ ৬ ছয় রতি মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার সেবন

করাইলে অথবা ২ রতি পিপুলচূর্ণের সহিত ৪ চারি রতি মাত্রায় নাটার বীজের শস্য চূর্ণ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়।

সান্নিপাতে প্রথম কর্ত্তব্য।—সান্নিপাত-জ্বরে প্রথমতঃ আমদোষ ও কফের চিকিৎসা করা আবশ্যক। তৎপরে পিত্ত ও বায়ুর উপশম করিতে হয়। আমদোষ শান্তির জন্য পঞ্চকোল ও আরগ্বধাদি পাচন সেবন করাইবে। শ্লেষ্মা শান্তির জন্য সৈন্ধব-লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের চূর্ণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু ফেলিতে হয়। সমস্ত দিবসের মধ্যে এইরূপ ৩।৪ বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করাইলে, হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক এবং গলদেশের শুষ্ক ও গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইয়া যায়। টাবানেবুর রস ও আদার রসের সহিত সৈন্ধব, বিট্ ও সচল-লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া বারংবার নস্য দিলেও শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া যায়। রোগী অচেতন হইয়া থাকিলে, পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপুল ও মউল-ফুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া, তাহাদের সমষ্টির সমপরিমিত মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে; এই চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইয়া নস্য দিলে, রোগীর চেতনা লাভ হয় এবং তন্দ্রা, প্রলাপ, মস্তকভার প্রভৃতিও নিবারিত হয়। তন্দ্রা-নিবারণের জন্য সৈন্ধব-লবণ, শজিনার বীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড়,—সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া নস্য দিবে। শিরীষের বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ, মনঃশিলা ও বচ,—সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য গোমূত্রসহ বাঁটিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও রোগীর চেতনা হইয়া থাকে। মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও প্রবল শিরঃপীড়া হইলে ৷৹ অর্দ্ধতোলা সোরা ও ৷৹ অর্দ্ধতোলা নিশাদল, ⁄১ এক সের জলে মিশাইয়া রাখিবে। গলিয়া গেলে সেই জলে একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া রগে ও ব্রহ্মতালুতে পটী বসাইয়া দিবে। শিরঃপীড়াদির শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জলদ্বারাই বস্ত্রখণ্ড বারংবার ভিজাইতে হইবে। পরে তাহার শান্তি হইলে বস্ত্রখণ্ড তুলিয়া ফেলিবে। এই জ্বরে ক্ষুদ্রাদি চাতুর্ভদ্রক, পঞ্চমূল, দশমূল, নাগরাদি, চতুর্দ্দশাঙ্গ, ত্রিবিধ অষ্টাদশাঙ্গ, ভার্গ্যাদি, শঠ্যাদি, বৃহত্যাদি, ব্যোষাদি ও ত্রিবৃত্যাদি প্রভৃতি পাচন, এবং স্বল্প ও বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব, শ্লেষ্মকালানল রস, কালানলরস, সন্নিপাত ভৈরব ও বেতাল রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

নাড়ীক্ষীণাবস্থায় কর্ত্তব্য।—সন্নিপাত-জ্বরে দেহ শীতল ও নাড়ী ক্ষীণ হইয়া আসিলে, মকরধ্বজ ১ এক রতি, মৃগনাভি ১ এক রতি ও কর্পূর ১ এক রতি, একত্র কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মাড়িয়া, ১ একভাগ পাণের রস বা আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপর্য্যুপরি তিন চারিবার তাহা সেবন করাইবে। মৃগমদাসব ও মৃতসঞ্জীবনী সুরাও এই অবস্থায় বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আর যখন দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি প্রভৃতি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, নাড়ী বসিয়া যায়, এবং সংজ্ঞানাশ হইতে থাকে, সেই সময়ে সূচিকাভরণ, ঘোরনৃসিংহ, চক্রী (চাকি), এবং ব্রহ্মরন্ধ্র-রস প্রভৃতি উৎকট বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

নিউমোনিয়ায় কর্ত্তব্য।—সন্নিপাত-জ্বরের যে অবস্থাকে ডাক্তারগণ "নিউমোনিয়া" বলেন, তাহাতে সন্নিপাত-জ্বরোক্ত পাচন, লক্ষ্মীবিলাস, কস্তুরী-ভৈরব, কফকেতু, এবং কাসরোগোক্ত কতিপয় ঔষধ দোষাদি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

অভিন্যাস-জ্বরে কারব্যাদি ও শৃঙ্গ্যাদি প্রভৃতি পাচন এবং স্বচ্ছন্দনায়ক ও পূর্ব্বোক্ত সন্নিপাত-জ্বরের ঔষধসমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক।

উপদ্রব-চিকিৎসা।—নবজ্বরে, বিশেষতঃ সন্নিপাত-জ্বরে, দোষসমূহের আধিক্য ও হঠকারিতার জন্য প্রায়ই নানাপ্রকার উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূলরোগ অপেক্ষা ঐ সমস্ত উপদ্রব অধিক ভয়ঙ্কর, যেহেতু তাহাতে হঠাৎ প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা। এইজন্য সেইসময়ে উপদ্রবের চিকিৎসাবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

সান্নিপাতিক-শোথচিকিৎসা।—সান্নিপাতিক-জ্বরের পর কাহারও কাহারও কর্ণমূলে শোথ উৎপন্ন হয়। এই শোথ অধিকাংশ স্থলেই প্রাণনাশক হইতে দেখা যায়। তবে সন্নিপাত-জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঐ শোথ হইলে তাহা সাধ্য, এবং মধ্য অবস্থায় হইলে তাহা কষ্টে নিবারিত হইয়া থাকে। এই শোথের প্রথম অবস্থায় জোঁকদ্বারা রক্তমোক্ষণ, সমপরিমিত গিরিমাটী, পাঙ্গালবণ, শুঁঠ, ও রাই-সর্ষপ, কাঁজির সহিত বাটিয়া, অথবা সমপরিমিত কুলথকলাই, কট্‌ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা, জলের সহিত বাটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, তাহা উপ-শমিত হয়। আর যদি উপযুক্ত চেষ্টাদ্বারাও উপশান্ত না হইয়া শোথ ক্রমশঃ

বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে তাহা পাকানই উচিত। জলের সহিত মসিনা বাঁটিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে; সেই উত্তপ্ত মসিনার পুলটিস্ বারংবার দিলে শোথ পাকিয়া উঠিবে; তখন তাহাতে শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে। ক্ষতস্থান শুষ্ক করিবার জন্য লশুন-তৈল বা ক্ষত-নিবারক 'ক্ষতারিতৈল' প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক।

জ্বরে তৃষ্ণা-নিবারণ।—শ্লেষ্মযুক্ত জ্বরে অতিরিক্ত পিপাসা থাকিলে, বারংবার জলপান করিতে দেওয়া উচিত নহে। উষ্ণজল শীতল করিয়া, তাহার সহিত যবা-শ্বেতচন্দন মিশ্রিত করিবে, এবং সেই জলে একটী মৌরীর পুঁটুলী ভিজাইয়া, সেই পুঁটুলীটী মধ্যে মধ্যে চুষিতে দিবে। তাহাতে ক্রমশঃ পিপাসার শান্তি হইয়া যায়। অথবা মধ্যে মধ্যে বরফ দেওয়া যাইতে পারে। ষড়ঙ্গ-পানীয় পান করানই এই অবস্থায় সদ্ব্যবস্থা।

জ্বরে দাহনিবারণ।—অত্যন্ত দাহ হইলে, কুক্‌শিমার রস গাত্রে মাখাইবে, অথবা মনসা-সীজের পাতার রসের সহিত যমানী বাঁটিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহা মর্দ্দন করাইবে। কাঁজিতে বস্ত্র ভিজাইয়া ও নিঙড়াইয়া সেই বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ কিছুক্ষণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। কুলের পল্লব অল্প কাঁজির সহিত বাঁটিয়া, পরে অধিক কাঁজির সহিত মিশাইয়া কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা ঘুলাইবে; ঘুলাইতে ঘুলাইতে ফেন উত্থিত হইলে, তাহাই সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করাইবে। এইরূপ নিমের পল্লব হইতে ফেন তুলিয়া, তাহাও মর্দ্দন করা যাইতে পারে। কালিয়াকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও কুলের আঁটির শাঁস, সমপরিমিত এইসকল দ্রব্য কাঁজিসহ বাঁটিয়া, মস্তকের তালুতে প্রলেপ দিলে, দাহ ও তৃষ্ণা উভয়ই নিবারিত হয়।

ঘর্ম্মনিবারণ।—অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে, কুলথ-কলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ অথবা আবীর সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিবে। চুলির অর্থাৎ উনুনের ভিতরের পোড়া মাটী চূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিলেও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

বমন-নিবারণ।—জ্বরের বমন-উপদ্রব নিবারণ জন্য, বড় এলাচের কাথ অল্প অল্প মাত্রায় বারংবার পান করাইবে, অথবা গুলঞ্চের কাথ সুশীতল করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। বেণামূল ১ এক তোলা উত্তমরূপে কাটিয়া এবং শ্বেতচন্দন ॥০ অর্দ্ধতোলা ঘষিয়া; একত্র ৵০ অর্দ্ধপোয়া বাতাসার সরবতের সহিত মিশাইয়া, ১ এক তোলা মাত্রায় বারংবার তাহা সেবন করাইবে। অথবা

ক্ষেৎপাপড়া ১ এক তোলা ✓।০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া ২।৩ দুই তিনবার অল্প অল্প করিয়া সেই কাথ সেবন করাইবে। মধু, চন্দন, অথবা চিনির সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা লেহন করাইলে, কিংবা আর্ত্তলা অর্থাৎ তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩।৪ তিন চারি দানা শীতল জলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করাইলে, বমন নিবারিত হয়। বরফের টুকরা মুখে রাখিলেও, বমন ও হিক্কা উভয়ই নিবারিত হইয়া থাকে। ছর্দ্দিরোগোক্ত এলাদিচূর্ণও এই বমনে প্রয়োগ করা যায়। অতিসার উপদ্রব থাকিলে, জ্বরাতিসারের চিকিৎসা করিতে হইবে।

জ্বরে মলবদ্ধে কর্ত্তব্য।—মলবদ্ধ হইলে, এরণ্ডতৈল ২ দুই তোলা বা ২॥০ আড়াই তোলা মাত্রায় গরম জল বা দুগ্ধসহ সেবন করাইবে; অথবা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কটুকী এই তিনটী দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে। তদ্ভিন্ন জ্বরকেশরী, জ্বরমুরারি, ইচ্ছাভেদী রস প্রভৃতি বিরেচক ঔষধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইসকল ঔষধ তীব্র বিরেচক; সুতরাং প্রয়োগকালে রোগের ও রোগীর অবস্থা বিশেষরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক।

জ্বরে মূত্ররোধে কর্ত্তব্য।—মূত্ররোধ হইলে, যবক্ষার ২ দুই রতি হইতে ৬ ছয় রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় শীতলজলের সহিত ২ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। যবক্ষারের অভাবে ঐ পরিমাণে সোরাচূর্ণ সেবন করাইলেও চলিতে পারে। বেণার মূল, গোক্ষুরবীজ, দুরালভা, শসার বীজ, কাঁকুড়বীজ, কাবাবচিনি ও বরুণছাল, প্রত্যেক।০ চারি আনা, একত্র ৵০ অর্দ্ধপোয়া জলের সহিত ২ দুই ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া, সেই জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রতি ½ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা মূত্ররোধ এবং মূত্রকালীন জ্বালা নিবারিত হয়। ॥০ অর্দ্ধতোলা সোরা, ✓।০ এক পোয়া জলে ভিজাইয়া, এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া, সেই জল মধ্যে মধ্যে পান করিলেও, ক্রমশঃ প্রস্রাব পরিষ্কার, এবং নাড়ীর ও গাত্রের উষ্ণতার হ্রাস হইয়া জ্বর মগ্ন হইয়া যায়।

হিক্কানিবারণ।—হিক্কা-উপদ্রব শান্তির জন্য নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে হিঙ্গু, গোলমরিচ, মাষকলাই বা শুষ্ক অশ্বপুরীষ (ঘোড়ার নাদ) পোড়াইয়া, তাহার ধূম নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইবে। অর্দ্ধতোলা রাই-সর্ষপচূর্ণ অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে; স্থির হইলে তাহার স্বচ্ছাংশ ৴১০ অর্দ্ধছটাক পরিমাণে ২।৩ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। উপর-পেটে তৈলমর্দ্দন

করিয়া তাহাতে গরম জলের স্বেদ দিবে। জলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবচূর্ণ অথবা চিনির সহিত শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইতে দিবে। অশ্বত্থগাছের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া, তাহা জলে ডুবাইয়া নির্ব্বাপিত করিবে; পরে সেই জল ছাঁকিয়া পান করাইলে, হিক্কা ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়। ডাবের জল গরম করিয়া, অল্প অল্প তাহা পান করাইলে শীঘ্রই হিক্কা প্রশমিত হয়। তেলাপোকা বা আরশুলার অগ্রভাগ, তাহার অর্দ্ধাংশ-পরিমিত গোলমরিচের সহিত বাটিয়া, সিকি রতি পরিমাণে শীতল জলের সহিত ২।৩ দুই তিনবার সেবন করাইলে, অতি প্রবল হিক্কাও আশু নিবারিত হয়।

শ্বাস-নিবারণ।—শ্বাস-উপদ্রব নিবারণের জন্য, বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, পটোলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, কুড়, কটুকী ও শঠী এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে; অথবা পিপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। অন্তর্ধূমে ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম ২ দুই রতি ও পিপুল চূর্ণ ২ রতি, অথবা বহেড়ার শাঁস ২ দুই রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইবে; বনঘুঁটের অগ্নিতে দা' গরম করিয়া, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা পাঁজরায় দাগ দিলে, অতি উগ্রশ্বাসও প্রশমিত হয়।

কাস-নিবারণ।—কাস-উপদ্রব থাকিলে, ২।৩ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর পিপুলমূল, বহেড়া, ক্ষেৎপাপড়া ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। বাসকের রস মধুর সহিত লেহন করাইবে। বহেড়ায় ঘৃত মাখাইয়া সেই বহেড়া গোবরের ঠুলির মধ্যে পূরিবে; পরে তাহা অগ্নি-সন্তাপে সিদ্ধ করিয়া, সেই বহেড়া মুখে রাখিলে, কাসের আশু শান্তি হইয়া থাকে।

অরুচি-নিবারণ।—অরুচি হইলে, সৈন্ধবলবণের সহিত আদার রস; সৈন্ধব লবণের সহিত টাবানেবুর কেশুর; ঘৃত ও সৈন্ধবলবণের সহিত টাবানেবুর রস, অথবা আমলকী ও দ্রাক্ষার কল্ক মুখে ধারণ করিতে দিবে। একটুকরা পাতি-নেবু বা কাগজীনেবুর উপরে একটু চিনি ছড়াইয়া, সেই নেবুদ্বারা জিহ্বা মার্জ্জি-লেও অরুচির উপশম হয়।

জীর্ণ ও বিষমজ্বর-চিকিৎসা।—সাধারণ জীর্ণজ্বর মাত্রেই সেফা-লিকাপত্রের রস মধুর সহিত পান করিতে দিবে। ক্ষেৎপাপড়া, সেফালিকা-পত্র ও গুলঞ্চ, এই তিনটী দ্রব্যের; অথবা গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, থানকুনী,

হেলেঞ্চা ও পটোলপত্র, এই পাঁচটী দ্রব্যের "ঘুসড়া" প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। ঐ সমস্ত দ্রব্য একত্র থেঁতো করিয়া, কলায় পত্রে জড়াইয়া তাহার উপর অল্প মাটীর লেপ দিয়া, অগ্নিতে পুটদগ্ধ করিবে, এবং শীতল হইলে তাহার রস নিংড়াইয়া লইবে; ইহাকেই "ঘুসড়া" কহে। হাড়ুকাঁকড়ার মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও ফল কুট্টিত করিয়া ঐরূপে পুটদগ্ধ করিতে হইবে; তাহার রস ২ তোলা ⁄০-দুই আনা শুঁঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। একটী ভৃঙ্গরাজমূলের ৭ সাতটী খণ্ড করিয়া, তাহার এক একটী খণ্ড, এক একখণ্ড আদার সহিত সেবন করাইলে, সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। গুগ্‌গুলু, নিমপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, শ্বেতসর্ষপ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই সকল দ্রব্যের ধূপ রোগীর শরীরে লাগাইলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়; ইহার নাম অষ্টাঙ্গধূপ। বিড়ালের বিষ্ঠার ধূম প্রয়োগ করিলে কম্পজ্বর নিবারিত হয়। গুগ্‌গুলু, গন্ধতৃণ, তদভাবে বেণারমূল, বচ, ধূনা, নিমপাতা, আকন্দমূল, অগুরু, চন্দন ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের ধূম প্রদান করিলে, সকলপ্রকার জ্বরই নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাকে অপরাজিত ধূপ কহে। নিদিগ্ধিকাদি, গুড়ূচাদি, দ্রাক্ষাদি, মহৌষধাদি, পটোলাদি, বিষমজ্বরঘ্ন ভার্গ্যাদি, বৃহৎ ভার্গ্যাদি, মধুকাদি, দাস্ত্যাদি ও দার্ব্ব্যাদি প্রভৃতি পাচন, সর্ব্ববিধ জীর্ণ ও বিষমজ্বরে, দোষ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। যেহেতু বিষমজ্বরে তিনদোষই আরম্ভক, এজন্য তন্মধ্যে দোষ বিশেষের আধিক্য ও ন্যূনতা বিবেচনা করিয়া ঔষধ কল্পনা করা আবশ্যক।

তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর চিকিৎসা।— তৃতীয়ক-জ্বরে মহৌষধাদি, উশীরাদি ও পটোলাদি এবং চাতুর্থক-জ্বরে বাসাদি, মুস্তাদি ও পথ্যাদি পাচন প্রয়োগ করা উচিত। কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্যামালতা, বামুনহাটী, লজ্জাবতী-লতা, চাকুলে এবং আপাং বা ভৃঙ্গরাজ ইহাদের মধ্যে কোন একটী গাছের মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া, লাল সূতায় বাঁধিয়া বামকর্ণে ধারণ করিলে, তৃতীয়ক অর্থাৎ ঐকাহিক জ্বর নিবারিত হয়। শিরীষফুলের রস, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা একত্র বাটিয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে, অথবা বকফুলের পাতার রসের নস্য লইলে চাতুর্থক (দ্ব্যাহিক) জ্বর বিনষ্ট হয়। অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্বেত-আকন্দের মূল উঠাইয়া তাহা ৬ ছয়রতি মাত্রায় আতপ-

চাউল-ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে, অথবা একহাজার আমরুল-পাতার সহিত যথানিয়মে চাউলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে, চাতুর্থক-জ্বর প্রশমিত হয়।

রাত্রিজ্বরে।— কাকমাচীর মূল কর্ণে বাঁধিলে, রাত্রিজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। নিদিগ্ধিকাদি পাচন সায়ংকালে সেবন করাইলে, রাত্রিজ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

শীতপূর্ব্ব ও দাহপূর্ব্বজ্বরে।—শীতপূর্ব্ব জ্বরে তন্দ্রাদি ও ঘনাদি পাচন এবং দাহপূর্ব্ব-জ্বরে বিভীতকাদি ও মহাবলাদি কষায় প্রয়োগ করিতে হয়। তাহা ভিন্ন দোষ-দূষ্যের অবস্থানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক বিষম-জ্বরোক্ত অন্যান্য কষায়ও প্রয়োগ করা যায়।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে ঔষধ।— এই সমস্ত জীর্ণ ও বিষমজ্বরে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, অনুপান বিশেষের সহিত সুদর্শনচূর্ণ, জ্বরভৈরব চূর্ণ, চন্দনাদি লৌহ, সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, পঞ্চানন রস, জ্বরাশনি রস, জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্র রস, জয়মঙ্গল রস, বিষমজ্বরান্তক লৌহ, পুটপাকের বিষম-জ্বরান্তক লৌহ, কল্পতরু রস, ত্র্যাহিকারি রস, চাতুর্থকারি রস, মকরধ্বজ ও অমৃতারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

জীর্ণজ্বরে শ্লেষ্মার সংযোগ না থাকিলে, অঙ্গারক, বৃহৎ অঙ্গারক, লাক্ষাদি, মহালাক্ষাদি, কিরাতাদি ও বৃহৎ কিরাতাদি প্রভৃতি তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করাইবে। ঐরূপ জ্বরে দশমূলষট্‌পলক এবং বাসাদ্য ও পিপ্পল্যাদি প্রভৃতি ঘৃত সেবন করাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

জ্বরে দুগ্ধ পান।—এইরূপ হীনকফ-জ্বরে কয়েকপ্রকার সংস্কৃত দুগ্ধও অমৃতের ন্যায় উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু তরুণজ্বরে সেই সমস্ত দুগ্ধই বিষের ন্যায় অনিষ্টকারক।

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই স্বল্পপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করাইলে, কাস, শ্বাস, শিরঃশূল ও পীনস-সংযুক্ত জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়। গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলছাল ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করাইলে, কোষ্ঠশুদ্ধি ও মূত্র পরিষ্কার হয় এবং শোথসংযুক্ত জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। শ্বেত-পুনর্নবা, বেলমূলের ছাল ও রক্ত-পুনর্নবা, এই সকল

দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইলেও সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। জ্বররোগে গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া থাকিলে, এরণ্ডতৈলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে দিবে।

জ্বরঘ্ন দুগ্ধপাক-বিধি।—এই সমস্ত দুগ্ধ পাক করিবার নিয়ম:—যে কয়েকটী দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকগুলি সমভাগে লইয়া মিলিত ২ দুই তোলা হওয়া আবশ্যক; দুগ্ধ তাহার আট গুণ অর্থাৎ ১৬ ষোল তোলা এবং জল—দুগ্ধের চারিগুণ অর্থাৎ ৬৪ চৌষট্টি তোলা লইতে হইবে। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র অগ্নিতাপে জ্বাল দিয়া, যখন সমুদায় জল মরিয়া দুগ্ধভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, সেই সময় ছাঁকিয়া লইয়া ঈষদুষ্ণ পান করিতে দিতে হয়।

আধুনিক প্রায় সকল রোগীরই নবজ্বর অপকাবস্থায় কুইনাইন প্রভৃতি তীব্র ঔষধদ্বারা আবদ্ধ করা হয়, এইজন্য তাহাদের জীর্ণজ্বরকালেও কফের সংস্রব থাকিয়া যায়; সুতরাং ঘৃত বা তৈলপ্রয়োগের উপযুক্ত অবসর পাওয়া যায় না।

আগন্তু জ্বরচিকিৎসা।—আগন্তু জ্বরে বাতাদি যে কোন দোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিতে হয়; তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে; যথা—অভিঘাতজ আগন্তু-জ্বরে উষ্ণ-বর্জ্জিতক্রিয়া এবং কষায় ও মধুর রসসংযুক্ত স্নিগ্ধদ্রব্যের পান ভোজনাদি ব্যবস্থেয়। অভিচার ও অভিশাপজনিত আগন্তুজ্বরে হোম, পূজা ও প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্য। উৎপাত ও গ্রহবৈগুণ্যজনিত আগন্তু জ্বরে দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিথি-সৎকার করা আবশ্যক। ওষধিগন্ধজ ও বিষজনিত আগন্তু-জ্বরে বিষনাশক ও পিত্তনাশক ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করিবে, এবং দারুচিনি, এলাইচ, নাগ-কেশর, তেজপত্র, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ ইহাদিগের কাথ সেবন করাইবে; এই সমস্ত দ্রব্যকে সর্ব্বগন্ধ কহে।—ক্রোধজ জ্বরে অভি-লষিত দ্রব্য প্রদান ও হিতবাক্য কথন এবং কাম, শোক ও ভয়জনিত জ্বরে আশ্বাসবাক্য, অভীষ্ট বস্তু-প্রদান, হর্ষোৎপাদন ও বায়ুর প্রশমন করা আবশ্যক। অন্যেরমতে ক্রোধের উদয় হইলে কামজ জ্বর, এবং কাম ও ক্রোধের উদয় হইলে, ভয়জ ও শোকজ জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। ভূতাবেশ

জনিত জ্বরে বন্ধন ও তাড়নাদি এবং মানসিক জ্বরে মনের প্রসন্নতাকারক কার্য্যাদি করিতে হয়।

আরোগ্যের পর ব্যবস্থা।—এইরূপ নানাবিধ চিকিৎসাদ্বারা জ্বর নিবারিত হওয়ার পর ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত জারিত লৌহ ২ দুই রতি, হরীতকীচূর্ণ ২ দুই রতি ও শুঁঠচূর্ণ ২ দুই রতি, একত্র চিরতা ভিজান জলের সহিত সেবন করাইলে, শরীর সবল ও রক্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় চিরতা-ভিজান জলসহ মকরধ্বজ সেবন করাইলেও ঐরূপ উপকার পাওয়া যায়।

নবজ্বরে পথ্যাপথ্য।—নূতন জ্বরে দোষের পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাস আবশ্যক। তৎপরে দোষের পরিপাক ও ক্ষুধাদির পরিমাণ বিবেচনা করিয়া, মিছরি, বাতাসা, দাড়িম, কেশুর, দ্রাক্ষা, পানিফল, ইক্ষু, খই, খইয়ের মণ্ড, জলসাগু, এরারুট ও বার্লি প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। গরম জল শীতল করিয়া পানের ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু শ্লেষ্মজ-জ্বরে, বাতশ্লেষ্মজ-জ্বরে ও সন্নিপাত-জ্বরে জল শীতল না করিয়া পান করিতে দিবে। জ্বরত্যাগের পর দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে, যদি সেই সময়ে শারীরিক কোন গ্লানি না থাকে, তাহা হইলে পুরাতন-সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, মুগ বা মসূরের দাল, কটু-তিক্তরসবিশিষ্ট তরকারী ও ক্ষুদ্র মৎস্য প্রভৃতি ভোজন করিতে দিবে। নবজ্বরে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

সন্নিপাত-জ্বরেও পথ্যাদি ঐরূপ; তবে রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, এক-বলা দুগ্ধ, মুগ মসূরের যূষ এবং লঘুপাক মাংসের সহিত মৃত-সঞ্জীবনী সুরা, অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দেওয়া আবশ্যক।

এই সমস্ত জ্বরে জ্বরত্যাগের পূর্ব্বে অন্নভোজন, জ্বরত্যাগের পরেও সর্ব্বপ্রকার গুরুপাক কফবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন, তৈলমর্দ্দন, ব্যায়াম, পরিশ্রম, মৈথুন, স্নান, দিবানিদ্রা, অতিক্রোধ, শীতলজলপান ও গাত্রে হাওয়া লাগান প্রভৃতি অনিষ্টজনক; অতএব এই সমস্ত কার্য্য হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকিবে।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে।—জীর্ণ ও বিষমজ্বরে জ্বর অধিক থাকিলে, খইয়ের মণ্ড, সাগু, বার্লি, এরারুট ও রুটী প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ভোজন করিতে দিবে। জ্বরের আধিক্য না থাকিলে, দিবসে পুরাতন সূক্ষ্মচাউলের অন্ন, মুগ ও মসূরের দাল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, মাণকচু, কচিমূলা, ঠোটেকলা ও

সজিনার ডাঁটা প্রভৃতির তরকারী ; কই, মাগুর, শিঙ্গী ও মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, এবং অল্পপরিমাণে এক-বল্কা দুগ্ধ আহার করিতে দিবে। উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। রোগী অধিক দুর্ব্বল থাকিলে, কপোত, কুক্কুট বা ছাগমাংসের রস (বথ) খাইতে দেওয়া আবশ্যক। রাত্রিকালে অধিক রাত্রি না করিয়া, ক্ষুধার অবস্থানুসারে সাগু প্রভৃতি বা রুটী দেওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—ঘৃতপক্ক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিশ্রম, শীতল হাওয়া লাগান, মৈথুন ও স্নান প্রভৃতি অনিষ্টকারক। তবে, যে সকল রোগীর বাতাধিক ও পিত্তাধিক জ্বর, অথচ স্নান না করিলে তাঁহাদিগের যদি কষ্টবোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা গরম জল শীতল করিয়া তাহাতে গামছা ভিজাইয়া তদ্দ্বারা গাত্র মুছিয়া ফেলিবেন।

প্লীহা।

প্লীহার কারণ ও লক্ষণ।—জ্বররোগ অধিক দিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিতে পারিলে, ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে, অথবা ম্যালেরিয়া দূষিত স্থানে বাস করিলে; কিংবা মধুর-স্নিগ্ধাদি আহার জন্য রক্ত অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইলে, প্লীহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত ভোজনের পর কোন দ্রুত যানাদিতে গমন বা ব্যায়ামাদি পরিশ্রমজনক কার্য্য করিলেও প্লীহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। উদরের বামপার্শ্বে ঊর্দ্ধদিকে প্লীহা অবস্থিত থাকে। অবিকৃত অবস্থায় হস্তদ্বারা তাহা অনুভব করা যায় না; কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কুক্ষির বামপার্শ্বে হস্তদ্বারা অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যায়; এই রোগে সর্ব্বদাই মৃদু এবং প্রত্যহই কোন সময়ে সেই জ্বরের বৃদ্ধি, অথবা একদিন অন্তর কম্প ও অধিক জ্বর প্রকাশিত হয়। প্লীহা অধিক বৃদ্ধি পাইলে প্লীহার স্থানে বেদনা, কামড়ানি বা জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্পমূত্র বা রক্তবর্ণ মূত্র, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, দুর্ব্বলতা, বিবর্ণতা, পিপাসা, বমন, মুখের বিরসতা,

চক্ষু, হস্তাঙ্গুলি ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে রক্তহীনতা, অন্ধকার দর্শন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কষ্টসাধ্য প্লীহার লক্ষণ।—প্লীহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া রোগ কষ্টসাধ্য হইলে, নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, অথবা রক্তবমন, রক্তভেদ, উদরাময়, দন্তবেষ্টে ক্ষত, পদদ্বয়ে ও চক্ষুর্দ্বয়ে অথবা সর্ব্বাঙ্গে শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, আরোগ্যের আশা অল্প। প্লীহা অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইয়া উদরের বৃদ্ধিসাধন করিলে, তাহাকে প্লীহোদর কহে। উদররোগ-প্রসঙ্গে ইহার বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত হইবে।

প্লীহার দোষনির্ণয়।—প্লীহারোগে মলবদ্ধতা, বায়ুর ঊর্দ্ধগমন ও বেদনা অধিক থাকিলে—বায়ুর আধিক্য; পিপাসা, জ্বর ও মূর্চ্ছা থাকিলে,—পিত্তের আধিক্য; এবং প্লীহার অধিক কঠিনতা, শরীরের গুরুতা ও অরুচি থাকিলে শ্লেষ্মার আধিক্য বুঝিতে হইবে। রক্তের আধিক্য থাকিলে পিত্তাধিক্যের লক্ষণসমূহ এবং তদপেক্ষাও অধিকতর তৃষ্ণা হইয়া থাকে। তিন দোষের আধিক্য থাকিলে, ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা।—প্লীহারোগে যাহাতে রোগীর প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, প্রথমে তাহারই উপায় বিধান করা আবশ্যক। পুরাতন গুড় ও হরীতকীর চূর্ণ সমভাগে অথবা বিট্‌লবণ ও হরীতকীচূর্ণ সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা বিবেচনা পূর্ব্বক গরমজলের সহিত সেবন করাইলে, প্লীহা ও যকৃৎ উভয় রোগের শান্তি হয়। পিপুল—প্লীহারোগের একটী উত্তম ঔষধ। ২।৩টী পিপুল জলের সহিত বাঁটিয়া তাহাই সেবন করাইলে, অথবা পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করাইয়া সেবন করাইলে প্লীহার বিশেষ উপকার হয়। তালফুল (তালজটা) একটী হাঁড়িতে রাখিয়া, তাহার উপর শরা আচ্ছাদন দিয়া অগ্নি-জ্বালে দগ্ধ করিতে হইবে; সেই ভস্ম পুরাতন গুড়ের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলেও প্লীহা প্রশমিত হয়। হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র নেবুর রসের সহিত মাড়িয়া, ৵৹ দুই আনা হইতে।৹ চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করাইবে। যমানী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল ও দন্তীমূল এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল, দধির মাত, সুরা বা আসব অনুপানের সহিত

সেবন করাইবে। চিতামূল পেষণ করিয়া ১ একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে, এবং ঐ বটিকা তিনটী, একখণ্ড পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া সেবন করাইবে। চিতামূল, পাকা আকন্দপাতা, অথবা ধাইফুলচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করাইবে। লশুন, পিপুল ও হরীতকী ভক্ষণ এবং গোমূত্র পান করাইলেও, প্লীহরোগ প্রশমিত হয়। শরপুঙ্খা বাঁটিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘোলসহ সেবন করাইলে, প্লীহার উপশম হয়। শঙ্খনাভির চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা গোঁড়ালেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে, কূর্ম্মসমান-প্লীহাও প্রশমিত হয়। সমুদ্রজাত ঝিনুকের ভস্ম প্লীহরোগ-নাশক। দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক এই সকল দ্রব সমভাগে একত্র ভস্ম করিয়া সেবন করাইলে, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংসরোগ বিনষ্ট হয়। রোহিতক (রয়না) ও হরীতকীর কাথসহ পিপুলচূর্ণ ৵০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রোহিতক ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। নিদিগ্ধিকাদি পাচনও এ অবস্থায় ব্যবস্থেয়। এতদ্ভিন্ন মাণকাদি গুঁড়িকা, বৃহন্মাণকাদি গুঁড়িকা, গুড়-পিপ্পলী, অভয়া লবণ, মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ, বৃহল্লোকনাথ রস প্রভৃতি ঔষধও বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। প্লীহার সহিত শ্লেষ্মসংসৃষ্ট জ্বর না থাকিলে চিত্রকঘৃত প্রভৃতি ঘৃত সেবন করান যায়। রোহিতকারিষ্ট প্লীহাদি রোগে বিশেষ উপকারী।

জ্বর প্রবল থাকিলে বা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিলে, এই সমস্ত ঔষধের মধ্যে যে সকল ঔষধ জ্বরেরও উপকারক, সেই সকল ঔষধ এবং জ্বরের ঔষধ মিলিত ভাবে প্রয়োগ করিবে। আবশ্যক হইলে, প্লীহার ঔষধ বন্ধ করিয়া কেবল জ্বরের চিকিৎসাই সে সময়ে করা যাইতে পারে। জ্বর কম হইলে, পুনরায় প্লীহার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

জীর্ণপ্লীহরোগে কর্ত্তব্য।—জীর্ণপ্লীহরোগে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু দৈবাৎ তাহাতে উদরাময় হইলে, তাহা আরোগ্য হওয়া কঠিন হয়। উদরাময় হইলে, পুটপাকের বিষমজ্বরান্তক লৌহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তামাশয়, শোথ, বা পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি পীড়া ইহার সহিত মিলিত হইলে, সেই সেই রোগনাশক ঔষধ মিশ্রিতভাবে ব্যবস্থা করিবে। প্লীহরোগ গ্রহণীরোগের সহিত মিলিত হইলে, দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে।

সেই অবস্থায় চিত্রকাদি ঘৃত এবং গ্রহণীরোগোক্ত "কনকারিষ্ট" ও "অভয়ারিষ্ট" প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

প্লীহায় মুখক্ষত-চিকিৎসা।—মুখমধ্যে ক্ষত হইলে, খদিরাদি বটিকা জলের সহিত গুলিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। বাব্‌লাছাল, বকুলছাল, জামছাল, গাবছাল ও পেয়ারার পাতা, সিদ্ধ করিয়া এবং তাহাতে ফটকিরির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে সেই জলদ্বারা কুল্লী করিলে, মুখক্ষতের বিশেষ উপশম হয়।

বেদনা চিকিৎসা।—প্লীহার স্থানে বেদনা থাকিলে, বন-আদা বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে, এবং গোমূত্র গরম করিয়া তাহার অথবা গরমজলের স্বেদ দিবে। অল্প চাপ দিয়া ফ্ল্যানেল উদরে বাঁধিলেও উপকার হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—জীর্ণজ্বরে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, প্লীহরোগেও সেই সমস্ত প্রতিপালন করা আবশ্যক। ইহাতে সাধারণ দুগ্ধ না দিয়া, তাহার সহিত ২।৪টী পিপুল সিদ্ধ করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে; তাহাতে প্লীহারও উপশম হইয়া থাকে। সকলপ্রকার ভাজাপোড়া দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন এবং অধিক পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুনাদি এই রোগে একেবারে নিষিদ্ধ।

যকৃৎ।

নিদান ও লক্ষণ।—প্লীহরোগের যে সমস্ত কারণ কথিত হইয়াছে, যকৃৎ রোগও সেই সমস্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, অতিরিক্ত মদ্যপান, এবং অর্শ প্রভৃতি রোগে হঠাৎ রক্তস্রাব রুদ্ধ হওয়া প্রভৃতি কারণেও যকৃৎ বর্দ্ধিত বা সঙ্কুচিত হইলে যকৃতের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। অবিকৃত অবস্থায় হস্ত-স্পর্শে যকৃৎ অনুভব করা যায় না। কিন্তু বর্দ্ধিত হইলে তাহা টিপিয়া স্পর্শ করিতে পারা যায়। যকৃতের বিকৃত অবস্থায় ঐস্থানে বেদনা, মলরোধ বা কর্দ্দম-বৎ অল্প অল্প মলস্রাব, সর্ব্বশরীর—বিশেষতঃ চক্ষুর্দ্বয় পীতবর্ণ, কাস, দ[illegible] পঞ্জরের নিম্নভাগ কষিয়া ধরা, ঐ স্থানে সূচীবেধবৎ বেদনা, দ[illegible] বা

সমুদায় দক্ষিণ অবয়বে বেদনা, মুখে তিক্তাস্বাদ, বমনবেগ বা বমি, নাড়ীর কঠিনতা, সর্ব্বদা জ্বরবোধ, এবং প্লীহরোগোক্ত অন্যান্য লক্ষণসমূহও লক্ষিত হয়। এই রোগে রোগী দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। প্লীহরোগোক্ত লক্ষণ অনুসারে ইহাতেও বাতাদি দোষের আধিক্য অনুভব করিতে হয়। যকৃৎরোগও অধিকদিন অচিকিৎস্য অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে পাণ্ডু, কামলা, ও শোথ প্রভৃতি অনেক উৎকট রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

যকৃদুদর রোগ।—যকৃৎ অধিক বর্দ্ধিত হইয়া, উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, তাহাকে যকৃদুদর কহে। উদর-রোগে তাহার বিস্তৃত লক্ষণাদি লিখিত হইবে।

চিকিৎসা।—যকৃৎ রোগের সমুদায় চিকিৎসাই প্লীহরোগের ন্যায়। ইহাতেও সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। প্লীহরোগোক্ত সমুদায় ঔষধই এই রোগে প্রয়োগ করা যায়। তদ্ভিন্ন যকৃদরিলৌহ, যকৃৎপ্লীহারি লৌহ, যকৃৎ-প্লীহোদর লৌহ, যবক্ষার, মহাদ্রাবক ও মহাশঙ্খদ্রাবক প্রভৃতি ঔষধও অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। যকৃতের বেদনা নিবারণ জন্য তার্পিণ-তৈল মর্দ্দন করিয়া, গরম জলের স্বেদ অথবা গোমূত্র গরম করিয়া বোতলে পূরিয়া কিংবা তাহা দ্বারা ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া যকৃৎস্থানে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। রাই-সর্ষপের প্রলেপ যকৃতের বিশেষ উপকারী। গুলঞ্চ ও বিটলবণ সমভাগে গোমূত্রসহ বাটিয়া ও গরম করিয়া যকৃতের উপর প্রলেপ দিলে, যকৃতের বেদনা ও কঠিনতা নিবারিত হয়।

যকৃৎরোগেও প্লীহরোগোক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়।

জ্বরাতিসার।

সংজ্ঞা ও কারণ।—জ্বর ও অতিসার—এই উভয় রোগ একই সময়ে উপস্থিত হইলে, তাহাকে জ্বরাতিসার কহে। ইহা একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে, কিন্তু ইহার চিকিৎসা বিধি স্বতন্ত্র বলিয়াই ইহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্বর ও অতিসারের যেসকল উৎপত্তিকারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সমস্ত কারণ মিলিতভাবে সঙ্ঘটিত হইলেই জ্বরাতিসার রোগ উৎপন্ন হয়। আরও, জ্বরকালে অপথ্য সেবা পিত্তকারক দ্রব্য ভোজন, দূষিত-জলপান, দূষিত-বায়ু-সেবন এবং তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রভৃতি কারণেও জ্বরাতিসার উপস্থিত হইতে দেখা যায়। যে সকল জ্বরে পিত্তের প্রকোপ অধিক হইয়া থাকে, তাহাতেও জ্বরাতি-সার হইবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা। জ্বর ও অতিসার—এই উভয় রোগের মিলিত চিকিৎসা হইবার উপায় নাই; যেহেতু জ্বরনাশক সকল ঔষধই প্রায় বিরেচক, এবং অতি-সারের সকল ঔষধই মলরোধক; সুতরাং জ্বরনাশক ঔষধ অতিসার বিরোধী এবং অতিসার নিবারক ঔষধ জ্বরের বিরুদ্ধ। এইজন্যই ইহার চিকিৎসাবিধি স্বতন্ত্র-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই রোগে প্রথমতঃ মলরোধের চেষ্টা করা উচিত নহে; তাহাতে কোষ্ঠসঞ্চিত মল রুদ্ধ হইয়া, অন্যান্য উৎকট রোগ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু যেসকল স্থলে অতিরিক্ত অতিসার জন্য রোগীর অন্য অনিষ্টের আশঙ্কা বোধ হইবে, সেইসকল স্থলে মলরোধক ঔষধ প্রয়োগই সৎপরামর্শ। সাধারণতঃ এই রোগের প্রথমাবস্থায় পাচক ও অগ্নি-উদ্দীপক ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয়। ধ'নে একতোলা ও শুঁঠ ১ একতোলা একত্র ৩২ বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া, ৮ আট তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাই দিবসে ২।৩ দুই তিনবার সেবন করাইবে; অথবা হ্রীবেরাদি, পাঠাদি, নাগরাদি, গুড়ূচ্যাদি, উশীরাদি, পঞ্চমূলাদি, কলিঙ্গাদি, মুস্তকাদি, ঘনাদি, বিল্বপঞ্চক ও কুটজাদি, প্রভৃতি কাথ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও পীড়ার উপশম না হইলে, রোগের অবস্থানুসারে অনুপান-বিশেষের সহিত ব্যোষাদি চূর্ণ, কলিঙ্গাদি গুড়িকা ও মধ্যম গঙ্গাধর চূর্ণ, বৃহৎ কুটজাবলেহ এবং মৃতসঞ্জীবনী বটী, সিদ্ধ-

প্রাণেশ্বর রস, কনকসুন্দর রস, গগনসুন্দর রস, আনন্দভৈরব ও মৃতসঞ্জীবনী রস, প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—রোগী সবল থাকিলে, প্রথমতঃ উপবাস, তৎপরে উৎপলষট্‌কের সহিত যবাগূ পাক করিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা খইয়ের মণ্ড, যবের মণ্ড, পানিফলের পালো, এরারুট ও বার্লি খাইতে দেওয়া যায়। এই অবস্থায় আমাদের "সঞ্জীবন-খাদ্য" অতিশয় উপকারী পথ্য। রোগী দুর্ব্বল হইলে উপবাস না দিয়া প্রথম হইতেই ঐরূপ লঘু পথ্য দেওয়া আবশ্যক। পীড়ার হ্রাস ও রোগীর পরিপাক-শক্তির আধিক্যানুসারে ক্রমশঃ পুরাতন সূক্ষ্ম-শালিতণ্ডুলের অন্ন। মসুর দালের যূষ, বেগুন, ডুমুর ও ঠোটেকলা প্রভৃতির তরকারী; মাগুর, শিঙ্গি, কই ও মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল; অবস্থা বিশেষে কোমল মাংসের রস, ছাগদুগ্ধ এবং দাড়িম ও কাঁচা-বেলপোড়া, প্রভৃতি এই পীড়ায় পথ্য প্রদান করিবে। পানের জন্য গরম জল শীতল করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, গোধূম, যব, মাষকলাই বুট, অড়হর, মুগ, শাক, ইক্ষু, গুড়, দ্রাক্ষা, সারকদ্রব্য, তরল দ্রব্যের অধিক পান, হিম, রৌদ্র বা অগ্নি-সন্তাপ, তৈলমর্দ্দন, স্নান, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন প্রভৃতি এই পীড়ায় অনিষ্টকারক।

অতিসার।

অতিসার-সংজ্ঞা।—যে রোগে শরীরস্থ দূষিত রস, জল, স্বেদ, মেদঃ, মূত্র, কফ, পিত্ত ও রক্ত প্রভৃতি ধাতুসমূহ অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া মলের সহিত মিশ্রিত এবং বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে প্রেরিত হইয়া অতিমাত্র নিঃসরণ হয়, তাহাকে অতিসার কহে।

নিদান।—গুরুপাক, অতি-স্নিগ্ধ, অতি-রুক্ষ, অতি-উষ্ণ, অতি-শীতল, অতি তরল ও অতি কঠিন দ্রব্য ভোজন; ক্ষীর মৎস্যাদির ন্যায় সংযোগবিরুদ্ধ ভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনরায় আহার, অপক্ব-অন্ন ভোজন,

কোন দিন বহু কোন দিন অল্প আহার, অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন, যে কোন দ্রব্য অতিরিক্তপরিমাণে ভোজন, এবং বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহণ বা স্নেহাদি ক্রিয়ার অভিযোগ, অল্পযোগ অথবা মিথ্যাযোগ। স্থাবর-বিষভক্ষণ; দুষ্ট মদ্য বা দূষিত-জলের অতিপান; অনভ্যস্ত ও অনিষ্টকারক আহার-বিহারাদি; ঋতু ব্যতিক্রম; ভয়, শোক, অধিক জলক্রীড়া, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, ও ক্রিমি-দোষ, এইসমস্ত কারণে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ ছয়-ভাগে বিভক্ত; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শোকজ ও অপক্ক-রস-জাত। দ্বিদোষজনিত অতিসারে দুই দোষের মিলিত লক্ষণ ব্যতীত অপর কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় না বলিয়া, তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

পূর্ব্বরূপ।—সমুদায় অতিসারেই বিশেষ লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব্বে হৃদয়ে, নাভিস্থলে, গুহ্যদেশে, উদরে ও কুক্ষিদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, শারীরিক অব-সন্নতা, বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা, উদরাধ্মান এবং অপরিপাক প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে।

বাতজ-লক্ষণ।—বাতজ-অতিসারে রক্ত বা শ্যাববর্ণ, ফেনযুক্ত, রুক্ষ, অপরিপক্ক মল বারংবার অল্প অল্প পরিমাণে শব্দের সহিত নির্গত হয়, এবং গুহ্যদ্বারে বেদনা হইয়া থাকে।

পিত্তজ লক্ষণ।—পিত্তজ-অতিসারে পীত, হরিৎ, অথবা লোহিতবর্ণের মল নিঃসৃত হয়; ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও ক্ষত হইয়া থাকে।

কফজ-লক্ষণ।—কফজ-অতিসারে শুক্লবর্ণ, গাঢ়, কফমিশ্রিত, আম-গন্ধযুক্ত এবং শীতল মল নিঃসৃত হয়। এই অতিসারে মলত্যাগকালে রোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ-লক্ষণ।—ত্রিদোষজ অর্থাৎ সন্নিপাতজ অতিসারে উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ অতিসারেরই লক্ষণসকল প্রকাশিত হয়, বিশেষতঃ ইহাতে মল শূকরের চর্ব্বি অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় হইয়া থাকে। এই ত্রিদোষজ অতিসার নিতান্ত কষ্টসাধ্য।

শোকজ-লক্ষণ।—কোনরূপ দুর্ঘটনাবশতঃ অতিমাত্র শোকার্ত্ত হইয়া অল্পাহারী হইলে, শোকজ-বাষ্প ও উষ্মা কোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত

এবং রক্তকে স্বস্থান হইতে চালিত করে ; তাহা হইতেই শোকজ অতিসার উৎপন্ন হয়। এই অতিসারে গুঞ্জাফল অর্থাৎ কুঁচের ন্যায় লোহিতবর্ণ রক্ত, মলমিশ্রিত অথবা মলরহিত হইয়া, গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়। মলমিশ্রিত থাকিলে ঐ রক্ত অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং মলশূন্য হইলে নির্গন্ধ হইয়া থাকে। শোক ত্যাগ করিতে না পারিলে, এই অতিসারও দুঃসাধ্য এবং কষ্টপ্রদ হইতে দেখা যায়।

আমাতিসার-লক্ষণ —ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাকবশতঃ বাতাদি দোষত্রয় বিপথগামী হইয়া, মল ও রক্তাদি ধাতুসমূহকে দূষিত করে, এবং নানাবর্ণযুক্ত অল্প অল্প মল বারংবার নিঃসারিত করিয়া থাকে। ইহাকেই আমাতিসার অর্থাৎ অপক্করসজাত অতিসার কহে। এই অতিসারে মলত্যাগকালে উদরে অত্যন্ত কামড়ানি হয়।

অতিসারে মল-পরীক্ষা।—সকলপ্রকার অতিসারেই যে পর্য্যন্ত মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও পিচ্ছিল থাকে, এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে আম অর্থাৎ অপক্ক অতিসার কহে। আর যখন মল দুর্গন্ধশূন্য ও অপিচ্ছিল হয় এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন তাহাকে পক্কাতিসার কহে। এই অবস্থায় কোষ্ঠের ও দেহের লঘুতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

অসাধ্য ও সাঙ্ঘাতিক-লক্ষণ।—যে কোন অতিসাররোগে যদি মল স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, অথবা যকৃৎখণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণ, স্বচ্ছ, এবং ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, নিরস্থিপিষ্ট মাংস, দুগ্ধ, দধি, অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায়, নীল-কৃষ্ণবর্ণ, কিংবা ঈষৎ কৃষ্ণারুণবর্ণ, চিক্কণ, নানাবর্ণ, কিংবা ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বিবিধবর্ণের চন্দ্রকযুক্ত, ঘন, শবগন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, মস্তিষ্কের ন্যায় বর্ণযুক্ত, সুগন্ধ, অথবা পচাগন্ধবিশিষ্ট, অথবা পরিমাণে অধিক হয়, তাহা হইলে সেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যে অতিসাররোগে তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকারদর্শন, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্বশূল, মূর্চ্ছা, চিত্তের অস্থিরতা, গুহ্যমধ্যে বলির পাক ও প্রলাপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশিত হয়, তাহাও অসাধ্য। অথবা যে অতিসাররোগে গুহ্যদ্বার সংবৃত হয় না, যাহাদের বল ও মাংস ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং যাহাদের গুহ্যদেশ পাকিলেও শরীর শীতল থাকে, তাহাদের সেই অতিসাররোগও অসাধ্য। প্রবল অতিসার বিনাচিকিৎসায় সহসা নিবৃত্ত হইলে, তাহাও অসাধ্যলক্ষণ। এইসকল

লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, বালক, বৃদ্ধ, বা যুবা কাহারও জীবনের আশা করা যায় না।

রক্তাতিসার।—এই সমস্ত অতিসার ব্যতীত "রক্তাতিসার" নামক আর একপ্রকার অতিসার আছে। পিত্তজ-অতিসার উৎপন্ন হইলে, অথবা উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি অধিক পিত্তকর দ্রব্য ভোজন করা যায়, তাহা হইলে এই অতিসার জন্মিয়া থাকে। ইহাতে মলের সহিত মিশ্রিতভাবে রক্ত অথবা কেবল রক্তই নিঃসারিত হয়। অন্যান্য অতিসারের প্রাচীন অবস্থাতেও কখন কখন মলের সহিত অল্প রক্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়।

আরোগ্য-লক্ষণ।—অতিসার সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইলে, মূত্রত্যাগকালে বা অধোবায়ুর নিঃসরণকালে মলভেদ হয় না, এবং অগ্নির দীপ্তি ও কোষ্ঠের লঘুতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অতিসারে ধারক ঔষধ ব্যবহার নিয়ম।—কোন অতিসারেরই অপক্ক অবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। অপক্কাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, দোষসকল রুদ্ধ হইয়া, শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী এবং অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপাদন করিতে পারে; এইজন্য আমাতিসারের চিকিৎসা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যেসকল স্থলে দোষ অতিমাত্র প্রবল হইয়া অতিরিক্ত মলস্রাব করায়, এবং তজ্জন্য রোগীর ধাতু ও বলাদি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে দেখা যায়, সেসকল স্থলে অপক্কাবস্থাতেই ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। নিতান্ত শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগেরও অপক্কাতিসারে ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়; নতুবা সহসা তাহাদের বলক্ষয় হইলে, অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

আমাতিসারে চিকিৎসা।—আমাতিসারে অর্থাৎ অতিসারের অপক্ক অবস্থায়, আমশূল ও মলের বিবদ্ধতা-নিবারণ, এবং দোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তিসাধন জন্য ধ'নে, শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ, এই ধান্যপঞ্চকের ক্কাথ সেবন করাইবে; কিন্তু পিত্তজ অতিসারে ঐ পাঁচটী দ্রব্যের মধ্য হইতে শুঁঠ বাদ দিয়া, অপর চারিটী দ্রব্যের ক্কাথ প্রয়োগ করিতে হয়; উদরে বেদনা এবং তৃষ্ণা থাকিলে, শুঁঠ, আতইচ ও মুতা, এই তিন দ্রব্যের, অথবা ধ'নে ও শুঁঠ এই দুই দ্রব্যের ক্কাথ প্রয়োগ করিবে; ইহাদ্বারা অপক্ক দোষের পরিপাক এবং অগ্নির

দীপ্তি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় অল্প অল্প গুট্‌লে মল নির্গত হইলে, এবং উদরে কামড়ানি থাকিলে, হরীতকী ও পিপুল, জলের সহিত বাটিয়া, ঈষদুষ্ণ করিয়া, কোষ্ঠানুসারে মাত্রাবিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। ইহা বিরেচক ঔষধ। আকনাদি, হিঙ্গু, বনযমানী, বচ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, /০ এক আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ গরমজলের সহিত সেবন করাইলে, অথবা ঐরূপ মাত্রায় শুণ্ঠ্যাদি চূর্ণ ও হরীতকীচূর্ণ প্রয়োগ করিলে, আমাতিসারের উপশম হয়। ২০ কুড়িটী মুতা ওজনে যত হইবে, তাহার ৮ আটগুণ ছাগদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধের ৪ চারিগুণ জল একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইলে, আমদোষ ও তজ্জন্য উদরের বেদনাদি বিনষ্ট হয়। পিপ্পল্যাদি, বৎসকাদি, পথ্যাদি, যমান্যাদি, কলিঙ্গাদি ও ত্র্যূষণাদি প্রভৃতি পাচন এই অবস্থায় প্রযোজ্য।

পক্কাতিসারের চিকিৎসা।—আমাতিসারের আমদোষ প্রশমিত হওয়ার পরে, প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত পক্কাতিসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পক্কাতিসারের লক্ষণ প্রকাশিত হইলেই বাতাদি দোষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিবে।

বিভিন্নদোষজ অতিসার-চিকিৎসা।—বায়ুজনিত-অতিসারে পূতিকাদি, পথ্যাদি ও বচাদি কষায় প্রযোজ্য। পিত্তজ-অতিসারে মধুকাদি, বিল্বাদি, কট্‌ফলাদি, কঞ্চটাদি, কিরাততিক্তাদি ও অতিবিষাদি পাচন প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মজ-অতিসারে পথ্যাদি, কৃমিশত্র্বাদি, চব্যাদি পাচন, এবং পাঠাদি চূর্ণ, হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, বর্ব্বুলাদি যোগ, ও পথ্যাদি চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। ত্রিদোষজ অতিসারে সমঙ্গাদি ও পঞ্চমূলীবলাদি কষায় ব্যবস্থেয়। শোকজ ও ভয়জনিত অতিসারে বাতজ-অতিসারের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়; তদ্ভিন্ন পৃশ্নিপর্ণ্যাদি কষায়ও শোকজ-অতিসারে প্রয়োগ করা যায়। পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে মুস্তাদি, সমঙ্গাদি ও কুটজাদি পাচন; বাতশ্লেষ্মাতিসারে চিত্রকাদি পাচন, এবং বাতপিত্তাতিসারে কলিঙ্গাদি কল্ক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রক্তাতিসারের চিকিৎসা।—রক্তাতিসারে আমশূল এবং মলের বিবদ্ধতা থাকিলে, কাঁচা বেলপোড়া গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ২ দুই

তোলা আন্দাজ মাত্রায় খাইতে দিবে। শল্লকীমূলের ছাল, কুলছাল, জামছাল, পিয়াল ছাল, আমছাল, অথবা অর্জ্জুনছাল বাঁটিয়া, দুগ্ধ ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। কচি দাড়িমফলের খোলা ও কুড়চির ছাল—প্রত্যেক ১ একতোলা, ৩২ বত্রিশতোলা জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ৮ আট তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ৵০ দুই আনা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। আম, জাম ও আমলকীর কচিপাতা একত্র থেঁতো করিয়া তাহার রস ২ দুই তোলা মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। কাঁটান'টের মূল ৩ তিন মাষা, চাউলধৌত জলের সহিত বাঁটিয়া, তাহাতে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কৃষ্ণতিল বাঁটিয়া, তাহার চারিভাগের একভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া, ছাগ-দুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে। বটের ঝুরি, চাউলধৌত জলের সহিত পেষণ করিয়া, ঘোলের সহিত পান করাইবে। ৩।৪ তিন চারিটী আয়াপানের বা কুকশিমার পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। কুড়্চিছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া, সেই কাথ পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে; এবং ঘনীভূত হইলে, তাহাতে আতইচচূর্ণ ৵০ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, প্রবল রক্তাতি-সার এবং অন্যান্য অতিসার নিবারিত হয়। কুড়চিছাল ৮ আটতোলা /১ এক সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া ৮ আটতোলা থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে; এইরূপে স্বতন্ত্রভাবে দাড়িমফলের খোলার কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে; পরে উভয় কাথ পুনর্ব্বার একত্র পাক করিবে। ঘন হইলে, তাহাই ১ এক তোলা মাত্রায় ঘোলের সহিত প্রয়োগ করিবে।

গুহ্যদ্বারের বেদনা-নিবারণ।—মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, অহিফেন ৪ চারি রতি, খদির ৪ চারি রতি ও ময়দা আট রতি, একত্র ঘৃতসহ বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া, এক একটী দুইঘণ্টা অন্তর গুহ্যদ্বারে অঙ্গুলি দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিবে। গেঁড়ি অর্থাৎ গুগলি ঘৃতে ভাজিয়া তাহার স্বেদ দিলেও বেদনার আশু শান্তি হইয়া থাকে।

জীর্ণাবস্থায় চিকিৎসা।—সমুদায় অতিসারের জীর্ণাবস্থায়, অর্থাৎ যে সময়ে আমদোষ পরিপাক পাইয়া যায়, বেদনার শান্তি হয়, জঠরাগ্নির দীপ্তি হয়, অথচ নানাবর্ণের মল নিঃসৃত হইতে থাকে, সেই সময়ে বৎসকাদি পাচন, কুটজ-পুটপাক, কুটজলেহ, কুটজাষ্টক ও ষড়ঙ্গ ঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। সেই

অবস্থায় কুড়চির ছাল, মুতা, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, গঁদ, সোহাগার খই, খদির ও মোচরস, প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা এবং অহিফেন ॥৹ অর্দ্ধ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, এক আনা মাত্রায় আয়াপানের কাথ বা শীতলজলসহ দিবসে ৩ তিনবার সেবন করাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

প্রবল অতিসারে মলভেদ-চিকিৎসা।—প্রবল অতিসারে মলভেদ রুদ্ধ করিবার জন্য জলের সহিত আমলকী বাঁটিয়া, তাহাদ্বারা নাভির চারিপার্শ্বে আলবাল করিয়া অর্থাৎ আল্ দিয়া, মধ্যস্থল নির্জ্জল আদার রসে পূর্ণ করিবে; ইহাদ্বারা প্রবল অতিসার-বেগ প্রশমিত হয়, এবং বেদনারও শান্তি হইয়া থাকে। জায়ফল বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা আমের ছাল কাঁজিতে বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও ঐরূপ উপকার পাওয়া যায়। মাজুফল চূর্ণ ৫ পাঁচ রতি, অহিফেন ।৹ সিকি রতি, গঁদচূর্ণ ৫ পাঁচ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যেক দাস্তের পর এক একবার জলসহ সেবন করাইবে। দাস্ত বন্ধ হইলে, দিবসে একমাত্রা মাত্র দিবে। অতিসারের সহিত বমন উপদ্রব থাকিলে, বিল্বাদি ও পটোলাদি পাচন ব্যবস্থেয়।

উপদ্রব-চিকিৎসা।—বমন, তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব থাকিলে, প্রিয়ঙ্গ্বাদি, জম্ব্বাদি, হ্রীবেরাদি ও দশমূল-শুণ্ঠী, প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। গুহ্যদ্বারে দাহ থাকিলে, পটোলপত্র ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া, সেই জলদ্বারা অথবা উষ্ণ-ছাগদুগ্ধদ্বারা গুহ্যদ্বারে সেক দিবে, এবং পটোলপত্র ও যষ্টিমধু ছাগদুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া গুহ্যদ্বারে প্রলেপ দিবে।

প্রযোজ্য ঔষধ।—কথিত সর্ব্বপ্রকার অতিসারেই দোষের ও রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপানবিশেষের সহিত নারায়ণ চূর্ণ, অতিসারবারণ-রস, জাতীফলাদি বটিকা, প্রাণেশ্বর রস, অমৃতার্ণব, ভুবনেশ্বর, জাতীফলরস, অভয়নৃসিংহ, আনন্দভৈরব, কর্পূররস, কুটজারিষ্ট ও অহিফেনাসব প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা ভিন্ন গ্রহণীরোগোক্ত কতিপয় ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—অপক্ব অতিসারে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাসই প্রশস্ত। দুর্ব্বল অতিসার-রোগীকে উপবাস না দিয়া লঘুপথ্য দেওয়া আবশ্যক। খইয়ের ছাতু জলদ্বারা দ্রব করিয়া অথবা জলসহ সাগু, এরারুট, বার্লি, পানিফলের

পালো, কিংবা ভাতের মণ্ড ও যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিলে, তাহা বিশেষ লঘুপথ্য হয়। এই সমস্ত পথ্য অপেক্ষা ঔষধবিশেষের সহিত যবাগূ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে, তাহাতে অধিক উপকার পাওয়া যায়। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঁঠ, আকনাদী, শুঁঠ ও ধ'নে এই সকল দ্রব্যের কাথের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া, সকল প্রকার অতিসারেই তাহা পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে শালপাণী, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্যের কাথ; অথবা ধ'নে ও শুঁঠ উভয় দ্রব্যের কাথ এবং কফাতিসারে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের কাথের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া পথ্য প্রদান করিবে। গরম জল শীতল করিয়া সেই জল পান করানই উচিত। অত্যন্ত পিপাসাবশতঃ বারংবার জলপান করিতে চাহিলে, ধ'নে ও বালা, এই উভয় দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া, সেই জল পান করিতে দিবে; তাহাতে তৃষ্ণা, দাহ ও অতিসারের শান্তি হয়। পক্কাতিসারে পুরাতন সূক্ষ্ম শালিতণ্ডুলের অন্ন, মসুর-যূষ, পটোল, বেগুন, ডুমুর, ঠেঁটেকলা, থুলকুড়ি ও গন্ধভাদুলে প্রভৃতির তরকারী; কই, মাগুর, শিঙ্গি ও মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল; ঘোল এবং চূণের জলের সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, অথবা অতিসারনাশক দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া উচিত। অতিশয় জীর্ণ অতিসারে কেবল দুগ্ধও উপকারী। রক্তাতিসারে গো-দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ছাগদুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। কাঁচা বেলপোড়া বা বেলের মোরব্বা, দাড়িম, কেশুর ও পানিফল প্রভৃতি জীর্ণাতিসারে ভোজন করিতে দেওয়া যায়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—জ্বরাতিসারের পথ্যাপথ্যে যে সমস্ত আহার-বিহারাদি নিষেধ করা হইয়াছে, অতিসার রোগেও সেই সমস্ত নিষিদ্ধ। তবে রোগী বলবান্ থাকিলে, ২।৩ দিন অন্তর গরম জল শীতল করিয়া তাহাতে স্নান করান যাইতে পারে।

প্রবাহিকা (আমাশয় রোগ)।

নিদান।—দূষিত, শীতল ও আর্দ্র বায়ুসেবন, আর্দ্রস্থানে বাস, অপরিষ্কৃত জল পান, গুরুপাক, উগ্রবীর্য্য ও বায়ুজনক দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং অধিক মদ্যপান প্রভৃতি কারণে প্রবাহিকা রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগে কুপিত বায়ু বারংবার অল্প অল্প পরিমাণে মলের সহিত কফ নিঃসারিত করে; তাহার নির্গমকালে অত্যন্ত কুন্থন করিতে হয়, এবং নাভির নিকট কর্ত্তনবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহাতে শ্লেষ্মজড়িত অত্যন্ত দুর্গন্ধময় আঠাল মল নিঃসৃত হইয়া থাকে; পরে তাহার সহিত রক্তও নিঃসৃত হয়। তদ্ভিন্ন জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসাধিক্য, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, জিহ্বা মলাবৃত, বমন বা বমনেচ্ছা, মূত্র অল্প ও লালবর্ণ, মূত্রত্যাগকালে যন্ত্রণা, মুখমণ্ডল ম্লান ও চিন্তাযুক্ত, জিহ্বা শুষ্ক এবং লাল, পাটল বা কৃষ্ণবর্ণ, নাড়ীগতি দ্রুত ও নাড়ীর ক্ষীণতা প্রভৃতি লক্ষণও কখন কখন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। মলনিঃসারণকালে অতিমাত্র প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থন করিতে হয় বলিয়া, এই রোগের নাম প্রবাহিকা। চলিত কথায় ইহাকে "আমাশয়" এবং রক্তমিশ্রিত হইলে "আমরক্ত" কহে।

দোষভেদে লক্ষণ।—বিরুদ্ধ আহার-বিহার প্রভৃতির পার্থক্য অনুসারে, বাতাদিদোষত্রয় এবং রক্ত কুপিত হইয়া, এই রোগ উৎপাদন করে। স্নেহপদার্থ সেবনে কফজ, রুক্ষদ্রব্য সেবনে বাতজ, এবং উষ্ণ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য সেবনে পিত্তজ প্রবাহিকা উৎপন্ন হয়। বায়ুজনিত প্রবাহিকায় উদরে অত্যন্ত কামড়ানি, পিত্তজনিত হইলে গাত্রে ও গুহ্যদেশে অতিশয় জ্বালা, কফজনিত হইলে অধিক কফমিশ্রিত মল নিঃসরণ, এবং রক্তজনিত হইলে রক্তমিশ্রিত মল নির্গম হইয়া থাকে। পীড়ার প্রবল অবস্থায় অতিসারের অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহার অপক্ক ও পক্কাবস্থা অতিসারোক্ত লক্ষণানুসারে নিশ্চয় করিবে।

চিকিৎসা।—সাধারণতঃ এই রোগের চিকিৎসা-বিধি প্রায়ই অতিসার রোগের ন্যায়। অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সমস্ত পাচন ও ঔষধাদি এই রোগেও ব্যবস্থা করিবে। তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিশেষ ঔষধ ইহাতে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে:—একবৎসরের অনধিকবয়স্ক তেঁতুল-চারার মূল ৵০ দুই

আনা হইতে ।০ চারি আনা মাত্রায় ঘোলের সহিত বাঁটিয়া, দিবসে ৩।৪ তিন চারিবার সেবন করাইবে; আমরুলের রস ২ দুই তোলা মাত্রায়, অথবা ২ দুই তোলা তেঁতুলের চারার কচিপাতা, ৩২ বত্রিশতোলা জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ৮ আটতোলা থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই ক্বাথ পান করাইবে। কচি দাড়িমের বা দাড়িম পাতার রস, আয়াপানের রস, কাঁচড়াদামের রস, কালাকর্পূরের রস, এবং কুড়চি ছালের রস বা ক্বাথ এই রোগে বিশেষ উপকারী। কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় কুড়চিছাল দেওয়া উচিত নহে। পিপুলচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা অথবা মরিচচূর্ণ ।০ চারি আনা, অর্দ্ধপোয়া ✓০ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে নূতন ও পুরাতন প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয়। কচি-বেলপোড়ার শস্য ও খোসাতোলা তিল সমভাগে দধির সহিত সেবন করাইবে। কচিবেলপোড়ার শস্য ২ দুই তোলা, ইক্ষুগুড় ১ একতোলা, পিপুলের ও শুঁঠের চূর্ণ ।০ চারি আনা, এবং অল্প তিলতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। আকন্দমূলের ছাল চূর্ণ ৫।৬ পাঁচ ছয় রতি মাত্রায় সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা, মোচরস, বেলশুঁঠ, আতইচ ও দাড়িমফলের খোলা, প্রত্যেক ।০ চারি আনা ৩২ বত্রিশতোলা জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ৮ আটতোলা থাকিতে ছাঁকিয়া পান করাইবে। আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় এরণ্ডতৈল ✓১০ অর্দ্ধছটাক, অহিফেনাসব ১০ ফোঁটা ও জল /০ এক ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ একবার সেবন করাইয়া, পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত শুঁঠচূর্ণ ২ দুই রতি, কুড়চিছালচূর্ণ ৮ আট রতি, গঁদচূর্ণ ৪ চারি রতি ও আফিং ½ অর্দ্ধরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া, দিবসে তিনবার সেবন করাইলে, আমাশয় রোগ নিবারিত হয়। শ্বেতধুনাচূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ✓০ দুই আনা মাত্রায় সেবন করাইলে, আমাশয়-রোগ সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

উদরের বেদনা নিবারণ।—উদরের বেদনা নিবারণ জন্য তার্পিণ-তৈল উদরের উপর মালিশ করিবে; অথবা শেওড়াপাতা ২ দুইতোলা, কচি কাঁঠালি কলা ২ দুইটী (খণ্ড খণ্ড করিয়া), আতপ চাউল ২ দুই তোলা ও জল ।০ একপোয়া একত্র প্রস্তরপাত্রে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই জলের সিকি অংশ একটী পিত্তলপাত্রে অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিয়া, তাহার অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করাইবে; এইরূপে, তিন ঘণ্টা

অন্তর দিবসে চারিবার সেবন করাইলে, উদরের বেদনা প্রশমিত হয়। রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অতিসার ও গ্রহণীরোগোক্ত অন্যান্য ঔষধও এই রোগে প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—এই রোগে অতিসার রোগের ন্যায় সমস্ত পথ্যাপথ্যই প্রতিপালন করিতে হয়। প্রাচীন রক্তামাশয়ে জ্বরাদির সংস্রব না থাকিলে, মহিষের দধি অথবা ঐ দধির ঘোল খাওয়ান যাইতে পারে; তাহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

গ্রহণীরোগ।

নিদান।—অতিসার রোগ নিবৃত্ত হওয়ার পরে, অগ্নিবল উত্তমরূপে বৃদ্ধি পাইতে না পাইতেই যদি কোনরূপ কুপথ্য সেবন করা হয়, তাহা হইলে জঠরাগ্নি অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করে। তৎপরে অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি কারণবশতঃ বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া ঐ দূষিত গ্রহণী নাড়ীকে অধিকতর দূষিত করিয়া দেয়। এই অবস্থায় কখন অপক্ব ভুক্ত দ্রব্য মলদ্বার দিয়া বারংবার নিঃসৃত হয়, কখন বা একবারে মলবদ্ধ হইয়া যায়। সকল অবস্থাতেই উদরে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। এই রোগকে গ্রহণীরোগ কহে। গ্রহণী-নাড়ী অর্থাৎ পাকাশয় দূষিত হইয়া এইরোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম গ্রহণী-রোগ হইয়াছে। অতিসার রোগ থাকিতে থাকিতে, অথবা অতিসার রোগ না হইয়াও একেবারে গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

পূর্ব্বরূপ। – গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে অধিক তৃষ্ণা, আলস্য, দুর্ব্বলতা, শরীরে ভারবোধ এবং অগ্নিমান্দ্যজন্য আহারের অম্লপাক অথবা বিলম্বে পরিপাক প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

বাতজ গ্রহণীরোগ।—কটু, তিক্ত, কষায় ও রুক্ষ দ্রব্যের অতিশয় ভোজন, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যের ভোজন, অথবা অল্পভোজন, উপবাস, অধিক পথপর্য্যটন মলমূত্রাদির বেগধারণ ও অতিরিক্ত মৈথুন প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করে; তাহা হইতেই বাতজ গ্রহণীরোগ

উৎপন্ন হয়। ইহাতে ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক পাইয়া অম্লরসে পরিণত হয়; এবং শরীর রুক্ষ; কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক; ক্ষুধা তৃষ্ণা ও দৃষ্টিশক্তির হীনতা; কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দবোধ; পার্শ্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি) ও গ্রীবাদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা; বিসূচিকা অর্থাৎ যুগপৎ ভেদ ও বমন, অথবা কখন তরল, কখন বা শুষ্ক, অল্প অল্প বা ফেনযুক্ত অপক্ক মলের অতিকষ্টে বারংবার বা বিলম্বে নির্গমন; মলনির্গমকালে সশব্দে বায়ু-নির্গম; হৃদয়ে বেদনা, শারীরিক কৃশতা ও দুর্ব্বলতা, মুখের বিরসতা; গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মধুরাদি সকলরসযুক্ত দ্রব্য ভোজনে আকাঙ্ক্ষা; মনের অবসন্নতা ও শ্বাস কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাককালে অথবা পরিপাক হইলে পেট ফাঁপে; কিন্তু আহার করিলে ক্রমশঃ তাহার উপশম হইয়া থাকে। ইহাতে বাত, গুল্ম, হৃদ্রোগ অথবা প্লীহরোগ হইয়াছে বলিয়া রোগীর মনে আশঙ্কা জন্মে।

পিত্তজ গ্রহণীরোগ।—অম্ল, লবণ, কটুরসযুক্ত, অপক, বিদাহ অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যের অম্লপাক হয়—সেই সকল দ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের ভোজনদ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া, জঠরাগ্নির নির্ব্বাপণপূর্ব্বক পিত্তজ গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে। তাহাতে দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদগার, হৃদয়ে ও কণ্ঠে দাহ, অরুচি, পিপাসা, নীল বা পীতবর্ণযুক্ত তরল মলস্রাব হয়, এবং রোগীর শরীর পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগ।— অতিশয় গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল ও মধুরাদি রসযুক্ত দ্রব্যের অতিভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন এবং দিবা-ভোজনের অব্যবহিতকাল পরেই শয়ন প্রভৃতি কারণে কফ প্রকুপিত হইয়া, জঠরাগ্নিকে বিনষ্ট করে; তাহাতে শ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হয়। এইরোগে ভুক্তদ্রব্যের অতিকষ্টে পরিপাক, শ্লেষ্মদ্বারা মুখলিপ্ত, মুখমধ্যে মিষ্টাস্বাদবোধ, কোনরূপ ঘনদ্রব্যদ্বারা যেন হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে—এইরূপ অনুভব, দুর্ব্বলতা, আলস্য, বমনবেগ, বমি, অরুচি, কাস-নিষ্ঠীবন, পীনস, উদরের স্তব্ধতা ও ভারবোধ, উদ্গারে মিষ্টাস্বাদবোধ, মৈথুনে অনিচ্ছা, এবং আম ও শ্লেষ্মযুক্ত গুরু ও ভস্কা মলভেদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

সন্নিপাতজ গ্রহণীরোগ।—বাতাদি তিনদোষের প্রকোপকারক এই সমস্ত কারণ মিলিতভাবে সেবিত হইলে, যুগপৎ দুইটী বা তিনটী দোষ

প্রকুপিত হইয়া, দ্বিদোষজ বা সন্নিপাতজ গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে। তাহাতে ঐসমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সংগ্রহ-গ্রহণী।—এই সমস্ত গ্রহণীরোগ ব্যতীত সংগ্রহ-গ্রহণী নামক আর এক প্রকার গ্রহণী-রোগ আছে। তাহাতে কাহারও প্রত্যহ, কাহারও বা ১০ দশ দিন, ১৫ পনের দিন, অথবা একমাস অন্তরে, তরল বা ঘন, শীতল, স্নিগ্ধ, ও বহুপরিমিত মল দমকাভেদ হয়। ভেদ হইবার সময়ে শব্দ হয়, এবং উদরে ও কটীদেশে অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। আরও, ইহাতে অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেটের ডাক, আলস্য, দুর্ব্বলতা ও অঙ্গের অবসন্নতা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। দিবাভাগে এই রোগের বৃদ্ধি এবং রাত্রিকালে হ্রাস হইয়া থাকে। আম ও বায়ু এই রোগের আরম্ভক। ইহা অতিশয় দুর্ব্বোধ ও দুঃসাধ্য।

অতিসার-রোগের অপক্ক ও পক্ক লক্ষণের ন্যায় গ্রহণীরোগেরও অপক্ক এবং পক্ক লক্ষণ বিবেচনা করিতে হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তির গ্রহণীরোগ হইলে, তাহার তাহাতেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা। অতিসার-রোগের ন্যায় গ্রহণী-রোগেরও অপক্কাবস্থায় মলরোধক ঔষধ না দিয়া, পাচক ঔষধ দেওয়া উচিত। শুঁঠ, মুতা, আতইচ, ও গুলঞ্চ এই চারিটী দ্রব্যের কাথ, অথবা ধনে, আতইচ, বালা, যমানী, মুতা, শুঁঠ, বেড়েলা, শালপাণী, চাকুলে, ও বেলশুঁঠ এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইলে, আমদোষের পরিপাক এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। চিত্রকগুড়িকা নামক ঔষধ এই অপক্কাবস্থায় প্রয়োগ করা যায়।

দোষভেদে ব্যবস্থা।—অতিসারোক্ত পক্কলক্ষণানুসারে এই রোগের পক্ক-লক্ষণ নিশ্চয় করিয়া, তাহাতে বাতাদি দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক রোগনাশক ঔষধ কল্পনা করিতে হইবে। সাধারণতঃ বায়ুজনিত গ্রহণীরোগে শালপর্ণ্যাদি কষায়; পিত্তজ গ্রহণীরোগে তিক্তাদি কষায়, শ্রীফলাদি কল্ক, নাগরাদি চূর্ণ ও রসাঞ্জনাদি চূর্ণ; শ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে চাতুর্ভদ্র কষায়, শঠ্যাদি চূর্ণ, রান্নাদি চূর্ণ, এবং পিপ্পলীমূলাদি চূর্ণ; বাতপিত্তজ গ্রহণীরোগে মুস্তাদি গুড়িকা; বাতশ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে কর্পূরাদি চূর্ণ ও তালীশাদি বটী, এবং কুটজাবলেহ, ক্ষেৎপাপড়ার রস ও মধুর সহিত লেহন করাইয়া, পরে হিং, জীরা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ একত্র ৵০ দুই আনা পরিমাণে ঘোলের

সহিত সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে মুষল্যাদি যোগ ব্যবস্থা করা উচিত। এতদ্ব্যতীত একদোষজ, দ্বিদোষজ, বা সংগ্রহ-গ্রহণী-রোগে, রোগের ও রোগীর অবস্থা এবং দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক শ্রীফলাদি কল্ক, পঞ্চপল্লব, নাগরাদ্য চূর্ণ, ভূনিম্বাদ্য চূর্ণ, পাঠাদ্য চূর্ণ, স্বল্পগঙ্গাধর ও বৃহদ্-গঙ্গাধর চূর্ণ, স্বল্প ও বৃহৎ লবঙ্গাদি চূর্ণ, নায়িকা চূর্ণ, কঞ্চটাবলেহ, দশমূলগুড়, মুস্তকাদি মোদক, কামেশ্বরমোদক, মদনমোদক, জীরকাদি ও বৃহজ্জীরকাদি মোদক, মেথী ও বৃহন্মেথী মোদক, অগ্নিকুমার মোদক, গ্রহণীকপাটরস, সংগ্রহ-গ্রহণীকপাট রস, গ্রহণীশার্দ্দূল বটিকা, গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা, অগ্নিকুমার রস, জাতীফলাদ্যবটী, মহাগন্ধক, মহাভ্র বটিকা, পীযূষবল্লীরস, শ্রীনৃপতিবল্লভ, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, গ্রহণীবজ্রকপাট ও রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পুরাতন গ্রহণী-চিকিৎসা।—পুরাতন গ্রহণী-রোগে চাঙ্গেরী-ঘৃত, মরিচাদ্য ঘৃত, মহাষট্পলক ঘৃত প্রভৃতি সেবন এবং বিল্বতৈল, গ্রহণীমিহির তৈল, বৃহদ্গ্রহণীমিহির তৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করাইবে।

পুরাতন গ্রহণীরোগে শোথাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, দুগ্ধবটী, লৌহ-পর্প্পটী, পঞ্চামৃত পর্প্পটী, রসপর্প্পটী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সংগ্রহ-গ্রহণীতে বা অপর কোন গ্রহণীরোগে, মল বদ্ধ থাকিলে, যমানী ও বিট্-লবণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ।০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইবে। গব্যঘৃত সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলেও বদ্ধ মল অনেকটা সরল হইয়া নিঃসৃত হয়।

পথ্যাপথ্য।— গ্রহণীরোগের অপক্ক বা পক্ক অবস্থায় অতিসার রোগের ন্যায়ই সমস্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। কয়েতবেল, বেলশুঁঠ, আমরুল শাক ও দাড়িম-ফলের ছাল, প্রত্যেক ২ দুই তোলা এবং উপযুক্ত পরিমাণে ঘোলের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে, গ্রহণীরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাতজ গ্রহণীতে স্বল্পপঞ্চমূলীর কাথসহ যবাগূ পাক করিয়া পান করাইবে। সকল প্রকার গ্রহণীরোগেই তক্র অর্থাৎ ঘোল বিশেষ উপকারী।

অর্শোরোগ।

বলির পরিচয় ও অর্শের উৎপত্তি।—গুহ্যদ্বার হইতে ভিতরের দিকে ৪৷৷০ সাড়ে চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় তিনটী আবর্ত্ত আছে; ঐ তিনটীর নাম বলি। ভিতরের দিকে ১৷৷০ দেড় অঙ্গুলি পরিমিত প্রথম বলির নাম প্রবাহণী; তাহার নিম্নভাগে ১৷৷০ দেড় অঙ্গুলি পরিমিত দ্বিতীয় বলির নাম বিসর্জ্জনী; এবং তাহার নিম্নভাগে ১ এক অঙ্গুলি পরিমিত তৃতীয় বলির নাম সম্বরণী। অবশিষ্ট অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত গুহ্যদ্বারের অংশকে গুদৌষ্ঠ কহে। বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই দোষত্রয় ত্বক্, মাংস ও মেদোধাতুকে দূষিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বলিত্রয়ে নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে। ঐ সকল মাংসাঙ্কুরের নাম অর্শঃ। মলদ্বারের বহির্ভাগে যে সমস্ত মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় তাহাকে বাহ্যার্শঃ এবং অভ্যন্তরদেশজাত মাংসাঙ্কুরকে অভ্যন্তরার্শঃ কহে। গুহ্যদ্বার ব্যতীত লিঙ্গ, নাভি, নাসিকা এবং কর্ণ প্রভৃতি স্থানেও অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ লক্ষণ।—অর্শোরোগসমূহের সাধারণ লক্ষণ—কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, কঠিন মলত্যাগকালে অত্যন্ত যাতনাবোধ এবং রক্তপাত। ইহাতে ২।৪ দুই চারি বিন্দু হইতে প্রায় ✓৷৷০ অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত রক্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায়, পীড়ার প্রবলাবস্থায়, প্রস্রাবত্যাগকালে বা উৎকটভাবে উপবেশন করিলেও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

প্রকারভেদ।—সাধারণতঃ অর্শোরোগ ছয় প্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও সহজ। দুইটী দোষের মিলিত লক্ষণ ও মিলিত চিকিৎসা ব্যতীত দ্বিদোষজ অর্শোরোগের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণাদি না থাকায়, পৃথক্ ভাবে তাহার গণনা করা হয় না।

বাতজ অর্শঃ।—কষায়, কটু ও তিক্তরস এবং রুক্ষ, শীতল ও লঘুদ্রব্য ভোজন; অতি অল্প পরিমাণে ভোজন, তীব্র মদ্যপান, অতিরিক্ত মৈথুন, উপবাস, শীতলদেশে বাস, ব্যায়াম, শোক, প্রবল বায়ু ও আতপ সেবন

প্রভৃতি কারণে বাতজ-অর্শঃ উৎপন্ন হয়। হেমন্তাদি শীতল কাল এই অর্শো-রোগ উৎপন্ন হইবার সময়। বাতজ-অর্শোরোগে কোনরূপ স্রাব থাকে না, চিম্ চিম্ বেদনা বোধ হয়, মাংসাঙ্কুর সমূহের মধ্যে কাহারও আকৃতি তেলাকুচার ন্যায়, কাহারও খর্জ্জুরের ন্যায়, কাহারও কুলের ন্যায়, কাহারও বন-কাপাসীফলের ন্যায়, কাহারও বা কদম্বফুলের ন্যায়, কাহারও বা শ্বেতসর্ষপের ন্যায় হইয়া থাকে। সেই সকল মাংসাঙ্কুর ম্লান, ধূম্রবর্ণ, কঠিন, ধূলিস্পর্শের ন্যায় রুক্ষস্পর্শ, এবং গো-জিহ্বার ন্যায় কর্কশস্পর্শ, কাঁকরোল-ফলের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকাকীর্ণ, এবং প্রত্যেকে বিভিন্ন-প্রকৃতিক ও বক্র হয়। তাহাদের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও ফাটা ফাটা হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটি, উরু, বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি), প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত বেদনা; হাঁচি, উদ্গার, উদরে ভারবোধ, বক্ষোবেদনা, অরুচি, কাস, শ্বাস, অগ্নির বিষমতা, কর্ণমধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, ভ্রম, অত্যন্ত যাতনা ও শব্দের সহিত পিচ্ছিল, ফেনযুক্ত, গুট্‌লে ও অল্প মলনির্গম; এবং ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই পীড়া হইতে গুল্ম, প্লীহা, উদর ও অষ্ঠীলা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

পিত্তজ-অর্শঃ।—কটু, অম্ল, ও লবণরসবিশিষ্ট, উষ্ণবর্ণ বা উগ্রবীর্য্য, অম্লপাক ও তীক্ষ্ণদ্রব্য ভোজন, তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধাদির অতিরিক্ত সেবন, মদ্যপান, অগ্নি ও রৌদ্রের উত্তাপ, ব্যায়াম, ক্রোধ, অসূয়া, উষ্ণদেশ এবং উষ্ণকাল,—এইগুলি পিত্তজ-অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার কারণ। এই অর্শোরোগে মাংসাঙ্কুর সমূহ রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং তাহাদের অগ্রভাগ নীলবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত অঙ্কুরের আকৃতি শুকের জিহ্বা, যকৃৎখণ্ড বা জোঁকের মুখের ন্যায়; কিন্তু যবের ন্যায় মধ্যভাগ স্থূল, লম্বমান ও অল্পপরিমিত; স্পর্শে উষ্ণ ও কোমল; আমগন্ধি অর্থাৎ আঁস্‌টে গন্ধযুক্ত; ঐ সকল মাংসাঙ্কুর হইতে তরল রক্তস্রাব হয়, জ্বালা করে, এবং সময়ে সময়ে তাহারা পাকিয়া উঠে। এই অর্শোরোগে, জ্বর, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, অরুচি, মোহ, এবং নীল, পীত বা রক্তবর্ণের অপক্ক তরল মলভেদ হয়; রোগীর ত্বক্, নখ, মল, নেত্র ও মুখ হরিদ্বর্ণ অথবা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ-অর্শঃ।—মধুররস, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমশূন্যতা, দিবানিদ্রা, সুখকর শয্যায় শয়ন, সুখকর

আসনে উপবেশন, পূর্ব্ববায়ু বা সম্মুখবায়ু সেবন, শীতলদেশ, শীতকাল, এবং চিন্তাশূন্যতা,—এইসকল কারণে শ্লেষ্মজ-অর্শঃ উৎপন্ন হয়। ইহাতে মাংসাঙ্কুর-সকল মহামূল অর্থাৎ বহুদূর পর্য্যন্ত অবগাঢ়, ঘন, অল্পবেদনাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূল, তৈলাভ্যক্তবৎ অর্থাৎ তেলমাখানমত স্নিগ্ধ, অনম্র (টিপিলে নোয়ান যায় না), গুরু অর্থাৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, মসৃণ, অত্যন্ত কণ্ডূযুক্ত ও সুখস্পর্শ। ইহাদের আকৃতি বংশাঙ্কুর, কাঁঠালবীজ, ও গো-স্তনের ন্যায়। এই সমস্ত মাংসাঙ্কুর হইতে ক্লেদ-রক্তাদি নিঃসৃত হয় না, এবং মলের কঠিনতা থাকিলেও মাংসাঙ্কুর সকল বিদীর্ণ হয় না। এই অর্শোরোগে বঙ্ক্ষণ অর্থাৎ কুঁচকিদ্বয়ে বন্ধনবৎ পীড়া, এবং গুহ্যদেশে, বস্তিতে ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, মুখস্রাব, গুহ্যস্রাব, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বর, রতিশক্তির হীনতা, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গ্রহণী, প্রভৃতি আমবহুল মলনির্গম,—এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রোগীর ত্বক্, নখ, মল, মূত্র ও নেত্র প্রভৃতি তৈলাভ্যক্তবৎ স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ অর্শোরোগের যেসমস্ত নিদান ও লক্ষণাদি পৃথক্-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইল, মিলিতভাবে সেইসমস্ত নিদান সেবিত হইলে, দ্বিদোষজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া, ঐ সমস্ত লক্ষণই মিলিত ভাবে প্রকাশ করে।

ত্রিদোষজনিত অর্থাৎ সন্নিপাতজ অর্শোরোগও ঐসমস্ত মিলিত নিদানদ্বারা উৎপন্ন হইয়া, তিনদোষের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

রক্তজ-অর্শঃ।—পিত্তজ অর্শোরোগের যেসমস্ত নিদান, সেই সমুদায় নিদানদ্বারাই রক্তজ অর্শঃ উৎপন্ন হয়। ইহাতে মাংসাঙ্কুরসমূহ বটাঙ্কুরের ন্যায় এবং কুঁচ বা প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়। মলের কঠিনতাবশতঃ ঐ সমস্ত মাংসাঙ্কুর পেষিত হইলে, তাহা হইতে সহসা অধিকপরিমাণে দুষ্ট ও উষ্ণ রক্ত নিঃসৃত হয়। ঐরূপে রক্তের অতিস্রাব বশতঃ রোগী ভেকের ন্যায় পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয়জনিত রোগে পীড়িত হয়; এবং বিবর্ণ, কৃশ উৎসাহহীন, দুর্ব্বল ও বিকৃতেন্দ্রিয় হইয়া উঠে। ইহাতে মল শ্যাববর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ হয়, এবং অধোবায়ু

নির্গত হয় না। এতদ্ব্যতীত পিত্তজ অর্শোরোগের লক্ষণসমূহও ইহাতে বিদ্যমান থাকে।

রক্তজ-অর্শোরোগের সহিত পিত্তজ অর্শোলক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তাহা পিত্তানুবন্ধ রক্তার্শ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। বাতানুবন্ধ রক্তার্শঃ অধিক রুক্ষ-হেতু হইতে উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতে অরুণবর্ণ ফেনযুক্ত তরল-রক্তস্রাব; কটী, উরু ও গুহ্যদেশে বেদনা, এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। শ্লেষ্মানুবন্ধ রক্তার্শঃ গুরু ও স্নিগ্ধ হেতু হইতে উৎপন্ন হয়; তাহাতে স্নিগ্ধ, গুরু, শীতল, শ্বেত বা পীতবর্ণ তরল মলভেদ, ঘনরক্ত বা তন্তুবিশিষ্ট পিচ্ছিল ও পাণ্ডুবর্ণ রক্তস্রাব, গুহ্যদেশে পিচ্ছিলতা, এবং আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব প্রভৃতি হইয়া থাকে।

সহজ অর্শঃ।—পিতা ও মাতার অর্শোরোগ থাকিলে এবং জন্মকালে পিতা বা মাতা অর্শোরোগকারক নিদানসমূহ সেবন করিলে, উৎপন্ন পুত্রের অর্শোরোগ জন্মিয়া থাকে; ইহাকেই সহজ অর্শঃ কহে। এই রোগে মাংসাঙ্কুরসমূহ কদাকার, কর্কশ, অরুণবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ, এবং ভিতরদিকে মুখবিশিষ্ট হয়। এই রোগপীড়িত রোগী কৃশ, অল্পাহারী, অল্পাগ্নি, ক্ষীণস্বর, ক্ষীণশুক্র, ক্রোধালু, শিরাব্যাপ্তদেহ, অল্পসন্তান, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও শিরোরোগে পীড়িত হয়। আর ইহাতে উদরে গুর্ গুর্ শব্দ, অন্ত্রকূজন এবং হৃদয়ে উপলেপ ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর শরীরস্থ বাতাদি দোষের আধিক্যানুসারে বাতজাদি অর্শোরোগোক্ত লক্ষণসমূহও ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অর্শের দুঃসাধ্যতার কারণ।—অর্শোরোগমাত্রই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চবিধ বায়ু, আলোচক, রঞ্জক, সাধক, পাচক, ও ভ্রাজক,—এই পঞ্চবিধ পিত্ত; অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষক, এই পঞ্চপ্রকার কফ; এবং প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী ও সম্বরণী,—গুহ্যদেশস্থ এই ত্রিবিধ বলি, এই সমস্ত যুগপৎ কুপিত হইয়া উৎপন্ন হয়। এই রোগ দুঃসাধ্য এবং অতিশয় কষ্টদায়ক, বহুরোগজনক, ও সর্ব্বদেহের পীড়াকারক।

সুখসাধ্য অর্শঃ।—যে সমস্ত অর্শঃ বাহ্য বলিতে অর্থাৎ সম্বরণী বলিতে জন্মে, যাহা একদোষ হইতে উৎপন্ন এবং যাহা একবৎসরের অনধিককাল-জাত, সেই সকল অর্শঃ সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

কষ্টসাধ্য অর্শঃ।—তদ্ব্যতীত যে সমস্ত অর্শঃ মধ্যবলি অর্থাৎ বিসর্জ্জনী বলিতে উৎপন্ন, দুইটী দোষজাত, এবং একবৎসরের অনধিককাল অবস্থিত, তাহারা কষ্টসাধ্য। আর যে সকল অর্শঃ সহজ অথবা ত্রিদোষজাত, এবং অভ্যন্তর বলি অর্থাৎ প্রবাহিণী বলিতে উৎপন্ন, সেই সমস্ত অর্শঃ অসাধ্য।

সাঙ্ঘাতিক অর্শঃ।—যে অর্শোরোগীর হস্তে, পদে, মুখে, নাভিতে, গুহ্যদেশে ও অণ্ডকোষে এক সময়ে শোথ হয় এবং হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে শূল হয়, অথবা যে অর্শোরোগে রোগীর হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূল, মূর্চ্ছা, বমি, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, এবং গুহ্যপাক প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কেবলমাত্র তৃষ্ণা, অরুচি, শূল, অত্যন্ত রক্তস্রাব, শোথ ও অতিসার এই কয়েকটী উপদ্রব উপস্থিত হইলেও রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

লিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যে সকল মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহার আকার কেঁচোর মুখের ন্যায় এবং তাহা পিচ্ছিল ও কোমল। গুহ্যদেশজাত অর্শোরোগের ন্যায় ইহারও বাতাদি-দোষভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

আচিল।—"আঁচিল" নামে অভিহিত যে একরূপ পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও অর্শোজাতীয়। তাহার সংস্কৃত নাম চর্ম্মকীল। ব্যানবায়ু কফকে আশ্রয় করিয়া ত্বকের উপরে এই রোগ উৎপাদন করে। এইরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে তাহাতে সূচীবেধবৎ বেদনা হয় ও তাঁহা কর্কশস্পর্শ হইয়া থাকে। পিত্তের আধিক্য থাকিলে স্নিগ্ধ, গ্রন্থিল (গাঁট্ গাঁট্) ও ত্বকের সমান বর্ণবিশিষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—যে সকল কার্য্য দ্বারা বায়ুর অনুলোম হয়, এবং অগ্নির ও বলের বৃদ্ধি হয়, অর্শোরোগশান্তির জন্য প্রথমতঃ সেই সকল উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিস্তুষ (খোসাতোলা) কৃষ্ণতিল ১ এক তোলা, মিছরি ১ একতোলা ও মাখন ১ একতোলা একত্র ভক্ষণ করিলে বায়ুর অনুলোম হইয়া অর্শোরোগের উপশম হইয়া থাকে। কেবল নিস্তুষ-কৃষ্ণ তিল ৪।৫ চারি পাঁচতোলা খাইয়া, কিঞ্চিৎ শীতলজল পান করিলেও ঐরূপ উপকার পাওয়া যায়। এই রোগের সহিত তরল মলভেদ থাকিলে

বাতাতিসারের ন্যায়, এবং মলবদ্ধ হইলে উদাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। মলবদ্ধ থাকিলে, সমপরিমিত যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ একত্র ঘোলের সহিত পান করিতে দিবে। একটী সীসার নলে ঘৃত ও সৈন্ধব মাখাইয়া, গুহ্য-মধ্যে প্রত্যহ প্রবেশ করাইলে মলরোধের শান্তি হয়। চিতামূলের ছাল বাঁটিয়া একটী কলসীর মধ্যে প্রলেপ দিবে, এবং প্রলেপ শুষ্ক হইলে সেই কলসীতে দধি বা তাহার ঘোল প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অর্শোরোগের শান্তি হয়। কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ, অথবা তেউড়ীমূলচূর্ণ কিংবা দন্তীমূলচূর্ণের সহিত হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও অর্শঃ প্রশমিত হয়। কৃষ্ণতিল ১ একতোলা ও ভেলার মুটীচূর্ণ ২ দুইরতি একত্র সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া অর্শোরোগের উপশম হয়। হরীতকী, খোসাশূন্য কৃষ্ণতিল, আমলকী, কিস্‌মিস্‌ ও যষ্টিমধু, ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগ ফলসাছালের রসসহ সেবন করিতে দিবে। একদিন বা দুইদিন গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া, সেই হরীতকী সেবন করিলেও অর্শোরোগে উপকার হয়। বন্য ওল, অভাবে গ্রাম্য ওলের উপর মাটীর লেপ দিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে; সেই দগ্ধ ওল, তৈল ও লবণের সহিত সেবন করিতে দিবে। সৈন্ধব, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবের চাউল, ডহরকরঞ্জ-বীজ ও ঘোড়ানিমের ছাল,—ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৵০ দুই আনা হইতে।০ চারি আনা মাত্রায় প্রত্যহ শীতল জলের সহিত সেবন করাইবে। ঘোষালতার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া, ৬ ছয় গুণ জলে গুলিয়া, তাহা একুশবার ছাঁকিয়া লইতে হইবে; সেই ক্ষার জলে কতকগুলি বার্ত্তাকু সিদ্ধ করিয়া ও ঘৃতে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত সেই বার্ত্তাকু তৃপ্তিপর্য্যন্ত ভক্ষণ করাইয়া, কিঞ্চিৎ ঘোল পান করিতে দিবে। এইরূপ সাতদিন প্রয়োগ করিলে, অতি প্রবৃদ্ধ অর্শঃ এবং সহজ অর্শঃও নিবারিত হয়।

অর্শে রক্তস্রাব চিকিৎসা।—অর্শঃ হইতে রক্তস্রাব হইলে, হঠাৎ তাহা বন্ধ করা উচিত নহে; কারণ দুষ্টরক্ত রুদ্ধ হইয়া থাকিলে মলদ্বারে বেদনা, আনাহ, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি বিবিধ পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। তবে কোনস্থলে অতিরিক্ত রক্তস্রাববশতঃ রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কা হইলে, সদ্যই তাহা রুদ্ধ করা আবশ্যক। খোসাশূন্য কৃষ্ণতিল ১ একতোলা ও চিনি ॥০ অর্দ্ধতোলা একত্র পেষণ করিয়া /০ একছটাক ছাগদুগ্ধের সহিত তাহা সেবন করাইলে, সদ্যঃ রক্তস্রাব বন্ধ হয়। কচিপদ্মপত্র বাঁটিয়া, চিনির সহিত ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়

সেবন করাইবে। প্রাতঃকালে কেবল ছাগদুগ্ধ পান করাইবে। পদ্মকেশর, মধু, টাট্‌কা মাখন, চিনি ও নাগকেশর একত্র সেবন করাইবে। আমরুলশাক, নাগেশ্বর ও নীলসুঁদী এই তিনটী দ্রব্যের সহিত অথবা বেড়েলা ও শালপাণী, এই দুইটী দ্রব্যের সহিত খইয়ের মণ্ড প্রস্তত করিয়া সেবন করাইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাখন ও খোসাশূন্য কৃষ্ণতিল প্রত্যেক ২ দুইতোলা; অথবা মাখন ১ একতোলা, নাগকেশর বা পদ্মকেশর চূর্ণ।০ চারি আনা ও চিনি।০ চারি আনা একত্র মিশাইয়া সেবন করাইবে। দধির সর-মিশ্রিত ঘোল পান করাইলে, অর্শের উপশম হয়। পিষ্ট কৃষ্ণতিল ১ এক তোলা, চিনি অর্দ্ধতোলা ও ছাগদুগ্ধ /০ এক ছটাক একত্র পান করাইবে। বরাহক্রান্তা, নীলসুঁদী, মোচরস, লোধ ও রক্তচন্দন মিলিত ২ দুইতোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলতোলা ও জল ৬৪ চৌষট্টি তোলা একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে, ছাঁকিয়া পান করাইবে; কচি দাড়িমের বা দাড়িম-পাতার, গাঁদাফুলগাছের পাতার, কিংবা কুক্‌শিমার পাতার রস ১ এক-তোলা মাত্রায় মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা মিশাইয়া সেবন করাইবে। ইহার প্রত্যেকটীই রক্তরোধক। কুড়চিছালের অথবা বেলশুঠের ক্বাথে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। কুড়চির ছাল ॥০ অর্দ্ধতোলা বাটিয়া ঘোলের সহিত অথবা শতমূলীর রস দুইতোলা ছাগদুগ্ধের সহিত পান করাইবে। এই সমস্ত রোগের প্রত্যেকটীই রক্তার্শঃ-নিবারক। রক্তপিত্তরোগোক্ত যোগ ও ঔষধসমূহও বিবেচনাপূর্ব্বক রক্তার্শোরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ব্যবস্থেয় ঔষধ।—এই সমস্ত যোগ ব্যতীত চন্দনাদি পাচন এবং মরিচাদি পাচন এবং মরিচাদি চূর্ণ, সমশর্করচূর্ণ, কর্পূরাদ্যচূর্ণ, বিজয়চূর্ণ, মরিচাদিচূর্ণ, ভল্লাতামৃতযোগ, দশমূলগুড়, নাগরাদ্যমোদক, স্বল্পশূরণমোদক, বৃহৎশূরণমোদক, কুটজলেহ, প্রাণদা গুড়িকা, চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা, জাতীফলাদি বটী, পঞ্চানন বটী, নিত্যোদিতরস, দন্ত্যরিষ্ট, অভয়ারিষ্ট, চব্যাদিঘৃত ও কুটজাদ্য ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ, দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া যাবতীয় অর্শোরোগেই প্রয়োগ করিলে, আশানুরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মাংসাঙ্কুরপাতনোপায়।—অর্শোরোগের যে সমস্ত মাংসাঙ্কুর গুহ্য-দ্বারের বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনসাসীজের আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বিন্দুমাত্র লাগাইয়া দিবে। ঘোষাফলের চূর্ণ মাংসাঙ্কুরের

উপরে ঘর্ষণ করিবে। আকন্দের আঠা, মনসাসীজের আঠা, তিত-লাউয়ের পাতা এবং ডহরকরঞ্জের ছাল, সমভাগে ছাগমূত্রসহ পেষণ করিয়া, মাংসাঙ্কুরের উপর প্রলেপ দিবে। একটী বর্ত্তী তিলতৈলে ভিজাইয়া, গুহ্যমধ্যে তাহা প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা মাংসাঙ্কুর পতিত হইয়া যায়, এবং তজ্জনিত বেদনার অনুভব হয় না। পুরাতন-গুড় কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া, তাহাতে ঘোষাফলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে; পাকে উপযুক্ত ঘন হইলে তাহার বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া, সেই বর্ত্তী গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে; ঘোষালতার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে; ওল, হরিদ্রা, চিতামূল ও সোহাগার খই, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা ঐসকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। বীজসমেত তিতলাউ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, তাহাতে গুড়মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। মনসাসীজের বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, অথবা হরিদ্রার ও ঘোষা-লতার চূর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কার্পাসসূত্রে হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত সীজের আঠা বারংবার মাখাইয়া, সেই সূত্রদ্বারা মাংসাঙ্কুর বাঁধিয়া রাখিবে। এই সমস্ত উপায়ে মাংসাঙ্কুর সকল পতিত হইয়া অর্শোরোগ নিবারিত হয়। **কাশীসতৈল** ও **বৃহৎ কাশীসতৈল** মাংসাঙ্কুর নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য।—পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন; মুগ, ছোলা বা কুলথ-কলাইয়ের দাল, পটোল, ডুমুর, মাণকচু, ওল, কচি মূলা, কাঁচা পেঁপে, মোচা, ঠ'টেকলা, কাঁকরোল, পক্বকুষ্মাণ্ড ও সজিনার ডাঁটা, প্রভৃতির তরকারী, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ঘৃতপক্ব যে কোন দ্রব্য, মিছরি, কিস্‌মিস্, আঙ্গুর, পাকাবেল, পাকা পেঁপে, ঘোল ও ছোটএলাইচ, প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করা উচিত। স্রোতস্বিনী নদীর জলে বা প্রশস্ত সরোবরের জলে সহ্যমত স্নান ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রভৃতি কার্য্য হিতকর।

ইহা ব্যতীত যে সকল আহার-বিহারাদিদ্বারা বায়ুর অনুলোম হয়, সেই-সমস্ত আহার-বিহারাদি অর্শোরোগে সর্ব্বদা প্রতিপালন করিবে। অর্শোরোগে অধিক রক্তস্রাব থাকিলে, রক্তপিত্তরোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা উচিত।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—ভাজাপোড়া দ্রব্য, গুরুপাক, রুক্ষবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য, দধি, পিষ্টক, মটর, খেঁসারি এবং মসূরের দাল, সিম, লাউ প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, রৌদ্রের বা অগ্নির সন্তাপ, পূর্ব্বদিকের বায়ুসেবন, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, মৈথুন, অশ্বাদি যানে গমন, কঠিন আসনে উপবেশন, এবং যেসমস্ত কার্য দ্বারা বায়ু কুপিত হয়, তাহার অনুশীলন অর্শোরোগে অনিষ্টকারক।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ।

নিদান।—অধিক জলপান, অপরিমিত আহার, সর্ব্বদা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহার, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, দুশ্চিন্তা, ভালরূপে চর্ব্বণের অভাব, পরিপাক-যন্ত্রের দোষ, ক্রিমিরোগ, অধিক শৈত্যসেবা, অথবা অগ্নি রৌদ্র প্রভৃতির আতপসেবন, অধিক জলক্রীড়া ও অধিক তাম্বুল অর্থাৎ পাণচর্ব্বণ, প্রভৃতি কারণে অগ্নিমান্দ্যরোগ উৎপন্ন হয়। এইসমস্ত কারণে এবং বিষমভোজন, অর্থাৎ কোন দিন অল্প, কোন দিন অধিক এবং অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন, শুষ্ক বা পচা দ্রব্য ভোজন, অনিচ্ছায় বা ঘৃণার সহিত ভোজন, আহারকালে ভয়, ক্রোধ, লোভ, শোক, বা অন্য কারণে মানসিক যন্ত্রণা, আহারের অব্যবহিত পরেই অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে অজীর্ণরোগ জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ অজীর্ণরোগ চারিপ্রকার ;—আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং রসশেষাজীর্ণ। কফ-প্রকোপ হইতে আমাজীর্ণ, পিত্তপ্রকোপ হইতে বিদগ্ধাজীর্ণ, বায়ুপ্রকোপ হইতে বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং ভুক্তদ্রব্যের প্রথম পরিণতি রস, রক্তাদিরূপে সম্যক্ পরিণত হইতে না পাইলে, রসশেষাজীর্ণ উৎপন্ন হয়।

প্রকারভেদ লক্ষণ।—আমাজীর্ণে শরীরে ভারবোধ, বমনবেগ, গণ্ড ও অক্ষিগোলকে শোথ, এবং ভুক্তদ্রব্যের স্বাদগন্ধাদি বিশিষ্ট উদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অম্লোদ্গার বা ধূমনির্গমবৎ উদ্গার, এবং পিত্তজন্য অন্যান্য উপদ্রব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বিষ্টব্ধাজীর্ণে উদরাধ্মান, শূল অর্থাৎ উদরে বেদনা, মল ও অধোবায়ুর অনির্গম, স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গ-

বেদনা এবং বায়ুজন্য অন্যান্য যাতনাও দেখিতে পাওয়া যায়। রসশেষাজীর্ণে ভোজনে অনিচ্ছা, হৃদয়ের অশুদ্ধি ও শরীরের গুরুত্ব অনুভূত হইয়া থাকে।

সাধারণ লক্ষণ।—সকলপ্রকার অজীর্ণেই শরীরে গ্লানি, ও উদরে ভারবোধ, উদরে বেদনা ও বায়ুসঞ্চয়, কখন মলরোধ, কখন বা অজীর্ণ-মলভেদ, এবং আহারান্তে বমন, এই কয়েকটী সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

উপদ্রব।—অজীর্ণরোগ হইতে মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখস্রাব, অবসন্নতা ও ভ্রম, এইসকল উপদ্রব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা।—সুপথ্য ভোজনই অগ্নিমান্দ্য রোগের সাধারণ চিকিৎসা। সমপরিমিত হরীতকী ও শুঁঠচূর্ণ, গুড় বা সৈন্ধবলবণের সহিত, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য রোগ নিবারিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ সমভাগ, অথবা কেবল শুঁঠচূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া, কিঞ্চিৎ উষ্ণজল পান করিলে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্যের শান্তি হয় এবং তাহাদ্বারা জিহ্বা ও কণ্ঠ পরিষ্কার হয়। এতদ্ব্যতীত বড়বানল-চূর্ণ, সৈন্ধবাদি-চূর্ণ, সৈন্ধবাদ্য-চূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টক-চূর্ণ, স্বল্পাগ্নিমুখ-চূর্ণ, বৃহদগ্নিমুখ-চূর্ণ, ভাস্কর-লবণ, অগ্নিমুখ-লবণ, বড়বা-নলরস, হুতাশনরস, বৃহৎ হুতাশন রস ও অগ্নিতুণ্ডীবটী প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। অজীর্ণরোগোক্ত অন্যান্য ঔষধ-সমূহও অগ্নিমান্দ্য-শান্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অজীর্ণে সাধারণ চিকিৎসা।—আমাজীর্ণে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস, বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদপ্রয়োগ ও রসশেষাজীর্ণে আহারের পূর্ব্বে দিবা-নিদ্রা,—এই কয়েকটী অজীর্ণরোগের সাধারণ চিকিৎসা।

বিশেষ চিকিৎসা।—আমাজীর্ণে বচচূর্ণ ১ একতোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, ১ একসের উষ্ণজলের সহিত মিশাইয়া, যথাশক্তি পান করাইয়া বমন করাইবে। পরে পিপুল, সৈন্ধব ও বচ, সমভাগে এই তিনটী দ্রব্য শীতলজলসহ বাঁটিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। ধনে ১ একতোলা ও শুঁঠ ১ একতোলা একত্র উভয়ের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে; ইহাদ্বারা উদরের বেদনা আশু প্রশমিত হয়। গুড়ের সহিত শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী, অথবা দাড়িম, ইহাদের মধ্যে কোন একটী দ্রব্যের চূর্ণ সেবন করিলে,

আমাজীর্ণ, মলবদ্ধতা ও অর্শোরোগের শান্তি হয়। প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হইলে, হরীতকী, শুঁঠ ও সৈন্ধব, প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় শীতলজলের সহিত সেবন করিয়া, যথাসময়ে আহারাদি করিলে, কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না।

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিতে দিবে; তাহাদ্বারা বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়, এবং জলের শীতলতা ও দ্রবত্বগুণ বশতঃ পিত্ত প্রশমিত হইয়া অধোমার্গে নীত হয়। ভোজন করিবামাত্র যদি ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হয়, এবং তজ্জন্য হৃদয়, কোষ্ঠ ও কণ্ঠনালীতে জ্বালা হয়, তাহা হইলে উপযুক্তমাত্রায় হরীতকী ও কিস্‌মিস্ একত্র পেষণ করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে। হরীতকী ১ একতোলা ও পিপুল একতোলা একত্র ৩২ বত্রিশতোলা কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া ৮ আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে তাহার সহিত /০ এক আনা সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ধূমনির্গমবৎ উদগার ও প্রবল অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া, সদ্যঃ ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদক্রিয়া ও লবণমিশ্রিত জল পান করান উচিত। রসশেষাজীর্ণে উপবাস, দিবানিদ্রা ও প্রবলবায়ুশূন্য স্থানে উপবেশনাদি সাধারণ চিকিৎসা। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব-লবণ, জলসহ বাঁটিয়া, উদরে প্রলেপ দিবে, এবং সেই প্রলেপ লইয়া অভুক্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ দিবানিদ্রা করিলে, সকলপ্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়। হরীতকী, পিপুল ও সৌবর্চ্চল-লবণ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, দোষানুসারে দধির মাৎ বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, উদরাধ্মান, গুল্ম, এবং শূলরোগেরও আশু উপশম হইয়া থাকে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দন্তীবীজ, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিপুলমূল—ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, পুরাতন-গুড়ের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সকলপ্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত, শূল, প্লীহা, শোথ এবং পাণ্ডুরোগেও উপকার হইতে দেখা যায়। উদরাধ্মাননিবৃত্তির জন্য মৌরী-ভিজান জল, চূণের জল, গোলমরিচ-ভিজান জল, অথবা গোলমরিচ বাঁটিয়া দ্রব করিয়া পান করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

যাবতীয় অজীর্ণেই অগ্নিমান্দ্যনাশক ঔষধসমূহ, এবং লবঙ্গাদ্যমোদক, সুকুমার মোদক, ত্রিবৃতাদি মোদক, মুস্তকারিষ্ট, ক্ষুধাসাগর রস, টঙ্গনাদি বটী, শঙ্খবটী,

মহাশঙ্খবটী, ভাস্কর-রস, চিন্তামণি-রস ও অগ্নিঘৃত প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে। গ্রহণীরোগোক্ত কয়েকপ্রকার ঔষধও অনেক সময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—অজীর্ণাবস্থায় লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস দেওয়াই আবশ্যক। তৎপরে বার্লি, এরারুট, যবমণ্ড, পানিফলের পালো প্রভৃতি লঘু পথ্য ভোজন করিতে দিবে। ক্রমশঃ অজীর্ণের উপশম ও অগ্নিবলের বৃদ্ধি হইয়া আসিলে দিবসে অতিপুরাতন সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন, মসূর-দালের যূষ, মাগুর, সিঙ্গি, কই ও মউরোলা প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল; পটোল, বেগুন, ঠঁটে-কলা, ও গন্ধভাদুলে প্রভৃতির তরকারী, এবং ঘোল ও পাতি বা কাগজী নেবু প্রভৃতি পথ্য। রাত্রি-কালে বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন কর্ত্তব্য। অধিক ক্ষুধা হইলে, এবং দুইবার অন্ন পরিপাক করিবার উপযুক্ত অগ্নিবল হইলে, রাত্রিকালেও এইরূপ অন্নভোজন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। কাঁচা বেলপোড়া, বেলের মোরব্বা, দাড়িম ও মিছরি প্রভৃতি দ্রব্য উপকারজনক। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য রোগে ভোজনের ২।৩ ঘণ্টা পরে জলপান করা উচিত। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া কিঞ্চিৎ শীতল জল পান এই রোগে বিশেষ উপকারী। চলিত কথায় এইরূপ জল-পানকে "নিশাপান" বা "উষাপান" বলে।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—ঘৃতপক্ক দ্রব্য, মাংস, পিষ্টক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য, ভাজাপোড়া দ্রব্য, অধিক জল বা অন্য কোন তরল বস্তু পান; যব, গোধূম, মাষ-কলাই, শাক, ইক্ষু, গুড়, লঙ্কার ঝাল, প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, এবং তৈল মর্দ্দন, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন ও স্নান, এই রোগে বিশেষ অনিষ্টজনক। বস্তুতঃ যেসকল দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না, অথবা যেসকল কার্য্যদ্বারা পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, তৎসমুদায় সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

বিসূচিকা।

বিসূচিকা বা ওলাউঠার নিদান।—আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বিসূচিকা অজীর্ণরোগেরই অন্তর্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার সংক্রামিকা শক্তি এত অধিক যে, প্রথমে একটীমাত্র ব্যক্তির অজীর্ণবশতঃ বিসূচিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া, ক্রমে সেই দেশের অধিকাংশ লোককেই আক্রমণ করে। রোগটীও অতিভয়ঙ্কর এবং আশুপ্রাণনাশক। এইসকল কারণে ইহাকে স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া গণনা করাই উচিত বিবেচনায়, পৃথগ্‌ভাবে ইহা লিখিত হইতেছে। চলিত কথায় এই রোগের নাম "ওলাউঠা"। ইহার ইংরাজি নাম "কলেরা"ই এক্ষণে সাধারণ্যে অধিক প্রচলিত। অতিবৃষ্টি, বায়ুর আর্দ্রতা কিংবা স্থিরতা, অতিশয় উষ্ণবায়ু, অপরিষ্কৃত জল-বায়ু, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আহারের অনিয়ম, ভয়, শোক, বা দুঃখ প্রভৃতি মানসিক যন্ত্রণা, অধিক-জনপূর্ণ স্থানে বাস, রাত্রিজাগরণ, এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতিকে এই রোগের নিদান বলা যাইতে পারে। উদরাময় না হইয়াও যেসকল ব্যক্তির বিসূচিকা রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রথমতঃ শারীরিক দুর্ব্বলতা, অঙ্গের কম্পন, মুখশ্রীর বিবর্ণতা, উদরের ঊর্দ্ধভাগে বেদনা, কর্ণমধ্যে বিবিধ শব্দশ্রবণ, শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

সাধারণ লক্ষণ।—এই রোগের সাধারণ লক্ষণ—যুগপৎ ভেদ ও বমন। প্রথমে ২।৩ বার উদরাময়ের ন্যায় মলভেদ ও ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া, পরে জলবৎ যব বা চাউলের কাথের ন্যায়, অথবা পচা কুমড়ার জলের ন্যায় ভেদ এবং বমন হইতে থাকে; মলের গন্ধ পচা মাংসের ন্যায় হয় এবং মূত্ররোধ হইয়া যায়। ক্রমশঃ চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, নাসিকা উচ্চ, হস্ত-পদ শীতল ও সঙ্কুচিত, হস্ত-পদে খিলধরা, অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুপসিয়া যাওয়া, শরীর রক্তশূন্য ও ঘর্ম্মযুক্ত, নাড়ী ক্ষীণ, শীতল অথচ বেগযুক্ত ও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত, অতিহিক্কা, অত্যন্ত পিপাসা, মোহ, ভ্রম, প্রলাপ, জ্বর, অন্তর্দাহ, স্বরভঙ্গ, অস্থিরতা, শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, কর্ণমধ্যে বিবিধশব্দশ্রবণ, চক্ষুর্দ্বারা নানাপ্রকার মিথ্যাদর্শন, জিহ্বার শীতলতা, এবং দন্ত বাহির হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

দোষ-প্রকোপলক্ষণ।—এই রোগে বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে, ভেদ-বমনের অল্পতা, উদরে বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ, মুখশোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও শিরাসঙ্কোচ প্রভৃতি লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়। পিত্তের আধিক্যে অধিকপরিমাণে ভেদ, জ্বর, অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ ও প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ; এবং কফের আধিক্য থাকিলে, অধিকপরিমাণে বমন, আলস্য, শরীরে ভারবোধ, শীতজ্বর ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

শারীরিক-সন্তাপ।—এই অবস্থায় শারীরিক সন্তাপ অতিশয় কম হইয়া যায়। তাপমানযন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে, ৯৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও বা মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কপালে, গণ্ডস্থলে ও বক্ষোদেশে সন্তাপ অধিক হইয়া থাকে। কথিত লক্ষণসমূহের মধ্যে মূর্চ্ছা, গাত্র-দাহ, নিদ্রানাশ, শারীরিক বিবর্ণতা, উদরে, মস্তকে ও হৃদয়ে অতিশয় বেদনা, ভ্রান্তি, প্রলাপ, স্বরভঙ্গ, কম্প ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। আর যদি ক্রমশঃ ভেদ-বমির অল্পতা, পিত্তমিশ্রিত মলভেদ, শারীরিক সন্তাপের বৃদ্ধি, উদরের বেদনানাশ, নিয়মিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, তৃষ্ণার অল্পতা, নিদ্রা, মলে স্বাভাবিক বর্ণের প্রকাশ ও মূত্রস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেকটা আরোগ্যের আশা হইতে পারে। এই রোগ প্রায়ই প্রাতঃকালে আক্রমণ করে। তবে কোন কোন স্থলে অন্য সময়েও ইহার আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভোগকালের কোন নিশ্চয়তা নাই। কাহারও ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়; অনেককে আবার ৩।৪ দিনও কষ্টভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্রই চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু প্রথমেই বলবান্ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, তাহাদ্বারা আপা-ততঃ ভেদ নিবারিত হইলেও, বমন-বৃদ্ধি ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ উৎপন্ন হইতে পারে। আরও, কিয়ৎক্ষণের জন্য ভেদ নিবারিত হইয়া, পরে আবার অধিকপরিমাণে ভেদ হইবার আশঙ্কা থাকে। এইজন্য প্রথম অবস্থায় ধারক ঔষধ অতি অল্পমাত্রায় বারংবার প্রয়োগ করা উচিত। অজীর্ণ বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইলে, প্রথমে পরিপাচক ও অল্পধারক ঔষধ প্রয়োগ করাই সদ্ব্যবস্থা। অজীর্ণজনিত বিসূচিকায় নৃপবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপযোগী। অপর বিসূচিকা

রোগে, প্রথমতঃ দারুচিনি ৶০ বার আনা, জাফরান (কুঙ্কুম) ৶০ বার আনা, লবঙ্গ ।৵০ ছয় আনা ও এলাচের দানা ।০ চারি আনা, পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, ২৫ পঁচিশ তোলা কাশীর চিনির সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে; সমুদায় মিশ্রিত হইয়া যত ওজন হইবে তাহার ⅓ তিন ভাগের একভাগ চা-খড়ীচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, রোগের ও রোগীর বলানুসারে ১০ দশ রতি হইতে ৩০ ত্রিশ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় বারংবার সেবন করাইবে। ২০ কুড়ি বৎসরের যুবক হইতে ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ রোগীকে, ঐ কুড়ি রতি চূর্ণের সহিত ½ অর্দ্ধ রতি অহিফেন মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। তাহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক রোগীকে অহিফেন না দিয়া, কেবল ঐ চূর্ণই সেবন করাইবে। রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে ঔষধের মাত্রা সিকি, বা অর্দ্ধ প্রভৃতি কম-পরিমাণে ব্যবস্থা করিতে হইবে; অথবা অহিফেন ½ অর্দ্ধরতি, মরিচচূর্ণ সিকিরতি ও কর্পূর ১ একরতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, এক এক মাত্রা প্রত্যেক দাস্তের পর সেবন করাইবে। দাস্ত বন্ধ হইয়া গেলে, ২।৩ দিন পর্য্যন্ত সমুদায় দিনমানে ৩ তিন মাত্রা সেবন করাইতে হইবে। অহিফেন প্রভৃতি ৪ চারিটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিয়াও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অহি-ফেনাসবও এই রোগে প্রশস্ত ঔষধ; ৫ পাঁচ হইতে ১০ দশ বিন্দু পর্য্যন্ত মাত্রায় বিবেচনা করিয়া শীতলজলসহ ইহা প্রয়োগ করিবে। মুস্তাদ্য-বটী, কর্পূর-রস, গ্রহণীকবাট-রস প্রভৃতি, এবং অতিসার ও গ্রহণীরোগোক্ত প্রবল অতিসারনাশক অন্যান্য কতিপয় ঔষধ এই রোগে প্রয়োগ করা যায়। এইসকল ঔষধ ব্যবহার-কালে অল্পপরিমাণে মৃতসঞ্জীবনী সুরা জলমিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু বমি-বেগ বা হিক্কা থাকিলে, সুরা না দিয়া, সীধু অর্থাৎ সির্কা জলমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। তাহাদ্বারা হিক্কা, বমি, পিপাসা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি নিবারিত হয়। ১ এক ছটাক ইন্দ্রযব, /০ এক সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া /।০ এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ১ একতোলা পরিমাণে প্রতি অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর তাহা পান করাইবে; তাহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আপাঙ্গের মূল জলসহ বাঁটিয়া ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইলে, বিসূচিকা রোগের শান্তি হয়। উচ্ছে বা করলার পাতার কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া

সেবন করাইলে বিসূচিকা নিবারিত হয়, এবং জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়। বেলশুঁঠ, ও শুঁঠ এই দুইটী দ্রব্যের ক্বাথ; অথবা বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও কট্‌ফল, এই তিনটী দ্রব্যের ক্বাথ সেবনেও বিসূচিকার শান্তি হইয়া থাকে।

বমনরোধ ও মূত্রনিঃসারণ-উপায়।—এক অঞ্জলি খই ও ১ এক-তোলা চিনি, একত্র, ।৶০ দেড়পোয়া জলে ভিজাইয়া, কিছুক্ষণ পরে ছাকিয়া লইবে; পরে তাহার সহিত বেণামূল ১ একতোলা, ছোট এলাচ ॥০ অর্দ্ধতোলা ও মৌরী ॥০ অর্দ্ধতোলা বাঁটিয়া, এবং শ্বেতচন্দন ১ একতোলা ঘষিয়া মিশ্রিত করিবে। এই জল অর্দ্ধতোলা মাত্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর পান করিলে বমন নিবারিত হয়। সর্ষপ বাঁটিয়া উদরে প্রলেপ দিলে বমন নিবারিত হয়। বমন-রোগের অন্যান্য ঔষধও বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা যায়। মূত্রনিঃসারণ-জন্য পাথরকুচি, হিমসাগর, বা লোহাচূর নামক পাতার রস, ১ এক তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে; অথবা গোক্ষুরবীজ, শসাবীজ, কাঁকুড়বীজ ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথের সহিত ৵০ দুই আনা সোরাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে; কিংবা কুশ, কাশ, শর, বেণা ও কৃষ্ণ-ইক্ষু, এই তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ সেবন করাইবে। ৴১০ অর্দ্ধছটাক মাত্রায় ঢেঁড়স-সিদ্ধ জল ৩।৪ বার সেবন করাইলে, অথবা স্থলপদ্মের পাতার রস ১ একতোলা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেবন করাইলে, মূত্র নিঃসারিত হয়। পাথরকুচির পাতা ও সোরা একত্র বাঁটিয়া বস্তিতে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। হস্তপদে খিলধরা নিবারণের জন্য তার্পিণ তৈল ও সুরা একত্র মিশ্রিত করিয়া, অথবা সর্ষপতৈলের সহিত কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, তাহা হস্ত-পদে মর্দ্দন করিবে। কেবল শুঁঠের চূর্ণ মর্দ্দন করিলেও উপকার পাওয়া যায়। কুড় ও সৈন্ধব-লবণ একত্র কাঁজি ও তিলতৈলের সহিত বাঁটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিবে। দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত বাঁটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে, খিলধরা নিবারিত হয়। হিক্কানিবারণের জন্য সন্নিপাত-জ্বরোক্ত হিক্কানাশক যোগসমূহ অথবা কদলীমূলের রসের নস্য ব্যবস্থা করিবে, কিংবা রাইসরিষা বাঁটিয়া ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে তাহার প্রলেপ দিবে। উদরের বেদনাশান্তির জন্য যবচূর্ণ ও যবক্ষার একত্র ঘোলের সহিত বাঁটিয়া ও অল্প গরম করিয়া, উদরে প্রলেপ দিবে; অথবা তার্পিণ-তৈল উদরে মাখাইয়া

স্বেদ দিবে। গরমজলের স্বেদ দিলে, কিংবা গরমজলে কোন পশমীবস্ত্র ভিজাইয়া ও নিঙড়াইয়া, তাহাদ্বারা স্বেদ দিলেও উপকার পাওয়া যায়। পিপাসায় কাতর হইলে, কর্পূরমিশ্রিত জল অথবা বরফ-জল পান করিতে দিবে। কাবাবচিনি-চূর্ণ ১ এক তোলা, যষ্টিমধুচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা ও কজ্জলী ।০ চারি আনা, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অল্প অল্প লেহন করিতে দিলে, তাহাতেও পিপাসার শান্তি হয়। লবঙ্গ, জায়ফল বা মুতার কাথ সেবন করিলেও পিপাসা এবং বমনবেগের শান্তি হয়। অধিক ঘর্ম্ম হইলে গাত্রে আবির মাখাইবে, অথবা মধুর সহিত প্রবালভস্ম লেহন করিতে দিবে। শিরঃশূল-নিবারণের জন্য মস্তকে শীতল জলের পটী বসাইবে এবং সংজ্ঞানাশ হইলে, হাতে পায়ে তাপ দিতে হইবে।

অন্তিমকালে কর্ত্তব্য।—জীবনের আশা হ্রাস হইয়া গেলে, এবং সন্নিপাত-বিকারের ন্যায় চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা ও ভ্রম প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, সূচিকাভরণ রস প্রয়োগ করা উচিত। ডাবের জলের সহিত ইহা ২।৩টী করিয়া, অবস্থাবিশেষে ২।৩ বার পর্য্যন্ত সেবন করান যায়। তাহাতেও কোন উপকার না হইলে, পুনর্ব্বার সেবন করান বৃথা। অন্তিমকালের হিমাঙ্গ অবস্থায় মৃগনাভি ও মকরধ্বজ প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

এই রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা আবশ্যক; যেহেতু ইহা হইতে কোন্ মুহূর্ত্তে কি অনিষ্ট হইবে, তাহা অনুমানদ্বারা জানিবার উপায় নাই। রোগীর গৃহ, শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে, গৃহে কর্পূর, ধূনা ও গন্ধকের ধূম প্রদান করিবে; রোগীর মলাদি অতিদূরে নিক্ষেপ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—পীড়ার প্রবলাবস্থায় উপবাস ব্যতীত আর কিছুই পথ্য নহে। পীড়ার হ্রাস হইয়া, রোগীর ক্ষুধাবোধ হইলে, পানিফলের পালো, এরারুট বা সাগু জলসহ প্রস্তুত করিয়া খাইতে দেওয়া যায়। অতিসারোক্ত কতিপয় যবাগূও এই অবস্থায় বিশেষ উপকারী। এইসকল খাদ্যের সহিত পাতি বা কাগজী নেবুর রস দেওয়া যাইতে পারে। পীড়া সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়া অধিক ক্ষুধা হইলে, পুরাতন-চাউলের অন্নমণ্ড, কই, মাগুর, মউরলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল বা কোমল-মাংসের রস (ব্রথ) সহ খাইতে দিবে। তৎপরে অন্ন-পরিপাকের উপযুক্ত অগ্নিবল হইলে, পুরাতন সূক্ষ্ম-চাউলের অন্ন, মসুর-

দালের যূষ, পূর্ব্বোক্ত মৎস্য ও মাংসরস, অথবা ঠঁটেকলা, ডুমুর, কচি পটোল ও গন্ধভাতুলে প্রভৃতির তরকারী অল্পপরিমাণে খাইতে দিবে। মিছরি ও বাতাসা ভিন্ন অন্য কোন মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। শারীরিক বলবৃদ্ধি হওয়ার পর ২।৪ দিন অন্তর গরমজলে স্নান করিতে দিবে।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য, ঘৃত বা ঘৃতপক্ব দ্রব্য, ভাজাপোড়া দ্রব্য প্রভৃতি ভোজন, এবং পান, মৈথুন, অগ্নি ও রৌদ্রসন্তাপ, ব্যায়াম বা অন্যান্য শ্রমজনক কার্য্য কদাচ করিতে দিবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ অজীর্ণই এই রোগের মূল কারণ; অতএব, যেসকল কারণে অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা, সর্ব্বথা তাহা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। দেশে বা গ্রামে অথবা নিজ পরিবারের মধ্যে কাহারও এই রোগ উৎপন্ন হইলে, কোনরূপ ভয় করা উচিত নহে; কারণ, ভয় হইতে অজীর্ণ, এবং অজীর্ণ হইতে এই রোগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অলসক ও বিলম্বিকা।

—:০:—

রোগের কারণ।—এই দুইপ্রকার রোগও অজীর্ণরোগের ভেদমাত্র। যেসকল ব্যক্তি দুর্ব্বল, অল্পাগ্নি, বহুশ্লেষ্মযুক্ত, মল-মূত্র-বায়ুর বেগবিধারক, এবং যাঁহারা গুরু, কঠিন, বহুপরিমিত, রুক্ষ, শীতল ও শুষ্ক ভোজ্যদ্রব্য আহার করেন, তাঁহাদিগেরই কুপিত বায়ু শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া, এই দুইপ্রকার রোগ উৎপাদন করে। অলসক রোগে অতিশয় কষ্টদায়ক উদরাধ্মান হয়, রোগী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, মূর্চ্ছিত হয়, এবং অজীর্ণবশতঃ তাহার কুক্ষি-দেশস্থ বায়ুর অধোগতি রুদ্ধ হওয়ায়, ঐ বায়ু, হৃদয় ও কণ্ঠ প্রভৃতি ঊর্দ্ধভাগেই উত্থিত হইতে থাকে; সুতরাং হিক্কা ও উদ্গার এই রোগে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। ভেদ ও বমন ব্যতীত বিসূচিকা রোগের অন্যান্য লক্ষণও এই রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগে ভুক্তদ্রব্য অধঃ বা ঊর্দ্ধভাগে গমন করিতে না

পারিয়া, অপক্কাবস্থাতেই আমাশয়ে অলসভাবে অবস্থিত থাকে, এইজন্য ইহার নাম অলসক হইয়াছে। বিলম্বিকা রোগের পৃথক্ লক্ষণ কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই ; ঐ সমস্ত লক্ষণই অতিমাত্র প্রকাশিত হইলে তাহাকে বিলম্বিকা কহে। অলসক অপেক্ষা বিলম্বিকা রোগ অধিক কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসা।—অলসক ও বিলম্বিকা—এই উভয় রোগের চিকিৎসা একই প্রকার। উভয় রোগেই প্রথমতঃ লবণমিশ্রিত উষ্ণজল পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা ডহর-করঞ্জের ফল, নিমছাল, আপাঙ্গের বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেত-তুলসী ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া আকণ্ঠ পান করাইবে। তাহাতে বমন হইয়া অলসক ও বিলম্বিকা রোগের শান্তি হয়। উদরাধ্মান ও উদরের বেদনা শান্তির জন্য দেবদারু, শ্বেতযব, কুড়, শুল্ফা, হিং ও সৈন্ধবলবণ, একত্র কাঁজিসহ পেষণ করিয়া, উদরে প্রলেপ দিবে। যবচূর্ণ ও যবক্ষার ঘোলের সহিত উষ্ণ করিয়া, প্রলেপ দিলেও, ঐরূপ উপকার পাওয়া যায়। উত্তপ্ত কাঁজি বোতলে পূরিয়া, অথবা তাহাদ্বারা কোন পশমীবস্ত্র ভিজাইয়া ও নিঙড়াইয়া, তাহার স্বেদ দিলে উদরাধ্মান এবং উদর-বেদনার শান্তি হয়। হিক্কানিবারণের জন্য কদলীমূলের রসের নস্য দিবে ; অথবা রাইসর্ষপ বাঁটিয়া, ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে তাহার প্রলেপ দিবে। উদ্গার-নিবারণের জন্য বজ্রক্ষার প্রভৃতি বায়ুর অনুলোমক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অগ্নিবর্দ্ধক অথবা অজীর্ণনাশক সমুদায় ঔষধই এই উভয় রোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—এই উভয় রোগের প্রথম অবস্থায় উপবাস ব্যবস্থা করিবে। তৎপরে ক্ষুধা ও অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, ক্রমশঃ লঘু পথ্য ভোজন করিতে দিবে। অন্যান্য সমুদায় নিয়ম বিসূচিকা রোগের ন্যায় প্রতিপালন করা আবশ্যক।

ক্রিমিরোগ।

প্রকারভেদ ও নিদান।—ক্রিমি দুইপ্রকার—অভ্যন্তর-দোষজাত এবং বহির্ম্মলজাত। আভ্যন্তর ক্রিমি তিনভাগে বিভক্ত;—পুরীষজ, কফজ ও রক্তজ। অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, সর্ব্বদা মধুর ও অম্লরস ভোজন, অতিমাত্র তরল দ্রব্য পান, অপরিস্কৃত জল পান, গুড়, পিষ্টক, মাংস, শাক, মাষকলাই ও দধি প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্যের অতিমাত্র ভোজন, ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়ামশূন্যতা ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে আভ্যন্তর ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসন্নতা, ভ্রম, আহারবিদ্বেষ, বমনবেগ, বমি, মুখ হইতে জলস্রাব, অজীর্ণ, অরুচি, নাসিকা-কণ্ডুয়ন (নাক চুলকান), হাঁচি ও নিদ্রাবস্থায় দন্তশব্দ (দাঁত-কড়মড়ি) প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পুরীষজ ক্রিমির লক্ষণ।—পুরীষজ ক্রিমি পক্কাশয়ে জন্মে। ইহারা প্রায়ই অধোদিকে বিচরণ করে। কিন্তু কদাচিৎ আমাশয়ের দিকে উত্থিত হইয়া থাকে। ঐরূপ উর্দ্ধদিকে বিচরণ করিলে রোগীর নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হয়। পুরীষজ ক্রিমি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম, স্থূল, দীর্ঘ, গোলাকার, এবং শ্যাব, পীত, শ্বেত, বা কৃষ্ণবর্ণ, প্রভৃতি ইহাদের নানাপ্রকার আকৃতিগত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় সূক্ষ্ম, কতকগুলি কেঁচোর ন্যায় দীর্ঘ ও স্থূল, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি বা চর্ম্মলতার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট; এইরূপ নানাপ্রকার পুরীষজ ক্রিমি হইয়া থাকে। গ্রথিত লাউবীজের মত আর একপ্রকার ক্রিমি আছে; তাহারা দৈর্ঘ্যে ১২ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। অতিরিক্ত পরিমাণে মাংসভোজন অথবা অল্পসিদ্ধ মাংস ভোজন, এবং অধিক পরিমাণে শূকরমাংস ভোজন করিলে, প্রায়ই এইরূপ ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগকে বাহির করিতে হইলে, সূত্রের ন্যায় টানিয়া বাহির করিতে হয়। এইসমস্ত ক্রিমি বিমার্গগামী হইলে, মলভেদ, শূল,

উদরের স্তব্ধতা শারীরিক কৃশতা, কর্কশতা, পাণ্ডুবর্ণতা, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য এবং গুহ্যদেশে কণ্ডুয়ন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কফজ-ক্রিমিলক্ষণ।—কফজনিত ক্রিমি আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া, উদরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে; ইহাদের আকৃতিও পুরীষজ-ক্রিমির ন্যায় নানা-প্রকার; বর্ণও ঐরূপ বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। কফজ-ক্রিমি জন্মিলে, বমন-বেগ, মুখ হইতে জলস্রাব, অজীর্ণ, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, মল-মূত্ররোধ, কৃশতা, হাঁচি ও পীনস, প্রভৃতি লক্ষণ অধিকপরিমাণে প্রকাশিত হয়।

রক্তজ-ক্রিমিলক্ষণ।—রক্তজ ক্রিমি রক্তবাহী শিরাসমূহে অবস্থিত থাকে। ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, এবং শাকাদি দ্রব্য অধিকপরিমাণে ভোজন করিলে, এই রক্তজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। এইসকল ক্রিমি অতিশয় সূক্ষ্ম, গোলাকার ও তাম্রবর্ণ হয়।

বাহ্যমলজাত-ক্রিমিলক্ষণ।—বাহ্যমলজাত ক্রিমিসমূহ গাত্রের মল এবং স্বেদ হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব অপরিচ্ছন্নতাকেই ইহার কারণ বলা যাইতে পারে। ইহাদের আকৃতি ও পরিমাণ তিলের ন্যায়। বাহ্যক্রিমি যূক ও লিখ্য নামভেদে দুইপ্রকার। যূক অর্থাৎ উকুন নামক ক্রিমি বহুপদযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ; তাহারা কেশবহুলস্থানে অবস্থিত থাকে। লিখ্যসকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও শ্বেতবর্ণ, ইহারা বস্ত্রে অবস্থান করে।

চিকিৎসা।—আভ্যন্তর ক্রিমিবিনাশ জন্য ঘেঁটুপাতার অথবা আনা-রসের কচিপাতার রস কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। বিড়ঙ্গচূর্ণ ✓০ এক আনা মাত্রায় জলসহ, অথবা ২ দুইতোলা বিড়ঙ্গের কাথ পান করাইবে। ক্রিমিবিনাশের জন্য বিড়ঙ্গ অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। খেজুর-পাতার রস বাসি করিয়া খাইলে, অথবা খেজুরের মাতি খাইলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। পালিধাপাতার রস, কেঁউপাতার রস, শালিঞ্চশাকের রস, পলাশবীজের রস, দাড়িমমূলের ছালের কাথ প্রভৃতি দ্রব্যও আশু ক্রিমিনাশক। সৈন্ধবলবণ ও খোরাসানীযমানী সমভাবে একত্র মিশাইয়া ।০ চারি আনা মাত্রায় জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, ক্রিমিরোগ, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও আমবাত প্রশমিত হয়। তিতলাউবীজের চূর্ণ ।০ চারি আনা মাত্রায় ঘোল বা ডাবের জলের সহিত, অথবা কমলাগুঁড়ি ।০ চারি আনা মাত্রায় গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনে ক্রিমি আরোগ্য হয়।

সোমরাজীবীজ ৷৷০ অর্দ্ধতোলা, ৴০ এক ছটাক জলের সহিত ৫।৬ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই জল অথবা ঘোলের সহিত বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, কমলাগুঁড়ি ও হরীতকী একত্র পেষণ করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। অর্দ্ধজল-মিশ্রিত ঘোল এবং বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, সজিনা-বীজ ও মরিচের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে সর্জ্জিকাক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। এই সমস্ত যোগ ক্রিমিনাশের উত্তম ঔষধ। ইহা ব্যতীত পারসী-য়াদী চূর্ণ, মুস্তাদি কষায়, ক্রিমিমুদ্গর রস, ক্রিমিঘ্নরস, বিড়ঙ্গলৌহ, ক্রিমিঘাতিনী বটিকা, ত্রিফলাদ্যঘৃত, প্রভৃতি ঔষধ যথামাত্রায় প্রয়োগ করিবে। আমাদের **ক্রিমিঘাতিনী-বটিকা** সেবনে সকল প্রকার ক্রিমিই অতিশীঘ্র বিনষ্ট হয়।

বাহ্যক্রিমি-বিনাশের জন্য ধুতুরাপাতার অথবা পাণের রসের সহিত কর্পূর মাড়িয়া প্রলেপ দিবে। নালিতার বীজ কাঁজির সহিত বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও সমুদায় উকুন মরিয়া যায়। বিড়ঙ্গতৈল ও ধুস্তুরতৈল বাহ্যক্রিমি[illegible] উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য।—পুরাতন-তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল, পটোল, মোচা, উচ্ছে, করোলা, বেতের ডগা, মাণকচু ও ডুমুর প্রভৃতি তরকারী, কাঁজি, ছাগ-দুগ্ধ, তিক্ত-কষায়-কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ, এবং পাতি বা কাগজি নেবুর রস —এই পীড়ায় উপকারী। দুইবেলা অন্ন ভোজন না করিয়া, রাত্রিতে সাগু, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন করা উচিত। যেহেতু, ক্রিমিরোগে যাহাতে অজীর্ণ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য, মিষ্টদ্রব্য, গুড়, মাষকলাই, দধি, অধিক ঘৃত, অধিকপরিমাণে তরলদ্রব্য ও মাংস প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, এবং দিবানিদ্রা ও মলমূত্রাদির বেগধারণ বিশেষ অনিষ্টজনক।

পাণ্ডু ও কামলা।

নিদান।—অতিরিক্ত ব্যায়াম ও মৈথুন, অথবা অধিক পরিমাণে অম্ল, লবণ, মদ্য, অথবা লঙ্কামরিচ, রাইসর্ষপ প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য এবং মৃত্তিকা, প্রভৃতি কদর্য্য দ্রব্য ভোজন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে দেহচর্ম্ম ফাটা ফাটা, মুখ দিয়া সর্ব্বদা জল উঠা, শরীরের অবসন্নতা, মৃত্তিকাভক্ষণে প্র ল ইচ্ছা, অক্ষিগোলকে শোথ, মল-মূত্রের পীতবর্ণতা ও অপরিপাক প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। পাণ্ডুরোগ পাঁচপ্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও মৃত্তিকাভক্ষণজাত।

ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।—বায়ুজনিত পাণ্ডুরোগে ত্বক্, মূত্র, চক্ষু ও নখ কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও রুক্ষ হয়, এবং শারীরিক কম্প, সূচীবেধবৎ বেদনা, আনাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। পিত্তজ পাণ্ডুরোগে সমস্ত দেহ, বিশেষতঃ মল, মূত্র ও নখ পীতবর্ণ হয়, এবং ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা মলভেদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ-পাণ্ডুরোগে ত্বক্, মূত্র, নয়ন ও মুখ শুক্লবর্ণ হয় এবং মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের অত্যন্ত গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্নিপাতজ পাণ্ডুরোগে উক্ত বাতজাদি পাণ্ডুরোগের লক্ষণসমূহ মিশ্রিত ভাবে লক্ষিত হয়। এই সন্নিপাতজ পাণ্ডুরোগে জ্বর, অরুচি, বমির বেগ বা বমি, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তির নাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে ভুক্ত-মৃত্তিকার গুণ-বিশেষানুসারে যে কোন একটী দোষ কুপিত হইয়া তাহাই আরম্ভকরূপে পরিণত হয়। কষায়রসবিশিষ্ট মৃত্তিকাভক্ষণে বায়ু, ক্ষারবিশিষ্ট মৃত্তিকাভক্ষণে পিত্ত ও মধুররসবিশিষ্ট মৃত্তিকাভক্ষণে কফ কুপিত হইয়া, পূর্ব্বোক্তলক্ষণানুসারে স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করে। ভূষ্টমৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে, সেই মৃত্তিকার রৌক্ষগুণবশতঃ রসাদি ধাতুসমূহ এবং ভুক্ত অন্নও রুক্ষ হইয়া যায়। আর সেই ভুক্ত ভূষ্টমৃত্তিকা

অজীর্ণ অবস্থাতেই রসবহাদি স্রোতঃসমূহকে পূর্ণ ও রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়শক্তি, দীপ্তি, বীর্য্য ও ওজঃপদার্থের বিনাশপূর্ব্বক সহসা বল, বর্ণ ও অগ্নি বিনষ্ট করিয়া, পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে।

পাণ্ডুরোগীর কোষ্ঠে ক্রিমি জন্মিলে, অক্ষিগোলক, গণ্ডস্থল, ভ্রূ, পদ, নাভি, ও লিঙ্গে শোথ হয়, এবং রক্ত ও কফের সহিত মিশ্রিত মল নিঃসৃত হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।—পাণ্ডুরোগ দীর্ঘকাল অচিকিৎস্যভাবে অবস্থিত থাকিলে অসাধ্য হয়। আরও, যে পাণ্ডুরোগী শোথযুক্ত হইয়া সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দেখে, তাহার সেই পাণ্ডুরোগ অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সাঙ্ঘাতিক-লক্ষণ।—পাণ্ডুরোগীর সর্ব্বাঙ্গ যদি কোন শ্বেতপদার্থদ্বারা প্রলিপ্ত বলিয়া বোধ হয়, এবং শারীরিক গ্লানি, বমি, মূর্চ্ছা, ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রক্তক্ষয়-বশতঃ যাহার শরীর একেবারে শুক্লবর্ণ হইয়া যায়, তাহার জীবনের আশা কম। অথবা যে পাণ্ডুরোগীর দন্ত, নখ ও নেত্র পাণ্ডুবর্ণ হয়, এবং সেই ব্যক্তি দৃশ্য বস্তু-সমূহ যদি পাণ্ডুবর্ণ অনুভব করে, তবে তাহারও মৃত্যু নিশ্চিত। পাণ্ডুরোগীর হাত পা ও মুখ শোথযুক্ত হইয়া মধ্যভাগ ক্ষীণ হইলে, অথবা মধ্যভাগ শোথযুক্ত হইয়া হস্তপদাদি ক্ষীণ হইলে, তাহাও মৃত্যুলক্ষণ বুঝিতে হইবে। যে পাণ্ডুরোগীর গুহ্যদেশে, লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে শোথ, এবং মূর্চ্ছা, জ্ঞাননাশ, অতিসার ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহারও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

কামলারোগের নিদান।—পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে বাহুল্য-রূপে পিত্তকর দ্রব্য সেবন করিলে, পিত্ত অধিকতর কুপিত হইয়া, রক্ত ও মাংস দূষিত করে; তাহাতেই কামলারোগ জন্মিয়া থাকে; যকৃৎদোষ হইতেও ক্রমশঃ এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পাণ্ডুরোগে যে সমস্ত নিদান কথিত হইয়াছে, সেইসকল নিদান হইতে এবং অতিরিক্ত দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণেও কামলারোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যকৃৎ হইতে পিত্ত বাহির হইয়া যদি তাহার সমস্ত অংশ পাকস্থলীতে না গিয়া, কতক অংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়; তবে তাহা হইতেও কামলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—এই রোগে প্রথমে কেবল চক্ষুর্দ্বয় পীতবর্ণ হয়; তৎপরে ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, প্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়বই পীতবর্ণ হইয়া, ক্রমশঃ

বর্ষাকালের ভেকের ন্যায় পীতবর্ণ হইয়া উঠে। কাহারও বা মল ও মূত্র রক্তবর্ণ হইতে দেখা যায়। আরও, এইরোগে মলের শুক্লবর্ণতা ও কঠিনতা, গাত্রে কণ্ডু (চুলকানি), বমনেচ্ছা, ইন্দ্রিয়শক্তির নাশ, দাহ, অপরিপাক, দুর্ব্বলতা, অরুচি ও অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়। এইরোগের চলিত নাম "ন্যাবা"।

সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ।—কামলারোগে অত্যন্ত শোথ, মূর্চ্ছা, মুখের ও চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তবর্ণতা, মল ও মূত্রের কৃষ্ণ পীত বা লোহিতবর্ণতা, এবং সর্ব্বাঙ্গে দাহ, অরুচি, পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য ও সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

কুম্ভ-কামলা।—কামলারোগ বহুদিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থিত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহ অধিকতর প্রকাশ করিলে, কুম্ভ-কামলা নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থা স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য। বিশেষতঃ ইহাতে অরুচি, বমনবেগ, জ্বর, দোষজ গ্লানি, শ্বাস, কাস মলভেদ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

হলীমক।—পাণ্ডু বা কামলারোগ উৎপন্ন হওয়ার পর ক্রমশঃ শরীরের বর্ণ হরিৎ, শ্যাব বা পীতবর্ণ হইলে, এবং তাহার সহিত বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, স্ত্রী-সহবাসে অনিচ্ছা, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তখন তাহা হলীমক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—যেসকল কার্য্যদ্বারা যকৃতের ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, তাহার অনুষ্ঠানই এইসকল রোগের প্রধান চিকিৎসা। পাণ্ডুরোগে হরিদ্রার ক্বাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত, অথবা আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, এই তিন দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কসহ সিদ্ধ ঘৃত, কিংবা বাতব্যাধি-প্রসঙ্গে কথিত তিক্তকঘৃত সেবন করান উচিত। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ঐ সমস্ত ঘৃতের সহিত বিরেচক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করান আবশ্যক। বাতজ-পাণ্ডুরোগে ঘৃত ও চিনির সহিত ত্রিফলার ক্বাথ সেবনে উপকার হয়। পিত্তজ-পাণ্ডুরোগে ২ দুই তোলা ৫ পাঁচ মাষা ৪ চারি রতি চিনির সহিত ১০ দশ মাষা ৮ আট রতি পরিমিত তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন ব্যবস্থেয়। কফজ পাণ্ডুরোগে হরীতকী

গোমূত্রে ভিজাইয়া, সেই হরীতকী গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন ব্যবস্থা করিবে, অথবা গোমূত্রের সহিত শুঁঠচূর্ণ ৪ চারিমাষা ও লৌহভস্ম ১ এক মাষা, কিংবা গোমূত্রসহ পিপুলচূর্ণ ৪ চারি মাষা ও শুঁঠচূর্ণ ৪ চারি মাষা, অথবা গোমূত্রের সহিত শোধিত শিলাজতু ৩ তিন মাষা, কিংবা ঘৃতপিষ্ট গুগ্গুলু ৮ আট মাষা সেবন করিতে দিবে; লৌহচূর্ণে ৭ সাত দিন গোমূত্রের ভাবনা দিয়া সেই লৌহ ২ দুই রতি মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও কফজ-পাণ্ডুরোগে বিশেষ উপকার হয়।

প্রত্যহ গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে, সকলপ্রকার পাণ্ডুরোগই উপশমিত হয়। লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণতিল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও কুল-আঁটীর শাঁস প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদায় চূর্ণের সমভাগ স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ।০ চারি আনা মাত্রায় একছটাক ঘোলের সহিত সেবন করিলে, অতিকষ্টসাধ্য পাণ্ডুরোগও প্রশমিত হয়।

পাণ্ডুশোথের চিকিৎসা।—পাণ্ডুরোগীর শোথ থাকিলে, অগ্নিতে ৭ সাতবার মণ্ডূর উত্তপ্ত করিয়া প্রত্যেক বারেই তাহা গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে; পরে ঐ শোধিত-মণ্ডূরচূর্ণ ২ দুইরতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অন্নের সহিত সেবন ব্যবস্থা করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডু ও শোথ নিবারিত হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

কামলা-চিকিৎসা।—কামলারোগে গুলঞ্চের পাতা বাঁটিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘোলের সহিত পান করিতে দিবে। শুঁঠের গুঁড়ার সহিত গব্যদুগ্ধপান উপকারী। হরিদ্রাচূর্ণ ।০ চারি আনা ২ দুই তোলা দধির সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন বিশেষ ফলপ্রদ। ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও নিমছালের কাথ, মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন ব্যবস্থা করিবে। লৌহচূর্ণ ২ দুইরতি এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ও বিড়ঙ্গের চূর্ণ সমুদায়ে ।০ চারি আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া, অথবা হরিদ্রা, আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ একত্র মিশাইয়া ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। সহস্রপুটিত বা পাঁচশত-পুটিত লৌহচূর্ণ—মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনে অথবা হরীতকীচূর্ণ, এবং গুড় ও মধুর সহিত ঐরূপ লৌহচূর্ণ লেহনে অথবা লৌহচূর্ণ, আমলকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও

হরিদ্রা চূর্ণ,—ঘৃত, মধু এবং চিনির সহিত সেবন করিলেও কামলা রোগের শান্তি হয়।

কুম্ভকামলা ও হলীমকের চিকিৎসা।—কুম্ভকামলারোগে এবং হলীমকরোগে পাণ্ডু ও কামলা রোগেরই সমুদায় বিধান কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ কুম্ভকামলায়, বহেড়াকাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া, ক্রমশঃ তাহা ৮ আটবার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে; পরে সেই মণ্ডুরচূর্ণ ২ দুইরতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। আর হলীমকরোগে জারিত লৌহ ২ দুই রতি মাত্রায় খদিরের কাথ ও মুতার চূর্ণের সহিত লেহন ব্যবস্থা করিবে। কটুকী, বেড়েলা, যষ্টিমধু, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা, ও দারুহরিদ্রা, সমভাগে চূর্ণ করিয়া, চারি আনা মাত্রায় ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলেও হলীমক রোগ নিবারিত হয়। ফলত্রিকাদিকষায়, বাসাদিকষায়, নবায়সলৌহ, ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ, ধাত্রীলৌহ, অষ্টাদশাঙ্গলৌহ, পুনর্নবাদি মণ্ডুর, পাণ্ডুপঞ্চাননরস এবং হরিদ্রাদ্যঘৃত, ব্যোষাদ্য-ঘৃত, পুনর্নবাতৈল প্রভৃতি অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক, পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমক রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

চক্ষুর্দ্বয়ের পীতবর্ণতা নিবারণের জন্য দ্রোণপুষ্প অর্থাৎ গলঘষিয়া পাতার রস চক্ষুমধ্যে দিবে; অথবা হরিদ্রা, গিরিমাটী ও আমলকীর চূর্ণ,—মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। কাঁকরোল-মূলের রসের, বা ঘৃতকুমারীর রসের, অথবা পীতঘোষাফল জলে ঘষিয়া তাহার নস্য লইলেও চক্ষুর্দ্বয়ের পীত-বর্ণতা পরিষ্কৃত হয়।

পথ্যাপথ্য।—এইসমস্ত রোগে জীর্ণজ্বরের ও যকৃৎরোগের পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। কোনরূপ উত্তেজক পানাহার সম্পূর্ণ নিষেধ।

রক্তপিত্ত।

নিদান।—অগ্নি ও রৌদ্রাদির আতপসেবন, ব্যায়াম, শোক, পথ-পর্য্যটন, মৈথুন, মরিচাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য এবং ক্ষার, লবণ ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য অতিরিক্ত রূপে ভোজন করিলে, পিত্ত কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। স্ত্রীলোকদিগের রজোরোধ হইলেও এই পীড়া উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই রোগে মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও কর্ণ, এইসমস্ত ঊর্দ্ধমার্গদ্বারা, এবং গুহ্যদ্বার, যোনি বা লিঙ্গ এইসকল অধোমার্গদ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এই পীড়া অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইলে, সমস্ত লোমকূপদ্বারাও রক্তস্রাব হইতে পারে।

পূর্ব্বলক্ষণ।—রক্তপিত্তরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অবসন্নতা, শীতল দ্রব্য ভোজনাদিতে অভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গত হওয়ার ন্যায় অনুভব, বমন, এবং নিঃশ্বাসে রক্তের বা লৌহের ন্যায় গন্ধ প্রভৃতি পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশিত হয়।

দোষভেদে লক্ষণ।—রোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে বাতজাদি দোষের আধিক্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রক্তপিত্তে বায়ুর আধিক্য থাকিলে শ্যাব বা অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, পাতলা ও রুক্ষ রক্ত নিঃসৃত হয়; আর এই রক্তপিত্তে গুহ্য, যোনি বা লিঙ্গ, এইসকল অধোমার্গদ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে। পিত্তের আধিক্য থাকিলে, বটাদিছালের কাথের ন্যায় বর্ণযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, ঝুলের ন্যায় বর্ণ, অথবা সৌবীরাঞ্জনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়। শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে ঘন, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, অল্পস্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত নিঃসৃত হয়; ইহাতে মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও কর্ণ এইসমস্ত ঊর্দ্ধমার্গদ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

দুই দোষের বা তিনদোষের আধিক্য থাকিলে, সেই দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্বিদোষজের মধ্যে বাত-শ্লেষ্মজনিত রক্তপিত্তে ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয়মার্গদ্বারাই রক্ত নিঃসৃত হয়।

সাধ্যাসাধ্য।—এইসমস্ত রক্তপিত্তের মধ্যে যে রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধমার্গগত অর্থাৎ যাহাতে মুখ-নাসিকা দ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়, অথচ তাহা যদি অল্পবেগযুক্ত, উপদ্রবশূন্য, এবং হেমন্ত ও শীতকালে প্রকাশিত হয় তবে তাহা সুসাধ্য হয়,

যে রক্তপিত্ত অধোমার্গগত অর্থাৎ গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গপথদ্বারা নিঃসৃত হয়, এবং যাহা দুই-দোষজাত, তাহা যাপ্য। আর যে রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় মার্গদ্বারা নির্গত হয়, অথবা যাহা তিনদোষজাত, তাহা অসাধ্য। রোগী বৃদ্ধ, মন্দাগ্নি, আহার-শক্তিহীন, বা অন্যান্য ব্যাধিযুক্ত হইলে, রক্তপিত্ত অসাধ্য হইয়া থাকে।

উপসর্গ।—দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের অম্লপাক, সর্ব্বদা অধৈর্য্য, হৃদয়ে বেদনা, তৃষ্ণা, মলভেদ, মস্তকে সন্তাপ, সর্ব্বাঙ্গে পচা গন্ধ, আহারে বিদ্বেষ, অজীর্ণ, এবং রক্তে পচা দুর্গন্ধ, রক্তের বর্ণ মাংসধৌত জলের ন্যায়, অথবা কর্দ্দম, মেদঃ, পূজ বা যকৃৎখণ্ডের ন্যায়, কিংবা পাকা জামের ন্যায় ও ইন্দ্রধনুর মত, নানাবর্ণ হওয়া রক্তপিত্তরোগের উপসর্গ। এই সমস্ত উপসর্গযুক্ত রক্তপিত্তে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। যে রক্তপিত্তে রোগীর চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়, এবং রোগী আপন উদ্গারে রক্তবর্ণ দেখিতে পায়, অথবা সমুদায় পদার্থ রক্তবর্ণ বলিয়া অনুভব করে, কিংবা অধিক পরিমাণে রক্ত বমন করে, তাহারও মৃত্যু নিশ্চিত।

অবস্থাভেদে চিকিৎসা।—রক্তপিত্তরোগে রোগী বলবান্ থাকিলে, সহসা রক্তস্রাব বন্ধ করা উচিত নহে। কারণ ঐ দূষিত রক্ত দেহে রুদ্ধ হইয়া থাকিলে, পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বর প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বল রোগী, অথবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব জন্য যাঁহাদের বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা, তাঁহাদের রক্ত রুদ্ধ করাই সৎপরামর্শ। দূর্ব্বাঘাসের রস, দাড়িমফুলের রস, গোবরের বা ঘোড়ার বিষ্ঠার রস,—চিনিসহ সেবন করিলে রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। বাসকের পাতার রস, যজ্ঞডুম্বুর-ফলের রস, লাক্ষাভিজান-জল ও আয়াপানের পাতার রস সেবন করিলে, ঐরূপ রক্তস্রাব সদ্যঃ রুদ্ধ হইয়া থাকে। দুগ্ধের সহিত /০ এক আনা পরিমিত ফট্‌কিরিচূর্ণ সেবন করিলেও, আশ্চর্য্যরূপে রক্তস্রাব নিবারিত হইতে দেখা যায়। রক্তাতিসার ও রক্তার্শঃ রোগের রক্তরোধক অন্যান্য যোগসমূহও এই রোগে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, ঘৃতে আমলকী ভাজিয়া, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, মস্তকে প্রলেপ দিবে। চিনিমিশ্রিত দুগ্ধের বা জলের নস্য, অথবা দূর্ব্বাঘাসের রস, দাড়িমফুলের রস, আলকুশীর রস, পালিধার রস, গোবরের বা ঘোড়ার বিষ্ঠার রস, আলতা-ভিজান

জল, কিংবা হরীতকী-ভিজান জলের নস্য উপকারী। কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলেও এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মূত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে, কাশ, শর, কৃষ্ণইক্ষু ও উলুখড়ের মূল ২ দুই তোলা ও ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোল তোলা, একত্র /১ এক সের জলের সহিত পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে। শতমূলী ও গোক্ষুরমূলের সহিত, অথবা শালপাণী, চাকুলে, মুগানী ও মাষাণীর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে দিবে। যোনি হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে, এইসকল ঔষধ এবং প্রদররোগোক্ত অন্যান্য ঔষধও বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হইবে। রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, আতইচ, কুড়চির ছাল, ও বাবলার আঠা (গঁদ) মিলিত ২ দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোল তোলা, ও জল /১ এক সের একত্র সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে, গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গদ্বার দিয়া রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। কিস্‌মিস্‌, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ বাসকপাতার রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে, মুখ, নাসিকা, গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গদ্বার দিয়া নিঃসৃত রক্ত সত্বর নিবারিত হইয়া থাকে। গ্রথিত (ডেলা ডেলা) রক্তস্রাব হইলে, পায়রার বিষ্ঠা দুইরতি মাত্রায় মধুসহ মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহা ব্যতীত ধান্যকাদি হিম, হ্রীবেরাদি কাথ, অটরূষকাদি কাথ, এলাদি গুড়িকা, কুষ্মাণ্ডখণ্ড, খণ্ডকাদ্য লৌহ, রক্তপিত্তান্তক লৌহ, বাসাঘৃত, সপ্তপ্রস্থঘৃত, হ্রীবেরাদ্য তৈল প্রভৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

রক্তপিত্তজ-জ্বরচিকিৎসা।—রক্তপিত্তের সহিত জ্বর থাকিলে, রক্তবর্ণ তেউড়ী, শ্যামবর্ণ তেউড়ী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও পিপুলের চূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি; একত্র উপযুক্ত মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মোদক সেবন করিলে, রক্তপিত্ত ও জ্বর উভয় রোগেরই শান্তি হয়। তদ্ভিন্ন রক্তপিত্তনাশক, ও জ্বরনাশক এই উভয়বিধ ঔষধ, মিলিতভাবে এই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রাজযক্ষ্মারোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। বাসকপাতার রস তালীশপত্রের চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস, এবং স্বরভঙ্গের উপকার হইতে দেখা যায়।

প্রবল অবস্থায় পথ্যাপথ্য।—ঊর্দ্ধগ-রক্তপিত্তে রোগীর বল, মাংস ও অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে, প্রথমে উপবাস দেওয়া উচিত। কিন্তু বলাদি ক্ষীণ হইলে, তৃপ্তিকর আহারাদি দেওয়া আবশ্যক। ঘৃত, মধু ও খইচূর্ণদ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে দিবে; অথবা পিণ্ডখেজুর, কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু ও ফলসা, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করিতে দিবে। অধোগ রক্তপিত্তে রোগীকে তৃপ্তিকর পেয়াদি পান করিতে দিবে। শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই স্বল্পপঞ্চমূলের কাথসহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, রক্তপিত্তে বিশেষ উপকার হয়।

সাধারণ পথ্যাপথ্য।—অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ হইলে, এবং অন্নাদি পরিপাকের উপযুক্ত অগ্নিবল থাকিলে, দিবসে পুরাতন দাউদখানি চাউলের অন্ন, মুগ, মসুর ও ছোলার দালের যুষ; বড় চিঙ্গড়ী বা বাইন মৎস্যের ঝোল, পটোল, ডুমুর, মোচা, দাড়িম, পানিফল, কিস্‌মিস্, আমলকী, কচি তালশাঁস, মিছরি, নারিকেল, তিলতৈল, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি এই রোগে আহার করিতে দিবে। রাত্রিকালে গমের বা যবের রুটী অথবা লুচি এবং পূর্ব্বোক্ত তরকারী প্রভৃতি। সুজি, ছোলার বেশম, ঘৃত ও অল্পমিষ্ট সংযোগে প্রস্তুত যে কোনরূপ খাদ্য সহ্যমত খাইতে দেওয়া যায়। উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জল পান ব্যবস্থেয়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষ দ্রব্য সমূহ, দধি, মৎস্য, অধিক সারক দ্রব্য, সর্ষপতৈল, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, শিম, আলু, শাক, অম্লদ্রব্য, কলাইয়ের দাল ও পাণ প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন; মল মূত্রাদির বেগধারণ, দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ধূমপান, ধূলি ও আতপ-সেবন, হিমলাগান, রাত্রিজাগরণ, স্নান, সঙ্গীত বা উচ্চশব্দ উচ্চারণ, মৈথুন এবং অশ্বাদি-যানে ভ্রমণ প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক। স্নান না করিয়া বিশেষ কষ্টবোধ হইলে, গরম জল শীতল করিয়া কোন কোন দিন স্নান করা উচিত।

রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণ।

নিদান।—মল-মূত্রাদির বেগধারণ, অতি মৈথুন ও অতিরিক্ত উপবাস প্রভৃতি ধাতুক্ষয়কারক কার্য্যসমূহ, বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধ, এবং কোন দিন অল্প, কোন দিন বা অধিক পরিমাণে অথবা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন, প্রভৃতি কারণে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। রক্তপিত্ত পীড়া বহুদিন পর্য্যন্ত অচিকিৎস্য-ভাবে অবস্থান করিতে পাইলে ক্রমে তাহা রাজযক্ষ্মারোগে পরিণত হইতে দেখা যায়। বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিন দোষ যখন কুপিত হইয়া, রসবাহী শিরা সমুদায়কে রুদ্ধ করে, তখন তাহা হইতে ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ, রসই সকল ধাতুর পুষ্টিকর্ত্তা। সেই রসের গতি রুদ্ধ হওয়ায় অন্য কোন ধাতুর পোষণ হইতে পারে না, অথবা অতিরিক্ত মৈথুনজন্য শুক্রক্ষয় হইলে, সেই শুক্রের ক্ষীণতা পূরণ করিতে অন্যান্য ধাতুও ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম ক্ষয়রোগ বা রাজযক্ষ্মা।

পূর্ব্বলক্ষণ।—এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গবেদনা, কফ-নিষ্ঠীবন, তালুশোষ, বমন, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, প্রতিশ্যায়, কাস, নিদ্রাধিক্য, নেত্রদ্বয়ের শুক্লতা, মাংসভক্ষণে ও মৈথুনে অভিলাষ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। আরও, এইসময়ে রোগী স্বপ্ন দেখে—যেন তাহাকে পক্ষী, পতঙ্গ ও শ্বাপদেরা আক্রমণ করিতেছে; যেন সে কেশ, ভস্ম ও অস্থিস্তূপের উপর দণ্ডায়-মান রহিয়াছে, এবং জলাশয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, জ্যোতিষ্কগণ যেন খসিয়া পড়িতেছে, ইত্যাদি।

সাধারণ লক্ষণ।—রোগ প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রতিশ্যায়, কাস, স্বরভেদ, অরুচি, পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ ও বেদনা, শিরোবেদনা, জ্বর, স্কন্ধদেশে অতিমাত্র সন্তাপ, অঙ্গমর্দ্দ, রক্তবমন ও মলভেদ, এই কয়েকটী লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ বা বেদনা—বাতাধিক্যের লক্ষণ; জ্বর, সন্তাপ, অতিসার ও রক্তনিষ্ঠীবন—পিত্তাধিক্যের লক্ষণ; এবং শিরো-বেদনা, অরুচি, কাস, প্রতিশ্যায় ও অঙ্গমর্দ্দ—শ্লেষ্মাধিক্যের লক্ষণ। যাহার

যে দোষের আধিক্য হয়, ঐসমস্ত লক্ষণের মধ্যে সেই দোষজ লক্ষণ তাহার অধিকতর প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়।—রাজযক্ষ্মরোগ স্বভাবতঃই দুঃসাধ্য; রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ না হইলে, উক্ত প্রতিশ্যায় প্রভৃতি একাদশরূপ প্রকাশিত হওয়ার পরেও আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি বল ও মাংস ক্ষীণ হইয়া যায় অথচ ঐ একাদশরূপ প্রকাশিত না হইয়া, কাস, অতিসার, পার্শ্ববেদনা, স্বরভঙ্গ, অরুচি ও জ্বর, এই কয়টী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; অথবা শ্বাস, কাস, ও রক্ত-নিষ্ঠীবন, এই তিনটী মাত্র লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেও এই রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ।—যক্ষ্মরোগী প্রচুরপরিমাণে আহার করিয়াও যদি ক্ষীণ হইতে থাকে, অথবা অতিসার উপদ্রবযুক্ত হয়, কিংবা যদি তাহার অণ্ডকোষে ও উদরে শোথ হয় তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে। চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তহীনতা জন্য অতিমাত্র শুক্লবর্ণতা, অন্নে বিদ্বেষ, উর্দ্ধশ্বাস, অতি যাতনার সহিত বহুশুক্রক্ষরণ,—ইহার মধ্যে যে কোন একটী উপদ্রব যক্ষ্মরোগে উপস্থিত হইলেই, তাহাই মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া জানিবে।

উরঃক্ষত নিদান।—গুরুভার-বহন, বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধ, উচ্চস্থান হইতে পতন, গো অশ্ব প্রভৃতি জন্তু যখন দৌড়িয়া গমন করে, সেই সময়ে বলপূর্ব্বক তাহাদিগের বেগ-রোধ, প্রস্তরাদি পদার্থ সবলে দূরে নিক্ষেপ, দ্রুতবেগে বহুদূর গমন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, অধিক সন্তরণ ও লম্ফন প্রভৃতি কঠোর কার্য্যদ্বারা এবং অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাসদ্বারা বক্ষঃস্থল ক্ষত হইতে পারে। যাঁহারা সর্ব্বদা অতিরিক্ত অথবা অল্পপরিমিত আহার করেন, তাঁহাদেরও ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা বক্ষঃস্থল ক্ষত হইবার অধিক সম্ভাবনা। এইরূপে বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে, তাহাকে উরঃক্ষত রোগ কহে। এই রোগে বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ বা ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পার্শ্বদ্বয়ের বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্পন হইতে থাকে; ক্রমে বলবীর্য্য, বর্ণ, রুচি ও অগ্নির হীনতা; জ্বর, ব্যথা, মনোমালিন্য, মলভেদ, এবং কাসের সহিত পচা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, শ্যাব বা পীতবর্ণ, গ্রন্থিল ও রক্তমিশ্রিত কফ সর্ব্বদা বহুপরিমাণে নিঃসৃত হয়। অতিরিক্ত কফ ও রক্তবমন বশতঃ ক্রমশঃ শুক্র ও ওজঃ পদার্থ ক্ষীণ হইয়া গেলে, রক্তস্রাব, এবং পার্শ্ব পৃষ্ঠ

ও কটিতে বেদনা হইয়া থাকে। উরঃক্ষত রোগও রাজযক্ষ্মার অন্তর্ভূত। যতদিন ইহার সমুদায় লক্ষণ প্রকাশিত না হয়, অথচ রোগীর বল ও বর্ণ সম্যক্ বর্ত্তমান থাকে, এবং রোগ অধিকদিনজাত না হয়, ততদিন এই রোগ সাধ্য থাকে। এক বৎসর অতীত হইলেই রোগ যাপ্য হয়। আর সমস্ত রূপ প্রকাশ পাইলে, রোগী দুর্ব্বল হইলে, অথবা রোগ অধিক দিন অচিকিৎস্য থাকিলে এই পীড়া অসাধ্য হইয়া থাকে।

ক্ষীণরোগ-লক্ষণ।— এই উরঃক্ষত রোগ হইতে, এবং অতিরিক্ত মৈথুন, শোক, ব্যায়াম ও পথ-পর্য্যটন প্রভৃতি কারণে শুক্র, ওজঃ ও বলবর্ণাদি ক্ষীণ হইয়া গেলে, তাহাকে ক্ষীণরোগ কহে। রাজযক্ষ্মার সহিত তাহার চিকিৎসার কোন বিভিন্নতা না থাকায়, একত্র সন্নিবেশিত করা হইল।

চিকিৎসা।—রাজযক্ষ্মা নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য রোগ। এই রোগে বল ও মল সর্ব্বদা রক্ষা করা আবশ্যক। এজন্য এইরোগে বিরেচনাদি না করানই উচিত; তবে একেবারে মল বদ্ধ হইলে, মৃদুবিরেচক ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ছাগমাংস-ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ-পান, চিনির সহিত ছাগঘৃত-পান, ছাগ বা হরিণ ক্রোড়ে ধারণ, এবং শয্যাপার্শ্বে ছাগ বা হরিণ রাখা—যক্ষ্মরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক। রোগী কৃশ হইলে, চিনি ও মধুর সহিত মাখন খাইতে দিবে। মস্তকে, পার্শ্বে বা স্কন্ধে বেদনা থাকিলে, শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদুকা ও শ্বেতচন্দন একত্র বাঁটিয়া, ঘৃতমিশ্রিত ও গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। তাহাতে বেদনার বিশেষ শান্তি হয়। অথবা বেড়েলা, রাস্না, নীল, যষ্টিমধু, নীলসুঁদি ও ঘৃত, এইসকল দ্রব্য; কিংবা গুগ্‌গুলু, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগেশ্বর ও ঘৃত এইসমস্ত দ্রব্য, অথবা ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুকা ও পুনর্নবা, এই পাঁচটী দ্রব্য; কিংবা শতমূলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত এইসকল দ্রব্য, একত্র বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। তাহা হইলে মস্তকের পার্শ্বের ও স্কন্ধদেশের বেদনা নিবারিত হয়। রক্তবমন নিবারণ জন্য আলতার জল ২ দুই তোলা ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা মধুর সহিত, কিংবা আয়াপানের বা কুকশিমার রস ২ দুই তোলা পান করাইবে। রক্তপিত্তে যেসকল যোগ বা ঔষধ রক্তবমন-নিবারণের জন্য কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেসকল ক্রিয়া জরাদির অবিরোধী, তাহাও প্রয়োগ করা যায়। পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণ জন্য ধ'নে,

পিপুল, শুঁঠ, শালপানী, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারীছাল, এইসমুদায় দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। জ্বর, কাস, স্বরভঙ্গ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের ঔষধসমূহ লক্ষণানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক এই রোগে মিলিত ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন লবঙ্গাদি চূর্ণ, সিতোপলাদিলেহ, বৃহদ্বাসাবলেহ, চ্যবনপ্রাশ, দ্রাক্ষারিষ্ট, বৃহৎ চন্দ্রামৃতরস, ক্ষয়কেশরী, মৃগাঙ্করস, মহামৃগাঙ্করস, রাজ-মৃগাঙ্করস, কাঞ্চনাভ্র-রস, রসেন্দ্র ও বৃহৎ রসেন্দ্র গুড়িকা, হেমগর্ভ পোট্টলীরস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অজা-পঞ্চক ঘৃত, বলাগর্ভ ঘৃত, জীবন্ত্যাদ্য ঘৃত ও মহাচন্দনাদি তৈল, এইসমস্ত ঔষধও যক্ষ্মরোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। রক্তবমন থাকিতে মৃগনাভিসংযুক্ত কোন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। জ্বরসত্ত্বে ঘৃত ও তৈল প্রয়োগ করিবে না।

উরঃক্ষত রোগেও ঐসমস্ত ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ক্ষীণ-রোগে যে ধাতুর ক্ষীণতা অনুভূত হইবে, সেই ধাতুর পুষ্টিকারক পান ভোজন, এবং ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। অমৃতপ্রাশ ও শ্বদংষ্ট্রাদি ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকারক ঔষধ ক্ষীণরোগে ব্যবহার করিতে হয়।

পথ্যাপথ্য।—রোগীর অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে, দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, মুগের দা'ল ছাগ, হরিণ, পায়রা ও মাংসভোজী যে কোন জীবের মাংস, ও পটোল, বেগুন, ডুমুর, মোচা, শজিনার ডাঁটা ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির তরকারী আহার করিতে দিবে। তরকারী প্রভৃতি ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ সহ পাক করা আবশ্যক। রাত্রিকালে যবের বা গমের রুটী, মোহনভোগ, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তরকারী, ছাগদুগ্ধ, অথবা অল্পপরিমাণে গোদুগ্ধ আহার করিতে দিবে। শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে, দিবসেও অন্ন না দিয়া রুটী আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। অগ্নিবল ক্ষীণ হইলে, দিবসে অন্ন বা রুটী, এবং রাত্রিকালে অল্পদুগ্ধ-মিশ্রিত সাগু, এরারুট ও বার্লী প্রভৃতি আহার করিতে দিবে। তাহাও সম্যক্ জীর্ণ না হইলে দুইবেলাতেই ঐরূপ সাগু প্রভৃতি লঘু পথ্য করিতে হইবে। এই অবস্থায় যব ২ দুই তোলা, কুলথকলাই ২ দুই তোলা, ছাগমাংস ৮ আট তোলা ও জল ৯৬ ছিয়ানব্বই তোলা, একত্র পাক করিয়া ২৪ চব্বিশ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে; পরে ২ দুই তোলা উষ্ণ ঘৃতে ঐ কাথ সাঁতলাইয়া, তাহার সহিত

কিঞ্চিৎ হিং, পিপুলচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পাক করিতে হইবে; পাক শেষ হইলে, অল্প দাড়িমরস তাহাতে দিয়া পান করাইবে। এই যূষ যক্ষ্মা রোগে বিশেষ হিতজনক এবং পুষ্টিকারক। গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। এই রোগে সর্ব্বদা শরীর আবৃত করিয়া রাখা আবশ্যক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—হিমলাগান, আতপসেবন, রাত্রিজাগরণ, সঙ্গীত, উচ্চৈঃস্বরে শব্দোচ্চারণ, অশ্বাদিযানে ভ্রমণ, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, শ্রমজনক-কার্য্যনিষ্পাদন, ধূমপান, স্নান এবং মৎস্য, দধি, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, শিম, মূলা, আলু, মাষকলাই, শাক, অধিক হিং, পলাণ্ডু ও রসুন, প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এই রোগে অনিষ্টকারক। শুক্রক্ষয় হইতে এই পীড়ায় বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক। যেসকল কারণে মনোমধ্যে কামভাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, সর্ব্বদা তাহা হইতেও বিরত থাকিতে হইবে।

কাসরোগ।

নিদান ও লক্ষণ।—মুখে বা নাসাপথে ধূম অথবা ধূলিপ্রবেশ, বায়ুদ্বারা অপক্ব রসের ঊর্দ্ধগতি, অতিক্রান্ত ভোজনাদি কারণে শ্বাসনলীমধ্যে ভুক্তদ্রব্যের প্রবেশ, এবং মল, মূত্র ও হাঁচির বেগধারণ প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে কুপিত করে। তাহা হইতে কাসরোগের উৎপত্তি হয়। কাংস্যপাত্রে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয়, মুখ হইতে সেইরূপ শব্দনির্গমই কাসরোগের সাধারণ লক্ষণ। কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মুখ ও কণ্ঠনালী যবাদির শোঁয়াদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়, এবং গলমধ্যে কণ্ডূ ও ভুক্তদ্রব্য গলাধঃকরণ সময়ে কণ্ঠমধ্যে ব্যথা অনুভূত হইয়া থাকে। এই রোগ পাঁচপ্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, উরঃক্ষতজ, এবং ক্ষয়জাত। জরা হইতেও একপ্রকার কাস জন্মে; কিন্তু তাহা প্রকুপিত দোষের আধিক্যানুসারে কোন একটী দোষজ কাসেরই অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে।

বাত-পিত্ত-কফজ কাসলক্ষণ।—বায়ুজনিত কাসে হৃদয়, ললাট, পার্শ্বদ্বয়, উদর ও মস্তকে শূলবৎ বেদনা, মুখের শুষ্কতা, বলক্ষয়, সর্ব্বদা কাসবেগ, স্বরভঙ্গ এবং শ্লেষ্মাদিস্রাবশূন্য শুষ্ক কাস, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্তজ-কাসে হৃদয়ে দাহ, জ্বর, মুখশোষ, মুখের তিক্ততা, পিপাসা, পীতবর্ণ ও কটুস্বাদযুক্ত বমন, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা, এবং কাসবেগের সময়ে কণ্ঠদাহ, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কফজ-কাসে রোগীর মুখ শ্লেষ্মালিপ্ত, দেহ অবসন্ন, শিরোবেদনা, সর্ব্বশরীরে কফপূর্ণতা, আহারে অনিচ্ছা, দেহে ভারবোধ, কণ্ডূ, নিরন্তর কাসবেগ, এবং কাসের সহিত অতিশয় ঘন-কফনির্গম, এইসকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষতজ-কাসের নিদান ও লক্ষণ।—উরঃক্ষত রোগের যে সমস্ত কারণ কথিত হইয়াছে, সেইসকল কারণ হইতেই ক্ষতজ কাস উৎপন্ন হয়। এই কাসে প্রথমে শ্লেষ্মহীন শুষ্ক কাস, পরে সেই কাসবেগজন্য ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হইয়া রক্ত-নিষ্ঠীবন, কণ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভঙ্গের ন্যায় ব্যথা, তীক্ষ্ণ-সূচীবেধবৎ শূলবেদনা, সন্ধিস্থানসমূহে বেদনা, এবং জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ ও কাসিবার সময়ে পায়রার শব্দের ন্যায় স্বরনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ক্ষয়জ-কাসের নিদান ও লক্ষণ।—অপথ্য দ্রব্যভোজন, বিষমভোজন অর্থাৎ কোন দিন অল্প ও কোন দিন বা অধিকপরিমাণে এবং অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন, অতিমৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং আহারাভাবে আপনাকে ধিক্কার দেওয়া, বা তজ্জন্য শোকাভিভূত হওয়া প্রভৃতি কারণে পাচকাগ্নি দূষিত হইলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া ক্ষয়জ-কাস উৎপাদন করে। এই কাসে অঙ্গ-বেদনা, দাহ, মূর্চ্ছা, ক্রমশঃ দেহের শুষ্কতা, দুর্ব্বলতা, বলক্ষয়, মাংসক্ষয়, এবং কাসের সহিত পূয়-রক্তের নিষ্ঠীবন প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

প্রতিশ্যায় কাস।—এইসমস্ত কারণ ব্যতীত প্রতিশ্যায় অর্থাৎ "সর্দ্দি" হইলেও অনেকসময়ে কাসবেগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। নাসারোগাধিকারে প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ ও চিকিৎসার নিয়ম লিখিত হইবে। তথাপি এস্থলে বলা আবশ্যক হইতেছে যে, সামান্য সর্দ্দি-কাসিকেও উপেক্ষা না করিয়া, তাহার চিকিৎসাবিষয়ে যত্ন অবশ্য কর্ত্তব্য।

কাসরোগের সাধ্যাসাধ্যতা।—ক্ষতজ ও ক্ষয়জনিত কাস স্বভাবতই অসাধ্য; তবে রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ না হইলে, এবং পীড়া অল্পদিনজাত হইলে, আরোগ্যের আশা করা যায়। জরাজন্য যে কাস উৎপন্ন হয়, তাহাও সাধ্য নহে; কিন্তু ঔষধাদি ব্যবহারে যাপ্য হইয়া থাকে। অন্যান্য কাসও সুখ-সাধ্য নহে; সুতরাং রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসাবিষয়ে মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

দোষভেদে চিকিৎসা।—বায়ুজনিত কাসে বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারীছাল, এই কয়েকটী দ্রব্যের কাথে পিপুলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, বামুনহাটী, মুতা, দুরালভা ও পুরাতন গুড়, এই কয়েকটী দ্রব্য; অথবা শুঁঠ, দুরালভা, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শঠী ও চিনি, এই কয়েকটী দ্রব্য; কিংবা বামুনহাটী, দ্রাক্ষা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ ও পুরাতন গুড়, এই কয়েকটী দ্রব্য—এই তিন প্রকার যোগের মধ্যে যে কোন যোগ তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, বাতজ-কাস প্রশমিত হয়। পিত্তজ-কাসে বৃহতী, কণ্টকারী, কিস্‌-মিস্, বাসক, কর্পূর, বালা, শুঁঠ ও পিপুল, একসকল দ্রব্যের কাথ, চিনি ও মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবে; বৃহতী, বালা, কণ্টকারী, বাসক ও দ্রাক্ষা, ইহাদের কাথের সহিত মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজ-কাসের উপশম হইয়া থাকে। পদ্মবীজচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলেও পিত্তজ-কাসের উপশম হয়। কফজ-কাসে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের কাথের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন উপকারী; তাহাদ্বারা কাস, শ্বাস, ও জ্বরের উপশম হয়, এবং বল ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কুড়, কট্‌ফল, বামুনহাটী, শুঠ ও পিপুল, এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে, কফজ-কাস, শ্বাস ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। মধুর সহিত আদার রস পান করিলেও ঐরূপ কাস, শ্বাস এবং সর্দ্দিকাসির উপশম হয়। দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজনিত কাস, শ্বাস, জ্বর ও পার্শ্ববেদনায় শান্তি হইয়া থাকে। ক্ষতজ-কাসে ইক্ষু, ইক্ষু-বালিকা, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল, নীলসুঁদী, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও শতমূলী—এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, বংশলোচন ২ দুইভাগ, এবং চিনি—সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ,

এইসমস্ত দ্রব্য একত্র কিঞ্চিৎ ঘৃত ও পর্য্যাপ্ত মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহন ব্যবস্থেয়। ক্ষয়জ-কাসে অর্জ্জুনছালের চূর্ণে বাসকের রসের ৭ বার ভাবনা দিয়া, মধু, ঘৃত ও মিছরির সহিত তাহা লেহন করিলে, ক্ষয়জ-কাস এবং নিষ্ঠীবন নিবারিত হয়।

সাধারণ চিকিৎসা।—পিপুলচূর্ণের সহিত কণ্টকারীর ক্বাথপান, অথবা কণ্টকারীচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কাসরোগই প্রশমিত হয়। বহেড়ায় ঘৃত মাখাইয়া গোবরের মধ্যে পূরিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে; সেই পুটদগ্ধ বহেড়া মুখে ধারণ করিলে কাসরোগের শান্তি হয়। বাসকপত্র পুটদগ্ধ করিয়া, অর্থাৎ কতকগুলি বাসকপত্র একখানি কদলীপত্রে জড়াইয়া, তাহার উপরে কিঞ্চিৎ মাটীর লেপ দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে; পরে সেই বাসকপত্রের রস, পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে; অথবা বাসকছালের ক্বাথ,—পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিবে; এই উভয় যোগই কাসনিবারক। কেবল যষ্টিমধুর ক্বাথ সেবনে সামান্য কাসের বিশেষ উপকার হয়। কট্‌ফলাদি পাচন, মরিচাদ্য চূর্ণ, সমশর্করচূর্ণ, বাসাবলেহ, তালীশাদ্য মোদক, চন্দ্রামৃত রস, কাসকুঠার রস, বৃহৎ রসেন্দ্র-গুড়িকা, শৃঙ্গারাভ্র, বৃহৎ-শৃঙ্গারাভ্র, সার্ব্বভৌম রস, কাসলক্ষ্মীবিলাস, সমশর্করলৌহ ও বসন্ততিলক রস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ, এবং বৃহৎ কণ্টকারী ঘৃত, দশমূলাদ্য ঘৃত, দশমূলষট্‌পলক ঘৃত, চন্দনাদ্য তৈল ও বৃহৎ চন্দনাদ্যতৈল প্রভৃতি কাসরোগে প্রশস্ত। রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অতিসুন্দর ফল লাভ করা যায়।

পথ্যাপথ্য।—রক্তপিত্ত ও রাজযক্ষ্মরোগে যেসকল পথ্যাপথ্য কথিত হইয়াছে, কাসরোগেও সেইসমস্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা আবশ্যক। তবে এই রোগের প্রথম অবস্থায় কই, মাগুর প্রভৃতি ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল, এবং মিছরি, আদা ও কাকমাচীর শাক ভোজন করিতে পারা যায়।

হিক্কা ও শ্বাসরোগ।

হিক্কা ও শ্বাসের নিদান।—যেসকল দ্রব্য ভোজন করিলে উপযুক্ত সময়ে তাহা পরিপাক না পাইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকে, অথবা যেসকল দ্রব্য ভোজনে বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠনালীতে জ্বালা উপস্থিত হয়, সেইসকল দ্রব্য ভোজন, এবং গুরুপাক, রুক্ষ, কফজনক ও শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতলস্থানে বাস, নাসিকা-পথে ধূম ও ধূলিপ্রবেশ, আতপ ও প্রবলবায়ুর সেবা, বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিতে পারে এরূপ কোন ব্যায়াম, অধিক ভারবহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন, এবং রুক্ষতাকারক কার্য্যাদিদ্বারা হিক্কা ও শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—হিক্কারোগের সাধারণ লক্ষণ:—প্রাণবায়ু ও উদানবায়ু কুপিত হইয়া বারংবার ঊর্দ্ধদিকে উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য হিক্ হিক্ শব্দের সহিত বায়ু নির্গত হইতে থাকে। এই রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে, কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, মুখে কষায়রসের আস্বাদ, এবং কুক্ষিতে গুড়্‌গুড়্ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। হিক্কারোগ পাঁচপ্রকার—অন্নজ, যমল, ক্ষুদ্র, গম্ভীর ও মহাহিক্কা। অপরিমিত পান-ভোজনাদিদ্বারা সহসা বায়ু কুপিত ও ঊর্দ্ধগত হইয়া যে হিক্কা উৎপাদন করে, তাহার নাম অন্নজ হিক্কা। যে হিক্কা মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে বিলম্বে যোড়া যোড়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম যমল হিক্কা; ইহার অপর নাম ব্যপেতা। ইহাতে প্রলাপ, বমি, তৃষ্ণা, চিত্তের অস্থিরতা এবং চক্ষুর্দ্বয়ের অশ্রুপূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণও লক্ষিত হয়। কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিস্থান হইতে যে হিক্কা উৎপন্ন হইয়া, মন্দবেগে বিলম্বে বিলম্বে উদ্গত হয়, তাহার নাম ক্ষুদ্র হিক্কা। যে হিক্কা নাভিস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া গভীরস্বরে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে, তাহাকে গম্ভীর হিক্কা কহে। আর যে হিক্কা নিরন্তর উদ্গত হইতে থাকে, উদ্গত হইবার সময়ে সর্ব্বশরীর কাঁপাইয়া তুলে, এবং যাহাতে বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্ম্মস্থানসমূহ বিদীর্ণ হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে মহাহিক্কা কহে।

প্রাণনাশক হিক্কা।—গম্ভীর ও মহাহিক্কা উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যুই নিশ্চিত বুঝিতে হইবে। অন্যান্য হিক্কার সময়ে যাহার সমস্ত দেহ বিস্তৃত বা আকুঞ্চিত হয় ও দৃষ্টি উর্দ্ধগত হইতে থাকে, অথবা যে হিক্কারোগী ক্ষীণ, অন্নদ্বেষী ও অতিমাত্র হিক্কাযুক্ত, তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যেসকল ব্যক্তির বাতাদি দোষ অতিমাত্র সঞ্চিত থাকে, কিংবা যেসকল ব্যক্তি বৃদ্ধ বা অতিশয় মৈথুনাসক্ত, তাহাদের যে কোন হিক্কা উপস্থিত হইলেই তাহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে। যোড়া যোড়া হিক্কার সহিত প্রলাপ, দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব মিলিত হইলে, তাহা মারাত্মক হয়; কিন্তু যদি রোগীর বল ক্ষীণ না হয়, মন প্রসন্ন থাকে, ধাতুসমূহ স্থির থাকে, এবং ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থাতেও আরোগ্যের আশা করা যায়।

শ্বাসের সম্প্রাপ্তি ও পূর্ব্বরূপ।—পূর্ব্বোক্ত কারণে কুপিত বায়ু ও কফ মিলিত হইয়া, যখন প্রাণ ও উদানবায়ুবাহী স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করে, এবং কফকর্ত্তৃক বায়ু অবরুদ্ধ ও বিমার্গগত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে, সেই সময়ে শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়। শ্বাসরোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বক্ষঃস্থলে বেদনা, উদরাধ্মান, মলমূত্রের অল্পনির্গম কিংবা রোধ, মুখের বিরসতা, ও মস্তকে বা ললাটে বেদনা প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাসরোগ পাঁচপ্রকার :—ক্ষুদ্রশ্বাস, তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস।

ক্ষুদ্রশ্বাস।—রুক্ষদ্রব্য ভোজন ও অধিক পরিশ্রম জন্য কোষ্ঠস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া উর্দ্ধগত হইলে, ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপন্ন হয়। ইহা অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় কষ্টদায়ক বা প্রাণনাশক নহে।

তমক ও প্রতমক শ্বাস-লক্ষণ।—যখন বায়ু উর্দ্ধগত স্রোতঃসমূহে অবস্থিত হইয়া, শ্লেষ্মাকে তরল করে, এবং সেই শ্লেষ্মদ্বারা নিজেও রুদ্ধগতি হয়, সেইসময়ে তমকশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই শ্বাসে প্রথমে গ্রীবায় ও মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়; তৎপরে কণ্ঠ হইতে ঘড়্ ঘড়্ শব্দনির্গম, চতুর্দ্দিকে অন্ধকারদর্শন, তৃষ্ণা, আলস্য, কাসিতে কাসিতে মূর্চ্ছা, শ্লেষ্মা নির্গত হইলে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ, গলমধ্যে সুড়সুড়ি, অতিকষ্টে বাক্যনির্গম, অনিদ্রা, শয়ন করিলে অধিক শ্বাস, উপবেশন করিলে কিঞ্চিৎ আরামবোধ, পার্শ্ববেদনা, উষ্ণদ্রব্যে এবং উষ্ণস্পর্শে অভিলাষ, চক্ষুর্দ্বয়ে শোথ, ললাটে ঘর্ম্ম, অত্যন্ত যাতনাবোধ, মুখের শুষ্কতা, বারং-

বার অতি তীব্রবেগে শ্বাসনির্গম, এবং গাত্রসঞ্চালন (গা-দোলা), এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই শ্বাসের সহিত জ্বর ও মূর্চ্ছা সংযুক্ত হইলে, তাহাকে প্রতমক-শ্বাস কহে। প্রতমকশ্বাসকে কেহ কেহ সন্তমক শ্বাস নামেও অভিহিত করেন।

ছিন্নশ্বাস-লক্ষণ।—অতিকষ্টে ও অত্যন্ত জোরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ থামিয়া থামিয়া যে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়, অথবা যে শ্বাসে একেবারেই নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারা যায় না, তাহাকে ছিন্নশ্বাস কহে। এই শ্বাসে অতীব যন্ত্রণা, হৃদয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় বেদনা, আনাহ, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, বস্তিদেশে দাহ, নেত্রদ্বয়ের চঞ্চলতা ও তাহা হইতে অশ্রুস্রাব, অঙ্গের কৃশতা ও বিবর্ণতা, একটী চক্ষুর রক্তবর্ণতা, চিত্তের উদ্বেগ, মুখশোষ এবং প্রলাপ, এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

ঊর্দ্ধশ্বাস-লক্ষণ।—ঊর্দ্ধশ্বাসে রোগী যেরূপ দীর্ঘ ঊর্দ্ধশ্বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ বেগে অধঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না। রোগীর মুখ ও স্রোতঃসমূহ শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত হওয়ায়, বায়ু কুপিত হইয়া বিশেষ যাতনা উপস্থিত করে। আরও, ঐ শ্বাসে ঊর্দ্ধদৃষ্টি, বিভ্রান্তচক্ষুঃ, মূর্চ্ছা, অঙ্গবেদনা, মুখের শুক্লবর্ণতা ও চিত্তের বিকলতা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

মহাশ্বাস-লক্ষণ।—মত্ত বৃষকে সংরুদ্ধ করিয়া রাখিলে, সে আস্ফালন পূর্ব্বক যেরূপ শব্দ করিতে থাকে, মহাশ্বাস রোগে বায়ু ঊর্দ্ধগত হওয়ায়, সেইরূপ শব্দের সহিত দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয়। দূর হইতেও এই শ্বাসের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আরও এই রোগে রোগী অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার জ্ঞান ও বিজ্ঞানশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং লোচনদ্বয় চঞ্চল ও বিস্তৃত, মুখ বিকৃত, মলমূত্রের রোধ, বাক্য নিস্তেজ ও মন ক্লান্ত হইয়া যায়।

সাঙ্ঘাতিকতা।—এই পাঁচপ্রকার শ্বাসের মধ্যে ছিন্ন, ঊর্দ্ধ ও মহাশ্বাস স্বভাবতই মারাত্মক। ইহার মধ্যে যে কোন একটী উৎপন্ন হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তমকশ্বাস প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য হয়; নতুবা তাহা চিকিৎসাদ্বারা একেবারে আরোগ্য না হইয়া যাপ্য হইয়া থাকে। ছিন্ন, ঊর্দ্ধ- এবং মহাশ্বাসেরও প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করা আবশ্যক; তাহাতে রোগীর ভাগ্যগুণে কদাচিৎ আরোগ্য হইতেও দেখা যায়।

সাধারণ-চিকিৎসা।—বায়ুর অনুলোমক বা বায়ুনাশক অথচ উষ্ণবীর্য্য যাবতীয় ক্রিয়া—হিক্কা ও শ্বাসরোগে উপকারক। হিক্কারোগে উদরে এবং

শ্বাসরোগে হৃদয়ে তৈলমর্দ্দন করিয়া স্বেদ দিলে উপকার পাওয়া যায়। শ্বাসরোগে বমন করাইতে পারিলে, অনেকটা শান্তিলাভ করিতে দেখা যায়। কিন্তু রোগীর বলাদি ক্ষীণ হইলে, বমন করান কখন উচিত নহে। আকন্দের মূলচূর্ণ ৵০ দুই আনা বা ৵১০ আড়াই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করাইলে বমন হয়।

হিক্কা-চিকিৎসা।—হিক্কারোগে কুলআঁটির শাঁস, সৌবীরাঞ্জন ও খই; অথবা কট্‌কী ও স্বর্ণগৈরিক; কিংবা আমলকী, চিনি ও শুঁঠ, অথবা হীরাকস ও কয়েতবেলের শাঁস; কিংবা পারুলের ফুল ও ফল; অথবা পিপুল ও খেজুরের মাতি এই ছয়টী যোগের মধ্যে যে কোন একটী, মধুর সহিত সেবন করাইবে। যষ্টিমধুচূর্ণ মধুর সহিত; পিপুলচূর্ণ চিনির সহিত; কিংবা শুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইতে দিবে। মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তনদুগ্ধের সহিত কিংবা আলতার জলের সহিত গুলিয়া অথবা স্তনদুগ্ধের সহিত রক্তচন্দন ঘষিয়া নস্য লইতে দিবে। শুঁঠ ২ দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ⁄।০ একপোয়া ও জল ⁄১ একসের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। টাবা-নেবুর রস, মধু ও সচল বা সৈন্ধব লবণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। প্রবাল ভস্ম, শঙ্খভস্ম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গিরিমাটীর চূর্ণ একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইবে। বড় এলাইচচূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কদলীমূলের রস চিনির সহিত পান করিতে দিবে, অথবা ঐ রসের নস্য লইতে দিবে। ডাবের জল গবন করিয়া অল্প অল্প বারংবার পান করাইবে। রাইসরিষা বাঁটিয়া ও জলে গুলিয়া তাহার স্বচ্ছাংশ অল্প অল্প বারংবার পান করিতে দিবে। চিনি ও মরিচচূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিতে অথবা হিং, মাষকলাইএর চূর্ণ, বা গোলমরিচ, নির্ধূম অঙ্গারে ফেলিয়া তাহার ধূম নাসিকাদ্বারা টানিয়া লইতে দিবে।

শ্বাসবেগ শান্তির উপায়।-- শ্বাসরোগে কনকধুতুরার ফল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া, পরে তাহা কলিকায় সাজিয়া, তাহার ধূম পান করিলে, প্রবল শ্বাসবেগের আশু শান্তি হয়। কিঞ্চিৎ সোরা জলে ভিজাইয়া সেই জলে একখণ্ড সাদা কাগজ ভিজাইয়া ও শুকাইয়া, পরে তাহার নল করিয়া চুরুটের ন্যায় তাহার ধূম পান করিলে উপকার হয়। অথবা দেবদারু, বেড়েলা ও জটামাংসী একত্র বাঁটিয়া, তাহাদ্বারা একটী সচ্ছিদ্রবর্ত্তী প্রস্তুত করিবে; শুষ্ক

হইলে সেই বর্ত্তীতে ঘৃত মাখাইয়া চুরুটের ন্যায় তাহার ধূম পান ব্যবস্থা করিবে। এই দুইপ্রকার ধূমপানেও শ্বাসবেগ আশু নিবারিত হয়। ময়ূরপুচ্ছ রুদ্ধপাত্রে ভস্ম করিয়া, তাহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে, শ্বাসবেগের ও প্রবল হিক্কার উপশম হয়। হরীতকী ও শুঁঠ, কিংবা গুড়, যবক্ষার ও মরিচ, একত্র বাঁটিয়া, উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, শ্বাস ও হিক্কারোগ প্রশমিত হয়। শ্বাসবেগ শান্ত হওয়ার পরে রোগবিনাশ জন্য হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্‌, পুরাতন-গুড়, রাস্না, পিপুল ও শঠী ইহাদের চূর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। পুরাতন গুড় ও সর্ষপতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। পুরাতন-কুষ্মাণ্ডের শস্যচূর্ণ ॥০ অৰ্দ্ধতোলা, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস ও কাস উভয়েরই শান্তি হয়। আদার রসের সহিত পিপুলচূর্ণ ৵০ দুই আনা ও সৈন্ধবলবণ ৵০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। শোধিত-গন্ধকচূর্ণ ঘৃতের সহিত, অথবা শোধিত-গন্ধকচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করাইবে। বিল্বপত্রের রস, বাসকপত্রের রস, অথবা শ্বেত-ডানকুনিপত্রের রস, সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামুনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসী ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অথবা দশমূলের কাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস এবং পার্শ্বশূল ও বুকের বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

ব্যবস্থেয় ঔষধ।—এইসমস্ত সাধারণ ঔষধে পীড়ার উপশম না হইলে, ভার্গীগুড়, ভার্গীশর্করা, শৃঙ্গীঘৃত, পিপ্পল্যাদ্য লৌহ, মহা-শ্বাসারি লৌহ, শ্বাস-কুঠার রস, শ্বাসভৈরব রস ও শ্বাস-চিন্তামণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ, এবং হিংস্রাদ্য ঘৃত, বৃহৎ চন্দনাদি তৈল ও কনকাসব প্রভৃতি, অবস্থা বিবেচনা করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—যেসকল আহার বিহারাদি দ্বারা বায়ুর অনুলোম হয়, হিক্কা ও শ্বাসরোগে তাহাই সাধারণ পথ্য। রক্তপিত্তরোগে যেসমস্ত আহারীয় দ্রব্যের নাম লিখিত হইয়াছে, এই রোগে তাহাই পানাহারজন্য ব্যবস্থা করিবে। বায়ুর উপদ্রব অধিক থাকিলে, পুরাতন তেঁতুলভিজান জল পান করিলে উপকার পাওয়া যায়। নেবুর রসের সহিত মিছরির সরবৎ পান এবং নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে স্নান এই অবস্থায় হিতকারক। কিন্তু শ্লেষ্মার উপদ্রব থাকিলে

এরূপ করা কদাচ উচিত নহে। শ্লেষ্মজ-শ্বাসে মুখে দোক্তাতামাক রাখিয়া, অল্প অল্প সেই রস পান করিলে, অনেক উপকার পাওয়া যায়। রাত্রিকালে লঘু আহার করা আবশ্যক।

নিষিদ্ধ দ্রব্য।—গুরুপাক, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, দধি, মৎস্য, এবং লঙ্কার ঝাল প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিশ্রম, অগ্নি বা রৌদ্রের সন্তাপ, অধিকপরিমাণে ভোজন, দুশ্চিন্তা, এবং শোক ও ক্রোধ প্রভৃতি মনোবিকার এইরোগে একবারে পরিত্যাগ না করিলে, বিশেষ অপকার হয়।

স্বরভেদ।

নিদান।—অতি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ উচ্চারণ, বিষপান ও কণ্ঠদেশে আঘাত প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষত্রয় স্বরবহ-ধমনীসমূহকে আশ্রয় করিয়া, স্বরভেদ বা স্বরভঙ্গ রোগ উৎপাদন করে। যক্ষ্মা হইতেও এই রোগ উৎপন্ন হয়। স্বরভঙ্গ ছয়প্রকার ঃ—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, মেদোজ ও ক্ষয়জ।

দোষভেদে লক্ষণ। বাতজ-স্বরভেদে গর্দ্দভস্বরের ন্যায় কণ্ঠস্বর অল্প অল্প নির্গত হয়; এবং মল, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। পিত্তজস্বরভেদে কণ্ঠদেশ সর্ব্বদা শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ থাকায়, স্বরনির্গমকালে শব্দ অতি অল্প নির্গত হয়, আর রাত্রিকাল অপেক্ষা দিবাভাগে শব্দ কিছু স্পষ্টরূপে নির্গত হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ স্বরভেদে ঐ তিনদোষজাত স্বরভঙ্গের লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে লক্ষিত হয়। মেদোজ-স্বরভেদে গলদেশ শ্লেষ্মদ্বারা বা মেদোদ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং কণ্ঠস্বর অতি অস্পষ্টভাবে বিলম্বে নির্গত হয়। আরও এইরোগে রোগী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া থাকে। ক্ষয়জ-স্বরভেদে স্বর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং শব্দনির্গমকালে তাহার সহিত ধূম নির্গত হওয়ার ন্যায়, রোগী একরূপ যাতনা অনুভব করে। এই ক্ষয়জ-স্বরভেদ এবং সন্নিপাতজ স্বরভেদ স্বভাবতই দুঃসাধ্য। দুর্ব্বল, কৃশ ও বৃদ্ধ ব্যক্তির স্বরভেদ, দীর্ঘকালজাত স্বরভেদ, এবং সমুদায় লক্ষণযুক্ত সন্নিপাতজ-স্বরভেদ অসাধ্য। ক্ষয়জ-স্বরভেদে একেবারে শব্দ উচ্চারণ বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—স্বরভঙ্গ রোগে তৈলাক্ত খদির, অথবা হরীতকীচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ, কিংবা হরীতকী ও শুঁঠের চূর্ণ মুখে ধারণ করিলে, বিশেষ উপকার হয়। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতামূল সমভাগে চূর্ণ করিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, স্বরভেদ ও কাসরোগের উপশম হয়। মৃগনাভ্যাদি অবলেহ, চব্যাদি চূর্ণ, নিদিগ্ধিকাদি অবলেহ, ত্র্যম্বকাভ্র, সারস্বত ঘৃত, ও ভৃঙ্গরাজাদ্য ঘৃত প্রভৃতি,—স্বরভেদরোগের প্রশস্ত ঔষধ। এইসকল ঔষধ ব্যতীত কাস ও শ্বাসরোগের কতিপয় ঔষধও বিবেচনাপূর্ব্বক ইহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—বাতজ-স্বরভেদে ঘৃত ও পুরাতন-গুড়ের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া ঈষদুষ্ণ জলপান; পিত্তজ-স্বরভেদে দুগ্ধান্ন ভোজন, এবং মেদোজ ও কফজ স্বরভেদে রুক্ষ অন্নপান উপকারী। অন্যান্য পথ্যাপথ্যের নিয়ম কাস ও শ্বাসরোগের ন্যায় প্রতিপালন করা আবশ্যক।

অরোচক, অরুচি।

সংজ্ঞা, নিদান ও প্রকারভেদ।—ক্ষুধা থাকিতেও যে রোগে আহার করিতে পারা যায় না, এবং কোনবস্তুই যাহাতে ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহার নাম অরোচক রোগ। এই রোগ পাঁচপ্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সান্নিপাতজ ও আগন্তুক। ভয়, শোক, অতিক্রোধ, অতিলোভ, ঘৃণাজনক ভোজ্যদ্রব্য, ঘৃণাজনক রূপদর্শন বা ঘৃণাজনক গন্ধ আঘ্রাণ প্রভৃতি কারণে, যে অরোচক রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আগন্তুক অরোচক কহে।

দোষভেদে লক্ষণ।— বায়ুজনিত অরোচকে মুখ কষায়রসবিশিষ্ট এবং অম্লভোজনের ন্যায় হর্ষযুক্ত অর্থাৎ "দাঁত-শিরশির" ও হৃদয়ে বেদনা হইয়া থাকে। পিত্তজ-অরোচকে মুখ তিক্ত, অম্ল, বিস্বাদ, দুর্গন্ধযুক্ত ও উষ্ণস্পর্শ হয়; এবং তৃষ্ণা, দাহ ও চূষণবৎ পীড়া হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ-অরোচকে মুখ মধুর বা

লবণ-রস বিশিষ্ট, পিচ্ছিল, শীতল ও কফলিপ্ত হয়, এবং কফ-নিষ্ঠীবন হইতে থাকে। সন্নিপাতজ-অরোচকে ঐসমস্ত মিলিত লক্ষণ লক্ষিত হয়; অর্থাৎ মুখের রস সময়ে সময়ে ঐরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আগন্তুক-অরোচকে মুখরসের কোন রূপ পরিবর্ত্তন হয় না, তথাপি অরুচি হইয়া থাকে। আরও, ইহাতে চিত্তের ব্যাকুলতা, মোহ ও জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসা।—বাতজ-অরোচকে বস্তিকর্ম্ম (পিচকারী), পিত্তজে বিরেচন, কফজে বমন, এবং আগন্তুক অরোচকে মনের সন্তোষবিধানই সাধারণ চিকিৎসা। প্রত্যহ দিবাভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আদা ভক্ষণ করিলে, সকলপ্রকার অরুচি নিবারিত হইয়া, অগ্নির দীপ্তি ও কণ্ঠের শুদ্ধি হইয়া থাকে। কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিট্‌লবণ; অথবা আমলকী, বড় এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা-মূল, পিপুল, চন্দন ও নীলসুঁদি; কিংবা লোধ, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার; অথবা দাড়িমের রস, জীরা ও চিনি,—এই চারিটী যোগের মধ্যে যে কোন একটীর মিলিত চূর্ণ, মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, সর্ব্বপ্রকার অরোচক নিবারিত হয়। অথবা কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, তেঁতুল, দাড়িম, সচল-লবণ, গুড় ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, মুখে ধারণ উপকারী। দারুচিনি, মুথা, বড় এলাইচ ও ধ'নে; অথবা মুতা, আমলকী ও দারুচিনি; কিংবা, দারুহরিদ্রা ও যমানী, অথবা পিপুল ও চই; কিংবা যমানী ও তেঁতুল;—এই পঞ্চবিধ যোগের কোন একটী মুখে ধারণও উপকারী। পুরাতন-তেঁতুল ও গুড় জলে গুলিয়া, তাহার সহিত দারুচিনি, বড়-এলাইচ ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, তাহার কবল করিলেও অরোচকরোগ প্রশমিত হয়; অথবা বিট্‌লবণ ও মধু, দাড়িমরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিলেও উপকার হয়। রাইসর্ষপ, জীরা ও হিং ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, এবং তাহার সহিত শুঁঠ-চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিবে; পরে সর্ব্বসমষ্টির সমপরিমিত গব্যদধি তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া একত্র আলোড়ন করিতে হইবে। আলোড়নের পর ছাঁকিয়া লইয়া, এই সমষ্টির সমপরিমিত গব্যতক্র (ঘোল) মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সদ্যোরুচি এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়। দাড়িমচূর্ণ ২ দুইতোলা, খাঁড়গুড় ৩ তিনতোলা এবং দারুচিনি, এলাইচ, ও তেজপত্রচূর্ণ মিলিত ১ একতোলা;—এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, অরুচির নাশ, অগ্নির

দীপ্তি, এবং জ্বর, কাস ও পীনসরোগের শান্তি হয়। ইহা ভিন্ন যমানীষাড়ব, কলহংস, তিন্তিড়ীপানক, রসালা ও সুলোচনাভ্র প্রভৃতি ঔষধ অরোচক রোগে ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—যেসকল আহার রোগীর অভিলষিত, অথচ লঘুপাক, এবং বাতাদি দোষত্রয়ের উপকারক, সেইসমস্ত আহারাদি অরোচক রোগে ভোজন করিতে হয়। আহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ৩।৪ বার পূর্ব্বোক্ত কবল করা আবশ্যক। জ্বরাদি কোন উপসর্গ না থাকিলে, স্রোতস্বিনী-নদীর জলে বা প্রশস্তসরোবরের জলে স্নান করা সুব্যবস্থা। উপবনে বা তদ্রূপ সুন্দর স্থানে পর্য্যটন, সঙ্গীতাদি শ্রবণ প্রভৃতি যেসকল কার্য্যদ্বারা মন প্রফুল্ল থাকে, সেইসমস্ত কার্য্যের আচরণ হিতকর। আহারীয় দ্রব্য, আহারের স্থান, পাত্রাদি, পাচক ও পরিবেশক প্রভৃতি সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, এইরোগে বিশেষ আবশ্যক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—যেসকল কারণে মন বিকৃত হইতে পারে, এবং যেসকল আহারাদি মনের বিঘাতকারক, তাহা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ছর্দ্দি অর্থাৎ বমন।

—:০:—

বমনের নিদান ও প্রকারভেদ।—অতিরিক্ত তরলবস্তু পান, স্নিগ্ধদ্রব্যের অতিরিক্ত ভোজন, ঘৃণাজনক বস্তু ভোজন, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে ভোজন, অপরিমিত ভোজন, এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা, যে কোন ঘৃণাজনক কারণসমূহদ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া, বমন রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে দোষসমুদায় বেগে উপস্থিত হইয়া, মুখকে জড় ও আচ্ছাদিত, এবং সর্ব্বাঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। বমনরোগ পাঁচপ্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুক।

বমন হইবার পূর্ব্বে বমনবেগ, উদ্গাররোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত-তরলজলস্রাব ও পানভোজনে বিদ্বেষ, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

বাতজ-লক্ষণ।—বাতজ-বমনরোগে হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তকে ও নাভিস্থলে শূলবৎ বেদনা, কাস, স্বরভেদ, অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, এবং অতি কষ্টের সহিত অতিমাত্র বেগে প্রবল উদ্গার ও অতিশয় শব্দের সহিত ফেনমিশ্রিত, বিচ্ছিন্ন (থামিয়া থামিয়া), পাতলা ও কষায়রসবিশিষ্ট বস্তু বমন, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ-লক্ষণ।- পিত্তজ-বমনরোগে মূর্চ্ছা, মুখশোষ, পিপাসা, মস্তকে তালুতে ও চক্ষুর্দ্বয়ে সন্তাপ, অন্ধকারদর্শন, এবং পীত, হরিৎ বা ধূম্রবর্ণযুক্ত, ঈষৎ তিক্ত, অতি উষ্ণ পদার্থের বমন ও বমনকালে কণ্ঠদেশে জ্বালা, এইসকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কফজ-লক্ষণ। - কফজ বমনরোগে তন্দ্রা, মুখের মধুরতা, কফস্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচি, দেহের গুরুতা, স্নিগ্ধ, ঘন, মধুররসযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ-পদার্থের বমন, এবং বমনকালে শরীরে রোমাঞ্চ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ-লক্ষণ।—সন্নিপাতজ-বমনরোগে শূল, অজীর্ণ, দাহ, পিপাসা, শ্বাস, মূর্চ্ছা, এবং লবণরসযুক্ত, উষ্ণ, নীল বা লোহিতবর্ণের ঘন পদার্থ বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

আগন্তুক-বমন।— কুৎসিত দ্রব্য ভোজন ও কোনরূপ ঘৃণাজনক বস্তুর আঘ্রাণ বা দর্শনাদি কারণে যে বমন উপস্থিত হয়, এবং গর্ভকালে, ক্রিমিরোগ হইলে, বা আমরসের জন্য যে বমন উপস্থিত হয়, তাহাকে আগন্তুক-বমন বলা যায়। এই বমনরোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে যে দোষের লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়, তদনুসারে তাহাকে সেই দোষজ বমনরোগমধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে। কেবলমাত্র ক্রিমিজনিত বমনরোগে অত্যন্ত বেদনা, অধিক বমনবেগ, ও ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

রোগের উপদ্রব ও সাধ্যাসাধ্যতা।—বমনরোগে যদি কুপিত বায়ু—মল, মূত্র, স্বেদ ও জলবাহী স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধগত হয়, এবং তজ্জন্য যদি রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্ব্বসঞ্চিত পিত্ত, কফ, বা বায়ু-দূষিত স্বেদাদি ধাতুসমূহ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে, আর বান্তপদার্থ যদি মলমূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বমনরোগাক্রান্ত রোগী, তৃষ্ণা, শ্বাস, ও হিক্কাদিদ্বারা পীড়িত হইয়া হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে বমনরোগে রোগী ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং

সর্ব্বদা রক্ত-পূয়াদিমিশ্রিত পদার্থ বমন করে, অথবা বান্তপদার্থে যদি ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় আভা দেখিতে পাওয়া যায়; কিংবা বমনরোগের সহিত যদি কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, তৃষ্ণা, ভ্রম, হৃদ্রোগ, তমকশ্বাস, এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য।

চিকিৎসা।—ডাবের জল, মুড়ি বা পোড়ারুটী-ভিজান জল, ও বরফ-জল, বমননিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বড় এলাইচের ক্বাথ সেবনে বমনরোগ আশু নিবারিত হয়। রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে, সকলপ্রকার বমি নিবারিত হয়। অশ্বত্থগাছের শুষ্কছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে ডুবাইয়া নিবাইয়া, পরে সেই জল পান করাইলে, অতিদুর্নিবার বমনও প্রশমিত হয়। ক্ষেৎপাপড়া, বিল্বমূল বা গুলঞ্চের ক্বাথ মধুর সহিত; অথবা মূর্ব্বামূলের ক্বাথ চাউলধোত জলের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার বমিই নিবারিত হয়। যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে, রক্তবমন নিবারিত হয়। মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ লেহন করিলে, বিরেচন হইয়া বমন নিবারিত হইতে দেখা যায়। ১ একতোলা আমলকীর রস, এবং ১ একতোলা কয়েতবেলের রস, কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, প্রবল বমনও প্রশমিত হয়। সচল-লবণ, চিনি ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে আশু বমননিবারণ হয়। সমপরিমিত দুগ্ধ ও জল, কিংবা সৈন্ধব-লবণ ও ঘৃত একত্র পান করিলে, বাতজ বমনের বিশেষ উপকার হয়। জামের আঁটির ও কুলের আঁটির শাঁস, অথবা মুতা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, মধুর সহিত লেহন করিলে, কফজ-বমি নিবারিত হয়। তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩।৪ দানা কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে, অতিদুর্নিবার বমনও নিবারিত হইয়া থাকে। এলাদি-চূর্ণ, রসেন্দ্র, বৃষধ্বজরস ও পদ্মকাষ্ঠ ঘৃত প্রভৃতি বমনরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য।—সমস্ত বমনরোগেই আমাশয়ের উৎক্লেশ হয়; এইজন্য প্রথমতঃ উপবাস দেওয়া আবশ্যক। বমনবেগ নিরস্ত হইলে লঘুপাক, বায়ুর অনুলোমক ও রুচিকর আহারাদি ক্রমশঃ দেওয়া উচিত। বমনবেগ থাকিতে পথ্য দিবার আবশ্যক হইলে, ভাজামুগের ক্বাথের সহিত খইচূর্ণ, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া, আহার করিতে দিবে; তাহাদ্বারা বমন, ভেদ, জ্বর, দাহ ও

পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। বমনবেগ নিরস্ত হওয়ার পর, সহ্যমত সকল দ্রব্য আহার এবং জ্বরাদি উপসর্গ না থাকিলে, অভ্যাসমত স্নানাদি করিতে পারা যায়। পরিষ্কার পানাহার, পরিষ্কৃত স্থানে বাস, সুগন্ধ আঘ্রাণ, এবং মনের প্রফুল্লতা, এইগুলি এইরোগে বিশেষ উপকারক।

যেসকল কারণে ঘৃণা জন্মিতে পারে, সেইসকল কারণ, এবং রৌদ্রাদির আতপসেবন প্রভৃতি, বমনরোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

তৃষ্ণারোগ।

নিদান।—ভয়, শ্রম ও বলাদিক্ষয় প্রভৃতি বাতপ্রকোপক কারণসমূহ দ্বারা বায়ু, এবং কটু বা অম্লরস ভোজন, ক্রোধ ও উপবাস প্রভৃতি করিলে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া তৃষ্ণারোগ উৎপাদন করে। জলবাহী স্রোতঃসমূহ বায়ু প্রভৃতি দোষকর্তৃক দূষিত হইলেও, তৃষ্ণারোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, এবং দাহ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ও সন্তাপ, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তৃষ্ণারোগ সাতপ্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ ও অন্নজ।

ভিন্ন ভিন্ন দোষজ তৃষ্ণার লক্ষণ।—বায়ুজনিত তৃষ্ণারোগে মুখের শুষ্কতা ও ম্লানত্ব, মস্তকে ও ললাটে সূচীবেধবৎ বেদনা, রসবাহী ও জলবাহী স্রোতঃসমূহের নিরোধ, এবং আস্বাদের বিকৃতি, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্তজ তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা, আহারে বিদ্বেষ, প্রলাপ, দাহ, নেত্রদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, শীতল-দ্রব্যে অভিলাষ, মুখে তিক্তাস্বাদ ও অনুতাপ, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কফজ তৃষ্ণায় অধিক নিদ্রা, মুখে মিষ্টাস্বাদ ও দেহের শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শস্ত্রাদিদ্বারা শরীর ক্ষত হইয়া অধিক রক্তস্রাব হইলে বা ক্ষতজ বেদনা জন্য যে তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষতজ-তৃষ্ণা কহে।

এবং রসক্ষয়জন্য যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। এই তৃষ্ণায় রোগী বারংবার জল পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আরও, ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, কম্প ও মনের শূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমজ তৃষ্ণায় হৃদয়ে শূল, নিষ্ঠীবন, শারীরিক অবসন্নতা, এবং দোষের প্রকোপভেদে বাতাদি তিনদোষজাত তৃষ্ণারই লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। ঘৃত ও তৈল প্রভৃতি অধিক স্নেহদ্রব্যযুক্ত খাদ্য, এবং অম্ল, লবণ, কটুরস ও গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলে যে পিপাসা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অন্নজ-তৃষ্ণা কহে। অন্য কোন রোগের উপসর্গস্বরূপ যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহার নাম উপসর্গজ তৃষ্ণা। ইহা বাতাদি-দোষজাত তৃষ্ণারই অন্তর্ভূত; এজন্য ইহার পৃথক্ গণনা করা হয় নাই। এই তৃষ্ণায় স্বরের ক্ষীণতা, মূর্চ্ছা, ক্লান্তিবোধ এবং মুখ, কণ্ঠ ও তালু বারংবার শুষ্ক হইয়া থাকে। ইহাতে শীঘ্রই শরীর শুষ্ক হইয়া যায়, এবং ইহা অতিশয় কষ্টসাধ্য।

সাঙ্ঘাতিক-লক্ষণ।—জ্বর, মূর্চ্ছা, ক্ষয়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি পীড়ায় যাঁহারা পীড়িত, তাঁহাদের যে কোন তৃষ্ণারোগ প্রবলরূপে উৎপন্ন হইলে, এবং তাহার সহিত বমি ও মুখশোষ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—বায়ুজনিত তৃষ্ণারোগে গুলঞ্চের রস বিশেষ উপকারী। পিত্তজ-তৃষ্ণায় পাকা যজ্ঞডুমুরের রস বা তাহার কাথ সেবনে উপকার হয়। গাম্ভারীফল, চিনি, রক্তচন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা, অর্দ্ধপোয়া গরমজলের সহিত পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে, পিত্তজ-তৃষ্ণায় উপকার হয়। ঐসকল দ্রব্য জলের সহিত বাঁটিয়া পান করিলেও, উপকার হইতে দেখা যায়। মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বালা, ধ'নে, বেণামূল ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা, একত্র /২ দুই সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১ এক সের থাকিতে ছাঁকিয়া, অল্প অল্প পান করিলে, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়। বিল্বমূলের ছাল, অড়হরের পাতা, ধাইফুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও কুশমূল, মিলিত ২ দুই তোলা;—এইসকল দ্রব্যের উষ্ণকাথ পান করিয়া বমন করিলে, কফজ-তৃষ্ণায় উপকার হয়। আমজন্য

তৃষ্ণারোগে পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, অম্লবেতস, যমানী ও ভেলার আঁটি প্রভৃতি অগ্নিদীপনীয় দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, এবং তাহাতে বেলশুঁঠ, বচ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ক্ষতজনিত তৃষ্ণায় মাংসরস ও রক্ত পান করা বিশেষ উপকারী। ক্ষয়জ-তৃষ্ণায় গব্যদুগ্ধ ও মধু-মিশ্রিত জল এবং মাংসরস হিতকারক। অন্নজ তৃষ্ণায় বমন করানই প্রশস্ত চিকিৎসা। আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, খই ও বটের ঝুরি, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, সকলপ্রকার প্রবল তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রশমিত হয়। আমপাতার ও জামপাতার কাথ, কিংবা আমছালের ও জাম-ছালের কাথ, অথবা আমের ও জামের আঁটির শাঁস সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমি ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ধ'নের কাথ পর্য্যুষিত করিয়া পান করিলেও, তৃষ্ণার উপকার হইতে দেখা যায়। বটের ঝুরি, চিনি, লোধ, দাড়িম, যষ্টিমধু ও মধু, আতপচাউল-ধৌত জলের সহিত সেবন করিলে, বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ ও মধু বা সুঁদিফুলের রস নাসিকা-দ্বারা পান করিলে, দারুণ পিপাসারও শান্তি হয়। টাবানেবুর কেশর, মধু ও দাড়িম একত্র পেষণ করিয়া কবল করিলে, যাবতীয় তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। তালু-শোষরোগে দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়ের জল বা কোন অম্লদ্রব্য জলে গুলিয়া কবল করিতে দিবে। কুমুদেশ্বর রস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণারোগেই বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায়।

পথ্যাপথ্য।—যেসকল দ্রব্য রুচিজনক, মধুররসবিশিষ্ট, এবং শীতল, তাহাই তৃষ্ণারোগে সুপথ্য। আর যাহা উষ্ণবীর্য্য এবং শারীরিক উদ্বেগকারক, তৃষ্ণারোগে সেইসমস্ত পানাহারাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস।

নিদান —বিরুদ্ধ দ্রব্যের পানভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অস্ত্র-শস্ত্রাদিদ্বারা শরীরে আঘাতপ্রাপ্তি, এবং সত্ত্বগুণের ক্ষয় প্রভৃতি কারণে বাতাদি উগ্রদোষসকল মনোধিষ্ঠান স্রোতঃসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছারোগ উৎপাদন করে; অথবা শিরা, ধমনী প্রভৃতি যেসকল নাড়ী অবলম্বন করিয়া, মন ইন্দ্রিয়সমূহে যাতায়াত করে সেইসমস্ত নাড়ী বাতাদি দোষদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, তমোগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া মূর্চ্ছারোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। সুখদুঃখাদির অনুভবশক্তিবিহীন হইয়া কাষ্ঠাদির ন্যায় অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হওয়াই এইরোগের সাধারণ লক্ষণ। মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে ব্যথা, জৃম্ভা (হাই উঠা), গ্লানি ও জ্ঞানের অল্পতা,—এইসকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। মূর্চ্ছারোগ সাতপ্রকার :— বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ। ভিন্ন ভিন্ন মূর্চ্ছায় পৃথক্ পৃথক্ দোষের আধিক্য থাকিলেও, সমুদায় মূর্চ্ছারোগেই পিত্তের আধিপত্য থাকে; যেহেতু পিত্ত ও তমোগুণ মূর্চ্ছারোগের আরম্ভক।

ভিন্ন ভিন্ন দোষজ মূর্চ্ছা-লক্ষণ।—বাতজ মূর্চ্ছায় রোগী নীল, কৃষ্ণ, অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয়, এবং অল্পক্ষণ পরেই চেতনা লাভ করে। আরও, ইহাতে কম্প, অঙ্গমর্দ্দ (গা ভাঙ্গা), হৃদয়ে বেদনা, শারীরিক কৃশতা, এবং দেহ শ্যাব কিংবা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তজ-মূর্চ্ছায় রোগী রক্ত, পীত, অথবা হরিদ্বর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয়। মূর্চ্ছা ভঙ্গ-কালে ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ, চক্ষুর্দ্বয় রক্ত বা পীতবর্ণ, মলভেদ এবং দেহ পীতবর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ-মূর্চ্ছায় রোগী পরিষ্কার আকাশও মেঘাভ, মেঘাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাবৃত দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয় ও বিলম্বে চেতনা লাভ করে, আর সংজ্ঞালাভকালে আপনার অঙ্গসমূহ আর্দ্রচর্ম্মাচ্ছাদিতের ন্যায় ভারবোধ করে, এবং তাহার মুখস্রাব ও বমনবেগ হইতে থাকে। সন্নিপাতজ মূর্চ্ছায় বাতজাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছার লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং অপস্মাররোগের ন্যায় প্রবলবেগে

পতিত হইয়া দীর্ঘকালে চেতনা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অপস্মারের ন্যায় ফেন-বমন, দন্তঘট্টন ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি ভয়ানক অঙ্গবিকৃতিসমূহ ইহাতে প্রকাশিত হয় না। রক্তজ-মূর্চ্ছায় অঙ্গ ও দৃষ্টি স্তব্ধীভূত এবং শ্বাসক্রিয়া অস্পষ্ট হয়। মদ্যপান-জনিত মূর্চ্ছায় রোগী জ্ঞানশূন্য ও বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া, ভূমিতে পড়িয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন করে ও প্রলাপ বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হয়। মদ্য জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই মূর্চ্ছার অপনোদন হয় না। বিষজ মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা, অন্ধকারদর্শন, ও বিষভক্ষণজনিত অন্যান্য লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়।

ভ্রমরোগের নিদান ও লক্ষণ।—প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও রজোগুণ মিলিত হইয়া ভ্রমরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী নিজের শরীর ও সমস্ত দৃশ্যপদার্থ ঘূর্ণিত হইতেছে—বোধ করে, তজ্জন্যই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, এবং দাঁড়াইতে গেলে ভূতলে পড়িয়া যায়।

সন্ন্যাসরোগ।—বাতাদি দোষসমূহ অতিমাত্র কুপিত হইয়া, যখন প্রাণাধিষ্ঠান হৃদয়কে দূষিত করে, এবং সেই দুর্ব্বল রোগীর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য বিনষ্ট করিয়া অত্যন্ত মূর্চ্ছিত করে, তখন তাহাকে সন্ন্যাসরোগ কহে। এই রোগ অতিশয় ভয়ানক। সূচীবেধ, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ নস্য, দেহে আলকুশীঘর্ষণ, প্রভৃতি সদ্যঃসংজ্ঞাকারক উপায় অবলম্বন না করিলে, এই রোগের অপনোদন হয় না; সুতরাং রোগীও অল্পকালমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—মূর্চ্ছারোগের আক্রমণকালে চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শীতলজলের ছিটা দিয়া মূর্চ্ছার অপনোদন করা আবশ্যক। পরে কিছুক্ষণ কোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া, শীতল তালবৃন্তদ্বারা ব্যজন করা উচিত। দন্তে দন্তে সংলগ্ন হইয়া থাকিলে, তাহা ছাড়াইয়া দিবার উপায় অবলম্বন করিবে। জলের ছিটায় মূর্চ্ছাপনোদন না হইলে, নিশাদলের টুকরা ২ দুই ভাগ ও শুষ্ক চুণ ১ একভাগ একত্র একটী শিশিতে রাখিয়া তাহার আঘ্রাণ দিবে। অথবা সৈন্ধব-লবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে জলের সহিত বাঁটিয়া, তাহার নস্য করাইবে। শিরীষ-বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসুন, মনছাল ও বচ, এই কয়েকটী দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, অথবা সৈন্ধব-লবণ, মরিচ ও মনছাল, একত্র এই তিনটী দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও মূর্চ্ছাত্যাগ হইয়া থাকে।

ভ্রম-চিকিৎসা।—ভ্রমরোগে শতমূলী, বেড়েলার মূল ও কিস্‌মিসের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে। বেড়েলাবীজের চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ এবং প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা সেবন করিলে, ভ্রম, মূর্চ্ছা, কাস, কামলা ও উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়। শুঁঠ, পিপুল, শুল্‌ফা, হরীতকী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক-তোলা ও গুড় ৬ ছয়তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে; এই বটিকা সেবনে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়। দুরালভার কাথের সহিত তাম্রভস্ম ২ দুইরতি ও ঘৃত।০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও ভ্রমরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। শিলাজতু প্রভৃতি রসায়ন-অধিকারের ঔষধ-সমূহ সেবন এবং ১০ বৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন এই রোগে বিশেষ উপকারক।

সন্ন্যাসে চেতনা-সম্পাদন।—সন্ন্যাসরোগে চেতনা-সম্পাদন জন্য অপস্মাররোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, নস্য, ধূম, সূচীবেধ, উষ্ণলৌহশলাকাদিদ্বারা নখের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশ-লোমাদির আকর্ষণ, দন্তদ্বারা দংশন এবং গাত্রে আলকুশী-ঘর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিবে। সংজ্ঞালাভের পর মূর্চ্ছারোগোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক। শিশুদিগের সন্ন্যাসরোগে এরণ্ড-তৈল অথবা রসাঞ্জনচূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া, উদরে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্রিমিজন্য সন্ন্যাসরোগ হইলে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসরোগে সুধানিধি-রস, মূর্চ্ছান্তক-রস, অশ্বগন্ধারিষ্ট প্রভৃতি এবং দোষাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অপস্মার ও উন্মাদরোগোক্ত অন্যান্য ঔষধ, ঘৃত ও তৈল প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—মূর্চ্ছা প্রভৃতি পীড়ায় যাবতীয় পুষ্টিকর ও বলকারক আহারাদি ব্যবস্থা করিবে। দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা ও মাষকলাইয়ের দাল, কই, মাগুর, শিঙ্গী ও খলিশা প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল, ছাগাদির মাংস, ডুমুর, পটোল, মাণকচু, ছাঁচিকুমড়া, বেগুন, মোচা, থোড়, এঁচোড় প্রভৃতির তরকারী, মাখন, ঘোল ও দধি এবং দ্রাক্ষা, দাড়িম, পাকা আম, পাকা পেঁপে, আতা ও ডাব প্রভৃতি ফল সুপথ্য। রাত্রে লুচি, রুটী, মোহনভোগ, মিঠাই, গজা, দুগ্ধ, ঘৃত এবং ময়দা বা সুজি ও চিনিদ্বারা প্রস্তুত যে কোন খাদ্যদ্রব্য-আহার ব্যবস্থেয়। প্রাতঃকালে ধারোষ্ণ দুগ্ধ ও সরবৎ

পান এই রোগে বিশেষ উপকারক। তিলতৈল-মর্দ্দন, স্রোতস্বিনী নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে সহমত স্নান, সুগন্ধী দ্রব্য, বিশুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রকিরণের সেবা, সন্তোষজনক বাক্যালাপ, গীতবাদ্যাদি শ্রবণ, এবং অন্যান্য যেসকল কার্য্যদ্বারা মন সুস্থির থাকে, সেইসমস্ত আচরণ এই রোগে উপকারক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও অম্লজনক দ্রব্য ভোজন, শ্রমজনক কার্য্যসম্পাদন, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মানসিক উদ্বেগ, মদ্যপান, নিরন্তর উপবেশন, আতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কার্য্যাদি, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, মল মূত্র তৃষ্ণা নিদ্রা ও ক্ষুধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, এবং দন্ত-কাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন, এই রোগে অনিষ্টকারক।

মদাত্যয়।

নিদান ও প্রকারভেদ।—অবৈধ নিয়মে, অপরিমিত মাত্রায়, এবং বল ও কাল বিবেচনা না করিয়া মদ্য পান করিলে মদাত্যয় রোগ জন্মে। * তদ্ভিন্ন ক্রোধ, ভয়, শোক, পিপাসা ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, অথবা আতপসেবন, ব্যায়াম, ভারবহন ও পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া, কিংবা মল-মূত্রাদির বেগযুক্ত অবস্থায়, অজীর্ণ অবস্থায়, ভোজনের পরে এবং দুর্ব্বল অবস্থায় মদ্যপান করিলেও মদাত্যয় হইয়া থাকে। এই রোগ চারিভাগে বিভক্ত :—পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম।

---

* স্নিগ্ধ অন্ন ও মাংস প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত, গ্রীষ্মসময়ে শীতবীর্য্য মধুর-রসযুক্ত মাধ্বীকাদি মদ্য এবং শীতসময়ে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য গৌড়িক অথবা পৈষ্টিকাদি মদ্য, হৃষ্টমনে পান করাই মদ্যপানের নিয়ম। যেরূপ মাত্রায় মদ্যপান করিলে, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি, স্বর, অধ্যয়ন কিংবা সঙ্গীতশক্তি বর্দ্ধিত হয়, এবং পান, ভোজন, নিদ্রা, মৈথুন ও অন্যান্য কার্য্যসমূহে আসক্তি জন্মে, তাহাই মদ্যের উপযুক্ত মাত্রা।

এইরূপ নিয়মে মদ্য পান করিলে, তাহাই শরীরের উপকারক হয়; ইহার অন্যথা করিলে উৎকট রোগ জন্মিয়া শরীরের অনিষ্ট করে।

ভ্রম-চিকিৎসা।—ভ্রমরোগে শতমূলী, বেড়েলার মূল ও কিস্‌মিসের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে। বেড়েলাবীজের চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ এবং প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা সেবন করিলে, ভ্রম, মূর্চ্ছা, কাস, কামলা ও উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়। শুঁঠ, পিপুল, শুল্‌ফা, হরীতকী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক-তোলা ও গুড় ৬ ছয়তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে; এই বটিকা সেবনে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়। দুরালভার ক্বাথের সহিত তাম্রভস্ম ২ দুইরতি ও ঘৃত ।০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও ভ্রমরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। শিলাজতু প্রভৃতি রসায়ন-অধিকারের ঔষধ-সমূহ সেবন এবং ১০ বৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন এই রোগে বিশেষ উপকারক।

সন্ন্যাসে চেতনা-সম্পাদন।—সন্ন্যাসরোগে চেতনা-সম্পাদন জন্য অপস্মাররোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, নস্য, ধূম, সূচীবেধ, উষ্ণলৌহশলাকাদিদ্বারা নখের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশ-লোমাদির আকর্ষণ, দন্তদ্বারা দংশন এবং গাত্রে আলকুশী-ঘর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিবে। সংজ্ঞালাভের পর মূর্চ্ছারোগোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক। শিশুদিগের সন্ন্যাসরোগে এরণ্ড-তৈল অথবা রসাঞ্জনচূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া, উদরে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্রিমিজন্য সন্ন্যাসরোগ হইলে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসরোগে সুধানিধি-রস, মূর্চ্ছান্তক-রস, অশ্বগন্ধারিষ্ট প্রভৃতি এবং দোষাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অপস্মার ও উন্মাদরোগোক্ত অন্যান্য ঔষধ, ঘৃত ও তৈল প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—মূর্চ্ছা প্রভৃতি পীড়ায় যাবতীয় পুষ্টিকর ও বলকারক আহারাদি ব্যবস্থা করিবে। দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা ও মাষকলাইয়ের দাল, কই, মাগুর, শিঙ্গী ও খলিশা প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল, ছাগাদির মাংস, ডুমুর, পটোল, মাণকচু, ছাঁচিকুমড়া, বেগুন, মোচা, থোড়, এঁচোড় প্রভৃতির তরকারী, মাখন, ঘোল ও দধি এবং দ্রাক্ষা, দাড়িম, পাকা আম, পাকা পেঁপে, আতা ও ডাব প্রভৃতি ফল সুপথ্য। রাত্রে লুচি বা রুটী, মোহনভোগ, মিঠাই, গজা, দুগ্ধ, ঘৃত এবং ময়দা বা সুজি ও চিনিদ্বারা প্রস্তুত যে কোন খাদ্যদ্রব্য-আহার ব্যবস্থেয়। প্রাতঃকালে ধারোষ্ণ দুগ্ধ ও সরবৎ

পান এই রোগে বিশেষ উপকারক। তিলতৈল-মর্দ্দন, স্রোতস্বিনী নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে সহ্যমত স্নান, সুগন্ধী দ্রব্য, বিশুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রকিরণের সেবা, সন্তোষজনক বাক্যালাপ, গীতবাদ্যাদি শ্রবণ, এবং অন্যান্য যেসকল কার্য্যদ্বারা মন সুস্থির থাকে, সেইসমস্ত আচরণ এই রোগে উপকারক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও অম্লজনক দ্রব্য ভোজন, শ্রমজনক কার্য্যসম্পাদন, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মানসিক উদ্বেগ, মদ্যপান, নিরন্তর উপবেশন, আতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কার্য্যাদি, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, মল মূত্র তৃষ্ণা নিদ্রা ও ক্ষুধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, এবং দন্ত-কাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জন, এই রোগে অনিষ্টকারক।

মদাত্যয়।

নিদান ও প্রকারভেদ।—অবৈধ নিয়মে, অপরিমিত মাত্রায়, এবং বল ও কাল বিবেচনা না করিয়া মদ্য পান করিলে মদাত্যয় রোগ জন্মে। * তদ্ভিন্ন ক্রোধ, ভয়, শোক, পিপাসা ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, অথবা আতপসেবন, ব্যায়াম, ভারবহন ও পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া, কিংবা মল-মূত্রাদির বেগযুক্ত অবস্থায়, অজীর্ণ অবস্থায়, ভোজনের পরে এবং দুর্ব্বল অবস্থায় মদ্যপান করিলেও মদাত্যয় হইয়া থাকে। এই রোগ চারিভাগে বিভক্ত:—পানাত্যয়, পরমদ, পানা-জীর্ণ ও পানবিভ্রম।

---

* স্নিগ্ধ অন্ন ও মাংস প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত, গ্রীষ্মসময়ে শীতবীর্য্য মধুর-রসযুক্ত মাধ্বীকাদি মদ্য এবং শীতসময়ে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য গৌড়িক অথবা পৈষ্টিকাদি মদ্য, হৃষ্টমনে পান করাই মদ্যপানের নিয়ম। যেরূপ মাত্রায় মদ্যপান করিলে, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি, স্বর, অধ্যয়ন কিংবা সঙ্গীতশক্তি বর্দ্ধিত হয়, এবং পান, ভোজন, নিদ্রা, মৈথুন ও অন্যান্য কার্য্যসমূহে আসক্তি জন্মে, তাহাই মদ্যের উপযুক্ত মাত্রা।

এইরূপ নিয়মে মদ্য পান করিলে, তাহাই শরীরের উপকারক হয়; ইহার অন্যথা করিলে উৎকট রোগ জন্মিয়া শরীরের অনিষ্ট করে।

বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার আধিক্য-লক্ষণ।—বাতাধিক পানাত্যয় রোগে হিক্কা, কাস, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, নিদ্রানাশ, এবং অত্যন্ত প্রলাপ হইয়া থাকে। পিত্তাধিক পানাত্যয়ে তৃষ্ণা, জ্বর, ঘর্ম্ম, মোহ, অতিসার, বিভ্রম ও শরীরের পীতবর্ণতা, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শ্লেষ্মাধিক পানাত্যয়ে বমি, বমনবেগ, অরুচি, তন্দ্রা, শরীরে ভারবোধ, অতিশয় শীত এবং দেহে আর্দ্রবস্ত্র-আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব হয়। সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে ঐসমস্ত লক্ষণই মিলিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পরমদ লক্ষণ।—পরমদ রোগে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, তজ্জন্য নাসিকাদি হইতে কফস্রাব, দেহের গুরুতা, মুখের বিরসতা, মলমূত্রের রোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, মস্তকবেদনা ও সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণ-লক্ষণ।—পানাজীর্ণরোগে অত্যন্ত উদরাধ্মান, অতিরিক্ত উদ্গার, বমি, উদরে জ্বালা এবং পীতমদ্যের অপরিপাক, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পানবিভ্রম-লক্ষণ।—পানবিভ্রম রোগে সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ হৃদয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, শিরঃশূল, দাহ এবং মদ্যে বা মদ্য হইতে প্রস্তুত যে কোন খাদ্যে ও পিষ্টকাদি ভোজ্যদ্রব্যে দ্বেষ,—এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

সাঙ্ঘাতিক মদাত্যয়।—যে কোন মদাত্যয়রোগে রোগীর উপরিতন ওষ্ঠ নীচে ঝুলিয়া পড়িলে, এবং বাহ্যাঙ্গে অত্যন্ত শীত অথচ অন্তরে দাহ; মুখ তৈলাক্তের ন্যায় চিক্‌চিকে; জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্তের কৃষ্ণ নীল বা পীতবর্ণতা; এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, তাহাতে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

উপদ্রব।—হিক্কা, জ্বর, বমি, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস ও ভ্রম, এই কয়েকটী উপদ্রব উপস্থিত হইলে, মদাত্যয়রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।—মদ্য পান করানই মদাত্যয় রোগের প্রধান চিকিৎসা। অতিমাত্রায় মদ্যপান করিয়া মদাত্যয় রোগ জন্মিলে, সমমাত্রায় যথাবিধি মদ্যপান করাইবে। বাতিক-মদাত্যয়ে চিনি, দ্রাক্ষা ও আমলকীর রসের সহিত পুরাতন শীতবীর্য্য মদ্য পান করাইবে। সুগন্ধী মদ্য অথবা অধিক জলমিশ্রিত মদ্য, কিংবা চিনি ও মধুসংযুক্ত মদ্য, পৈত্তিক-মদাত্যয়ে হিতকর।

মদ্যের সহিত চালিতা, খেজুর, কিস্‌মিস্, ফল্‌সা, দাড়িমের রস ও ছাতু মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও পৈত্তিক-মদাত্যয় প্রশমিত হয়। অথবা প্রচুর ইক্ষুরস-মিশ্রিত মদ্য পান করাইয়া, ক্ষণকাল পরে সেই মদ্য বমন করাইলেও পৈত্তিক-মদাত্যয়ের উপশম হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক-মদাত্যয়ে বমনকারক দ্রব্যসংযুক্ত মদ্য পান করাইয়া বমন করাইতে হয়। তাহার পর রোগীর বলানুসারে উপযুক্ত মত উপবাস দেওয়া আবশ্যক। এই মদাত্যয়ে তৃষ্ণা হইলে, বালা, বেড়েলা, চাকুলে, কণ্টকারী, অথবা শুঁঠের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। চই, সচল-লবণ, হিং, টাবানেবুর খোলা, শুঁঠ ও যমানীচূর্ণ মিশ্রিত মদ্য পান করিলে, সকলপ্রকার মদাত্যয়ের শান্তি হইয়া থাকে। সকলপ্রকার মদাত্যয়েরই দোষ-পরিপাক জন্য দুরালভা ও মুতা, অথবা দুরালভা ও ক্ষেৎপাপড়া কিংবা কেবল মুতার ক্বাথ করিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা তদুপদ্রব জ্বর এবং পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। অষ্টাঙ্গ-লবণ কফজ-মদাত্যয়ের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। খই-চূর্ণ জলে গুলিয়া, তাহার সহিত পিণ্ডখেজুর, কিস্‌মিস্, মনক্কা, তেঁতুল, দাড়িম ও আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মদ্যপানজনিত সকল রোগই প্রশমিত হয়।

প্রযোজ্য ঔষধ।—মদাত্যয়ে দাহ উপশমের জন্য দাহনাশক যোগসমূহ প্রয়োগ করিবে। ফলত্রিকাদ্যচূর্ণ, এলাদ্য মোদক, মহাকল্যাণবটী, পুনর্নবা ঘৃত, বৃহৎ ধাত্রীতৈল ও শ্রীখণ্ডাসব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ, সর্ব্ববিধ মদাত্যয়ে বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

মত্ততা-নিবারণের উপায়।—মদ্যপান করিয়া, তৎক্ষণাৎ ঘৃত-মিশ্রিত চিনি লেহন করিলে, কোনরূপ মত্ততা হইতে পারে না। কোদো-ধান্যের অন্নভক্ষণ জনিত মত্ততা, গুড়মিশ্রিত কুমড়ার জল পান করিলে নিবারিত হয়। সুপারীভক্ষণজনিত মত্ততা, তৃপ্তিপর্য্যন্ত জলপান করিলে নিবৃত্ত হয়। শুষ্ক-গোবরের আঘ্রাণ লইলে, অথবা লবণ ভক্ষণ করিলেও, সুপারীর মত্ততা নিবারিত হয়। চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিলে, ধুতুরাভক্ষণ জনিত মত্ততা নিবারিত হয়। সিদ্ধিভক্ষণে মত্ততা জন্মিলে, উষ্ণ ঘৃত, কাঁঠালপাতার রস, তেঁতুলের জল, বা ডাবের জল সেবন করাইবে। কিঞ্চিৎ মদ্য পান করিলে, সিদ্ধির মত্ততা নিবারিত হয়, অথচ মদ্যপানজনিত কোন মত্ততাও উপস্থিত হয় না।

পথ্যাপথ্য।—বাতিক-মদাত্যয়ে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অন্ন, লাব, তিত্তির, কুক্কুট, ময়ূর, বা জলের ধারে যেসকল জীব বিচরণ করে তাহাদের মাংসরস, মৎস্যের ঝোল, লুচি, বেশবার (চপ্, কাট্লেট্ প্রভৃতি), এবং অম্লরস ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য হিতকর। শীতল-স্থানে শয়ন ও স্নান সহ্যমত করা আবশ্যক। পৈত্তিক-মদাত্যয়ে শীতল অন্ন. চিনিমিশ্রিত মুগের যূষ, এবং স্বাদু-মাংসের রস—এইসমস্ত দ্রব্য আহার, শীতলস্থানে শয়ন ও উপবেশন, শীতল-বায়ু সেবন, শীতলজলে স্নান, এবং চন্দনাদি শীতলদ্রব্যের অনুলেপযুক্ত নারীদিগের আলিঙ্গন প্রভৃতি উপকারক। কফজ-মদাত্যয়ে প্রথমতঃ উপবাস, তৎপরে রুক্ষ অর্থাৎ ঘৃতাদিশূন্য ছাগমাংসের রস, অথবা দাড়িমাদি-রসের সহিত মাংস ভাজিয়া, সেই মাংসের সহিত অন্নভোজন উপকারী। আরও যেসকল কার্য্যদ্বারা কফের শান্তি হয়, কফজ-মদাত্যয়ে সেইসমস্ত কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়। ইহাতে গরমজল পান করা উচিত। স্নান না করাই ভাল; কদাচিৎ উষ্ণজলে স্নান করিতে দিবে।

দাহরোগ।

—:০:—

সংজ্ঞা ও লক্ষণ।—বিবিধ পিত্তপ্রকোপক কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া, হস্ততল, পদতল, চক্ষু বা সর্ব্বাঙ্গে যে জ্বালা উৎপাদন করে, তাহাকেই দাহ-রোগ কহে। পিত্ত হইতেই দাহ জন্মে; সুতরাং যে কোন রোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলেই তাহাতে দাহও প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ব্বশরীরগত রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি পাইলেও, দাহরোগ উৎপন্ন হয়। তাহাতে রোগীর তৃষ্ণা, চক্ষুর্দ্বয়ে বা সর্ব্বশরীরে তাম্রবর্ণ প্রকাশ এবং শরীরে ও মুখে লোহের ন্যায় গন্ধ, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়; এবং চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিলে যেরূপ যাতনা হয়, রোগী সেইরূপ যাতনা অনুভব করে। তৃষ্ণার সময়ে জলপান না করিলে, ক্রমশঃ শরীরস্থ জলীয়ধাতু ক্ষীণ হইয়া উঠে; এবং তজ্জন্য পিত্তশ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া, দেহের ভিতরে ও বাহিরে দাহ উৎপাদন করে। এই দাহে গলা, তালু ও ওষ্ঠ

শুষ্ক হয়, এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কাঁপিতে থাকে। রস-রক্তাদি ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে একপ্রকার দাহ উপস্থিত হয়; এই দাহে রোগী মূর্চ্ছিত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষীণস্বর ও চেষ্টাবিহীন হইয়া পড়ে। উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে, এই দাহে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। অস্ত্রাঘাতাদি কারণে হৃদয়াদি কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইলে, ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। মস্তকাদি হৃদয় প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে আঘাতজন্য দাহ হইলে, তাহা অসাধ্য। যে কোন দাহরোগে যদি অভ্যন্তরে দাহ, এবং বহির্গাত্র শীতল হয়, তাহা হইলে সেই দাহরোগও অসাধ্য।

চিকিৎসা।—দাহরোগে দাস্ত পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক, ২ দুই তোলা ধনে, ।৵০ অর্দ্ধপোয়া জলের সহিত পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া, সেই জল প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবন করিলে, দাহরোগ প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের রস ও ক্ষেৎপাপড়ার রস উত্তম দাহনাশক। জ্বরপ্রসঙ্গে দাহশান্তির জন্য যে সকল উপায় লিখিত হইয়াছে, দাহরোগেও সেইসমস্ত প্রয়োগ করিবে। তদ্ভিন্ন কেবল শতধৌত-ঘৃত অথবা শতধৌত-ঘৃতের সহিত যবের ছাতু মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখাইবে। পদ্মপত্র বা কদলীপত্রের শয্যায় শয়ন করাইয়া, চন্দন-জলসিক্ত ব্যজনদ্বারা বীজন করিবে। বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও শ্বেতচন্দন, এই-সমস্তের চূর্ণ, জলে মিশ্রিত করিয়া, সেইজলে অবগাহন করাইবে। চন্দনাদি ক্বাথ, ত্রিফলাদ্য কষায়, পর্পটাদি পাচন, দাহান্তক রস, সুধাকর রস, ও কাঞ্জিকা তৈল প্রভৃতি দাহরোগের প্রশস্ত ঔষধ। জ্বর থাকিলে, তৈল বা ঘৃত মর্দ্দন এবং অবগাহনাদি করান উচিত নহে।

পথ্যাপথ্য।—দাহরোগে পিত্তনাশক দ্রব্যসমূহ ভোজন করিতে দিবে। তিক্তদ্রব্য আহার করা আবশ্যক। মূর্চ্ছারোগে যেসমস্ত দ্রব্যভোজনের বিধান লিখিত হইয়াছে, জ্বরের সংস্রব না থাকিলে, দাহরোগেও সেইসমস্ত দ্রব্য আহার করিতে দিবে। শীতলজলে অবগাহন, শীতলজল পান, এবং চিনির সরবৎ, ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও মাখন প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিবে। কিন্তু জ্বর থাকিলে এইসকল শীতল ক্রিয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—মূর্চ্ছারোগে যেসকল আহার-বিহারাদি নিষিদ্ধ, দাহ-রোগেও সেইসমস্ত পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

উন্মাদরোগ।

নিদান ও সাধারণ লক্ষণ।—ক্ষীর-মৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যসমূহ ভোজন; বিষসংযুক্ত দ্রব্যভোজন; অরুচিকর দ্রব্য ভোজন; দেব, দ্বিজ, গুরু প্রভৃতির অবমাননা; অত্যন্ত ভয়, হর্ষ বা শোকাদি কারণে চিত্তের বিঘাত; বিষমভাবে অঙ্গবিন্যাস এবং বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিষম কার্য্যদ্বারা অল্পসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া বুদ্ধিস্থান, হৃদয় ও মনোবহ ধমনীসমূহকে দূষিত করে; তজ্জন্য চিত্তের বিকৃতি উপস্থিত হইলে, তাহাকেই উন্মাদরোগ কহে। ইহা মানসিক রোগ। বুদ্ধির ভ্রান্তি, চিত্তের অস্থিরতা, দৃষ্টির আকুলতা, কার্য্যাদির অস্থিরতা, অসম্বদ্ধ-বাক্যকথন ও হৃদয়ের শূন্যতা, এই কয়েকটী উন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ।

বাতজ-উন্মাদ লক্ষণ —নিরন্তর চিন্তাদ্বারা হৃদয় দূষিত হওয়ার পরে, যদি রুক্ষ, শীতল বা অল্পপরিমিত অন্ন ভোজন, বিরেচন, ধাতুক্ষয় ও উপবাস প্রভৃতি বায়ুবৃদ্ধিকারক নিদান সেবিত হয়, তাহা হইলে বাতজ-উন্মাদ জন্মে। এই উন্মাদে অনুপযুক্ত স্থলে হাস্য, নৃত্য, গীত, বাক্যপ্রয়োগ, অঙ্গ-বিক্ষেপ ও রোদন, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। আরও এই রোগে রোগীর দেহ কৃশ, রুক্ষ ও অরুণবর্ণ হয়। আহারের পরিপাককালে এই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পৈত্তিক-উন্মাদ লক্ষণ।—ঐরূপ চিন্তাদুষ্ট হৃদয়ে, কটু, অম্ল, উষ্ণ, এবং যেসকল দ্রব্যের অম্লপাক হয়, সেইসকল দ্রব্য ভোজন ও অজীর্ণসত্ত্বে ভোজনাদি কারণ সেবিত হইলে, পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পৈত্তিক-উন্মাদরোগ উৎপাদন করে। এই উন্মাদে অসহিষ্ণুতা, আড়ম্বর, বস্ত্রাদিপরিধানে অনিচ্ছা, তর্জ্জন-গর্জ্জন, দ্রুতবেগে পলায়ন, গাত্রের সন্তাপ, ক্রোধ-প্রকাশ, ছায়াসেবনে আকাঙ্ক্ষা, শীতলদ্রব্য পানভোজনে অভিলাষ এবং ত্বক্-মূত্র-চক্ষুনখাদির পীতবর্ণতা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কফজ-উন্মাদ লক্ষণ।—শ্রমজনক কার্য্য হইতে একেবারে বিরত হইয়া, যদি অতিভোজনাদি কফবৃদ্ধিকর নিদানসমূহের সেবা করা যায়, তাহা হইলে হৃদয়স্থ কফ, দূষিত ও পিত্তসংযুক্ত হইয়া, কফজনিত উন্মাদ উৎপাদন করে। এই উন্মাদে বাক্যকথন বা কার্য্যাদির অল্পতা, অরুচি, স্ত্রী-সহবাসে ইচ্ছা, নির্জ্জনস্থানে থাকিতে অভিলাষ, নিদ্রা, বমি, লালাস্রাব, ত্বক্-মূত্র-চক্ষুনখাদির শ্বেতবর্ণতা, এবং আহারের পরে রোগের বৃদ্ধি, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ত্রিদোষ-উন্মাদ লক্ষণ।—স্ব স্ব বৃদ্ধিকারক কারণসমূহদ্বারা বাতাদি তিন দোষই যুগপৎ কুপিত হইয়া, সন্নিপাতজ-উন্মাদ উৎপাদন করে। ইহাতে ঐ তিনদোষজাত উন্মাদের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। ত্রিদোষজ উন্মাদ অসাধ্য।

শোকজ-উন্মাদ লক্ষণ।—কোন কারণে ভীত হইলে, কিংবা ধনক্ষয় ও বন্ধুনাশ ঘটিলে, অথবা অভিলষিত কামিনী প্রভৃতি লাভ করিতে না পারিলে, মন অত্যন্ত আহত হইয়া যে উন্মাদরোগ উৎপাদন করে, তাহাকে শোকজ উন্মাদ কহে। ইহাতে রোগী কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, অতি গোপনীয় বিষয়ও প্রকাশ করিয়া ফেলে, এবং কখন গান, কখন হাস্য, কখনও বা রোদন করিতে থাকে।

বিষজ-উন্মাদ লক্ষণ।—কোন বিষ বা বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে, বিষজ উন্মাদ জন্মিতে পারে। তাহাতে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, মুখ শ্যাববর্ণ, অন্তরে দীনতা ও চেতনানাশ, এবং বল ইন্দ্রিয়শক্তি ও কান্তির হ্রাস হয়।

সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ।—যে কোন উন্মাদরোগে রোগী যদি সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকে এবং অতিশয় কৃশ, দুর্ব্বল ও নিদ্রাশূন্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা।

ভূতোন্মাদ।—এই কয়েকপ্রকার উন্মাদ ব্যতীত ভূতোন্মাদ নামক আর একপ্রকার উন্মাদরোগ আছে। গ্রহগণ মনুষ্যশরীরে আবিষ্ট হইলে এই ভূতোন্মাদ উৎপন্ন হয়। দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব বা জীবশরীরে জীবাত্মা প্রবেশের ন্যায়, গ্রহগণ রোগিশরীরে অদৃশ্যভাবে প্রবিষ্ট হইয়া, স্ব স্ব জাতি বিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ করে। দেবগ্রহগণের পূর্ণিমা তিথি, অসুরগণের প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা, গন্ধর্ব্বগণের অষ্টমী, যক্ষগণের প্রতিপদ,

পিতৃগণের অমাবস্যা, নাগগ্রহগণের পঞ্চমী, রাক্ষসগণের রাত্রিকাল, এবং পিশাচগণের চতুর্দ্দশী তিথি, নর-শরীরে প্রবেশ করিবার সময়। ভূতোন্মাদ রোগে রোগীর বক্তৃতাশক্তি, বল, বিক্রম, তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানাদি অমানুষিক ভাবে বর্দ্ধিত হয়। ইহাই ভূতোন্মাদের সাধারণ লক্ষণ।

গ্রহভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উন্মাদ লক্ষণ।—দেব-গ্রহ-জনিত উন্মাদরোগে রোগী সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, শুদ্ধাচার, গাত্রে দিব্যমাল্যের ন্যায় গন্ধ-বিশিষ্ট, তন্দ্রাহীন, বিশুদ্ধ-সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরদৃষ্টি, বরদাতা ও ব্রাহ্মণানুরক্ত হয়। অসুরগ্রহাবেশে ঘর্ম্মাক্তদেহ, দেব, দ্বিজ, ও গুরুজন প্রভৃতির দোষভাষী, কুটিলদৃষ্টি, নির্ভীক ও দুষ্টাচার হয়, এবং প্রচুর পান ভোজন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না। গন্ধর্ব্বগ্রহজ-উন্মাদে রোগী হৃষ্টচিত্তে নদীতীরে বা বনমধ্যে বিচরণশীল, সদাচারী, সঙ্গীতপ্রিয় ও গন্ধমাল্যাদিতে অনুরক্ত হয়, এবং মৃদু-মধুর হাস্য করিতে করিতে মনোহর নৃত্য করিতে থাকে। যক্ষ-গ্রহজে রোগী রক্তনেত্র, রক্তবস্ত্র-পরিধানে অভিলাষী, গম্ভীর-প্রকৃতি, দ্রুতগামী, অল্পভাষী, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয়; আর সর্ব্বদাই "কাহাকে কি দান করিব" বলিয়া বেড়ায়। পিতৃগ্রহজে রোগী শান্তচিত্ত হইয়া মৃত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধি জলপিণ্ডদানের অভিনয় করে, পিতৃভক্ত হয়, এবং মাংস, তিল, গুড়, পায়স প্রভৃতি দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা করিয়া থাকে। নাগগ্রহজে রোগী কখন কখন সর্পের ন্যায় বুকে ভর দিয়া গমন করে, এবং জিহ্বাদ্বারা বারংবার ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করিতে থাকে। আরও, এই রোগে রোগী ক্রোধালু, এবং গুড়, মধু, দুগ্ধ ও পায়সাদি দ্রব্য ভোজনে অভিলাষী হয়। রাক্ষস-গ্রহদুষ্ট রোগী মাংস, রক্ত ও মদ্য প্রভৃতি দ্রব্য ভোজনে অভিলাষী, অত্যন্ত নির্লজ্জ, অতিশয় নিষ্ঠুর, অতিবলবীর্য্যশালী, ক্রোধী, কদাচার ও রাত্রে বিচরণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে। পিশাচদুষ্ট উন্মাদরোগী ঊর্দ্ধবাহু, উলঙ্গ, কৃশ, রুক্ষদেহ, সর্ব্বদা প্রলাপভাষী, গাত্রে দুর্গন্ধযুক্ত, অত্যন্ত অশুচি, ভোজ্য-বস্তুতে অভিলাষী, বহুভোজনকারী, নির্জ্জনবনে ভ্রমণকারী, ও বিরুদ্ধ-আচরণ-শীল হয়, এবং সর্ব্বদা রোদন ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।—যে ভূতোন্মাদরোগী বিস্ফারিতনেত্র, দ্রুতগামী, ফেনলেহনকারী, ও নিদ্রালু হয়, এবং পতিত হইয়া কাঁপিতে থাকে; অথবা

কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া যদি গ্রহগণ কর্ত্তৃক আবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পীড়া অসাধ্য হইয়া থাকে। ১২ বার বৎসর পর্য্যন্ত উন্মাদরোগ শরীরে অচিকিৎসিতভাবে অবস্থিত থাকিলে, সকলপ্রকার উন্মাদই অসাধ্য হয়।

চিকিৎসা।—বাতিক-উন্মাদরোগে স্নেহপান, পৈত্তিক-উন্মাদে বিরেচন, শ্লৈষ্মিক-উন্মাদে শিরোবিরেচন অর্থাৎ নস্যকর্ম্মদ্বারা শ্লেষ্মস্রাব করান হিতকর। প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুরাতন ঘৃত পান করিলে, উন্মাদরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। শিরোবিরেচন জন্য শিরীষফুল, লশুন, শুঁঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা ও পিপুল, এই কয়েকটী দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়া বটিকা করিবে; বটিকাগুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া, পরে তাহা জলের সহিত ঘষিয়া নস্য লইতে হইবে। ইহা অঞ্জনরূপেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। তর্জ্জন, তাড়ন, ভয়োৎপাদন, বাঞ্ছিতদ্রব্য প্রদান, সান্ত্বনাবাক্য, হর্ষোৎপাদন ও বিস্ময়-উৎপাদন উন্মাদরোগে বিশেষ উপকারক। এই রোগে পুরান-কুষ্মাণ্ডের বীজ বাঁটিয়া, মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। যে চটক-শাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, সেইরূপ চড়ুইছানার মাংস দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে। পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ ও গোরোচনা, এইসকল দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিবে। শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্বেত-অপরাজিতা, লতাফট্‌কীর ছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষের ছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, পান, নস্য, অঞ্জন ও লেপনকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। জলের সহিত ঐ সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা স্নান করান উচিত। ঐসমস্ত দ্রব্যের কল্ক এবং গোমূত্রের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, পান করাইলেও উন্মাদ রোগের উপশম হইয়া থাকে। দেবগ্রহ, গন্ধর্ব্বগ্রহ, বা পিতৃগ্রহ কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইলে, কোনরূপ কঠোর তাড়না বা তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি প্রয়োগ করা উচিত নহে। সারস্বত চূর্ণ, উন্মাদ-গজাঙ্কুশ, উন্মাদভঞ্জনরস, ভূতাঙ্কুশরস, চতুর্ভুজরস ও বাতব্যাধিরোগোক্ত চিন্তামণি, বাতচিন্তামণি ও চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ এবং পানীয়কল্যাণঘৃত, ক্ষীরকল্যাণঘৃত, চৈতস ঘৃত, শিবাঘৃত, মহাপৈশাচিক ঘৃত, নারায়ণতৈল, মহা-

নারায়ণতৈল, মধ্যম-নারায়ণ তৈল, হিমসাগর তৈল ও বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে, উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্য।—যেসকল আহার-বিহারাদিদ্বারা বায়ু প্রশমিত ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এবং শরীর স্নিগ্ধ থাকে, সেইসমস্ত আহার-বিহার উন্মাদরোগের পথ্য। উন্মাদরোগীকে জল, অগ্নি বা কোনরূপ উচ্চস্থান হইতে সর্ব্বদা সাবধানে রাখা আবশ্যক। মূর্চ্ছারোগে পানাহারের জন্য যেসকল দ্রব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উন্মাদরোগীকেও সেইসমস্ত পানাহার করিতে দিবে। নিষেধ-নিয়মও মূর্চ্ছারোগের ন্যায় প্রতিপালন করিতে হইবে।

অপস্মার।

অপস্মাররোগের লক্ষণ ও নিদান।—স্ব স্ব নিদানানুসারে বায়ু, পিত্ত ও কফ অতিমাত্র কুপিত হইয়া, অপস্মাররোগ উৎপাদন করে। চলিত কথায় ইহাকে "মৃগীরোগ" কহে। জ্ঞানশূন্যতা, নেত্রদ্বয়ের বিকৃতি, মুখ হইতে ফেন-বমন, ও হস্তপদাদির বিক্ষেপ, এই কয়েকটী—অপস্মাররোগের সাধারণ লক্ষণ। অপস্মাররোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ের কম্পন, শূন্যতা, ঘর্ম্মনির্গম, অতিরিক্ত চিন্তা ও নিদ্রানাশ, এইসকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই রোগ চারিপ্রকার—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতজ। সকলপ্রকার অপস্মারই প্রতিদিন বা কোন নির্দ্দিষ্ট দিনান্তরে প্রকাশিত না হইয়া, ১২ দিন, ১৫ দিন, বা ১ এক মাস, অথবা তাহার অপেক্ষাও কমবেশী দিনান্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতজ ও পিত্তজ লক্ষণ।—বাতজ-অপস্মারে রোগীর কম্প, দাঁতি-লাগা, ফেনবমন ও ঘন ঘন নিশ্বাস লক্ষিত হয়; আর রোগী চতুর্দ্দিক কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও রুক্ষদেহ নানাপ্রকার মিথ্যামূর্ত্তি দেখিতে থাকে। পিত্তজ-অপস্মারে শরীর উষ্ণ, তৃষ্ণা, মুখ, চক্ষু ও মুখনিঃসৃত ফেন পীতবর্ণ হয়, এবং রোগী সমস্ত

বস্তুই পীত বা লোহিতবর্ণ দেখে; অথবা চতুর্দ্দিকে পীত বা লোহিতবর্ণযুক্ত মিথ্যারূপ দেখিতে পায়, আর তাহার বোধ হয় যেন সমস্ত জগৎ অগ্নিবেষ্টিত রহিয়াছে।

শ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতজ লক্ষণ।—শ্লেষ্মজ-অপস্মারে রোগীর মুখ, চক্ষু ও মুখনিঃসৃত ফেন শ্বেতবর্ণ হয়। গাত্র শীতল, ভার ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে; আর চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণযুক্ত মিথ্যামূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। বাতজ ও পিত্তজ অপস্মার অপেক্ষা ইহাতে বিলম্বে চেতনালাভ হইয়া থাকে। এই তিন দোষজাত অপস্মারের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণসমূহ মিলিত ভাবে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে সন্নিপাতজ অপস্মার কহে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।—সন্নিপাতজ-অপস্মার, ক্ষীণব্যক্তির অপস্মার ও দীর্ঘকালজাত অপস্মাররোগে বারংবার কম্প, শারীরিক ক্ষীণতা, ভ্রূদ্বয়ের সঞ্চালন ও নেত্রবিকৃতি, এই কয়েকটী লক্ষণ লক্ষিত হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

যোষাপস্মার বা হিষ্টিরিয়া।—গর্ভাশয়ের বিকৃতি, রজোনিঃসরণের অভাব বা অল্পতা, স্বামীর অস্নেহ নিষ্ঠুরাচরণ বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে অক্ষমতা, এবং বৈধব্য প্রভৃতি নানাবিধ শোকাদিজন্য মনঃপীড়া, দেহে রক্তের আধিক্য বা অল্পতা, মলবদ্ধতা ও অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে যুবতী-স্ত্রীদিগের একপ্রকার অপস্মার রোগ উৎপন্ন হয়; তাহাকে যোষাপস্মার কহে। ইহার ইংরাজী নাম "হিষ্টিরিয়া।"

হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ।—এই রোগ উপস্থিত হইবার সময়ে প্রথমে বক্ষঃস্থলে বেদনা, জৃম্ভা এবং শারীরিক ও মানসিক গ্লানি প্রকাশ পাইয়া সংজ্ঞানাশ হইয়া থাকে। অপস্মাররোগের ন্যায় ইহাতে ফেন-বমন ও চক্ষুর তারকা বিস্তৃত হয় না। কাহারও কাহারও অকারণ হাস্য, রোদন, চিৎকার, আত্মীয়গণের প্রতি বৃথা দোষারোপ, এবং আপনাকে বৃথা অপরাধী মনে করিয়া অন্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি বিবিধ ভ্রান্তিলক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকে এইসমস্ত লক্ষণ দেখিয়া সেই রোগিণীকে ভূতাবিষ্ট বলিয়া মনে করে। কোন কোন রোগিণী তাহার উদরের অধোদিক্ হইতে ঊর্দ্ধদিকে একটী গোলাকার পদার্থ উত্থিত হইতেছে বলিয়া অনুভব করে এবং তাহার শরীরে কোন না কোন স্থানে বেদনা অনুভব করে। এই রোগে রোগিণী উজ্জ্বল আলোক

দর্শনে বা উচ্চশব্দ শ্রবণে চমকিত হইয়া উঠে এবং পুরুষসংসর্গে তাহার অতিরিক্ত লালসা হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক, নতুবা কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, এই রোগ প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। এই রোগে চেতনাসম্পাদন জন্য মূর্চ্ছারোগের ন্যায় চ'খে ও মুখে জলের ছিটা দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে চেতনা না হইলে, মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠা একত্র মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিবে। যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাদুকা, শিরীষবীজ, লশুন ও কুড় একত্র গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া, নস্য ও অঞ্জন দিবে। এই দুইটী অঞ্জন ও নস্য উন্মাদরোগেও উপকারক। জটামাংসীর নস্য ও ধূম গ্রহণ করিলে, পুরাতন অপস্মার প্রশমিত হয়; উদ্বন্ধনে মৃতব্যক্তির গলরজ্জু পোড়াইয়া, সেই ভস্ম শীতল জলসহ সেবন করাইলে, অপস্মাররোগের উপশম হইয়া থাকে। প্রত্যহ মধুর সহিত /০ এক আনা পরিমিত বচচূর্ণ সেবন করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন; কুমড়ার জলের সহিত যষ্টিমধু বাটিয়া সেবন; এবং দশমূলের কাথপান—অপস্মাররোগে হিতকর। কল্যাণচূর্ণ, বাতকুলান্তক, চণ্ড-ভৈরব রস, স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত, মহাচৈতস ঘৃত, ব্রাহ্মীঘৃত ও পলঙ্কষাদ্য তৈলাদি, দোষের প্রকোপাদি বিবেচনাপূর্ব্বক, অনুপানবিশেষের সহিত অপস্মার-রোগে প্রয়োগ করিতে হয়।

যোষাপস্মারেরও আক্রমণ অবস্থায় মূর্চ্ছারোগের ন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া, রোগিণীর চৈতন্যসম্পাদন করিবে। তৎপরে মূর্চ্ছা ও অপস্মাররোগোক্ত ঔষধ, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। রজোলোপ হইলে, রজঃস্রাব হইবার উপায় বিধান করিবে।

পথ্যাপথ্য।—মূর্চ্ছা ও উন্মাদরোগের সমুদায় পথ্যাপথ্যই এই রোগে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

বাতব্যাধি।

নিদান।— রুক্ষ, শীতল, লঘু বা অল্পপরিমিত দ্রব্য ভোজন, অতিশয় মৈথুন, অধিক রাত্রিজাগরণ, অতিশয় বমন-বিরেচনাদি, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, সাধ্যাতীত উল্লম্ফন, অধিক সন্তরণ, পথপর্য্যটন বা ব্যায়াম, শোক, চিন্তা বা রোগাদিদ্বারা ধাতুক্ষয়, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, আঘাতপ্রাপ্তি, উপবাস এবং কোন দ্রুত-যানাদি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া নানাপ্রকার বাতব্যাধি উৎপাদন করে। বায়ুবিকার অপরিসংখ্যেয়। তন্মধ্যে ৮০ আশীপ্রকার মাত্র শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু সমুদায়গুলির নামোল্লেখ নাই। যে কয়েক-প্রকারের নাম কথিত আছে, আমরা সেই কয়েকটীমাত্র বিকারের নাম ও লক্ষণাদি বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি। অপরগুলির নাম নির্দ্দিষ্ট না হইলেও, বিবেচনাপূর্ব্বক বায়ুনাশক চিকিৎসা করিলেই, তাহা নিবারিত হইয়া থাকে। কয়েক প্রকার বাতব্যাধিতে শ্লেষ্মা ও পিত্তের বিশেষ সংস্রব থাকে; চিকিৎসাকালে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, সেই সেই দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

আক্ষেপ, অপতন্ত্রক ও অপতানক লক্ষণ।—কুপিত বায়ু ধমনী সমূহে অবস্থিত হইয়া, শরীরকে বারংবার ইতস্ততঃ চালিত করিলে, তাহাকে আক্ষেপনামক বাতব্যাধি কহে; আক্ষেপের চলিত নাম "খিচুনী"। যে রোগে বায়ু—হৃদয়, মস্তক ও ললাটদেশের পীড়া জন্মাইয়া, দেহকে ধনুকের ন্যায় নত ও আক্ষিপ্ত করে, তাহার নাম অপতন্ত্রক। আরও, এই রোগে রোগী মূর্চ্ছিত, নির্নিমেষ বা নিমীলিতনেত্র ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং কষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ ও পায়রার ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। যাহাতে দৃষ্টিশক্তিনাশ, সংজ্ঞালোপ ও কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দনির্গম হয়, তাহাকে অপতানক কহে। এই রোগে যখন বায়ু হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই সংজ্ঞানাশ হইয়া রোগ প্রকাশিত হয়; তাহা হৃদয় হইতে চলিয়া গেলেই রোগী স্বাস্থ্য লাভ করে। কুপিত বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া সমুদায় ধমনীকে অবলম্বনপূর্ব্বক যখন দণ্ডের ন্যায় শরীর স্তম্ভিত করিয়া, তাহার আকুঞ্চনাদি শক্তি নষ্ট করে, তখন তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। যে রোগে দেহ ধনুর মত নত হয়, তাহার নাম ধনুঃস্তম্ভ; চলিত কথায় ইহাকে ধনুষ্টঙ্কার কহে।

অন্তরায়াম ও বহিরায়াম ভেদে ধনুঃস্তম্ভ দুই প্রকার। অতিকুপিত বেগবান্ বায়ু অঙ্গুলি, গুল্‌ফ, জঠর, বক্ষঃস্থল, হৃদয় ও গলদেশের স্নায়ুসমূহকে আকর্ষণ করিলে, রোগী ক্রোড়ের দিকে নত হইয়া পড়ে, ইহারই নাম অন্তরায়াম। আরও ইহাতে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ হয়, চোয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, পার্শ্বদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং কফ উদ্‌গীর্ণ হইতে থাকে। ঐরূপ বায়ু পৃষ্ঠের দিকে স্নায়ুসমূহ আকর্ষণ করিলে, রোগী পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া পড়ে; ইহাকেই বহিরায়াম কহে। বহিরায়ামে বক্ষঃস্থল, কটী ও উরু ভগ্নবৎ হয়। এই রোগ স্বভাবতঃ প্রায়ই অসাধ্য। গর্ভপাত, অধিক রক্তস্রাব বা আঘাতাদি কারণে এই রোগ জন্মিলে, তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে।

পক্ষাঘাত বা একাঙ্গবাত লক্ষণ ;—কুপিত-বায়ুকর্ত্তৃক দেহের অর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হইলে, সেই ভাগের শিরা ও স্নায়ুসমূহ সঙ্কুচিত বা বিশুষ্ক হইয়া যায় এবং সন্ধিবন্ধ সম্যক্ বিশ্লিষ্ট হয় ; সুতরাং সেই ভাগ অকর্ম্মণ্য ও অচেতনপ্রায় হইয়া উঠে। এই রোগের নাম পক্ষাঘাত বা একাঙ্গবাত। এই রোগ দুইপ্রকার হইতে দেখা যায় ;—কাহারও বাম-দক্ষিণ বিভাগের একভাগে, কাহারও বা কটিদেশের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগানুসারে একভাগে, এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষাঘাতরোগে বায়ুর সহিত পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা ; এবং কফের অনুবন্ধ থাকিলে, পীড়িত অঙ্গের শীতলতা, শোথ ও অঙ্গের গুরুতা, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্তের বা কফের অনুবন্ধ না থাকিয়া, কেবল বায়ুকর্ত্তৃক পক্ষাঘাত রোগ জন্মিলে, তাহা অসাধ্য হয়। শরীরের অর্দ্ধভাগে ঐরূপ পীড়া উপস্থিত না হইয়া সর্ব্বাঙ্গে হইলে, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গবাত কহে।

অর্দ্দিত-লক্ষণ।—সর্ব্বদা অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন ও সঙ্গীত, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ, হাস্য, জৃম্ভা, ভারবহন ও বিষমভাবে শয়নাদি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া, মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবাদেশ বক্র করে এবং শিরঃকম্প, বাক্যনিরোধ ও নেত্রাদির বিকৃতি উৎপাদন করে ; এই রোগকে অর্দ্দিত কহে। মুখের যে পার্শ্বে অর্দ্দিত রোগ জন্মে, সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে। এই রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে লালাস্রাব, ব্যথা, কম্প, স্ফুরণ, হনুস্তম্ভ (চোয়াল-ধরা), বাগ্‌রোধ এবং ওষ্ঠাধরে শোথ ও শূলনিখাতবৎ বেদনা হয়।

পিত্তের আধিক্যে মুখ পীতবর্ণ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ, এই কয়েকটী উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কফের আধিক্য থাকিলে, গণ্ডস্থল, মস্তক ও মন্যা (ঘাড়ের শিরা), এইসকল স্থান শোথযুক্ত ও স্তব্ধ হইয়া থাকে। যে অর্দ্দিত-রোগী ক্ষীণ, নিমেষশূন্য, এবং অতিকষ্টে অব্যক্তভাষী ও কম্পযুক্ত হয়, অথবা যাহার রোগ তিনবৎসর শরীরে অবস্থিত থাকে, সেইসকল রোগীর আরোগ্য-লাভের আশা থাকে না।

বিবিধ বাতব্যাধি-লক্ষণ।—জিহ্বা-নির্লেখন-কালে অর্থাৎ জিব ছুলি-বার সময়ে, বা কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করিলে, কিংবা কোনরূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে, হনুমূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া, হনুদ্বয় (চোয়াল) শিথিল করে; তাহাতে মুখ সংবৃত (বুজিয়া) থাকিলে বিবৃত (হাঁ) করা যায় না, অথবা বিবৃত থাকিলে সংবৃত করিতে (বুজিতে) পারা যায় না; ইহাকে হনুগ্রহ কহে। দিবানিদ্রা, বিষমভাবে গ্রীবাস্থাপন, বিকৃতভাবে ঊর্দ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত ও কফাবৃত হইয়া, মন্যা অর্থাৎ গ্রীবাদেশস্থ শিরাদ্বয়কে স্তম্ভিত করে; তাহাতে গ্রীবা ফিরাইতে বা ঘুরাইতে পারা যায় না। এই রোগের নাম মন্যাগ্রহ। কুপিত বায়ু বাগ্‌বাহিনী শিরায় অবস্থিত হইলে, জিহ্বাস্তম্ভ রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাতে রোগী পান-ভোজন করিতে ও বাক্যকথনে অসমর্থ হয়। গ্রীবাদেশস্থ শিরাসমূহে কুপিত বায়ু অবস্থিত হইলে, শিরাগ্রহ বা শিরোগ্রহ নামক রোগ উপস্থিত হয়; ইহাতে শিরাসকল রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং রোগী মস্তক-চালনা করিতে পারে না। এই রোগ স্বভাবতঃই অসাধ্য। যে বাতব্যাধিতে প্রথমে স্ফিক (পাছা), তৎপরে যথাক্রমে কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জানু, জঙ্ঘা, ও পাদদেশে স্তব্ধতা, বেদনা ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহাকে গৃধ্রসী-বাত কহে; এই রোগে বাতাধিক্য থাকিলে বারংবার স্পন্দন; এবং বায়ু ও কফ উভয়ের আধিক্যে তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও অরুচি, এই কয়েকটী অধিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বাহুর পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে যেসকল বড় শিরা অঙ্গুলিতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, বায়ুকর্ত্তৃক সেই শিরাগুলি দূষিত হইলে, বাহু অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়াশূন্য হইয়া যায়; ইহাকে বিশ্বচী রোগ কহে। ইহা কখন একটী বাহুতে, কখন বা দুইটী বাহুতেও হইতে দেখা যায়। কুপিত বায়ু ও দূষিত রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া, জানুমধ্যে শৃগালের মস্তকের ন্যায় এক

প্রকার শোথ উৎপাদন করে; তাহাকে ক্রোষ্টুক-শীর্ষ কহে। কটিদেশস্থ কুপিত বায়ু যদি এক পায়ের ঊর্দ্ধজঙ্ঘার বড় শিরাকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, তাহা হইলে খঞ্জতা, আর ঐরূপ দুই পায়ের জঙ্ঘাদেশস্থ শিরা আকর্ষণ করিলে, পঙ্গুতারোগ উৎপন্ন হয়। প্রথম পা ফেলিবার সময়ে, পা যদি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে কলায়-খঞ্জ কহে। এই রোগে সন্ধিসমূহ শিথিল হইয়া যায়। অসম অর্থাৎ উচু নীচু পাদবিন্যাস বা অধিক পরিশ্রম জন্য বায়ু কুপিত হইয়া গুল্‌ফদেশে বেদনা জন্মাইলে, তাহাকে বাতকণ্টক (খড়্‌কা বাত) কহে। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পিত্ত, রক্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া, পাদদাহনামক রোগ উৎপাদন করে। পদদ্বয় স্পর্শশক্তিহীন, বারংবার রোমাঞ্চিত, এবং ঝিনিঝিনি-বেদনাযুক্ত হইলে, তাহাকে পাদহর্ষ কহে। সাধারণ ঝিনিঝিনি-বেদনা অপেক্ষা এই রোগের বেদনা অধিকক্ষণস্থায়ী। বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয় দোষ কুপিত হইয়া, পাদহর্ষরোগ উৎপাদন করে। স্কন্ধদেশস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া, স্কন্ধের বন্ধনস্বরূপ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিলে, অংসশোষ রোগ জন্মে; ইহা কেবল বাতজ। ঐ স্কন্ধস্থিত কুপিত বায়ু শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিলে, তাহাকে অববাহুক রোগ কহে। বায়ু ও কফ এই উভয় দোষ হইতে অববাহুক রোগ জন্মে। কফসংযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনীসমূহকে দূষিত করিলে, মনুষ্য বোবা, মিনমিনে (অস্ফুটভাষী) বা গদ্‌গদভাষী (তোৎলা) হইয়া থাকে। যে রোগে মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উত্থিত হইয়া, গুহ্যদেশে ও লিঙ্গ বা যোনিপ্রদেশে বিদারণবৎ বেদনা জন্মায়, তাহার নাম তূণী। আর ঐরূপ বেদনা, গুহ্যদেশ ও লিঙ্গ বা যোনিপ্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া, প্রবলবেগে পাকাশয়ে গমন করিলে, তাহাকে প্রতিতূণী কহে। পাকাশয়ে বায়ু নিরুদ্ধ থাকিলে, উদরকে স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও গুড়্‌গুড় শব্দবিশিষ্ট করিলে, তাহাকে আধ্মানরোগ কহে। ঐরূপ বেদনা পাকাশয়ে না হইয়া আমাশয় হইতে উত্থিত হইলে, এবং তাহাতে উদর বা পার্শ্বদেশে স্ফীতি না থাকিলে, তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহে। কফকর্ত্তৃক বায়ু আবৃত হইলে, এই প্রত্যাধ্মান রোগ জন্মে। নাভির অধোভাগে পাষাণখণ্ডের ন্যায় কঠিন ঊর্দ্ধদিকে বিতত ও উন্নত এবং সচল বা অচল গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অষ্ঠীলা কহে। অষ্ঠীলা বক্রভাবে অবস্থিত থাকিলে, তাহার নাম প্রত্যষ্ঠীলা। এই উভয় রোগেই মল, মূত্র ও বায়ু নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মস্তক কাঁপিতে থাকিলে, তাহার নাম বেপথু। পদ, জঙ্ঘা, উরু ও করমূল মোচড়াইলে, তাহাকে খল্লী অর্থাৎ খাইল-ধরা কহে।

সাধ্যাসাধ্য।—সকলপ্রকার বাতব্যাধিই কষ্টসাধ্য। রোগ উৎপন্ন হইবা-মাত্র যথাবিধি চিকিৎসা না করিলে, প্রায়ই তাহা অসাধ্য হইয়া উঠে। পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতব্যাধির সহিত বিসর্প, দাহ, অত্যন্ত বেদনা, মলমূত্রের নিরোধ, মূর্চ্ছা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, স্পর্শশক্তি-লোপ, অঙ্গভঙ্গ, কম্প ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব মিলিত হইলে এবং রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ হইলে, প্রায়ই আরোগ্যের আশা থাকে না।

চিকিৎসা।—ঘৃত-তৈলাদি স্নেহপ্রয়োগই সমুদায় বাতব্যাধির সাধারণ চিকিৎসা। অপতন্ত্রক ও অপতানক প্রভৃতি রোগে চেতনাসম্পাদন জন্য তীক্ষ্ণ নস্য দেওয়া আবশ্যক। মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র-তুলসী—সমভাগে এই-সকল চূর্ণের নস্য লইলে, অপতন্ত্রক প্রভৃতি রোগে সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধবলবণ ও থৈকল এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, আদার রসের সহিত সেবন করিলে, অপতন্ত্রক রোগের উপশম হয়। অপতানক রোগে দশ-মূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ভোজনের পূর্ব্বে মরিচচূর্ণের সহিত অম্লদধিভোজন অপতানক রোগে হিতকর। পক্ষাঘাত রোগে মাষকলাই, আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা, ইহাদের ক্বাথে হিং ও সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। পিপুলমূল, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের কল্ক এবং মাষকলায়ের ক্বাথের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। অথবা মাষকলাই, আলকুশী, আতইচ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুল্ফা, ও সৈন্ধব-লবণ এইসকল দ্রব্যের কল্ক, তৈলের চতুর্গুণ-পরিমিত মাষকলাই ও বেড়েলার পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। অর্দ্দিত রোগে মুখ বিবৃত (হাঁ) হইয়া থাকিলে, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা হনুস্থান এবং তর্জ্জনীদ্বারা চিবুক ধরিয়া চাপ দিয়া মিলিত করিয়া দিবে। হনু শিথিল হইয়া পড়িলে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে। মুখ স্তব্ধ হইয়া থাকিলে স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। লশুন ছেঁচিয়া মাখনের সহিত ভক্ষণ করিলে, অর্দ্দিত-রোগের উপশম হয়। বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গন্ধতৃণ ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, এবং ঐ ক্বাথের নস্য লইলে, অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী রোগ প্রশমিত হয়।

মন্যাস্তম্ভরোগে কুক্কুট-ডিম্বের দ্রবভাগ, লবণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত এবং উষ্ণ করিয়া, তাহাদ্বারা গ্রীবাদেশ মর্দ্দন করিবে। অশ্বগন্ধামূলের প্রলেপ দিলে, এবং সর্ষপতৈল মর্দ্দন করিলেও মন্যাস্তম্ভের উপশম হয়। বাগ্‌বাহিনী শিরা বিকৃত হইলে, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি স্নেহ-পদার্থের কবলধারণ হিতকর। বিশ্বচী ও অববাহুক রোগে দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাই, ইহাদের কাথে তৈল ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া, রাত্রিভোজনের পর তাহার নস্য লইতে দিবে। বাহুশোষ রোগে শালপাণীর সহিত দুগ্ধপাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে। গৃধ্রসী রোগে মৃদু অগ্নিতে নিসিন্দার কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথ সচল লবণের সহিত পান করিলে, গৃধ্রসীবশতঃ বঙ্ক্ষণ ও বস্তিদেশের স্থায়ীবেদনা প্রশমিত হয়। ত্রিফলার কাথের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন করিলে, গৃধ্রসী ও উরুগ্রহরোগ প্রশমিত হয়। দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের কাথের সহিত এরণ্ড-তৈল পান করিলে, গৃধ্রসী, খঞ্জতা ও পঙ্গুতারোগের উপশম হয়। আধ্মানরোগে পিপুলচূর্ণ ২ দুই তোলা, তেউড়ীর মূলচূর্ণ ৮ আট তোলা, এবং চিনি ৮ আট তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, [৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে। দেবদারু বা কুড়, শুল্‌ফা, [হিং ও সৈন্ধব-লবণ একত্র কাঁজির সহিত বাটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, শূল ও আধ্মান রোগ প্রশমিত হয়। প্রত্যাধ্মান রোগে বমন ও লঙ্ঘন এবং অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ প্রয়োগ, অথবা পিচকারী দেওয়াউপকারক। শিরাগ্রহ বা শিরোগ্রহরোগে দশমূলের কাথ ও টাবানেবুর রসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দ্দন করিবে। অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা রোগে গুল্মরোগের ন্যায় সমস্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। তূণী ও প্রতিতূণী রোগে স্নেহপিচকারী দেওয়া আবশ্যক এবং হিং ও যবক্ষারমিশ্রিত উষ্ণঘৃত পান করাইবে। খল্লীরোগে তৈলের সহিত কর্পূর বা কুড়, সৈন্ধব-লবণ ও চুক্র মিশ্রিত ও গরম করিয়া মর্দ্দন করিবে। বাত-কণ্টক রোগে জোঁক প্রভৃতিদ্বারা রক্তমোক্ষণ, এরণ্ড-তৈল পান এবং উত্তপ্ত-সূচী প্রভৃতিদ্বারা পীড়িত স্থান দগ্ধ করা উচিত। ক্রোষ্টুক-শীর্ষ ও পাদদাহ রোগের চিকিৎসা বাতরক্ত-রোগের ন্যায় কর্ত্তব্য। মসূরকলাই প্রথমতঃ পেষণ করিবে, পরে তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলেও পাদদাহ রোগের শান্তি হয়। অথবা পদদ্বয়ে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির উত্তাপ দিবে। পাদহর্ষ রোগে কুব্জপ্রসারিণী তৈল হিতকর।

ব্যবস্থেয় ঔষধ ও তৈলাদি।—সকলপ্রকার বাতব্যাধিতেই তৈল-মর্দ্দন করা প্রধান চিকিৎসা। ভিন্ন ভিন্ন তৈলের উপকারিতা এবং প্রত্যেক রোগের অবস্থাবিশেষ বিবেচনা করিয়া, স্বল্প-বিষ্ণুতৈল, বৃহৎ-বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ-তৈল, মধ্যম-নারায়ণ তৈল, মহানারায়ণ তৈল, সিদ্ধার্থক তৈল, হিমসাগর তৈল, বায়ুচ্ছায়া-সুরেন্দ্র তৈল, মাষবলাদি তৈল, পুষ্পরাজ-প্রসারিণী তৈল, কুব্জপ্রসারিণী তৈল ও মহামাষ তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। সেবনের জন্য রাস্নাদি পাচন, কল্যাণাবলেহ, স্বল্পরসোনপিণ্ড, ত্রয়োদশাঙ্গ-গুগগুলু, দশমূলাদ্য ঘৃত, ছাগলাদ্য ঘৃত ও বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত এবং চতুর্ম্মুখ, বাতগজাঙ্কুশ, বৃহৎ-বাতগজাঙ্কুশ, যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণি রস ও বৃহৎ বাতচিন্তামণি রস প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—বাতব্যাধিমাত্রেই স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর আহারাদি নিতান্ত উপযোগী। মূর্চ্ছারোগে যেসমস্ত দ্রব্য পানাহার জন্য কথিত হইয়াছে, সেইসমস্ত দ্রব্য এবং রোহিত-মৎস্যের মস্তক (মুড়ো) ও মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে। স্নানাদি—মূর্চ্ছারোগোক্ত নিয়মানুসারে করিতে হইবে। পক্ষাঘাতরোগে কেবলমাত্র কফের সংস্রব থাকিলে, অথবা অন্য কোন বাতব্যাধিতে কফের উপদ্রব ও জ্বরাদি দৃষ্ট হইলে, উষ্ণজলে কদাচিৎ স্নান করা উচিত এবং যাবতীয় শৈত্যক্রিয়া পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মূর্চ্ছারোগে যেসকল আহার-বিহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, সাধারণ বাতব্যাধিতেও সেইসমস্ত নিষিদ্ধ।

বাতরক্ত।

নিদান।—অতিরিক্ত লবণ, অম্ল, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অপক্ক অথবা দুর্জ্জর দ্রব্য ভোজন; জলচর ও আনুপচর জীবের শুষ্ক কিংবা পচা মাংস ভোজন; যে কোন মাংস অধিক পরিমাণে ভোজন; কুলখকলায়, মাষকলায়, তিলবাঁটা, মূলা, শিম, ইক্ষুরস, কাঁজি ও মদ্য প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন; সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন; পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার; ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, এইসমস্ত কারণ, এবং হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্রাদি যানে অতিরিক্ত ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে রক্ত বিদগ্ধ হইয়া, কুপিত বায়ুর সহিত মিলিত হইলে, বাতরক্ত রোগ জন্মে। এই রোগ প্রথমে পাদমূল বা হস্তমূল হইতে আরম্ভ হইয়া মূষিকবিষের ন্যায় মন্দ মন্দ বেগে ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। বাতরক্ত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত ঘর্ম্মনির্গম বা একেবারে ঘর্ম্মনিরোধ, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ও স্পর্শশক্তির লোপ, কোন স্থান ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিস্থানের শিথিলতা, আলস্য, অবসন্নতা, স্থানে স্থানে পিড়কার (ব্রণবিশেষের) উৎপত্তি এবং জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত-পদ ও সন্ধিসমূহে সূচীবেধবৎ বেদনা, স্পন্দন, বিদারণবৎ যাতনা, ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পতা, কণ্ডু, সন্ধিস্থলে বারংবার বেদনার উৎপত্তি এবং অঙ্গমধ্যে পিপীলিকা-সঞ্চরণের ন্যায় অনুভব, এইসকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ।—বাতরক্তে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, শূল, স্ফুরণ, ভঙ্গবৎ পীড়া, রুক্ষশোথ, শোথস্থানের কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণতা, পীড়ার সমুদায় লক্ষণেরই কখনও বৃদ্ধি, কখনও বা হ্রাস, ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ; অঙ্গবেদনা, অত্যন্ত যাতনা, শীতলস্পর্শাদিতে দ্বেষ ও অনুপকার, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। রক্তের প্রকোপ অধিক থাকিলে, তাম্রবর্ণ শোথ, তাহাতে কণ্ডু, ক্লেদস্রাব, অতিশয় দাহ ও সূচীবেধবৎ বেদনা বা চিমিচিমি বেদনা হয়; এবং স্নিগ্ধ ও রুক্ষ-

ক্রিয়াদ্বারা এই পীড়ার শান্তি হয় না। পিত্তের আধিক্য থাকিলে, দাহ, মোহ, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, মত্ততা ও তৃষ্ণা হয়; আর শোথস্থান স্পর্শ করিতে যাতনা, শোথ রক্তবর্ণ ও দাহযুক্ত, স্ফীত এবং পাক ও উষ্মাবিশিষ্ট হইয়া থাকে; কফের আধিক্যে স্তৈমিত্য, গুরুতা, স্পর্শশক্তির অল্পতা এবং শরীরের চাকচিক্য, শীতস্পর্শতা, কণ্ডু ও অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। দোষদ্বয়ের বা তিনদোষের আধিক্য থাকিলে, সেই সেই দোষজ লক্ষণ মিলিতভাবে লক্ষিত হয়।

সাধ্যাসাধ্য। একদোষজ এবং অল্পদিনজাত বাতরক্ত সাধ্য, পীড়া একবৎসরের হইলেই তাহা যাপ্য হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন দ্বিদোষজ বাতরক্তও যাপ্য। ত্রিদোষজ বাতরক্ত এবং নিদ্রানাশ, অরুচি, শ্বাস, মাংসপচন, শিরোবেদনা, মোহ, মত্ততা, ব্যথা, তৃষ্ণা, জ্বর, মূর্চ্ছা, কম্পন, হিক্কা, পঙ্গুতা, বিসর্প, শোথের পাক, সূচীবেধবৎ অত্যন্ত যাতনা, ভ্রম, ক্লান্তি, অঙ্গুলির বক্রতা, স্ফোট, দাহ, মর্ম্মবেদনা ও অর্ব্বুদ (আব), এইসকল উপদ্রবযুক্ত, অথবা কেবলমাত্র মোহ-উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত অসাধ্য। যে বাতরক্ত পীড়া পাদমূল হইতে জানু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এবং যাহাতে ত্বক্ দলিত ও বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহাও অসাধ্য।

চিকিৎসা।—বাতরক্ত-রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইবামাত্র চিকিৎসা করান আবশ্যক; নতুবা সমুদায় লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। যেসকল স্থানের স্পর্শশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, জোঁক লাগাইয়া বা কোন অস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত করিয়া, সেই স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। অঙ্গ শুষ্ক হইলে, বা বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য নহে। স্নেহ-যুক্ত বিরেচক ঔষধ এবং স্নেহদ্রব্যের পিচকারী দেওয়া বাতরক্ত-পীড়ায় হিতকর। বিরেচনের জন্য ৩ তিনটী বা ৫ পাঁচটী, অথবা রোগীর বলাদি অনুসারে তদপেক্ষা অল্পাধিক পরিমিত হরীতকী, পুরাতন-গুড়ের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। সোন্দালফলের মজ্জা, গুলঞ্চ ও বাসকছালের ক্বাথের সহিত এরণ্ড-তৈল পান করিলেও বিরেচন হইয়া বাতরক্ত-রোগের উপশম হয়। কোন স্থানে বেদনা থাকিলে, গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, শুলফা, হরিদ্রা একত্র জলের সহিত বাঁটিয়া, প্রলেপ দিবে। রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়েলা একত্র দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও বাতরক্ত প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের ক্বাথ, কল্ক, চূর্ণ বা রস, ইহার মধ্যে যে কোন একটী কল্প নিয়মিতরূপে সেবন করিলে, বাতরক্তে বিশেষ

উপকার হইয়া থাকে। অমৃতাদি, বাসাদি, নবকার্ষিক ও পটোলাদি পাচন; নিম্বাদিচূর্ণ, কৈশোর গুগ্‌গুলু, রসাভ্রগুগ্‌গুলু, বাতরক্তান্তক রস, গুড়ূচ্যাদি লৌহ, মহাতালেশ্বর রস, গুড়ূচীঘৃত, অমৃতাদ্য ঘৃত, বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল, মহারুদ্র গুড়ূচীতৈল, রুদ্রতৈল, মহারুদ্রতৈল ও মহাপিণ্ডতৈল প্রভৃতি ঔষধ এবং কুষ্ঠরোগোক্ত পঞ্চতিক্ত ঘৃত, প্রভৃতি কতিপয় ঔষধাদি বিবেচনা পূর্ব্বক বাতরক্ত রোগে প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে পুরাতন-চাউলের অন্ন মুগের বা বুটের দাল, তিক্তরসযুক্ত তরকারী; অথবা পটোল, ডুমুর, ঠটে‘কলা, মানকচু, উচ্ছে, করোলা, পাকা-ছাঁচিকুমড়া প্রভৃতির তরকারী; এবং হেলেঞ্চা, নিমপত্র, শ্বেত পুনর্নবা ও পটোলপত্রের শাক ভোজন উপকারক। রাত্রিকালে লুচি বা রুটী, ঐসমস্ত তরকারী, অল্পমিষ্ট-সংযোগে প্রস্তুত যে কোন খাদ্য এবং অল্প দুগ্ধ আহার কর্ত্তব্য। জলখাবার খাইবার সময়ে ছোলাভিজা খাইলে, বাতরক্তে বিশেষ উপকার হয়। ব্যঞ্জনাদি ঘৃতপক্ক করিতে হইবে। কাঁচা ঘৃতও সহ্যানুসারে খাইলে উপকার পাওয়া যায়।

নিষিদ্ধ দ্রব্য।—নূতন চাউলের অন্ন, গুরুপাক দ্রব্য, যাহা খাইলে অম্লপাক হয় সেই সকল দ্রব্য, মৎস্য, মাংস, মদ্য, শিম, মটর, গুড়, দধি, অধিক দুগ্ধ, তিল, মাষকলাই, মূলা, অপরাপর শাক, অম্ল, বিলাতী-কুমড়া, গোল আলু, পিয়াজ, রসুন, লঙ্কার ঝাল ও অধিক মিষ্ট—এই সমস্ত ভোজন এবং মলমূত্রাদির বেগরোধ, অগ্নি বা রৌদ্রের সন্তাপসেবন, ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি বাতরক্ত রোগে অনিষ্টকারক।

উরুস্তম্ভ।

নিদান।—অধিক শীতল বা উষ্ণ দ্রব্য এবং কঠিন, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ বা রুক্ষদ্রব্য ভোজন, পূর্ব্বের আহার সম্পূর্ণরূপে পরিপাক না পাইতে পুনর্ব্বার ভোজন, পরিশ্রম, শরীরের অধিক চালনা, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি কারণে, কুপিত বায়ু, শ্লেষ্মা ও আমরক্ত-যুক্ত পিত্তকে দূষিত করিয়া, উরুতে অবস্থিত হইলে উরুস্তম্ভ রোগ জন্মে।

লক্ষণ।—এই রোগে উরু স্তব্ধ, শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয় এবং উরু উত্তোলন বা চালনা করিবার শক্তি থাকে না। আরও, এই রোগে অত্যন্ত চিন্তা, অঙ্গবেদনা, স্তৈমিত্য অর্থাৎ অঙ্গে ভিজাবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, তন্দ্রা, অরুচি, জ্বর এবং পদের অবসন্নতা, স্পর্শশক্তির নাশ ও কষ্টে অঙ্গচালন এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় উরুস্তম্ভের নামান্তর আঢ্যবাত।

উরুস্তম্ভ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অধিক নিদ্রা, অত্যন্ত চিন্তা, স্তৈমিত্য, জ্বর, রোমাঞ্চ, অরুচি, বমি এবং জঙ্ঘা ও উরুর দুর্ব্বলতা, এইসমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মৃত্যুসম্ভাবনা।—এই রোগে দাহ, সূচীবেধবৎ বেদনা ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা না করিলে, ইহা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।—যেসকল ক্রিয়াদ্বারা কফের শান্তি হয়, অথচ বায়ুর প্রকোপ অধিক না হয়, উরুস্তম্ভে সেইরূপ চিকিৎসা করা আবশ্যক। তথাপি প্রথমে রুক্ষক্রিয়া দ্বারা কফের শান্তি করিয়া, পরে বায়ুর শান্তি করা উচিত। প্রথমতঃ স্বেদ, লঙ্ঘন ও রুক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত রুক্ষক্রিয়াদি দ্বারা বায়ু অধিক কুপিত হইয়া নিদ্রানাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিলে, স্নেহস্বেদ প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। ডহরকরঞ্জের ফল ও সর্ষপ; কিংবা অশ্বগন্ধা, আকন্দ, নিম বা দেবদারুর মূল; অথবা দন্তী ইন্দুরকাণী, রাস্না ও সর্ষপ; কিংবা জয়ন্তী, রাস্না, সজিনার ছাল, বচ, কুড়চি ও নিম,—এই কয়েকটীর যে কোন একটী

যোগ, গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, উরুস্তম্ভে প্রলেপ দিবে। সর্ষপচূর্ণ ও উই-মৃত্তিকা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা ধুতূরাপাতার সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণ-ধুতূরার মূল, ঢেঁড়িফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপত্র, সজিনাছাল ও সর্ষপ, এইসমস্ত গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও উরুস্তম্ভের শান্তি হয়। ত্রিফলা, পিপুল, মুতা, চই ও কট্‌কী,—ইহাদের চূর্ণ, অথবা কেবল ত্রিফলা ও কট্‌কী,—এই দুইটী দ্রব্যের চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, মধুর সহিত সেবন করিলে, উরুস্তম্ভ প্রশমিত হয়। পিপুলমূল, ভেলার মুটী ও পিপুল, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ভল্লাতকাদি ও পিপ্পল্যাদি পাচন, গুঞ্জাভদ্ররস, অষ্টকটূর তৈল, কুষ্ঠাদ্য তৈল ও মহাসৈন্ধবাদ্য তৈল প্রভৃতি উরুস্তম্ভ রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে পুরাতন-চাউলের অন্ন, কুলথকলায়, মুগ, ছোলা ও মসূরের দাল; পটোল, ডুমুর, মাণকচু, উচ্ছে, করেলা, সজিনার ডাঁটা, ইচোড়, বেগুন, রসুন ও আদা প্রভৃতির তরকারী; ছাগ, কপোত বা কুক্কুট প্রভৃতির মাংসরস; এবং সহ্যমত ঘৃত ও অল্প ঘোল আহার করিবে। রাত্রিকালে লুচি বা রুটী, ঐ সমস্ত তরকারী এবং ঘৃত, ময়দা, স্থুজি ও অল্প চিনি-সংযোগে প্রস্তুত গজা, মোহনভোগ, মিঠাই প্রভৃতি দ্রব্য অল্প পরিমাণে আহার করা উচিত। জলখাবারের জন্য কিস্‌মিস্‌, সোহারা ও খেজুর প্রভৃতি কফনাশক ও বায়ুর অবিরোধী ফল খাইতে দিবে। গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে হইবে। স্নান যত কম হয়, তাহাই ভাল; নিতান্তই স্নানের আবশ্যক হইলে, গরম জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে, নদীর জলে স্নান ও স্রোতের প্রতিকূলদিকে সন্তরণ ব্যবস্থেয়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—গুরুপাক দ্রব্য, কফজনক দ্রব্য, মৎস্য, গুড়, দধি, পুঁইশাক, মাষকলাই, পিষ্টকাদি, অধিক পরিমিত আহার এবং মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ ও হিমলাগান প্রভৃতি উরুস্তম্ভ রোগে অনিষ্টকারক।

আমবাত।

নিদান ও লক্ষণ।—ক্ষীরমৎস্যাদি-সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য আহার, স্নিগ্ধান্ন ভোজন, অতিরিক্ত মৈথুন, ব্যায়াম, সন্তরণাদি জলক্রীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও গমনাগমনশূন্যতা প্রভৃতি কারণে অপক্ব আহাররস বায়ুকর্ত্তৃক আমাশয় ও সন্ধিস্থল প্রভৃতি কফস্থানে সঞ্চিত ও দূষিত হইয়া, আমবাতের উৎপাদন করে চলিত কথায় এই রোগকে বাতের পীড়া কহে। অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, দেহের গুরুতা, জ্বর, অপরিপাক ও শোথ, এই কয়েকটী আমবাতের সাধারণ লক্ষণ।

কুপিত আমবাতের উপদ্রব।—আমবাত অধিক কুপিত হইলে, সকল রোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক হয়; এবং তৎকালে হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্‌ফ, কটি, জানু, উরু ও সন্ধিস্থানসমূহে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়। আরও, ঐসময়ে দুষ্ট আম যে যে স্থান অবলম্বন করে, সেই সেই স্থানে বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অত্যন্ত যাতনা এবং অগ্নিমান্দ্য, মুখ-নাসাদি হইতে জলস্রাব, উৎসাহহানি, মুখের বিরসতা, দাহ, অধিক মূত্রস্রাব, কুক্ষিদেশে শূল ও কঠিনতা, দিবসে নিদ্রা রাত্রিতে অনিদ্রা, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে বেদনা, মলবদ্ধতা, শরীরের জড়তা, উদরের মধ্যে শব্দ ও আনাহ প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

দোষভেদে লক্ষণ।—বাতজ আমবাতে শূলবৎ বেদনার আধিক্য; পৈত্তিকে গাত্রদাহ ও শরীরের রক্তবর্ণতা; এবং কফজে আর্দ্রবস্ত্র অবগুণ্ঠনের ন্যায় অনুভব, গুরুতা ও কণ্ডূ এই কয়েকটী লক্ষণ অধিক লক্ষিত হয়। দুই দোষ বা তিনদোষের আধিক্যে ঐসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। একদোষজ আমবাত সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য এবং সন্নিপাতজ ও সর্ব্বদেহগত শোথের লক্ষণযুক্ত আমবাত অসাধ্য।

চিকিৎসা।—পীড়ার প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসা করা আবশ্যক, নতুবা তাহা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। লঙ্ঘন, স্বেদ ও বিরেচন,—আমবাতের প্রধান চিকিৎসা। বালুকার পুটলী উত্তপ্ত করিয়া, তদ্দ্বারা বেদনাস্থানে স্বেদ দিবে;

অথবা কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, তিল্ল, যব, লাল-ভেরেণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্নবা ও শণবীজ, এইসমস্ত দ্রব্য অথবা ইহাদের মধ্যে যে কয়েকটী দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই কুট্টিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া, দুইটী পুঁটলী বাঁধিতে হইবে। একটী হাঁড়ির মধ্যে কাঁজি দিয়া, একখানি বহুছিদ্রযুক্ত শরা-দ্বারা সেই হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া, সংযোগস্থানে কাপড়-মাটীর লেপ দিতে হইবে। পরে ঐ কাঁজিপূর্ণ হাঁড়িটী অগ্নিজ্বালে চড়াইয়া, শরার উপরে এক একটী পুঁটলী গরম করিয়া লইবে। ঐ উত্তপ্ত পুঁটলীদ্বারা স্বেদ দিলে, আমবাতের বেদনা নিবারিত হয়। এই স্বেদকে শঙ্করস্বেদ কহে। কুলেখাড়া, কেউমূল, সজিনাছাল ও উইমাটী গোমূত্রসহ বাঁটিয়া এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, আমবাতের উপশম হয়। অথবা শুল্‌ফা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পীত-বেড়েলা, পুনর্নবা, শঠী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিং, এইসকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণজীরা, পিপুল, নাটার বীজের শস্য ও শুঁঠ, সমভাগে আদার রসের সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও শীঘ্র বেদনার শান্তি হয়। তেকাঁটাসীজের আঠা, লবণমিশ্রিত করিয়া, বেদনাস্থানে লাগাইলে, বেদনার উপশম হইয়া থাকে। বিরেচন জন্য দশমূলের বা শুঁঠের কাথের সহিত অথবা উষ্ণদুগ্ধের সহিত অর্দ্ধছটাক বা কোষ্ঠানুসারে তদপেক্ষা অল্পাধিক মাত্রায় এরণ্ডতৈল পান করিতে দিবে। তেউড়ীমূল-চূর্ণ ১২ বার মাষা, সৈন্ধব-লবণ ১২ বার মাষা ও শুঁঠের চূর্ণ ২ দুই মাষা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।• চারি আনা বা ।৵• ছয় আনা মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবন করিলেও বিরেচন হইয়া আমবাতের শান্তি হয়; অথবা কেবল তেউড়ীচূর্ণে তেউড়ীর কাথের ভাবনা দিয়া, তাহাই ঐরূপ মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবন করাইবে। চিতামূল, কটুকী, আকনাদী, ইন্দ্রযব, আতইচ, ও গুলঞ্চ; অথবা দেবদারু, বচ, মুতা, আতইচ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ গরম জলের সহিত পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, আমবাতের উপশম হয়। রাস্নাপঞ্চক, রাস্নাসপ্তক, রসোনাদি কষায় ও মহারাস্নাদি কাথ—আমবাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বিরেচনের আবশ্যক হইলে, ঐসকল কাথের সহিত এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করান যায়। হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, অলম্বু-ষাদ্যচূর্ণ, বৈশ্বানরচূর্ণ, অজমোদাদিবটক, যোগরাজ-গুগ্‌গুলু, বৃহৎ যোগরাজ-গুগ্‌গুলু, সিংহনাদ-গুগ্‌গুলু, রসোনপিণ্ড, মহারসোনপিণ্ড, আমবাতারি বটিকা, বাতগজেন্দ্র-

সিংহ প্রভৃতি ঔষধ; প্রসারিণীতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল, বিজয়ভৈরব তৈল, এবং বাতব্যাধিকথিত কুব্জপ্রসারিণী ও মহামাষ প্রভৃতি তৈল, আমবাতরোগে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্য।—উরুস্তম্ভরোগে যেসমস্ত পথ্যাপথ্য বিধি লিখিত হইয়াছে, আমবাত রোগেও সেইসকল প্রতিপালন করা বিধেয়। স্নান না করিয়া নিতান্ত কষ্টবোধ হইলে, কোন কোন দিন গরম জলে স্নান করিবে। তূলা ও ফ্লানেল দ্বারা বেদনাস্থান সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক। জ্বর থাকিলে, অন্নাহার বন্ধ করিয়া, রুক্ষরুটী অথবা সাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য আহার করিতে হইবে।

শূলবেদনা।

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ। যে রোগে উদরমধ্যে শূলনিখাতবৎ বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে শূলরোগ কহে। এই রোগ আটপ্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও আমদোষজ। এই আটপ্রকার ব্যতীত পরিণাম-শূল ও অন্নদ্রব-শূল নামক আরও দুইপ্রকার শূলরোগ আছে। সমুদায় শূলই অতি যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টসাধ্য।

বাতজশূল।—ব্যায়াম, অশ্বাদিযানে ভ্রমণ, অতিমৈথুন, রাত্রি-জাগরণ, অতিশয় শীতল জলপান এবং মটর, মুগ, অড়হর, কোদধান্য, রুক্ষদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অঙ্কুরিত-ধান্যের অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন; মল, মূত্র, বায়ু ও শুক্রের বেগধারণ; শোক, উপবাস ও অতিশয় হাস্য বা বাক্যকথন, এইসমস্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বাতজশূল উৎপাদন করে। এই শূলে হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, কটী, ও বস্তি-দেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, ভঙ্গবৎ বেদনা, মল ও অধোবায়ুর নিরোধ এবং আহার জীর্ণ হইলে, অথবা শীত ও বর্ষা ঋতুতে পীড়ার আধিক্য, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ শূল।—কার, অতি তীক্ষ্ণ ও অতি উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, যেসকল দ্রব্যের অম্লপাক হয়—সেইসমস্ত দ্রব্য ভোজন, শিম, তিলবাটা, কুলথ-কলায়ের যূষ, কটু ও অম্লরস, মদ্য ও তৈল পান, ক্রোধ, রৌদ্র ও অগ্নির সন্তাপ, পরিশ্রম এবং অতিমৈথুন প্রভৃতি কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পিত্তজ-শূল উৎপাদন করে। ইহাতে নাভিদেশে বেদনা, তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও চোষ অর্থাৎ নিকটে অগ্নি থাকিলে যেরূপ চূষণবৎ পীড়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ যাতনা, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রিতে, আহারের পরিপাককালে এবং শরৎ-ঋতুতে এই শূল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ-শূল।—জল বা জলসমীপজাত জীবের মাংস, ছানা, দধি, ইক্ষুরস, পিষ্টক, খিচুড়ী, তিলতণ্ডুল এবং অন্যান্য যাবতীয় কফবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন করিলে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মজ-শূল উৎপাদন করে। তাহাতে আমাশয়ে বেদনা, বমনবেগ, কাস, দেহের অবসন্নতা, মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব এবং কোষ্ঠপ্রদেশের স্তব্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। আহার করিবামাত্র, প্রাতঃকালে এবং শীত ও বসন্ত ঋতুতে কফজ শূল অধিক প্রকুপিত হয়।

দ্বিদোষজ-শূল।—দ্বিদোষজ শূল মধ্যে বাতশ্লৈষ্মিক-শূল—বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে; পিত্তশ্লেষ্মজ-শূল—কুক্ষি, হৃদয় ও নাভিদেশে; এবং বাত-পৈত্তিক-শূল পূর্ব্বোক্ত বাতজ ও পিত্তজ শূলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উৎপন্ন হয়। বাত-পৈত্তিক-শূলে জ্বর ও দাহ অধিক হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ-শূল।—স্ব স্ব কারণে বাতাদি তিন দোষই যুগপৎ কুপিত হইয়া, ত্রিদোষজ-শূল উৎপাদন করে। তাহাতে ঐসমস্ত লক্ষণই মিলিত ভাবে প্রকাশিত হয়। ইহা অসাধ্য ও আশুপ্রাণনাশক।

আমজ-শূল।—আমজ অর্থাৎ অপক্করসজাত-শূলরোগে উদরে গুড়্‌ গুড়্‌ শব্দ, বমন বা বমনবেগ, দেহের গুরুতা, শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, মল-মূত্রের নিরোধ, কফস্রাব এবং কফজ-শূলের অন্যান্য লক্ষণসমূহও লক্ষিত হয়।

সাধ্যাসাধ্য।—এইসমস্ত শূলমধ্যে একদোষজাত শূল সাধ্য; দুইদোষ-জাত কষ্টসাধ্য; আর ত্রিদোষজ এবং অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, মূর্চ্ছা,

আনাহ; দেহের গুরুতা, জ্বর, ভ্রম, অরুচি, কৃশতা ও বলহানি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত শূলরোগ অসাধ্য।

পরিণাম-শূল।—আহারের পরিপাক অবস্থায় যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে পরিণাম-শূল কহে। বায়ুবর্দ্ধক কারণসমূহ অত্যন্ত সেবিত হইলে, বায়ু কুপিত হইয়া, কফ এবং পিত্তকে দূষিত করে; তাহাতেই এই শূল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পরিণাম-শূলের দোষভেদে লক্ষণ।—পরিণামশূলে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, উদরাধ্মান, উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, মল-মূত্রের নিরোধ, মনের অসুস্থতা ও কম্প, এইসমস্ত অতিরিক্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য সেবনে এই শূলের উপশম হইতে দেখা যায়। পিত্তের আধিক্যে তৃষ্ণা, দাহ, চিত্তের অসুস্থতা, ঘর্ম্ম ও শীতল-ক্রিয়ায় পীড়ার উপশম, এই কয়েকটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কটু, অম্ল বা লবণরস ভোজনে এই শূলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কফের আধিক্য থাকিলে, বমি বা বমনবেগ, মূর্চ্ছা ও অল্পক্ষণস্থায়ী বেদনা হয়। কটু বা তিক্তরস সেবনে এই শূলের উপশম হইতে দেখা যায়। দুইদোষ বা তিনদোষের মিলিত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তদনুসারে তাহাকে দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ পরিণাম-শূল নামে অভিহিত করা হয়। ত্রিদোষজ পরিণাম-শূলে রোগীর বল, মাংস বা অগ্নি ক্ষীণ হইলে, তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

অন্নদ্রব-শূল-লক্ষণ।—ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকের সময়ে অথবা অপক্ক অবস্থাতে অনির্দ্দিষ্টরূপে যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্নদ্রব-শূল কহে। এই শূল পথ্য-ভোজনাদিদ্বারা উপশান্ত হয় না;—বমি হইয়া গেলে কতকটা শান্তিবোধ হইয়া থাকে।

বাতজ-শূল-চিকিৎসা।—শূলরোগ প্রথম উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসা করিবে। পীড়া দীর্ঘকালের হইলে আরোগ্যের আশা থাকে না। বাতজ-শূলে উদরে স্বেদ প্রদান করিলে, বিশেষ আরাম বোধ হয়। মৃত্তিকা জলে গুলিয়া অগ্নিজ্বালে পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে বস্ত্রখণ্ডে তাহার পুঁটলী বাঁধিয়া তদ্দ্বারা বেদনাস্থানে স্বেদ দিবে। কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, তিল, যব, এরণ্ডমূল, মসিনা, পুনর্নবা ও শণবীজ, এইসমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যে কয়েকটী পাওয়া যায়, তাহা কাঁজির সহিত বাটিয়া ও গরম করিয়া বস্ত্রখণ্ডে

তাহার পুঁটলী বাঁধিবে; তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে, উদর, মস্তক, কনুই, পাছা, জানু, পদ, অঙ্গুলি, গুল্‌ফ, স্কন্ধ ও কটিদেশের শূল ত্বরায় প্রশমিত হয়। বিল্বমূল, তিল, এরণ্ডমূল, একত্র কাঁজিসহ বাঁটিয়া গরম করিয়া একটী পিণ্ড প্রস্তুত করিবে; সেই পিণ্ড উদরের উপর বুলাইলেও শূল প্রশমিত হইয়া থাকে। দেবদারু, শ্বেতবচ; কুড়, শুল্‌ফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ কাঁজি-সহ বাঁটিয়া গরম করিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও বাতজ-শূলের শান্তি হয়। অথবা বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধব, একত্র পেষণ করিয়া, গরম না করিয়া, উদরে প্রলেপ দিবে। বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। শুঁঠ ও এরণ্ডমূল—এই দুই পদার্থের কাথ, হিং ও সচল-লবণের সহিত পান করিলে, শূল সদ্যঃ প্রশমিত হয়। হিং, থৈকল, পিপুল, সচল-লবণ, যমানী, যবক্ষার, হরীতকী ও সৈন্ধব-লবণ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ।০ চারি আনা মাত্রায় তাড়ির সহিত পান করিলে, বাতজ-শূল নিবারিত হয়। হিং, থৈকল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ, একত্র টাবানেবুর রসসহ পেষণ করিয়া, ৵০ দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলেও বাতজ-শূলের শান্তি হয়।

পিত্তজ-শূল-চিকিৎসা।—পিত্তজ-শূলে পটোলপত্র বা নিমের কল্কযুক্ত দুগ্ধ, জল কিংবা ইক্ষুরস পান করাইয়া বমন করাইবে। মলবদ্ধ থাকিলে, যষ্টিমধুর কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ডতৈল পান করাইবে। অথবা ত্রিফলা ও সোন্দাল-মজ্জার কাথে ঘৃত ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে; তাহাতে শূল, দাহ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস কিংবা চিনির সহিত আমলকীর রস পান করিলে, অথবা মধুর সহিত আম-লকীচূর্ণ অবলেহন করিলে, পিত্তজ শূলের উপশম হয়। শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে, পিত্তজ-শূলের দাহবৎ যন্ত্রণা নিবারিত হয়। বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশ, কাশ ও ইক্ষুবালিকা, ইহাদের কাথ সেবনেও পিত্তজ-শূলের শান্তি হয়।

কফজ-শূল-চিকিৎসা।—কফজ-শূলে প্রথমতঃ বমন ও লঙ্ঘন দেওয়া আবশ্যক। আমদোষ থাকিলে, মুতা, বচ, কটুকী, হরীতকী ও মূর্ব্বা-

মূল, এই সকল দ্রব্য সমভাবে পেষণ করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করিতে দিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ এবং হিং একত্র চূর্ণ করিয়া ৵০ আনা বা ।০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। অথবা বচ, মুতা, চিতামূল, হরীতকী, কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ ।০ চারি আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করাইবে।

আমজ-শূল চিকিৎসা।—আমজ-শূলে কফজ-শূলের ন্যায়ই চিকিৎসা করিতে হয়। তদ্ভিন্ন যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ, একত্র চূর্ণ করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় শীতলজলের সহিত সেবন করাইবে। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে আমদোষের পরিপাক ও অগ্নি বর্দ্ধিত করিবার জন্য যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে, আমজ শূলে সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

ত্রিদোষজ-শূল চিকিৎসা।—ত্রিদোষজ-শূলে ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস ২ দুই তোলা ও পক্ক দাড়িমের রস ২ দুই তোলা; শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের মিলিত চূর্ণ ৵০ দুই আনা এবং মধু ৵০ দুই আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। শঙ্খভস্ম ১ এক মাষা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মিলিত ২ দুই মাষা এবং হিং ২ দুই বা তিন রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, ত্রিদোষ-শূলের শান্তি হয়।

পরিণাম-শূল চিকিৎসা।—পরিণাম-শূলে এরণ্ডমূল, বিল্বমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, টাবানেবুর মূল, পাথরকুচী ও গোক্ষুরমূল, ইহাদের কাথের সহিত যবক্ষার, হিং, সৈন্ধবলবণ ও এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা অন্যান্য স্থানের বেদনারও শান্তি হয়। হরীতকী, শুঁঠ ও মণ্ডূরচূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার পরিণাম-শূলই নিবারিত হয়। শম্বুকাদি-গুড়িকা ও নারিকেল-ক্ষার প্রভৃতি—পরিণাম-শূলের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অম্লদ্রব-শূলে অম্লপিত্তরোগের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক। অম্লপিত্ত ও শূল উভয় রোগেরই নির্দ্দিষ্ট ঔষধসমূহের মধ্যে কতিপয় ঔষধ, অম্লদ্রব-শূলে, রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

প্রযোজ্য ঔষধ।—সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, তারামণ্ডুর-গুড়, শতাবরী-মণ্ডুর, বৃহৎ শতাবরী-মণ্ডুর, ধাত্রীলৌহ (দুইপ্রকার), আমলকীখণ্ড, নারিকেলখণ্ড, বৃহৎ

নারিকেলখণ্ড, নারিকেলামৃত, হরীতকীখণ্ড, শ্রীবিদ্যাধরাভ্র, শূলগজকেশরী, শূলবজ্রিণী বটী, পিপ্পলীঘৃত ও শূলগজেন্দ্র তৈল প্রভৃতি এবং অম্লপিত্ত রোগের কতিপয় ঔষধ যাবতীয় শূলরোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায়। গ্রহণী-রোগোক্ত শ্রীবিল্বতৈলও শূলরোগে বিশেষ উপকারক।

পথ্যাপথ্য।—পীড়া প্রবল থাকিলে, অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া, দিবসে দুগ্ধ-বার্লি ও দুগ্ধ-সাগু এবং রাত্রিতে দুগ্ধ খই আহার করা আবশ্যক। পিত্তজ-শূলের সহিত বমি, জ্বর, অত্যন্ত দাহ ও অতিশয় তৃষ্ণা উপদ্রব থাকিলে, মধু-মিশ্রিত যবের পেয়া পান করা হিতকর। পীড়ার উপশম হইলে, দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন, মাগুর, শিঙ্গী, কই ও মৌরলা, প্রভৃতি ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল, মাণকচু, ওল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, সজিনার ডাঁটা, করোলা ও মোচা, প্রভৃতির তরকারী, উষ্ণদুগ্ধ, তিক্তদ্রব্য, ডাবের জল ও হিং, প্রভৃতি দ্রব্য আহার ব্যবস্থা করিবে। তরকারী প্রভৃতি সৈন্ধবলবণ সংযোগে পাক করা উচিত। তরকারী যত কম ব্যবহার হয়, এই রোগে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। তরকারী বন্ধ করিয়া, কেবল দুধ-ভাত খাইতে পারিলে ভাল হয়। রাত্রিকালে যবের মণ্ড, দুগ্ধবার্লি, দুগ্ধ-খই আহার ব্যবস্থেয়। জলখাবারের জন্য কুমড়ার মিঠাই, নারিকেল সন্দেশ (রসকরা) ও আমলকীর মোরব্বা উপকারী। এই রোগে আহারের সময়ে জলপান না করিয়া, আহারের দুই ঘণ্টা পরে জলপান হিতকর। সহ্যমত শীতল জলে স্নান করিতে পারা যায়।

নিষিদ্ধ দ্রব্য।—গুরুপাকদ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, সর্ব্বপ্রকার দাল, শাক, বড় মৎস্য, দধি, রুক্ষ, কষায় ও শীতল দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, তীব্রমদ্য, রৌদ্রাদির আতপসেবন, পরিশ্রম, মৈথুন, শোক, ক্রোধ, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও রাত্রিজাগরণ, শূলরোগে অনিষ্টকারক।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ।

—:০:—

নিদান।—অধোবায়ু, মল, মূত্র, জৃম্ভা, অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা, এই সমস্তের বেগ ধারণ করিলে, প্রতিহত বায়ু উদাবর্ত্ত নামক রোগ উৎপাদন করে।

ভিন্ন ভিন্ন বেগরোধে পীড়ার লক্ষণ।—অধোবায়ুর বেগ ধারণ করিলে, বায়ু, মূত্র ও মলের নিরোধ, উদরাধ্মান, ক্লান্তি, উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং অন্যান্য বাতজ পীড়া উপস্থিত হয়। মলবেগ রোধ করিলে, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ ও শূলবেদনা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ যাতনা, মলনিরোধ, উদ্গার এবং কখন কখন মুখ দিয়া মলনির্গম, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মূত্রের বেগধারণে—মূত্রাশয় ও লিঙ্গে শূলবৎ বেদনা; কষ্টে মূত্রনির্গম বা মূত্রনিরোধ, শিরঃপীড়া, ব্যথার জন্য শরীর নুইয়া পড়া এবং বঙ্ক্ষণদ্বয়ে (কুঁচকিতে) আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। জৃম্ভার বেগধারণ করিলে, বায়ুজনিত মন্যাস্তম্ভ, গলস্তম্ভ, শিরোরোগ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসা ও মুখরোগ উৎপন্ন হয়। আনন্দ বা শোকাদি কারণে চক্ষুতে অশ্রুজল উপস্থিত হইলে, যদি তাহা রোধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে মস্তক ভার এবং কষ্টপ্রদ পীনস ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়। হাঁচির বেগ ধারণ করিলে, মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত রোগ, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে) ও ইন্দ্রিয়সমূহের দুর্ব্বলতা—এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। উদ্গারের বেগ নিরোধ করিলে, কণ্ঠ ও মুখের পরিপূর্ণতা, হৃদয়ে ও আমাশয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা, অস্পষ্ট বাক্য, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কণ্ডূ, কোঠ, অরুচি, মেচতা প্রভৃতি মুখে কাল কাল দাগ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, বমনবেগ ও বিসর্পরোগ জন্মে। শুক্রবেগ রোধ করিলে, মূত্রাশয়ে, গুহ্যদেশে ও অণ্ডকোষে শোথ এবং বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী, শুক্রক্ষরণ এবং নানাপ্রকার কষ্টসাধ্য মূত্রাঘাতরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্ষুধার বেগধারণে অর্থাৎ ক্ষুধার সময়ে ভোজন না করিলে, তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তিবোধ ও দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। তৃষ্ণানিরোধে কণ্ঠ ও মুখের শোষ, শ্রবণশক্তির নাশ, হৃদয়ে বেদনা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পরিশ্রমের পর দীর্ঘশ্বাস রোধ করিয়া রাখিলে, হৃদ্রোগ, মোহ,

ও গুল্মরোগ জন্মে। নিদ্রারোধে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, চক্ষু ও মস্তকের গুরুত্ব এবং তন্দ্রা উপস্থিত হয়।

অন্যবিধ উদাবর্ত্ত।— এই সমস্ত উদাবর্ত্ত ব্যতীত, রুক্ষ, কষায়, কটু, ও তিক্তদ্রব্য ভোজনাদি কারণে কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া, সদ্যঃ অন্য এক প্রকার উদাবর্ত্ত রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে ঐ কুপিত বায়ু দ্বারা বাত, মূত্র, মল, রক্ত, কফ ও মেদোবহ স্রোতঃসমূহ আবৃত এবং শুষ্ক হইয়া যায়। তজ্জন্য হৃদয় ও বস্তিদেশে বেদনা, বমনেচ্ছা, অতিকষ্টে বাত-মূত্র-পুরীষের নির্গম এবং ক্রমশঃ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, মনের ভ্রান্তি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকৃতি ও অন্যান্য বিবিধ বাতজ পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

আনাহ। (সংজ্ঞা ও লক্ষণ।)—আহারজনিত অপক্ক রস বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত ও বিগুণ-বায়ু কর্ত্তৃক বিরুদ্ধ হইয়া যথাযথরূপে নিঃসৃত না হইলে, তাহাকে আনাহরোগ কহে। অপক্করসজনিত আনাহ তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্তকে জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ে স্তব্ধতা এবং উদ্গাররোধ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। মলসঞ্চয় জনিত আনাহরোগে কটি ও পৃষ্ঠদেশের স্তব্ধতা, মল-মূত্রের নিরোধ, শূল, মূর্চ্ছা, বিষ্ঠাবমন, শোথ, আধ্মান, অধোবায়ুর নিরোধ এবং অলসক রোগোক্ত অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

উদাবর্ত্ত চিকিৎসা।—বায়ুর অনুলোমতা-বিধান—উদাবর্ত্ত রোগের মুখ্য চিকিৎসা। অধোবাত-নিরোধ জনিত উদাবর্ত্তে স্নেহপান এবং স্বেদ ও বস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। মদনফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেতসর্ষপ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্ব্বসমান গুড় লইয়া, প্রথমে গুড় জলে গুলিয়া অগ্নিতে পাক করিবে; পাকাশয়ে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ঐ সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাকে ফলবর্ত্তি কহে। গুহ্যদ্বারে এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে, সকলপ্রকার উদাবর্ত্তই প্রশমিত হয়। মলবেগধারণ জন্য উদাবর্ত্তে বিরেচক ঔষধ, ঐ ফলবর্ত্তি, গাত্রে তৈলাদিমর্দ্দন, অবগাহন এবং স্বেদ ও বস্তিকর্ম্মের প্রয়োগ আবশ্যক। মূত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত্তে অর্জ্জুনছালের কাথ এবং জলের সহিত কিঞ্চিৎ লবণমিশ্রিত কাঁকুড়ের বীজচূর্ণ অথবা বচচূর্ণ সেবন করাইবে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগোক্ত সমুদায় ঔষধই ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। জৃম্ভাবেগধারণ

জন্য উদাবর্ত্তে স্নেহ-স্বেদ, বায়ুনাশক অন্যান্য ক্রিয়া ও ঔষধাদির প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অশ্রুবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তে তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি দ্বারা অশ্রু নিঃসারিত করিয়া, রোগীকে সন্তুষ্টচিত্ত রাখিবে। হাঁচি-নিরোধে মরিচাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের নস্য বা সূর্য্যদর্শনাদি ক্রিয়া দ্বারা হাঁচি প্রবর্ত্তিত করাইবে। উদ্গাররোধে গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, শতমূলী (দুই ভাগ), মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এইসমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া, বসা, ঘৃত ও মোমের সহিত মিশ্রিত করিবে; পরে তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চুরুটের ন্যায় তাহার ধূম পান করাইবে। বমনবেগরোধজনিত উদাবর্ত্তে বমন, লঙ্ঘন, বিরেচন ও তৈলমর্দ্দন হিতকর। শুক্রবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তে মৈথুন, তৈলমর্দ্দন, অবগাহন, মদ্যপান ও মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর ভোজন এবং তৃণপঞ্চমূলের কল্ক ও চতুগুণ জলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে সেই দুগ্ধ পান করা উপকারী। ক্ষুধারোধজনিত উদাবর্ত্তে স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও রুচিজনক অন্ন অল্প পরিমাণে ভোজন করাইবে। সুগন্ধিপুষ্পের আঘ্রাণ লওয়া ইহাতে হিতকর। তৃষ্ণাবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তে কর্পূরবাসিত জল বা বরফজল ও যবাগূ পান করাইবে এবং সর্ব্ববিধ শীতলক্রিয়া করিতে হইবে। শ্রমজন্য-শ্বাসরোধজ উদাবর্ত্তে বিশ্রাম করাইবে ও ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। নিদ্রারোধজনিত উদাবর্ত্তে চিনি মিশ্রিত দুগ্ধপান, সম্বাহন (হস্তপদাদি টেপান) এবং সুখপ্রদ শয্যায় শয়ন প্রভৃতি উপায়দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ করা আবশ্যক। রুক্ষদ্রব্যাদি সেবন জন্য উদাবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত ফলবর্ত্তি, অথবা হিং, মধু ও সৈন্ধব-লবণ একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, এবং সেই বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

আনাহ-চিকিৎসা।—আনাহরোগেও উদাবর্ত্ত রোগের ন্যায় বায়ুর অনুলোমতা সাধন এবং বস্তি-কর্ম্ম ও বর্ত্তিপ্রয়োগ প্রভৃতি কার্য্য হিতকর। তেউড়ী চূর্ণ ২ দুই ভাগ, পিপুল ৪ চারিভাগ, হরীতকী ৫ পাঁচভাগ এবং গুড় সর্ব্বসমান—, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইলে, আনাহ রোগের শান্তি হয়। বচ, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ ও কুড়,—সমভাগে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ।০ চারি আনা বা ৵০ দুই আনা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহা ভিন্ন নারাচচূর্ণ, গুড়াষ্টক, বৈদ্যনাথ বটী, বৃহৎ

ইচ্ছাভেদী রস, শুষ্কমূলাদ্য ঘৃত ও স্থিরাদ্য ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ উদাবর্ত্ত ও আনাহ-রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে বায়ুশান্তিকারক অন্নপানাদি আহার করিতে দিবে। পুরাতন ও সূক্ষ্ম শালিতণ্ডুলের অন্ন ঈষদুষ্ণ অবস্থায় ঘৃত-মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে দিবে। কই, মাগুর, শিঙ্গী, মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, ছাগাদি কোমলমাংসের রস এবং শূলরোগোক্ত তরকারীসমূহ ও দুগ্ধ পান করা উপকারক। মাংস ও দুগ্ধ এক সময়ে আহার করা অনিষ্টজনক। মিছরির সরবৎ, ডাবের জল, পাকা পেঁপে, আতা ও বেদানা প্রভৃতি আহার করিতে দিবে। রাত্রিকালে ক্ষুধা থাকিলে ঐরূপ অন্ন আহার করিতে দিবে। উপযুক্ত ক্ষুধা না হইলে, দুগ্ধ-সাগু, যবের মণ্ড বা দুগ্ধ খই, কিংবা অল্প মোহনভোগ ভোজন করিতে দেওয়া যায়। সহ্যমত শীতল জলে বা উষ্ণজলে স্নান, তৈলমর্দ্দন, অপরাহ্নে বায়ুসেবন প্রভৃতি আচরণে—এই উভয় পীড়ায় উপকার হইয়া থাকে।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—কোনপ্রকার গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য রুক্ষদ্রব্য ভোজন, রাত্রিজাগরণ, পরিশ্রম, ব্যায়াম, পথ-পর্য্যটন এবং ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মনো-বিঘাতকর কার্য্য এই রোগে অনিষ্টকারক।

গুল্মরোগ।

সংজ্ঞা, পূর্ব্বলক্ষণ ও প্রকারভেদ।—হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটী আভ্যন্তরিক স্থানে সময়ে সময়ে যে গোলাকার গ্রন্থি উদ্গত হয়, তাহার নাম গুল্মরোগ। গুল্মরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, অধিক উদ্গার, মল-রোধ, ভোজনে অনিচ্ছা, দুর্ব্বলতা, উদরাধ্মান, উদরে বেদনা ও গুড়্ গুড়্ শব্দ এবং অগ্নিমান্দ্য, এইসমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। গুল্ম পাঁচপ্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও রক্তজ। মল, মূত্র ও অধোবায়ুর কষ্টে নির্গম, অরুচি, অন্ত্রকূজন, আনাহ ও বায়ুর ঊর্দ্ধগমন, এই কয়েকটী গুল্মরোগের

সাধারণ লক্ষণ, অর্থাৎ প্রায় সকলপ্রকার গুল্মরোগেই এই কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাতজ-গুল্মরোগের নিদান ও লক্ষণ।— অধিক পরিমাণে বা অল্প মাত্রায় অথবা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন, রুক্ষ পদার্থ ভোজন, বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্য, মলমূত্রের বেগধারণ, শোক, আঘাত-প্রাপ্তি, বিরেচনাদিদ্বারা অতিশয় মলক্ষয় এবং উপবাস, এইসমস্ত কারণে বাতজ-গুল্ম উৎপন্ন হয়। এই গুল্মের অবস্থিতির স্থিরতা নাই; কখন নাভিতে, কখন পার্শ্বে এবং কখন বা বস্তিদেশে চলিয়া বেড়ায়। ইহার আকৃতিও সর্ব্বদা একপ্রকার থাকে না;— কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ, কখন গোলাকার এবং কখন বা দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। আরও, ইহাতে অল্লাধিক পরিমাণে নানাপ্রকার যাতনা, মলরোধ, অধোবায়ুর নিরোধ, মুখ ও গলনালীর শুষ্কতা, শরীরের শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর, হৃদয়, কুক্ষি, স্কন্ধ ও মস্তকে অত্যন্ত বেদনা; এবং আহার পরিপাক হইলে, পীড়ার অধিক প্রকোপ ও আহার করিবামাত্র পীড়ার শান্তিবোধ লক্ষিত হয়।

পৈত্তিক-গুল্মের নিদান ও লক্ষণ।—কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, বিদাহী (যে সকল দ্রব্যের অম্লপাক হয়) ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, অধিক মদ্যপান, অত্যন্ত রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপসেবন এবং বিদগ্ধাজীর্ণজনিত অপক্ব রসের আধিক্য ও দূষিত রক্ত, এইসমস্ত কারণে পৈত্তিক গুল্ম উৎপন্ন হয়। ইহাতে জ্বর, পিপাসা, সমস্ত অঙ্গের বিশেষতঃ মুখের রক্তবর্ণতা, আহারের পরিপাককালে অত্যন্ত বেদনা, ঘর্ম্মনির্গম, জ্বালা এবং গুল্মস্থানস্পর্শে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে। এই গুল্ম কদাচিৎ পাকিতেও দেখা যায়।

কফজ-গুল্মের লক্ষণ ও নিদান।—শীতল, গুরুপাক ও স্নিগ্ধ-দ্রব্য ভোজনাদি এবং পরিশ্রমশূন্যতা, অধিক পরিমাণে ভোজন ও দিবা-নিদ্রা এইসমস্ত কারণে কফজ গুল্ম জন্মে। ইহাতে শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, শীতজ্বর, শারীরিক অবসন্নতা, বমনবেগ, কাস, অরুচি, শরীরে ভার-বোধ, শীতানুভব, অল্পবেদনা, এবং গুল্ম কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে।

দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ গুল্মের লক্ষণ।— দুইটী দোষবর্দ্ধক কারণ মিলিতভাবে সেবিত হইলে, দ্বিদোষজ-গুল্ম উৎপন্ন হইতে পারে। তাহাতে সেই সেই দুইটী দোষের মিলিত লক্ষণই লক্ষিত হয়। ত্রিদোষজ-গুল্মও ঐরূপ তিন-

দোষবর্দ্ধক কারণ সেবনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গুল্ম অত্যন্ত বেদনা, ও দাহযুক্ত, প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, উন্নত, ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক এবং মন, শরীর ও অগ্নিবলের ক্ষয়কারক। বিশেষতঃ এই গুল্ম সত্বর পাকিয়া উঠে।

রক্ত-গুল্মের নিদান ও লক্ষণ।—অপক্ক গর্ভস্রাব হইলে, কিংবা যথাকালে প্রসব হওয়ার পরে, অথবা ঋতুকালে আহার বিহারাদির অনিয়ম করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া রজোরক্তকে দূষিত করে, তজ্জন্য গর্ভাশয় মধ্যে রক্তগুল্ম জন্মিয়া থাকে। ইহাতে অত্যন্ত দাহ, বেদনা এবং পৈত্তিক গুল্মের অন্যান্য লক্ষণসমূহও লক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন ঋতুবন্ধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ, স্তন হইতে দুগ্ধনির্গম, বিবিধ দ্রব্যভোজনে ইচ্ছা, মুখ হইতে জলস্রাব ও আলস্য প্রভৃতি যাবতীয় গর্ভলক্ষণই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, গর্ভলক্ষণের সহিত ইহার এই মাত্র প্রভেদ যে গর্ভস্পন্দন কালে কোনরূপ বেদনা থাকে না এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের সমুদায় অঙ্গ একসময়ে স্পন্দিত না হইয়া হস্ত-পদাদি এক একটী অঙ্গবিশেষ সর্ব্বদা স্পন্দিত হয়; আর রক্ত-গুল্মে সমস্ত পিণ্ডটীই অত্যন্ত বেদনা জন্মাইয়া দীর্ঘকালান্তরে স্পন্দিত হইয়া থাকে।

অসাধ্য ও সাঙ্ঘাতিক গুল্ম।—গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া যদি সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হয়, রস-রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করে, শিরাসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, এবং কাছিমের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠে, আর তাহার সহিত যদি দুর্ব্বলতা, অরুচি, বমনবেগ, বমি, কাস, অসুস্থচিত্ততা, জ্বর, তৃষ্ণা ও মুখনাসিকা হইতে জলস্রাব—এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই গুল্মরোগ অসাধ্য হয়। গুল্ম-রোগীর হৃদয়ে, নাভিতে ও হস্ত-পদে শোথ এবং জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতিসার, অথবা শ্বাস, শূল, পিপাসা, অরুচি, হঠাৎ গুল্ম বিলীন হইয়া যাওয়া ও দুর্ব্বলতা, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

দোষভেদে চিকিৎসা।—সমুদায় গুল্মরোগেই প্রথমতঃ বায়ুর শান্তি করিবার উপায় বিধান করিবে। যেখানে দোষ বিশেষের লক্ষণসমূহ স্পষ্ট প্রকাশিত না হওয়ায়, কোন্ দোষজ গুল্ম তাহা নিশ্চয় করা না যাইবে, সেখানেও বায়ু-প্রশমনের ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। যেহেতু বায়ু শান্তি করিতে পারিলে, গুল্মের অন্যান্য দোষ সহজেই শান্ত করা যায়। দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণের সহিত এরণ্ডতৈল পান এবং স্নেহস্বেদ,—বাতজ-গুল্মে উপকারক। সাচীক্ষার ২ দুই

মাষা, কুড় ২ দুই মাষা ও কেতকীজটার ক্ষার ৪ চারি মাষা, এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বাতজ গুল্ম প্রশমিত হয়। শুঁঠ ৪ চারিতোলা, খোসাশূন্য কৃষ্ণতিল ১৬ ষোল তোলা ও পুরাতন গুড় ৮ আটতোলা, একত্র পেষণ করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা বা ১ এক তোলা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিলে, বাতজগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল প্রশমিত হয়। পৈত্তিকগুল্মে বিরেচন উপকারক। ত্রিফলার ক্বাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ অথবা পুরাতন গুড়ের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া পিত্তজ-গুল্মের শান্তি হয়। গুল্মরোগে দাহ, শূলবেদনা, ক্ষুব্ধতা, নিদ্রানাশ, অস্থিরতা ও জ্বর প্রকাশ পাইলে, সেই গুল্ম পাকিবার উপযুক্ত ঔষধ দিবে, এবং পাকিলে অন্তর্বিদ্রধিরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কফজ-গুল্মে উপবাস ও স্বেদ প্রভৃতি কফনাশক ক্রিয়া এরূপ ভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক, যেন তাহাতে বায়ু অধিক প্রকুপিত না হয়। অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গবেদনা, কোষ্ঠে ভারবোধ, শরীরে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, গা বমি বমি ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, বমনও করাইতে পারা যায়। বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী—এই বৃহৎ পঞ্চমূলের ছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে, কফজ গুল্মের উপশম হয়। যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ ঘোলের সহিত পান করাইলে, অগ্নির দীপ্তি এবং বায়ু মূত্র ও পুরীষের অনুলোম হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ গুল্মে তিল, এরণ্ডবীজ ও সর্ষপ বাঁটিয়া গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া, উষ্ণ লৌহপাত্রদ্বারা তাহার উপর স্বেদ দিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। হিং, কুড়, ধ'নে, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিট্-লবণ, সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্য ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে; ঐ চূর্ণ ৵০ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা মাত্রায় যবের ক্বাথের সহিত সেবন করাইলে, গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রবসমূহ নিবারিত হয়। সর্জ্জিকাক্ষার ॥০ অর্দ্ধ তোলা ও পুরাতন গুড় ॥০ অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইলেও গুল্মরোগের শান্তি হয়। রক্ত-গুল্ম একাদশ মাসের পর চিকিৎসা করা আবশ্যক; যেহেতু এই রোগ পুরাতন হইলেই সুখসাধ্য হয়। ইহাতে প্রথমতঃ স্নেহপান, স্বেদকার্য্য ও স্নিগ্ধবিরেচন প্রয়োজনীয়। শুল্ফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামুনহাটী, ও পিপুল,—সমভাগে একত্র বাঁটিয়া তিলের ক্বাথের সহিত সেবন করাইলে, রক্তগুল্মের শান্তি হয়। অথবা তিলের ক্বাথের সহিত পুরাতন গুড়, একটু হিং ও

বামুনহাটী চূর্ণ সেবন করাইবে। মরিচচূর্ণের সহিত আমলকীর রস পান করাইলেও উপকার হয়।

উপযোগী ঔষধ।—হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, বচাদি চূর্ণ, লবঙ্গাদি চূর্ণ, বজ্রক্ষার, দন্তীহরীতকী, কাঙ্কায়ন গুড়িকা, পঞ্চানন-রস, গুল্মকালানল-রস, বৃহৎ গুল্মকালানল-রস, ক্রষণাদ্য ঘৃত, নারাচঘৃত, ত্রায়মাণাদ্য ঘৃত, প্রভৃতি ঔষধ এবং বায়ুশান্তিকারক স্বল্পবিষ্ণুতৈল, প্রভৃতি কতিপয় তৈল গুল্মরোগে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য। যেসকল দ্রব্য বায়ুর শান্তিকারক, তাহাই গুল্মরোগের সাধারণ পথ্য। তবে পিত্তজ ও কফজ গুল্মে যেসকল দ্রব্য পিত্ত ও কফের অনিষ্টকারক নহে, অথচ বায়ুর শান্তিকারক, সেইসকল পথ্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক। দিবসে সূক্ষ্ম-শালিতণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃত, তিত্তির, কুক্কুট, বক ও ভারুই পক্ষীর মাংস এবং শূলরোগোক্ত যাবতীয় তরকারী আহার করিতে দিবে। রাত্রিকালে লুচি বা রুটী, মোহনভোগ ও দুগ্ধ ব্যবস্থেয়। ডাবের জল, মিছরির সরবৎ, পাকা পেঁপে, পাকা আম ও আতা প্রভৃতি সুস্নিগ্ধ ফল আহার করিতে পারা যায়। শীতল বা গরম জলে সহ্যমত স্নান করা হিতকর। মল পরিষ্কার রাখা এই রোগে বিশেষ আবশ্যক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—অধিক পরিশ্রম, পথ পর্য্যটন, রাত্রিজাগরণ, আতপসেবন, মৈথুন, এবং যেসকল কার্য্যদ্বারা বায়ু কুপিত হইতে পারে, সেইসমস্ত কার্য্য ও তদ্রূপ আহারাদি গুল্মরোগে অনিষ্টকারক।

হৃদ্রোগ।

নিদান, লক্ষণ ও প্রকারভেদে।—অতি উষ্ণ, গুরুপাক, এবং কষায় ও তিক্তরস ভোজন, পরিশ্রম, বক্ষস্থলে আঘাতপ্রাপ্তি, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার, মল-মূত্রের বেগধারণ এবং নিরন্তর চিন্তা, এইসমস্ত কারণে হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয়। হৃদয়ে বেদনা এবং সর্ব্বদা বুক ধক্ ধক্ করা—এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ও ক্রিমিজাত-ভেদে হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার।

বিবিধ দোষজ হৃদ্রোগ লক্ষণ।—বাতজ-হৃদ্রোগে হৃদয় যেন আকৃষ্ট, সূচীদ্বারা বিদ্ধ, দণ্ডাদি দ্বারা পীড়িত, অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন, শলাকাদ্বারা স্ফুটিত, অথবা কুঠার দ্বারা পাটিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। পিত্তজ-হৃদ্রোগে হৃদয়ে গ্লানি, শরীরে চূষণবৎ যাতনা, সন্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমের ন্যায় অনুভব, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ-হৃদ্রোগে শরীরে ভারবোধ, কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের মধুরতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ত্রিদোষজ-হৃদ্রোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে যদি তিল দুগ্ধ ও গুড় প্রভৃতি ক্রিমিজনক আহারাদি অধিক সেবিত হয়, তাহা হইলে হৃদয়ের কোন স্থানে একটী গ্রন্থি জন্মিয়া, তাহা হইতে ক্লেদ ও রস নির্গত হইতে থাকে, এবং সেই ক্লেদাদি হইতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া ক্রিমিজ-হৃদ্রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে হৃদয়ে তীব্রবেদনা, সূচীবেধবৎ যাতনা, কণ্ডূ, বমনবেগ, মুখ দিয়া কফস্রাব, শূল, হৃদয়স্থ রসের উদ্গিরণ, অন্ধকারদর্শন, অরুচি, চক্ষুর্দ্বয়ের শ্যাববর্ণতা, ও শোথ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসন্নতা, ভ্রম, শোষ, ও শ্লেষ্মজ-ক্রিমির কতিপয় উপদ্রব, এই হৃদ্রোগের উপদ্রবরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—হৃদ্রোগে অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও রক্তজনক ঔষধাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক। ঘৃত, দুগ্ধ কিংবা গুড়ের জলের সহিত অর্জ্জুনছালচূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায় সেবন করাইলে, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, ও রক্তপিত্তের শান্তি হয়। কুড়,

টাবানেবুর মূল, শুঁঠ, শঠী ও হরীতকী, সমভাগে একত্র বাঁটিয়া, তাহার সহিত দুগ্ধ, কাঁজি, ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, বায়ুজনিত হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপুল, শুঁঠ, শঠী ও কুড়, সমপরিমিত ইহাদের চূর্ণ ৵০ দুই আনা হইতে।০ চারি আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করাইলে, হৃদ্রোগ নিবারিত হয়। পিত্তজনিত হৃদ্রোগে অর্জ্জুনছাল, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা বা যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। কফজ হৃদ্রোগে তেউড়ী, শঠী, বেড়েলা, রাস্না, হরীতকী ও কুড়, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ৵০ দুই আনা হইতে।০ চারি আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করাইবে। ছোট এলাইচ ও পিপুলের চূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায় ঘৃতের সহিত লেহন করাইলে কফজ-হৃদ্রোগ আশু প্রশমিত হয়। হিং, বচ, বিট্লবণ, শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সচল-লবণ ও কুড়, ইহাদের সমপরিমিত চূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায়, যবের কাথের সহিত সেবন করাইলে, ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের শান্তি হয়। গোলাপজলে মিছরি ভিজাইয়া সেই জলের সহিত যষ্টিমধুচূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায় সেবন করাইলে হৃদ্রোগের উপশম হয়। ক্রিমিজাত হৃদ্রোগে বিড়ঙ্গ ও কুড়চূর্ণ ৵০ দুই আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করাইবে। ক্রিমিরোগের অন্যান্য ঔষধও ইহাতে প্রয়োগ করা উচিত। ককুভাদিচূর্ণ, কল্যাণসুন্দর রস, চিন্তামণি-রস, হৃদয়ার্ণব-রস, বিশ্বেশ্বর-রস, শ্বদংষ্ট্রাদ্য ঘৃত ও অর্জ্জুন ঘৃত, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ—যাবতীয় হৃদ্রোগেই বিশেষ উপকারক। বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃতও হৃদ্রোগে প্রয়োগ করা যায়।

বিবিধ বক্ষবেদনার চিকিৎসা।—বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিলে এবং কাস বা রক্তপিত্তাদি পীড়ার পূর্ব্বাবস্থায় বক্ষঃস্থলে একরূপ বেদনা হইয়া থাকে। তাহাতে তার্পিণতৈল মালিশ করিয়া, পোস্তর ঢেঁড়ির উষ্ণ কাথে অথবা উষ্ণ জলে ফ্ল্যানেল বা কম্বল প্রভৃতি পশমী কাপড় ভিজাইয়া নিঙ্ড়াইয়া, তাহার স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। আদা দুই ভাগ ও আতপ-চাউল এক ভাগ, একত্র বাঁটিয়া গরম করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। কুড়চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। দশমূলের কাথে সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করাইবে। লক্ষ্মীবিলাস-রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং মহাদশমূল-তৈল কিংবা কাসরোগোক্ত চন্দনাদি-তৈল বক্ষস্থলে মর্দ্দন করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য —স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, অথচ লঘুপাক আহার হৃদ্রোগে ব্যবস্থা করা উচিত। জ্বরাদি কোন উপসর্গ না থাকিলে, বাতব্যাধির ন্যায় পথ্যসমূহ উপকারক। বক্ষোবেদনায় রক্তপিত্ত ও কাসরোগের ন্যায় পথ্য সেবন করা আবশ্যক।

নিষিদ্ধ-কর্ম্ম।—রুক্ষ বা অন্যান্য বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন, উপবাস, পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অগ্নি বা রৌদ্রের আতপ সেবন, ও মৈথুনাদি এই রোগে নিতান্ত অনিষ্টকারক।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত।

সংজ্ঞা, নিদান ও প্রকারভেদ।—যে রোগে অতি যাতনার সহিত মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য বা তীক্ষ্ণ ঔষধ-সেবন, রুক্ষদ্রব্য ভোজন, রুক্ষ মদ্য পান, জলাভূমিজাত জীবের মাংস ভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার, অরুচি, ব্যায়াম, ঘোটকাদি দ্রুতযানে গমন ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, প্রভৃতি কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র আট প্রকার :—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, আগন্তুক, পুরীষজ, অশ্মরীজ ও শুক্রজ।

বিভিন্ন দোষজাত রোগ-লক্ষণ।—বাতজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে কুঁচকীস্থানে, বস্তিতে ও লিঙ্গে অত্যন্ত বেদনা এবং বারংবার অল্পপরিমাণে মূত্র নির্গত হয়। পিত্তজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে বেদনা ও জ্বালার সহিত বারংবার পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়। শ্লেষ্মজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে লিঙ্গে ও বস্তিদেশে ভারবোধ, শোথ, এবং পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হয়। সন্নিপাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে ঐ তিন দোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মূত্রবহ স্রোতঃ কণ্টকাদিদ্বারা ক্ষত বা কোনরূপ আহত হইলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মে, তাহাকে আগন্তুক-মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। ইহাতে বাতজ-মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ লক্ষিত হয়। মলের বেগধারণ করিলে, উদরাধ্মান ও শূলযুক্ত একপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়; তাহাকে পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী রোগ জন্মিলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, তাহাকে অশ্মরীজ

মূত্রকৃচ্ছ্র বলা যায়। ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, কম্প, কুক্ষিদেশে শূল, অগ্নিমান্দ্য ও মূর্চ্ছা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। শুক্র দূষিত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হইলে, শুক্রজ-মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে। তাহাতে বস্তিদেশে ও লিঙ্গে শূলবৎ বেদনা এবং অতি-কষ্টে মূত্রনির্গম হইয়া থাকে।

মূত্রাঘাত-লক্ষণ। মূত্রত্যাগকালে আট্‌কাইয়া আট্‌কাইয়া অল্প অল্প মূত্রনির্গম, অথবা একেবারে মূত্ররোধ হইয়া গেলে, তাহাকে মূত্রাঘাত রোগ কহে। মূত্রকৃচ্ছ্র অপেক্ষা এই রোগে মূত্রত্যাগকালে যন্ত্রণা কম হইয়া থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত নিদান হইতেই এই রোগ জন্মে; প্রমেহ বশতঃ এই রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। বিন্দু বিন্দু মূত্রনির্গম, মূত্রের সহিত রক্তনির্গম, মূত্রাশয়ের স্ফীতি, আধ্মান, তীব্রবেদনা, বস্তিদেশে অশ্মরীর ন্যায় গ্রন্থির উৎপত্তি, ঘন মূত্র-নির্গম, মলগন্ধি বা মলমিশ্রিত মূত্রনির্গম, মূত্রাশয় স্বস্থানচ্যুত হইয়া পার্শ্বদেশে গর্ভের ন্যায় স্থূলাকারে অবস্থিত হওয়া এবং তাহাতে চাপ দিলে মূত্রনির্গম, প্রভৃতি নানাপ্রকার লক্ষণ মূত্রাঘাত রোগে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সকল-প্রকার মূত্রাঘাতই অতিশয় কষ্টসাধ্য।

বিভিন্ন দোষজ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।—বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করা-ইবে। পিত্তজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে চিনির সহিত শতমূলীর রস পান করাইবে। কাঁকুড়-বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রাচূর্ণ—আতপচাউলধৌত অর্থাৎ চেলুনি-জলের সহিত; অথবা দারুহরিদ্রাচূর্ণ—মধু ও আমলকীর সহিত পান করাইলে, পিত্তজ-মূত্র-কৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। শতাবর্য্যাদি ও হরীতক্যাদি পাচন—পিত্তজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে বিশেষ উপকারক। কফজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে শালিঞ্চবীজ—ঘোলের সহিত, অথবা প্রবালচূর্ণ আতপচাউলধৌত জলের সহিত, কিংবা গোক্ষুর ও শুঁঠ—এই দুই দ্রব্যের কাথ পান করাইবে। ত্রিদোষজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করাইবে। আগন্তুক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ-মূত্র-কৃচ্ছ্রের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। গোক্ষুরবীজের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, পুরীষজ-মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুর-বীজ, সোন্দালের আঠা, কুশ, কাশ, দুরালভা, পাথরকুচা ও হরীতকী, ইহাদের কাথ বা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। পাথরকুচার রস বা কাথ অশ্মরীজ-

মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক। শুক্রজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে মধুর সহিত শিলাজতু সেবন করাইবে। গোরক্ষ-চাকুলের কাথ, মধুমিশ্রিত যবক্ষার, ঘোলের সহিত গন্ধক, যবক্ষার ও চিনি; যবক্ষার মিশ্রিত কুষ্মাণ্ডরস; গুড়ের সহিত আমলকীর কাথ; অথবা হুড়হুড়ের বীজ বাসিজলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইলে, সকলপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রই প্রশমিত হইয়া থাকে। আতপচাউলধৌত জলের সহিত নারিকেলফুল বাঁটিয়া সেবন করাইলে রক্ত-মূত্র নিবারিত হয়। এলাদি কাথ, ধাত্র্যাদি ও বৃহৎ ধাত্র্যাদি পাচন, মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস, তারকেশ্বর রস, বরুণাদ্য লৌহ ও কুশাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ এবং সুকুমার-কুমারক ঘৃত ও ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত, প্রভৃতি সকলপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রেই বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা।—মূত্রাঘাত রোগে মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ও অশ্মরী-নাশক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা উচিত। মূত্ররোধ হইলে, তেলা-কুচার মূল কাঁজিতে বাঁটিয়া, নাভিদেশে প্রলেপ দিবে। লিঙ্গমধ্যে কর্পূরচূর্ণ প্রবেশ করাইবে। কুমড়ার জলের সহিত যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করাইলে, মূত্ররোধ নিবারিত হয়। গোয়ালিয়ালতার মূল—ঘৃত, তৈল ও বেলের সহিত সেবন করাইলেও মূত্ররোধ শীঘ্রই নিবারিত হয়। কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধব-লবণ ও ত্রিফলা, ইহাদের সমপরিমিত চূর্ণ গরম জলের সহিত সেবনেও মূত্ররোধের শান্তি হইয়া থাকে। চিত্রাদ্য ঘৃত, ধান্যগোক্ষুরক ঘৃত, বিদারী ঘৃত, শিলোদ্ভিদাদি তৈল, উশীরাদ্য তৈল, প্রভৃতি—মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং অশ্মরী প্রভৃতি পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য।—স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর আহার এই রোগে উপকারজনক। দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, ছাগ বা পক্ষিমাংসের রস; বেগুন, পটোল, ডুমুর, মাণকচু থোড় ও মোচা প্রভৃতির তরকারী, তিক্ত শাক, এবং পাতি বা কাগজি নেবু আহার করিতে দিবে। রাত্রিকালে লুচি, রুটী, মোহন-ভোগ, দুগ্ধ এবং অল্পমিষ্টসহ প্রস্তুত খাদ্য এবং জলখাবারের জন্য মাখন, মিছরি তালশাঁস ও তরমুজ, তালের ও খেজুরের মাতি এবং পক্ব সুমিষ্ট ফল প্রভৃতি ভোজন করা হিতকর। সহ্য হইলে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচাদুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া অথবা মিছরির সরবৎ পান করিতে দেওয়া যায়। সহ্যমত প্রত্যহ নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে স্নান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।— রুক্ষদ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, দধি, গুড়, অধিক মৎস্য, কলায়ের দাল, লঙ্কার ঝাল ও শাকাদি ভোজন এবং মৈথুন, অশ্বাদিযানে আরোহণ, ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগধারণ, তীব্র মদ্যপান, চিন্তা ও রাত্রিজাগরণ এই রোগে অনিষ্টকারক।

অশ্মরী।

সংজ্ঞা, পূর্ব্বরূপ ও সাধারণ লক্ষণ।— কুপিত বায়ুকর্ত্তৃক বস্তিগত মূত্র ও শুক্র কিংবা পিত্ত ও কফ বিশোষিত হইয়া প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় একপ্রকার কঠিন পদার্থ উৎপাদন করে; তাহাকেই অশ্মরীরোগ কহে। চলিত কথায় এই অশ্মরীরোগের নাম "পাথরি"। এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বস্তিদেশের স্ফীতি, বস্তিতে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অত্যন্ত বেদনা, মূত্রে ছাগগন্ধ, কষ্টে মূত্রনির্গম এবং জ্বর ও অরুচি, এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্ব স্ব কারণে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও শুক্র, এই চারিটী পদার্থ হইতে অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই রোগ বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শুক্রজ ভেদে চারি-প্রকার। সকল অশ্মরীরই সাধারণ লক্ষণস্বরূপ নাভিতে, নাভির নিম্নভাগে, কোষের নিম্নবর্ত্তী সেলাইস্থানে এবং বস্তিমুখে বেদনা, অশ্মরীদ্বারা মূত্রমার্গ রুদ্ধ হইলে বিচ্ছিন্নধারে মূত্রনির্গম, মূত্রত্যাগকালে বেগ প্রদান করিলে বেদনা এবং মূত্রমার্গে অশ্মরী উপস্থিত না থাকিলে ঈষৎ লোহিতবর্ণের মূত্রনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। কোনরূপে অশ্মরীদ্বারা মূত্রমার্গ ক্ষত হইয়া গেলে, রক্ত-প্রস্রাবও হইতে দেখা যায়।

প্রকারভেদে অশ্মরী-লক্ষণ।—বাতজ-অশ্মরী রোগে অশ্মরীর আকৃতি শ্যাব বা অরুণবর্ণ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকবৎ অঙ্কুরদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। এই পীড়ায় রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, কাঁপিতে থাকে, যাতনায় আর্ত্ত-নাদ করে, সর্ব্বদা লিঙ্গ ও নাভিস্থান টিপিতে থাকে এবং মূত্রত্যাগের জন্য

কুন্থন দিলে অধোবায়ু, মল ও বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। পিত্তজ-অশ্মরী অতিশয় উষ্ণস্পর্শ, রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ এবং ভেলার বীজের আকৃতিবিশিষ্ট। ইহাতে বস্তিদেশে অত্যন্ত জ্বালা হইয়া থাকে। কফজ অশ্মরী শীতলস্পর্শ, বৃহদাকার, ভারি, মসৃণ এবং মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হয়; আর ইহাতে বস্তিদেশে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। শুক্রবেগ ধারণ করিলে শুক্রাশ্মরী জন্মে। ইহাতে বস্তিদেশে শূলবৎ বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অণ্ডকোষে শোথ উপস্থিত হয়।

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ।—এই অশ্মরী অধিক টেপাটিপি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে শর্করা এবং অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইলে সিকতা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ুর অনুলোম থাকিলে এই শর্করা ও সিকতা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু বায়ুর অনুলোম না থাকিলে, ঐ সমস্ত শর্করা ও সিকতা নিরুদ্ধ হইয়া থাকে এবং দৌর্ব্বল্য, অবসাদ, কৃশতা, কুক্ষিশূল, অরুচি, পাণ্ডুতা, তৃষ্ণা, উদরে বেদনা ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করে।

সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ।—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর নাভি ও অণ্ডকোষে শোথ, মূত্ররোধ এবং শূলবৎ বেদনা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, রোগীর শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক; নতুবা কিছুকাল অচিকিৎস্যভাবে থাকিতে পাইলে, আর তাহা ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হয় না; তখন অস্ত্রদ্বারা তাহা বহির্গত করিতে হয়। এই রোগে পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে স্নেহপ্রয়োগ করা উচিত। বাতজ-অশ্মরীতে বরুণছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার ২ দুই মাষা ও পুরাতন গুড় ২ দুই মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। গোক্ষুর, এরণ্ডপত্র, শুঁঠ ও বরুণছাল, ইহাদের ক্বাথ সেবনে যাবতীয় অশ্মরীই প্রশমিত হয়। শর্করা রোগে বরুণছাল, পাথরকুচি, শুঁঠ ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথের সহিত ৵০ দুই আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। গোক্ষুরবীজচূর্ণ।০ চারি আনা মাত্রায় ভেড়ার দুগ্ধের সহিত সপ্তাহ কাল সেবন করাইলে, সকলপ্রকার অশ্মরীই বিনষ্ট হয়। তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলে বাসি জলের সহিত বাঁটিয়া পান করাইলে, কিংবা নারিকেল-ফুল ৪ চারি মাষা ও যবক্ষার ৪ চারি মাষা জলসহ বাঁটিয়া সেবন করাইলে, অশ্মরী

রোগে বিশেষ উপকার হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগোক্ত কতিপয় যোগ ও ঔষধাদি অশ্মরী প্রভৃতি রোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ, বরুণাদি কষায়, এলাদি পাচন, পাষাণবজ্ররস, পাষাণভিন্ন, ত্রিবিক্রমরস, বরুণাদ্য ঘৃত, কুলথাদ্য ঘৃত এবং কুলথাদ্য তৈল প্রভৃতি— অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য।—মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে যে সকল পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, অশ্মরীরোগেও সেই সমস্ত ব্যবস্থেয়।

প্রমেহ।

নিদান, পূর্ব্বরূপ ও প্রকারভেদ।—একেবারে পরিশ্রমত্যাগ, সর্ব্বদা উপবেশন বা সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকা, অধিক নিদ্রা, দধি-দুগ্ধ-জলজাত ও জলাভূমিজাত জীবের মাংস ভোজন, নূতন চাউলের অন্ন ভোজন, বর্ষাকালের নূতন জল পান, গুড়ভোজন এবং অন্যান্য যাবতীয় কফবর্দ্ধক আহার-বিহারাদিদ্বারা বস্তিগত কফ দুষ্ট হইয়া, মেদঃ মাংস ও শরীরজ ক্লেদ দূষিত করিয়া, মেহ রোগ উৎপাদন করে। এইরূপ উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য সেবনদ্বারা পিত্ত কুপিত হইয়া এবং উক্ত মেদঃ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া, পিত্তজ প্রমেহ উৎপাদন করিয়া থাকে। আর কফ ও পিত্ত ক্ষীণ হইয়া গেলে, বায়ু কুপিত হইয়া উঠে এবং বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা * পদার্থকে বস্তিমুখে আনয়ন করিয়া বাতজ-মেহ উৎপাদন করে। প্রমেহরোগ ২০ বিংশতি প্রকার; তন্মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈমেহ ও লালামেহ এই ১০ দশপ্রকার কফজ; ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হরিদ্রামেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ এই ৬ ছয়প্রকার পিত্তজ; এবং বসামেহ, মজ্জামেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ, এই চারিপ্রকার বাতজ প্রমেহ। এই সকলপ্রকার

* মাংসের স্নেহভাগকে বসা, অস্থিমধ্যবর্ত্তী স্নেহভাগকে মজ্জা, ত্বক্ ও মাংসের মধ্যবর্ত্তী জলীয় পদার্থকে লসীকা এবং সমুদায় ধাতুর সারপদার্থকে ওজঃ কহে।

প্রমেহ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে দন্ত, চক্ষুঃ ও কর্ণাদিস্থানে অধিক মলসঞ্চয়, হস্ত-পদের জ্বালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখের মধুরতা, এইসমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। অধিক পরিমিত মূত্র এবং মূত্রের আবিলতা, এই দুইটী সাধারণ লক্ষণ, প্রায় সকল মেহেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্ববিধ প্রমেহের লক্ষণ।—উদকমেহে মূত্র আবিল, কখন বা স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ ও জলবৎ গন্ধবিহীন হয়। ইক্ষুমেহে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় মিষ্টাস্বাদ হয়। সান্দ্রমেহে প্রস্রাব বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিলে, ঘন হইয়া যায়। সুরামেহে সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ, নিম্নভাগে ঘন মূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পিষ্টমেহে মূত্রত্যাগকালে রোগী রোমাঞ্চিত হয় এবং পিটুলিগোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও বহুপরিমিত প্রস্রাব করে। শুক্রমেহে মূত্র শুক্রতুল্য বা শুক্র-মিশ্রিত হয়। সিকতামেহে মূত্রের সহিত বালুকাকণার ন্যায় কঠিন পদার্থ নির্গত হয়। শীতমেহে মূত্র অতিশয় শীতল, মধুরাস্বাদ ও বহুপরিমিত হইয়া থাকে। শনৈর্মেহে অতি মন্দবেগে অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়। লালামেহে লালাযুক্ত, তন্তু-বিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়। ক্ষারমেহে মূত্র—ক্ষারজলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ, আস্বাদ ও স্পর্শবিশিষ্ট হয়। নীলমেহে নীলবর্ণের এবং কালমেহে কালবর্ণের মূত্র নিঃসৃত হয়। হরিদ্রামেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ এবং কটুরসযুক্ত হয় এবং মূত্রত্যাগ-কালে লিঙ্গনালে জ্বালা বোধ হইয়া থাকে। মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও আস্টেগন্ধযুক্ত মূত্র নির্গত হয়। রক্তমেহে মূত্র আঁসটে-গন্ধযুক্ত, উষ্ণ ও লবণাস্বাদ হয়; বসামেহে বসাতুল্য অথবা বসামিশ্রিত মূত্র বারংবার নিঃসৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বসামেহকে "সর্পির্মেহ" নামেও অভিহিত করেন। মজ্জামেহে মূত্র মজ্জতুল্য বা মজ্জমিশ্রিত হইয়া থাকে। ক্ষৌদ্রমেহে মূত্র—কষায় ও মধুর রসসংযুক্ত এবং রুক্ষ হইয়া থাকে। হস্তিমেহে রোগী মত্ত হস্তীর ন্যায় সর্ব্বদা অধিক মূত্র ত্যাগ করে, কিন্তু মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে কোনরূপ বেগ উপস্থিত হয় না; কখন কখন বা মূত্ররোধ হইতে দেখা যায়।

মেহরোগের উপদ্রব।—দশপ্রকার কফজ-মেহে অজীর্ণ, অরুচি, বমি, নিদ্রাধিক্য, কাসের সহিত কফনিষ্ঠীবন ও পীনস; ছয়প্রকার পিত্তজ মেহে বস্তি ও লিঙ্গনালে সূচীবেধবৎ বেদনা; লিঙ্গনালমধ্যে পাক, অণ্ডকোষ ফাটা ফাটা হওয়া, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদগার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ; এবং চারিপ্রকার

বাতজ-মেহে উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বপ্রকার আহারে লোভ, শূল, অনিদ্রা, শোথ ও কাস, এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। উপদ্রবযুক্ত সকল প্রকার মেহই প্রায় কষ্টসাধ্য।

মধুমেহ।—সমুদায় মেহরোগই অচিকিৎস্যভাবে অধিকদিন অবস্থিত থাকিলে—মধুমেহরূপে পরিণত হয়। তাহাতে মূত্র—মধুর ন্যায় ঘন, পিচ্ছিল, পিঙ্গলবর্ণ ও মিষ্টাস্বাদ হইয়া থাকে; রোগীর দেহও মিষ্টাস্বাদ হইতে পারে। আরও, মধুমেহ অবস্থায় যে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই সেই দোষজাত প্রমেহ লক্ষণও প্রকাশিত হয়।

ঐরূপ অচিকিৎস্যভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত মেহরোগ অবস্থিত থাকিলে, রোগীর শরীরে নানাপ্রকার পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। মধুমেহ ও পিড়কাযুক্ত মেহ অসাধ্য। পিতামাতার মেহদোষজন্য পুত্রের মেহরোগ হইলে, তাহাও অসাধ্য। প্রমেহরোগে গুহ্যদেশ, মস্তক, হৃদয়, পৃষ্ঠ ও মর্ম্মস্থানে পিড়কা জন্মিলে এবং তাহার সহিত তৃষ্ণা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, সেই পিড়কাসমূহও অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা ও মুষ্টিযোগ।—প্রমেহরোগ স্বভাবতঃই নিতান্ত কষ্টসাধ্য। এজন্য রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা করা আবশ্যক। গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস ও কচি-শিমূলের রস প্রভৃতি—প্রমেহ রোগের উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ। ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতা ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করাইলে, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহই প্রশমিত হয়। মধু ও হরিদ্রাচূর্ণসংযুক্ত আমলকীর রসও ঐরূপ উপকারী। শুক্রমেহে দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস অথবা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ /৵০ অর্দ্ধপোয়া ও জল /৵০ অর্দ্ধপোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পলাশফুল ১ এক তোলা ও চিনি অর্দ্ধতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করাইলে, সর্ব্বপ্রকার মেহ নিবারিত হইয়া থাকে। বঙ্গভস্ম—প্রমেহ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিমূলমূলের রস, মধু ও হরিদ্রাচূর্ণের সহিত দুই রতি পরিমাণে বঙ্গভস্ম সেবন করাইলে, প্রমেহ রোগ নিবারিত হয়।

মূত্ররোধ-চিকিৎসা।—প্রমেহরোগে মূত্ররোধ হইলে, কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধব-লবণ ও ত্রিফলা, ইহাদের চূর্ণ।০ চারি আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত

সেবন করাইবে। কুশাবলেহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের অন্যান্য ঔষধও এই অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়। পাথরকুচি-পাতার রস ২ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করাইলে মূত্ররোধে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এলাদিচূর্ণ, মেহকুলান্তক-রস, মেহ-মুদ্গর বটিকা, বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, বৃহৎ হরিশঙ্কররস, ইন্দ্রবটিকা, স্বর্ণবঙ্গ, বসন্ত-কুসুমাকর রস, চন্দনাসব ও দাড়িমাদ্য ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ এবং প্রমেহমিহির প্রভৃতি তৈল, রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকল প্রকার প্রমেহ রোগেই প্রয়োগ করা যায়।

পিড়কা-নিবারণ।—প্রমেহবশতঃ পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাতে বৃক্ষ-ডুমুরের আঠা লাগাইবে; অথবা সোমরাজী-বীজ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। অনন্ত-মূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোণামুখী, কট্‌কী, হরীতকী, বাসকছাল, ও নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করাইলে, প্রমেহ-পিড়কা নিবারিত হয়। শারিবাদি লৌহ, শারিবাদি আসব ও মকরধ্বজ রস—এই অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। প্রমেহ রোগের অন্যান্য ঔষধও ইহাতে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, কাঁচামুগ, মসুর, ছোলার দাল, অতি অল্পপরিমাণে ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, শশক, ঘুঘু, বটের, কুক্কুট, ছাগ ও হরিণের মাংস, পটোল, ডুমুর, বেগুন, মাণকচু, সজিনার ডাঁটা, থোড়, মোচা ও ঠ'টেকলা প্রভৃতির তরকারী এবং পাতি বা কাগজীনেবু, প্রভৃতি প্রমেহ রোগে হিতকর। রাত্রিকালে রুটী বা লুচি, পূর্ব্বোক্ত তরকারী এবং অতি অল্প দুগ্ধ ও অল্প মিষ্ট আহার কর্ত্তব্য। সকলপ্রকার তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত দ্রব্য উপকারী। জলখাবারের জন্য ইক্ষু, পানিফল, কিস্‌মিস্, বাদাম, খেজুর, দাড়িম, ছোলাভিজা ও অল্পমিষ্টসংযোগে প্রস্তুত মোহনভোগ প্রভৃতি। স্নান সহ্যমত করা আবশ্যক। পীড়ার প্রবলাবস্থায় স্নান নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ দ্রব্য।—অধিক দুগ্ধ, অধিক মিষ্টদ্রব্য, অধিক মৎস্য, লঙ্কার ঝাল, শাক, অম্লদ্রব্য, কলায়ের দা'ল, দধি, গুড়, লাউ, তালশাঁস ও অন্যান্য কফবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন এবং মদ্যপান, মৈথুন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, আতপসেবন, মূত্রের বেগধারণ ও অধিক ধূমপান প্রভৃতি প্রমেহরোগে অনিষ্টকারক।

শুক্রমেহে ও মধুমেহে পথ্যাপথ্য।—শুক্রমেহ রোগে পুষ্টিকর আহার উপযোগী; তজ্জন্য রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, ধ্বজভঙ্গরোগোক্ত পথ্যাপথ্য ব্যবস্থেয়। মধুমেহরোগে বহুমূত্ররোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য ব্যবস্থেয়।

গণোরিয়া ও ঔপসর্গিক মেহ।—দূষিতযোনি-বেশ্যা প্রভৃতির সহবাস জন্য একপ্রকার মেহরোগ জন্মে; বাঙ্গালায় তাহাকে ঔপসর্গিক মেহ এবং ইংরাজী ভাষায় "গণোরিয়া" নামে অভিহিত করা হয়। সহবাসের পর প্রায় সপ্তাহকালমধ্যেই এই রোগ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ লিঙ্গের অগ্রভাগে সুড়্ সুড়্, লিঙ্গ উচ্ছ্রিত হইলে অথবা মূত্রত্যাগের পরে অত্যন্ত যাতনা এবং বারে বারে লিঙ্গোদ্রেক ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়। ক্রমশঃ লিঙ্গনালীর মধ্যে ক্ষত, লিঙ্গ স্ফীত ও রক্তবর্ণ, অণ্ডকোষে ও কুঁচকিতে বেদনা, লিঙ্গনালী হইতে সর্ব্বদা ক্লেদ ও পুঁজরক্তাদিস্রাব এবং ক্লেদজন্য মূত্রমার্গ রুদ্ধ হইয়া গেলে, মূত্ররোধ বা দুই ধারায় মূত্রনির্গম, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পীড়া পুরাতন হইলে, ক্রমশঃ যাতনার হ্রাস হইতে থাকে। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগাক্রান্তা স্ত্রীর সহিত সহবাসে পুরুষের এবং ঐরূপ পুরুষ-সহবাসে স্ত্রীর এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চিকিৎসা।—ঔপসর্গিক মেহে প্রস্রাব পরিষ্কার হইবার উপায় বিধান করা বিশেষ আবশ্যক; তৎসঙ্গে ক্ষতনিবারণের ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ত্রিফলার কাথ, বাবলাছালের কাথ, জাতীপাতার কাথ, খদিরভিজান জল এবং দধির মাত দ্বারা পিচকারী দিলে, ক্ষতের বিশেষ উপকার হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাবাবচিনির গুঁড়া ৵৹ তিন আনা, সোরা ৴৹ এক আনা, সোণামুখীর গুঁড়া ৴৹ এক আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, গরমজল শীতল হইলে, সেই জলের সহিত সেবন করাইবে। রাত্রিতে শয়নকালে কাবাবচিনির গুঁড়া ৴৹ এক আনা, কর্পূর ২ দুই রতি ও আফিং ॥৹ অর্দ্ধ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা পরিষ্কাররূপে মূত্রনির্গম হয় এবং লিঙ্গোদ্রেক, স্বপ্নদোষ ও ক্ষতের শান্তি হইয়া থাকে। গদভিজান জল অথবা বাবলাপাতার রসসহ বঙ্গেশ্বর বা মেহমুদ্গর বটিকা সেবন করাইলে, ক্লেদ ও পূয়াদির নিঃস্রাব সত্বর নিবারিত হয়। কাঁচা হলুদের রস বা তেজপাতার কাটী-ভিজান জলের সহিত ঐরূপ ঔষধ সেবন করাইলে, জ্বালার শান্তি হয়। স্ফীত লিঙ্গ ঈষদুষ্ণ

ত্রিফলার কাথে বা জাতিপত্রের কাথে ডুবাইয়া রাখিলে, যাতনার শান্তি হয়। সর্ব্বদা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা লিঙ্গ বেষ্টিত ও কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হিতকর। মূত্র পরিষ্কারের জন্য স্থলপদ্মের পাতা অথবা পাথরকুচির পাতার রসের সহিত ঐ সমস্ত ঔষধ এবং কুশাবলেহ প্রয়োগ করিবে।

অনারোগ্য পরিণাম।—এই পীড়া নিঃশেষরূপে আরোগ্য না হইলে, ক্রমে শুক্রমেহ ও শুক্রতারল্য বা ধ্বজভঙ্গরোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনরূপ শীতলক্রিয়া বা স্নান করা এই পীড়ায় কদাচ উচিত নহে। তাহাতে আপাততঃ পীড়ার উপশম বোধ হইলেও, পরিণামে সন্ধিসমূহে বেদনা বা একেবারে পঙ্গু হইবার সম্ভাবনা।

সোমরোগ।

সংজ্ঞা, নিদান ও লক্ষণ।—সোমরোগের সাধারণ নাম "বহুমূত্র।" মিষ্টদ্রব্য বা কফজনক দ্রব্যের অধিক ভোজন, অধিক স্ত্রীসঙ্গম, শোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম, যোনিদোষসম্পন্ন স্ত্রীর সহবাস, অধিক মদ্যপান, অতিনিদ্রা বা দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত চিন্তা, অথবা বিষদোষ প্রভৃতি কারণে সর্ব্বদেহস্থ জলীয় পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। তখন ঐ জল মূত্ররূপে পরিণত হইয়া, অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। মূত্রনির্গমকালে কোনরূপ যাতনা থাকে না এবং মূত্রও বেশ নির্ম্মল, শীতল, শুভ্রবর্ণ ও গন্ধশূন্য থাকে। এই রোগে দুর্ব্বলতা, গতিশক্তির হীনতা, স্ত্রীসহবাসে অক্ষমতা, সর্ব্বাঙ্গের বিশেষতঃ মস্তকের শিথিলতা, মুখশোষ ও তালুশোষ এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে সোম অর্থাৎ জলীয়াংশের ক্ষয় হয় বলিয়া ইহার নাম সোমরোগ। কেহ কেহ ইহাকে মূত্রাতিসার নামেও অভিহিত করেন। রোগের প্রবলাবস্থায় শরীরের কৃশতা, ঘর্ম্মনির্গম, অঙ্গে গন্ধ, কাস, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, পিড়কা, পাণ্ডুবর্ণতা, শ্রান্তি, অঙ্গের পীতবর্ণতা ও মিষ্টাস্বাদ এবং হস্ত, পদ, জিহ্বা ও কর্ণে সন্তাপ, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সাঙ্ঘাতিক অবস্থা।—বহুমূত্ররোগে অতিমাত্র বলক্ষয় হইয়া গেলে, যদি প্রলাপ, মূর্চ্ছা, বা পৃষ্ঠব্রণ প্রভৃতি দুরারোগ্য স্ফোটকাদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—পক্ক কদলীফল একটী, আমলকীর রস ১ এক তোলা, মধু ৪ চারিমাষা, চিনি ৪ চারিমাষা ও দুগ্ধ ।০ এক পোয়া,—একত্র এইসমস্ত দ্রব্য সেবন করাইলে, বহুমূত্র রোগের শান্তি হয়। পক্ক কদলীফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী, সমভাগ এই কয়েকটী দ্রব্য দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলেও মূত্রাধিক্য নিবারিত হয়। যজ্ঞডুমুরের রস ও বীজচূর্ণ, জাম-আঁটির শাঁসচূর্ণ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, আমলকীর রস, কচি তাল ও খেজুরমূলের রস, তেলাকুচামূলের রস, এবং কচিপেয়ারা-ভিজান জল ও ঝিঙ্গেপোড়ার রস—বহুমূত্রনিবারক। বৃহদ্বঙ্গেশ্বর রস, তারকেশ্বর রস, সোমনাথ রস, হেমনাথ রস, বসন্তকুসুমাকর রস, বৃহৎ ধাত্রীঘৃত ও কদল্যাদ্য ঘৃত, প্রভৃতি ঔষধ বহুমূত্ররোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে সূক্ষ্ম পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ, মসূর ও ছোলার দালের যূষ, ছাগ, হরিণ, কপোত ও কুক্কুটাদি-পক্ষীর মাংসরস এবং পটোল, ডুমুর, যজ্ঞডুমুর, থোড়, ঝিঙ্গে, মোচা, কাঁচকলা, সজিনার শাক ও ডাটা প্রভৃতির তরকারী ব্যবস্থেয়। রাত্রিকালে গম বা যবের আটার রুটী, পূর্ব্বোক্ত তরকারী এবং মাখনতোলা দুগ্ধ। আমলকী, জাম, কেশুর, পক্ককদলী, পাতি বা কাগজী নেবু ও পুরাতন সুরা ইত্যাদি উপকারক। রুক্ষক্রিয়া, অশ্বযানে ও হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ, পর্য্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ হিতকারক। পীড়ার প্রবলাবস্থায় দিবসে অন্ন বন্ধ করিয়া গম বা যবের আটার রুটী, অথবা কেবলমাত্র মাখনতোলা দুগ্ধপান ব্যবস্থা। গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। স্নান সহ্য হইলে গরম জলে স্নান ব্যবস্থা।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—কফজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, জলাভূমিজাত মাংস, দধি, অধিক দুগ্ধ, মিষ্টদ্রব্য, কুষ্মাণ্ড, শাক, অম্ল, কলায়ের ডাল ও লঙ্কার ঝাল ভোজন এবং অধিক জলপান, তীব্রসুরাপান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক নিদ্রা, মৈথুন ও আলস্য—এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

———

শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ।

নিদান ও লক্ষণ।—অপ্রাপ্ত বয়সে স্ত্রীসহবাস, হস্তমৈথুন বা অন্য কোন অযথা উপায়ে শুক্রস্খলন ও অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, প্রভৃতি কারণে শুক্রতারল্য রোগ জন্মে। ইহাতে মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কিঞ্চিৎমাত্র কামোদ্রেক হইলেই শুক্রপাত, স্ত্রীলোকের দর্শন বা স্পর্শন বা স্মরণমাত্রেই রেতঃপাত, স্বপ্নাবস্থায় শুক্রস্খলন, সঙ্গমের উপক্রমেই শুক্রপাত, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কালিমার উৎপত্তি, দুর্ব্বলতা, উদ্যমশূন্যতা ও নির্জ্জনপ্রিয়তা, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। পীড়া অত্যন্ত প্রবল হইলে, লিঙ্গের শিথিল অবস্থাতেই শুক্রপাত হইয়া থাকে এবং লিঙ্গোদ্রেকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং ক্রমশঃ ইহা প্রকৃত ধ্বজভঙ্গরূপে পরিণত হইয়া উঠে। এইসকল কারণ ব্যতীত আরও কয়েকটী কারণে ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হয়। ভয়, শোক বা অন্য কোনরূপে মনের বিঘাত, বিদ্বেষভাগিনী স্ত্রীর সহিত সহবাস, ঔপদংশিক পীড়াজন্য বা অন্য কারণে শুক্রবাহিনী শিরার বিকৃতি, কামবেগে উত্তেজিত হইয়া মৈথুন না করা, এবং অধিক পরিমাণে কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন, প্রভৃতি কারণেও ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—শুক্রতারল্য রোগে শুক্ররক্ষা করাই প্রধান চিকিৎসা। কচি-শিমুল-মূলের রস, তালমূলচূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও চূর্ণ, আমলকীর রস, আলকুশীর বীজ, কুলেখাড়ার বীজ ও যষ্টিমধুচূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য শুক্রবর্দ্ধক ও শুক্রতারল্যনাশক। মল-মূত্রত্যাগকালে শুক্রস্রাব ও ধ্বজভঙ্গের নিবারণ জন্য, ঐ সমস্ত অনুপানের সহিত বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, সোমনাথ রস, শুক্রমাতৃকা বটী, কামচূড়ামণি রস, চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, পূর্ণচন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, অষ্টাবক্ররস, মন্মথাভ্ররস ও মকরধ্বজরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অমৃতপ্রাশ ঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত, কামদেবঘৃত, বানরীবটিকা, কামাগ্নিসন্দীপন মোদক, মদনমোদক, শতাবরীমোদক ও রতিবল্লভ মোদক, এবং শ্রীগোপাল ও পল্লবসার তৈল প্রভৃতি শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। স্বপ্নদোষনিবারণ জন্য শয়নকালে কাবাবচিনির গুঁড়া ।০ এক আনা, কর্পূর ২ দুই রতি ও আফিম ½ অর্দ্ধরতি, এই

তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, অথবা কেবল কাবাবচিনির গুঁড়া ৵০ দুই আনা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবে।

সঙ্গমসময়ে শীঘ্র শুক্রপাত নিবারণ জন্য পূর্ব্বোক্ত মোদকসমূহ এবং নাগবল্ল্যাদি চূর্ণ, অর্জ্জকাদি বটিকা, শুক্রবল্লভরস বা কামিনীবিদ্রাবণ রস প্রভৃতি শুক্ররোধক ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিকর আহার এই উভয় রোগের পথ্য। দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, রোহিত প্রভৃতি ভাল মৎস্য, ছাগ, মেষ, চটক, কুক্কুট, পায়রা, লাব ও তিত্তির প্রভৃতির মাংসরস, মুগ, মসূর ও ছোলার দাল, হংসডিম্ব, ছাগের অণ্ডকোষ এবং আলু, পটোল, ডুমুর, বেগুন, মাণকচু, কপি, শালগম ও গাজর প্রভৃতির ঘৃতপক্ব তরকারী। রাত্রিতে লুচি বা রুটী, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তরকারী, দুগ্ধ ও পরিমিতমাত্রায় মিষ্টদ্রব্য।

জলখাবারের জন্য ঘৃত, চিনি ও সুজী বা বেসম সংযোগে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য (মিঠাই, খাজা, গজা, মোহনভোগ প্রভৃতি), এবং বেদানা, বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌, আঙ্গুর, খেজুর, আম, কাঁটাল ও পেপে প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সকলপ্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন এই রোগে উপকারক। অভ্যাসমত স্নান আবশ্যক।

নিষিদ্ধ দ্রব্য।—অধিক লবণ, অধিক ঝাল বা লঙ্কার ঝাল, অধিক অম্ল, অগ্নির বা রৌদ্রের উত্তাপ, রাত্রিজাগরণ, অধিক মদ্যপান, মৈথুন ও অধিক পরিশ্রম—এই উভয় রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

মেদোরোগ।

নিদান।—নিরন্তর শ্লেষ্মজনক দ্রব্য ভোজন করিলে, অথবা ব্যায়ামাদি কোনরূপ পরিশ্রম না করিলে, কিংবা দিবানিদ্রা বশতঃ ভুক্ত দ্রব্য সম্যগ্রূপে পরিপাক হইতে না পারিলে, মধুররসযুক্ত অপক্করসে পরিণত হয়। সেই রসের স্নেহভাগ হইতে মেদ পদার্থের বৃদ্ধি হইয়া মেদোরোগ উৎপন্ন হয়। সেই রোগে মেদোবৃদ্ধি জন্য রসরক্তাদিবাহী স্রোতঃসমূহ রুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং অন্যান্য ধাতুর পুষ্টি হইতে পারে না; কেবল মেদোধাতুই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে অতি স্থূল ও সর্ব্বকার্য্যে অসমর্থ করিয়া তুলে। ক্ষুদ্রশ্বাস, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অধিক নিদ্রা, হঠাৎ উচ্ছ্বাসের অবরোধ, অবসন্নতা, অতিশয় ক্ষুধা, ঘর্ম্মনির্গম, শরীরের দুর্গন্ধ, এবং বল ও মৈথুনশক্তির হ্রাস, এই কয়েকটী মেদোরোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

মেদোবৃদ্ধির পরিণাম-ফল।—মেদোধাতু অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, বাতাদি-দোষসমূহ কুপিত হইয়া সহসা প্রমেহপিড়কা, জ্বর ও ভগন্দর প্রভৃতি উৎকট পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। ঐ পীড়া উপস্থিত হইলে, মেদোরোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—যেসকল কার্য্যদ্বারা শরীর কৃশ ও রুক্ষ হইতে পারে, তাহারই আচরণ করা মেদোরোগের প্রধান চিকিৎসা। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল পান করাইলে, মেদোরোগের উপশম হয়। ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ, তৈল ও লবণ-মিশ্রিত করিয়া দীর্ঘকাল সেবন করাইলে, মেদোরোগ প্রশমিত হয়। অথবা বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহভস্ম, যব ও আমলকী, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। গণিয়ারীর রস বা শিলাজতু সেবনেও মেদোরোগে বিশেষ উপকার দর্শে। অমৃতাদি-গুগ্গুলু ও নবক-গুগ্গুলু, ত্র্যূষণাদ্যলৌহ, বড়বাগ্নিলৌহ, বড়বাগ্নিরস, এবং ত্রিফলাদ্য তৈল প্রভৃতি, ঔষধাদি মেদোরোগের নিবারণজন্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। মহাসুগন্ধি নামক তৈল, অথবা প্রসিদ্ধ সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ গাত্রে লেপন করিলে, মেদোজন্য দুর্গন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে শ্যামাতণ্ডুলের অন্ন, অভাবে অতিসূক্ষ্ম পুরাতন চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, ডুমুর, কাঁচকলা, মোচা, বেগুন, পটোল ও পুরাতন কুষ্মাণ্ডের তরকারী এবং পাতি বা কাগজীনেবু। রাত্রিকালে যবের আটার রুটী এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তরকারী ব্যবস্থেয়। মিষ্টদ্রব্যের মধ্যে কেবল অল্প মিছরি। স্নান নিষিদ্ধ; অসহ্য হইলে গরম জল শীতল করিয়া সেই জলে স্নান এবং গরম জলই পান ব্যবস্থেয়। পরিশ্রম, চিন্তা, পথপর্য্যটন, রাত্রিজাগরণ, ব্যায়াম ও মৈথুন, এই সমস্ত কার্য্য মেদোরোগে বিশেষ উপকারক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—যাবতীয় কফবর্দ্ধক ও স্নিগ্ধ দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাখন, মাংস, মৎস্য, ঘৃতপক্কদ্রব্য, নারিকেল, পক্ককদলী এবং অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, সুখকর-শয্যায় শয়ন, সুনিদ্রা, দিবানিদ্রা, সর্ব্বদা উপবেশন, আলস্য এবং চিন্তাশূন্যতা এই রোগে অনিষ্টকারক।

কার্শ্যরোগের চিকিৎসা।—প্রসঙ্গতঃ কার্শ্যরোগের বিষয়ও এই স্থানে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। রুক্ষদ্রব্য ভোজন, অতিমাত্র পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা এবং অধিক স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি কারণে কার্শ্যরোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে মেদঃ, মাংস, প্রভৃতি সকল ধাতুই ক্ষীণ হইয়া যায়; সুতরাং রোগীও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে। অশ্বগন্ধা কার্শ্যরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুগ্ধ, ঘৃত, বা জলের সহিত অশ্বগন্ধা পাক করিয়া প্রত্যহ সেবন করাইলে, কার্শ্যরোগে বিশেষ উপকার হয়। শুক্রতারল্য রোগে যেসকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অশ্বগন্ধা ঘৃত ও অমৃতপ্রাশ ঘৃত এবং বাতব্যাধি কথিত ছাগলাদ্য ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর ঔষধ কার্শ্যরোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অশ্বগন্ধার কল্ক /১ এক সের, অশ্বগন্ধার ক্বাথ ।৬ ষোল সের এবং দুগ্ধ ।৬ ষোল সের এই তিন প্রকার দ্রব্যের সহিত তিলতৈল /৪ চারি সের যথাবিধি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলেও কৃশাঙ্গ পুষ্ট হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—এই রোগে ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস, মৎস্য এবং অন্যান্য যাবতীয় পুষ্টিকর দ্রব্য আহার, সুনিদ্রা, দিবানিদ্রা, পরিশ্রমত্যাগ, চিন্তাশূন্যতা ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করা হিতকর। মাংসই কার্শ্যরোগে উৎকৃষ্ট পথ্য। শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ-রোগোক্ত সমুদায় পথ্যাপথ্য কার্শ্যরোগে প্রতিপালন করা বিধেয়।

উদররোগ।

নিদান ও সাধারণ লক্ষণ।—একমাত্র অগ্নিমান্দ্যকেই প্রায় সকল-প্রকার উদর রোগের নিদান বলা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন অজীর্ণদোষজনক অন্নভোজন এবং উদরে জলসঞ্চয়, এই দুইটীও উদররোগের প্রধান কারণ। ঐ সমস্ত কারণে সঞ্চিত বাতাদি দোষ স্বেদবহ ও জলবহ স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণ-বায়ু, অপানবায়ু ও অগ্নিকে দূষিত করিয়া, উদররোগ উৎপাদন করে। তদ্ভিন্ন প্লীহা ও যকৃতের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, অন্ত্রনাড়ী কোনরূপে ক্ষত হইলে এবং অন্ত্রমধ্যে জল সঞ্চিত হইলেও উদররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদরাধ্মান, গমনে অশক্তি, দুর্ব্বলতা, অতিশয় অগ্নিমান্দ্য, শোথ, সমুদায় অঙ্গের অবসন্নতা, অধোবায়ু ও মলের অনির্গম এবং দাহ ও তন্দ্রা, এই কয়েকটী উদররোগের সাধারণ লক্ষণ। উদররোগ ৮ আট প্রকার :—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, প্লীহা ও যকৃৎ জনিত, মলসঞ্চয়জনিত, ক্ষয়জ ও উদরে জলসঞ্চয়জনিত।

বাতজ-উদর লক্ষণ।—বাতজ উদররোগে হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষি-দেশে শোথ; কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর, কটি, পৃষ্ঠ ও সন্ধিসমূহে বেদনা; শুষ্ককাস; অঙ্গমর্দ্দ; শরীরের অধোভাগে ভারবোধ, মলরোধ, ত্বক্, চক্ষুঃ ও মূত্র প্রভৃতির শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, অকস্মাৎ উদরশোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি, উদরে সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহের উৎপত্তি, উদরে আঘাত করিলে, বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রায় আঘাত করার ন্যায় শব্দোৎপত্তি ও উদরের সর্ব্বত্র বেদনার সহিত বায়ুর সঞ্চলন, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ উদর লক্ষণ।—পিত্তোদরে জ্বর, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, মুখে কটু আস্বাদ, ভ্রম, অতিসার, ত্বক্ ও চক্ষুঃ প্রভৃতির পীতবর্ণতা; এবং উদর—ঘর্ম্ম, দাহ, বেদনা ও উষ্মাযুক্ত এবং কোমলস্পর্শ, হরিৎ, পীত বা তাম্রবর্ণের শিরাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন ও উদর হইতে উষ্মা বহির্গত হওয়ার ন্যায় অনুভব,—এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। পিত্তোদর শীঘ্রই পাকিয়া জলোদররূপে পরিণত হয়।

শ্লেষ্মজ-উদর লক্ষণ।—শ্লেষ্মোদরে অঙ্গের অবসন্নতা, স্পর্শজ্ঞানের অভাব, শোথ, অঙ্গের গুরুতা, নিদ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস ও ত্বক্ প্রভৃতির শুক্লবর্ণতা এবং উদর বৃহৎ, স্তিমিত, চিক্কণ, কঠিন, শীতল-স্পর্শ, গুরু, অচল ও শুক্লবর্ণ-শিরাব্যাপ্ত হয়। শ্লেষ্মোদর দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দূষ্য বা ত্রিদোষজ উদররোগের লক্ষণ।—নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা, আর্ত্তব বা কোনরূপ বিষাদিদ্বারা দূষিত অন্নভোজন করিলে, রক্ত ও বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া, ত্রিদোষজ-উদররোগ উৎপাদন করে। ইহাতে বাতাদি তিনদোষজাত উদরেরই লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। এই রোগী পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। শীতল সময়ে, শীতল-বায়ুস্পর্শে এবং জলঝড়বিশিষ্ট দিবসে, এই উদর বর্দ্ধিত ও দাহযুক্ত হয়। ইহার অপর নাম দূষ্যোদর।

প্লীহোদর ও যকৃদুদর।—কফজনক দ্রব্য এবং যেসকল দ্রব্যের অম্লপাক হয়, সেই সমস্ত দ্রব্য নিরন্তর ভোজন করিলে, কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিসাধন করে। প্লীহা বা যকৃৎ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া, যখন উদরকেও বর্দ্ধিত করে এবং অঙ্গের অবসন্নতা, মন্দ মন্দ জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, বলক্ষয়, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা ও কফপিত্তজনিত অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত করে, তখন তাহাকে প্লীহোদর বা যকৃদুদর কহে। প্লীহোদরে উদরের বামভাগ এবং যকৃদুদরে উদরের দক্ষিণভাগ অধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, উদাবর্ত্ত, আনাহ ও উদরে বেদনা; পিত্তের প্রকোপে মোহ, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর; এবং কফের প্রকোপে গাত্রগুরুতা, অরুচি ও উদরের কঠিনতা, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়।

বদ্ধগুদোদর।—শাকাদি পিচ্ছিল ভোজ্যদ্রব্যদ্বারা অথবা অন্নাদির সহিত প্রবিষ্ট চুল কিংবা শর্করাদি পদার্থদ্বারা অন্ত্রনাড়ী নিরুদ্ধ হইলে, সম্মার্জ্জনী-নিক্ষিপ্ত ধূলিরাশির ন্যায় মল ও দোষসমূহ গুহ্যনাড়ীতে সঞ্চিত হইয়া, বদ্ধগুদোদর নামক মলসঞ্চয়জনিত উদররোগ উৎপাদন করে। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তী উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অতি কষ্টে অল্প অল্প মল নিঃসৃত হইয়া থাকে।

ক্ষতজ-উদর।—অন্নের সহিত কণ্টকাদি শল্য প্রবিষ্ট হইয়া যদি অন্ত্র-নাড়ীকে বিদীর্ণ করে, অথবা অতিরিক্ত ভোজন ও জৃম্ভাদিদ্বারা অন্ত্রনাড়ী যদি বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষতস্থান হইতে জলবৎ স্রাব নির্গত হইয়া নাভির অধোভাগে উদরের বৃদ্ধি সম্পাদন করে এবং গুহ্যদ্বার দিয়া জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকে পরিস্রাব্যুদর নামক ক্ষতজ-উদররোগ কহে। এই উদররোগে সূচীবেধের ন্যায় বা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে।

জলোদর লক্ষণ।—স্নেহপান, অনুবাসন (স্নেহপদার্থদ্বারা পিচকারী), বমন, বিরেচন, অথবা নিরূহণ (রুক্ষপদার্থের পিচকারী) ক্রিয়ার পর হঠাৎ শীতল জল পান করিলে, কিংবা স্নেহপদার্থদ্বারা জলবহ স্রোতঃ উপলিপ্ত হইলে, সেই স্রোতঃসমূহ দূষিত হয় এবং দূষিত নাড়ীতে জল সঞ্চিত হইয়া উদরের বৃদ্ধি করে; ইহাকে উদকোদর বা জলোদর নামক জলসঞ্চয়জনিত উদররোগ কহে। এই রোগে উদর চিক্কণ, বৃহৎ, জলপূর্ণের ন্যায় স্ফীত, এবং সঞ্চালিত হইলে ক্ষুব্ধ, কম্পিত ও শব্দযুক্ত হইয়া থাকে। আরও ইহাতে নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনাবোধ হয়।

সাধ্যাসাধ্যতা —উদররোগমাত্রই স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য; বিশেষতঃ জলোদর ও ক্ষতোদর রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য; অস্ত্র-চিকিৎসা ভিন্ন ইহা হইতে আরোগ্যের আশা অল্প পীড়া অধিক দিনের হইলে বা রোগীর বলক্ষয় হইলে, সমুদয় উদররোগই অসাধ্য হইয়া উঠে। যে উদররোগীর চক্ষুঃ শোথযুক্ত, লিঙ্গ বক্র, ত্বক্ পাতলা ও ক্লেদযুক্ত এবং বল, অগ্নি, রক্ত ও মাংস ক্ষীণ হইয়া যায়, অথবা যে রোগীর পার্শ্বদ্বয় ভঙ্গবৎ, অন্নে বিদ্বেষ, অতিসার কিংবা বিরেচন করাইলেও কোষ্ঠ পরিপূর্ণ থাকে, সেই সমস্ত উদররোগও অসাধ্য।

সর্ব্ববিধ উদররোগের চিকিৎসা।—প্রায় সকলপ্রকার উদর-রোগেই বাতাদি তিন দোষ কুপিত হয়; এইজন্য বাতাদি তিন দোষেরই শান্তি-কারক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধির জন্য অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ এবং বিরেচন জন্য উষ্ণদুগ্ধ বা গোমূত্রের সহিত এরণ্ডতৈল পান করান আবশ্যক। বাতোদরে প্রথমতঃ পুরাতন ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ মালিশ করিয়া স্বেদ দিতে হয়; তৎপরে বিরেচন করাইয়া, বস্ত্রখণ্ডদ্বারা উদরবন্ধন করিয়া রাখিবে। বাতোদরে পিপুল ও সৈন্ধব লবণের সহিত; পিত্তোদরে চিনি ও মরিচের সহিত; শ্লেষ্মোদরে

যমানী, সৈন্ধব-লবণ, জিরা ও ত্রিকটুর সহিত এবং সন্নিপাতোদরে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধব-লবণের সহিত ঘোল পান করাইবে তাহাদ্বারা দেহের ভার ও অরুচি বিনষ্ট হয়। প্লীহোদরে ও যকৃদুদরে প্লীহা ও যকৃৎরোগোক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে। বদ্ধোদরে প্রথমতঃ স্বেদ দিয়া তীক্ষ্ণবিরেচন করান আবশ্যক দেবদারু, শজিনা ও আপাং, এই সকল দ্রব্য, অথবা অশ্বগন্ধা, গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া, পান করাইলে, দূষ্যোদর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উদররোগ নিবারিত হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে মহিষের মূত্র /০ এক ছটাক আন্দাজ পান করাইলে, সর্ব্বপ্রকার উদররোগ প্রশমিত হয়। পুনর্নবা, দেবদারু, গুলঞ্চ, আকনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, চিতামূল ও বাসক, এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করাইলেও সর্ব্বপ্রকার উদররোগ প্রশমিত হয়। দশমূল, দেবদারু, শুঁঠ গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী, ইহাদের কাথ সেবন করাইলে জলোদর, শোথ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতরোগ নিবারিত হয়। পুনর্নবা, নিম ছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী, ইহাদের কষায় পান করাইলে, সর্ব্বপ্রকার উদর, সর্ব্বাঙ্গশোথ, কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগের উপশম হইয়া থাকে। উদররোগে দোষবিশেষ বিবেচনা করিয়া, পুনর্নবাদি কাথ, কুষ্ঠাদিচূর্ণ, সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, নারায়ণ চূর্ণ, ত্রৈলোক্যসুন্দর রস, ইচ্ছাভেদী রস, নারাচরস, পিপ্পলাদ্যলৌহ, শোথোদরারিলৌহ, চিত্রকঘৃত, মহাবিন্দুঘৃত, বৃহৎ নারাচঘৃত ও রসায়ন-তৈল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগী দুর্ব্বল হইলে, কোন তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ না দিয়া, মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য। উদররোগে লঘুপাক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক পথ্য ব্যবস্থেয়। পীড়ার প্রবল অবস্থায় কেবল মাণমণ্ড, অভাবে সহ্যমত কেবল দুগ্ধ অথবা দুগ্ধসাগু প্রভৃতি পীড়া অধিক প্রবল না থাকিলে, দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, মুগের দালের যূষ, পটোল, বেগুন, ডুমুর, ওল, মাণকচু, শজিনার ডাঁটা, কাঁকরোল, ক্ষুদ্র মূলা, শ্বেতপুনর্নবা ও আদা প্রভৃতির তরকারী, অল্প সৈন্ধব-লবণে পাক করিয়া ভোজন করিতে দেওয়া যায়। রাত্রিকালে দুগ্ধ-সাগু অথবা অধিক ক্ষুধা থাকিলে অল্প পরিমাণে পাতলা রুটী। জল পান একেবারে পরিত্যাগ

করিয়া দুগ্ধদ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করান আবশ্যক; কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন হইলে গরম জল পান করিতে দেওয়া যায়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য, তিল, লবণ ও শিম প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এবং স্নান, দিবানিদ্রা ও পরিশ্রম প্রভৃতি উদররোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

শোথরোগ।

নিদান ও সাধারণ লক্ষণ।—বমন-বিরেচনাদি শুদ্ধিক্রিয়া, জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি পীড়া, এবং উপবাস ও বিষমভোজনাদি দ্বারা কৃশ ও দুর্ব্বল হওয়ার পরে ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলে, অথবা দধি, অপক্বদ্রব্য, মৃত্তিকা, শাক, ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ ও বিষমিশ্রিত দ্রব্য ভোজন করিলে এবং বমন বিরেচনাদি করাইবার উপযুক্ত কালে তাহা না করাইলে বা অযথারূপে তাহা সম্পাদিত হইলে, পরিশ্রম ত্যাগ করিলে, গর্ভস্রাব হইলে কিংবা মর্ম্মস্থানে আঘাত পাইলে, শোথরোগ জন্মে। কুপিত বায়ু—দুষ্ট-রক্ত, পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরাসমূহে আনয়ন করিয়া এবং নিজেও সেই সমস্ত দোষদ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া ত্বক্ ও মাংসের উচ্চতা সম্পাদন করে; ইহারই নাম শোথরোগ। শোথ জন্মিবার পূর্ব্বে সন্তাপ, শিরাসমূহ বিস্তৃত হওয়ার ন্যায় যাতনা ও অঙ্গে ভারবোধ, এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়; অবয়ববিশেষের স্ফীততা, সেইস্থানে ভারবোধ, চিকিৎসা ব্যতীতও কোন সময়ে শোথের নিবৃত্তি এবং পুনর্ব্বার উৎপত্তি, শোথ-স্থানে উষ্ণস্পর্শ, শিরাব্যাপ্তি, বিবর্ণতা ও রোগিশরীরে রোমাঞ্চ, এই কয়েকটী—শোথ রোগের সাধারণ লক্ষণ। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ভেদে শোথরোগ ৭ সাতপ্রকার।

বাতজ-শোথ।—বাতজ-শোথ একস্থানে স্থির থাকে না, সুতরাং বিনা কারণেও সময়ে সময়ে আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। শোথের উপরের

চামড়া পাতলা, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তি হীন ও ঝিনি ঝিনি বেদনা-বিশিষ্ট হয়। এই শোথ টিপিলে বসিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলেই পুনর্ব্বার উন্নত হইয়া উঠে। দিবাভাগে এই শোথের বৃদ্ধি এবং রাত্রিকালে হ্রাস পাইয়া থাকে।

পিত্তজ-শোথ।—পিত্তজ-শোথ কোমলস্পর্শ, গন্ধযুক্ত ও কৃষ্ণ, পীত বা অরুণবর্ণ এবং উষ্মাবিশিষ্ট ও দাহযুক্ত। এই শোথ অতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করিয়া ক্রমশঃ পাকিয়া উঠে। ইহাতে ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মত্ততা ও চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তবর্ণতা, এই কয়েকটী লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

কফজ-শোথ।—কফজ-শোথ গুরু, একস্থানস্থায়ী ও পাণ্ডুবর্ণ। ইহাতে অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এই শোথ টিপিলে বসিয়া যায়; কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয় না। রাত্রিকালে ইহার বৃদ্ধি ও দিবসে হ্রাস হয়। কফজ-শোথ বিলম্বে বর্দ্ধিত ও বিলম্বে প্রশমিত হইয়া থাকে।

এইরূপ দুইটী দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তাহাকে সেই সেই দুই দোষ-জাত এবং তিন দোষের লক্ষণ দেখিলে, ত্রিদোষজ শোথ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অবস্থানভেদ।—যে কোন শোথজনক দোষ আমাশয়ে অবস্থিত থাকিলে, বক্ষঃস্থল হইতে উর্দ্ধদেহে, পক্কাশয়ে থাকিলে মধ্যশরীরে অর্থাৎ বক্ষঃস্থল হইতে পক্কাশয় পর্য্যন্ত অবয়বে; মলাশয়ে থাকিলে কটিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত এবং সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত থাকিলে সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয়।—মধ্যদেহে বা সর্ব্বাঙ্গে যে শোথ হয়, তাহা কষ্ট-সাধ্য। যে শোথ বাম, দক্ষিণ বা উর্দ্ধ-অধঃ-বিভাগানুসারে যে কোন অর্দ্ধাঙ্গে উৎপন্ন হয়; অথবা যে শোথ নিম্ন অবয়বে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ উপরদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, সেই শোথে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। কিন্তু পাণ্ডু প্রভৃতি অন্যান্য রোগের উপদ্রবরূপে যদি প্রথমে পাদদেশে শোথ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধাবয়বে বিস্তৃত হয়, তবে তাহা মারাত্মক নহে। স্ত্রীদিগের প্রথমে মুখে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পায়ের দিকে যে শোথ অবতরণ করে, তাহা তাহাদিগের প্রাণনাশক। স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন ব্যক্তির গুহ্যদেশে প্রথমে শোথ হইলে, তাহাতে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। এইরূপ কুক্ষি, উদর, গলদেশ ও মর্ম্মস্থানজাত শোথও অসাধ্য।

যে শোথ অতিশয় স্থূল ও কর্কশ, অথবা যে শোথে শ্বাস, পিপাসা, বমি, দৌর্ব্বল্য জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, সেই শোথও অসাধ্য। বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের শোথ হইলে, তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।—কোন রোগবিশেষের সহিত শোথরোগ উপস্থিত হইলে, সেই সেই রোগের সহিত শোথনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয়। মল-মূত্র পরিষ্কার রাখা এই রোগে বিশেষ আবশ্যক। বাতজ-শোথে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ডতৈল পান করাইবে। দশমূলের কাথ বাতজ-শোথে বিশেষ উপকারক। পিত্তজ-শোথে গোমূত্রের সহিত ৵০ দুই আনা মাত্রায় তেউড়ীমূলচূর্ণ সেবন করাইবে; অথবা তেউড়ীমূল, গুলঞ্চ ও ত্রিফলা, ইহাদের কাথ পান করিতে দিবে। কফজ শোথে পুনর্নবা, শুঁঠ, তেউড়ীমূল, গুলঞ্চ ও হরীতকী ও দেবদারু, ইহাদের কাথে গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু ৵০ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। মরিচের চূর্ণের সহিত বিল্বপত্রের রস, নিমপাতার রস, শ্বেত-পুনর্নবার রস, সমুদায় শোথরোগেই বিশেষ উপকারক। মনসাসীজের পাতার রস মর্দ্দন করিলে শোথের শান্তি হইয়া থাকে। পথ্যাদি কাথ, পুনর্নবাষ্টক ও সিংহাস্যাদি পাচন, মাণমণ্ড, শোথারিচূর্ণ, শোথারি মণ্ডুর, কংস-হরীতকী, কটুকাদ্যলৌহ, ত্রিকট্বাদিলৌহ, শোথকালানল রস, পঞ্চামৃত-রস, দুগ্ধবটী এবং গ্রহণীরোগোক্ত স্বর্ণপর্প্পটী প্রভৃতি ঔষধ শোথরোগে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। পাণ্ডুজন্য শোথরোগে তক্রমণ্ডুর ও সুধানিধি নামক ঔষধ বিশেষ উপকারী। দুগ্ধবটী ও স্বর্ণপর্প্পটী সেবনকালে লবণ ও জল বন্ধ রাখিয়া, কেবল দুগ্ধ আহার করিতে দিতে হয়। জ্বরাদির সংস্রব না থাকিলে, চিত্রকাদি ঘৃত সেবন এবং শোথস্থানে পুনর্নবাদি তৈল ও বৃহৎ শুষ্কমূলকাদি তৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করাইতে পারা যায়।

পথ্যাপথ্য।—উদররোগে যেসমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, শোথ-রোগেও সেইসমস্ত বিশেষরূপে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

কোষবৃদ্ধিরোগ।

:০:

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ।—স্বকীয় প্রকোপক কারণসমূহদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া, কুঁচ্‌কি স্থান হইতে অণ্ডকোষে আগমন করে এবং তৎপরে পিত্তাদি দোষ ও দূষ্যকে কুপিত করিয়া, অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত করিলে, তাহাকে বৃদ্ধিরোগ কহে। বৃদ্ধিরোগ ৭ সাত প্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজ।

প্রকারভেদে লক্ষণ।—বাতজ-বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং তাহা রুক্ষ ও সামান্যমাত্র কারণে বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তজ-বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ পক্ক-যজ্ঞডুমুরের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং দাহ ও উষ্মাযুক্ত হয়। বেশী দিন অবস্থিত থাকিলে, এই বৃদ্ধি পাকিয়া উঠে। কফজ-বৃদ্ধিতে অণ্ডকোষ শীতলস্পর্শ, ভারাক্রান্ত, চিক্কণ, কণ্ডু-যুক্ত, কঠিন ও অল্পবেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। রক্তজ-বৃদ্ধি—কৃষ্ণবর্ণ-স্ফোটকব্যাপ্ত এবং পিত্তজ-বৃদ্ধির অন্যান্য লক্ষণযুক্ত হয়। মেদোজ-বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষের আকার পক্ক-তালফলের ন্যায় এবং মৃদুস্পর্শ ও কফজ বৃদ্ধির লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। নিয়ত মূত্রবেগ ধারণ করিলে, মূত্রজ-বৃদ্ধিরোগ জন্মে; এই বৃদ্ধিতে, শয়নকালে অণ্ডকোষ জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় সংক্ষোভিত, মৃদুস্পর্শ ও বেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে সময়ে সময়ে মূত্রকৃচ্ছ্রের বেদনা উপস্থিত হয় এবং ইহা সঞ্চালিত হইলে অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে।

অন্ত্রবৃদ্ধি।—বায়ুপ্রকোপক আহার, শীতলজলে অবগাহন, মলমূত্রের বেগধারণ বা অনুপস্থিত বেগে বেগদান, ভারবহন, পথ পর্য্যটন, বিষমভাবে অঙ্গবিন্যাস এবং দুঃসাহসিক কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া যখন ক্ষুদ্রযন্ত্রের কিয়দংশ সঙ্কুচিত করিয়া অধোদিকে বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে আনয়ন করে, তখন ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপে শোথ উৎপন্ন হয়; ইহাকেই অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। অন্ত্রবৃদ্ধি অচিকিৎস্য ভাবে অধিক দিন অবস্থিত থাকিলে, অণ্ডকোষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও স্তম্ভিত হয়। কোষ টিপিলে, অথবা কখন কখন আপনা

হইতেই, শব্দের সহিত বায়ু উপর দিকে যায় এবং পুনর্ব্বার নামিয়া আসিয়া কোষদ্বয়ে শোথ উৎপাদন করে। অন্ত্রবৃদ্ধি অসাধ্য রোগ।

একশিরা ও বাতাশিরা।—অমাবস্যা, পূর্ণিমা অথবা দশমী ও একাদশী তিথিতে কম্প এবং সন্ধিসমূহে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণের সহিত প্রবল জ্বর হইয়া, একরূপ কোষবৃদ্ধি রোগ উৎপন্ন হয়; দুই তিন দিন পরে আবার আপনা হইতেই তাহা নিবারিত হইয়া যায়। একটী কোষ বর্দ্ধিত হইলে, চলিত কথায় তাহাকে "একশিরা" এবং দুইটী কোষ বর্দ্ধিত হইলে তাহাকে "বাতশিরা" কহে।

বৃদ্ধিরোগ-চিকিৎসা।—যাবতীয় বৃদ্ধিরোগেই প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করা আবশ্যক; নতুবা তাহা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে। সকল বৃদ্ধিতেই বিরেচন করা আবশ্যক। বাতজ-বৃদ্ধিতে দুগ্ধের সহিত এবং পিত্তজ ও রক্তজ বৃদ্ধিতে দশমূলের ক্বাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ড তৈল পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। কফজ ও মেদোজ বৃদ্ধিতে ত্রিকটু ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত যবক্ষার ৵০ দুই আনা ও সৈন্ধবলবণ ৵০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে; ইহাও বিরেচক ঔষধ। মূত্রজ-বৃদ্ধিতে অস্ত্রবিশেষ দ্বারা ভেদ করিয়া জলস্রাব করা অর্থাৎ "ট্যাপ্" করা আবশ্যক। অন্ত্রবৃদ্ধি যতদিন কোষপর্য্যন্ত উপস্থিত না হয়, সেই সময়ের মধ্যে চিকিৎসা করিলে উপশম হইয়া থাকে। অন্ত্রবৃদ্ধি শান্তির জন্য রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুরের সহিত অথবা কেবল বেড়েলার মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করাইবে। বচ ও সর্ষপ কিংবা শজিনার ছাল ও সর্ষপ, অথবা ছাতিমবীজ ও আদা কিংবা শ্বেত-আকন্দের ছাল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, সমুদায় বৃদ্ধিরোগেরই শান্তি হইয়া থাকে। একখানি তাওয়ায় করিয়া অগ্নিজ্বালে জয়ন্তীপাতা গরম করিয়া কোষে বাঁধিয়া রাখিলে, কোষবৃদ্ধির উপশম হয়। ভক্তোদরীয়, বৃদ্ধিবাধিকাবটী, বাতারি, শতপুষ্পাদ্য ঘৃত, গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল এবং শ্লীপদরোগোক্ত কৃষ্ণাদিমোদক ও নিত্যানন্দরস প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক। কোষে মালিশের জন্য সৈন্ধবাদ্য ঘৃত, শোথরোগোক্ত পুনর্নবা তৈল ও শুষ্কমূলাদি তৈলও ব্যবহার করান যায়। অন্ত্রবৃদ্ধির প্রবলাবস্থায় "ট্রস" নামক যন্ত্র ব্যবহার উপকারী।

ইহাতে কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু সেবন, ছুছুন্দরী ও সিন্দুরাদি তৈল মর্দ্দন এবং নির্গুণ্ডী-তৈল ও নিম্বাদি-তৈলের নস্য গ্রহণ বিশেষ উপকারী।

অপচী চিকিৎসা।—গণ্ডমালা অপচীরূপে পরিণত হইলে, শজিনাছাল ও দেবদারু একত্র কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিবে; অথবা শ্বেতসর্ষপ, নমপত্র ও ভেলা অগ্নিতে পোড়াইয়া, ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। গুঞ্জাদ্য তৈল ও চন্দনাদি তৈল মর্দ্দন করিলে, অপচীরোগের বিশেষ উপকার হয়।

গ্রন্থিরোগ-চিকিৎসা।—গ্রন্থিরোগে দ্রাক্ষা বা ইক্ষুরসের সহিত হরীতকী-চূর্ণ সেবন করাইবে। মৌলফুল, জামছাল, অর্জ্জুনছাল ও বেতছাল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। দন্তীমূল, চিতামূল, সাঁজের আঠা, আকন্দের আঠা, গুড়, ভেলার আঁটি ও হীরাকস, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রলেপ দিলে গ্রন্থি পাকিয়া উঠে এবং তাহা হইতে ক্লেদাদি নির্গত হইয়া আরোগ্য হয়। সাচীক্ষার, মূলকভস্ম, ও শঙ্খচূর্ণের প্রলেপ দিলেও গ্রন্থি এবং অর্ব্বুদ রোগের শান্তি হয়। অর্ব্বুদরোগে জোঁকাদিদ্বারা রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। ডুমুর-পত্র বা অন্য কোন কর্কশপত্র দ্বারা অর্ব্বুদস্থানে ঘর্ষণ করিয়া, তাহার উপর ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, একত্র পেষণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। বটের আঠা, কুড় ও পাংশু-লবণ অর্ব্বুদস্থানে লেপন করিয়া, বটপত্রদ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে; শজিনার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীর মূল একত্র ঘোলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও অর্ব্বুদ রোগের উপশম হয়। এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ রোগের শান্তি না হইলে, অস্ত্রচিকিৎসা করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—গলগণ্ডাদি রোগে কোষবৃদ্ধি রোগের ন্যায়ই সমুদায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়, এই জন্য ইহাতে পথ্যের স্বতন্ত্র নিয়ম কিছু লিখিত হইল না।

শ্লীপদরোগ।

দোষভেদে শ্লীপদ লক্ষণ।—শ্লীপদের সাধারণ নাম "গোদ"। এই রোগে প্রথমতঃ কুঁচকিস্থানে বেদনা হইয়া, পরে পাদদেশে শোথ হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় অনেকের জ্বর হইতেও দেখা যায়। কফের প্রকোপ হইতেই যদিও এই রোগ জন্মে, তথাপি বাতাদি-দোষের আধিক্যানুসারে ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শ্লীপদে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, শোথস্থান কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, ফাটা ফাটা ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয়। আরও ইহাতে সর্ব্বদা জ্বর ও অকস্মাৎ বেদনার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পিত্তের আধিক্যে শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ, দাহবিশিষ্ট ও জ্বরসংসৃষ্ট হয়। শ্লেষ্মার আধিক্যে শ্লীপদ কঠিন, চিক্কণ, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ এবং ভারযুক্ত হইয়া থাকে।

অসাধ্য লক্ষণ।—যে শ্লীপদ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, অথবা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উইঢিপির মত কতকগুলি উচ্চশিখরবিশিষ্ট হয়, যাহা এক বৎসরের অধিককালজাত, যে শ্লীপদে স্রাব ও কণ্ডূ থাকে এবং যে শ্লীপদে বাতাদি-দোষ-জনিত সমুদায় উপদ্রব প্রকাশিত হয়, সেইসকল শ্লীপদ অসাধ্য।

যে সকল দেশে অধিক পরিমাণে পুরাতন জল সঞ্চিত থাকে এবং যে দেশ সকল ঋতুতেই শীতল, প্রায় সেইসকল দেশেই শ্লীপদ রোগ অধিক জন্মে।

দোষভেদে চিকিৎসা।—প্রথম উৎপন্ন হইবামাত্র এই রোগের চিকিৎসা করা উচিত; নতুবা অসাধ্য হইয়া উঠে। উপবাস, বিরেচন, স্বেদ, প্রলেপ এবং শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়াসমূহ এই রোগের শান্তিকারক। ধুতূরা, এরণ্ড, নিসিন্দা, শ্বেতপুনর্নবা, শজিনা ও সর্ষপ এইসমস্ত দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা চিতামূল, দেবদারু, শ্বেত-সর্ষপ ও শজিনামূলের ছাল, গোমূত্র সহ বাঁটিয়া, গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লীপদের শান্তি হয়। শ্বেতসর্ষপ, শজিনাবীজ, শণ-বীজ, মসিনা, যব ও মূলার বীজ, মনসাসীজের পাতার রসসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও শ্লীপদ-রোগের শান্তি হইয়া থাকে। পিত্তজন্য শ্লীপদে মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়কামাই ও পুনর্নবা, এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা মদনাদি প্রলেপ ব্যবহার করাইবে। তালের রসের সহিত বেড়েলামূল

বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সর্ব্ববিধ শ্লীপদেই বিশেষ উপকার হয়। বৈঁচিগাছের উপর যে পরগাছা হয়, তাহার মূল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করাইলে, অথবা সূত্রদ্বারা সেই মূল জঙ্ঘাদেশে বাঁধিয়া রাখিলে শ্লীপদের উপশম হইয়া থাকে। এরণ্ডতৈলে হরীতকী ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করাইলেও শ্লীপদ রোগের শান্তি হয়। কণাদিচূর্ণ, পিপ্পল্যাদি চূর্ণ, কৃষ্ণাদি মোদক, নিত্যানন্দরস, শ্লীপদ-গজকেশরী, সৌরেশ্বর ঘৃত এবং বিড়ঙ্গাদি তৈল প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক শ্লীপদ-রোগের শান্তিজন্য প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—কোষবৃদ্ধি-রোগে যেসকল পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, শ্লীপদ-রোগেও সেইসমস্ত যথাযথরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিদ্রধি ও ব্রণ।

—— :০: ——

বিদ্রধি বা ফোড়া-নিদান ও প্রকারভেদ।—বিদ্রধির সাধারণ নাম—"ফোড়া"। সরল ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, এবং দাহ, বেদনা ও পরিণামে পাকযুক্ত শোথবিশেষকে বিদ্রধি কহে। বিদ্রধি দুই প্রকার :—বাহ্য-বিদ্রধি ও অন্তর্বিদ্রধি। কুপিত বাতাদি দোষ অস্থিতে অবস্থিত থাকিয়া, ত্বক্‌, রস, মাংস ও মেদোধাতুকে দূষিত করিলে, বিদ্রধি রোগ জন্মে। বাহ্যবিদ্রধি শরীরের যে কোন স্থানে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু অন্তর্বিদ্রধি গুহ্যদেশ, বস্তি-মুখ, নাভি, কুক্ষি, কুঁচকিস্থান, পার্শ্ব, প্লীহা, যকৃৎ, হৃদয় ও ক্লোম (পিপাসাস্থান) এই কয়েকটী স্থানে উৎপন্ন হয়। গুহ্যনাড়ীতে বিদ্রধি হইলে, অধোবায়ুর নিরোধ; বস্তিদেশে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রের অল্পতা; নাভিতে হইলে হিক্কা; উদরে হইলে বেদনার সহিত গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ; কুক্ষিতে হইলে পার্শ্বসঙ্কোচ; প্লীহায় হইলে শ্বাসরোধ এবং হৃদয়ে হইলে বারংবার জলপান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। এইসমস্ত বিশেষ লক্ষণ ব্যতীত যন্ত্রণা প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণ সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধিরই একরূপ।

সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়।—নাভির ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ প্লীহা, যকৃৎ, পার্শ্ব, কুক্ষি, হৃদয় ও ক্লোমস্থানে যেসকল অন্তর্বিদ্রধি জন্মে, তাহারা পাকিয়া ফাটিয়া গেলে, পূয়াদি মুখ দিয়া নিঃসৃত হয়; আর নাভির নিম্নভাগে অর্থাৎ বস্তি ও কুঁচকি প্রভৃতি স্থানে জন্মিলে, গুহ্যদ্বার দিয়া পূয়াদিস্রাব হইলে, রোগীর জীবনের আশা থাকে না; কিন্তু গুহ্যদ্বার দিয়া প্রস্রাব হইলে, জীবনের আশা করা যাইতে পারে। যে বিদ্রধিরোগে উদরাধ্মান, মূত্ররোধ, বমি, হিক্কা, পিপাসা, অত্যন্ত বেদনা ও শ্বাস, এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা অবশ্যই রোগীর প্রাণনাশক।

ব্রণ বা ঘা।—ব্রণের সাধারণ নাম—"ঘা" অথবা "ক্ষত"। যেস্থানে ব্রণ উৎপন্ন হইবে, প্রথমতঃ সেইস্থানে একটী শোথ উৎপন্ন হয়; পরে তাহা পাকিয়া, আপনা হইতে ফাটিয়াই হউক বা অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারাই হউক, যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ব্রণরোগ কহে। ব্রণশোথ পাকিবার পূর্ব্বে শোথস্থানে অল্প তাপ, কঠিনতা, অল্প বেদনা এবং গাত্রের সমান বর্ণ থাকে। পাকিবার সময়ে তাহা যেন অগ্নি বা ক্ষারপদার্থদ্বারা দগ্ধ হইতেছে, শস্ত্রদ্বারা যেন কর্ত্তিত হইতেছে, পিপীলিকা কর্ত্তৃক যেন দষ্ট হইতেছে, দণ্ডাদিদ্বারা যেন আহত হইতেছে, সূচীপ্রভৃতিদ্বারা যেন বিদ্ধ হইতেছে, অঙ্গুলিদ্বারা যেন কেহ ঘাঁটিয়া দিতেছে, অথবা কেহ যেন টিপিয়া দিতেছে, এইরূপ যাতনা অনুভূত হইয়া থাকে। আরও, তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও উত্তাপ হয় এবং বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আধ্মান হইয়া উঠে। রোগীও বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে এবং জ্বর, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি পীড়ায় পীড়িত হয়। পাকিয়া গেলে, বেদনা ও শোথ কমিয়া যায়, রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, উপরের মাংস কুঁচকিয়া যায় ও ফাটা ফাটা হয়, টিপিলে শোথস্থান বসিয়া যায়, ভিতরে পূয় জন্মে, সূচীবেধের ন্যায় বেদনাযুক্ত হয় এবং সর্ব্বদা চুলকাইতে থাকে। ব্রণ পাকিয়া ফাটিয়া যাওয়ার পরে, অথবা শস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা পূয়াদি নিঃসৃত হইয়া গেলে, অল্প অল্প স্রাবযুক্ত এবং সূচীবেধের ন্যায় বেদনা ও দপ্‌দপানিবিশিষ্ট ক্ষতরূপে পরিণত হয়। এই সকল অবস্থায় তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবও উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

আরোগ্য-উন্মুখ-ব্রণ লক্ষণ।—যে ব্রণ ক্রমশঃ জিহ্বাতলের ন্যায় কোমল, মসৃণ, চিক্কণ, স্রাবশূন্য, সমতল ও অল্পবেদনাযুক্ত হয় তাহা আরোগ্যের

উপযোগী ; এবং যে ব্রণ ক্লেদশূন্য, বিদীর্ণতাশূন্য ও মাংসাঙ্কুরযুক্ত, তাহা আরোগ্য-উন্মুখ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

দুষ্টব্রণ।—ব্রণ দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট হইলে, পূয়-রক্তাদির অত্যন্ত স্রাব হইলে, কোটরে বসিয়া গেলে, বা দীর্ঘকালেও আরোগ্য না হইলে, তাহাকে দুষ্টব্রণ কহে।

অসাধ্য ও প্রাণনাশক ব্রণ।—যে ব্রণ হইতে বসা, চর্ব্বি বা মজ্জা প্রভৃতি দ্রব্য নির্গত হয়, যে ব্রণ মর্ম্মস্থানে জন্মে, যাহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, যে ব্রণের অভ্যন্তরে দাহ ও বাহিরে শীতলতা, কিংবা বাহিরে দাহ ও অভ্যন্তরে শীতলতা এবং যে ব্রণে বল ও মাংসের ক্ষয়, শ্বাস, কাস ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উৎপাদন করে, সেই সকল ব্রণ অসাধ্য। আর যে ব্রণ হইতে মদ্য, অগুরু, ঘৃত, চন্দন বা চম্পকাদি পুষ্পের ন্যায় সুগন্ধ বহির্গত হয়, তাহা প্রাণনাশক। অস্ত্রশস্ত্রাদিদ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইয়া, অথবা কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া যে ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোব্রণ কহে। সদ্যোব্রণ হইতে বসা, চর্ব্বি, মজ্জা, বা ঘিলু পদার্থ নির্গত হইলেও তাহা অসাধ্য হয় না ; কিন্তু মর্ম্মস্থান আহত হইয়া ব্রণ জন্মিলে, তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। ইহার অন্যান্য লক্ষণ সাধারণ ব্রণের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

নাড়ী-ব্রণ বা নালী-ঘা।—ব্রণশোথ পাকার পরে, উপযুক্ত সময়ে তাহার পূয়াদি নির্গত না হইতে পাইলে, সেই পূয় ক্রমশঃ ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ, মর্ম্ম প্রভৃতি স্থানসমূহ বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ; সুতরাং সেই ব্রণস্থান হইতে ভিতর দিকে একটী নালী উৎপন্ন হয় ; ইহাকে নাড়ীব্রণ (নালী-ঘা) কহে।

বিদ্রধি ও ব্রণশোথের চিকিৎসা।—বিদ্রধি ও ব্রণশোথের অপক্কাবস্থায় রক্তমোক্ষণ, মৃদুবিরেচন, ঔষধ প্রয়োগ এবং স্বেদক্রিয়াদিদ্বারা তাহা বসাইবার চেষ্টা করা উচিত। যব, গম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অথবা শজিনামূলের প্রলেপ ও তাহারই স্বেদ দিলে, বিদ্রধি বসিয়া যায়। অপক্ক অন্তর্বিদ্রধিতে শজিনামূলের ছালের রস মধুর সহিত পান করাইবে ; অথবা শ্বেত-পুনর্নবা-মূলের বা বরুণের মূলের ক্বাথ পান করিতে দিবে। আকনাদির মূল—মধু ও আতপচাউলধৌত জলের সহিত সেবন করাইলে, অপক্ক অন্তর্বিদ্রধির উপশম

হয়। বরুণাদি ঘৃত সেবনেও অন্তর্বিদ্রধির উপশম হইয়া থাকে। ব্রণশোথের অপক্কাবস্থায় ধুতূরার মূল ও সৈন্ধব-লবণ একত্র বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে; অথবা বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত, ইহাদের ছাল সমভাগে পেষণ করিয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। ইহাদ্বারা ব্রণশোথ বসিয়া যায়।

ব্রণশোথ পাকাইবার উপায়।—এই সকল ক্রিয়াদ্বারা বসিয়া না গেলে, বিদ্রধি বা ব্রণশোথ পাকাইয়া তাহা হইতে পূয়াদি নির্গত করা আবশ্যক। পাকাইবার জন্য শণবীজ, মূলার বীজ, শজিনাবীজ, তিল, সর্ষপ, মসিনা, যব, গম, ও সুরাবীজ প্রভৃতির পুলটিশ দিবে।

ব্রণ ফাটাইবার ও আরোগ্যের উপায়।—ব্রণ পাকিলে, শস্ত্র-প্রয়োগ করাই সৎপরামর্শ। তাহাতে সুবিধা না হইলে, করঞ্জ, ভেলা, দন্তীমূল, চিতামূল ও করবীরমূল এবং পায়রা, কাক বা শকুনির বিষ্ঠা বাঁটিয়া অথবা গোক্ষুর দাঁত জলে ঘষিয়া, উপযুক্ত স্থানে লাগাইয়া দিবে। তাহা হইলে সেই স্থান ফাটিয়া পূয়াদি নির্গত হইয়া যাইবে। শেলু ও শিমুল প্রভৃতি পিচ্ছিল দ্রব্যের ছাল ও মূল এবং যব, গম ও মাষকলাই প্রভৃতি দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, পূয়াদি আকৃষ্ট হইয়া, বিস্তৃত মুখ দিয়া নির্গত হইয়া যায়। ক্ষতস্থান ধৌত করিবার জন্য পটোলপত্র, নিমপত্র বা বটাদি ছালের ক্বাথ ব্যবহার করিবে। ধৌতের পর ক্ষতস্থানে করঞ্জাদ্য ঘৃত, জীবক-ঘৃত, জাত্যাদ্য-ঘৃত ও তৈল, বিপরীত-মল্লতৈল ও ব্রণ-রাক্ষস-তৈল প্রভৃতি ক্ষতনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া যায়। ব্রণ দূষিত হইলে, অর্থাৎ দুষ্টব্রণের লক্ষণযুক্ত হইলে, নিমপাতা, তিল, দন্তীমূল ও তেউড়ীমূল, এইসকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব-লবণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কেবল অনন্তমূলের প্রলেপ কিংবা অশ্বগন্ধা, কটুকী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, লজ্জালু-লতা ও ধাইফুল, ইহাদের প্রলেপ দিলে, অথবা ছাতিমের আঠা লাগাইলেও দুষ্ট-ব্রণ আরোগ্য হয়।

সদ্যোব্রণ-চিকিৎসা।—সদ্যোব্রণের প্রথম অবস্থাতেই উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে, তাহা আর ক্ষতরূপে পরিণত হইতে পারে না। অস্ত্রাদিদ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইবামাত্র তাহাতে জলপটী বাঁধিয়া দিবে; তাহাদ্বারা রক্তস্রাব

নিবারিত হয়। আপাংপাতার রস, আয়াপানার রস, কুকৃশিমার রস, দন্তীপাতার রস বা দুর্ব্বাঘাসের রস প্রয়োগ করিলেও রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। শতধৌত-ঘৃতের সহিত কর্পূর মিশাইয়া, তাহাদ্বারা ক্ষতস্থান পূর্ণ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, ক্ষতস্থান পাকিতে পারে না; অথচ তাহার ব্যথা নিবারিত হইয়া ক্রমশঃ সেই স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। এইসকল ক্রিয়াদ্বারা ব্রণ আরোগ্য না হইয়া, ক্ষতরূপে পরিণত হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ ও তৈলাদি প্রয়োগ করিতে হইবে। আগুনে পুড়িয়া ঘা হইলেও ঐ সমস্ত তৈলাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক। আগুনে পুড়িবা-মাত্র দগ্ধস্থানে তিলতৈলের সহিত যবভস্ম মিশ্রিত করিয়া, অথবা দুগ্ধ ও মাহিষ-নবনীতের সহিত তিল বাটিয়া, কিংবা কেবল গোল-আলু বাটিয়া প্রলেপ দিলে, জ্বালার শান্তি হয়। দগ্ধস্থানে মধু মাখাইয়া তাহার উপর যবচূর্ণ-লেপন করিলে, বা কেবল গুড় বা কেবল যবচূর্ণ লেপন করিলেও জ্বালার শান্তি হইয়া থাকে।

নাড়ীব্রণ-চিকিৎসা।—নাড়ীব্রণ অর্থাৎ নালীঘায়ে হাপরমালির আঠা লাগাইবে। শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির একত্র মর্দ্দিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। শেয়াকুল, মদনফল, সুপারীর ছাল ও সৈন্ধব-লবণ সমভাগে লইয়া, সীজ ও আকন্দের আঠার সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই বাতি নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিবে; অথবা মেষলোম পোড়াইয়া, সেই ছাই ও তিৎলাউয়ের বীজের সহিত তৈল পাক করিয়া, তদ্দ্বারা তূলা ভিজাইয়া সেই তূলা নালীমধ্যে প্রবেশ করাইবে। সর্জ্জিকাদ্য তৈল, নির্গুণ্ডী তৈল ও হংসপদী তৈল প্রভৃতি তৈল নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহার সহিত সেবনের জন্য সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ক্ষতনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ ও মসূরের দাল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, কাঁচকলা, মোচা, শজিনার ডাঁটা ও মাণকচু প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী এবং বলাদি ক্ষীণ হইলে, ছাগ প্রভৃতি লঘুমাংসের রস আহার করিতে দিবে। রাত্রিকালে রুটী ও পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তরকারী আহার ব্যবস্থেয়। গরম জল শীতল করিয়া পান ও মধ্যে মধ্যে আবশ্যকমত সেই জলে স্নান করিতে দিবে।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—সকলপ্রকার শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, পিষ্টক ও সর্ব্ববিধ মিষ্টদ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্নান, মৈথুন, পথপর্য্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি কার্য্য, এইসকল রোগে অনিষ্টকারক।

ভগন্দররোগ।

সংজ্ঞা।—গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলি পরিমিত পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে নাড়ীব্রণের ন্যায় যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভগন্দর কহে। কুপিত বাতাদি দোষ প্রথমতঃ ঐ স্থানে একটী ব্রণশোথ উৎপাদন করে; পরে তাহা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে, অরুণ বর্ণের ফেন ও পূয়াদি স্রাব হইতে থাকে; ক্ষত অধিক হইলে, সেই পথ দিয়া মল, মূত্র ও শুক্র প্রভৃতিও নির্গত হয়। গুহ্যদেশে কোনরূপ ক্ষত হইয়া ক্রমে তাহা পাকিয়া উঠিলে, তাহাও ভগন্দররূপে পরিণত হইতে পারে।

সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয়।—সর্ব্বপ্রকার ভগন্দরই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্টসাধ্য। যে সকল ভগন্দর পথে অধোবায়ু, মল, মূত্র ও ক্রিমি নির্গত হয়, তাহাতে রোগীর প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যে ভগন্দর প্রথমে গোস্তনের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া, বিদীর্ণ হইলে নদীজলের আবর্ত্তের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয়, তাহা অসাধ্য।

চিকিৎসা।—পাকিবার পূর্ব্বেই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক, নতুবা এই রোগ নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। অপক্কাবস্থায় রক্তমোক্ষণই ইহার প্রধান চিকিৎসা। ব্রণশোথ বসাইবার জন্য বটপত্র, জলমধ্যস্থিত ইষ্টকের চূর্ণ, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এইসমস্ত দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিবে। বিদ্রধি বসাইবার জন্য যেসকল উপায় লিখিত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নিতান্তই না বসিয়া পাকিয়া উঠিলে, শস্ত্রপ্রয়োগ করা আবশ্যক। অথবা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ফাটাইয়া পূয়াদি নির্গত করাইবে। ক্ষতনিবারণ জন্য মনসা-সীজের আঠা, আকন্দের আঠা ও দারুহরিদ্রা-চূর্ণ, এইসমস্ত দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, ভগন্দরমধ্যে তাহা নিহিত করিয়া রাখিবে। ত্রিফলার কাথদ্বারা

ভগন্দর ধৌত করিয়া, ত্রিফলার ক্বাথের সহিত বিড়ালের বা কুকুরের অস্থি ঘর্ষণ-পূর্ব্বক, তাহার প্রলেপ দিবে। নাড়ীব্রণনাশক সর্ব্ববিধ তৈলই ভগন্দররোগে প্রয়োগ করা যায়। এই রোগে সপ্তবিংশতিক-গুগ্‌গুলু, নবকার্ষিক-গুগ্‌গুলু ও ব্রণগজাঙ্কুশ রস প্রভৃতি এবং সালসার ন্যায় রক্ত-পরিষ্কারক ঔষধ সমূহ সেবন করান নিতান্ত আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—বিদ্রধি ও ব্রণরোগে যেসকল পথ্যাপথ্য বিহিত হইয়াছে, ভগন্দর রোগেও সেইসমস্ত প্রতিপালন করিতে হয়। অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে, ছাগলের মাংস ভোজন ভগন্দররোগে বিশেষ উপকারক।

উপদংশ ও ব্রধ্ন।

নিদান ও লক্ষণ।—দূষিতযোনি রমণীর সহিত সহবাস, ব্রহ্মচারিণী-সহবাস, অতিরিক্ত মৈথুন, মৈথুনের পর লিঙ্গ ধৌত না করা, অথবা ক্ষারমিশ্রিত উষ্ণ জলে ধৌত করা এবং কোন কারণ বশতঃ লিঙ্গ ক্ষত হওয়া, এই সমস্ত কারণ হইতে উপদংশরোগ জন্মে। এইরূপ দূষিত-পুরুষ সহবাস প্রভৃতি কারণে স্ত্রীদিগেরও এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই পীড়ায় প্রথমে লিঙ্গমুণ্ডে বা আবরক চর্ম্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা জন্মে ও পিড়কার চতুর্দ্দিক কঠিন হইয়া উঠে। ক্রমে ঐ সকল পিড়কা পাকিয়া, তাহা হইতে পূয ও জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। ক্ষতস্থান অত্যন্ত বিবর্ণ হয়; আর ইহার সহিত সামান্য জ্বর, বমনোদ্রেক, অগ্নিমান্দ্য, জিহ্বা বিকৃতাস্বাদ ও মলযুক্ত, অস্থিতে বেদনা, শিরঃপীড়া এবং কাহারও কুঁচকি-স্থানে বেদনা অথবা ব্রধ্ন (বাগী) উপস্থিত হয়। ক্ষতস্থানের মূলভাগ কঠিন এবং মধ্যস্থান কিছু নিম্ন ও তাহার চতুর্দ্দিক কিছু উন্নত হইয়া থাকে। এই পীড়া অধিক দিন অচিকিৎস্যভাবে থাকিতে পাইলে, ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে পিড়কার উৎপত্তি, স্থানে স্থানে ক্ষত বা স্ফোটক, নেত্ররোগ, কেশ ও লোমের ক্ষয়, সন্ধি-স্থানসমূহে বেদনা, পীনস এবং কখন কখন প্রকৃত কুষ্ঠরোগও জন্মিতে পারে। আরও, ঐরূপ অচিকিৎসা বশতঃ ক্রমশঃ ক্ষতস্থানে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া একেবারে লিঙ্গক্ষয় করিতে পারে। এইরূপ হইলে রোগীর প্রাণনাশ হয়।

চিকিৎসা।—উপদংশক্ষত নিবারণ জন্য করঞ্জাদ্যঘৃত, ভূনিম্বাদ্যঘৃত, বিচর্চ্চিকারি তৈল প্রভৃতি ক্ষতনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অথবা আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ও উপরে শরা ঢাকা দিয়া অগ্নি-জ্বালে দগ্ধ করিতে হইবে এবং সেই ভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। কিংবা মধুর সহিত রসাঞ্জন ও হরীতকী মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। বাব্‌লাপাতার চূর্ণ, দাড়িমের ছালচূর্ণ অথবা মনুষ্যের অস্থিচূর্ণ ব্যবহারে উপদংশের ক্ষত নিবারিত হয়। এইসমস্ত প্রলেপ বা তৈলাদি প্রয়োগের পূর্ব্বে ত্রিফলার ক্বাথ কিংবা ভীমরাজ অথবা করবীর, জয়ন্তী, আকন্দ ও সোন্দাল-পত্রের ক্বাথ দ্বারা ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধৌত করা আবশ্যক। সেবনের জন্য বরাদি-গুগ্‌গুলু ও রসশেখর প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বর থাকিলে, জ্বর-নিবারক ঔষধ তাহার সহিত সেবন করান উচিত। পীড়া পুরাতন হইলে, রক্ত-পরিষ্কারক কোনরূপ ভাল সালসা সেবন করান আবশ্যক।

পারদ-সেবনের পরিণাম।—উপদংশরোগ হইতে আশু মুক্তি পাইবার জন্য অনেকে পারদ সেবন করিয়া থাকেন। পারদ যথারীতি শোধিত বা যথাযথরূপে প্রযুক্ত না হইলে, শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার উৎকট রোগ উৎপাদন করে। অস্থিতে জ্বালা, সন্ধিসমূহে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, শরীরের নানাস্থানে ক্ষত বা পিড়কার উৎপত্তি এবং কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণের দাগ, হস্ততল ও পদতল হইতে চর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া, মুখনাসিকাদিতে ক্ষত, পীনস, মুখরোগ, দন্ত-চ্যুতি, নাসিকাক্ষয়, শিরঃপীড়া, পক্ষাঘাত, অণ্ডকোষে শোথ ও কঠিনতা, স্থানে স্থানে গ্রন্থির ন্যায় শোথোৎপত্তি, চক্ষুরোগ, ভগন্দর, নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ এবং কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত অযথা পারদ-সেবনের জন্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পারদ-বিকৃতিতে সালসা এবং কুষ্ঠরোগোক্ত পঞ্চতিক্ত ঘৃত প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শোধিত গন্ধক ৪ চারি রতি মাত্রায় ঘৃতের সহিত, কিংবা গর্জ্জনতৈল ১০ দশ কিংবা ১২ বার ফোঁটা, অথবা চাউলমুগরার তৈল ৫ পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ সেবন করাইলে, পারদ-বিকৃতি রোগে বিশেষ উপকার হয়। ক্ষত-নিবারণের জন্য পূর্ব্বোক্ত ক্ষতনিবারক ঔষধ এবং চর্ম্মরোগশান্তির জন্য সোমরাজী-তৈল, মরিচাদ্য তৈল, মহারুদ্রগুড়ুচী তৈল ও কন্দর্পসার তৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দ্দন করা আবশ্যক।

ব্রধ্নের কারণ।—উপদংশ হইলে, প্রায়ই ব্রধ্ন অর্থাৎ বাগী রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কফজনক বা গুরুপাক অন্ন ভোজন, শুষ্ক বা পচা মাংস ভোজন, অসমতল স্থানে গমন, অতিদ্রুত গমন এবং পাদদেশে স্ফোটক বা কোনরূপ আঘাতপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এই রোগে বঙ্ক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুঁচকি স্থানে শোথ ও তৎসঙ্গে জ্বর হইয়া থাকে। উপদংশজনিত ব্রধ্ন পাকিয়া উঠে, কিন্তু অন্য ব্রধ্ন প্রায়ই পাকিতে দেখা যায় না।

ব্রধ্ন-চিকিৎসা।—উপদংশজনিত ব্রধ্ন পাকাইয়া, শস্ত্রপ্রয়োগ পূর্ব্বক দূষিত পূয়রক্তাদি নিঃসারিত করাই সৎপরামর্শ; নতুবা তাহা হইতে অন্যান্য রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। ব্রণশোথ পাকাইবার জন্য এবং পাকার পরে বিদারণ ও ক্ষত শুষ্ক করিবার জন্য যেসকল যোগাদি লিখিত হইয়াছে, ব্রধ্নরোগেও সেই সমুদায় প্রয়োগ করিবে। অন্যান্য ব্রধ্ন অথবা উপদংশজনিত ব্রধ্নও অবস্থাবিশেষে বসাইবার আবশ্যক হইলে, উৎপন্ন মাত্রই তাহা বসাইবার চেষ্টা করিবে। জোঁক দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বটের আঠা লেপন এবং গন্ধবিবর্জা বা কুক্কুটডিম্বের দ্রবভাগের পটি বসাইয়া দিলে, ব্রধ্ন বসিয়া যায়। /০ এক ছটাক জলে ।০ চারি আনা নিশাদল বা সোরা গুলিয়া, সেই জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া, তাহার পটি দিলেও ব্রধ্ন শীঘ্র বসিয়া যায়; অথবা কৃষ্ণজীরা, হবুষা, কুড়, তেজপত্র ও কুল, এইসমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। বেদনাশান্তির জন্য ভেড়ীর দুগ্ধের সহিত গোধূম বা কুন্দুরখোটী বাঁটিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। জ্বরনিবারণ জন্য জ্বরনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কোষ্ঠশুদ্ধি রাখা এই পীড়ায় বিশেষ আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—এইসমস্ত পীড়ায়, দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, মুগ, মসূর, অড়হর ও ছোলার দাল, পটোল, ডুমুর, মাণকচু, বেগুন, শজিনার ডাঁটা ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী; মধ্যে মধ্যে ছাগ, পায়রা বা কুক্কুটের মাংসরস। রাত্রিকালে রুটী এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তরকারী। জ্বর অধিক থাকিলে, অন্ন বন্ধ করিয়া, রুটী বা সাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা করিবে।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—মিষ্টদ্রব্য, শীতলদ্রব্য, কফবর্দ্ধক দ্রব্য, দুগ্ধ ও মৎস্য ভোজন এবং স্নান, মৈথুন, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম প্রভৃতি এইসমস্ত পীড়ায় অতিশয় অনিষ্টকারক।

কুষ্ঠ ও শ্বিত্র।

—০:০:০—

নিদান।—ক্ষীরমৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন; দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন; নূতন চাউলের অন্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, মাষকলাই, মূলা, মিষ্টান্ন, তিল ও গুড় প্রভৃতি দ্রব্যের অতিরিক্ত ভোজন এবং মল-মূত্র-বমনাদির বেগধারণ, অতিরিক্ত ভোজনের পর ব্যায়াম বা আতপ-সেবন; আতপক্লান্ত, পরিশ্রান্ত বা ভয়ার্ত্ত হওয়ার পর বিশ্রাম না করিয়া শীতল জল পান, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, বিরেচনাদি শুদ্ধিকার্য্যের পরে অহিত আচরণ, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে স্ত্রী-সঙ্গম, দিবানিদ্রা ও গুরুব্রাহ্মণাদির অপমান প্রভৃতি উৎকট পাপাচরণ, এই সমস্ত কারণে কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। বাতরক্ত এবং পাবদ-বিকৃতি হইতেও কুষ্ঠ-রোগ জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব্বলক্ষণ।—কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সেই সেই অঙ্গ অতিশয় মসৃণ বা খরস্পর্শ, অধিক ঘর্ম্মনির্গম বা একেবারে ঘর্ম্মনিরোধ, শরীরের বিবর্ণতা, দাহ, কণ্ডূ, গাত্রে চুলকানা, সুড়সুড়ি অথবা পিপীলিকা-সঞ্চরণের ন্যায় অনুভব, অঙ্গবিশেষের স্পর্শশক্তিনাশ, স্থানে স্থানে সূচীবেধের ন্যায় যাতনা, স্থানে স্থানে বোল্‌তাদংশের ন্যায় দাগ, ক্লান্তিবোধ, কোন কারণে ক্ষত হইলে সেই স্থানে অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতের শীঘ্র উৎপত্তি ও দীর্ঘকাল স্থিতি, অল্পকারণেই ক্ষতের প্রকাশ, ক্ষত শুষ্ক হইলেও সেই স্থানের রুক্ষতা, রোমাঞ্চ এবং কৃষ্ণবর্ণতা, এই-সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

মহাকুষ্ঠের প্রকারভেদ ও লক্ষণ।—কুষ্ঠরোগ অপরিসংখ্যেয় হইলেও, সঙ্ক্ষেপতঃ ১৮ আঠারপ্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তন্মধ্যে কাপাল, ঔড়ুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম ও কাকন নামক ৭ সাতপ্রকার কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ কহে। ইহা ভিন্ন অপর ১১ এগারপ্রকার কুষ্ঠের নাম ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। কাপাল-কুষ্ঠ কিয়দংশ অরুণবর্ণ, রুক্ষ, খরস্পর্শ, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণাদায়ক ও পাতলা-ত্বকবিশিষ্ট হয়। ঔড়ুম্বর-কুষ্ঠ যজ্ঞডুমুরের ন্যায় বর্ণাদিবিশিষ্ট, দাহ ও কণ্ডূযুক্ত এবং ইহাতে ব্যাধিস্থানের লোমসকল পিঙ্গলবর্ণ হয়; মণ্ডল-কুষ্ঠের কিয়দংশ শ্বেত ও কিয়দংশ রক্তবর্ণ, আর্দ্র, স্বেদযুক্ত, উন্নত, মণ্ডলাকার এবং পরস্পর মিলিত। ঋষ্যজিহ্ব-কুষ্ঠ—

হরিণের জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কর্কশ, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ ও মধ্যে শ্যাববর্ণ এবং বেদনাযুক্ত। পুণ্ডরীক-কুষ্ঠ রক্তপদ্মের পাপ্‌ড়ির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, শ্বেত-মিশ্রিত রক্তবর্ণ ও উন্নত। সিধ্ম-কুষ্ঠ দেখিতে লাউফুলের ন্যায় ও শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণের পাতলা-চামড়াবিশিষ্ট; এবং ব্যাধিস্থান ঘর্ষণ করিলে, তাহা হইতে গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ নির্গত হয়; এই পীড়া বক্ষঃস্থলে অধিক হইয়া থাকে। কাকন-কুষ্ঠ কুঁচের ন্যায় মধ্যে কৃষ্ণ ও প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ এবং তীব্রবেদনাযুক্ত; এই কুষ্ঠ পাকিয়া থাকে।

এইসমুদায় কুষ্ঠ যেসময় রসধাতুতে অবস্থিত থাকে, তখন অঙ্গের বিবর্ণতা, রুক্ষতা, স্পর্শশক্তির নাশ, রোমাঞ্চ ও অধিক ঘর্ম্ম, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ক্রমে রক্ত গাঢ় হইলে, কণ্ডূ ও অধিক পূয়সঞ্চয় হয়; মাংসগত হইলে কুষ্ঠের পুষ্টি ও কর্কশতা, মুখশোষ, পিড়কার উৎপত্তি এবং সূচীবেধের ন্যায় বেদনা ও স্ফোটক জন্মে। মেদোগত হইলে হস্তক্ষয়, গতিশক্তির নাশ, অঙ্গের বক্রতা ও ক্ষতস্থানের বিস্তৃতি হয়; এবং অস্থি ও মজ্জগত হইলে নাসাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, ক্ষতস্থানে ক্রিমির উৎপত্তি ও স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয়।—কুষ্ঠরোগ রস, রক্ত ও মাংসগত হওয়া পর্য্যন্ত আরোগ্যের সম্ভাবনা। মেদোগত কুষ্ঠ যাপ্য। অস্থি ও মজ্জগত হইলে এবং তাহাতে ক্রিমি, তৃষ্ণা, দাহ ও মন্দাগ্নি উপস্থিত হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে। যে কুষ্ঠরোগীর কুষ্ঠ বিদীর্ণ ও স্রাবযুক্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং স্বরভঙ্গ হয়, তাহার তাহাতেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠের প্রকারভেদ ও লক্ষণ।—পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ মহাকুষ্ঠ ব্যতীত অন্য ১১ এগারপ্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে যে ক্ষুদ্রকুষ্ঠে ঘর্ম্ম বাহির হয় না, যাহা অধিক স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং যাহার আকৃতি মৎস্যের আঁইসের ন্যায়, তাহাকে এক-কুষ্ঠ কহে। যাহা হস্তিচর্ম্মের ন্যায় রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল, তাহার নাম চর্ম্ম-কুষ্ঠ। যে কুষ্ঠে হাত পা ফাটিয়া যায় ও তীব্রবেদনা থাকে, তাহাকে বৈপাদিক-কুষ্ঠ কহে। শ্যাববর্ণ কর্কশ ও শুষ্ক-ক্ষতস্থানের ন্যায় খরস্পর্শ কুষ্ঠকে কিটিম-কুষ্ঠ কহে। যাহা কণ্ডূবিশিষ্ট ও রক্তবর্ণ স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাকে অলসক কহে। যে কুষ্ঠ উন্নত, মণ্ডলাকার, কণ্ডূযুক্ত ও রক্তবর্ণ-পিড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহার নাম দদ্রুমণ্ডল। যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, শূলবেদনার ন্যায় বেদনাযুক্ত,

কণ্ডূবিশিষ্ট, স্ফোটকব্যাপ্ত, স্পর্শাসহ এবং যাহা হইতে মাংস গলিয়া পড়ে, তাহার নাম চর্ম্মদল। দাহ, কণ্ডূ ও স্রাবযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কাসমূহকে পামা (চুলকনা) বলে; এবং এই পামাই তীব্রদাহযুক্ত ও স্ফোটকব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে কচ্ছু (খোস) কহে। কচ্ছু হস্তে ও নিতম্বস্থলে অধিক হইয়া থাকে। শ্যাব বা অরুণবর্ণ ও পাতলাচর্ম্মবিশিষ্ট স্ফোটকসমূহকে বিস্ফোটক কহে। রক্ত বা শ্যাব-বর্ণ, এবং দাহ ও বেদনাযুক্ত বহুসংখ্যক ব্রণ একত্র সম্মিলিত হইলে, তাহাকে শতারুঃ কহে। বিচর্চ্চিকানামক ক্ষুদ্র কুষ্ঠ শ্যাববর্ণ, স্রাবযুক্ত, কণ্ডূ ও পিড়কা-বিশিষ্ট হয়; ইহাই পদদ্বয়ে জন্মিলে ইহাকে বিপাদিকা কহে।

বস্তুতঃ এই ১৮ আঠারপ্রকার কুষ্ঠের মধ্যে সিধ্ম, দদ্রু, পামা বা কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা বা বিপাদিকা, শতারুঃ ও বিস্ফোটক, এই ছয়প্রকার রোগকেই প্রকৃত ক্ষুদ্রকুষ্ঠ বলা উচিত। শাস্ত্রে অন্যান্য যে কয়েকটী রোগ ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে পরিগণিত আছে, তাহাদিগকেও মহাকুষ্ঠের ন্যায় বিবেচনা করা আবশ্যক।

অবস্থাভেদে চিকিৎসা।—কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইবামাত্র চিকিৎসা আবশ্যক; নতুবা সম্পূর্ণরূপে পীড়া প্রকাশিত হইলে, এই রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে। এই রোগে সেবনের জন্য মঞ্জিষ্ঠাদি ও অমৃতাদি পাচন, পঞ্চনিম্ব, অমৃতগুগ্‌গুলু, পঞ্চতিক্ত-গুগ্‌গুলু, অমৃতভল্লাতক, অনৃতাঙ্কুর লৌহ, তালকেশ্বর, মহাতালকেশ্বর, রসমাণিক্য ও পঞ্চতিক্ত-ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ; এবং কুষ্ঠস্থানে মর্দ্দনের জন্য মহাসিন্দূরাদ্য তৈল, বৃহৎ সোমরাজী তৈল, বৃহৎ মরিচাদ্য তৈল, কন্দর্পসার তৈল ও বাতরক্তোক্ত মহারুদ্রগুড়ূচী তৈল, প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠস্থানে প্রলেপের জন্য হরীতকী, ডহরকরঞ্জ-বীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড়, এইসকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া; অথবা মনছাল, হরিতাল, মরিচ, সর্ষপতৈল ও আকন্দের আঠা, এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া, কিংবা ডহর-করঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড়, এই তিনটী দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রয়োগ করিবে। গোমূত্র পান এবং চাউলমুগরার তৈল মর্দ্দন—কুষ্ঠ ও কণ্ডূ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারক। দদ্রুবিনাশের জন্য বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা, সৈন্ধব-লবণ ও সর্ষপ এইসমস্ত দ্রব্য কাঁঞ্জিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। চাকুন্দেবীজ, আমলকী, ধুনা ও সীজের আঠা, এইসমস্ত দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও দদ্রুরোগ বিনষ্ট হয়। পেঁপের আঠার প্রলেপ দিলে, দদ্রুস্থানে ক্ষত

হইয়া দদ্রুরোগ নষ্ট হইয়া যায়। চাকুন্দেবীজ, তিল, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, পিপুল, এবং সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌-লবণ, এইসকল দ্রব্য দধির মাতের সহিত তিন দিন ভিজাইয়া রাখিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, দদ্রু ও বিচর্চ্চিকা রোগ নিবারিত হয়। সোন্দালপাতা কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রু, কিটিম ও সিধ্মরোগ আরোগ্য হয়। সর্ষপতৈলের সহিত গন্ধকচূর্ণ ও যবক্ষারচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে সিধ্মরোগ বিনষ্ট হয়। মূলার বীজ অপামার্গের সহিত অথবা দধির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও সিধ্মরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। আকন্দপাতার রস এবং হরিদ্রার কল্কের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, পামা, কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকা রোগ নষ্ট হয়। কচি বাসকপত্র ও হরিদ্রা, গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া, প্রলেপ দিলে পামা ও কচ্ছুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শ্বিত্র বা ধবল ও কিলাস।—পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠরোগ ব্যতীত শ্বিত্র বা কিলাস নামক আরও দুইপ্রকার কুষ্ঠরোগ আছে। শ্বিত্ররোগের সাধারণ নাম "ধবল"; ইহাতে শরীরের স্থানে স্থানে শ্বেতবর্ণের দাগ প্রকাশিত হয়, আর কিলাস রোগে ঈষৎ রক্তবর্ণের দাগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেসকল কারণ হইতে কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়, শ্বিত্রাদি রোগও সেইসমস্ত কারণ হইতে জন্মে। শ্বিত্রাদি রোগ অধিক দিনের হইলে এবং নির্লোমস্থানে অর্থাৎ গুহ্যদ্বারে, লিঙ্গে, যোনিতে, হস্ততলে, পদতলে বা ওষ্ঠে উৎপন্ন হইলে, একেবারে অসাধ্য হইয়া থাকে। যে শ্বিত্রের দাগগুলি পরস্পর অসংযুক্ত, যাহার উপরিভাগের লোমসমূহ শ্বেতবর্ণ না হইয়া কৃষ্ণবর্ণ থাকে, যাহা অল্পদিনজাত এবং যাহা অগ্নিদগ্ধজাত নহে, তাহাই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। বুচ্‌কিদানা ও ছাগলনাদি, গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, শ্বিত্র ও কিলাসরোগের বিশেষ উপশম হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন শ্বেতারিরস, শ্বিত্রপঞ্চানন তৈল এবং কুষ্ঠরোগোক্ত যাবতীয় ঔষধ, সিধ্মনাশক প্রলেপসমূহ ও কন্দর্পসার তৈল এই রোগে প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—বাতরক্তরোগে যেসমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগেও সেই নিয়ম পালন আবশ্যক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—কুষ্ঠরোগ অতিশয় সংক্রামক; এইজন্য কুষ্ঠরোগীর সহিত এক শয্যায় শয়ন ও উপবেশন, একত্র ভোজন, রোগীর নিঃশ্বাসাদি গাত্রে লাগান, তাহার বস্ত্রাদি পরিধান এবং তাহার সহিত সহবাস নিষিদ্ধ।

শীত-পিত্ত।

সংজ্ঞা ও পূর্ব্ব লক্ষণ।—শরীরের স্থানে স্থানে বোলতাদংশনজনিত শোথের ন্যায় এবং অতিশয় কণ্ডূবিশিষ্ট, ঈষৎ রক্তবর্ণ একপ্রকার দাগ্ড়া দাগ্ড়া শোথ উৎপন্ন হইয়া অতিশয় চুলকাইতে থাকিলে তাহাকে শীত-পিত্তরোগ কহে। চলিত কথায় দেশভেদে ইহার নাম 'আসর' ও 'আমবাত'। কোন কোন স্থলে ইহার সহিত সূচীবেধবৎ যাতনা, বমি, জ্বর ও দাহ হইতে দেখা যায়। এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে পিপাসা, অরুচি, বমনবেগ, শরীরের অবসাদ ও গৌরব এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা, এই কয়েকটী পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

উদর্দ্দ ও কোঠ।—উদর্দ্দ ও কোঠনামক আরও দুইপ্রকার এই-জাতীয় পীড়া আছে। শীতল বায়ুসেবনাদি কারণে বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া, বায়ুর আধিক্যে শীত-পিত্ত এবং কফের আধিক্যে উদর্দ্দ রোগ উৎপাদন করে। এই উভয় রোগের লক্ষণ প্রায় একপ্রকার; তবে উদর্দ্দের শোথগুলির মধ্যস্থান কিছু নিম্ন হইয়া থাকে। বমনক্রিয়াদ্বারা সম্যক্‌রূপে বমি না হইলে, উৎক্লিষ্ট পিত্ত ও শ্লেষ্মা, শীত-পিত্তের লক্ষণযুক্ত যে বহুসংখ্যক শোথ উৎপাদন করে, তাহাকেই কোঠ কহে। কোঠ বারংবার বিলীন হইলে, তাহাকে উৎকোঠ বলিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—এই রোগে অজীর্ণবশতঃ আমাশয় পূর্ণ থাকিলে, পটোল-পত্র, নিমছাল ও বাসকের ক্কাথ পান করাইবে। বিরেচনজন্য ত্রিফলা, গুগ্‌গুলু, ও পিপুল, ইহাদের সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। গাত্রে সর্ষপতৈল-মর্দ্দন এবং উষ্ণজল-সেচন ইহাতে উপকারী। পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস পান; ২ দুই তোলা গব্যঘৃতের সহিত ৵০ দুই আনা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন; হরিদ্রাখণ্ড, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড ও আর্দ্রকখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং দূর্ব্বা ও কৃষ্ণতিল একত্র বাটিয়া, সর্ষপ-তৈলের সহিত প্রলেপ দেওয়া শীত-পিত্ত প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারক। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—এই সমস্ত পীড়ায় তিক্তরসযুক্ত দ্রব্য, কাঁচাহরিদ্রা ও নিমপত্র ভোজন উপকারী। এই রোগেও বাতরক্ত-পীড়ার পথ্যাপথ্য ব্যবস্থেয়; এবং উষ্ণজলে স্নান ও সর্ব্বদা উষ্ণবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত রাখা বিশেষ উপকারক।

অম্লপিত্ত।

নিদান ও লক্ষণ।—ক্ষীর-মৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন এবং দূষিত অন্ন, অম্লরস, অম্লপাক ও অন্যান্য পিত্ত-প্রকোপক দ্রব্যের পানাহার বশতঃ পূর্ব্বসঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া, অম্লপিত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, ক্লান্তিবোধ, বমনবেগ, তিক্ত বা অম্লরসযুক্ত উদ্গার, দেহের গুরুতা, বক্ষঃস্থলে ও গলদেশে জ্বালা ও অরুচি, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অম্লপিত্ত অধোগামী হইলে, চতুর্দ্দিক্ হরিদ্বর্ণ বলিয়া বোধ হয়; এবং জ্ঞানের বৈপরীত্য, বমনবেগ, শরীরে কোঠের উদ্গম, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম ও অঙ্গের পীতবর্ণতা, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। ঊর্দ্ধগামী হইলে হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণযুক্ত অথবা মাংসধোত জলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং অম্ল, কটু বা তিক্তরসযুক্ত, পিচ্ছিল এবং কফমিশ্রিত বমি হয়। ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হওয়ার পরে, অথবা অভুক্ত অবস্থাতেও কখন কখন বমি হইয়া থাকে। আরও, ইহাতে কণ্ঠ, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত-পায়ের জ্বালা, দেহের উষ্ণতা, অত্যন্ত অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মজ-জ্বর, শরীরে বহুসংখ্যক কণ্ডূযুক্ত পিড়কার উৎপত্তি, প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়।

প্রকারভেদে লক্ষণ।—বাতজ, শ্লেষ্মজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ ভেদে অম্লপিত্ত চারিপ্রকার। বাতজ-অম্লপিত্তে কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, গাত্রে চিমি চিমি বেদনা, অবসন্নতা, শূলবেদনা, অন্ধকার দর্শন, জ্ঞানের বৈপরীত্য, মোহ ও রোমাঞ্চ, এই কয়েকটী অতিরিক্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ্মজ-অম্লপিত্তে কফ-নিষ্ঠীবন, দেহের গুরুতা ও জড়তা, অরুচি, শীতবোধ ও নিদ্রাধিক্য প্রকাশিত

হয়, বাতশ্লেষ্মজ-অম্লপিত্তে তিক্ত, অম্ল ও কটুরসযুক্ত উদ্গার ; হৃদয়, কুক্ষি ও কণ্ঠ-দেশে দাহ, এবং ভ্রম মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, আলস্য, শিরোবেদনা, মুখ দিয়া জলস্রাব ও মুখে মধুরাস্বাদ, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অধোগ অম্লপিত্তে অতিসার বলিয়া ভ্রম এবং ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে বমনরোগ বলিয়া সন্দেহ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; এইজন্য এই রোগে বিশেষ সাবধানতার সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক পরীক্ষা করা উচিত।

চিকিৎসা।—পীড়ার প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না করিলে, এই রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে ; অতএব রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

লক্ষণভেদে চিকিৎসা।—অম্লপিত্ত-রোগে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে অথবা কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, কিংবা কফের আধিক্য থাকিলে, বমন-বিরেচনাদি উপযুক্ত শুদ্ধিক্রিয়া নিতান্ত উপযোগী। কফজ-অম্লপিত্তে পটোলপত্র, নিমপত্র ও মদনফল, ইহাদের সমভাগের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহার সহিত মধু ও সৈন্ধব-লবণ ৵০ দুই আনা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, পান করাইবে ; তাহাদ্বারা বমন হইয়া অম্লপিত্তের শান্তি হয়। বিরেচনের আবশ্যক হইলে, মধু ও আমলকীর রসের সহিত ।০ চারি আনা বা ।৵০ ছয় আনা পরিমিত তেউড়ীচূর্ণ সেবন করা-ইয়া বিরেচন করাইবে। অম্লপিত্ত শান্তির জন্য নিস্তুষ যব, বাসক ও আমলকী, ইহাদের কাথের সহিত দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্রচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। যব, পিপুল ও পটোলপত্রের, অথবা গুলঞ্চ, খদিরকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোল-পত্র ও ত্রিফলা, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলেও অম্লপিত্তের শান্তি হয়। অম্লপিত্তে বমন-নিবারণ জন্য হরীতকী ও ভীমরাজচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পুরাতন-গুড়ের সহিত সেবন করাইবে ; অথবা বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে ; এই কাথ সেবনে শ্বাস, কাস, ও জ্বরের উপশম হইয়া থাকে। অতিসার নিবারণ জন্য অতিসার-রোগোক্ত কতিপয় ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক। মলবদ্ধ থাকিলে, অবিপত্তিকরচূর্ণ ও হরীতকীখণ্ড প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। পিপ্পলীখণ্ড, বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ড,

শুণ্ঠীখণ্ড, খণ্ডকুষ্মাণ্ডক-অবলেহ, সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক, সীতামণ্ডুর, পানীয়ভক্তবটী, ক্ষুধাবতী-গুড়িকা, লীলাবিলাস, অম্লপিত্তান্তকলৌহ ও সর্ব্বতোভদ্রলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং পিপ্পলীঘৃত, দ্রাক্ষাদ্য-ঘৃত ও শ্রীবিল্বতৈল প্রভৃতি অবস্থা বিবেচনা করিয়া অম্লপিত্ত রোগে ব্যবহার করিতে হয়। শূলরোগোক্ত ধাত্রীলৌহ ও আমলকীখণ্ড প্রভৃতি ঔষধও ইহাতে প্রয়োগ করা যায়।

পথ্যাপথ্য।—শূলরোগোক্ত সমুদায় পথ্যাপথ্যই যথাযথরূপে ইহাতে ব্যবস্থা করা উচিত। তিক্তরস-ভোজন এই রোগে বিশেষ উপকারী। বাতজ-অম্লপিত্তে চিনি ও মধু সহিত খইচূর্ণ ভোজন হিতকর। অন্নাদি পরিপাকের উপযুক্ত অগ্নিবল না থাকিলে, যবের ও গোধূমের মণ্ড প্রভৃতি লঘুপথ্য এই রোগে ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—সর্ব্বপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য, অধিক লবণ, মিষ্ট, কটু, ও অম্লরস এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন ও মদ্যপান প্রভৃতি অম্লপিত্ত রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

বিসর্প ও বিস্ফোট।

বিসর্পের নিদান ও প্রকারভেদ।—লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সতত ভোজন করিলে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া বিসর্পরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ শরীরের কোন স্থানে স্ফোটকের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া থাকে। বিসর্পরোগ ৭ সাতপ্রকার:—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ। ইহাদের মধ্যে বাতপিত্তজ বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প, বাতশ্লেষ্মজকে গ্রন্থি-বিসর্প এবং পিত্তশ্লেষ্মজকে কর্দ্দমক-বিসর্প নামে অভিহিত করা হয়।

বিভিন্ন-দোষজাত লক্ষণ।—বাতজ-বিসর্পে বাতজ্বরের ন্যায় মস্তকে, গাত্রে ও উদরে ব্যথা, শোথ, দপ্‌দপানি, সূচীবেধবৎ কিংবা ভঙ্গবৎ বেদনা, শ্রান্তিবোধ ও রোমাঞ্চ, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পৈত্তিক-বিসর্প অতিশয়

লোহিতবর্ণ; ইহা শীঘ্র বিস্তৃত হয় :এবং ইহাতে পিত্তজ্বরের লক্ষণসমূহ, বিদ্যমান থাকে। কফজ-বিসর্প কণ্ডুযুক্ত, চিক্কণ এবং কফজ-জ্বরের লক্ষণবিশিষ্ট। সন্নিপাতজ-বিসর্পে তিন দোষের ঐ সমস্ত লক্ষণই মিশ্রিতভাবে প্রকাশিত হয়।

অগ্নি-বিসর্প।—অগ্নি-বিসর্প নামক বাতজ-বিসর্পে জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, গ্রন্থিবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অন্ধকারদর্শন ও অরুচি, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আরও, ইহাতে সমস্ত শরীর জ্বলন্ত-অঙ্গারদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়; শরীরে যে যে স্থানে বিসর্প বিস্তৃত হয়, সেই সেই স্থান নির্ব্বাপিত-অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং কখন কখন নীল বা রক্তবর্ণ হইতেও দেখা যায়। তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিদগ্ধ ফোস্কার ন্যায় জন্মে। এই বিসর্প হঠাৎ হৃদয়াদি মর্ম্মস্থান আক্রমণ করে; তখন বায়ু অত্যন্ত প্রবল হইয়া, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, সংজ্ঞা ও নিদ্রার নাশ, এবং শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব উৎপাদন করে। এইরূপ অতিমাত্র যন্ত্রণাবশতঃ রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গ্রন্থি-বিসর্প।—গ্রন্থি-বিসর্প নামক বাতশ্লেষ্মজ বিসর্পে দীর্ঘ, বর্ত্তুলাকার, স্থূল, কঠিন ও রক্তবর্ণ গ্রন্থিশ্রেণী অর্থাৎ গাঁইট্ গাঁইট্ মত বিসর্প উৎপন্ন হয়। ইহাতে অতিশয় বেদনা, প্রবল জ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, জ্ঞানের বৈপরীত্য, বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য, এইসমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কর্দ্দমক-বিসর্প।—কর্দ্দমক নামক পিত্তশ্লেষ্মজ-বিসর্প—পীত, লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কাসমূহদ্বারা ব্যাপ্ত; চিক্কণ, কৃষ্ণ বা রুক্ষবর্ণ; মলিন, শোথযুক্ত, গুরু, ভিতরে পাকবিশিষ্ট, অতিশয় উষ্ণস্পর্শ, বিদীর্ণ, পাঁকের ন্যায় বর্ণ এবং মড়ার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত। ক্রমশঃ এই রোগে মাংস গলিয়া পড়িয়া, শিরা, স্নায়ুসকল প্রকাশিত হইতে থাকে। আরও, ইহার সহিত জ্বর, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরোবেদনা, দেহের অবসাদ, আক্ষেপ, মুখের লিপ্ততা, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিবেদনা, পিপাসা, ইন্দ্রিয়সমূহে ভারবোধ, অপক্ব মলনির্গম ও স্রোতঃসমূহের লিপ্ততা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

ক্ষতজ-বিসর্প।—শস্ত্র, নখ ও দন্ত প্রভৃতিদ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইলে, কুলত্থ-কলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণের যেসকল

স্ফোটক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহাও একপ্রকার বিসর্প। ইহা পিত্তজ-বিসর্পের অন্তর্গত।

উপদ্রব।—জ্বর, অতিসার, বমি, ক্লান্তি, অরুচি, অপরিপাক, এবং ত্বক্ ও মাংস বিদীর্ণ হওয়া, এই কয়েকটী বিসর্প রোগের অন্তর্গত।

সাধ্যাসাধ্য।—এইসমস্ত বিসর্পের মধ্যে বাতজ পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ বিসর্প সাধ্য। কিন্তু ইহারাও মর্ম্মস্থানে জন্মিলে, বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ, ক্ষতজ, বার্তপিত্তজ ও অগ্নিবিসর্প স্বভাবতঃই অসাধ্য।

বিস্ফোটের নিদান ও লক্ষণ।—কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী (অম্লপাকী), রুক্ষ, ক্ষার বা অপকদ্রব্য ভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, আতপসেবন ও ঋতু-বিপর্য্যয় প্রভৃতি কারণে, বাতাদি দোষসমূহ বিশেষতঃ পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া, বিস্ফোটরোগ উৎপাদন করে। ইহাতে শরীরের কোন স্থানে বা সর্ব্বশরীরে অগ্নিদগ্ধের ন্যায় স্ফোটক উৎপন্ন হয়, এবং তাহার সহিত জ্বর থাকে।

দোষভেদে লক্ষণ।—বাতজ-বিস্ফোট কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত শূলনিবিশিষ্ট হয় এবং তাহার সহিত শিরোবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা ও সন্ধিস্থানে বেদনা প্রকাশ পায়। পিত্তজ-বিস্ফোট পীত বা রক্তবর্ণ হয়, পাকে, এবং তাহা হইতে স্রাব নির্গত হয়; আর তাহার সহিত জ্বর, দাহ, বেদনা ও তৃষ্ণা থাকে। শ্লেষ্মজ-বিস্ফোট পাণ্ডুবর্ণ এবং অল্প বেদনা ও কণ্ডূযুক্ত; ইহা দীর্ঘকালে পাকে এবং বমি, অরুচি ও শরীরের জড়তা প্রভৃতি উপস্থিত করে। দ্বিদোষজ-বিস্ফোটে ঐরূপ দুই দোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। ত্রিদোষজ-বিস্ফোট কঠিন, রক্তবর্ণ ও অল্পপাক-বিশিষ্ট এবং তাহার মধ্যভাগ নিম্ন ও প্রান্তভাগ উন্নত হয়। দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, বমি, মূর্চ্ছা, বেদনা, জ্বর, প্রলাপ, কম্প ও তন্দ্রা, এইসমস্ত লক্ষণ ইহার সহিত প্রকাশ পাইয়া থাকে। রক্ত দূষিত হইলে, কুঁচের ন্যায় রক্তবর্ণ ও বিস্ফোটের অন্যান্য লক্ষণযুক্ত একপ্রকার রক্তজ-বিস্ফোট উৎপন্ন হয়।

সাধ্যাসাধ্য।—এইসমস্ত বিস্ফোটের মধ্যে একদোষজ বিস্ফোট সাধ্য, দ্বিদোষজ কষ্টসাধ্য এবং ত্রিদোষজ, রক্তজ ও বহুউপদ্রবযুক্ত বিস্ফোট অসাধ্য।

বিসর্প-চিকিৎসা।—বিসর্পরোগে কফের আধিক্য থাকিলে—বমন, এবং পিত্তের আধিক্যে—বিরেচন করান আবশ্যক। বমনের জন্য পটোলপত্র,

নিমছাল ও ইন্দ্রযব; অথবা পিপুল, মদনফল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে। বিরেচনের জন্য ত্রিফলার ক্বাথের সহিত ঘৃত ৵৹ দুই আনা ও তেউড়ী-চূর্ণ ।৹ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা জ্বরেরও শান্তি হয়। বাতজ-বিসর্পে রাস্না, নীলোৎপল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পিত্তজ-বিসর্পে বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, কলার মোচা ও পদ্মমৃণালের গ্রন্থি, একত্র এইসকল দ্রব্য শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কফজবিসর্পে ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, বরাহক্রান্তা, করবীর-মূল, নলমূল, অনন্তমূল, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ বিসর্পে ঐসমস্ত পৃথক্ পৃথক্ দোষনাশক দ্রব্য বিবেচনাপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার বিসর্পেই পদ্মকাষ্ঠ বেণামূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ, অথবা বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বকুল, ইহাদের পল্লবের ক্বাথ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, এই দশাঙ্গ-প্রলেপ সমুদায় বিসর্পেই প্রয়োগ করা যায়। চিরাতা, বাসকছাল, কটুকী, পটোলপত্র, ত্রিফলা, রক্তচন্দন ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথ পান করাইলে, সর্ব্বপ্রকার বিসর্প, এবং তজ্জনিত জ্বর, দাহ, শোথ, কণ্ডূ, তৃষ্ণা ও বমির উপশম হইয়া থাকে।

বিস্ফোট-চিকিৎসা।—বিস্ফোট-শান্তির জন্য চাউলধোত জলের সহিত ইন্দ্রযব বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। বিস্ফোটের দাহ নিবারণ জন্য রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল, ক্ষুদে-নটে, শিরীষছাল ও জাতীপুষ্প, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। শিরীষছাল, তগরপাদুকা, দেবদারু ও বামুনহাটী এইসকল দ্রব্যের প্রলেপও সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোটে প্রয়োগ করা যায়। শিরীষছাল, যজ্ঞডুমুর ও নিমছাল, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ এবং ইহাদের ক্বাথ দ্বারা পরিষেক—বিস্ফোট রোগে উপকারজনক।

ব্যবস্থেয় ঔষধ।—বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে অমৃতাদি-কষায়, নবকষায় গুগ্‌গুলু, কালাগ্নিরুদ্ররস, বৃষাদ্য-ঘৃত ও পঞ্চতিক্ত-ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং ক্ষতস্থানে করঞ্জ-তৈল প্রভৃতি ক্ষত-নিবারক তৈল অথবা মলম ব্যবহার করান আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগোক্ত পথ্যাপথ্য ব্যবস্থেয়।

রোমান্তী ও মসূরিকা।

হামের সংজ্ঞা ও লক্ষণ।—চলিত কথায় রোমান্তীকে হাম এবং মসূরিকাকে বসন্ত কহে। লোমকূপের উন্নতির ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ যেসকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে রোমান্তী অর্থাৎ হাম কহে। হাম হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়; এই জ্বর ২।৩ দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অবিরাম থাকে, এবং জ্বর বিরাম হইবামাত্র গাত্রে হাম বহির্গত হয়। হাম প্রথমে কপালে ও চিবুকে বাহির হইয়া, পরে সর্ব্বগাত্রে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। হামজ্বরে কোষ্ঠরোধ বা উদরাময়, অরুচি, কাস ও কষ্টে শ্বাসনির্গম, এই কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। হাম সম্পূর্ণরূপে বহির্গত না হইয়া মিলাইয়া গেলে, পীড়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। এই রোগ বালকদিগেরই অধিক হইতে দেখা যায়।

বসন্তের নিদান ও লক্ষণ।—ক্ষীর মৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন; দূষিত অন্ন, শিম, শাক এবং কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষারদ্রব্য ভোজন; পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন; এবং দেশের প্রতি ক্রূরগ্রহদিগের কুদৃষ্টি প্রভৃতি কারণে মসূরিকা অর্থাৎ বসন্তরোগ উৎপন্ন হয়। মসূরিকার পিড়কাসমূহের আকৃতি ও পরিমাণ মসূর-কলায়ের ন্যায়। এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর, কণ্ডু, গাত্রবেদনা, চিত্তের অস্থিরতা, ভ্রম, ত্বকের স্ফীতি ও রক্তবর্ণতা এবং চক্ষুর্দ্বয়ে রক্তবর্ণতা, এই সমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। মসূরিকা ধাতুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়; এইজন্য ইহার নানাপ্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। রসধাতুগত মসূরিকা জলবিম্বের ন্যায় অর্থাৎ ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে জলবৎ স্রাব নির্গত হয়। ইহা সুখসাধ্য। চলিত কথায় ইহাকে "পানিবসন্ত" কহে। রক্তগত মসূরিকা কৃষ্ণবর্ণ ও পাতলা-চর্ম্মবিশিষ্ট; ইহা শীঘ্র পাকে এবং বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। রক্ত অধিক দূষিত না হইলে, ইহাও সুখসাধ্য। মাংসগত মসূরিকা কঠিন ও স্থূলচর্ম্মবিশিষ্ট; ইহাতে গাত্রে শূলবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, কণ্ডু, জ্বর ও চিত্তের চঞ্চলতা বিদ্যমান থাকে। মেদোগত

মসূরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ অধিক উন্নত, স্থূল, চিক্কণ ও বেদনা-যুক্ত; ইহাতে অত্যন্ত জ্বর, মনোবিভ্রম, চিত্তের চঞ্চলতা ও সন্তাপ, এইসমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়। অস্থি ও মজ্জগত মসূরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, গাত্রসমবর্ণ, রুক্ষ, চিড়ার ন্যায় চেপ্‌টা ও কিঞ্চিৎ উন্নত; ইহাতে অত্যন্ত মোহ, বেদনা, চিত্তের অস্থিরতা এবং মর্ম্মস্থান ছিন্ন হওয়ার ন্যায় ও সর্ব্বাঙ্গে ভ্রমর-দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। শুক্রগত মসূরিকা চিক্কণ, সূক্ষ্ম, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং দেখিতে পক্বতুল্য, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ব নহে। ইহাতে গাত্রে আর্দ্রবস্ত্র-আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, চিত্তের অস্থিরতা, মূর্চ্ছা, দাহ ও মত্ততা, এইসকল উপদ্রব লক্ষিত হয়।

দোষভেদে পিড়কার অবস্থা।—মসূরিকারোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, পিড়কাসকল শ্যাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ, তীব্রবেদনাযুক্ত ও কঠিন হয়, এবং বিলম্বে পাকিয়া থাকে। পিত্তের আধিক্যে স্ফোটকসকল রক্ত, পীত, বা কৃষ্ণবর্ণ এবং দাহ ও উগ্রবেদনাযুক্ত হয়; ইহা শীঘ্র পাকে। আরও, ইহার সহিত সন্ধিস্থানে ও অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প, চিত্তের অস্থি-রতা, ক্লান্তি, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ এবং তৃষ্ণা ও অরুচি, এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। শ্লেষ্মার আধিক্যে স্ফোটকসমূহ শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতি-শয় স্থূল এবং কণ্ডূ ও অল্পবেদনাযুক্ত হয়; ইহা দীর্ঘকালে পাকে। ইহাতে কফস্রাব, শরীরে আর্দ্রবস্ত্র-আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, শিরোবেদনা, অঙ্গের গুরুতা, বমনবেগ, অনুচিত নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তের আধিক্যে মলভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের পাক, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, তীব্রবেগের সহিত দারুণ জ্বর এবং পিত্তজ-মসূরিকার অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তিনদোষের আধিক্য থাকিলে, মসূরিকা নীলবর্ণ, চিড়ার ন্যায় চেপ্‌টা ও মধ্যভাগে নিম্ন এবং অত্যন্ত বেদনা ও সুগন্ধস্রাবযুক্ত হয়। ইহা বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে। চর্ম্মদল নামক এক-প্রকার মসূরিকা আছে; তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তম্ভিতভাব, প্রলাপ ও চিত্তের অস্থিরতা প্রভৃতি উপদ্রবসকল উপস্থিত হয়।

সাধ্যাসাধ্য।—এইসকল মসূরিকার মধ্যে ত্রিদোষজ চর্ম্মদল এবং মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রগত মসূরিকা অসাধ্য। আরও, যে মসূরিকার

কতকগুলি প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ, কতকগুলি জামফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি বা তমালফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাও অসাধ্য। যে মসূরিকারোগে কাস, হিক্কা, চিত্তের বিভ্রমতা ও অস্থিরতা, অতিকষ্টপ্রদ তীব্র জ্বর, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, গাত্রঘূর্ণন, অতিনিদ্রা এবং মুখ নাসিকা ও চক্ষু দিয়া রক্তস্রাব, কণ্ঠে ঘর্ ঘর্ শব্দ ও অতিবেদনার সহিত শ্বাসনির্গম, এইসকল উপদ্রব প্রকাশিত হয়, তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে। মসূরিকা-রোগী অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত ও অপতান কাদি-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, অথবা মুখ ব্যতিরেকে কেবল নাসিকা দিয়াই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলে, তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

আরোগ্যান্তে শোথ।—মসূরিকা-নিবৃত্তির পরে কাহারও কাহারও কনুইয়ে, হাতের কব্জিতে ও স্কন্ধদেশে শোথ হইতে দেখা যায়। তাহা অতিশয় কষ্টদায়ক ও দুশ্চিকিৎস্য।

চিকিৎসা।—হাম ও বসন্ত রোগে অধিক রুক্ষক্রিয়া বা অধিক শীতল-ক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। অধিক রুক্ষক্রিয়া করিলে, পিড়কাসকল ভালরূপে প্রকাশিত হইতে পায় না, তজ্জন্য পীড়া কষ্টদায়ক হয়; আবার অধিক শীতলক্রিয়াদ্বারাও সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া থাকে। পিড়কা সম্পূর্ণরূপে উদ্গত না হইলে, কাঁচাহরিদ্রার রস, তেলাকুঁচার পাতার রস, বা শতমূলীর রস, মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে; এই অবস্থায় তুলসীপত্রের রসের সহিত যমানি বাঁটিয়া মর্দ্দন করিলেও উপকার হয়। পীড়ার প্রথম অবস্থায় মেথীভিজান জল, কুড় ও বাবুইতুলসীর কাথ; কিংবা কুড়, বাবুইতুলসী, পানার শিকড় ও মাণকচুর শিকড়ের কাথ সেবন করান ব্যবহার আছে। হামরোগীকে বচ, ঘৃত, বাঁশের নীল, যব, বাসকমূল, কার্পাস-বীজ, ব্রহ্মীশাক, তুলসীপাতা, আপাং ও লাক্ষা এইসকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করা উচিত। সর্দ্দি ও কাসি থাকিলে যষ্টিমধুর কাথের সহিত মকরধ্বজ বা লক্ষ্মীবিলাস সেবন করাইবে।

প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা।—মসূরিকার প্রথমাবস্থায় কণ্টাকুম্ভারু অর্থাৎ কুমুরিয়া নামক লতার কাথের সহিত ৵০ দুই আনা হিং মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। সুপারীর মূল, নাটাকরঞ্জের মূল, গোক্ষুরীমূল, অথবা অনন্তমূল, জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। বাতজ-মসূরিকায় দশমূল, বাসক, দারু-হরিদ্রা, বেণামূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধ'নে ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের কাথ পান

করাইবে এবং মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। এই মসূরিকা পাকিবার উপক্রম হইলে, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, বৃহৎ পঞ্চমূল, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, বেড়েলামূল ও বৈঁচিমূল, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ; অথবা গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল ও দাড়িম, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করাইবে। পিত্তজ-মসূরিকায় নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদী, পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, বেণামূল, কট্কী, আমলকী, বাসকছাল ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে, তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। শিরীষ, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, চাল্তা ও বট, ইহাদের ছাল, শীতলজলসহ বাঁটিয়া ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পিত্তজ-মসূরিকার ব্রণ ও দাহ বিনষ্ট হয়। কফজ-মসূরিকায় বাসক, মুতা, চিরাতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পটোলপত্র ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে; এবং শিরীষছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, খদির ও নিমপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। গুড়ের সহিত কুলচূর্ণ সেবন করিলে, সকলপ্রকার মসূরিকাই সত্বর পাকিয়া উঠে। পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরাতা, নিমছাল, কট্কী ও ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, অপক্ব বসন্ত পাকিয়া উঠে এবং পক্ব বসন্ত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। ইহাদ্বারা জ্বরেরও বিশেষ উপকার হয়। দাহশান্তির জন্য কলমীশাকের রস গাত্রে মাখান বিশেষ উপকারক।

পূয়-নিবারণোপায়।—মসূরিকা হইতে অধিক পূয় নির্গত হইলে, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বকুলের ছালচূর্ণ ক্ষতস্থানের উপর ছড়াইয়া দিবে। বিলঘুঁটের ছাই অথবা গোবরের সূক্ষ্মচূর্ণ ছড়াইয়া দিলেও শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয়। এই অবস্থায় ক্ষতনাশক অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। বসন্তে ক্রিমির উৎপত্তি নিবারণজন্য সরলকাষ্ঠ, ধূনা, দেবদারু, চন্দন ও গুগ্গুলু প্রভৃতির ধূম দেওয়া আবশ্যক। মসূরিকা একবার বহির্গত হইয়া হঠাৎ বিলীন হইলে অর্থাৎ মিলাইয়া গেলে, নিম্বাদি ও কাঞ্চনাদি ক্বাথ পান করাইবে। বসন্তরোগীকে খদিরকাষ্ঠ ও চালতাপাতার ক্বাথদ্বারা শৌচাদি করান উপকারক।

চক্ষুজাত বসন্ত-চিকিৎসা।—চক্ষুর মধ্যে বসন্ত হইলে, গড়্গড়ের বা গোরক্ষ-চাকুলে ও যষ্টিমধুর ক্বাথদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় সেচন করিবে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মূর্ব্বামূল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীলসুঁদী, বেণামূল, লোধ ও

মঞ্জিষ্ঠা, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় সেচন করিলেও, চক্ষুর্মধ্যস্থ বসন্ত নিবারিত হয়।

উপদ্রবের চিকিৎসা।—এই রোগে অরুচি থাকিলে, অম্লদাড়িমের রসযুক্ত যূষ পান এবং খদিরকাষ্ঠ ও পিয়াশালের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। মুখরোগ বা কণ্ঠরোগ থাকিলে, জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারু-হরিদ্রা, সুপারী, শমীছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া কবল করিবে। মধুর সহিত পিপুলচূর্ণ ও হরীতকী-চূর্ণ লেহন করিলে, মুখ ও কণ্ঠের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

উষণাদি-চূর্ণ, সর্ব্বতোভদ্ররস, ইন্দুকলা বটিকা ও এলাদ্যরিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ, হাম ও বসন্তরোগে অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। বসন্ত-নিবারণের পরে ডাবের বা নারিকেলের জল গাত্রে মাখিলে, বসন্তের দাগ শীঘ্র বিলীন হইয়া যায়।

পথ্যাপথ্য।—রোগের প্রথমাবস্থায় ক্ষুধানুসারে দুগ্ধ-সাগু, বা দুগ্ধ-বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য আহার করিতে দিবে। পরে ক্ষুধাবৃদ্ধি অনুসারে এবং জ্বরাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অন্নপ্রভৃতিও আহার করিতে দেওয়া যায়। পটোল, বেগুন, কাঁচকলা ও ডুমুর প্রভৃতি তরকারী এবং বেদানা, কিস্‌মিস্, কমলা-নেবু ও আনারস প্রভৃতি ফল সুপথ্য। গাত্রে সর্ব্বদা মোটা কাপড় রাখা উচিত। বাসগৃহখানি প্রশস্ত এবং পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—মৎস্য, মাংস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ এবং গুরুপাক দ্রব্য, এইসকল পদার্থ ভোজন, তৈলমর্দ্দন ও বায়ুসেবন এই পীড়ায় বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। বসন্ত অতিশয় সংক্রামক ব্যাধি; এইজন্য বসন্তরোগীর নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা আবশ্যক।

সংক্রামকতার প্রতিরোধ।—এই পীড়ার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য টীকা লওয়া আবশ্যক। কণ্টকারীর শিকড় ও মরিচ সমভাগে জলসহ বাটিয়া।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, বসন্তের আক্রমণ নিবারিত হয়। স্ত্রীলোকে বামপার্শ্বে এবং পুরুষে দক্ষিণপার্শ্বে হরীতকী-বীজ ধারণ করিলে, বসন্তের আক্রমণ-ভয় অনেকটা নিবারিত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্ররোগ।

——:o:——

অজগল্লিকাদি।—বালকদিগের শরীরে মুগকলায়ের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, চিক্কণ, গাত্রসবর্ণ, গ্রন্থিল (গাঁট্ গাঁট্), ও বেদনাশূন্য একপ্রকার পিড়কা জন্মে; তাহাকে অজগল্লিকা রোগ কহে। যবের ন্যায় মধ্যস্থূল, কঠিন ও গাঁট্ গাঁট্ যেসকল পিড়কা, মাংসলস্থানে উৎপন্ন হয়, তাহাকে যবপ্রখ্যা কহে। অবক্র, উন্নত, মণ্ডলাকার, অল্পপূয়যুক্ত এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট পিড়কাসমূহ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অন্ত্রালজী কহে। এই তিনপ্রকার ব্যাধি বাতশ্লেষ্মজ। পক্ক-যজ্ঞডুমুরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দাহযুক্ত, মণ্ডলাকার ও বিদীর্ণমুখ পিড়কার নাম বিবৃতা; ইহা পিত্তজ ব্যাধি। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতি কঠিন ও পাঁচ ছয়টী একত্র গ্রথিত যে পিড়কা জন্মে, তাহার নাম কচ্ছপিকা; ইহাও বাত-শ্লেষ্মজ। গ্রীবা, স্কন্ধ, হস্ত, পদ, সন্ধিস্থল ও মলদেশে বল্মীকের ন্যায় বহুশিখর-যুক্ত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বল্মীক কহে; ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। প্রথমা-বস্থায় ইহার চিকিৎসা না হইলে, ইহা ক্রমে বর্দ্ধিত, অগ্রভাগে উন্নত, বহুমুখবিশিষ্ট এবং স্রাব ও বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে। পদ্মবীজকোষে পদ্মবীজসমূহ যেরূপ মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ মণ্ডলাকারে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে। ইহা বাতপৈত্তিক রোগ। মণ্ডলাকারে উৎপন্ন, উন্নত, রক্ত-বর্ণ বেদনাযুক্ত ও গোল গোল পিড়কাব্যাপ্ত ব্যাধিকে গর্দ্দভিকা কহে; ইহাও বাতপিত্তজ ব্যাধি। হনুতে অর্থাৎ চোয়ালের সন্ধিস্থলে যে বেদনাযুক্ত চিক্কণ শোথ জন্মে, তাহার নাম পাষাণগর্দ্দভ; ইহা বাতশ্লেষ্মজ। কর্ণমধ্যে উগ্রবেদনাযুক্ত যে পিড়কা উৎপন্ন হইয়া অন্তর্ভাগে পাকিয়া উঠে, তাহাকে পনসিকা কহে। বিসর্পের ন্যায় ক্রমশঃ বিস্তৃতিশীল এবং দাহ ও জ্বরযুক্ত যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে জালগর্দ্দভ বা অগ্নিবাত কহে; ইহার উপরের চামড়া পাতলা হয় এবং ইহা প্রায়ই পাকে না, কদাচিৎ কোনটা পাকিয়া থাকে; এই রোগ পিত্তজনিত। উগ্র-বেদনা ও জ্বরযুক্ত যেসকল পিড়কা মস্তকে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ইরি-বেল্লিকা; ইহা ত্রিদোষজ। পার্শ্ব, বাহু, স্কন্ধ, ও কক্ষদেশে (বগলে) কৃষ্ণ-বর্ণ ও বেদনাযুক্ত যে স্ফোটক জন্মে, তাহাকে কক্ষা কহে; এবং শরীরের

অন্যান্য স্থানে ত্বকের উপর কক্ষার ন্যায় স্ফোটক উৎপন্ন হইলে, তাহাকে গন্ধমালা কহে; এই উভয় পীড়াই পিত্তজ। কক্ষদেশে (বগলে) প্রদীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় একপ্রকার স্ফোটক জন্মে; তাহাতে চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যায়, ভিতরে অত্যন্ত দাহ থাকে, এবং জ্বর হয়; এই রোগের নাম অগ্নিরোহিণী। ইহা ত্রিদোষজ ও অসাধ্য। ৭ সাত দিন হইতে ১৫ পোনের দিনের মধ্যে এই রোগে রোগীর মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। বায়ু ও পিত্ত কর্ত্তৃক নখের মাংস দূষিত হইলে, তাহা পাকিয়া উঠে এবং অতিশয় দাহ হয়। এই পীড়ার নাম চিপ্প; চলিত কথায় ইহাকে "আঙ্গুলহারা" কহে। নখের মাংস অল্প দূষিত হইয়া, প্রথমে নখের কোণদ্বয়, পরে সমুদায় নখ নষ্ট বা কদর্য্য করিলে, তাহাকে কুনখ বা "কুনী" কহে। পায়ের উপর অল্পশোথযুক্ত গাত্রসমবর্ণ ও অন্তরে পাকবিশিষ্ট যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অনুশায়ী। কক্ষ ও বঙ্ক্ষণ (কুঁচকী) সন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় যে শোথ হয়, তাহার নাম বিদারিকা; ইহা ত্রিদোষজ। যে রোগে বায়ু ও কফকর্ত্তৃক মাংস, শিরা, স্নায়ু ও মেদঃ দূষিত হইয়া, প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, পরে সেইসকল গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া, তাহা হইতে ঘৃত, মধু ও বসার ন্যায় স্রাব হইতে থাকে ও তজ্জন্য ধাতুক্ষয় হইয়া মাংস শুষ্ক হইয়া যায়, সুতরাং সেইসকল গ্রন্থিস্থান অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে, তাহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে। ঐ অর্ব্বুদস্থ শিরা হইতে দুর্গন্ধ, পচা ও নানাবর্ণবিশিষ্ট স্রাব হইতে দেখা যায়, কখন বা সহসা রক্তস্রাবও হইয়া থাকে।

পাদদারি প্রভৃতি।—যেসকল ব্যক্তি সর্ব্বদা পদব্রজে অধিক ভ্রমণ করে, তাহাদের পদদ্বয় রুক্ষ হইয়া ফাটিয়া যায়; ইহাকে পাদদারি কহে। কাঁকর বা কণ্টকাদিদ্বারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে, পদতলে কুল-আঁটির ন্যায় যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কদর বা "কুল-আঁটি" কহে। জলে বা কর্দ্দমে সর্ব্বদা পদদ্বয় সিক্ত থাকিলে, অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যভাগ অর্থাৎ আঙ্গুলের ফাঁক পচিয়া যায়, এবং তাহাতে দাহ, চুলকানি ও বেদনা হয়; এই পীড়ার নাম অলসক বা "পাঁকুই"। কুপিত বায়ু ও পিত্ত কেশমূলে উপস্থিত হইয়া, যদি মস্তকের কেশ উঠাইয়া দেয় এবং দুষ্ট শ্লেষ্মা ও রক্তদ্বারা সেইসমস্ত লোমকূপ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় সেই স্থানে কেশ উঠিতে পায় না। এই পীড়ার নাম ইন্দ্রলুপ্ত বা খালিত্য; চলিত কথায় ইহার নাম "টাক"। কেশভূমি কঠিন, কণ্ডূযুক্ত [illegible]

হইলে, তাহাকে দারুণক রোগ কহে; চলিত-কথায় ইহার নাম "রুক্ষী বা খুস্‌কী"। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। মস্তকে বহুক্লেদযুক্ত ব্রণসমূহ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অরুংষিকা কহে। কফ, রক্ত ও ক্রিমি হইতে এই রোগ জন্মে। ক্রোধ, শোক ও শ্রমাদি কারণে দেহজ উষ্মা ও পিত্ত শিরোগত হইলে, কেশসকল অকালে প্রাকিয়া যায়; তাহাকে পলিত কহে। যুবকদিগের মুখে শিমুলকাঁটার ন্যায় যেসকল পিড়কা জন্মে, তাহাকে যুবানপিড়কা বা "বয়োব্রণ" কহে। কফ, বায়ু ও রক্তের দোষে এই পীড়া উৎপন্ন হয়; অতিরিক্ত শুক্রব্যয় হইতেও এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্বকের উপর পদ্মকাঁটার ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডূযুক্ত ও গোলাকার যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে পদ্মিনী কণ্টক বা "পদ্ম-কাঁটা" কহে; ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। ত্বকের উপর মাষকলায়ের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ উন্নত, কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাশূন্য যে একপ্রকার পিড়কা জন্মে, তাহার নাম মাষক; ইহা একপ্রকার আঁচিল। বায়ুপ্রকোপ জন্য এই পীড়া উৎপন্ন হয়। ত্বকের উপর তিলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ যে চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহাকে তিলকালক বা তিল কহে; ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। গাত্রে শ্যাব বা কৃষ্ণবর্ণ, বেদনাশূন্য ও মণ্ডলাকার যে চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহার নাম ন্যচ্ছ বা ছুলি, এই পীড়া প্রথমে বিন্দু বিন্দু আকারে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ বহুস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ক্রোধ ও পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া, মুখে শ্যাববর্ণ, অনুন্নত ও বেদনাশূন্য একপ্রকার মণ্ডলাকার চিহ্ন উৎপাদন করে; তাহাকে মুখব্যঙ্গ বা মেচেতা কহে। ঐ মেচেতা অধিক কৃষ্ণ-বর্ণ হইলে, তাহা নীলিকা নামে অভিহিত হয়। মুখ ব্যতীত অন্যান্য অবয়বেও নীলিকা হইতে দেখা যায়।

পরিবর্ত্তিকাদি।— লিঙ্গ অতিশয় মর্দ্দিত, পীড়িত, বা কোনরূপে আহত হইলে, লিঙ্গচর্ম্ম দূষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, লিঙ্গমণির অধোভাগে গ্রন্থিরূপে লম্বিত [illegible] এই পীড়ার নাম পরিবর্ত্তিকা বা "মুদো"। ইহাতে বায়ুর আধিক্য থাকিলে [illegible] এবং কফের আধিক্য থাকিলে ইহা কঠিন ও কণ্ডূযুক্ত হয়। সূক্ষ্মদ্বার-প্রভৃতিতে গমন বা অন্য কোন কারণে যদি লিঙ্গচর্ম্ম উল্টাইয়া গিয়া মুদিত [illegible] তাহাকে অবপাটিকা কহে। কুপিত বায়ু লিঙ্গচর্ম্মে অবস্থিত হইলে, [illegible] করা যায় না; তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হয়, মূত্রস্রোতঃ রুদ্ধ হইয়া

যায়, অথবা অতি সূক্ষ্মধারে মূত্র নির্গত হয়; ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকাশ কহে। বেগ-ধারণাদি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া গুহ্যদ্বারে অবস্থিত হইলে, গুহ্যদ্বার সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং সেই দ্বার দিয়া অতিকষ্টে মল নির্গত হয়; এই দুঃসাধ্য ব্যাধিকে সন্নিরুদ্ধ-গুদ কহে। শিশুদিগের গুহ্যদেশস্থ মল-মূত্র-ঘর্ম্মাদি ধুইয়া না দিলে, ঐ সমস্ত ক্লেদজন্য গুহ্যদেশে কণ্ডূ জন্মে; তাহা চুলকাইলে শীঘ্র ক্ষত হইয়া স্রাব নির্গত হয়; ইহাকে অহিপূতনক রোগ কহে। স্নান বা গাত্রমার্জ্জনাদি না করিলে অণ্ডকোষস্থ ময়লা ঘর্ম্মদ্বারা ক্লিন্ন হইয়া, সেই স্থানে কণ্ডূ উৎপাদন করে; চুলকাইলে সেইসমস্ত কণ্ডূ ক্ষত হইয়া স্রাব নির্গত হয়; ইহার নাম বৃষণকচ্ছু। অতিশয় কুন্থন বা অধিকমলভেদ জন্য রুক্ষ ও দুর্ব্বল রোগীর গুদনাড়ী বহির্গত হইলে, তাহাকে গুদভ্রংশ রোগ কহে। যে পীড়ায় শরীরের স্থানে স্থানে পাকিয়া ক্ষত হয়, ক্ষতের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হয়; তাহাতে দাহ, কণ্ডূ, তীব্রবেদনা ও জ্বর হয়, তাহাকে বরাহদংষ্ট্রক বা ববাহদাঁড় রোগ কহে।

ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসা।—অজগল্লিকা রোগে নূতন-কণ্টকারী গাছের কাঁটাদ্বারা পিড়কাসকল বিদ্ধ করিলে, তাহা পাকিয়া সত্বর প্রশমিত হয়। বাসকমূল ও রাখালশশার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা প্রশমিত হয়। অনুশয়ী রোগে কফজ-বিদ্রধির ন্যায় এবং বিবৃতা, ইন্দ্রবৃদ্ধা, গর্দ্দভী, জালগর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগে পিত্ত-বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। নীলগাছ ও পটোলমূল বাটিয়া ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, জালগর্দ্দভ রোগের বেদনা প্রশমিত হয়। পুনঃ পুনঃ জোঁকাদিদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে এবং শজিনা-মূলের ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ দিলে, বিদারিকা, পনসিকা ও কচ্ছপিকা রোগ বিনষ্ট হয়। অন্ত্রালজী, যবপ্রখ্যা ও পাষাণগর্দ্দভ রোগে প্রথমে স্বেদ দিয়া, পরে মনছাল, দেবদারু ও কুড়, এই তিনটী দ্রব্যের প্রলেপ দিবে; এবং পাকিলে ব্রণ-রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পাষাণগর্দ্দভ রোগে বাতশ্লৈষ্মিক শোথনাশক প্রলেপ উপকারী। বল্মীকরোগে শস্ত্রদ্বারা বল্মীক উৎপাটিত করিয়া, অগ্নিদ্বারা সেই স্থান পোড়াইয়া দিবে; পরে মনঃশিলা, হরিতাল, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতীপত্র, ইহাদের কল্কের সহিত নিমের তৈল পাক করিয়া ক্ষতস্থানে সেই তৈল মর্দ্দন করিবে। পাদদারি রোগে মোম, বসা, মজ্জা, ঘৃত, ও যবক্ষারদ্বারা ফাটাস্থানে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। অথবা ধূনা ও সৈন্ধব-লবণের

চূর্ণ একত্র মধু, ঘৃত ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা পাদমার্জ্জনা করিবে। অলসক অর্থাৎ পাঁকুইরোগে কাঁজিতে কিছুক্ষণ পা ভিজাইয়া রাখিয়া, তৎপরে পটোলপত্র, নিমছাল, হীরাকস ও ত্রিফলা বাঁটিয়া বারংবার প্রলেপ দিবে। ওলের ডাঁটার আঠা পাঁকুইরোগে বিশেষ উপকারী। মেদীপাতা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, পাঁকুই রোগ শীঘ্র নিবারিত হয়। কদর অর্থাৎ "কুল-আঁটি" অস্ত্রদ্বারা উদ্ধৃত করিয়া, তপ্ত-তৈল কিংবা অগ্নিদ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিলেও ইহা নিবারিত হয়। চিপ্প অর্থাৎ আঙ্গুলহারা রোগে উষ্ণ-জলসেক দিয়া ছেদন করিবে এবং ক্ষতস্থানে ধূনাচূর্ণ বা ব্রণনাশক তৈল প্রয়োগ করিবে। একটী কৃষ্ণলৌহপাত্রে হরিদ্রার রস ও হরীতকী একত্র ঘর্ষণ করিয়া, বারংবার তাহার প্রলেপ দিলে, চিপ্পরোগের উপশম হয়। গাম্ভারীর সাতটী কোমলপত্রে বেষ্টন করিয়া বাধিয়া রাখিলে, চিপ্পরোগের সত্বর উপশম হইয়া থাকে। কুনখরোগে নখমধ্যে সোহাগাচূর্ণ প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে; অথবা সোহাগা ও হাপরমালী একত্র বাটিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। পদ্মকণ্টক রোগে পদ্মের ডাঁটা পোড়াইয়া, সেই ক্ষারের প্রলেপ দিবে; অথবা নিমছাল ও সোঁদালপাতা বাঁটিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহা মর্দ্দন করিবে। নীলের শিকড় ও পটোলমূল বাঁটিয়া ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, জালগর্দ্দভ রোগের বেদনা নিবারিত হয়। অহিপূতনক রোগে ত্রিফলা ও খদিরের ক্বাথদ্বারা ক্ষতস্থান বারংবার ধৌত করিবে এবং ডানকুনি, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু, একত্র বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। গুদভ্রংশরোগে বহির্গত গুদনাড়ীতে গব্য-বসা প্রভৃতি স্নেহপদার্থ মর্দ্দন করিয়া, ঐ নাড়ী ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। গুহ্যদ্বারে ছিদ্রযুক্ত একখণ্ড চর্ম্মদ্বারা কৌপীন বাঁধিয়া রাখিলে, সেই রোগে বিশেষ উপকার হয়। চাঙ্গেরীঘৃত সেবন এবং মূষিকাদ্য তৈল গুদনাড়ীতে মর্দ্দন করিলে, গুদভ্রংশ রোগ নিবারিত হয়। পরিবর্ত্তিকা রোগে পরিবর্ত্তিত লিঙ্গচর্ম্মে ঘৃত মাখাইয়া, সিদ্ধ-মাষকলাইদ্বারা স্বেদ দিবে। মাংস কোমল হইলে, লিঙ্গচর্ম্ম যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, ঈষদুষ্ণ মাংসের প্রলেপ দিবে। অবপাটিকা রোগেও পরিবর্ত্তিকার ন্যায় সমস্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। নিরুদ্ধ-প্রকাশরোগে স্বর্ণ-লৌহাদিনির্ম্মিত ছিদ্রযুক্ত নল, ঘৃতাদিদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া, মূত্রমার্গে প্রবেশ করাইয়া মূত্র নিঃসারিত করিবে; মূত্রদ্বার বিস্তৃত করিবার জন্য প্রতি তিন দিন অন্তর ক্রমশঃ ঐরূপ স্থূলতর নল প্রবেশ করান

আবশ্যক। ইংরাজিতে ঐরূপ নল প্রবেশ করানকে "ক্যাথিটার পাশ" করা কহে। সন্নিরুদ্ধ-গুদরোগেও ঐরূপ নল প্রবেশ করান আবশ্যক। চর্ম্মকীল, মাষক ও তিলকালক শস্ত্রদ্বারা উৎপাটিত করিয়া, ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। এরণ্ডনালদ্বারা শঙ্খচূর্ণ ঘর্ষণ করিলে, অথবা সাপের খোলস ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম ঘর্ষণ করিলে, মাষক রোগ বিনষ্ট হয়। যুবানপিড়কা নিবারণজন্য লোধ, ধনে ও বচ; কিংবা গোরোচনা ও মরিচচূর্ণ; অথবা শ্বেত-সর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধব-লবণ একত্র বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিবে; শিমূলগাছের তীক্ষ্ণকাঁটা বা মসূরের দাল দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও যুবানপিড়কা প্রশমিত হয়। মেচেতা নিবারণের জন্য রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটের নূতন পত্র ও মুকুল এবং মসূরের দাল একত্র বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিবে। হরিদ্রাদ্য তৈল, কনক তৈল ও কুঙ্কুমাদ্য-তৈল প্রভৃতি ব্যবহারে যুবানপিড়কা, ব্যঙ্গ ও নীলিকা প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে। অরুংষিকা রোগে মস্তক মুণ্ডন করিয়া, নিমপাতার ক্বাথদ্বারা ব্রণসমূহ ধৌত করিবে এবং ঘোটকের বিষ্ঠার রস ও সৈন্ধব-লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে; অথবা পুরাতন সর্ষপ খৈল ও কুক্কুটের বিষ্ঠা একত্র গোমূত্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে। দ্বিহরিদ্রাদ্য তৈল এই রোগে বিশেষ উপকারক। মাথার খুস্কি নিবারণজন্য কোদোধান্যের খড় দগ্ধ করিয়া, জলে গুলিতে হইবে; পরে সেই ক্ষারজলদ্বারা মস্তক ধৌত করিবে এবং নীলশুঁদার কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আমলকী, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। ত্রিফলাদ্য-তৈল ও বহ্নিতৈল এই রোগে বিশেষ উপকারক। ইন্দ্রলুপ্ত বা টাকরোগে টাকস্থান সূচীবেধদ্বারা অথবা ডুমুর প্রভৃতির কর্কশ-পত্র ঘর্ষণদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া, রক্তবর্ণ-কুঁচফল বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ছাগদুগ্ধ, রসাঞ্জন ও পুটদগ্ধ হস্তিদন্তভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, টাকস্থানে প্রলেপ দিলে কেশ উৎপন্ন হয়। টাকস্থানে পেঁয়াজের রস মর্দ্দন করিলে, অথবা কেশুরের রসের সহিত মেষরোমভস্ম মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, শীঘ্র কেশ উদ্গত হয়। গুঞ্জাদ্য-তৈল, মালত্যাদ্য-তৈল ও যষ্টিমধ্বাদ্য-তৈল টাকরোগে প্রয়োগ করিবে। পালিত্যরোগ বিনাশের জন্য অর্থাৎ শুক্ল কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্য ত্রিফলা, নীলবৃক্ষের পত্র, লৌহ ও ভীমরাজ প্রত্যেক সমভাগ, এইসকল দ্রব্যে পুনঃ পুনঃ ছাগমূত্রের ভাবনা দিয়া, কেশে মাখাইবে। অথবা নীলশুঁদীফুল, দুগ্ধের

সহিত, একটী লৌহপাত্রে করিয়া একমাস গর্ত্তমধ্যে নিহিত রাখিবে; পরে তাহা কেশে মাখাইবে। মহানীল-তৈল এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কক্ষা, অগ্নিরোহিণী এবং ইরিবেল্লিকা রোগে পৈত্তিক-বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। পনসিকা রোগে প্রথমে স্বেদ দিয়া, পরে মনছাল, কুড়, হরিদ্রা ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। ইহা পাকিয়া উঠিলে, শস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা পূয়াদি নিঃসারিত করিয়া, ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। শর্করার্ব্বুদের চিকিৎসা অর্ব্বুদরোগের ন্যায় কর্ত্তব্য। বৃষণকচ্ছুরোগে ধূনা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেতসর্ষপ, এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া মর্দ্দন করিবে, এবং পামা ও অহিপুতন রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। মরিচাদ্যতৈল প্রভৃতি ক্ষত-নিবারক তৈল ও মলম ব্যবহারেও এ রোগ নিবারিত হয়। অহিপুতন রোগে হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাঞ্জন, এইসমস্ত দ্রব্য, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। শূকরদংষ্ট্রকরোগে হরিদ্রা, ও ভীমরাজের মূল, শীতল-জলের সহিত বাঁটিয়া, গব্যঘৃতের সহিত সেবন করাইবে। বিসর্পরোগের ন্যায় অন্যান্য চিকিৎসাও ইহাতে আবশ্যক। ন্যচ্ছ অর্থাৎ ছুলিরোগে সোহাগার খই ও শ্বেতচন্দন, অথবা সোহাগার খই ও মধু, একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। শেঁকোবিষ, পুরাতন তেঁতুলের জলের সহিত; অথবা মূলার বীজ, পচা দধির সহিত; কিংবা হরিতাল নেবুর সহিত বাঁটিয়া ১০।১৫ দিন প্রলেপ দিলেই ন্যচ্ছ (ছুলি) রোগ নিবারিত হয়। সিধ্মরোগোক্ত অন্যান্য প্রলেপও ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। সপ্তচ্ছদাদি তৈল, কুঙ্কুমাদি ঘৃত ও সহচর ঘৃত, ছুলি প্রভৃতি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্ষুদ্ররোগাধিকারোক্ত পীড়াসমূহের চিকিৎসা অতিসঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল। এইসমস্ত চিকিৎসা ব্যতীত রোগের দোষ ও অবস্থাবিশেষাদি বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক অন্যান্য ঔষধও ইহাতে প্রয়োগ করিবেন।

পথ্যাপথ্য।—পীড়াবিশেষের দোষ ও দূষ্য বিবেচনা করিয়া, সেই সেই দোষের উপশমকারক পথ্য সেবন এবং সেই সেই দোষবর্দ্ধক অপথ্যসমূহের পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

মুখরোগ।

মুখরোগ, সংজ্ঞা ও নিদান।—ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, দন্ত, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠ প্রভৃতি মুখমধ্যস্থ অবয়বে যেসকল পীড়া উৎপন্ন হয় তাহাকে মুখরোগ কহে। জলাভূমিজাত জীবের মাংস, মৎস্য, ক্ষীর ও দধি প্রভৃতি দ্রব্য অতিরিক্ত ভোজন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া মুখরোগ উৎপাদন করে। অধিকাংশ মুখরোগেই অন্যান্য দোষের অপেক্ষা কফের প্রাধান্য অধিক থাকে।

ওষ্ঠগত-মুখরোগ, প্রকারভেদ ও লক্ষণ।—ওষ্ঠগত মুখরোগের মধ্যে বাতজ-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, শ্যাববর্ণ, রুক্ষ, জড়বৎ, সূচীবেধের ন্যায় বেদনাযুক্ত ও ফাটা ফাটা হয়। পিত্তজ-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পীতবর্ণ এবং বেদনা, দাহ ও পাকযুক্ত পিড়কাদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। কফজ-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় শীতল, শ্বেতাভ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত, বেদনাশূন্য এবং ত্বক্‌সমবর্ণ-পিড়কাদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ত্রিদোষজ-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় অবস্থাবিশেষে কখন বা শ্বেতবর্ণ হয় এবং নানাবিধ পিড়কাব্যাপ্ত হইয়া থাকে। রক্তকোপজ-ওষ্ঠরোগে, ওষ্ঠদ্বয় পক্বখেজুর-ফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পিড়কাদ্বারা ব্যাপ্ত ও রক্তস্রাবযুক্ত হয়। মাংসদোষজ-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল ও মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত হয় এবং ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ে ক্রিমি জন্মিয়া, ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মেদোজনিত-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় ভার, কণ্ডূযুক্ত ও ঘৃতের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয়, আর ইহা হইতে সর্ব্বদা নির্ম্মল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। কোনরূপ আঘাতাদিদ্বারা ওষ্ঠরোগ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তাহাতে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বা কুঠারাঘাতের ন্যায় বেদনা হয়; পরে যে দোষ কুপিত হয়, সেই দোষের অন্যান্য লক্ষণও তাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দন্তবেষ্টগত মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—দন্তবেষ্টে অর্থাৎ দাঁতের মাড়িতে যেসকল রোগ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শীতাদ নামক রোগে অকস্মাৎ দন্তবেষ্ট হইতে রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংসসকল ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধ ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়ে। কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ

উৎপাদন করে। দুইটী বা তিনটী দাঁতের গোড়ায় অত্যন্ত শোথ হইলে, তাহাকে দন্তপুপ্পুটক রোগ কহে। ইহা কফ-রক্তজ ব্যাধি। যে পীড়ায় দন্তমূল হইতে পূয়-রক্ত নির্গত হয়, তাহাকে দন্তবেষ্ট রোগ কহে। দন্তবেষ্টগত রক্তের দোষ হইতে এই পীড়া উৎপন্ন হয়। কফ ও রক্তের দুষ্টিজন্য দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণা-দায়ক শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে ; এই রোগের নাম শৌষির। যে রোগে দন্তসকল নড়িয়া যায় এবং তালু, দন্ত ও ওষ্ঠ ক্লেদযুক্ত হয়, তাহাকে মহাশৌষির কহে ; ইহা ত্রিদোষজনিত ও মারাত্মক রোগ। দন্তমাংস গলিত এবং তাহা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে, তাহাকে পরিদর কহে ; ইহা রক্ত, পিত্ত ও কফের দুষ্টি হইতে জন্মে। দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক থাকিলে এবং তজ্জন্য দন্তসকল পড়িয়া গেলে, তাহাকে উপকুশ কহে ; ইহা রক্ত-পিত্তজনিত পীড়া। দন্তবেষ্ট কোনরূপে ঘর্ষণ পাইলে, যদি তজ্জন্য প্রবল শোথ হয় ও দন্তসকল নড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে বৈদর্ভ কহে, ইহা অভিঘাতজ। বায়ুর প্রকোপবশতঃ হনুকুহরে প্রবলযাতনার সহিত যে একটী অধিক দন্ত উদ্গত হয়, তাহাকে খলীবর্দ্ধন কহে ; দন্ত উদ্গত হওয়ার পর আর ইহাতে কোন যন্ত্রণা থাকে না। অধিক বয়সে এই দাঁত উঠে বলিয়া চলিত কথায় ইহাকে "আক্কেল-দাঁত" কহে। কুপিত বায়ু দন্ত আশ্রয় করিয়া, ক্রমে সেই দন্তকে বিষম ও বিকটরূপে পরিণত করিলে, অর্থাৎ দাঁতের গঠনাদি কুৎসিত ও বিকৃত হইলে, তাহাকে করালরোগ কহে ; ইহা অসাধ্য ব্যাধি। হনুকুহরস্থ শেষের দন্তমূলে অতিযন্ত্রণাদায়ক প্রবল শোথ হইয়া, তাহা হইতে লালা নির্গত হইলে, তাহাকে অধিমাংস কহে ; ইহা কফজ। এইসমস্ত পীড়া ব্যতীত দন্তবেষ্টে নানাপ্রকার নাড়ীব্রণ (নালী-ঘা) উৎপন্ন হয়।

দন্তগত মুখরোগ।—দন্তগত রোগসমূহের মধ্যে দালন নামক দন্ত-রোগে দন্তসকল বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা হয় ; ইহা বাতজ রোগ। ক্রিমিদন্তক রোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হয় এবং দন্তমূলে অতিশয় বেদনাদায়ক শোথ, তাহা হইতে লালাস্রাব ও অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাও বাতকোপজ ব্যাধি। ভঞ্জনক রোগে মুখ বক্র ও দন্ত ভগ্ন হয় ; ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। দন্তহর্ষরোগে দন্তসমূহ শীত, উষ্ণ, বায়ু ও অম্লস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্পর্শে দাঁত শির্‌শির্ করে ; ইহা

বাত-পিত্তজ পীড়া। দন্তমাংস দূষিত হইয়া, মুখের ভিতরদিকে ও বাহিরদিকে দাহ ও বেদনাযুক্ত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে দন্তবিদ্রধি কহে। এই রোগে দন্তে মলোৎপত্তি ও দন্ত হইতে স্রাব হইয়া থাকে; বিদীর্ণ হইলে, ইহা হইতে পূয়-রক্ত নিঃসৃত হয়। বায়ু ও পিত্তদ্বারা দন্তগত মল শোষিত হইয়া কাঁকরের ন্যায় খরস্পর্শ হইলে, তাহাকে দন্তশর্করা কহে। ঐ দন্তশর্করা ফাটিয়া গেলে, তাহার সহিত দন্তেরও কিয়দংশ ফাটিয়া যায়; তখন তাহাকে কপালিকা কহে। এই পীড়ায় ক্রমশঃ দন্তসকল পড়িয়া যায়। দুষ্ট রক্ত ও পিত্তদ্বারা কোন দন্ত দগ্ধবৎ বা শ্যাববর্ণ হইলে, তাহাকে শ্যাবদন্ত কহে।

জিহ্বাগত মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—জিহ্বাগত রোগসমূহের মধ্যে বায়ুজনিত জিহ্বা স্ফুটিত, রসাস্বাদনে অসমর্থ এবং কণ্টকাকীর্ণ অর্থাৎ কাঁটা কাঁটা হয়। পৈত্তিক জিহ্বারোগে রক্তবর্ণ, দাহজনক, ও দীর্ঘাকার কণ্টকসমূহদ্বারা জিহ্বা আকীর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ জিহ্বারোগে জিহ্বা গুরু এবং শিমূলকাঁটার ন্যায় মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট হয়। জিহ্বাতলে দূষিত কফ ও রক্তজন্য দারুণ শোথ হইলে, তাহাকে অলস কহে। এই রোগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে, জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে এবং জিহ্বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ঐরূপ দূষিত কফ ও রক্ত হইতে যে শোথ জিহ্বাতলে উৎপন্ন হইয়া জিহ্বাকে উন্নত করিয়া রাখে এবং তাহাতে শোথ, দাহ, কণ্ডূ ও লালাস্রাব থাকিলে, তাহাকে উপজিহ্বা কহে।

তালুগত মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—তালুগত মুখরোগসমূহের মধ্যে দুষ্টকফ ও দুষ্টরক্তদ্বারা তালুমূলে যে শোথ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। এই রোগের সহিত তৃষ্ণা ও কাস উপদ্রব থাকে। কফ ও রক্ত কুপিত হইয়া, তালুমূলে বন-কাপাসের ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং দাহ ও সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে তুণ্ডীকেরী কহে; ইহা পাকিয়া থাকে। রক্তদুষ্টিজন্য, রক্তবর্ণ, অনতিস্থূল, জ্বর ও তীব্রবেদনাযুক্ত যে শোথ তালুদেশে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অধ্রুষ। শ্লেষ্মপ্রকোপজন্য তালুদেশে অল্পবেদনাযুক্ত এবং কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শোথ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হয়; ইহাকে কচ্ছপরোগ কহে। রক্ত-প্রকোপজন্য তালুমধ্যে

মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে, তাহাকে মাংসঘাত কহে। ইহাতে কোন বেদনা থাকে না। দূষিত কফ ও মেদঃকর্ত্তৃক তালুদেশে বেদনাবিশিষ্ট বোঁটাশূন্য কুলের ন্যায় শোথ হইলে, তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে। যে তালুরোগে তালুদেশ বারংবার শুষ্ক হইতে থাকে, বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা হয় এবং যাহাতে রোগীর শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহাকে তালুশোষ কহে, বায়ুপ্রকোপজন্য এই রোগ উৎপন্ন হয়। পিত্তের অধিক প্রকোপবশতঃ তালুদেশ পাকিয়া উঠিলে, তাহাকে তালুপাক কহে।

কণ্ঠগত-মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিন দোষের প্রকোপজন্য কণ্ঠমধ্যেও নানাপ্রকার রোগ জন্মে; তাহার অধিকাংশই শস্ত্রসাধ্য এবং অসাধ্য। কণ্ঠরোগসমূহের মধ্যে রোহিণী ও অধিজিহ্ব নামক দুইটী রোগ ঔষধ-প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে। আমরা কেবল সেই দুইটী রোগেরই লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করিতেছি। যে কণ্ঠরোগে কুপিত দোষকর্ত্তৃক মাংস ও রক্ত দূষিত হইয়া, জিহ্বার চতুর্দ্দিকে মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাকে রোহিণী কহে। ঐ সমস্ত মাংসাঙ্কুর অধিক বর্দ্ধিত হইলে, ক্রমশঃ কণ্ঠরোধ হইয়া, রোগীর প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা। জিহ্বার মূলদেশে ও উপরিভাগে, জিহ্বার অগ্রভাগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। পাকিলে, এই রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বসর-মুখরোগ।—মুখের সমুদায় অংশে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সর্ব্বসর-মুখরোগ কহে। বায়ুর আধিক্যে সমুদায় মুখমধ্যে সূচীবেধের ন্যায় বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক জন্মে। পিত্তাধিক্যে ঐসকল স্ফোটক পীত-বর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ থাকে। শ্লেষ্মাধিক্যে স্ফোটকসমূহে অল্প বেদনা ও চুলকানি থাকে এবং তাহার বর্ণ গাত্রের সমান হয়।

ওষ্ঠগত-মুখরোগ চিকিৎসা।—বাতজ ওষ্ঠরোগে তৈল বা ঘৃতের সহিত মোম মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। লোবান, ধূনা, গুগ্গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ ধীরে ধীরে ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে। মোম ও গুড়ের সহিত ধূনা, তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া প্রলেপ দিলে, ওষ্ঠে সূচীবেধবৎ বেদনা, কর্কশতা, ব্যথা ও পূয়-রক্তস্রাব নিবারিত হয়। পিত্তজ ওষ্ঠরোগে তিক্তদ্রব্য পান-ভোজন এবং শীতল দ্রব্যের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। পিত্ত-

বিদ্রধির ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। কফজ ওষ্ঠরোগে ত্রিকটু, সাচাক্ষার ও যবক্ষার, এই তিন দ্রব্যের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে। মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে অগ্নিতাপ উপকারক। তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও লোধ, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে। ওষ্ঠক্ষত নিবারণ জন্য ধুনা, গিরিমাটী, ধ'নে, ঘৃত, সৈন্ধব ও মোম একত্র পাক করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে যে দোষের অধিক প্রকোপ লক্ষিত হইবে, প্রথমে তাহারই চিকিৎসা করিয়া, পরে অন্যান্য দোষের চিকিৎসা করিবে। পাকিলে, ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে।

দন্তগত-মুখরোগ-চিকিৎসা।—দন্তরোগসমূহের মধ্যে শীতাদ নামক রোগে শুঁঠ, সর্ষপ ও ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথদ্বারা কবল করিবে। হীরাকস, লোধ, পিপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবল, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, শীতাদ রোগের মাংসপচন নিবারিত হয়। কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুতা, বরাহক্রান্তা, আকনাদী, চই ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণদ্বারা দন্তঘর্ষণ করিলে, রক্তস্রাব, কণ্ডূ ও বেদনা নিবারিত হয়। দন্তপুপ্পুট রোগের প্রথম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ এবং মধুমিশ্রিত পঞ্চলবণ ও যবক্ষার-চূর্ণের ঘর্ষণ উপকারক। চলদন্ত রোগে বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথের, অথবা নীলঝাঁটীর ক্বাথের কবল করিবে এবং কাঁচাবকুলফল চর্ব্বণ করিবে। দন্ত-তোদ ও দন্তহর্ষ রোগে তৈলাদি বায়ুনাশক দ্রব্যের কবল করিবে। বকুল-ছালের ক্বাথের কবল এবং পিপুলচূর্ণ, ঘৃত ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, দন্তশূল প্রশমিত হয়। দন্তবেষ্ট রোগে রক্তমোক্ষণ; বট ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষের ক্বাথে ঘৃত, মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহার কবলগ্রহণ; এবং লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষা, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, ধীরে ধীরে তাহার ঘর্ষণ বিশেষ উপকারক। শৈশির রোগে রক্তমোক্ষণ, বটাদির ক্বাথের গণ্ডূষধারণ এবং লোধ, মুতা ও রসাঞ্জন, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। শীতাদ রোগের ন্যায় পরিদর ও উপকুশ রোগের চিকিৎসা করা আবশ্যক। উপকুশ রোগে পিপুল, শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ ও হিজলফল, এই সকল দ্রব্য উষ্ণজলে মর্দ্দন করিয়া তাহার কবল করিবে। দন্তবৈদর্ভ, অধিদন্ত, অধিমাংস ও শুষিররোগ শস্ত্রসাধ্য। দন্তনালীরোগে যে দন্তে নালী হয়, সেই

দন্তটী উৎপাটন করিবে; কিন্তু উপর পাটীর দন্তে হইলে, তাহা উৎপাটন করা উচিত নহে। জাতীপত্র, মদনফল, কটুকী ও বৈঁচিমূল, ইহাদের কাথ মুখে ধারণ করিবে এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল প্রয়োগ করিলে, দন্তনালী প্রশমিত হয়। দন্ত-শর্করা রোগে, দন্তমূলের কোন হানি না হয়, এরূপভাবে তাহা ছেদন করিয়া, সেইস্থানে মধুমিশ্রিত লাক্ষাচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। কপালিকা রোগে দন্তহর্ষের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ক্রিমিদন্তক রোগে হিং গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। বৃহতী, কুক্‌শিমা, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারীর ক্বাথের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া, তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিবে। দ্রোণপুষ্পের (গলঘসিয়ার) রস, সমুদ্রফেন, মধু ও তৈল, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, দাঁতের পোকা নষ্ট হয়। মনসাসিজের শিকড় চর্ব্বণ করিয়া দন্তে চাপিয়া রাখিলে, দাঁতের পোকা পড়িয়া যায়। কাঁকড়ার পা বাঁটিয়া দন্তে প্রলেপ দিলে, নিদ্রাকালে দন্তের কড়মড় শব্দ নিবারিত হয়। অথবা, কাঁকড়ার একখানি পা, গব্যদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধ ঘন হইলে, তাহা শয়নের পূর্ব্বে পদদ্বয়ে লেপন করিবে; ইহাদ্বারা দন্তশব্দ নিবারিত হয়; দন্তরোগাশনিচূর্ণ ও দশনসংস্কারচূর্ণ প্রভৃতি দন্তসংশোধক ঔষধ যাবতীয় দন্তরোগে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

জিহ্বাগত-মুখরোগ-চিকিৎসা।—বায়ুজনিত জিহ্বারোগে বাতজ ওষ্ঠরোগের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য; পৈত্তিক-জিহ্বারোগে ডুমুর প্রভৃতির কর্কশ-পত্রাদিদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে; পরে শতমূলী, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মুগানী, মাষাণী, অশ্বগন্ধা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরীয়া, বেড়েলা, পীতবেড়েলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে এবং এইসকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহার কবল করিবে। শ্লৈষ্মিক-জিহ্বারোগেও এইরূপ কর্কশপত্রের ঘর্ষণাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক; তৎপরে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, বড়এলাচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটী, মূর্ব্বামূল, আতইচ, যব, বিড়ঙ্গ ও সৈন্ধব-লবণের কবল ধারণ করিবে। মাণভস্ম, সৈন্ধব-লবণ ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ, এবং জামীর নেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের কেশর কিঞ্চিৎ সীজের

আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ব্বণ করিলে, জিহ্বার জড়তা নিবারিত হয়। উপজিহ্বরোগে কর্কশপত্রাদিদ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে যবক্ষার ঘর্ষণ করিবে; অথবা ত্রিকটু, হরীতকী ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ব্যবহার করিলেও উপজিহ্বরোগ প্রশমিত হয়।

তালুরোগ চিকিৎসা।—প্রায় সমুদায় তালুরোগই অস্ত্রচিকিৎসা-সাধ্য। তন্মধ্যে গলশুণ্ডী নামক তালুরোগে সেফালিকার মূল চর্ব্বণ করিলে, অথবা বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটুকী ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথের কবল করিলে, তাহা প্রশমিত হইয়া থাকে।

কণ্ঠরোগ-চিকিৎসা।—বাতজ-রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া, তাহাতে লবণ-ঘর্ষণ এবং ঈষদুষ্ণ তৈলের কবলধারণ হিতকর। পৈত্তিক-রোহিণী রোগে রক্তচন্দন, চিনি ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিবে; এবং দ্রাক্ষা ও ফলসার ক্বাথের কবল করিবে। শ্লৈষ্মিক-রোহিণী রোগে ঝুল ও কটুকীচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে; এবং অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব, ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য লইবে ও কবল করিবে। রক্তজ-রোহিণীতে পৈত্তিক-রোহিণীরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। অধিজিহ্বরোগে উপজিহ্বরোগের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। শুঁঠ ও মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদ্রব্য এবং লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ঘর্ষণ করিলে, অধিজিহ্বরোগের শান্তি হয়। কালকচূর্ণ, পীতকচূর্ণ, ক্ষারগুড়িকা ও যবক্ষারাদি গুটী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে যাবতীয় কণ্ঠরোগেরই শান্তি হয়।

সর্ব্বসর-মুখরোগ-চিকিৎসা।—সকলপ্রকার মুখরোগে পটোলপত্র, নিমপত্র, জামপত্র, আমপত্র ও মালতীপত্র এই পঞ্চপত্রের ক্বাথদ্বারা কবল করিবে। জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে, তাহার সহিত মধুমিশ্রিত করিয়া কবল করিবে; ইহাদ্বারা মুখপাক বিনষ্ট হয়। পিপুল, জীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব, ইহাদের চূর্ণ ধারণ করিলে, মুখপাক, এবং মুখের ব্রণ, ক্লেদ ও দুর্গন্ধ প্রশমিত হয়। সপ্তচ্ছদাদি ও পটোলাদি ক্বাথ, খদিরবটিকা ও বৃহৎ খদিরবটিকা প্রভৃতি ঔষধ এবং বকুলাদ্য প্রভৃতি তৈল সর্ব্বপ্রকার মুখরোগেই বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা উচিত।

পথ্যাপথ্য।—রোগবিশেষে দোষবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া, সেই সেই দোষনাশক পথ্য ব্যবহার করিতে হইবে। সাধারণতঃ কফনাশক দ্রব্যমাত্রই মুখরোগে বিশেষ উপকারক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—মুখরোগমাত্রেই অম্লদ্রব্য, মৎস্য, জলাভূমিজাত জীবের মাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই ও কঠিনদ্রব্য ভোজন, অধোমুখে শয়ন, দিবানিদ্রা এবং দন্তকাষ্ঠদ্বারা মুখধাবন অহিতকর।

কর্ণরোগ।

নামভেদ ও লক্ষণ।—কর্ণগত বায়ু অযথারূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া, কর্ণমধ্যে অতিশয় কষ্টদায়ক বেদনা উপস্থিত করে এবং তাহার সহিত অন্য যে দোষ সংসৃষ্ট থাকে, সেই দোষের লক্ষণও প্রকাশ করে; এই ব্যাধিকে কর্ণশূল কহে। কর্ণমধ্যে ভেরী, মৃদঙ্গ, বা শঙ্খ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় নানাপ্রকার শব্দ অনুভূত হইলে তাহাকে কর্ণনাদ কহে। কেবল বায়ু অথবা বায়ু ও কফ এই উভয় দোষদ্বারা শব্দবহ স্রোতঃ অবরুদ্ধ হইলে, বাধির্য্যরোগ জন্মে; এই রোগে শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কর্ণমধ্যে বংশীরবের ন্যায় শব্দ অনুভূত হইলে, তাহাকে কর্ণক্ষ্বেড় কহে। মস্তকে আঘাত লাগিলে, জলমগ্ন হইলে, অথবা কর্ণমধ্যে কোনরূপ ফোঁড়া হইয়া পাকিয়া গেলে, কর্ণ হইতে পূয, রক্ত ও জলাদি নিঃসৃত হইতে থাকে। ইহাকে কর্ণস্রাব কহে। সর্ব্বদা কর্ণমধ্য চুলকাইলে, তাহার নাম কর্ণকণ্ডূ। পিত্তের উষ্মাদ্বারা কর্ণমধ্যস্থ শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে, কর্ণমধ্যে একপ্রকার মল জন্মে, তাহার নাম কর্ণগূথ। স্নেহপদার্থাদি প্রয়োগে ঐ কর্ণগূথ দ্রব হইয়া মুখ ও নাসিকাপথে নির্গত হইলে, তাহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহে; ইহার সহিত অর্দ্ধাবভেদক নামক শিরোরোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। পিত্তপ্রকোপ বশতঃ কর্ণ ক্লেদযুক্ত ও পূতিভাবাপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণপাক বলা যায়। যে কোন কারণে কর্ণমধ্য হইতে দুর্গন্ধ-পূযাদি নির্গত হইলে, তাহাকে পূতিকর্ণ কহে। কর্ণমধ্যে মাংস রক্তাদির পচনজন্য তাহাতে ক্রিমি

উৎপন্ন হইলে, অথবা কর্ণমধ্যে মক্ষিকাগণের ডিম্বপ্রসবজন্য কর্ণমধ্যে পোকা জন্মিলে, তাহাকে ক্রিমিকর্ণ রোগ কহে।

এইসমস্ত পীড়া ব্যতীত বিদ্রধি, অর্ব্বুদ এবং কীটপ্রবেশ বা আঘাতাদি কারণে অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়া কর্ণমধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা।—আদার রস ৷৷০ অর্দ্ধতোলা, মধু ।০ চারি আনা, সৈন্ধব ১ এক রতি ও তিলতৈল ।০ চারি আনা, এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগ উপশমিত হয়। রসুন, আদা, সজিনার ছাল, মুলা ও কলার বাগড়া, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীর রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণমধ্যে পূরণ করিলে, বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আকন্দপত্রের পুটে বীজপত্র পোড়াইয়া তাহার উষ্ণরস, অথবা আকন্দের পাকা-পাতায় ঘৃত মাখাইয়া ও অগ্নিতে ঝল্‌-সাইয়া তাহার উষ্ণরস কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হয়। কর্ণনাদ, কর্ণক্ষ্বেড় ও বাধির্য্যরোগে সর্ষপতৈলদ্বারা অথবা বাতরোগোক্ত মাষতৈলদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। গুড়মিশ্রিত শুঁঠের ক্বাথের নস্যগ্রহণ ইহাতে বিশেষ উপকারক। বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস, ইহাদের ছাল-চূর্ণ এবং কয়েতবেলের রস ও মধু, একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, পূতিকর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে। কর্ণগূথ রোগে প্রথমতঃ কর্ণমধ্যে তৈল-প্রয়োগদ্বারা সেই মলপদার্থ ক্লিন্ন করিয়া, শলাকাদ্বারা তাহা নিঃসারিত করিবে। কর্ণের ক্রিমিবিনাশ জন্য হুড়হুড়ে নিসিন্দা ও ঈষলাঙ্গলামূলের রসে ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। সর্ষপতৈল-পূরণ ও বেগুনের ছাল পোড়াইয়া তাহার ধূম লাগান, ক্রিমিকর্ণ রোগে বিশেষ উপকারক।

কর্ণবেধজ শোথ।—কর্ণবেধ-সময়ে যথাস্থানে কর্ণ বিদ্ধ না হইলে, শোথ ও বেদনা জন্মিয়া থাকে; তাহাতে যষ্টিমধু, যব, মঞ্জিষ্ঠা ও এরণ্ডমূল একত্র বাঁটিয়া, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। এই শোথ পাকিয়া উঠিলে, ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

প্রযোজ্য ঔষধ।—ভৈরবরস, ইন্দুবটী, সারিবাদি বটিকা, দীপিকা-তৈল, দশমূলীতৈল, বিল্বতৈল, জম্বাদ্যতৈল, শম্বুকাদিতৈল, নিশাতৈল ও

কুষ্ঠাদ্যতৈল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধসমূহ কর্ণরোগবিশেষে অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—কর্ণরোগসমূহে দোষবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া, পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করা উচিত। কর্ণনাদ, কর্ণক্ষ্বেড় ও বাধির্য্য প্রভৃতি বায়ুপ্রধান কর্ণরোগে বাতব্যাধির ন্যায় এবং কর্ণপাক ও কর্ণস্রাব প্রভৃতি শ্লেষ্মপ্রধান রোগে আমবাতাদি পীড়ার ন্যায় পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নাসারোগ।

নামভেদ ও লক্ষণ।—যে পীড়ায় বায়ুদ্বারা শ্লেষ্মা শোষিত হইয়া নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করে, নাসামধ্যে ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়, নাসিকা কখন শুষ্ক, কখন বা আর্দ্র হইয়া থাকে এবং ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে পীনসরোগ কহে। পীনসের অপক্কাবস্থায় মাথাভার, অরুচি, পাতলা স্রাব, স্বরের ক্ষীণতা এবং নাসিকাপথে বারংবার সর্দ্দি নির্গত হয়। পক্ক হইলে, শ্লেষ্মা ঘন হইয়া নাসিকারন্ধ্রে বিলীন হইয়া যায় এবং স্বর পরিষ্কৃত হয়; কিন্তু অপক্কাবস্থায় অন্যান্য লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান থাকে। দুষ্ট রক্ত, পিত্ত ও কফদ্বারা বায়ু তালুমূলে দূষিত ও পূতিভাবাপন্ন হইয়া, মুখ ও নাসিকা পথে নির্গত হইলে, তাহাকে পূতিনস্য কহে। যে রোগে নাসাশ্রিত দুষ্ট পিত্ত, নাসিকার মধ্যে পিড়কাসমূহ ও দারুণ পাক উপস্থিত করে, অথবা যে রোগে নাসিকা পূতিভাবাপন্ন এবং ক্লেদযুক্ত হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে। বাতাদি দোষ দূষিত হইলে, অথবা ললাটদেশ কোনরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলে, নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূঁয নির্গত হইয়া থাকে, তাহাকে পূয-রক্ত রোগ কহে। শৃঙ্গাটক নামক নাসামর্ম্মস্থানে কফানুগত বায়ু দূষিত হইয়া, অতি উচ্চ শব্দের সহিত বারংবার নাসামার্গ দিয়া নির্গত হইতে থাকে; ইহাকে ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচি কহে। তীক্ষ্ণদ্রব্যের আঘ্রাণ-গ্রহণ, সূর্য্যাভিমুখে দর্শন, অথবা সূত্রাদিদ্বারা নাসামর্ম্ম স্পর্শ করিলেও হাঁচি উপস্থিত হইয়া থাকে; তাহা আগন্তুক ক্ষবথু।

মস্তকে পূর্ব্বসঞ্চিত ঘন কফ, সূর্য্যতাপ বা পিত্তদ্বারা বিদগ্ধ হইলে, সেই কফ লবণরসবিশিষ্ট হইয়া, নাসিকাদ্বারা নির্গত হয়; ইহার নাম ভ্রংশথু-রোগ। যে নাসারোগে নাসিকায় অত্যন্ত দাহ এবং অগ্নিশিখা ও ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনার সহিত উষ্ণশ্বাস নির্গত হয়, তাহার নাম দীপ্ত। বায়ু ও কফদ্বারা নিশ্বাসমার্গ রুদ্ধ হইলে, তাহাকে প্রতিনাহ কহে। নাসিকা হইতে ঘন বা পাতলা এবং পীত বা শুক্লবর্ণ কফ নির্গত হইলে, তাহাকে নাসাস্রাব কহে। নাসাস্রোতঃ ও তদ্গত শ্লেষ্মা, বায়ুকর্ত্তৃক শোষিত ও পিত্তকর্ত্তৃক প্রতপ্ত হইলে, অতিকষ্টে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হয়; এই রোগের নাম নাসাশোষ। মল-মূত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে ধূলি বা ধূমপ্রবেশ, অধিক বাক্যকথন, ক্রোধ, ঋতুবিপর্য্যয়, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শীতলজলের অধিক ব্যবহার, শৈত্যক্রিয়া, হিমলাগান, মৈথুন ও রোদন প্রভৃতি কারণে মস্তকস্থ কফ ঘনীভূত হইলে, বায়ু কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে; আর বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিতভাবে ক্রমশঃ মস্তকে সঞ্চিত এবং স্ব স্ব কারণে কুপিত হইলে, কালান্তরে প্রতিশ্যায় রোগ উৎপন্ন হয়। প্রতিশ্যায় হইবার পূর্ব্বে হাঁচি, মাথাভার, স্তব্ধতা, অঙ্গমর্দ্দ, রোমাঞ্চ, নাসিকা হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় অনুভব, তালুজ্বালা ও নাক-মুখ দিয়া তরল জলস্রাব, প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাতজ-প্রতিশ্যায়ে নাসিকা বিবদ্ধ ও আচ্ছাদিতের ন্যায় হইয়া থাকে, পাতলা স্রাব নির্গত হয় এবং গলদেশে তালুতে ও ওষ্ঠে শোষ, ললাটদেশে সূচীবেধের ন্যায় বেদনা, নিরন্তর হাঁচি, মুখের বিরসতা এবং স্বরভঙ্গ হয়। পৈত্তিক-প্রতিশ্যায়ে পীতবর্ণ ও উষ্ণস্রাব নিঃসৃত হয়, নাক দিয়া যেন সধূম অগ্নি বাহির হইতে থাকে এবং রোগীও কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ ও সন্তপ্ত হইয়া উঠে। শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া বহুপরিমাণে পাণ্ডুবর্ণ ও শীতল কফ নির্গত হয়, রোগীর শরীর ও চক্ষুর্দ্বয় শুক্লবর্ণ, মস্তক ভারাক্রান্ত এবং কণ্ঠে, ওষ্ঠে, তালুতে ও মস্তকে অত্যন্ত কণ্ডূ হইয়া থাকে। যে প্রতিশ্যায় পক্ক বা অপক্ক—যে কোন অবস্থাতেই অকারণে বারংবার উৎপন্ন ও বারংবার বিলীন হইয়া যায়, তাহা সান্নিপাতিক। রক্তজ-প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখে ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং ঘ্রাণশক্তির বিনাশ হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ও পরিণাম।—যে কোন প্রতিশ্যায়ে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, ঘ্রাণশক্তির লোপ এবং নাসিকারন্ধ্র কখন আর্দ্র, কখন বদ্ধ, কখন বা বিবৃত হইলে, তাহা দুষ্ট ও কষ্টসাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথাকালে চিকিৎসা না হইলে, প্রতিশ্যায় দূষিত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি জন্মিতে পারে। ঐরূপ ক্রিমি জন্মিলে, ক্রিমিজ-শিরোরোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। প্রতিশ্যায় গাঢ়তর হইলে, ক্রমশঃ বাধির্য্য, নেত্রহীনতা বা নানাবিধ উৎকট নেত্ররোগ, ঘ্রাণনাশ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও পীনসরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নাসার্শঃ।—অর্শোরোগোক্ত মাংসাঙ্কুরের ন্যায় নাসিকামধ্যে একপ্রকার মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়; তাহাকে নাসার্শঃ কহে। সচরাচর "নাসারোগ" বা নাসাজ্বর নামক একপ্রকার পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে নাসিকার মধ্যে রক্তবর্ণ একটী শোথ উপস্থিত হয় এবং তাহার সহিত প্রবল জ্বর, ঘাড়ে পৃষ্ঠে ও কটিদেশে বেদনা এবং সম্মুখদিকে শরীর আকুঞ্চিত করিতে কষ্টবোধ, এইসমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও একপ্রকার নাসার্শঃ রোগের অন্তর্ভূত।

নাসারোগ-চিকিৎসা।—সকলপ্রকার পীনসরোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই গুড় ও দধির সহিত মরিচচূর্ণ সেবন করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের চূর্ণ ও কাথ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, পীনস, স্বরভেদ, নাসাস্রাব ও হলীমক প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। ব্যোষাদ্য-চূর্ণ নাসারোগে বিশেষ উপকারক। ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্‌কী, কুড়, বচ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের চূর্ণের নস্য লইলে, পূতিনস্য রোগ প্রশমিত হয়। শিগ্রুতৈল ও ব্যাঘ্রীতৈলের নস্যগ্রহণেও পূতিনস্য নিবারিত হইয়া থাকে। নাসাপাকরোগে পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে এবং বটাদি-ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল বাঁটিয়া ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। পূয়-রক্ত রোগে রক্তপিত্তনাশক নস্যগ্রহণ এবং ঐ রোগোক্ত ঔষধাদি সেবন করিবে। ক্ষবথুরোগে শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বেলমূল ও দ্রাক্ষা, ইহাদের কাথ ও কল্কের সহিত যথাবিধি ঘৃত ও তৈল পাক করিয়া, তাহার নস্য গ্রহণ করিবে। গুগ্‌গুলু ও মোম একত্র দগ্ধ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে, ক্ষবথু ও ভ্রংশথু রোগ নিবারিত হয়। ঘৃতভৃষ্ট আমলকী কাঁজিসহ পেষণ করিয়া,

দৃষ্টিশক্তির হানি হয়। তাহাতে দূরস্থ বস্তু বা সূক্ষ্মবস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না, অথবা রাত্রিকালে কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। রাত্রিকালে কোন বস্তু দেখিতে না পাইলে, তাহাকে রাত্র্যন্ধ নামে অভিহিত করা হয়।

অভিষ্যন্দ-চিকিৎসা।—করবীরের কচিপত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষুতে দিলে, অথবা দারুহরিদ্রার কাথ, কিংবা স্তনের দুগ্ধের সহিত রসোদ ঘষিয়া চক্ষুতে পূরণ করিলে, অভিষ্যন্দ জন্য অশ্রুস্রাব, দাহ ও বেদনা সত্বর প্রশমিত হয়। চক্ষুর শোথ নিবারণজন্য সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গিরিমাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন, একত্র মর্দ্দন করিয়া চক্ষুর বাহিরে চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিবে; তাহাদ্বারা চক্ষুর বেদনা প্রভৃতির শান্তি হয়। অথবা গিরিমাটী, রক্তচন্দন, শুঁঠ, খড়ি ও বচ এইসকল দ্রব্য শীতল-জলসহ পেষণ করিয়া চক্ষুতে সেচন করিলে, বাতাভিষ্যন্দ নিবারিত হয়।

চক্ষুর রক্তবর্ণতা-বিনাশের জন্য ফট্‌কিরির জল বা গোলাপজল চক্ষুমধ্যে দিবে। চক্ষুর শোথ নিবারণ জন্য পোস্তঢেঁড়ি সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিবে। গরমভাতে ঘৃত মাখাইয়া, নেকড়ার মধ্যে করিয়া তাহার স্বেদ লইলে, চক্ষুর যন্ত্রণা শীঘ্র নিবারিত হয়। নেত্রপাক ও অধিমন্থ প্রভৃতি রোগেও এইসমস্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। মস্তকে যন্ত্রণা থাকিলে, শিরোরোগোক্ত শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররস প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ এবং মহাদশমূল প্রভৃতি তৈল ব্যবস্থা করিবে।

নেত্ররোগে অঞ্জন ও ঔষধ।—নেত্ররোগ অপরিপক্ক হইলে, অর্থাৎ শোথ, বেদনা, কণ্ডূ ও অশ্রুপাত প্রভৃতির উপশম হইলে, অঞ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, চক্ষুতে তাহার অঞ্জন দিবে। বাবলার কাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে, মধুমিশ্রিত করিয়া, তাহার অঞ্জন দিলে, নেত্রস্রাব নিবারিত হয়। বিল্বপত্রের রস ৷৹ অর্দ্ধতোলা, সৈন্ধবলবণ ২ দুই রতি ও গব্যঘৃত ৪ চারিরতি, একত্র তাম্রপাত্রে একটী কড়ীদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া, ঘুঁটের আগুনে গরম করিবে তৎপরে স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন লইলে, চক্ষুর শোথ, রক্তস্রাব, বেদনা ও অভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়। চন্দ্রোদয়বর্ত্তি, বৃহৎ চন্দ্রোদয়বর্ত্তি, এবং নাগার্জ্জুনের অঞ্জন লইলেও নানাপ্রকার চক্ষুরোগ নিবারিত হয়। বিভী-তকাদি, বাসকাদি ও বৃহৎ বাসাদি পাচন, মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত এবং নয়নচন্দ্র

লৌহ প্রভৃতি ঔষধ, যাবতীয় নেত্ররোগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ সেবন করিলে, সমুদায় নেত্ররোগেই বিশেষ উপকার হয়।

দৃষ্টিক্ষীণতা ও রাত্র্যন্ধের চিকিৎসা।—দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে, মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, মকরধ্বজ, বিষ্ণুতৈল, এবং নারায়ণ-তৈল প্রভৃতি বায়ুনাশক ও পুষ্টিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। রাত্র্যন্ধতা নিবারণ জন্যও ঐসমস্ত ঔষধ সেবন করাইবে এবং রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীপত্র ও নিমপত্র,—গোময়-রসের সহিত এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পাণের রস তিন চারি ফোঁটা চক্ষুমধ্যে দিলে, রাত্র্যন্ধতায় বিশেষ উপকার হয়। পাণ বা কদলীফলের মধ্যে জোনাকীপোকা পূরিয়া, রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহা ভক্ষণ করাইলে, রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্য।—অভিষ্যন্দ প্রভৃতি পীড়ায় লঘুপাক, রুক্ষ ও শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য ভোজন করিবে। কিন্তু জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে, উপযুক্তমাত্রায় উপবাস দেওয়া আবশ্যক।

মৎস্য, মাংস, অম্ল, শাক, মাষকলাই, দধি ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং স্নান, দিবানিদ্রা, অধ্যয়ন, স্ত্রীসঙ্গম, রৌদ্রাদির আতপ-সেবন ও চক্ষুতে আলো ও ধূম লাগান,— এইসমস্ত নেত্ররোগে অনিষ্টকারক।

দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য ও রাত্র্যন্ধ রোগে পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক দ্রব্য ভোজন করা উচিত। রোহিত-মৎস্যের মস্তক, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, মাখন, লুচি ও মোহনভোগ প্রভৃতি বলকর পথ্য এই রোগে বিশেষ উপকারজনক।

রুক্ষ আহারাদি, ব্যায়াম, রৌদ্রাদির আতপ-সেবন, চক্ষুতে আলো ও ধূম লাগান, পরিশ্রম, পর্য্যটন, অধ্যয়ন ও স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি ধাতুক্ষয়কারক কার্য্যাদি এই রোগে অনিষ্টকারক।

শিরোরোগ।

দোষভেদে লক্ষণ।—মস্তকে শূলবৎ বেদনার সহিত যেসকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাই শিরোরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাতজ-শিরোরোগে মস্তকে হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয়, রাত্রিকালে সেই বেদনা বৃদ্ধি পায়, এবং বস্ত্রাদিদ্বারা শিরোবন্ধন ও স্নেহস্বেদাদি প্রয়োগে সেই বেদনার উপশম হইয়া থাকে। পিত্তজ-শিরোরোগে মস্তক প্রজ্বলিত-অঙ্গারদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, চক্ষু ও নাসিকা দিয়া ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা হয়, এবং শৈত্যক্রিয়ায় ও রাত্রিকালে ইহার উপশম হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ-শিরোরোগে মস্তক কফলিপ্ত, ভার, বদ্ধ থাকার ন্যায় যন্ত্রণাযুক্ত ও শীতলস্পর্শ হয়, এবং চক্ষুর্দ্বয়ের শোথ হইয়া থাকে। সন্নিপাতজ-শিরোরোগে এইসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজ-শিরোরোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়, এবং তীব্র-বেদনায় সমস্ত মস্তক স্পর্শাসহ হইয়া উঠে।

ক্ষয়জ ও ক্রিমিজের লক্ষণ।—মস্তকস্থিত রক্ত, বসা, শ্লেষ্মা ও বায়ু অতিরিক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, অতিমাত্র যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টসাধ্য যে শিরঃশূল উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষয়জ শিরোরোগ কহে। ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকের মধ্যে ক্রিমি জন্মে; তজ্জন্য অত্যন্ত কামড়ানি, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, দপ্‌দপানি ও নাসিকা দিয়া সপূয-জলস্রাব হইতে থাকে।

সূর্য্যাবর্ত্তন-লক্ষণ।—যে শিরোরোগে সূর্য্যোদয়কালে চক্ষুতে ও ভ্রূতে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, বেদনাও তত বর্দ্ধিত হয়, আবার সূর্য্য যত পশ্চিমদিকে নামিয়া আসে, বেদনাও সেইরূপ হ্রাস পাইতে থাকে, তাহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত কহে। সুতরাং মধ্যাহ্নকালে এই রোগের বৃদ্ধি এবং সায়ংকালে ইহার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

অনন্তবাত ও আধকপালে' প্রভৃতি।—যে শিরোরোগে প্রথমতঃ গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে বেদনা উপস্থিত হইয়া, শীঘ্রই ললাটে ও ভ্রূদেশে বেদনা জন্মে, এবং গণ্ডপার্শ্বে কম্পন, হনুগ্রহ ও নানাপ্রকার নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে

অনন্তবাত নামক শিরোরোগ কহে। রুক্ষভোজন, অধ্যয়ন, পূর্ব্বদিকের বায়ু ও হিম-সেবন, মৈথুন, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম ও ব্যায়াম প্রভৃতি কারণে কেবল বায়ু অথবা বায়ু ও কফ কুপিত হইয়া, মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করিলে, একপার্শ্বের মন্যা, ভ্রূ, ললাট, কর্ণ, অক্ষি ও শঙ্খদেশে যে তীব্রবেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে') কহে। যে রোগে প্রথমতঃ শঙ্খদেশে (রগে) অতি দারুণ বেদনা ও দাহযুক্ত রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয় এবং শিরঃশূল ও কণ্ঠরোধ উপস্থিত হয়, তাহাকে শঙ্খক নামক শিরোরোগ কহে। উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে, তিন দিবসের মধ্যেই এই রোগে জীবননাশ হইয়া থাকে।

শিরোরোগের চিকিৎসা।—বাতজ-শিরোরোগে বায়ুনাশক ঘৃত পান ও তৈলমর্দ্দন উপকারী। কুড় ও এরণ্ডমূল একত্র কাঁজিসহ পেষণ করিয়া, অথবা মুচকুন্দ-ফুল জলসহ পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। পৈত্তিক-শিরোরোগে ঘৃত বা দুগ্ধসহ উপযুক্ত মাত্রায় তেউড়ীচূর্ণ সেবন করাইয়া, বিরেচন করান আবশ্যক। দাহ থাকিলে, শতধৌত-ঘৃত মর্দ্দন করিবে; এবং কুমুদ বা উৎপল প্রভৃতি শীতলপুষ্পের প্রলেপ দিবে। রক্তচন্দন, বেণামূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ব্যাঘ্রনখী ও নীলোৎপল, একত্র দুগ্ধসহ বাঁটিয়া, অথবা আমলকী ও নীলোৎপল জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পৈত্তিক শিরোরোগ প্রশমিত হয়। শ্লৈষ্মিক-শিরোরোগে কট্‌ফলের নস্য, বা মৌলকাষ্ঠচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইবে। পিপুল, শুঁঠ, মুতা, যষ্টিমধু, শুল্‌ফা, নীলোৎপল ও কুড়, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লৈষ্মিক শিরোরোগ শীঘ্র প্রশমিত হয়। দ্বিদোষজ-শিরোরোগে ঐসমস্ত মিলিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ত্রিকটু, কুড়, হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও অশ্বগন্ধা, ইহাদের ক্বাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে, অথবা শুঁঠচূর্ণ ৩ তিন মাষা ও দুগ্ধ ৮ আট তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইলে, ত্রিদোষজ শিরোরোগ প্রশমিত হয়। রক্তজ-শিরোরোগের চিকিৎসা, পিত্তজ শিরোরোগের ন্যায়। ক্ষয়জ-শিরোরোগে অমৃতপ্রাশ ঘৃত ও বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত প্রভৃতি ধাতুপোষক ঔষধ সেবন করাইবে এবং বাতজ-শিরোরোগ-নাশক প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমিজ-শিরোরোগে অপামার্গ তৈলের এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, করঞ্জবীজ ও সজিনাবীজ একত্র গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইবে। ইহাতে ক্রিমিনাশক অন্যান্য ঔষধসমূহও নস্যরূপে প্রয়োগ করা যায়।

সূর্য্যাবর্ত্ত, অর্দ্ধাবভেদক ও অনন্তবাতরোগে অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু একত্র কাঁজিসহ পেষণ করিয়া, এবং ঘৃত ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা হুড়হুড়ের রসসহ হুড়হুড়ের বীজ পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত করিয়া, উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহার নস্য লইবে। দুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে, সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ, নারিকেলের জল, শীতল জল, কিংবা ঘৃত, ইহাদের মধ্যে কোন একটী দ্রব্যের নস্য লইলে, অর্দ্ধাবভেদক রোগ নিবারিত হয়। সমপরিমিশ্রিত বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে, অথবা চুলীর (উনুনের) মধ্যবর্ত্তী পোড়া-মাটীর চূর্ণ ও গোল-মরিচচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইলেও অর্দ্ধাবভেদক প্রশমিত হয়। শঙ্খকরোগে এইসমস্ত চিকিৎসা উপকারী। তদ্ভিন্ন দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপত্র, বেণামূল ও পদ্মকাষ্ঠ জলের সহিত এইসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শঙ্খদেশে প্রলেপ দিবে। নাসিকাদ্বারা ঘৃত পান এবং মস্তকে ছাগদুগ্ধ বা শীতলজল সেচন—শঙ্খকরোগে বিশেষ উপকারক।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।—শিরঃশূলাদ্রি-বজ্ররস, অর্দ্ধনাড়ী-নাটকেশ্বর, চন্দ্রকান্ত-রস, ময়ূরাদ্যঘৃত, ষড়বিন্দু তৈল ও বৃহৎ দশমূলতৈল প্রভৃতি ঔষধাদি যাবতীয় শিরোরোগেই বিশেষ উপকারক। রোগের ও রোগীর অবস্থাবিশেষ বিবেচনা করিয়া, এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

পথ্যাপথ্য।—কফজ, ক্রিমিজ ও ত্রিদোষজ শিরোরোগ ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় শিরোরোগই বায়ুপ্রধান; সুতরাং বাতব্যাধিকথিত পথ্যাপথ্য ঐসমস্ত রোগে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে হয়। কফজাদি কফপ্রধান শিরো-রোগে রুক্ষ ও লঘু অন্ন-পান আহার করিবে; এবং স্নান, দিবানিদ্রা ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কফবর্দ্ধক আহার-বিহারাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রিমিজ-শিরোরোগে ক্রিমিরোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন আবশ্যক।

স্ত্রীরোগ।

প্রদররোগের নিদান ও লক্ষণ।—ক্ষীর-মৎস্যাদি সংযোগবিরুদ্ধ-দ্রব্যভোজন, মদ্যপান, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, অপক্কদ্রব্য ভোজন, গর্ভপাত, অতিরিক্ত মৈথুন, পথপর্য্যটন, অধিক যানারোহণ, শোক, উপবাস, ভারবহন, অভিঘাত ও অতিনিদ্রা প্রভৃতি কারণে প্রদররোগ উৎপন্ন হয়; ইহার নামান্তর অসৃগ্দর। অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত যোনিদ্বার দিয়া স্রাব নির্গত হওয়াই প্রদররোগের সাধারণ লক্ষণ। যে প্রদরে অপক্ক-রসযুক্ত পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধোয়া জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়, তাহা কফজ। যাহাতে দাহ ও চিমিচিমি প্রভৃতি বেদনার সহিত পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ উষ্ণস্রাব প্রবল-বেগে নির্গত হয়, তাহা পিত্তজ। আর যাহাতে রুক্ষ, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত ও মাংসধোয়া জলের ন্যায় স্রাব, সূচীবেধের ন্যায় বেদনার সহিত নিঃসৃত হয় তাহা বাতজ। সন্নিপাতজ প্রদররোগে মধু, ঘৃত বা হরিতালের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অথবা মজ্জতুল্য ও শবের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট স্রাব নির্গত হয়; ইহা অসাধ্য। প্রদর-রোগিণীর রক্ত ও বল ক্ষীণ হইলে, নিরন্তর স্রাব নিঃস্রুত হইলে এবং তৃষ্ণা, দাহ, ও জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই প্রদর অসাধ্য হইয়া থাকে।

বাধক-লক্ষণ।—চলিত-কথায় "বাধক" নামে পরিচিত রোগবিশেষও প্রদররোগের অন্তর্ভূত। বাধকরোগ নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বাধকে কটী, নাভির অধোভাগ, পার্শ্বদ্বয় ও স্তনদ্বয়ে বেদনা এবং কখন কখন এক মাস বা দুই মাস কাল ব্যাপিয়া রজঃস্রাব হইয়া থাকে। কোন বাধকে চক্ষুঃ, হস্ততল ও যোনিতে জ্বালা, লালাসংযুক্ত রজঃস্রাব এবং কখন কখন এক-মাসের মধ্যে দুইবার ঋতু হইতে দেখা যায়। কোন বাধকে মানসিক অস্থিরতা, শরীরে ভারবোধ, অধিক রক্তস্রাব, হস্তপদে জ্বালা, কৃশতা, নাভির নিম্নদেশে শূলবৎ বেদনা এবং কখন কখন তিন মাস বা চারি মাস অন্তর রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অপর কোনও বাধকে বহুকালের পর রজঃপ্রবৃত্তি এবং তৎকালে অল্প-রজঃস্রাব, স্তনদ্বয়ের গুরুতা ও স্থূলতা, দেহের কৃশতা ও যোনিতে শূলবৎ বেদনা, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কোন কোন বাধকে রজঃস্রাব একেবারেই

বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু মাসান্তে নির্দ্দিষ্টকালে এক একবার তলপেটে, কটীতে, স্তনদ্বয়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়। প্রায় সকল বাধকেই মধ্যে মধ্যে যোনিদ্বার দিয়া অল্প অল্প শ্বেতস্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ ঋতুরক্ত।—যে ঋতু মাসে মাসে নির্দ্দিষ্টকালে প্রবৃত্ত হইয়া পাঁচদিন অবস্থিত থাকে, যাহাতে দাহ ও বেদনা প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত না হয়, রক্ত পিচ্ছিল এবং পরিমাণে অল্প বা অধিক না হয়, রক্তের বর্ণ লাক্ষারসের ন্যায় হয় এবং যাহাদ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত হওয়ার পর জলে ধৌত করিবামাত্র তাহা উঠিয়া যায়, তাহাই বিশুদ্ধ ঋতুরক্ত। ইহাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে, তাহাও পীড়ারূপে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

যোনিব্যাপদ।—অনুপযুক্ত আহার-বিহার, দুষ্টরজঃ এবং বীজদোষ প্রভৃতি কারণে স্ত্রীদিগের নানাপ্রকার যোনিব্যাপদ্ অর্থাৎ যোনিরোগ হইয়া থাকে। যে যোনিরোগে অত্যন্ত কষ্টের সহিত ফেনযুক্ত রজঃ নিঃসৃত হয়, তাহার নাম উদাবর্ত্ত। যাহার রজঃ দূষিত হইয়া সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম বন্ধ্যা। বিপ্লুতা নামক যোনিরোগে যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা থাকে। পরিপ্লুতা রোগে মৈথুনকালে যোনিতে অত্যন্ত বেদনা হয়। এই চারিটী বাতজ যোনিরোগে যোনি কর্কশস্পর্শ, কঠিন এবং শূল ও সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত হয়। লোহিতক্ষয় নামক যোনিরোগে অতিশয় দাহ ও রক্তক্ষয় হয়। বামিনী নামক যোনিরোগে বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়। প্রস্রংসিনী যোনি স্বস্থান হইতে অধোদেশে লম্বিত ও বায়ুজন্য-উপদ্রবযুক্ত হয়; এই রোগে সন্তান প্রসবকালে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইয়া থাকে। পুত্রঘ্নীরোগে মধ্যে মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু বায়ুদ্বারা রক্তক্ষয়জন্য সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। এই চারিটী পিত্তজ যোনিরোগে অতিশয় দাহ ও জ্বর উপস্থিত হয়। অত্যানন্দা নামক যোনিরোগে অতিরিক্ত মৈথুনেও তৃপ্তি হয় না। যোনিমধ্যে কফ ও রক্তদ্বারা মাংস-কন্দের ন্যায় গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণিনীরোগ কহে। অচরণা রোগে মৈথুনকালে পুরুষের রেতঃপাত হওয়ার অগ্রেই স্ত্রীর রেতঃপাত হইয়া যায়; সুতরাং সেই স্ত্রী বীজগ্রহণে সমর্থ হয় না। অতিরিক্ত মৈথুনজন্য বীজগ্রহণশক্তি নষ্ট হইলে, তাহাকে অতিচরণা কহে। এই চারিটী শ্লেষ্মজ-যোনিরোগে যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত ও অত্যন্ত শীতলস্পর্শ হয়। যে স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অতি

অম্ল উঠে এবং মৈথুনকালে যোনি কর্কশস্পর্শ বোধ হয়, তাহার যোনিকে বণ্ডী কহে। অল্পবয়স্কা ও সূক্ষ্মযোনিদ্বারবিশিষ্টা রমণী স্থূললিঙ্গ-পুরুষের সহিত সঙ্গত হইলে তাহার যোনি অণ্ডকোষের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, ইহাকে অণ্ডলীরোগ কহে। অতিবিস্তৃত যোনিকে মহাযোনি; এবং সূক্ষ্মদ্বারবিশিষ্ট যোনিকে সূচীবক্ত্র নামে অভিহিত করা হয়।

যোনিকন্দ।— দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত ক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিশয় মৈথুন, অথবা অন্য কোন কারণে যোনিদেশে ক্ষত হইলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া, যোনিতে পূয়-রক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও মান্দারফলের ন্যায় আকৃতিযুক্ত এক-প্রকার মাংসকন্দ উৎপাদন করে; তাহাকে যোনিকন্দ কহে। চলিত কথায় ইহার নাম "প্যাদ্।" বায়ুর আধিক্য থাকিলে, কন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ ও ফাটা ফাটা হয়। পিত্তের আধিক্যে কন্দ রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার আধিক্যে উহা নীলবর্ণ ও কণ্ডূযুক্ত হয়; এবং ত্রিদোষের আধিক্য থাকিলে, ঐসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন দোষজ প্রদর-চিকিৎসা।—বাতজ-প্রদররোগে দধি ৬ ছয় তোলা, সচল লবণ ৵০ দুই আনা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, প্রত্যেক ।০ চারি আনা এবং মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২ দুই তোলা মাত্রায় ২ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। পিত্তজ-প্রদরে বাসকের রস অথবা গুলঞ্চের রস চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। রক্তপ্রদরে রসাঞ্জন, চাঁপা-নটের মূল ও মধু, প্রত্যেক সমভাগ, আতপচাউলধৌত জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রদরে শ্বাস-উপদ্রব থাকিলে, ঐ যোগের সহিত বামুনহাটী ও শুঁঠ মিশ্রিত করা উচিত। যজ্ঞডুমুরের রস, লাক্ষাভিজান জল প্রভৃতি সেবনে প্রদররোগের রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। ২ দুই তোলা অশোকছাল, অর্দ্ধ-সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে, তাহার সহিত /১ এক সের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে; দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে পাক শেষ করিবে। রোগিণীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় তাহা সেবন করাইলে, রক্তপ্রদর নিবারিত হইয়া থাকে। যাবতীয় প্রদর-রোগে অবস্থা বিবেচনা করিয়া, দার্ব্ব্যাদি কাথ, উৎপলাদি কল্ক, চন্দনাদি চূর্ণ, পুষ্যানুগ চূর্ণ, প্রদরারি লৌহ, অশোকঘৃত, শিতকল্যাণ-ঘৃত, অশোকারিষ্ট ও

পত্রাঙ্গাসব প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, কোনপ্রকার ঘৃত সেবন করান উচিত নহে। বায়ুর উপদ্রব থাকিলে, বা তলপেটে বেদনা থাকিলে, প্রিয়ঙ্গ্বাদি অথবা প্রমেহমিহির তৈল মর্দ্দন করিলে, উপকার পাওয়া যায়।

বাধক-চিকিৎসা।—বাধকরোগে রজঃস্রাব অধিক থাকিলে, প্রদর-রোগোক্ত যাবতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রজোরোধ হইয়া গেলে, কাঁজির সহিত জবাফুল বাঁটিয়া সেবন করাইবে, এবং মুসব্বর, হীরাকস, অহিফেন ও দারুচিনি, প্রত্যেক দ্রব্য ।০ চারি আনা একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি মাত্রায় ইহার বটিকা করিবে। এই বটিকা দিবসে দুইবার করিয়া জলের সহিত সেবনীয়। তিত-লাউয়ের বীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, ময়নাফল, যষ্টিমধু ও মুলার বীজ,—মনসাসীজের আঠার সহিত, এইসকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, যোনিমধ্যে ধারণ করিলে, রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উদর প্রভৃতি স্থানের বেদনা নিবারণজন্য তলপেটে গমের ভূষির পুলটিশ দিবে। অশোকঘৃত, অশোকারিষ্ট, ফল-কল্যাণ-ঘৃত ও সিতকল্যাণ-ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ এই অবস্থায় প্রযোজ্য।

যোনিরোগ-চিকিৎসা।—বায়ুপ্রধান যোনিরোগসমূহে বায়ুনাশক ঘৃতাদি সেবন করাইবে; গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তী, ইহাদের কাথদ্বারা যোনি ধৌত করাইবে; এবং তগরপাদুকা, বার্ত্তাকু, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু, ইহাদের কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলে পিচু (তুলার পাঁইজ) ভিজাইয়া, তাহা যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে। পিত্তপ্রধান যোনিরোগে পিত্তনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য. এবং ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে প্রবেশ করান আবশ্যক। শ্লেষ্মপ্রধান যোনিরোগে রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে, এবং পিপুল, মরিচ, মাষ-কলায়, শলুফা, কুড় ও সৈন্ধব-লবণ একত্র পেষণ পূর্ব্বক, তাহাতে তর্জ্জনী অঙ্গুলির ন্যায় স্থূল বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে। কর্ণিকা নামক যোনিরোগে কুড়, পিপুল, আকন্দপল্লব ও সৈন্ধব-লবণ, একত্র ছাগমূত্রসহ পেষণ-পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইবে। শুলফা ও কুলের পাতা পেষণ পূর্ব্বক তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, বিদীর্ণ-যোনি প্রশমিত হয়। করেলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অন্তঃপ্রবিষ্ট

যোনি বহির্গত হয়। প্রস্রংসিনী নামক যোনিরোগে ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিলে, তাহা পুনরায় স্বস্থানে অবস্থিত হয়। যোনির শিথিলতা নিবারণজন্য বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা, সমভাগে লইয়া, একত্র পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে এবং কস্তুরী, জায়ফল ও কর্পূর কিংবা মদনফল ও কর্পূর, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, যোনির মধ্যে পূরণ করিবে। যোনির দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য আম, জাম, কয়েদ্‌বেল, টাবানেবু ও বেল, ইহাদের কচিপাতা এবং যষ্টিমধু ও মালতীফুল,—এইসকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে। বন্ধ্যারোগ নিবারণের জন্য অশ্বগন্ধার ক্বাথসহ দুগ্ধ পাক করিয়া, ও তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া, ঋতুস্নানের পর সেবন করাইবে। পীতঝাঁটীর মূল, ধাইফুল, বটের শুঙ্গা ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে, অথবা শ্বেত-বেড়েলা, চিনি, যষ্টিমধু, রক্ত-বেড়েলা, বটের শুঙ্গা ও নাগকেশর, এই সমস্ত দ্রব্য মধুসহ পেষণ করিয়া, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সেবন করাইলে, বন্ধ্যারোগ নিবারিত হয়। কন্দরোগ-বিনাশের জন্য ত্রিফলার ক্বাথে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া, তাহাদ্বারা যোনি ধৌত করিবে। গিরিমাটী, আমের কুশী, বিড়ঙ্গ. হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া কন্দে প্রলেপ দিবে। ইন্দুরের টাট্‌কা মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া, তিলতৈলের সহিত পাক করিবে। মাংস সম্যক্‌রূপে গলিয়া গেলে পাক শেষ করিতে হইবে; পরে সেই তৈলদ্বারা বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে, কন্দরোগ নিবারিত হয়। ফলঘৃত, ফলকল্যাণ ঘৃত ও কুমার-কল্পদ্রুম ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ যাবতীয় যোনিরোগেই বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—প্রদর প্রভৃতি রোগে দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম-চাউলের অন্ন; মুগ, মসূর ও ছোলার দাইল; মোচা, কাঁচকলা, উচ্ছে, করেলা, ডুমুর, পটোল ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী এবং সহ্যানুসারে মধ্যে মধ্যে ছাগ-মাংসের রস আহার করিতে দিবে। অল্পপরিমাণে ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল খাওয়া নিতান্ত অপথ্য নহে। রাত্রিতে ক্ষুধা অনুসারে রুটি প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়া আবশ্যক। সহ্যমত ৩।৪ দিন অন্তর গরমজলে স্নান করা উচিত। জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে, লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে; এবং স্নান বন্ধ করিবে।

রজোরোধ হইলে স্নিগ্ধক্রিয়া আবশ্যক। মাষকলায়, তিল, দধি, কাঁজি, মৎস্য ও মাংসভোজন এই অবস্থায় উপকারী।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—গুরুপাক ও কফজনক দ্রব্য, মৎস্য, মিষ্টদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ ও দুগ্ধ প্রভৃতি আহার এবং অগ্নিসন্তাপ ও রৌদ্রসেবন, হিমলাগান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, মদ্যপান, উচ্চস্থানে উঠা-নামা, বিশেষতঃ মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সঙ্গীত ও উচ্চশব্দোচ্চারণ প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগেই নিতান্ত অনিষ্টজনক।

গর্ভিণী-চিকিৎসা।

গর্ভিণী-চিকিৎসার দুরূহতা।—স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় জ্বর, শোথ, উদরাময়, বমন, শিরোঘূর্ণন, রক্তস্রাব ও গর্ভে বেদনা প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধারণ অবস্থার ন্যায় সেই সেই রোগের ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই অবস্থার চিকিৎসা করা যায় না; তাহাতে গর্ভিণী ও শিশুর বিবিধ বিপদের আশঙ্কা। এইজন্য গর্ভিণীদের প্রধান প্রধান কয়েকটী পীড়ার বিশেষ চিকিৎসা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

গর্ভাবস্থায় জ্বর-চিকিৎসা।—গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণামূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ ও তেজপত্র, ইহাদের কাথের সহিত মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। এরণ্ডাদি কাথ, গর্ভচিন্তামণিরস, গর্ভবিলাসরস ও গর্ভপীযূষবল্লীরস, গর্ভিণীর জ্বরশান্তির জন্য প্রয়োগ করা উচিত। জ্বররোগোক্ত পাচন ও ঔষধমধ্যে যেগুলি মৃদুবীর্য্য, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতিসার কিংবা গ্রহণীরোগ হইলে, আমছাল ও জামছালের কাথের সহিত খৈ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। বৃহৎ হ্রীবেরাদি কাথ, লবঙ্গাদিচূর্ণ, ইন্দুশেখররস প্রভৃতি এবং অতিসারাদি রোগোক্ত মৃদুবীর্য্য কতিপয় ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাতে প্রয়োগ

করা উচিত। মলরোধ হইলে, পাকা আম, পাকা বেল, কিস্‌মিস্‌, পাকা-পেঁপে ও গরম দুগ্ধ প্রভৃতি সারক দ্রব্য ভোজন করাইবে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে, এককাঁচ্চা মাত্রায় এরণ্ডতৈল দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। অধিক বিরেচন হইলে, গর্ভপাতের আশঙ্কা; সুতরাং বিশেষ বিবেচনার সহিত, যাহাতে অধিক বিরেচন না হয়, এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শোথ হইলে, শুণ্ঠ-মূলা, পুনর্নবা, গোক্ষুরবীজ, কাঁকুড়ের বীজ ও শসার বীজ, ইহাদের ক্বাথ চিনি-মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। শোথস্থানে মনসাসীজের পাতার রস মালিশ করাইবে। গর্ভাবস্থায় বমন হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম; সুতরাং তাহা নিবারণের জন্য সহসা কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক নাই। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ মিছরির সরবৎ বা দুগ্ধ খাইতে দিলে, স্বাভাবিক বমির হ্রাস হইয়া থাকে। নিয়ত অধিক কষ্টকর বমন হইলে, খই-চূর্ণ, দ্রাক্ষা ও চিনি একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া, সেই জল অল্প অল্প পান করিতে দিবে; অথবা দ্রাক্ষা, ঘষাশ্বেতচন্দন, শসার বীজ, এলাইচ ও মৌরী, এইসকল দ্রব্য জলসহ মর্দ্দন করিয়া, তাহাই অল্প অল্প পান করাইবে; এবং গর্ভবিলাসতৈল অথবা বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল ও নারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিতে দিবে। শিরোঘূর্ণন হইলে, ঐসমস্ত তৈল মস্তকে ব্যবহার করা আবশ্যক।

মাসভেদে গর্ভের রক্তস্রাব-চিকিৎসা।—গর্ভের প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে, যষ্টিমধু, সেগুনবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, তাহাই পান করাইবে। এইরূপ দ্বিতীয়মাসে রক্তস্রাব হইলে, আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী; তৃতীয়মাসে পরগাছা, ক্ষীর-কাকোলী, নীলশুঁদী ও অনন্তমূল; চতুর্থমাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুন-হাটী ও যষ্টিমধু; পঞ্চমমাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারীফল, বটাদি ক্ষীরি-বৃক্ষের (বট, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতসের) ছাল ও শুঙ্গা এবং ঘৃত; ষষ্ঠমাসে চাকুলে, বেড়েলা, সজিনাবীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু; সপ্তমমাসে পানিফল, মৃণাল, কিস্‌মিস্‌, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি; অষ্টমমাসে কয়েৎবেল, বৃহতী, পটোলপত্র ও ইক্ষুমূল; নবমমাসে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতার সহিত এবং দশমমাসে কেবল শুঁঠের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাই পান করাইবে।

মাসভেদে গর্ভবেদনা-চিকিৎসা।—গর্ভের প্রথম মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, শ্বেতচন্দন, শুল্‌ফা, চিনি ও ময়নাফল, সমপরিমাণে লইয়া চারি আনা মাত্রায় আতপ-চাউলধৌত জলের সহিত সেবন করাইবে। অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালূক ও শালিতণ্ডুল, এইসমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত একত্র পেষণ করিয়া, অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধ, চিনি ও মধুর সহিত পান করাইবে এবং তৎপরে দুগ্ধসহ অন্ন খাইতে দিবে। দ্বিতীয় মাসে বেদনা হইলে, পদ্ম, পানিফল ও কেশুর, আতপ-চাউলের জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। তৃতীয়মাসের বেদনায় শতমূলী ২ দুইভাগ ও আমলকী ১ একভাগ, একত্র বাঁটিয়া, অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ গরমজলের সহিত সেবন করাইবে; অথবা পদ্ম, নীলশুঁদীফুল ও শালূক, চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া, সেবন করিতে দিবে। চতুর্থমাসের বেদনায় নীলশুঁদী, শালূক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলশুঁদী এইসমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। পঞ্চম-মাসের বেদনায় নীলশুঁদী ও ক্ষীরকাকোলী দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করাইবে; অথবা নীলশুঁদীফুল, ঘৃতকুমারী ও কাঁকলা সমভাগে লইয়া, জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। ষষ্ঠমাসের বেদনায় টাবানেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন ও নীলশুঁদী দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, কিংবা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও খই-চূর্ণ শীতলজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। সপ্তমমাসের বেদনায় শতমূলী ও পদ্মমূল একত্র বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত, কিংবা কয়েতবেল, সুপারীমূল, খই ও চিনি শীতলজলের সহিত সেবন করাইবে। অষ্টমমাসের বেদনায় সপ্তম-মাসোক্ত দ্রব্যসমূহ আতপ চাউল-ধৌত-জলের সহিত বাঁটিয়া পান করিতে দিবে। নবমমাসের বেদনায় এরণ্ডমূল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। দশমমাসে বেদনা হইলে, নীলোৎপল, যষ্টিমধু ও মুগ, চিনির জল কিংবা দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। একাদশ মাসের বেদনায় যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলশুঁদী; অথবা ক্ষীরকাকোলী, নীলশুঁদীফুল, কুড়, বরাহক্রান্তা, ও চিনি, এইসমস্ত দ্রব্য শীতলজলের সহিত বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। দ্বাদশ মাসের বেদনায় চিনি, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ও ক্ষীরকাকোলী, এইসমস্ত দ্রব্য শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশমাসে কর্ত্তব্য।—নবম হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল; সুতরাং এইসময়ে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, তাহা প্রসববেদনা কি না বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া, ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। কারণ প্রসব-বেদনায় বেদনা-নিবারক কোনরূপ ঔষধ সেবন করান উচিত নহে।

অকালে গর্ভচালনা ও কুক্ষিশূলের চিকিৎসা।—অকালে গর্ভ চালিত হইলে, কুম্ভকার হাঁড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য মর্দ্দনাদি দ্বারা যে মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া রাখে, সেই মৃত্তিকা ॥০ অর্দ্ধতোলা, এক পোয়া ছাগদুগ্ধ ও চারি আনা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। অথবা বালা, আতইচ, মুতা, মোচরস ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা কুক্ষিশূলও নিবারিত হইয়া থাকে। অকালে গর্ভস্রাব হইলে, কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, নীলশুঁদী, মুগানী ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে; তদ্দ্বারা স্রাবজনিত শূলবৎ বেদনা দূরীভূত হয়।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব-চিকিৎসা।—গর্ভস্রাব, গর্ভপাত, অথবা যথা-কালে প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে, তাহা বন্ধ করা আবশ্যক; নতুবা তাহাতে প্রসূতার মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। রক্ত বন্ধ করিবার জন্য প্রসূতার তলপেট ময়দা ঠাসিবার মত টিপিয়া ধরিবে; তলপেটে শীতলজলের ধারাণী দিবে, এবং শীতলজলে গামছা ভিজাইয়া বারংবার তাহার ছাট্ দিবে। ন্যাকড়ায় নিশাদল ও সোরা বাঁধিয়া তাহা জলে ভিজাইয়া, তলপেটের উপর বসাইয়া দিবে; তলপেটের উপর একখণ্ড বরফ রাখিয়া দিবে। পিচকারীদ্বারা শীতল জল গর্ভাশয় মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। পায়রার বিষ্ঠাচূর্ণ ২ রতি মাত্রায়, আতপ-চাউল-ধৌত জলের সহিত সেবন করাইবে। রোগিণীকে তখন উঠিতে বসিতে দেওয়া উচিত নহে। পিপাসা হইলে, সুশীতল জল যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দিবে।

প্রসব-বিলম্বে চিকিৎসা।—প্রসব হইতে বিলম্ব ঘটিলে, ঈশলাঙ্গ-লার মূল কাঁজিসহ পেষণ করিয়া তাহা পদদ্বয়ে লেপন করিবে; বাসকের মূল কটিতে বাঁধিয়া দিবে; অথবা বাসকের মূল পেষণ করিয়া নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিবে। কাঁজির সহিত গৃহের ঝুল; অথবা ঘৃতের সহিত ছোলঙ্গ নেবুর

মূল ও যষ্টিমধু ; কিংবা ফলসার গাছ, শালপাণী, আকনাদি, বিষলাঙ্গলা ও আপাং, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী দ্রব্যের মূল, নাগদানার মূল ও চিতামূল, সমভাগে পেষণ করিয়া, চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইলে, অনায়াসে প্রসব হইয়া থাকে।

মৃতসন্তান-প্রসবের উপায়।—গর্ভস্থ শিশু জীবিত না থাকিলে, প্রায়ই আপনা হইতে প্রসব হয় না। অধিকাংশ স্থলেই তাহাতে শস্ত্র-প্রয়োগের আবশ্যক হয়। গর্ভিণীর মস্তকে অল্পমাত্রায় সীজের আঠা প্রদান করিলে, মৃত সন্তান প্রসব হইয়া থাকে। পিপুল ও বচ একত্র জলসহ পেষণ করিয়া, এরণ্ড-তৈলের সহিত নাভিতে প্রলেপ দিলে এবং নাগদানার মূল ও চিতামূল সমভাগে বাঁটিয়া চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইলে, মৃতসন্তান সহজে প্রসব হয়।

ফুল পাতিত করিবার উপায়।—যথাসময়ে ফুল পাতিত না হইলে, তিত-লাউ, সাপের খোলস, ঘোষালতা এবং সর্ষপতৈল, এইসমস্ত দ্রব্যের ধূপ যোনিতে প্রদান করিবে। অঙ্গুলিতে কেশ জড়াইয়া, সেই অঙ্গুলিদ্বারা প্রসূতার কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিবে। ঈশলাঙ্গলার মূল পেষণ করিয়া, হস্ত-পদে লেপন করিবে। এইসমস্ত কার্য্যদ্বারা অচিরে ফুল পতিত হইয়া থাকে।

মক্কল্লশূল-চিকিৎসা।—প্রসবের পর বস্তিতে ও শিরোদেশে অত্যন্ত বেদনা হইলে, তাহাকে মক্কল্লশূল কহে। ঘৃত কিংবা গরমজলের সহিত যবক্ষার সেবন করাইলে ; কিংবা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, গজ-পিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদী, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটী, মূর্ব্বামূল, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকী, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ সৈন্ধব-লবণের সহিত সেবন করাইলে, মক্কল্লশূল নিবারিত হয়।

গর্ভের ও গর্ভিণীর পুষ্টিকর উপায়।—গর্ভাবস্থায় বায়ু অতিশয় প্রকুপিত হইলে, গর্ভিণীর শরীর শুষ্ক হইয়া যায় এবং গর্ভও শুষ্ক হইয়া যথাকালে উপযুক্তপরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। তাহাতে যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথবা গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, শতমূলী, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে।

পথ্যাপথ্য ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।—গর্ভাবস্থায় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন সকল গর্ভিণীরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর ও

রুচিজনক দ্রব্য আহার করা উচিত। অধিক পরিশ্রম বা একেবারে পরিশ্রম-ত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। যেসকল কার্য্যে শ্বাসপ্রশ্বাস বেশীক্ষণ রুদ্ধ রাখিতে হয়, অধিক বেগ দিতে হয়, কিংবা তলপেটে চাপ পড়ে, সেইসকল কার্য্য করা উচিত নহে। পদব্রজে বা কোন দ্রুতযানে অধিক দূর গমন অনিষ্টজনক। সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্তে থাকা আবশ্যক; কারণ ভয়, শোক ও চিন্তাদিদ্বারা, মনের অসুখ জন্মিলে, সন্তানের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উপবাস, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, অগ্নিসন্তাপ, মৈথুন, ভারবহন, কঠিন-শয্যায় শয়ন, উচ্চস্থানে আরোহণ ও মল-মূত্রাদির বেগধারণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

গর্ভাবস্থায় যে যে পীড়া উৎপন্ন হইবে, তাহাতে সেই সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হইবে। উপবাসযোগ্য পীড়ায় লঘু ভোজন করিতে দিবে; একবারে উপবাস দেওয়া অনিষ্টজনক।

গর্ভ কিংবা গর্ভিণী শুষ্ক হইলে, ঘৃত, দুগ্ধ, হংসাডিম্ব ও ছাগ-কুক্কুটাদির মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য ভোজন করিতে দিবে।

প্রসবান্তে কর্ত্তব্য।—প্রসবের পরেও প্রসূতাকে কিছুদিন বিশেষ সাবধানে রাখা আবশ্যক। প্রসবের দিন হইতে তিনদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ বা দুগ্ধসাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন করিতে দেওয়া উচিত। প্রসবের দিন ব্যতীত অন্য দুইদিন দুধ-ভাত দিলেও ক্ষতি নাই। তৎপরে অন্যান্য সুপথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত উঠিয়া বসিতে বা বেড়াইতে দেওয়া উচিত নহে। সাতদিন পর্য্যন্ত স্নান বন্ধ রাখিবে। তাহার পরেও ১৫।১৬ দিন গরমজলে স্নান করা উচিত। অগ্নিসন্তাপসেবন এবং শুঁঠ, গোলমরিচ, আদা, কৃষ্ণজীরা প্রভৃতি দ্রব্য বাঁটিয়া, এদেশে যে "ঝাল-খাওয়ানর" রীতি প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ উপকারক। প্রসূতার মলিন বস্ত্র ও শয্যা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

সূতিকারোগ।

—— :০: ——

সূতিকা-নিদান।—প্রসূতা স্ত্রীর অনুচিত আহার-বিহারাদি জন্য অর্থাৎ শরীরে অধিক বাতাস ও হিমলাগান, শৈত্যক্রিয়া, অপক্কদ্রব্য-ভোজন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন ও ক্ষীণাগ্নি-অবস্থায় গুরুপাকদ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণে নানাপ্রকার সূতিকারোগ জন্মিয়া থাকে। কুৎসিত সূতিকাগৃহও সূতিকারোগের একটী প্রধান কারণ। জ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, গ্রহণী, শূল, আনাহ, বলক্ষয়, কাস, পিপাসা, গাত্রভার, গাত্রবেদনা এবং নাক মুখ দিয়া কফস্রাব প্রভৃতি যেসকল পীড়া প্রসবের পর উৎপন্ন হয়, সেইসমস্ত রোগই সূতিকা রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সূতিকারোগ চিকিৎসা।—সূতিকাজ্বরে সূতিকাদশমূল অথবা সহচরাদি পাচন, সূতিকারি রস বৃহৎ সূতিকাবিনোদ এবং জ্বররোগোক্ত পুটপাকের বিষম-জ্বরান্তক লৌহ প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গাত্রবেদনা-শান্তির জন্য দশমূল পাচন এবং লক্ষ্মীবিলাস রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। কাসশান্তির জন্য সূতিকান্তক রস এবং কাসরোগোক্ত শৃঙ্গারাভ্র প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে অতিসারাদি রোগোক্ত উপযুক্ত ঔষধ এবং জীরকাদি মোদক, জীরকাদ্যরিষ্ট ও সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়। সূতিকা-অবস্থায় যে যে রোগের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই রোগনাশক ঔষধসমূহ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—সূতিকারোগে রোগবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া, সেই সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। সাধারণ সূতিকাবস্থায় পুরাতন-শালিতণ্ডুলের অন্ন, মসূর-ডাউলের যূষ, বেগুন, কচিমূলা, ডুমুর, পটোল ও কাঁচকলার তরকারি, দাড়িম এবং অগ্নিদীপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক দ্রব্য আহার করিবে। বাতশ্লেষ্মনাশক ক্রিয়াসমূহও প্রতিপালন করা উচিত।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম।—গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য খাদ্য ভোজন, অগ্নিসন্তাপ, পরিশ্রম, শীতলসেবা ও মৈথুন—সূতিকারোগে বিশেষ নিষিদ্ধ। প্রসবের পর তিন চারিমাস পর্য্যন্ত প্রসূতার সাবধানে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রশস্ত সূতিকাগৃহ।—স্ত্রীদিগকে সূতিকা রোগ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, প্রথমেই সূতিকাগৃহ নির্ব্বাচনবিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। বাড়ীর উঠানে অন্ধকারজনক একখানি ক্ষুদ্রকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাই প্রসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা কখনই উচিত নহে। এই ক্ষুদ্র গৃহে উপযুক্ত আলো ও বাতাস যাইতে না পারায় সর্ব্বদাই তাহা দূষিত হইয়া থাকে; তাহাতে আবার সর্ব্বদা অগ্নির ধূম ও উত্তাপ, শিশুর মল-মূত্র এবং দুই তিনটী লোকের নিঃশ্বাসবায়ু প্রভৃতিদ্বারা সেই সঙ্কীর্ণ গৃহের বায়ু অধিকতর দূষিত হইয়া উঠে। সুতরাং তাহা হইতে প্রসূতার ও শিশুর নানাবিধ উৎকট পীড়া উৎপন্ন হয়। পরিস্কৃত ও শুষ্ক স্থানে অন্ততঃ সাত আট হাত দীর্ঘ, পাঁচ ছয় হাত প্রশস্ত ও পাঁচ ছয় হাত উচ্চ, উত্তরদ্বারী বা দক্ষিণদ্বারী এবং কুজু কুজু কয়েকটী জানালাবিশিষ্ট সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত। তাহার মেজে উঠান হইতে একহাত উচ্চ করিয়া খোয়া বা শুষ্কমাটীদ্বারা দুর্ম্মুষ করিয়া তৈয়ার করিতে হইবে। মেজে বেশ সমতল হওয়া আবশ্যক। দুয়ার-জানালায় কপাট রাখিতে হইবে। এইরূপ পৃথক্ গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সুবিধা না হইলে, বাড়ীর মধ্যে একখানি ভাল ঘর বাছিয়া, তাহাই সূতিকাগৃহের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। গৃহে ধূম না হয়—এইরূপ অঙ্গার-অগ্নি কড়ায় বা মালসায় করিয়া গৃহে রাখা আবশ্যক। প্রসূতার শয়নাদি জন্য একখানি খাটিয়া দেওয়া উচিত; অভাবে খড় বা বিচালি পাতিয়া তাহার উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিবে। শিশুর মল-মূত্রাদি সর্ব্বদা দূরে ফেলিয়া দিবে। রাত্রিকালে ও শীতলবাতাসের সময়ে জানালা বন্ধ রাখিবে, কিন্তু অন্য সকল সময়েই জানালা খুলিয়া রাখিবে। এইসমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে, সূতিকা রোগের আশঙ্কা অনেকটা দূরীভূত হইয়া থাকে।

স্তনরোগ ও স্তন্যদুষ্টি।

ঠুনুকো।—স্ব স্ব প্রকোপ-কারণবশতঃ বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া, গর্ভবতী বা প্রসূতা স্ত্রীর স্তনে আশ্রিত হইলে, নানাপ্রকার বিদ্রধি (ফোড়া) উৎপন্ন হয়। এই স্তন-বিদ্রধিকে চলিত কথায় "ঠুনুকো" কহে।

দূষিত-স্তন্যলক্ষণ।—অনুচিত আহার-বিহারাদি কারণে বাতাদি দোষ-সমূহ স্তনদুগ্ধ দূষিত করিলে, তাহাকে স্তন্যদুষ্টি কহে। বায়ুদূষিত স্তন্য কষায়রস-বিশিষ্ট; এবং তাহা জলে ফেলিলে, জলের সহিত না মিশিয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। পিত্তদূষিত স্তন্য কটু, অম্ল বা লবণাস্বাদ এবং পীতবর্ণ রেখাযুক্ত। শ্লেষ্ম-দূষিত স্তন্য ঘন ও পিচ্ছিল; ইহা জলে ডুবিয়া যায়। ঐরূপ মিলিত দুইটী দোষজ বা তিনদোষজ লক্ষণ দেখিতে পাইলে, তাহাকে দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এইরূপ দূষিত-স্তন্যপানে বালকের বিবিধ পীড়া জন্মিতে পারে। যে স্তন্য জলে ফেলিলে, জলের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায় এবং যাহা পাণ্ডুবর্ণ, মধুররস ও নির্ম্মল, সেই দুগ্ধই নির্দ্দোষ। শিশুদিগকে সেইদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত।

ঠুনুকো চিকিৎসা।—"ঠুনুকো" রোগে স্তনে শোথ হইবামাত্র সর্ব্বদা দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে, জোঁকদ্বারা রক্তমোক্ষণ করাইবে, কিংবা রাখালশসার মূল, অথবা হরিদ্রা ও ধুতূরার পাতা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে। বিদ্রধি ও ব্রণরোগে যেসকল যোগাদি লিখিত হইয়াছে, সেইসমস্ত যোগও ইহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাকিলে, শস্ত্রপ্রয়োগ বা ঔষধদ্বারা পূয়াদি নির্গত করিয়া ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

দূষিতস্তন্য-চিকিৎসা।—বায়ুকর্ত্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে, দশমূলের কাথ পান করাইবে। পিত্তদূষিত স্তন্যে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমপত্র, রক্ত-চন্দন ও অনন্তমূল, এইসমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করাইবে। কফদূষিত-স্তন্যে ত্রিফলা, মুতা, চিরাতা, কট্‌কী, বামুনহাটী, দেবদারু, বচ ও আকনাদি এইসকল দ্রব্যের কাথ পান করিতে দিবে। দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ স্তন্যদুষ্টিতে ঐসকল মিলিত দ্রব্যের কাথ পান করাইবে।

স্তন্যদুষ্টির চিকিৎসা। —স্তনদুগ্ধ শুষ্ক হইয়া গেলে, বনকাপাসের মূল ও ইক্ষুমূল সমভাগে কাঁজির সহিত বাঁটিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে; অথবা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ; কিংবা বচ, মুতা, আতইচ, দেবদারু, শুঁঠ, শতমূলী ও অনন্তমূল, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করাইবে।

পথ্যাপথ্য।—স্তনরোগে বিদ্রধিরোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন আবশ্যক। স্তন্যদুষ্টিতে দোষবিশেষের আধিক্যানুসারে সেই সেই দোষনাশক এবং সূতিকারোগের সাধারণ পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়।

বালরোগ।

দূষিত-স্তন্যজ বালরোগ।—জননীর বা ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে সেই দূষিত স্তন্য পান করিয়া, শিশুদিগের নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। বায়ুদুষ্ট স্তন্য পান করিলে, শিশু বায়ুরোগাক্রান্ত, ক্ষীণস্বর ও কৃশাঙ্গ হয় এবং তাহার মলমূত্র ও অধোবায়ুর নির্গমনে কষ্টবোধ হইয়া থাকে। পিত্তদুষ্ট স্তন্য পান করিলে, ঘর্ম্ম, মলভেদ, তৃষ্ণা, গাত্র-সন্তাপ, কামলা ও অন্যান্য পিত্তজনিত রোগ উৎপন্ন হয়। কফদুষ্ট স্তন্য পান করিলে, লালাস্রাব, নিদ্রা, জড়তা, শূল, দুধতোলা, চক্ষুর শুক্লবর্ণতা এবং বিবিধ শ্লেষ্মজনিত পীড়া জন্মে। দুইটী দোষ বা তিনটী দোষদ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে, সেই সেই দুই দোষের বা তিন দোষের লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়।

কুকূণক।—দূষিত দুগ্ধপান, সূতিকাগৃহের দোষ এবং হিম-লাগান প্রভৃতি কারণে, শিশুদিগের চক্ষুর পাতায় কুকূণক বা কোথ নামক পীড়া জন্মে। ইহাতে চক্ষু চুলকায়, বারংবার চক্ষু হইতে জলস্রাব হয়, শিশু কপাল চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করে এবং রৌদ্রের দিকে চাহিতে বা চক্ষুর পাতা উন্মীলন করিতে পারে না।

তালুকণ্টক।—শিশুর তালুদেশে শ্লেষ্মা দূষিত হইলে, তালুকণ্টক নামক রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে তালুদেশ (ব্রহ্মতালু) বসিয়া যায়, স্তন্যপানে দ্বেষ ও স্তন্যপান করিতে কষ্টবোধ হয়; এবং পিপাসা, মলভেদ, চক্ষুতে, কণ্ঠে ও মুখে বেদনা, দুধতোলা ও ঘাড় নুইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এঁড়েলাগা।—জননী বা ধাত্রী গর্ভবতী হইলে, তাহাদের স্তন্য দূষিত হয়; সুতরাং সেই স্তনদুগ্ধ পান করিলে, শিশুদিগের পারিগর্ভিক বা "এঁড়েলাগা" নামক রোগ জন্মে। তাহাতে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি, ভ্রম ও উদরবৃদ্ধি এই কয়েকটী লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই অবস্থায় অন্যান্য রোগও শিশুদিগকে অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে।

দন্তোদ্গমকালীন রোগ।—শিশুদিগের প্রথম দন্ত-উদ্গমকালে অনেক শিশুর জ্বর, উদরাময়, কাসি, বমন, খিচুনি, শিরোবেদনা ও নেত্ররোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া হইতে দেখা যায়।

দুধতোলা।—শিশুগণ দুগ্ধপান করিয়া তাহা বমন করিলে, চলিত-কথায় তাহাকে "দুধতোলা" কহে। ইহাতে শিশু প্রথমতঃ ছানার ন্যায় ছ্যাকৃড়া ছ্যাকৃড়া বা দধির ন্যায় দুধ তুলিয়া ফেলে এবং তাহাতে টক্ টক্ দুর্গন্ধ থাকে। পীড়া স্থায়ী হইলে, ক্রমশঃ জলের ন্যায় তরল বমি হয়; এবং যাহা খায়, তখনই তাহা তুলিয়া ফেলে; পেট ফাঁপিয়া থাকে ও ডাকে; দাস্ত পরিষ্কার হয় না, অথবা সময়ে সময়ে অধিক দাস্ত হয়; শরীর ক্ষীণ, বর্ণ পাণ্ডু ও স্বভাব খিট্‌খিটে হইয়া যায়; শরীর শীতল এবং চামড়া রুক্ষ ও খস্‌খসে বোধ হয়।

তড়্‌কা-লক্ষণ।—শিশুদিগের "তড়্‌কা" নামক একপ্রকার পীড়া হইতে দেখা যায়, তাহার সাধারণ লক্ষণ—মূর্চ্ছা ও হাত-পায়ের খিচুনি। নানা কারণে এই রোগ জন্মে। জ্বর অথবা অন্য কোনরূপ কারণে শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, হঠাৎ ভয় পাইলে, শরীরের কোন স্থানে আঘাত বা বেদনা পাইলে, ফোড়া বা ক্রিমি হইলে এবং বহুদিন পর্য্যন্ত রোগভোগ প্রভৃতি কারণে শিশুর শরীর দুর্ব্বল হইলে, তড়্‌কা হইয়া থাকে। তড়্‌কা আরম্ভ হইলে, শিশু অচেতন হয়, মুখ ফ্যাকাসে হয়, হাতের অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হয়, পায়ের অঙ্গুলি-গুলি একত্র মিলিত হইয়া যায় এবং হাত-পা খেঁচিতে থাকে। এক মিনিট হইতে ৫ পাঁচমিনিট পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতিকাল। অনেকের আবার একবার

মাত্র হইয়াই তাহা নিবৃত্ত হয় না, বারংবার তড়্কা হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকস্থলে তড়্কা হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্বরূপ অনুভব করা যায়। ঘুমের সময় চমকিয়া উঠা, চক্ষু টেরা হওয়া ও বৃদ্ধ-অঙ্গুলি কুঞ্চিত হইয়া যাওয়া প্রভৃতি তড়্কার পূর্ব্বরূপ।

ক্রিমি।—শিশুদিগের উদরে ছোট ছোট ক্রিমি হইলে, মলদ্বার চুলকায় ও নাসিকা সুড়্সুড়্ করে; সুতরাং সময়ে সময়ে নাক রগড়াইতে রগড়াইতে শিশু কাঁদিয়া উঠে। বড় ক্রিমি হইলে, নিদ্রাকালে শিশু চমকিয়া উঠে, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে এবং তাহার মুখে দুর্গন্ধ হয়; কখন কখন জিউলির আঠার ন্যায় সবুজবর্ণ ও তৈল-মিশ্রিতের ন্যায় স্নিগ্ধ বা চক্‌চকে দাস্ত হইয়া থাকে।

ধনুষ্টঙ্কার-নিদান।—কুৎসিত সূতিকাগৃহে নির্ম্মল বায়ুর অভাব, আর্দ্রতা ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি কারণে এবং শিশুকে তৈল মাখাইয়া অধিক অগ্নির সন্তাপ দিলে ও শিশুশরীরে অধিক হিম লাগিলে, ধনুষ্টঙ্কার নামক রোগ জন্মে। চলিত কথায় ইহাকেই "পেঁচোয় পাওয়া" বলে। জন্মের পর ১০।১২ দশ বার দিনের মধ্যেই অধিকাংশস্থলে এই রোগ হইতে দেখা যায়। ইহাতে প্রথমতঃ শিশুর চোয়াল আট্‌কাইয়া যায়; তাহার পর পিঠের দাঁড়া শক্ত হয় ও বাঁকিয়া যায়, পা শক্ত হয় ও খেঁচিতে থাকে; হাত-পায়ের অঙ্গুলি কুঞ্চিত হয়; দাঁত-মুখ সিট্‌কানর ন্যায় মুখ বিকৃত হয় এবং শিশুকে ছুঁইলে বা নাড়াচাড়া করিলে, পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গ্রহাবেশ।—শিশুর শরীরে বিবিধ গ্রহাবেশ হওয়াও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে স্বীকৃত আছে। শিশুগণ গ্রহপীড়িত হইলে, কখন উদ্বিগ্ন হয়, কখন বা ভয় পায়, কখন ক্রন্দন করে, কখন দন্ত-নখাদিদ্বারা জননী, ধাত্রী বা আপনাকেই কামড়ায়, কখন উর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকে, কখন দাঁত কিড়মিড় করে, কখন কোঁৎ পাড়ে, কখন হাই তোলে, কখন ভ্রূভঙ্গি করে, কখন দন্তদ্বারা নিজের ওষ্ঠ কামড়াইয়া ধরে, বারংবার ফেন বমন করে; এবং তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়, রাত্রিতে ঘুম হয় না, চক্ষু স্ফীত হয়, দাস্ত পাতলা হয়, স্বরভঙ্গ হইয়া যায়, এবং গাত্র হইতে রক্ত ও মাংসের গন্ধ নির্গত হইতে থাকে।

এইসমস্ত রোগ ব্যতীত জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি অন্যান্য প্রায় সমুদায় রোগই শিশুদিগেরও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

শিশু-চিকিৎসার দুরূহতা।—শিশুগণ নিজের কোনরূপ যন্ত্রণাই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের ক্রন্দন এবং পীড়িতস্থানে বারংবার হস্তপ্রদান প্রভৃতি চেষ্টাবিশেষ অতিমাত্র নিপুণতার সহিত বিবেচনা করিয়া, রোগ-পরীক্ষা করা আবশ্যক। গলায় ব্যথা হইলে শিশুগণ বারংবার গলায় হাত দেয়। শিরঃপীড়া হইলে, কপালের চর্ম্ম কোঁচ্‌কাইয়া যায় এবং শিশু বারংবার মাথায় হাত দেয় ও কান ধরিয়া টানে। সুস্থ শিশু বিনা কারণে বারংবার কাঁদিয়া উঠিলে, তাহার পেট কামড়াইতেছে বুঝিতে হইবে। স্তন্যপায়ী শিশুর পিপাসা বোধ হইলে, সে বারংবার জিহ্বা বাহির করে। সর্দ্দি হইয়া নাক বন্ধ হইলে, শিশু স্তন্যপানের সময়ে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইবার জন্য বারংবার স্তন ছাড়িয়া দেয়। তিন চারিমাস বয়স পর্য্যন্ত কাঁদিবার সময় শিশুদিগের চক্ষু দিয়া জল পড়ে না,—তাহার পর জল পড়িয়া থাকে। তিন চারি মাসের অধিক বয়স্ক শিশুর পীড়াকালীন ক্রন্দনের সময়ে চক্ষু দিয়া জল না পড়িলে, তাহার পীড়া কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শিশুদিগের নাড়ীর গতি স্বভাবতঃই অতি দ্রুত; এজন্য নাড়ী-পরীক্ষাদ্বারা তাহাদের রোগনির্ণয় করা নূতন চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। জ্বরাদিপরীক্ষাকালে থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করাই সৎপরামর্শ। নিঃশ্বাসগ্রহণকালে শিশুদিগের নাকের ছিদ্র বড় হইলে ও নাকের পাতা নড়িলে, তাহার কাসি অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে এবং শ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হইতেছে বুঝিতে হইবে। শিশুদিগের উদর স্বভাবতঃই কিছু মোটা; তাহা অপেক্ষাও অধিক মোটা হইলে, যকৃৎ, প্লীহা ও অজীর্ণের আশঙ্কা করা উচিত। এইরূপ বিবিধ লক্ষণদ্বারা শিশুদিগের রোগ-পরীক্ষা করিতে হয়।

ধাত্রী-নির্ব্বাচন:—জননীর স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, শিশুকে সেই স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। তৎপরিবর্ত্তে কোন দুগ্ধবতী ধাত্রীর স্তন্য পান করাইবে। ধাত্রী নির্ব্বাচন কার্য্যে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ধাত্রীর বয়স ২০ হইতে ৩২ বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। তাহা অপেক্ষা অধিক বা কমবয়স্ক ধাত্রীর দুগ্ধ বিশুদ্ধ নহে। ধাত্রীর শরীরে কোনরূপ পীড়া থাকিলে, তাহার দুগ্ধ পান করাইবে না। যে শিশুর জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে, সেই ধাত্রীর ঐ শিশুর সমবয়স্ক ও পুষ্টাঙ্গ পুত্র থাকা আবশ্যক। ধাত্রীর স্তনদ্বয় দুগ্ধপূর্ণ অর্থাৎ মাই টিপিলে দুধ ছিট্‌কাইয়া পড়ে, এরূপ হওয়া প্রয়োজনীয়।

ধাত্রীর স্বভাব-চরিত্র নির্দ্দোষ ও চিত্ত সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। এইরূপ ধাত্রীর অভাব হইলে, অথবা ধাত্রীরও স্তন্য দূষিত হইলে, ছাগদুগ্ধ, কিংবা জল ও মিছরি মিশ্রিত গব্যদুগ্ধ পান করাইবে। আঁতুড়ের ছেলের মাতৃস্তন্যের অভাব হইলে, গোদুগ্ধের সহিত সমপরিমিত চূণের জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইতে হয়। পেট ফাঁপিলে /০ এক ছটাক দুগ্ধের সহিত ১ এক তোলা ধ'নে বা মৌরী-ভিজান জল মিশ্রিত করিয়া তাহাই পান করাইবে। বালককে স্তন্য ত্যাগ করাইলেই, দূষিত-স্তন্যপান-জনিত রোগ ক্রমশঃ নিবারিত হয়। তালু বসিয়া গেলে, হরীতকী, বচ ও কুড় ইহাদের চূর্ণ, মধু ও স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

চোখ-উঠার চিকিৎসা।—শিশুর চোখ উঠিলে, বা কুকূণক রোগ হইলে, গরমজল আধ হাত উচু হইতে ধারাণী করিয়া উত্তমরূপে চক্ষু ধুইয়া দিবে; গরমজলে ন্যাক্ড়া ভিজাইয়া চক্ষুর পিচুটি মুছাইয়া দিবে; ১ একরতি-পরিমিত তুঁতে একছটাক পরিষ্কারজলে গুলিয়া একটী শিশিতে রাখিবে, এবং ঐ জল লইয়া প্রত্যহ দুই তিনবার চক্ষুতে ছাট্ দিবে। সেওড়ার আঠার কাজল পাড়িয়া, চক্ষুতে সেই কাজলের অঞ্জন দিবে। ছাগদুগ্ধের সহিত দারুহরিদ্রা ও গিরিমাটী পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিবে।

এঁড়েলাগা।—পারিগর্ভিক বা "এঁড়েলাগা" রোগে সর্ব্বাগ্রে জননীর স্তনদুগ্ধ-পান বন্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। অগ্নিবৃদ্ধির জন্য অগ্নিমান্দ্যরোগোক্ত যমানীপঞ্চক ও হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি মৃদুবীর্য্য ঔষধ অল্পমাত্রায় সেবন করাইবে। দুগ্ধের সহিত চূণের জল বা মৌরীর জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অতি-সার প্রভৃতি অন্যান্য যেসকল পীড়া এই অবস্থায় লক্ষিত হয়, তাহাতে সেই সেই রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কুমারকল্যাণরস নামক ঔষধসেবনে পারি-গর্ভিক প্রভৃতি সমুদায় রোগেরই উপশম হইয়া থাকে।

দন্তোদ্ভেদ রোগচিকিৎসা।—দাঁত উঠিবার সময়ে জ্বর ও উদরাময় প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইলে, হঠাৎ কোন বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় না। দাঁত উঠিলে, আপনা হইতেই সেইসকল রোগ নিবারিত হইয়া যায়। মধুমিশ্রিত ধাইফুল ও পিপুলচূর্ণ কিংবা আমলকীর রস দন্তমাড়ীতে ঘর্ষণ করিলে, দন্ত শীঘ্র উদ্গত হয়। অন্যান্য পীড়ার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইলে, দন্তোদ্ভেদ-গদান্তক নামক ঔষধ, এবং কুমারকল্যাণরস ও

পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত প্রভৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। দন্ত উঠিতে অধিক বিলম্ব হইলে, এবং তজ্জন্য অতিশয় কষ্টবোধ হইলে, ঐ স্থান চিরিয়া দেওয়া আবশ্যক।

দুধতোলার চিকিৎসা।—দুধতোলা নিবারণের জন্য দুগ্ধের সহিত চূণের জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। তাহাতেও উপশম না হইলে, দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া, অল্প অল্প মাংসরস (ব্রথ্) পান করাইবে; বৃহতীর ও কণ্টকারীর ফলের রস, কিংবা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, মধু ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া, অল্প অল্প চাটিতে দিবে। আম্রকেশী, খই ও সৈন্ধব-লবণ, ইহাদের চূর্ণ, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অল্প অল্প লেহন করাইলে, দুধতোলা নিবারিত হয়। টাট্‌কা সরিষা-তৈল দিবসে ৩।৪ তিন চারি বার পেটে মালিশ করিবে, এবং এক টুক্‌রা ফ্লানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিবে।

তড়্কায় প্রথম চিকিৎসা।—তড়্কা উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ চেতনাসম্পাদনের উপায় বিধান করিবে। হলুদ বা লৌহশলাকা প্রভৃতি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, তাহাদ্বারা কপালে অল্প তাপ দিয়া চেতনা-সম্পাদন করিবে, এবং চোখে শীতলজলের ছাট দিবে তাহাতেও মূর্চ্ছাভঙ্গ না হইলে, নিশাদল ও চূণ একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশুর নাকের নিকট ধরিবে; তাহার আঘ্রাণে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া থাকে। তৎপরে কোন্ রোগের যন্ত্রণায় তড়্কা হইতেছে—অনুসন্ধান করিয়া, সেই রোগের যন্ত্রণা নিবারণ করিবে। অতিরিক্ত-জ্বরসন্তাপ জন্য তড়্কা হইলে, চোখে মুখে ও মাথায় শীতলজলের ছাট্ দিবে; পিঠের শিরদাঁড়ায় ও মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে জলের ছাট্ দিবে; এবং জল ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিবে। শিশুর পিপাসা বোধ হইলে, যথেষ্টপরিমাণে শীতল জল পান করিতে দিবে। এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা শরীরের উত্তাপ কমিয়া গেলে, তড়্কার আক্রমণও নিবারিত হয়। দুর্ব্বলতার জন্য তড়্কা হইলে, কিছু বেশী পরিমাণে রাই-সরিষার গুঁড়ামিশ্রিত গরমজল একটী পাত্রে রাখিয়া, তাহাতে শিশুর হাঁটু পর্য্যন্ত পা ডুবাইয়া রাখিবে। শিশুকে অধিক নাড়াচাড়া করা উচিত নহে। তৎপরে সমপরিমিত ময়দা ও রাই-সরিষার গুঁড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ও জলসহ মাখিয়া, শিশুর দুইপায়ের ডিমে তাহার পটি বসাইয়া দিবে। বগলে,

হাতে ও পায়ে অগ্নির সেক দিবে; এবং হাতে, পায়ে ও বুকে শুঁঠের গুঁড়া মালিশ করিবে। ক্রিমি বা অন্যান্য কারণে তড়্কা হইলে, হাতে সহ্য হয় এইরূপ গরম জল একটা পাত্রে রাখিয়া, তাহাতে শিশুর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইবে। ৫।৭ পাঁচ সাত মিনিট পর্যান্ত এইরূপ করিয়া, গা মুছাইয়া দিয়া শোয়াইবে।

তড়্কায় বিরেচন।—সকলপ্রকার তড়্কাতেই সুস্থ হওয়ার পরে দুগ্ধের সহিত অল্প-পরিমাণে পরিস্রুত এরণ্ড-তৈল (ক্যাষ্টর অয়েল) খাওয়াইয়া দাস্ত করান আবশ্যক। তড়্কার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ নিবারণ জন্য চতুর্গুণ জলসহ অল্পপরিমাণে মৃতসঞ্জীবনী সুরা, অভাবে ব্র্যাণ্ডিসরাপ পান করাইয়া, শিশুকে নিদ্রিত করা প্রয়োজন।

ক্রিমিনাশক উপায়।—ক্রিমিবিনাশের জন্য ভাঁটপাতার রস, অথবা ক্রিমিনাশক অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ছোট ছোট ক্রিমি থাকিলে তাহাতে লবণের পিচকারী বিশেষ উপকারী। ।০ এক ছটাক আন্দাজ জলে কিঞ্চিৎ লবণ গুলিয়া, সেই জল একটী ছোট কাচের পিচকারীদ্বারা বালকের গুহ্যদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। পিচকারীর চুঁচলা অগ্রভাগে তৈল মাখাইয়া, তাহা গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইতে হইবে। তৎক্ষণাৎ সেই জল বহির্গত হইয়া না পড়ে, এজন্য পিচকারী দেওয়ার পরে বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বারা গুহ্যদ্বার দুই তিন মিনিট কাল টিপিয়া ধরিতে হয়। দুই তিন দিন এইরূপে লবণের পিচকারী দিলেই সমস্ত ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া যায়।

ধনুষ্টঙ্কার-চিকিৎসা।—ধনুষ্টঙ্কাররোগে চৈতন্যসম্পাদন জন্য তড়্কা-রোগোক্ত উপায় বিধান করিবে। তৎপরে মাতৃস্তন্য পান করিতে দিবে। মাই টানিতে না পারিলে, মাইয়ের দুধ গালিয়া ঝিনুকে করিয়া প্রচুরপরিমাণে খাইতে দিবে। স্তনদুগ্ধের অভাবে গব্যদুগ্ধ খাওয়াইতে পারা যায়। বিরেচক ঔষধ খাওয়াইতে না পারিলে, এরণ্ড-তৈলসহ কিঞ্চিৎ তার্পিণ তৈল মিশ্রিত করিয়া, উদরের উপর তাহা মালিশ করিবে, এবং উদরে শীতল জল সেচন করিবে। এই অবস্থায় এরণ্ডতৈল (ক্যাষ্টর অয়েল) দ্বারাই দাস্ত করান বিশেষ আবশ্যক। নিদ্রার জন্য গাঁজা বা সিদ্ধিপাতা জলসহ বাঁটিয়া, নাভির ঘায়ের উপর তাহার পুল্টীশ দিবে। চতুর্গুণ জলসহ মৃতসঞ্জীবনীসুরা, অভাবে ব্র্যাণ্ডিসরাপ খাওয়াইয়াও

নিদ্রিত করা যাইতে পারে। ফলতঃ যে কোনরূপেই হউক নিদ্রা করান বিশেষ প্রয়োজন। শিশু সুরা পান করিতে না পারিলে, মলদ্বার দিয়া পিচকারীদ্বারা সুরা প্রবেশ করাইয়া দিবে। উষ্ণজলে স্নান এবং সর্ব্বাঙ্গে বায়ুনাশক কুব্জপ্রসারিণী তৈল প্রভৃতি তৈলমর্দ্দন এই রোগে বিশেষ উপকারী।

গ্রহাবেশে কর্ত্তব্য।—গ্রহাবেশজনিত পীড়াসমূহে জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত গ্রহশান্তির উপায় ব্যবস্থা করিবে; এবং মুরামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ-জলে স্নান করাইবে। ইহাকে "সর্ব্বৌষধি স্নান" কহে। অষ্টমঙ্গলঘৃত পান করাইলেও গ্রহাবেশের শান্তি হইয়া থাকে।

বালকের জ্বরাদিরোগ-চিকিৎসা।—বালকের জ্বরনিবারণ জন্য ভদ্রমুস্তাদি ক্বাথ, রামেশ্বর রস, বালরোগান্তক রস, এবং জ্বররোগোক্ত অন্যান্য মৃদুবীর্য্য ঔষধ উপযুক্ত-মাত্রায় সেবন করাইবে। জ্বরাতিসাররোগে ধাতক্যাদি ও বালচতুর্ভদ্রিকা-চূর্ণ সেবন করান আবশ্যক। অতিসার-নিবারণজন্য বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর ও আলকুশীর মূল, ইহাদের কল্কসহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে; এবং আমড়াছাল, আমছাল ও জামছালের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইবে। লবঙ্গচতুঃসম ও দাড়িম্বচতুঃসম অতিসাররোগে বিশেষ উপকার করে। রক্তাতিসার-নিবারণের জন্য মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, ও পদ্মকেশর, এইসকলের কল্কসহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে; অথবা বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুতা, এইসকল দ্রব্য মিলিত ২ দুইতোলা, একপোয়া ছাগদুগ্ধ ও একসের জলসহ একত্র পাক করিয়া, দুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই দুগ্ধ অল্প অল্প পান করাইবে। ইহাদ্বারা গ্রহণীরোগও নিবারিত হয়। প্রবাহিকা অর্থাৎ আমাশয় রোগে খইচূর্ণ, যষ্টিমধু-চূর্ণ, চিনি ও মধু, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আতপচাউলধৌত জলের সহিত সেবন করাইবে। শ্বেতজীরা ও ধূনার চূর্ণ বিল্বপত্র-রসের সহিত, অথবা শ্বেত-ধূনার চূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করাইবে। গ্রহণীরোগশান্তির জন্য মরিচ ১ এক ভাগ, শুঁঠ ২ দুইভাগ ও কুড়চির ছাল ৪ চারিভাগ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ—পুরাতন গুড় ও ঘোলের সহিত সেবন করাইবে। অতিসারনাশক অন্যান্য

ঔষধও গ্রহণীরোগে প্রয়োগ করা যায়। বালকুটজাবলেহ ও বালচাঙ্গেরী ঘৃত নামক ঔষধ—পুরাতন অতিসার, রক্তাতিসার, ও গ্রহণীরোগে বিশেষ উপকারক। বেলশুঁঠ ও আমের আঁটীর মজ্জার কাথের সহিত খই-চূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, ভেদ-বমন নিবারিত হইয়া থাকে। কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েত-বেল, ইহাদের পত্র পেষণ করিয়া, মস্তকে প্রলেপ দিলেও শিশুদিগের ভেদ-বমন প্রশমিত হয়। আনাহ ও বাতিক-শূলরোগে সৈন্ধব-লবণ, বেলশুঁঠ, এলাইচ, হিঙ্গু ও বামুনহাটী, ইহাদের চূর্ণ ঘৃতসহ লেহন কিংবা জলসহ পান করাইবে। তৃষ্ণারোগে দাড়িমবীজ, জীরা ও নাগেশ্বর ইহাদের চূর্ণ, চিনি ও মধুর সহিত অবলেহন করাইবে। হিক্কা উপস্থিত হইলে, গিরিমাটীর চূর্ণ মধুসহ মিশাইয়া লেহন করিতে দিবে। চিতার মূল, শুঁঠ, দন্তীমূল ও গোরক্ষ-চাকুলে, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ কিঞ্চিৎ গরমজলের সহিত সেবন করাইলে, অথবা দ্রাক্ষা, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইলে, হিক্কা, শ্বাস ও কাসরোগের শান্তি হয়। কাসরোগ-শান্তির জন্য বৃহতীফল, কণ্টকারীফল ও পিপুল, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে, সর্ব্বপ্রকার কাসের উপশম হইয়া থাকে। কণ্টকারীর রস অথবা কাথের সহিত মকরধ্বজ অল্প অল্প সেবন করাইলে, কাস ও তৎসংযুক্ত অল্প অল্প জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। কণ্টকারী-ঘৃত সেবনেও কাস, শ্বাস প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ উপকার হয়। কাস-রোগোক্ত কতিপয় মৃদুবীর্য্য ঔষধ, এবং জ্বর থাকিলে জ্বরনাশক মৃদুবীর্য্য ঔষধও শিশুকে অল্পমাত্রায় বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায়। শিশুদিগের সরলভাবে মূত্র নির্গত না হইলে অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে, পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাইচ ও সৈন্ধব, এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। মুখমধ্যে ঘা হইলে, মধুর সহিত কিঞ্চিৎ সোহাগা মাড়িয়া, দিবসে দুই তিন বার সেই ঘায়ে লাগাইয়া দিবে। ভেড়ার দুধ লাগাইলেও মুখের ঘা শীঘ্র নিবারিত হয়। কান পাকিলে অর্থাৎ কর্ণ হইতে পূয নির্গত হইলে, গরম জল, কিংবা কাঁচা দুধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বারা পিচকারীর সাহায্যে কর্ণ ধৌত করিয়া দিবে; তাহার পর একটী সরু কাটিতে ন্যাকড়া জড়াইয়া তদ্দ্বারা

ধীরে ধীরে কর্ণ মুছিয়া দিয়া, দুই তিন ফোঁটা আতর কর্ণমধ্যে দিয়া রাখিবে। আল্‌তা গুলিয়া ও গরম করিয়া অথবা ব্র্যাণ্ডি গরম করিয়া, কর্ণমধ্যে দুই চারি ফোঁটা ঢালিয়া দিলে, অথবা ফট্‌কিরির জল কর্ণে দিলে, কান-পাকা নিবারিত হয়। পামা ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হইলে, সেই সেই রোগনাশক প্রলেপ এবং ক্ষতনিবারক তৈলসমূহ প্রয়োগ করিবে। বালক উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টাঙ্গ না হইলে, অশ্বগন্ধাঘৃত সেবন করাইবে। অল্পকালজাত বালক স্তন্যপান করিতে না পারিলে, আমলকী ও হরীতকীর চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া দিবে। এইরূপে মুখ পরিষ্কার করিয়া দিলেই শিশুর স্তন্যপানে ক্ষমতা হইয়া থাকে।

শিশুর ঔষধের মাত্রা।—উদ্ভিজ্জ সমুদায় চূর্ণ-ঔষধ ১ একমাস বয়সের শিশুকে ১ একরতি মাত্রায়, এবং তদূর্দ্ধবয়স্ক শিশুকে প্রতিমাসে এক এক রতি মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইতে হইবে। এক বৎসরের অধিক বয়স হইলে, প্রতিমাসে এক মাষা করিয়া মাত্রার বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য।—স্তন্যপায়ী শিশুর যে যে রোগ উপস্থিত হইবে, তাহার স্তন্যদাত্রীকে সেই সেই রোগের পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। কোন পীড়াতেই শিশুকে উপবাস করিতে দেওয়া উচিত নহে। উপবাসযোগ্যকালে অপেক্ষাকৃত লঘুপথ্য ব্যবস্থা করা উচিত। অতিসার প্রভৃতি রোগে গব্যদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ছাগদুগ্ধ উপযুক্তপরিমাণে পান করিতে দিবে। তাহাও সম্যক্‌রূপে পরিপাক করিতে না পারিলে, এরারুট বা বার্লি খাইতে দেওয়া উচিত।

স্তন্যপান-বিধি।—সদ্যোজাত সুস্থ শিশুকে প্রথম প্রথম গোদুগ্ধ খাওয়াইবার আবশ্যক নাই; স্তনদুগ্ধ পান করাইলেই যথেষ্ট হয়। স্তন্য পান করাইবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রথমে কিছুদিন বিশেষ নিয়মে না চলিলেও একমাসের পর সময় নির্দ্দেশ করা নিতান্ত উচিত। তখন দিবসে দুই ঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রিকালে তিন ঘণ্টা অন্তর স্তন্য পান করান আবশ্যক। তিন মাসের শিশুকে দিবসে চারিবার ও রাত্রিকালে তিনবার স্তন্য পান করাইবে। চারিমাস গত হইলে, রাত্রিকালে দুইবারের অধিক স্তন্য পান করাইবার প্রয়োজন হয় না।

স্তন্যপান-নিষেধ।—শিশুর নয়মাস বয়সের পূর্ব্বে তাহার স্তন্যপান বন্ধ করা উচিত নহে, অথচ একবৎসর বয়সের পরেই স্তন্যপান বন্ধ করাইতে পারিলেই ভাল হয়। স্তন্য ত্যাগ করাইবার সময়ে হঠাৎ না ছাড়াইয়া, ক্রমশঃ অল্পে অল্পে ছাড়াইতে হয়।

শিশুর উপযোগী দুগ্ধ।—অবস্থানুসারে গোদুগ্ধ বা তাহার অভাবে ছাগদুগ্ধ সহ্যানুসারে অল্প অল্প করিয়া শিশুকে পান করাইবে। গর্দ্দভদুগ্ধ উপযোগী নহে। দুগ্ধের সহিত পরিমিত জল ও চূণের জল মিশ্রিত করিয়া এবং গরম করিয়া, কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছরি চূর্ণের সহিত সদ্যোজাত শিশুকে পান করাইতে হয়। প্রত্যেকবার খাওয়াইবার সময়ে ঐ রূপ দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। শিশুর সাত দিবস বয়স হইলে, আর স্বতন্ত্রভাবে জল না মিশাইয়া, কেবল সমপরিমিত চূণের জল মিশাইবে। ক্রমশঃ দেড় মাস বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধের তিনভাগের এক ভাগ; তৎপরে পাঁচমাস বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধের চারি ভাগের এক ভাগ চূণের জল মিশাইতে হইবে। তাহার পর আর চূণের জল মিশাইবার আবশ্যক হয় না।

শিশুর আহার্য্য।—প্রায় দুইমাস বয়স পর্য্যন্ত দিনে ছয়বার ও রাত্রিকালে দুইবার শিশুকে দুগ্ধ পান করান আবশ্যক; অনিয়মিতরূপে বারংবার দুগ্ধ খাওয়ান উচিত নহে। শিশু যতক্ষণ নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করে, ততক্ষণ খাওয়ান উচিত। শিশুর অনিচ্ছায় জোর করিয়া খাওয়ান অনিষ্টজনক। দুইমাস বয়সের পরে দিনে চারিবার ও রাত্রিতে একবার দুগ্ধ পান করাইবে। ছয়-সাত মাস বয়সের সময়ে অর্থাৎ সম্মুখের দুটী দাঁত উদ্গত হইলে, দুগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য লঘু খাদ্যও অল্প পরিমাণে দেওয়া যায়। দুগ্ধসাগু ও মোহনভোগ সহ্যমত এই সময়ে খাইতে দিবে। তৎপরে দুধ ভাত বা পরমান্ন প্রভৃতি অল্প অল্প দেওয়া যায়। দুইবৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে, রীতিমত ভাত খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

শিশুচর্য্যা।—শিশুর শয়ন ঘর বেশ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। তাহাতে যেন উত্তমরূপে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে। শীতকালের রাত্রিতে এবং বৃষ্টিবাদলের দিনে ঘরের জানালা বন্ধ রাখিতে হয়। শীতকালে এবং ঠাণ্ডার দিনে শিশুর গায়ে জামা বা কাপড় দিয়া রাখিবে; অপর সময়ে তাহা রাখিবার আবশ্যক নাই। তাহাদের জামা প্রভৃতি ঢিলে করিয়া প্রস্তুত করিয়া

দিবে। শিশুদিগকে সহ্যমত তৈল মাখাইয়া, শীতলজলে স্নান করান উচিত। তিন চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দিবাভাগে ঘুমাইতে দেওয়া আবশ্যক। আপনা-আপনি হাঁটিতে শিখিবার পূর্ব্বে জোর করিয়া তাহাদিগকে হাঁটাইবে না, তাহাতে অঙ্গ বিকৃত হইয়া যায়। ধমকাইয়া, অথবা জুজু প্রভৃতি অদ্ভুত নাম করিয়া কখনও ভয় দেখাইবে না; অধিক তোলাপাড়া করিবে না এবং খেলিবার উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে তাহাদিগকে খেলিতে দিবে।

কবিরাজি-শিক্ষা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পরিভাষা।

পরিভাষা।—আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় ঔষধাদি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার প্রণালী কতকগুলি সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী। সেইসমস্ত সাধারণ নিয়ম যাহাতে বিস্তৃতরূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাকেই পরিভাষা কহে। এই পরিভাষাধ্যায়ে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।

পরিমাণ-বিধি।—৬ ছয় সর্ষপে ১ যব। ৩ তিন যবে বা ৪ চারি ধানে ১ এক রতি। ৬ ছয় রতিতে ১ এক আনা। ১০ দশ রতিতে ১ মাষা; সুশ্রুতের মতে ৫ পাঁচ রতিতে ১ এক মাষা। ইহা ভিন্ন মতভেদানুসারে ৬ ছয়রতি, ৭ সাতরতি, ৮ আটরতি এবং ১২ বার রতিতেও মাষা পরিগণিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অধিকাংশস্থলেই এখন ১২ বার রতিতে অর্থাৎ দুই আনায় মাষা ধরা হয়। ৪ চারি মাষায় ১ এক শাণ (অর্দ্ধতোলা); শাণের অপর নাম ধরণ ও টঙ্ক। ২ দুই শাণে ১ এক কোল (এক তোলা); কোলের নামান্তর ক্ষুদ্রক, বটক, ও দ্রঙ্ক্ষণ। ২ দুইকোলে ১ এক কর্ষ (দুই তোলা); পাণিমাণিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উড়ুম্বর প্রভৃতি শব্দ ১ এক কর্ষ অর্থাৎ ২ দুইতোলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ২ দুই কর্ষে ১ এক শুক্তি (৪ চারি তোলা); ইহার অপর নাম অর্দ্ধপল ও অষ্টমিকা। ২ দুই শুক্তিতে ১ এক পল (৮ আট তোলা); পলের সংস্কৃত পর্য্যায়—মুষ্টি, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব। ২ দুই পলে ১ এক

প্রসৃত বা প্রসৃতি (১ এক পোয়া)। ২ দুই প্রসৃতিতে ১ এক অঞ্জলি বা কুড়ব (অর্দ্ধ সের); কুড়বের নামান্তর অর্দ্ধশরাব ও অষ্টমান। ২ দুই কুড়বে ১ এক শরাব বা মাণিকা (১ এক সের।) ২ দুই শরাবে ১ এক প্রস্থ। ৪ চারি প্রস্থে ১ আঢ়ক (আট সের); আঢ়কের সংস্কৃত পর্য্যায়—ভাজন, কংস, পাত্র ও চতুঃষষ্টি পল। ৪ চারি আঢ়কে ১ এক দ্রোণ (৩২ বত্রিশ সের)। দ্রোণের নামান্তর কলস, নল্বণ, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি। ২ দুই দ্রোণে ১ এক কুম্ভ বা স্থর্প (৬৪ চৌষট্টি শরাব)। ১০০ একশত পলে ১ এক তুলা (১২৷৷০ সাড়েবার সের)। ২০০ দুইশত পলে এক ভার। ২ দুই কুম্ভে ১ এক দ্রোণী (৩/৮ তিন মণ আট সের)। ৪ চারি দ্রোণীতে ১ এক খারী (১২৷৩২ বার মণ বত্রিশ সের)।

বিশেষ নিয়ম।—দ্রব ও আর্দ্রপদার্থ গ্রহণ করিতে হইলে, সেইসকল পদার্থ যেখানে গুঞ্জা হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত পরিমাণে গ্রহণের উপদেশ থাকে, সেখানে সেই পরিমাণে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু প্রস্থ হইতে অন্যান্য পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, দ্রবপদার্থ তাহার দ্বিগুণপরিমাণে গ্রহণ করা আবশ্যক। তুলা-পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, তাহার দ্বিগুণ লইবার উপদেশ নাই। কেহ কেহ বলেন, কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পল শব্দদ্বারা পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, সেখানেও দ্বিগুণ লওয়া উচিত। বস্তুতঃ এইসকল উপদেশের অনেকস্থলেই ব্যভিচার দেখা যায়। দন্তীঘৃতে কুড়ব শব্দের উল্লেখ থাকিলেও দ্বিগুণ ঘৃত এবং নারিকেলে কুড়ব শব্দে ৮ আট পল গ্রহণের ব্যবহার আছে।

আর্দ্র দ্রব্য অপেক্ষা শুষ্ক দ্রব্য গুরু ও তীক্ষ্ণ; এইজন্য অনেক স্থলে শুষ্ক দ্রব্য আর্দ্রদ্রব্যের অর্দ্ধাংশ পরিমাণে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুলঞ্চ, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, ঝাঁটী, গুগ্‌গুলু, হিঙ্গু, আদা ও কুড় প্রভৃতি পদার্থ আর্দ্র অবস্থায় গ্রহণ করিলেও, দ্বিগুণ লইবার আবশ্যক নাই।

এই উপদেশ অনুসারে পরিমাণনির্দ্দেশ সাধারণের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে; এইজন্য এই পুস্তকের সকল ঔষধেই প্রত্যেক দ্রব্যের গ্রহণীয় পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনুক্তবিষয়ে গ্রহণ-বিধি।—যেসকল ঔষধে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসমূহের মধ্যে কোন দ্রব্যেরই পরিমাণ লিখিত না থাকে, সেখানে সমুদায় দ্রব্য সমপরি-

মাপে লইতে হয়; ঔষধসেবনের সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে, প্রাতঃকালে ঔষধ সেবন করিতে হয়। দ্রব্যের কোন্ অংশ লইতে হইবে, তাহার উল্লেখ না থাকিলে মূলভাগ লইতে হয়। ঔষধ পাক করিবার জন্য বা ঔষধ রাখিবার জন্য পাত্রের নাম উল্লিখিত না থাকিলে, মৃৎপাত্র গ্রহণ করিতে হয়। মূলগ্রহণকালে যেসকল মূল বৃহৎ ও যাহার মধ্যে কাষ্ঠ আছে, তাহার কাষ্ঠভাগ পরিত্যাগ করিয়া, মূলের ছাল লইতে হয়। যেসকল মূল ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম, তাহাদের কাষ্ঠত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই, মূলের সমুদায় অংশই গ্রহণ করিবে। অঙ্গবিশেষের নাম উল্লেখ থাকিলে, সেই সেই অঙ্গ গ্রহণ করিতে হয়। দ্রবপদার্থবিশেষের উল্লেখ না থাকিলে জল গ্রহণ করা উচিত। দ্রব্যবিশেষের বিশেষ পরিচয় লিখিত না থাকিলে, উৎপল-শব্দে নালোৎপল, পুরীষরসে গোময়রস, চন্দনে রক্ত-চন্দন, সর্ষপে শ্বেত-সর্ষপ, লবণে সৈন্ধব লবণ, মূত্রে গাভীর মূত্র এবং দুগ্ধে ও ঘৃতে গোদুগ্ধ ও গব্য-ঘৃত গ্রহণ করিবে। মাংসগ্রহণস্থলে চতুষ্পদজন্তুর স্ত্রীজাতির এবং পক্ষীর মধ্যে পুংজাতির মাংস গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু ছাগমাংসের স্থলে নপুংসক ছাগের মাংস ও শৃগালের মাংসস্থলে পুংশৃগালের মাংস গ্রহণ করা উচিত। নপুংসক-ছাগের নিতান্ত অভাব হইলে, বন্ধ্যাছাগীর মাংস লইতে পারা যায়। প্রায় সমুদায় ঔষধদ্রব্যই নূতন গ্রহণ করা উচিত; কেবল গুড়, ঘৃত, ধ'নে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ, এই কয়েকটী দ্রব্য সকলস্থলেই পুরাতন গ্রহণ করিতে হয়।

দ্রব্যের প্রতিনিধি।—পুরাতন-গুড়ের অভাবে, নূতন গুড় চারিপ্রহর কাল রৌদ্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিয়া লইবে। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার অভাবে পঙ্ক-পর্প্পটী, তগরপাদুকার অভাবে শিউলিছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডুর, শ্বেত-সর্ষপের অভাবে সাধারণ সর্ষপ, চই ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপুলমূল, মুঞ্জতিকার অভাবে তালমাথী, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে ঝিনুক-ভস্ম, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত (পোখরাজ) কিংবা কড়িভস্ম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহ-ভস্ম, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, রাস্নার অভাবে বাঁদরা অর্থাৎ পরগাছা, রসাঞ্জনের অভাবে দারুহরিদ্রার ক্বাথ (রসোত), পুষ্পের অভাবে কচি ফল, মেদার অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদার অভাবে অনন্তমূল, জীবকের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরি-বর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধিস্থলে বেড়েলা, বৃদ্ধিস্থলে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীর-কাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতকছালের পরিবর্ত্তে নিমছাল, মৃগনাভির

পরিবর্ত্তে খটাশী এবং অন্যান্য দুগ্ধের অভাবে গব্যদুগ্ধ গ্রহণ করা যায়। এইসমস্ত ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের অভাবস্থলেও সেই দ্রব্যের সমগুণবিশিষ্ট অন্যতর দ্রব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভেলা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন দেওয়া উচিত।

দ্রব্য-গ্রহণের সময়।—ঔষধাদির জন্য সাধারণ দ্রব্যসমূহ শরৎকালে উদ্ধৃত করা আবশ্যক। বমন ও বিরেচনের জন্য যেসকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তাহা বসন্তের অবসানে আহরণ করা উচিত। বিশেষতঃ শীত ও গ্রীষ্মকালে মূল, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে পত্র, শরৎকালে ছাল, কন্দ, ক্ষীর (আঠা); হেমন্তে সার এবং অন্যান্য যে যে ঋতুতে যে যে ফল ফুলাদি উৎপন্ন হয়, তাহা সেই সেই ঋতুতে গ্রহণ করিতে হইবে।

পাচন-প্রস্তুতবিধি।—পাচনে যতগুলি দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার সমুদায়গুলি সমভাগে লইয়া সমষ্টি ২ দুইতোলা গ্রহণ করিতে হয়; যেমন— দুইটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১ একতোলা, চারিটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ॥০ অর্দ্ধ তোলা, এইরূপ নিয়মে যতসংখ্যক দ্রব্য থাকে, তাহাই সমপরিমাণে মিলিত ২ দুই তোলা লইতে হইবে। তৎপরে সেইসমস্ত দ্রব্য একত্র ৩২ বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইতে হয়। পাচনে কোন দ্রব্যের প্রক্ষেপ দিবার উপদেশ থাকিলে, পাচন সেবন করিবার সময়ে সেই সেই দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। প্রক্ষেপের পূর্ণমাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা। একটী দ্রব্য প্রক্ষেপ দিতে হইলে, তাহা ॥০ অর্দ্ধ তোলা এবং দুইটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ।০ চারি আনা পরিমাণে দিতে হয়। রোগীর বলানুসারে ইহা অপেক্ষা কম মাত্রায়ও প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। এক দিন পাচন প্রস্তুত করিয়া দুই তিন দিন সেবন করা চলে না, প্রত্যহ নূতন দ্রব্যে নূতন করিয়া পাচন প্রস্তুত করিতে হয়।

পঞ্চকষায়-প্রস্তুতবিধি।—শীত কষায় করিতে হইলে, ঐরূপ ২ দুই-তোলা দ্রব্য কুট্টিত করিয়া, ১২ বারতোলা জলের সহিত পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া, সমস্ত রাত্রির পর প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ফাণ্টকষায় প্রস্তুত করিতে হইলেও ঐরূপ কুট্টিত দ্রব্য তাহার তিনগুণ উষ্ণজলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে ছাঁকিয়া লইতে হয়। কাঁচা কিংবা শুষ্কদ্রব্য জলের সহিত শিলায় পেষণ করিয়া লইলে, তাহাকে কল্ক কহে। কাঁচা দ্রব্য কুট্টিত করিয়া, তাহার

রস বাহির করিয়া লইলে, তাহাকে স্বরস কহে। পাচন হইতে স্বরস পর্য্যন্ত এই পাঁচটী—পঞ্চকষায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোন দ্রব্য পুটপক্ব করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিতে হইলে, সেইসমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া, জাম বা বটাদির পত্রদ্বারা বেষ্টিত ও রজ্জু প্রভৃতিদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া, তাহার উপর এক বা দুই অঙ্গুলি পুরু মাটির লেপ দিবে; এবং শুষ্ক হইলে, অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, অগ্নি-সন্তাপে উপরের মৃত্তিকালেপ লোহিতবর্ণ হইলে, ভিতরের দ্রব্য বাহির করিয়া, তাহার রস গালিয়া লইতে হইবে।

চূর্ণ ঔষধ প্রস্তুতবিধি।—চূর্ণ ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, সমুদায় দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উত্তমরূপে শুষ্ক ও কুট্টিত করিয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে যেসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকটী নির্দ্দিষ্টপরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। কোন চূর্ণে ভাবনা দিবার ব্যবস্থা থাকিলে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের ভাবনা দিয়া, পুনর্ব্বার শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লইতে হয়।

বটিকা-ঔষধ-প্রস্তুতবিধি।—বটিকা-ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসমূহের চূর্ণে দ্রব-পদার্থবিশেষের ভাবনা দিয়া এবং উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, যব, সর্ষপ বা গুঞ্জা প্রভৃতির মত নির্দ্দিষ্টপরিমাণ অনুসারে বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। কোন দ্রব-পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে, কেবল জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। বটিকার পরিমাণ কথিত না থাকিলে, প্রায়ই একরতি পরিমাণে বটিকা করা উচিত। ভাবনা দিবার নিয়ম;—যেসকল ঔষধ ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা নির্দ্দেশানুসারে কোন দ্রব্যবিশেষের রস বা ক্বাথদ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত করিয়া, দিবসে রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে এবং রাত্রিকালে শিশিরে দিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে যে ঔষধে যতদিন ভাবনা দিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একবার সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া মর্দ্দন করিতে হয়।

মোদক-প্রস্তুতবিধি।—যেসকল মোদক-ঔষধ পাক করিতে হয় না, তাহা নির্দ্দিষ্টপরিমিত অথবা অনির্দ্দিষ্টস্থলে চূর্ণদ্রব্যের দ্বিগুণপরিমিত গুড় এবং সমপরিমিত মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, নির্দ্দিষ্টমাত্রায় বটক প্রস্তুত করিতে হয়। পরে যেসকল মোদক পাক করিতে হয়, তাহাতে প্রথমতঃ চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় কিংবা চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি, চূর্ণপদার্থের চতুর্গুণ-পরিমিত জলের সহিত পাক

করিতে হইবে। সন্দেশ-প্রস্তুতের একতারা রসের মত যখন ঐ রস হাতায় লাগিয়া পাত্র পর্য্যন্ত একটী সূত্রের মত তারসংযুক্ত হইবে, তখনই তাহার উপযুক্ত পাক হইয়াছে—বুঝিতে হইবে। তৎপরে অগ্নিতাপ হইতে ঐ রস নামাইয়া, সমুদায় চূর্ণ-পদার্থ তাহাতে ক্রমশঃ ঢালিয়া, তাহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। কোন কোন স্থলে অগ্নিতাপ হইতে রস নামাইবার পূর্ব্বেই চূর্ণ-পদার্থ প্রক্ষেপ দেওয়া হইয়া থাকে। মোদক প্রস্তুত হইলে, কোন ঘৃতভাবিত মৃৎপাত্রে কিংবা আধুনিক চীনে-মাটির পাত্রে তাহা রাখিয়া দেওয়া উচিত।

অবলেহ-প্রস্তুতবিধি।—অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা পাকে ঘন করিয়া লইতে হয়। চিনি দিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে, চূর্ণপদার্থের চারিগুণ-পরিমিত চিনি, এবং গুড় দিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে, চূর্ণের দ্বিগুণ-পরিমিত গুড়ের পূর্ব্ববৎ রস প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। জলের পরিবর্ত্তে অপর কোন দ্রবপদার্থের সহিত অবলেহ পাক করিতে হইলে, তাহাও চূর্ণের চতুর্গুণ লওয়া আবশ্যক। মোদকের ন্যায় অবলেহ-পাকেও যখন হাতায় করিয়া তুলিলে, হাতার সহিত পাত্র পর্য্যন্ত তারমত হইয়া থাকে, জলে ফেলিলেও গলিয়া যায় না, এবং অঙ্গুলিদ্বারা চাপ দিলে তাহাতে অঙ্গুলির দাগ পড়ে, তখনই তাহার উপযুক্ত পাক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

গুগ্‌গুলু-পাকবিধি।—প্রথমতঃ গুগ্‌গুলের মলাদি বাছিয়া ফেলিয়া, দশমূলের উষ্ণক্বাথের সহিত আলোড়িত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে; অথবা গুগ্‌গুলু বস্ত্রখণ্ডে শিথিলভাবে বাঁধিয়া দোলাযন্ত্রে অর্থাৎ হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া, গব্য-দুগ্ধ কিংবা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে; তৎপরে সূর্য্য-তাপে শুষ্ক করিয়া তাহা ঘৃতমিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে গুগ্‌গুলু শোধিত হইয়া থাকে। ঐ শোধিত গুগ্‌গুলু অগ্নিতে পাক করিবার উপদেশ থাকিলে পাক করিয়া, অথবা উপদেশ না থাকিলে পাক না করিয়া, নির্দ্দিষ্ট চূর্ণাদি পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই গুগ্‌গুলু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পুটপাকবিধি।—একগজ-পরিমিত গভীর একটী গর্ত্ত করিয়া, তাহার তিনভাগ বিলঘুঁটেদ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে; তাহার উপর ঔষধের মূষা (মুচি) স্থাপন করিবে, এবং ঐ মূষার উপরে আর কতকগুলি বিলঘুঁটে দিয়া গর্ত্তটী পূর্ণ

করিতে হইবে। পরে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে, যখন সমুদায় ঘুঁটে ভস্ম হইয়া যাইবে, সেই সময়ে মূষাটী বাহির করিয়া, তাহার মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। ঔষধপূর্ণ মূষাটী বস্ত্র ও মৃত্তিকার লেপদ্বারা বিশেষরূপে আবৃত করা আবশ্যক। গর্ত্তটীর মুখভাগ ১ এক হাত এবং তলভাগ ১॥০ দেড় হাত পরিমাণে প্রশস্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহারই নাম গজপুট।

বালুকাযন্ত্রে ঔষধ-পাকবিধি।—বালুকা-যন্ত্রে অথবা লবণ-যন্ত্রে কোন ঔষধ পাক করিতে হইলে, বালুকা কিংবা সৈন্ধব-লবণদ্বারা একটী হাঁড়ী পূর্ণ করিবে, এবং সেই বালুকা বা লবণের মধ্যে ঔষধপূর্ণ মূষা প্রোথিত করিয়া, নির্দ্দিষ্টকালপর্য্যন্ত অগ্নির জ্বাল দিতে হইবে। মূষাটীতে বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিয়া, তাহা শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক।

সুরাপ্রস্তুত-বিধি।—সুরা প্রস্তুত করিতে হইলে, শুঁড়ীদের মদ চোঁয়াইবার যন্ত্রের মত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, তাহাদ্বারা চোঁয়াইয়া লইতে হয়। আসব ও অরিষ্ট চোঁয়াইতে হয় না, কেবল নির্দ্দিষ্টকাল ধান্যরাশি বা মৃত্তিকার মধ্যে পুঁতিয়া পচাইয়া লইলেই তাহা প্রস্তুত হয়। আসব ও অরিষ্টের সাধারণ প্রভেদ এই যে, দ্রব্যবিশেষের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে অন্যান্য পদার্থ প্রক্ষেপ দিয়া পচাইয়া লইলে তাহাকে অরিষ্ট কহে, এবং কোন পদার্থের ক্বাথ না করিয়া সমুদায় দ্রব্য কেবল জলের সহিত পচাইয়া যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাকে আসব কহে।

তিলতৈলের মূর্চ্ছাপাকবিধি।—তৈল ও ঘৃতপাকের জন্য প্রথমেই তাহার মূর্চ্ছাপাক করা আবশ্যক। তিলতৈলের মূর্চ্ছাপাক করিতে হইলে, লৌহকটাহে বা অপর কোন পাত্রে করিয়া তৈলে অগ্নির মৃদুজ্বাল দিতে হইবে। তৈল নিষ্ফেন হইলে চুল্লী হইতে নামাইবে, এবং অল্প শীতল হইলে, তাহাতে পেষিত হরিদ্রার জল, তৎপরে ঐরূপ পেষিত মঞ্জিষ্ঠা, এবং ক্রমশঃ শিলাপিষ্ট লোধ, মুতা, নালুকা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেয়ার জটা, বটের ঝুরি ও বালা এইসমস্ত দ্রব্য অল্প অল্প করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। তাহার পর তৈলের চতুর্গুণ-পরিমিত জল দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে ও অল্প জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। সাতদিন পর্য্যন্ত আর কোন পাক করিবে না। মূর্চ্ছাপাকের জন্য মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিমাণ—যে তৈল পাক হইতেছে, তাহার ১৬ ষোল-ভাগের একভাগ মঞ্জিষ্ঠা, এবং অন্যান্য দ্রব্য মঞ্জিষ্ঠার চারি ভাগের এক ভাগ

পরিমাণে লইতে হয়; অর্থাৎ চারিসের তৈলপাকের জন্য মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া এব অন্যান্য দ্রব্য এক ছটাক লইতে হইবে।

বায়ুনাশক-তৈলপাকবিধি।—বায়ুনাশক তৈলসমূহের পাককালে ঐরূপ মূর্চ্ছিত তৈলের অষ্টমাংশপরিমিত আম, জাম, কয়েদ্‌বেল ও টাবানেবু পত্র, চারিগুণ জলসহ পাক করিয়া ও একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই কাথের সহিত ঐ মূর্চ্ছিত তৈল আর একবার পাক করিয়া লইতে হয়।

সর্ষপতৈলের ও এরণ্ডতৈলের মূর্চ্ছাপাক-বিধি।—সর্ষপ-তৈল মূর্চ্ছা করিতে হইলে, মূর্চ্ছাপাকের জন্য যথাক্রমে হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, আমলকী, মুতা বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও বহেড়া, এইসকল দ্রব্য; এবং এরণ্ডতৈল-মূর্চ্ছার জন্য মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধ'নে, ত্রিফলা, জয়ন্তীপত্র, বন খেজুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ার জটা, দধি ও কাঁজি এই সকল দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে হয়। ৴৪ চারি সের সর্ষপতৈলে মঞ্জিষ্ঠা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য ২ দুই তোলা মাত্রায়, এবং ৴৪ চারি সের এরণ্ডতৈলে মঞ্জিষ্ঠা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য ৪ চারি তোলা মাত্রায় দিতে হইবে। মঞ্জিষ্ঠা সকল তৈলেই একরূপ পরিমাণে দেওয়া উচিত, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ৴৪ চারি সের তৈলে ৴।০ এক পোয় মাত্রায় মঞ্জিষ্ঠা দিবে।

ঘৃতমূর্চ্ছা বিধি।—ঘৃতের মূর্চ্ছাপাকে, অগ্নিজ্বালে ঘৃত চড়াইয়া নিক্ষে হইলে নামাইবে, এবং অল্প শীতল হওয়ার পরে প্রথমে হরিদ্রার জল, তৎপরে নেবুর রস এবং তাহার পর শিলাপিষ্ট হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও মুতা নিক্ষেপ করিতে হইবে; তৎপরে তৈলের ন্যায় চতুর্গুণ জল দিয়া ইহাও পুনর্ব্বার পাব করা আবশ্যক। ৴৪ চারি সের ঘৃতে ঐ ৪ চারিটী দ্রব্য প্রত্যেক ৮ আট তোল পরিমাণে লইতে হইবে।

স্নেহপাকবিধি।—মূর্চ্ছাপাকের দ্রব্যসমূহ উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ফেলিয়া তৎপরে তৈল বা ঘৃতের সহিত নির্দ্দিষ্ট কাথ পাক করিতে হয়। যে কয়েকটী কাথের সহিত পাক করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার প্রত্যেকটীর সহিত পৃথক্‌ভাবে পাক করিতে হইবে। প্রথমতঃ কাথদ্রব্য তৈলাদির দ্বিগুণপরিমাণে লইয়া, তাহার আটগুণ জলের সহিত অর্থাৎ ৴৮ আট সের কাথ্যদ্রব্য ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ ষোল সের অবশিষ্ট থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া লইতে হইবে; তাহার পর সেই

কাথের সহিত /৪ চারি সের তৈলাদি পাক করিবে। কাথপাকের পরে বিধানা-নুসারে দুগ্ধ, দধি, কাঁজি, গোমূত্র ও মাংসরস প্রভৃতি দ্রব-পদার্থের সহিত তৈলাদি পাক করিতে হয়। এইসকল দ্রবদ্রব্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, প্রত্যেক দ্রব্য স্নেহের সমপরিমিত লইতে হইবে। কিন্তু কাথাদি অন্য কোন দ্রবপদার্থের সহিত পাকের বিধান না থাকিয়া, কেবল একমাত্র দুগ্ধের সহিত পাক বিহিত থাকিলে, স্নেহপদার্থের চতুর্গুণ দুগ্ধ লওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ দুগ্ধপাকের সময়ে দুগ্ধের সহিত চতুর্গুণ জল মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে উপদেশ দেন। ইহার পর কল্কপাক করা উচিত। শুষ্ক বা কাঁচা দ্রব্য জলসহ শিলায় পেষণ করিলে, তাহাকে কল্ক কহে। স্নেহপদার্থের চারিভাগের একভাগ কল্কদ্রব্য, তাহার চতুর্গুণ জলাদি দ্রব-পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তৎসহ স্নেহ পাক করিবে; অর্থাৎ /৪ চারি সের স্নেহপদার্থে /১ এক সের কল্কদ্রব্য, /৪ চারি সের দ্রব-পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিবে। কল্কদ্রব্যের সহিত কোনও দ্রব-পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে, চারিগুণ জলসহ কল্কপাক করিতে হইবে। কল্ক-পাককালে যখন কল্কদ্রব্য অঙ্গুলিদ্বারা পাকাইলে বাতির ন্যায় বা গোলাকার হয়, এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে কোনরূপ শব্দ হয় না, তখনই পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পাকশেষের পরে চুল্লী হইতে নামাইয়া রাখিবে, এবং সাত দিন পরে কল্কদ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিবে।

গন্ধ-পাকবিধি।—স্নেহপাক মাত্রেই সর্ব্বশেষে একবার গন্ধপাক করিবার বিধি আছে। কুড়, নালুকা, খটাশী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, জটামাংসী, তেজপত্র, নখী, মৃগনাভি, জায়ফল, কক্কোলফল, কুঙ্কুম, দারুচিনি, লতাকস্তুরী, বচ, ছোট এলাচ, অগুরু, মুতা, কর্পূর, গেঁঠেলা, সরলকাষ্ঠ, কুন্দুরখোটি, লবঙ্গ, গন্ধমাত্রা, শিলারস, শুল্‌ফা, মেথী, নাগরমুতা, শঠী, জয়িত্রী, শৈলজ, দেবদারু ও জীরা, এইসমস্ত গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলাজতু, কুঙ্কুম, নখী, খটাশী, এলাইচ, শ্বেতচন্দন, মৃগনাভি ও কর্পূর ব্যতীত অপর দ্রব্যগুলি পেষণ বা চূর্ণ করিয়া, কল্কপাকের ন্যায় চতুর্গুণ জলসহ পাক করিতে হয়। সেই পাকের সময়ে তৈলে খটাশী নিক্ষেপ করিয়া রাখিতে হয়, এবং সিদ্ধ হওয়ার পর তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। পাকশেষের পরে শিলাজতু, কুঙ্কুম, নখী, এলাইচ, শ্বেতচন্দন ও মৃগনাভি, এই কয়েকটী দ্রব্য তৈলে প্রক্ষেপ দিয়া, পাঁচ দিন রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

যেসকল তৈল নস্যকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের কিঞ্চিৎ মৃদুপাক এবং অভ্যঙ্গের জন্য কিঞ্চিৎ খরপাক অথবা সকল কার্য্যের জন্যই তৈলের মধ্যপাক হওয়া আবশ্যক।

ঔষধ-সেবনকাল।—রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঔষধ সেবন করাইতে হয়। পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপে এবং বিরেচনাদি শুদ্ধিকার্য্যের জন্য প্রাতঃকালে অভুক্ত অবস্থায় ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। অপান বায়ু দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে, সমান-বায়ু কুপিত হইলে ভোজনের শেষে, উদান-বায়ুর প্রকোপে সায়ংভোজনের সহিত এবং প্রাণ-বায়ুর প্রকোপে সান্ধ্যভোজনের পরে ঔষধ সেবন করাইবে। হিক্কা, আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি বায়ুপ্রধান রোগে ভোজনের প্রথমে ও পরে ঔষধসেবনের উপদেশ আছে। অগ্নিমান্দ্য এবং অরুচিরোগে ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ সেবন করা উচিত। অজীর্ণনাশক ঔষধ রাত্রিকালে সেবন করা ব্যবস্থেয়। তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, শ্বাস ও বিষরোগের অবস্থা প্রবল হইলে, মুহুর্মুহুঃ ঔষধ সেবন আবশ্যক।

সাধারণতঃ প্রায় সমস্ত ঔষধই প্রাতঃকালে সেবন করাইবার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, দুই তিন প্রকার ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে হইলে, বিবেচনাপূর্ব্বক কোনটী প্রাতঃকালে, কোনটী তাহার ২।৩ ঘণ্টা পরে এবং কোনটী বৈকালে সেবন করান হয়।

অনুপান বিধি।—অধিকাংশ ঔষধ সেবনের পরে, এক একটী দ্রব-পদার্থ পানের বিধান আছে; তাহাকেই অনুপান কহে। কিন্তু সাধারণতঃ এখন মধু প্রভৃতি যেসকল দ্রব-পদার্থের সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যায়, তাহাই অনুপান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ঔষধমাত্রই অনুপান-বিশেষের সহিত সেবিত হইলে, তাহা অল্প সময়ে অধিক কার্য্যকারক হয়। এইজন্য প্রায় সমুদায় ঔষধই অনুপান-বিশেষের সহিত সেবন করান আবশ্যক। যে ঔষধ যে রোগনাশক, তাহার সহিত সেই রোগনাশক অনুপানই ব্যবস্থা করিতে হইবে; শ্লেষ্মজ্বরে অনুপানের জন্য মধু, পাণের রস, আদার রস ও তুলসীপাতার রস বা কাথ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। পিত্তজ্বরে পটোলের রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস বা কাথ, গুলঞ্চের রস এবং নিমছালের রস বা কাথ প্রভৃতি অনুপানের উপযোগী। বাতজ্বরে মধু, গুলঞ্চের রস, চিরাতা-ভিজান জল, নালিতা

ভিজান জল ও তুলসীপাতার রস প্রভৃতি অনুপানার্থে ব্যবস্থা করিবে। বিষমজ্বরে মধু, পিপুলের গুঁড়া, তুলসীপাতার রস, শেফালিকা (শিউলি) পাতার রস, বিল্বপত্রের রস ও গোলমরিচের গুঁড়া প্রভৃতি অনুপানরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে। অতিসার রোগে বেলশুঁঠ, মুতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, আম্রকেশী, দাড়িমফলের ছাল, ধাইফুল ও কুড়চি প্রভৃতি ; শ্লেষ্মপ্রধান কাস, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগে বাসকপাতা, তুলসীপাতা, পাণ ও আদার রস, বাসকছাল, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, কণ্টকারী, কট্‌ফল ও কুড় প্রভৃতি দ্রব্যের ক্বাথ এবং বচ, তালীশপত্র, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন প্রভৃতির চূর্ণ ; বায়ুপ্রধান শ্বাসে বহেড়া-সিদ্ধ জল বা বহেড়ার বীজের শস্যচূর্ণ ও মধু ; রক্তভেদ ও রক্তস্রাব নিবারণের জন্য বাসকপাতার রস, আয়াপানার রস বা ক্বাথ, দাড়িমপাতার রস, কুকশিমার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, কুড়চিছালের ক্বাথ, দূর্ব্বাঘাসের রস, ছাগদুগ্ধ ও মোচরসের চূর্ণ ; শোথরোগে বিল্বপত্রের রস, শ্বেতপুনর্নবার রস বা ক্বাথ, শুষ্কমূলার ক্বাথ এবং গোলমরিচ চূর্ণ ; পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে ক্ষেৎপাপড়ার রস, কুলেখাড়ার রস বা গুলঞ্চের রস প্রভৃতি ; মলভেদ করাইবার জন্য তেউড়ীমূলচূর্ণ, দন্তীমূলচূর্ণ, সোণামুখীভিজান জল বা তাহার ক্বাথ, কট্‌কীর ক্বাথ, হরীতকী-ভিজান জল, গরম জল ও গরম দুগ্ধ ; মূত্রবিরেচন অর্থাৎ প্রস্রাব সরল করিবার জন্য স্থলপদ্মের পাতার রস, পাথরকুচীর রস, সোরা-ভিজান জল, কাবাবচিনির গুঁড়া, এবং গোক্ষুরবীজ, কুশমূল, বেণামূল ও কৃষ্ণ-ইক্ষুমূলের ক্বাথ প্রভৃতি ; বহুমূত্রনিবারণের জন্য যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণ, মোচরস, ঝিঞ্জেপোড়ার রস ও তেলাকুচার মূলের রস ; প্রমেহরোগে গুলঞ্চের রস, কাঁচাহলুদের রস, আমলকীর রস, কচিশিমুলমূলের রস, দারুহরিদ্রাচূর্ণ, মঞ্জিষ্ঠা ও অশ্বগন্ধার ক্বাথ, ঘষা-শ্বেতচন্দন, গঁদভিজান জল, কদমছালের রস ও কেশুরের রস প্রভৃতি ; প্রদররোগে গুলঞ্চের রস, অশোকছালের ক্বাথ এবং রক্তরোধক অন্যান্য দ্রব্য ; রজঃস্রাব করাইবার জন্য মুসব্বর, বাঁশের নীলভিজান জল, ওলট্‌কম্বল, লতাফট্‌কির পাতা, ঈশলাঙ্গলা ও জবাফুলের রস ; অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যরোগে যমানী ও মৌরীভিজান জল এবং পিপুল, পিপুলমূল, গোলমরিচ, চই, শুঁঠ ও হিঙ্গুচূর্ণ ; ক্রিমিরোগে বিড়ঙ্গচূর্ণ, দাড়িমের শিকড়ের ক্বাথ এবং আনারসের পাতা ও খেজুরপাতা, ভাট্‌পাতা, চাঁপার পাতা, ঘেঁটুর পাতা ও নিসিন্দাপাতার রস ; বমন-রোগে বড়-এলাচের

ক্বাথ বা চূর্ণ; বায়ুরোগে ত্রিফলা ভিজান জল, শতমূলীর রস, বেড়েলার ক্বাথ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, অথবা আমলকী-ভিজান জল এবং শুক্রবৃদ্ধি ও শরীর-পুষ্টির জন্য মাখন, দুগ্ধের সর, দুগ্ধ, আলকুশীর বীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও অশ্বগন্ধার চূর্ণ, শিমুলের রস ও অনন্তমূলের ক্বাথ প্রভৃতি অনুপানের ব্যবস্থা করিবে।

রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, এইসকল অনুপানের মধ্যে ক্বাথ ও ভিজান-জল এক ছটাক পরিমাণে, কাঁচা দ্রব্যের রস ২ দুই তোলা কিংবা ১ এক তোলা পরিমাণে এবং চূর্ণ এক আনা বা ৵১০ অর্দ্ধ আনা পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। চূর্ণ অনুপানের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিতে হইবে। পিত্তের আধিক্য ব্যতীত অন্যান্য সকল অবস্থাতেই মধু অনুপানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বটিকা এবং চূর্ণ ঔষধ সেবনকালেই এইসকল অনুপান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোদক, গুগ্‌গুলু এবং গুড় প্রভৃতি ঔষধ, অবস্থাবিশেষে শীতল জল, গরম জল ও গরমদুগ্ধসহ সেবন করাইতে হয়। ঘৃত, কেবল একছটাক আন্দাজ গরম দুগ্ধ ও চারি আনা আন্দাজ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করান উচিত। চিনিমিশ্রিত ঘৃতে স্বতন্ত্র চিনি মিশাইবার আবশ্যক হয় না।

ধাতুপ্রভৃতির শোধন-মারণবিধি।

সর্ব্বধাতুর শোধনবিধি।—স্বর্ণাদি ধাতুর অতিপাতলা পাত প্রস্তুত করিয়া, যথাক্রমে এক একবার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং তৈল, ঘোল, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থ-কলায়ের ক্বাথে ডুবাইবে; এইরূপ তিনবার করিলেই সমুদায় ধাতু শোধিত হয়। বঙ্গ ও সীসা সহজেই গলিয়া যায়; এইজন্য তাহাদের পাত না করিয়া, এক একবার গলাইয়া, তৈলাদি পদার্থে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

স্বর্ণভস্ম।—শোধিত-স্বর্ণের পাত কাঁচিদ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া লইবে, পরে তাহা সমপরিমিত পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া, একটী গোলক

করিবে। একখানি কটোরায় প্রথমে স্বর্ণের সমপরিমিত গন্ধক-চূর্ণ দিয়া, তাহার উপর ঐ গোলকটী রাখিবে এবং গোলকের উপরেও আবার ঐ পরিমিত গন্ধক-চূর্ণ দিয়া অপর কটোরাদ্বারা ঢাকা দিবে; উভয় কটোরার সংযোগমুখ মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া, শুকাইয়া লইবে। তৎপরে ৩০ ত্রিশখানি বিলঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিতে হইবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া, পুনর্ব্বার ঐরূপ পারদসহ মর্দ্দিত ও গন্ধকদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুটপাক করিবে। এইরূপে ১৪ চৌদ্দবার মর্দ্দন ও পুটপাক করা হইলে, স্বর্ণের বিশুদ্ধ ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রৌপ্যভস্ম।—স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধরৌপ্যও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মরূপে কাটিয়া সমপরিমিত পারদের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। তৎপরে সমপরিমিত হরিতাল, গন্ধক এবং নেবুর রসের সহিত ঐ রৌপ্য মর্দ্দন করিয়া, স্বর্ণের ন্যায় পুটপাক করিবে। এইরূপ দুই তিন পুটেই রৌপ্য ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

তাম্রভস্ম।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া, গোড়ানেবুর রসের সহিত তাহা মর্দ্দন করিবে। বিশুদ্ধ-তাম্রপাত্রে ঐ কজ্জলীর লেপ দিয়া, সেইসমস্ত তাম্রপাত্র একখানি শরায় রাখিয়া ও অপর শরাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুটপাক করিবে। পারদ ও গন্ধকের অভাবে গোঁড়ানেবুর রসের সহিত হিঙ্গুল মাড়িয়া, তাহার লেপ দিবারও উপদেশ আছে। তাম্র ভস্ম হওয়ার পরে, তাহার অমৃতীকরণ করা আবশ্যক; তাহা হইলে, বমি, ভ্রম ও বিরেচন প্রভৃতি তাম্রসেবনজনিত উপদ্রব উপস্থিত হয় না। জারিত তাম্র কোন অম্লরসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া একটী গোলক করিবে এবং সেই গোলকটী ওলের মধ্যে পূরিয়া, ওলের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে, তৎপরে গজপুটে তাহা পাক করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাম্রের অমৃতীকরণ করা হইবে। পিত্তল এবং কাংস্যেরও এইরূপ নিয়মে ভস্ম ও অমৃতীকরণ করিতে হয়।

বঙ্গভস্ম।—একখানি লৌহ-কড়ায় অগ্নিজ্বালে বঙ্গ গলাইয়া লইবে এবং ক্রমশঃ তাহাতে বঙ্গের সমপরিমিত হরিদ্রাচূর্ণ, যমানীচূর্ণ, জীরাচূর্ণ, তেঁতুলছালচূর্ণ ও অশ্বত্থছালচূর্ণ একে একে অল্প অল্প করিয়া নিক্ষেপ পূর্ব্বক, অনবরত হাতাদ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইসকল পদার্থের এক একটী চূর্ণ নিঃশেষরূপে পুড়িয়া যাওয়ার পরে, অপর একটীর চূর্ণ নিক্ষেপ করা আবশ্যক। এইরূপে সমুদায় চূর্ণ

পুড়িয়া গিয়া, কেবল বঙ্গ শ্বেতবর্ণ ও পরিষ্কার চূর্ণরূপে পরিণত হইলেই, বঙ্গভস্ম প্রস্তুত হইবে। দস্তাও এইরূপ নিয়মে ভস্ম করিতে হয়।

সীসকভস্ম।—একটী লৌহপাত্রে সীসক ও যবক্ষার একত্র মৃদু-অগ্নি-জ্বালে পাক করিতে হইবে। সীসা ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ তাহাতে যবক্ষার দিয়া নাড়িতে হইবে। রক্তবর্ণ হইলে নামাইয়া, জলদ্বারা ধৌত করিবে, এবং পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপে সীসকের পীতবর্ণ ভস্ম হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ ভস্ম করিতে হইলে, সীসক অগ্নিতাপে গলাইয়া, মনঃশিলার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবে এবং ধূলিবৎ হইলে নামাইয়া রাখিবে। পরে তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, নেবুর রসসহ মাড়িয়া পুটপাক করিতে হইবে। এই উভয়প্রকার ভস্মই ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

লৌহভস্ম।—পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে লৌহ শোধিত করিবে এবং সেই সমস্ত লৌহের পাত এক একবার গরম করিয়া, যথাক্রমে দুগ্ধ, কাঁজি, গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্বাথে তিন তিন বার ডুবাইতে হইবে। দুগ্ধ, কাঁজি ও গোমূত্র লৌহের দ্বিগুণ পরিমাণে; এবং লৌহের আটগুণ ত্রিফলাসহ তাহার চারিগুণ জল সিদ্ধ করিয়া, একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই ক্বাথ লইতে হয়। এইরূপ নিষেক-কার্য্যের পরে লৌহপাতগুলি চূর্ণ করিবে এবং এক একবার গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া ছোট ছোট টীকা করিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে তাহা দুইখানি শরার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, গজপুটে পাক করিতে হইবে। সাধারণ ভস্মের জন্য অন্ততঃ এইরূপ শতবার পুট দেওয়া আবশ্যক। তাহা অপেক্ষা যত অধিকবার পুট দেওয়া যায়, লৌহের গুণও তত অধিক হইয়া থাকে; সহস্রপুটিত লৌহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত এবং সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত।

অভ্রভস্ম।—ভস্মের জন্য কৃষ্ণাভ্র গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমতঃ কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে; অতঃপর তাহার স্তরগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, ন'টে-শাকের রসে ও কোনপ্রকার অম্লদ্রব্যের রসে ৮ আটপ্রহর ভাবনা দিলে, অভ্র শোধিত হইয়া থাকে। তৎপরে সেই শোধিত অভ্র, তাহার চারিভাগের একভাগ শালিধান্যের সহিত একত্র একখানি কম্বলে বাঁধিয়া, তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরে তাহা হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে, কম্বল হইতে অতি

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকার ন্যায় যে অভ্রকণা নির্গত হইবে, তাহাই ভস্ম করিবার জন্য গ্রহণ করিবে। এইরূপ অভ্রকে ধান্যাভ্র কহে। ধান্যাভ্র এক একবার গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিবে, এবং লৌহের ন্যায় দুইখানি শরার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে; এইরূপে ক্রমশঃ অভ্রভস্ম প্রস্তুত হয়। যতক্ষণ অভ্রভস্মের চন্দ্র অর্থাৎ চক্‌চকে অংশ নষ্ট না হয়, ততক্ষণ তাহা ঔষধাদিতে ব্যবহার করা উচিত নহে। সহস্রপুটিত অভ্রই সকলকার্য্যে প্রয়োগ করা উচিত। অভ্রভস্মেরও অমৃতীকরণ করিতে হয়। ত্রিফলার কাথ /২ দুই সের, গব্যঘৃত /১ এক সের, ও জারিত অভ্র /১।০ পাঁচ পোয়া, একত্র এইসমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে করিয়া মৃদু-অগ্নিজ্বালে পাক করিতে হইবে; পাকশেষে চূর্ণবৎ হইলে, তাহাকেই অভ্রের অমৃতীকরণ কহে।

মণ্ডুর।—লৌহ পোড়াইলে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডুর কহে। একশত বৎসরের অধিক পুরাতন মণ্ডুর ঔষধার্থে গ্রহণ করা উচিত; নিতান্তপক্ষে ৬০ ষাট বৎসরের পুরাতন মণ্ডূরও গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের মণ্ডূর কদাচ গ্রহণ করিবে না। হাপর অর্থাৎ আগুন করা জাঁতাদ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে এক একবার মণ্ডূর পোড়াইয়া, ক্রমান্বয়ে ৭ সাত-বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পরে সেই মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। তাহা হইলেই ঔষধোপযোগী মণ্ডূর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

স্বর্ণমাক্ষিক।—তিনভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধব-লবণ, টাবানেবুর অথবা গোঁড়ানেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, লৌহপাত্রে পাক করিবে। পাক-কালে তাহা ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। লৌহপাত্র যখন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, তখনই স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়াছে—বুঝিতে হইবে। তৎপরে কুলথকলায়ের কাথ, কিংবা তিলতৈল, অথবা ঘোল, কিংবা ছাগমূত্রের সহিত স্বর্ণমাক্ষিক মর্দ্দন করিয়া, গজপুটে দগ্ধ করিতে হইবে। কাঁকরোল, মেড়াশৃঙ্গী ও গোঁড়ানেবুর রসের সহিত এক একদিন ভিজাইয়া, প্রখর রৌদ্রে রাখিলেই রৌপ্যমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। তৎপরে স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় ভস্ম প্রস্তুত করিতে হয়।

তুত্থক-শোধন।—গোঁড়ানেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, প্রথমতঃ লঘুপুটে পাক করিবে। তাহার পর তিন দিন দধির মাতে ভাবনা দিলেই, তুঁতে শোধিত হয়।

শিলাজতু-শোধন।—যে শিলাজতু গোমূত্রের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, তিক্ত ও কষায়রসসংযুক্ত, শীতল, স্নিগ্ধ, মৃদু ও গুরু, তাহাই ব্যবহার করা উচিত। ঐরূপ শিলাজতু গরমজলের সহিত একপ্রহরকাল ভিজাইয়া রাখিবে; পরে তাহা উত্তমরূপে গুলিয়া ও বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া একটী মৃত্তিকাপাত্রে করিয়া রৌদ্রে রাখিতে হইবে। সেই জলের উপর সরের মত যে পদার্থ জমিবে, তাহা তুলিয়া অন্য একটী পাত্রে রাখিবে; এইরূপে প্রত্যহ রৌদ্রে রাখিয়া উপরের সরভাগ ক্রমে ক্রমে তুলিয়া লইতে হইবে। সেই সরভাগই শোধিত শিলাজতু। বিশুদ্ধ শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তাহা হইতে ধূম নির্গত হয় না। ইহাই শিলাজতুর পরীক্ষা।

সিন্দূর-শোধন।—দুগ্ধের ও অম্লরসের ভাবনা দিলে, সিন্দূর শোধিত হইয়া থাকে।

রসাঞ্জন-শোধন।—রসাঞ্জন চূর্ণ করিয়া, গোঁড়ানেবুর রসের সহিত একদিন রৌদ্রে রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে তাহা বিশুদ্ধ হয়; অথবা জলে গুলিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলেও শোধিত হইয়া থাকে।

সোহাগা-শোধন।—সোহাগা অগ্নিতে পোড়াইয়া খই করিয়া লইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ফট্‌কিরিও ঐরূপ অগ্নিতে পোড়াইয়া খই করিয়া শোধন করিতে হয়।

শঙ্খাদির-শোধন।—শঙ্খ, শুক্তি ও কপর্দ্দক (কড়ী), কাঁজির সহিত দোলাযন্ত্রে একপ্রহরকাল সিদ্ধ করিলে বিশুদ্ধ হয়। তাহার পর একখানি শরায় করিয়া, অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইয়া লইলেই তাহা ভস্ম হইয়া থাকে।

সমুদ্রফেনশুদ্ধি।—কাগ্‌জিনেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া লইলেই, সমুদ্রফেন শোধিত হয়।

গিরিমাটী।—গব্যদুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ করিলে, অথবা গব্যঘৃতের সহিত ভাজিয়া লইলে, গিরিমাটী বিশুদ্ধ হয়।

হীরাকস।—ভীমরাজের রসের সহিত একদিন ভিজাইয়া রাখিলে, হীরাকস শোধিত হইয়া থাকে।

খর্পরভস্ম।—গোমূত্রের সহিত যথাক্রমে ৭ সাত দিন কাল দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলেই খর্পর বিশুদ্ধ হয়। তৎপরে তাহা অগ্নিজ্বালে চড়াইয়া,

গলিয়া গেলে, ক্রমে ক্রমে তাহাতে সৈন্ধবচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং পলাশকাষ্ঠদ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে। ভস্মবৎ হইলে নামাইয়া লইলেই খর্পরভস্ম প্রস্তুত হইবে।

হীরকভস্ম।—কণ্টকারীর মূলের মধ্যে হীরক নিহিত করিয়া, কুলথকলাই ও কোদোধান্যের কাথে তিন দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলে, হীরক শোধিত হয়। তৎপরে ঐ হীরক এক একবার অগ্নিতে পোড়াইয়া, হিং ও সৈন্ধব-লবণমিশ্রিত কুলথকলায়ের কাথে ডুবাইতে হইবে। এইরূপ ২১ একুশবার দগ্ধ করিলেই হীরকভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। বৈক্রান্তও এইরূপ নিয়মানুসারে শোধিত করিয়া ভস্ম করিতে হয়।

অন্যান্য রত্নের শোধন।—অন্যান্য রত্ন জয়ন্তীপত্রের রসের সহিত একপ্রহরকাল দোলাযন্ত্রে পাক করিলে বিশুদ্ধ হয়; তৎপরে তাহাদিগকে অগ্নিতে পোড়াইয়া, তপ্ত থাকিতে থাকিতে যথাক্রমে ঘৃতকুমারীর রসে, নটেশাকের রসে ও স্তনদুগ্ধে সাত সাতবার নিষিক্ত করিয়া লইলে, ভস্ম প্রস্তুত হইবে।

মিঠাবিষ-শোধন।—মিঠাবিষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া, তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা শোধিত হয়। প্রত্যহ ধৌত করিয়া নূতন গোমূত্রে ভিজান আবশ্যক। তৎপরে তাহার ছাল তুলিয়া শুকাইয়া লইবে।

সর্পবিষ শুদ্ধি।— কৃষ্ণসর্পের বিষ প্রথমতঃ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে পাণের রস, বকপত্রের রস ও কুড়ের কাথ দ্বারা যথাক্রমে তিনবার করিয়া ভাবনা দিলেই তাহা শোধিত হয়।

জয়পালশুদ্ধি।—জয়পালের বীজের মধ্যভাগে যে একটী পাতলা পত্র থাকে, তাহা ফেলিয়া দিয়া, দোলাযন্ত্রে গোদুগ্ধের সহিত পাক করিবে এবং নিঙড়াইয়া তাহার তৈল বাহির করিয়া ফেলিলে জয়পাল বিশুদ্ধ হয়।

লাঙ্গলীবিষ-শোধন।—একদিন গোমূত্রের ভাবনা দিলেই লাঙ্গলীবিষ শোধিত হইয়া থাকে।

ধুতূরাবীজ-শোধন।—ধুতূরাবীজ কুট্টিত করিয়া চারি প্রহরকাল গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে, তাহা শোধিত হয়।

অহিফেন-শুদ্ধি।—আদার রসদ্বারা ২১ একুশবার ভাবনা দিলেই অহিফেন শোধিত হয়।

সিদ্ধি-শোধন।—প্রথমতঃ জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে; তৎপরে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া গোদুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া লইলেই সিদ্ধি শোধিত হইয়া থাকে।

কুঁচিলা শোধন।—কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত ভাজিয়া, পোড়া পোড়া মত করিয়া লইলেই কুঁচিলা শোধিত হয়। মতান্তরে গোবরের জল ও দুগ্ধের সহিত এক একবার সিদ্ধ করিয়া, কুঁচিলাশোধনের ব্যবস্থা আছে।

গোদন্ত-শোধন।—ডমরুযন্ত্রে অর্থাৎ একটী হাঁড়ির মধ্যে কিছু গোময় রাখিয়া, তাহার উপর এক টী পাণ পাতিবে; সেই পাণের উপর গোদন্ত রাখিতে হইবে এবং অপর একটী হাঁড়ি সেই হাঁড়ির উপর উপুড় করিয়া ঢাকা দিয়া, উভয়মুখে মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিবে। তৎপরে তাহাতে চারিপ্রহরকাল অগ্নিজ্বাল দিলে, গোদন্ত উপরের হাঁড়িতে সংলগ্ন হইবে। তাহাই বিশুদ্ধ গোদন্ত।

হরিতালশুদ্ধি।—প্রথমতঃ কুষ্মাণ্ডের রসে, তৎপরে ক্রমশঃ চূণের জলে ও তৈলে এক একবার দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলেই হরিতাল বিশুদ্ধ হয়। বংশপত্র-হরিতালে কেবল চূণের জলের ভাবনা দিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। দারুমুজনামক বিষ হরিতালের ন্যায় শোধন করিতে হয়।

ভল্লাতক-শোধন।—পক্ক ভেলাফল জলে ফেলিলে, যেগুলি ডুবিয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিবে; যেহেতু, সেইগুলি সুপক্ক ফল। সেই ফলগুলি ইষ্টক-চূর্ণসহ চটে ফেলিয়া ঘর্ষণ করিলে, যখন তাহার আঠা নির্গত হইবে, তখন তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া জলে ধৌত করিবে। এইরূপে ভল্লাতকের শোধন হইয়া থাকে।

নখীশোধন।—গোময়-রসের সহিত, কিংবা গোবর গুলিয়া সেই জলের সহিত নখী সিদ্ধ করিয়া, ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইবে। তৎপরে ঘৃতে ভাজিয়া গুড় ও হরীতকীর জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে নখী বিশুদ্ধ হয়।

হিঙ্গুশোধন।—একটী লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত হিঙ্গু ভাজিতে হইবে; নাড়িতে নাড়িতে যখন উহা রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তখনই উহার শোধন হইয়া থাকে।

নিশাদল-শোধন।—চূণের জলের সহিত দোলাযন্ত্রে নিশাদল পাক করিলেই তাহা বিশোধিত হয়। অথবা উষ্ণজলে নিশাদল মর্দ্দন করিয়া মোটা

কাপড়দ্বারা ছাঁকিয়া, সেই জল একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে; শীতল হইলে, তাহার নীচে যে দানা পদার্থ জমিবে, তাহাই বিশুদ্ধ নিশাদল।

গন্ধক-শোধন।—একখানি লৌহের হাতায় কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে তাহাতে গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং তাহা গলিয়া গেলেই সেই গলিত গন্ধক জলমিশ্রিত দুগ্ধে ঢালিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ সমুদায় গন্ধক গলাইয়া দুগ্ধে ঢালা হইলে, সেইসমস্ত গন্ধক উত্তমরূপে ধৌত ও শুষ্ক করিয়া লইলেই গন্ধক শোধিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুলশোধন।—হিঙ্গুল চূর্ণ করিয়া, নেবুর রস ও মহিষের দুগ্ধ অথবা মেষের দুগ্ধদ্বারা যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিলে তাহা শোধিত হয়।

হিঙ্গুল হইতে পারদ-বহিষ্করণ।—হিঙ্গুল হইতে পারদ বাহির করিতে হইলে, গোঁড়ানেবুর রস অথবা নিমপাতার রসসহ একপ্রহরকাল হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া, একটী হাঁড়ীতে রাখিবে তাহার উপর অপর একটী জলপূর্ণ হাঁড়ী চিৎভাবে দিয়া, সংযোগস্থলে মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিতে হইবে। শুষ্ক হইলে তাহা অগ্নিজালে চড়াইবে এবং উপরের হাঁড়ীর জল গরম হইতে না হইতে বারংবার জল পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে হিঙ্গুল হইতে পারদ উত্থিত হইয়া উপরের হাঁড়ীটীর তলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে। তৎপরে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইবে। এই পারদ অতি বিশুদ্ধ; ইহাকে স্বতন্ত্ররূপে শোধিত করিতে হয় না।

পারদশোধন।—সাধারণ পারদ প্রথমে ঘৃতকুমারী, চিতামূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা, এইসমস্ত দ্রব্যের ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ঝুল, ইষ্টকচূর্ণ, কৃষ্ণজারা, মেষলোমভস্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কাঁজির সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিতে হইবে। তাহার পর পারদের চতুর্থাংশ হরিদ্রাচূর্ণসহ ও ঘৃতকুমারীর সহিত মর্দ্দন করিবে। সাধারণতঃ এইরূপ নিয়মে পারদ শোধিত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধপাতন-বিধি।—পারদ বিশেষরূপে শোধিত করিতে হইলে, কয়েকপ্রকার পাতনক্রিয়ার আবশ্যক। পারদের ঊর্দ্ধপাতন করিতে হইলে, তিনভাগ পারদ ও একভাগ তাম্র একত্র গোঁড়ানেবুর রসসহ মর্দ্দন করিয়া, একটী পিণ্ড করিতে হইবে; সেই পিণ্ডটী বিদ্যাধর-যন্ত্রে রাখিবে অর্থাৎ একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া, অপর একটী জলপূর্ণ হাঁড়ী তাহার উপর চাপা দিবে এবং

উভয়ের সন্ধিস্থলে মাটীদ্বারা উত্তমরূপে লেপ দিবে। পরে ঐ হাঁড়ীদ্বয় চুল্লীর উপর বসাইয়া, অগ্নিজ্বাল দিতে থাকিবে। উপরের হাঁড়ীর জল উষ্ণ হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার শীতল জল রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা নিম্নের হাঁড়ীর পারদ উঠিয়া, উপরের হাঁড়ীর তলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে। পরে সেই পারদ গ্রহণ করিবে। ইহাকেই পারদের উর্দ্ধপাতন কহে।

অধঃপাতন-বিধি।—পারদের অধঃপাতন করিতে হইলে, প্রথমতঃ ত্রিফলা, সজিনাবীজ, চিতামূল, সৈন্ধব ও রাই-সর্ষপ, এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন করিতে হইবে। মর্দ্দন করিতে করিতে পঙ্কবৎ হইলে, সেই পারদ ভূধরযন্ত্রে অর্থাৎ একটী হাঁড়ীর মধ্যভাগে লেপ দিয়া রাখিবে; এবং অপর একটী হাঁড়ীতে জল রাখিয়া, তাহার উপর পারদলিপ্ত হাঁড়ীটী উপুড় করিয়া বসাইয়া সন্ধিস্থান মাটীদ্বারা লিপ্ত করিবে। একটী গর্ত্তমধ্যে ঐ হাঁড়ীদ্বয় বসাইয়া, উপরিভাগে কতকগুলি জ্বলন্ত অঙ্গার চাপা দিতে হইবে। এই অগ্নিসন্তাপদ্বারা উপরের হাঁড়ীর পারদ নীচের হাঁড়ীর জলমধ্যে পতিত হইয়া থাকিবে। এই প্রক্রিয়াকে পারদের অধঃপাতন কহে।

তির্য্যক্পাতন বিধি।—পারদের তির্য্যক্পাতন করিতে হইলে, তির্য্যক্পাতনযন্ত্রে অর্থাৎ একটী কলসে শোধিত পারদ এবং অপর একটী কলসে জল রাখিয়া, উভয়কলসের মুখ এক একখানি শরা আচ্ছাদিত করিয়া উত্তমরূপে মাটীর লেপদ্বারা রুদ্ধ করিবে; পরে উভয় কলসের গলদেশে এক একটী ছিদ্র করিয়া, বাঁশ প্রভৃতির মোটা নল উভয় হাঁড়ীর ছিদ্রমুখে দিবে এবং নল ও ছিদ্রের সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। অথবা উভয় কলসের মুখ কাৎভাবে সংযোজিত করিয়া, মাটী প্রভৃতির লেপদ্বারা সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া দিবে। তৎপরে যে কলসে পারদ থাকে, তাহাতে অগ্নিজ্বাল দিলেই সেই পারদ উত্থিত হইয়া, অপর জলপূর্ণ কলসে পতিত হয়। ইহাকেই তির্য্যক্পাতন কহে। পারদের এই তিনপ্রকার পাতনক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

কজ্জলী-প্রস্তুতবিধি।—শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক সমভাগে লইয়া, একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যখন মসীবৎ কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ চূর্ণ হইবে এবং পারদাদির চাক্‌চিক্য তাহাতে না থাকিবে,

তখনই কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ঔষধবিশেষে দ্বিগুণ গন্ধক দিয়া কজ্জলীপ্রস্তুতের উপদেশ আছে; সেইসকল স্থলে পারদের দুইভাগ গন্ধক দিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হইবে। ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়মে প্রায় কোনস্থলেই কজ্জলী শব্দের উল্লেখ নাই—পারদ ও গন্ধকের নাম পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু সেইসকল স্থলে পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

রসসিন্দূর।—শোধিত পারদ চারি ভাগ, শোধিত গন্ধক একভাগ ও কৃত্রিম গন্ধক একভাগ; অথবা পারদের অর্দ্ধাংশ বিশুদ্ধ গন্ধক, একত্র এক দিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। একটী মোটা কাচনির্ম্মিত সমতল কালবোতলের মাথার কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়া, সেই বোতলটীতে মৃত্তিকামিশ্রিত বস্ত্রখণ্ডদ্বারা উত্তমরূপে ক্রমে ক্রমে তিনবার লেপ দিবে ও শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে তাহার মধ্যে কজ্জলী পূরিয়া, একটী বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যস্থলে বোতলটী বসাইতে হইবে। বোতলটীর গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকামধ্যে ডুবিয়া থাকা আবশ্যক। হাঁড়ীটীর নীচে কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয়, এইরূপ পরিমাণে একটী ছিদ্র রাখিতে হইবে। তাহার পর সেই বোতলযুক্ত বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীটী চুল্লীর উপর চড়াইয়া, চারিপ্রহর পর্য্যন্ত সমভাবে অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। বস্তুতঃ চারিপ্রহরকাল নিয়ত অগ্নিজ্বাল দেওয়াই নিয়ম নহে; বোতলের মধ্যভাগ হইতে প্রথমতঃ ধূম নির্গত হইয়া, ক্রমে নীলশিখা নির্গত হইতে থাকে; তাহার পর যখন ধূমনির্গম বন্ধ হইয়া, বোতলের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয়, তখনই পাক শেষ হইয়া রসসিন্দূর প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব সেই সময়ে নামাইয়া রাখিবে এবং শীতল হইলে বোতলটী ভাঙ্গিয়া, বোতলের উর্দ্ধভাগে লিপ্ত সিন্দূরবর্ণ পদার্থ গ্রহণ করিবে। ইহাকেই রসসিন্দূর কহে।

মকরধ্বজ-প্রস্তুতবিধি।—স্বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাত ৮ আট পল ও পারদ ৮ আট পল, প্রথমতঃ একত্র মর্দ্দন করিয়া, তৎপরে তাহার সহিত ১৬ ষোল পল গন্ধক মর্দ্দন করিতে হইবে। কজ্জলী প্রস্তুত হইলে, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত সেই কজ্জলী মর্দ্দন করিয়া লইবে। তৎপরে রসসিন্দূর প্রস্তুত করিবার বিধানানুসারে বোতলে পূরিয়া, বালুকাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিবে। ফলতঃ রস-সিন্দূরের লক্ষণানুসারে ইহারও পাকশেষ অনুমান করিতে হইবে। মকরধ্বজের

পূর্ণমাত্রা—১ এক যব। ইহা অনুপানবিশেষের সহিত সকল রোগেই প্রয়োগ করা যায়।

ষড়্‌গুণবলিজারণবিধি।—বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে একটী মাটীর ভাণ্ডে প্রথমতঃ পারদের সমপরিমিত গন্ধক অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। গন্ধক গলিয়া তৈলের ন্যায় হইলে, তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে; এইরূপে ক্রমশঃ পারদের ছয়গুণ গন্ধক তাহাতে দেওয়া হইলে, বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীটী নামাইয়া, তাহার মধ্য হইতে পারদের ভাণ্ডটী তুলিয়া লইবে এবং ভাণ্ডের নীচে একটী ছিদ্র করিয়া, তাহা হইতে পারদ বাহির করিয়া লইবে। এই পারদের নাম ষড়্‌-গুণবলিজারিত পারদ। ইহাদ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে ষড়্‌গুণ-বলিজারিত মকরধ্বজ কহে। সমপরিমিত গন্ধকের সহিত যথাক্রমে ছয়বার পাক করিয়াও ষড়্‌গুণ-বলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়।

শোধনের অন্যথায় অনিষ্ট।—যেসকল দ্রব্যের শোধনবিধি লিখিত হইল, তাহাদের কোন দ্রব্যই শোধন না করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবে না। আর ধাতু প্রভৃতি যেসমস্ত দ্রব্যের ভস্ম করিবার বিধি লিখিত হইয়াছে, সমুদায় ঔষধেই তাহাদের ভস্ম প্রয়োগ করিতে হইবে; অন্যথায় প্রয়োগ করিলে, বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

পুট-পরিচয়।

—:০:—

ধাতু প্রভৃতির জারণ-মারণাদি ক্রিয়ায় নানাপ্রকার পুটপাকের বিধান উপদিষ্ট আছে। সেইসকল পুটের নাম ও পরিচয় অবগত না থাকিলে, যথানিয়মে পুট-পাক করা হয় না; অতএব প্রত্যেক পুটের নাম ও পরিচয় এইস্থলে বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে।

মহাপুট।—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই দুইহস্ত পরিমিত একটী চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ১০০০ একহাজারখানি বিল-

ঘুঁটে দিবে, এবং তাহার উপর ঔষধপূর্ণ মূষা রাখিয়া, আর ৫০০ পাঁচশতখানি বিলঘুঁটে সেই মূষার উপর চাপা দিবে। পরে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে, সমস্ত ঘুঁটে যখন ভস্ম হইয়া যাইবে, তখন তাহা হইতে মূষাটী বাহির করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে মহাপুট কহে।

গজপুট।—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা সকল দিকেই ৩০ ত্রিশ অঙ্গুলি-পরিমিত একটী চতুষ্কোণ গর্ত্তে, মূষার নীচে ৫০০ পাঁচশতখানি ও উপরে ৫০০ পাঁচশতখানি বিলঘুঁটে দিয়া যে পুটপাক করা হয়, তাহার নাম গজপুট। অথবা ১৸০ পৌনে দুই হস্ত গভীর, এবং মুখের ব্যাস ১ এক হস্ত ও তলভাগের ব্যাস ১৷৹ দেড় হস্ত, এইরূপ পরিমাণে গর্ত্ত করিয়া, বিলঘুঁটেদ্বারা তাহার তিনভাগ পূর্ণ করিবে, এবং তাহার উপর মূষা রাখিয়া, মূষার উপরে আরও কতকগুলি বিলঘুঁটে দিবে। এইরূপ পুটকেও গজপুট কহে। এদেশে এইরূপ গজপুটই অধিক প্রচলিত।

বরাহপুট।—সকলদিকেই ১ এক অরত্নি অর্থাৎ মুটম্ হাতপরিমিত গর্ত্ত করিয়া, তাহাতে পুট দেওয়াকে বরাহপুট বলা যায়।

কুক্কুটপুট।—সকলদিকেই ১৬ ষোল অঙ্গুলিপরিমিত গর্ত্তে পুট দিলে, তাহাকে কুক্কুটপুট কহে।

কপোতপুট।—ক্ষুদ্রগর্ত্তে ৮ আটখানি বিলঘুঁটেদ্বারা পুট দিলে, তাহাকে কপোতপুট কহে। এই কপোতপুটই লঘুপুট নামে পরিচিত।

গোবরপুট।—গর্ত্তের পরিবর্ত্তে একটী হাঁড়ীর মধ্যে গোবরদ্বারা পুট প্রদান করিলে, তাহাকে গোবরপুট কহে। গোষ্ঠস্থলে গরুর খুরদ্বারা যেসকল গোময় কুট্টিত হইয়া যায়, সেই গোময়কে গোবর কহে।

ভাণ্ডপুট।—একটী হাঁড়ীতে তুষ পূরণ করিয়া, তন্মধ্যে ঔষধপূর্ণ মূষা স্থাপন করিবে; এবং তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া, হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাই ভাণ্ডপুট নামে পরিচিত।

যন্ত্র-পরিচয়।

—০—

বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে নানাপ্রকার যন্ত্রপাকের উপদেশ আছে। সেই-সকল যন্ত্রের পরিচয় বিশেষরূপে বিবৃত করিবার জন্য, প্রত্যেক যন্ত্রের নাম, পরিচয় ও প্রতিকৃতি প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইতেছে।

একটী জলপূর্ণ হাঁড়ী গর্ত্তমধ্যে বসাইয়া, আর একটী হাঁড়ীর ভিতরে ঔষধ লেপন করিয়া, সেই হাঁড়ীটী তাহার উপর উপুড় করিয়া দিবে, এবং সংযোগস্থল মাটীর লেপ দ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। পরে উপরের হাঁড়ীর উপরে অগ্নির তাপ দিলে, সেই হাঁড়ীর ঔষধ নীচের জলপূর্ণ হাঁড়ীতে ক্রমশঃ পতিত হইবে। ইহাকেই ভূধর-যন্ত্র কহে। পারদের অধঃপতন ক্রিয়ার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়।

ভূধর-যন্ত্র।

একটী হাঁড়ীতে কবচী-যন্ত্র অর্থাৎ ঔষধপূর্ণ ও মৃত্তিকালিপ্ত একটী বোতল বসাইয়া, সেই বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে—এইরূপ ভাবে হাঁড়ীটী বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। পরে সেই হাঁড়ীটী উনুনে বসাইয়া, নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। ইহারই নাম বালুকা-যন্ত্র। এই যন্ত্রেই রস-সিন্দুর ও মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ পাক করিতে হয়।
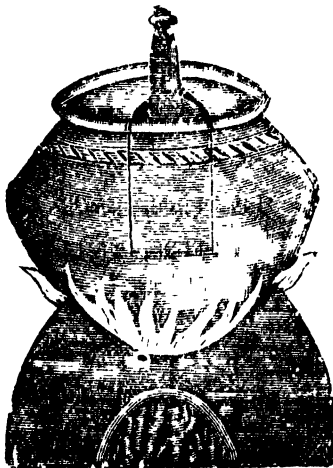
বালুকা-যন্ত্র।

একহস্ত গভীর একটী গর্ত্ত খনন করিয়া, তাহার মধ্যে একটী হাঁড়ী বসাইবে, এবং অপর একটী হাঁড়ীতে ঔষধ-দ্রব্য রাখিয়া, তাহার মুখে ছিদ্রযুক্ত একখানি শরা চাপা দিতে হইবে। পরে সেই গর্ত্তমধ্যস্থ হাঁড়ীর উপরে ঔষধপূর্ণ ও শরা-দ্বারা আচ্ছাদিত হাঁড়ীটী উপুড়-ভাবে বসাইয়া, উভয়ের সংযোগ-স্থলে উত্তমরূপে মাটীর লেপ দিতে হইবে। তাহার পর মৃত্তিকাদ্বারা গর্ত্তটী পূরণ করিয়া, উপরের হাঁড়ীটীর উপর অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। তাহা হইলেই উপরের হাঁড়ীর ঔষধ শরার ছিদ্র দিয়া নীচের হাঁড়ীতে পড়িবে। ক্রমশঃ অগ্নিনির্ব্বাণ হইয়া হাঁড়ী শীতল হইলে, গর্ত্তের মধ্যস্থ হাঁড়ীটী তুলিয়া, তাহার মধ্যস্থিত ঔষধ গ্রহণ করিবে। ইহার নাম পাতালযন্ত্র।

পাতাল-যন্ত্র।

৭ নং চিত্র।

দুইটী হাঁড়ীর একটীতে পারদ ও অপরটীতে জল রাখিয়া, উভয় হাঁড়ীর মুখ বক্রভাবে সংযুক্ত করিবে, এই উভয় মুখের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি-দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিতে হইবে। পরে পারদের হাঁড়ীর নীচে অগ্নিজ্বাল দিবে। অগ্নিতাপে সেই পারদ উত্থিত হইয়া, অপর জলপূর্ণ হাঁড়ীতে ক্রমশঃ আসিয়া পড়িবে। ইহাকেই তির্য্যক্পাতন-যন্ত্র কহে। উভয় হাঁড়ীর স্কন্ধদেশে নল সংযোগ করিয়া, অপর একপ্রকার তির্য্যক্-পাতন-যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। (তির্য্যক্পাতন-বিধি বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।)

তির্য্যক্পাতন-যন্ত্র।

৮ নং চিত্র।

একটী হাঁড়ীতে পারদ রাখিয়া, তাহার উপর আর একটী জলপূর্ণ হাঁড়ী

বিদ্যাধর-যন্ত্র।

৯ নং চিত্র।

বসাইবে, এবং উভয়ের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে। পরে সেই দুইটী হাঁড়ী উনুনে বসাইয়া নীচে অগ্নিজ্বাল দিবে। উপরের হাঁড়ীর জল গরম হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়া শীতল জল দিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ নীচের হাঁড়ীর পারদ উপরের হাঁড়ীর তলদেশে সংলগ্ন হইবে। পাকশেষে হাঁড়ী শীতল হইলে, ধীরে ধীরে উভয় হাঁড়ীর সংযোগ খুলিয়া উপরের হাঁড়ীর তলদেশ হইতে পারদ গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যাধর-যন্ত্র পারদের ঊর্দ্ধপাতন-ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।
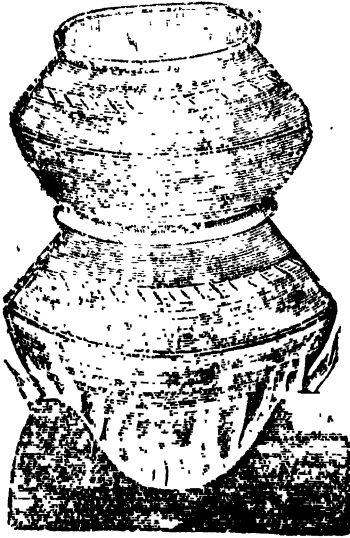
যেসকল পদার্থ দোলাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে, সেই পদার্থগুলি একত্র

১০ নং চিত্র।

পুঁটলীতে বাঁধিবে, এবং একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধাংশ নির্দ্দিষ্ট দ্রবপদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিবে। সেই হাঁড়ীর মুখে একটী কাঠী রাখিয়া, তাহাতে সেই পাচ্য পদার্থের পুঁটলীটী বাঁধিয়া, হাঁড়ীর মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে। তৎপরে হাঁড়ীটী উনুনে বসাইয়া অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। ইহাকেই দোলাযন্ত্র কহে। অনেক পদার্থ স্বিন্ন বা সিদ্ধ করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ডমরুযন্ত্রে উপরের হাঁড়ীটা উপুড় করিয়া নীচের হাঁড়ীর মুখে বসাইতে হয়,

ডমরু-যন্ত্র।

১১ নং চিত্র।

এবং উভয় মুখের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত করিতে হয়। নীচের হাঁড়ীতে পারদাদি পদার্থ থাকে, এবং উপরের হাঁড়ীটা শূন্য থাকে। পাককালে নীচের হাঁড়ীতে অগ্নিজ্বাল দিতে হয়, এবং উপরের হাঁড়ীর উপর শীতল-জলধারা ঢালিতে হয়। তাহা হইলেই নীচের হাঁড়ীর পারদ উপরে উঠিয়া, উপরের হাঁড়ীতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ডমরু-যন্ত্র ও বিদ্যাধর-যন্ত্র প্রায় একরূপ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
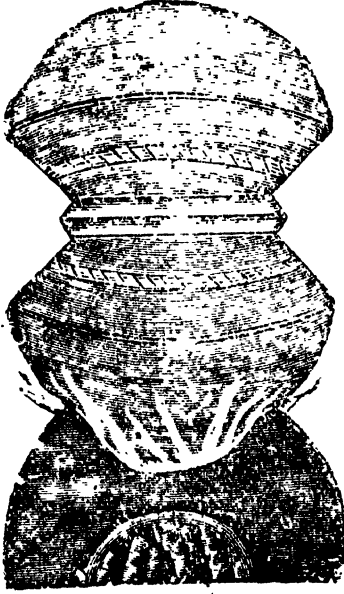
বকযন্ত্রে যেসকল পদার্থ পাক করিতে হয়, সেই সকল পদার্থদ্বারা একটী হাঁড়ীর

বকযন্ত্র।

১২ নং চিত্র।

অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিবে, এবং তাহার উপর দ্বিনলবিশিষ্ট একটী পাত্র বসাইয়া উভয়ের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদিদ্বারা লিপ্ত করিবে। উপরের নল-যুক্ত পাত্রটীর ভিতর দিকের কিনারায় এক অঙ্গুলি আন্দাজ বিস্তৃত একটী "বিটু" বা কার্ণিশ দেওয়া থাকিবে; সেই কার্ণিশের উপর একটী

নল সংযুক্ত করিয়া, তাহার প্রান্তভাগে একটী বোতল রাখিবে; আর সেই পাত্রের উর্দ্ধাংশে চারিদিকে দুই অঙ্গুলি আন্দাজ উচ্চ একটী বেড়া দিয়া আর একটী নল সংযুক্ত করিবে; তাহারও প্রান্তভাগে একটী পাত্র রাখিতে হইবে। পরে সেই হাঁড়ীর নীচে মৃদু অগ্নিজ্বাল দিবে, এবং উপরের পাত্রটীতে অনবরত জল ঢালিবে। উপরের নলদ্বারা সেই জল পাত্রটীতে পড়িয়া যাইবে। ইহাকেই বক-যন্ত্র বলে। সুরা ও আরক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একটী কলসের উপর আর একটী ছোট কলস উপুড় করিয়া উভয়ের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদিদ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে; এবং উপরের কলসের গায়ে একটী ছিদ্র করিয়া, তাহাতে একটী নল সংযুক্ত করিবে। সেই নল একটী পাত্রের ভিতর কুণ্ডলীকৃত করিয়া, তাহার প্রান্তভাগ বাহির করিয়া রাখিতে হইবে। ইহারই নাম নাড়িকাযন্ত্র। ইহার নীচের কলসে ঔষধদ্রব্য এবং কুণ্ডলীকৃত নলবিশিষ্ট পাত্রে শীতলজল রাখিতে হয়। অগ্নিজ্বাল দিলে, অগ্নিতাপে তাহা হইতে বাস্প উদ্গত হইয়া, উপরের কলসের নলদ্বারা চালিত হইবে, এবং যে পাত্রে সেই নলটী কুণ্ডলীকৃত থাকে, সেই পাত্রে আসিয়া শীতলজলস্পর্শে ঐ বাস্প জলরূপে পরিণত হইয়া, নলের প্রান্তভাগ দিয়া বাহির হইবে। তখন সেই স্থানে একটী বোতল রাখিয়া, সেই জল গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে এই যন্ত্রদ্বারাও সুরা এবং আরক প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে।
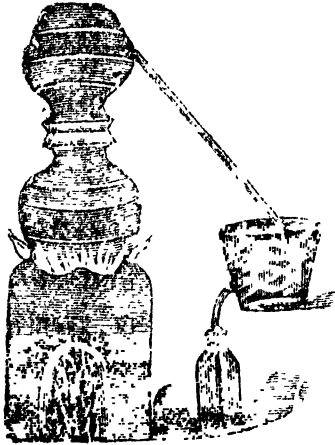
নাড়িকা-যন্ত্র।

১৩ নং চিত্র।

বারুণীযন্ত্র প্রায়ই নাড়িকাযন্ত্রের অনুরূপ; তবে, নাড়িকাযন্ত্রের নল একটী পাত্রের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত হইয়া থাকে, এই যন্ত্রে তাহার পরিবর্ত্তে বোতলটীই একটী শীতল জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে বসাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতেই নলদ্বারা বাষ্প আসিয়া বোতলের মধ্যে পড়ে, এবং বোতলটী শীতল জলে ডুবান থাকায়, সেই জলের শীতলতাস্পর্শে বোতলের বাষ্প জলরূপে পরিণত হয়। সুতরাং নাড়িকাযন্ত্র ও বারুণীযন্ত্র একরূপ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বারুণী-যন্ত্র।
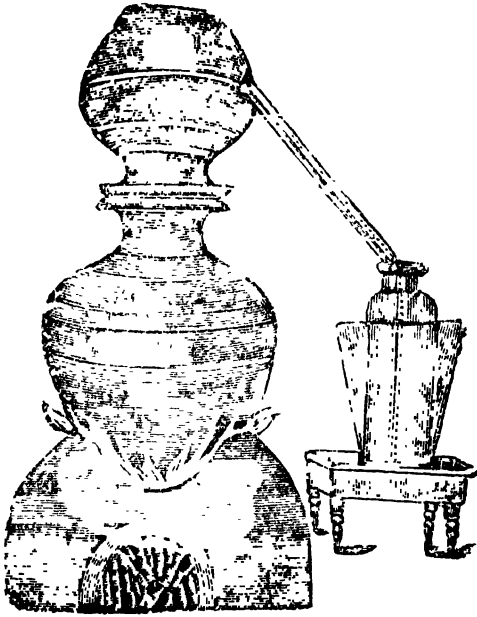
১৪ নং চিত্র।

কবচী-যন্ত্র।—বেশী বড় বা নিতান্ত ছোট না হয়, এইরূপ একটী শক্ত [বো]তল, মাটী ও ন্যাকড়াদ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিয়া, শুষ্ক করিতে হইবে। [এ]ইরূপ মৃত্তিকালিপ্ত বোতলের নাম কবচী-যন্ত্র। রসসিন্দূরাদি পাক করিতে [এ]ই যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে ঔষধদ্রব্য পূরণ করিয়া, তাহা বালুকাযন্ত্রে [পা]ক করিতে হয়।

অন্ধমূষা-যন্ত্র।—তুষের ছাই ২ দুই ভাগ, উইয়ের মাটী ১ একভাগ, শু[ঁ]র ১ একভাগ, সাদা-পাথরের চূর্ণ ১ একভাগ, এবং কিছু মনুষ্যকেশ, এই [সম]স্ত দ্রব্য একত্র ছাগমূত্রের সহিত দুইপ্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া, গোস্তনের ন্যায় [আ]কৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার পাত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহার নাম মূষা। মূষা [শু]ষ্ক হইলে, তাহার মধ্যে পারদাদি পদার্থ রাখিয়া, অপর একটী মূষা তাহার

উপর উপুড় করিয়া চাপা দিবে, এবং উভয়ের সংযোগস্থল মূষানির্ম্মাণের উপাদান দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে। ইহাকেই অন্ধমূষা কহে; এই অন্ধমূষা বজ্রমূষা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

পারিভাষিক-সংজ্ঞা।

অল্পকথায় বক্তব্যপ্রকাশের সুবিধার জন্য, অনেক বিস্তৃত বিষয়ের এবং কতিপয় বহুসংখ্যক পদার্থের এক একটী সংক্ষিপ্ত নাম শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, তাহাই এস্থলে "পারিভাষিক-সংজ্ঞা" নামে অভিহিত করিয়া, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

দোষ।—বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটী শারীরদোষ; এবং রজঃ ও তমঃ, এই দুইটী মানসদোষ নামে অভিহিত। ত্রিদোষ শব্দের উল্লেখ থাকিলে, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিন দোষ বুঝাইয়া থাকে।

দূষ্য ও ধাতু।—রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সাতটী পদার্থকে দূষ্য কহে। রোগমাত্রেই ইহার মধ্যে কোন না কোন একটী অবশ্যই দূষিত হয়। অবিকৃত অবস্থায় ইহারা শরীর ধারণ করে বলিয়া, ইহাদিগের অপর নাম ধাতু। বস্তুতঃ বাতাদি দোষ যেসমস্ত শরীরাবয়বকে দূষিত করে, দূষ্য শব্দদ্বারা তাহাদের সকলগুলিই বুঝা আবশ্যক।

মল।—মল, মূত্র, স্বেদ, ক্লেদ, সিঙ্ঘানক (সিক্নি, পোটা), প্রভৃতি পদার্থের নাম মল। ইহার অপর নাম কিট্ট। আয়ুর্ব্বেদে অনেকস্থলেই বাতাদিদোষত্রয়ও মল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কোষ্ঠ।—আমাশয়, গ্রহণীনাড়ী, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয় (প্লীহা ও যকৃৎ), হৃদয়, ফুস্ফুস্ ও গুহ্যনাড়ী, এই আটটী স্থানকে কোষ্ঠ কহে।

শাখা।—রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ত্বক্, এই সাতটী অবয়বকে শাখা কহে। হস্ত ও পদ এই দুইটী অবয়বেরও নাম শাখা।

পঞ্চবায়ু।—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পাঁচটী নামভেদে শরীরস্থ বায়ু পাঁচপ্রকার। প্রাণবায়ু মস্তক, বক্ষঃ ও কণ্ঠদেশে অবস্থিত থাকিয়া, বুদ্ধি, হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তির পরিচালনা করে; এবং হাঁচি, উদ্গার ও নিশ্বাস প্রভৃতির বহির্গমন ও মুখমধ্য হইতে অন্নাদি পদার্থের উদর মধ্যে প্রবেশকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। উদানবায়ুর স্থান বক্ষঃস্থল; নাসিকা, নাভি ও গলদেশে ইহা বিচরণ করে। বাক্য-প্রবৃত্তি, কার্য্যোদ্যম, উৎসাহ ও স্মরণাদি উদান-বায়ুর কার্য্য। ব্যান-বায়ুর স্থান—হৃদয়; কিন্তু ইহা অতিবেগবান্ বলিয়া সর্ব্বদাই সমস্ত শরীরে বিচরণ করে। গমন, অঙ্গের অধঃক্ষেপ ও ঊর্দ্ধক্ষেপ এবং চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াই ব্যানবায়ুর কার্য্য। সমান বায়ু পাচকাগ্নির নিকটবর্ত্তী কোষ্ঠের সমুদায় স্থানে বিচরণ করে; এবং অপক্ব অন্ন আমাশয়ে ধারণ করিয়া, তাহার পরিপাক ও মল-মূত্রাদির অধোনিঃসারণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। অপান-বায়ুর স্থান—গুহ্যদেশ। নিতম্ব, বস্তি, লিঙ্গ ও উরুদেশে ইহা বিচরণ করে; এবং শুক্র, আর্ত্তব, মল, মূত্র ও গর্ভ প্রভৃতির নিঃসারণ করিয়া থাকে।

পঞ্চপিত্ত।—শরীরস্থ পিত্ত কার্য্যভেদানুসারে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এই পাঁচটী নামে বিভক্ত। যে পিত্ত আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যদেশে অবস্থিত থাকিয়া, পরিপাক-কার্য্য সম্পাদনজন্য অগ্নি নামে অভিহিত এবং যাহা অন্ন পরিপাক করিয়া, সার ও মল পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বিভক্ত করে এবং রঞ্জকাদি অপর চারিপ্রকার পিত্তের বলাধান করিয়া থাকে, তাহার নাম পাচক-পিত্ত। যে পিত্ত আমাশয়ে অবস্থিত থাকিয়া রসকে রক্তবর্ণ করে, তাহার নাম রঞ্জক। যে পিত্ত হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া, বুদ্ধি, মেধা ও অভিমানাদিদ্বারা অভিপ্রেত বিষয়ের সাধন করে, তাহার নাম সাধক। যে পিত্ত চক্ষুতে থাকিয়া রূপ দর্শন করে, তাহার নাম আলোচক। আর যে পিত্ত ত্বকে অবস্থিত থাকিয়া ত্বকের দীপ্তিসাধন করে, তাহাকে ভ্রাজক-পিত্ত কহে।

পঞ্চশ্লেষ্মা।—শরীরস্থ শ্লেষ্মাও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুসারে অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষ্মক, এই পাঁচটী নামে অভিহিত হয়। যে শ্লেষ্মা বক্ষঃস্থলে অবস্থিত থাকে এবং স্বকীয় ক্লেদ-পদার্থদ্বারা সন্ধিস্থান প্রভৃতি অন্যান্য শ্লেষ্মস্থানের কার্য্যে সহায়তা সম্পাদন করিয়া, তাহাদের অবলম্বন-স্বরূপ থাকে,

তাহার নাম অবলম্বক। যাহা আমাশয়ে থাকিয়া কঠিন অন্নাদি ক্লিন্ন করে, তাহার নাম ক্লেদক। যাহা রসনায় অবস্থিত থাকিয়া মধুরাদি রসের অনুভব করে, তাহার নাম বোধক। যাহা মস্তকে অবস্থিত থাকিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিসাধন করে, তাহার নাম তর্পক। আর যে শ্লেষ্মা সন্ধিস্থানসমূহে অবস্থিত থাকিয়া, সন্ধিস্থানের মিলন ও আকুঞ্চন-প্রসারণাদি কার্য্যে সামর্থ্য রাখে, তাহা শ্লেষ্মক নামে অভিহিত হয়।

ত্রিকটু।—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, এই তিনটী মিলিত দ্রব্যকে ত্রিকটু বা ত্র্যুষণ কহে। ত্রিকটু ব্যবহারে কফ, মেদোরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, পীনস ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি বহুবিধ পীড়ার উপশম হয়।

ত্রিফলা।—আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, এই তিনটী মিলিত দ্রব্যের নাম ত্রিফলা। বায়ু, পিত্ত, কফ, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরে এবং বায়ুরোগ, চক্ষু-রোগ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে ত্রিফলা বিশেষ উপকারক।

ত্রিমদ।—বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল, এই তিনটী দ্রব্যকে ত্রিমদ কহে। এই তিন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে ত্রিমদের গুণ অনুমান করিয়া লইবে।

ত্রিজাত।—দারুচিনি, বড় এলাইচ ও তেজপত্র, মিলিত এই তিনটী দ্রব্যের নাম ত্রিজাত বা ত্রিসুগন্ধি। ইহা উষ্ণবীর্য্য তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, রুচিকর, লঘু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, পিত্তজনক, বর্ণপ্রসাধক এবং মুখের দুর্গন্ধ-নিবারক।

চতুর্জ্জাত।—দারুচিনি, বড়এলাচ, তেজপত্র ও নাগকেশর, মিলিত এই চারিটী দ্রব্যকে চতুর্জ্জাত কহে। চতুর্জাতকের গুণ ত্রিজাতকের সমান।

চতুর্ভদ্রক।—শুঁঠ, আতইচ, মুতা ও গুলঞ্চ, মিলিত এই চারিটী দ্রব্যের নাম চতুর্ভদ্রক। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, দোষপাচক ও মলসংগ্রাহক।

পঞ্চকোল।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, ও শুঁঠ, মিলিত এই পাঁচটী দ্রব্যকে পঞ্চকোল কহে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত-প্রকোপক এবং কফ-বায়ুনাশক।

ষড়ূষণ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও মরিচ, মিলিত এই ছয়টী দ্রব্যের পারিভাষিক নাম ষড়ূষণ। ষড়ূষণ পঞ্চকোলেরই তুল্যগুণবিশিষ্ট। বিশেষতঃ ইহা রুক্ষ ও অধিক উষ্ণবীর্য্য।

চতুরম্ল ও পঞ্চাম্ল।—কুড়, দাড়িম, তেঁতুল ও থৈকল, এই চারিটী অম্লপদার্থকে চতুরম্ল এবং ইহার সহিত টাবানেবু সংযুক্ত করিলে, তাহাকে পঞ্চাম্ল কহে।

পঞ্চগব্য।—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র ও গোময়, এই পাঁচটী গব্য দ্রব্যকে পঞ্চগব্য কহে।

পঞ্চপিত্ত।—বরাহ, ছাগ, মহিষ, রোহিতমৎস্য ও ময়ূর এই পাঁচটী জীবের পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে।

লবণবর্গ।—একটী মাত্র লবণের উল্লেখ থাকিলে সৈন্ধব; দ্বিলবণ শব্দে সৈন্ধব ও সচল; ত্রিলবণ শব্দে সৈন্ধব, সচল ও বিট্; চতুর্লবণ শব্দে সৈন্ধব, সচল, বিট্ ও সামুদ্র; এবং পঞ্চলবণ শব্দে সৈন্ধব, সচল, বিট্, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ্, এই পাঁচপ্রকার লবণ বুঝিতে হয়। লবণবর্গ শব্দের উল্লেখ থাকিলেও এই পাঁচপ্রকার লবণ গ্রহণ করিতে হইবে।

ক্ষীরিবৃক্ষ।—যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস, এই পাঁচটী বৃক্ষকে ক্ষীরিবৃক্ষ কহে।

স্বল্পপঞ্চমূল।—শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই পাঁচটী পদার্থের মূলকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। ইহা বাত-পিত্তনাশক, বলকর এবং পুষ্টিজনক।

বৃহৎ পঞ্চমূল।—বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটী বৃক্ষের মূলের নাম বৃহৎ পঞ্চমূল। ইহা কফ-বায়ুনাশক এবং অগ্নিদীপক।

দশমূল।—স্বল্পপঞ্চমূল ও বৃহৎ পঞ্চমূল একত্র মিশ্রিত করিলে, তাহাকে দশমূল কহে। ইহা ত্রিদোষনাশক, আমদোষের পরিপাচক এবং শ্বাস, কাস প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রবযুক্ত সর্ব্ববিধ জ্বরের উপশমকারক।

তৃণপঞ্চমূল।—কুশ, কাশ (কেশে), শর, উলুখড় ও কৃষ্ণ-ইক্ষু এই পাঁচটী তৃণের মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে। ইহা মূত্রদোষ ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক।

বল্লীপঞ্চমূল।—শালপাণী, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও মেষশৃঙ্গী, ইহাদিগের মূলের নাম বল্লীপঞ্চমূল।

কণ্টকপঞ্চমূল।—করমচা, গোক্ষুর, নীলঝাঁটী, শতমূলী ও কালিয়া-কড়া, ইহাদিগের মূলের নাম কণ্টকপঞ্চমূল।

বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল—রক্তপিত্ত, শোথ, এবং সর্ব্বপ্রকার মেহ ও শুক্রদোষের নিবারক। বিশেষতঃ এইসকল পঞ্চমূলের মধ্যে স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চমূল বায়ুনাশক; তৃণপঞ্চমূল পিত্তনাশক; এবং বল্লী-পঞ্চমূল ও কণ্টক-পঞ্চমূল শ্লেষ্মনিবারক।

অষ্টবর্গ।—মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই আটটী দ্রব্যকে অষ্টবর্গ কহে।

জীবনীয় বর্গ।—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এই দশটী দ্রব্য জীবনীয় অর্থাৎ আয়ুর্বর্দ্ধক। জীবনীয়বর্গের অপর নাম মধুরবর্গ; অর্থাৎ মধুরবর্গের উল্লেখ থাকিলে, এই দশটী পদার্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃংহণীয় বর্গ।—ক্ষীরুই, দুধে-হাঁচুটি, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, বনকাপাস, শ্বেত-ভূমিকুষ্মাণ্ড ও বীজ-তাড়ক, এই দশটী দ্রব্য বৃংহণীয় অর্থাৎ শরীরের পুষ্টিকারক।

লেখনীয় বর্গ।—মুতা, কুড়, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, বচ, আতইচ, কটকী, চিতামূল, করঞ্জ ও শ্বেতবচ, এই দশটী লেখনীয় অর্থাৎ ইহারা চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় সঞ্চিত দোষাদির নির্হরণ করে। এইজন্য এইসমস্ত দ্রব্য শরীরের কৃশতাকারক।

ভেদনীয় বর্গ।—েউড়ীমূল, আকন্দ, এরণ্ড, ভেলা, দন্তীমূল, চিতা-মূল, করঞ্জ, শঙ্খপুষ্পী, কটকী ও স্বর্ণক্ষীরী, এই দশটী ভেদনীয় অর্থাৎ মল-বিরেচক।

সন্ধানীয় বর্গ।—যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, আকনাদী, বরাহক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কট্‌ফল, এই দশটী সন্ধানীয় অর্থাৎ ভগ্ন-অস্থির সংযোজক।

দীপনীয়বর্গ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, অম্লবেতস (থৈকল), মরিচ, যমানী, ভেলার মুটী ও হিং, এই দশটী দীপনীয় অর্থাৎ অগ্নির উদ্দীপক।

বল্যবর্গ।—রাখালশসা, আলকুশী, শতমূলী, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, শালপাণী, কট্‌কী, বেড়েলা ও পীতবেড়েলা, এই দশটী বল্য অর্থাৎ বলকারক।

বর্ণ্যবর্গ।—রক্তচন্দন, রক্তকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কাকোলী, চিনি ও দূর্ব্বা, এই দশটী বর্ণ্য অর্থাৎ বর্ণের উজ্জ্বলতা-সম্পাদক।

কণ্ঠ্যবর্গ।—অনন্তমূল, ইক্ষুমূল, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কট্‌ফল, থূলকুড়ি, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই দশটী কণ্ঠ্য অর্থাৎ স্বরশুদ্ধিকারক।

হৃদ্যবর্গ।—আম্র, আমড়া, ডেলোমান্দার, করঞ্জ, আমরুল, অম্লবেতস, শেয়াকুল, কুল, দাড়িম ও ছোলঙ্গনেবু, এই দশটী হৃদ্য অর্থাৎ রুচিকারক।

তৃপ্তিঘ্নবর্গ।—শুঁঠ, চিতামূল, চই, বিড়ঙ্গ, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, বচ, মুতা, পিপুল ও পটোল, এই দশটী তৃপ্তিঘ্ন অর্থাৎ অক্ষুধা বা আহারে অনিচ্ছার নিবারণকারক।

অর্শোঘ্নবর্গ।—কুড়চী, বেলশুঁঠ, চিতামূল, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, বচ ও চই, এই দশটী অর্শোনাশক।

কুষ্ঠঘ্নবর্গ।—খদির, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিমছাল, সোঁদাল, করবীর, বিড়ঙ্গ, ও জাতীফুলের কচিপাতা এই দশটী কুষ্ঠনাশক।

কণ্ডুঘ্নবর্গ।—রক্তচন্দন, বেণামূল, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম, কুড়চি, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মুতা, এই দশটী কণ্ডূনাশক।

ক্রিমিঘ্নবর্গ।—সজিনা, মরিচ, শমঠ-শাক, কেঁউ, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, লতাফট্‌কী, গোক্ষুর, বামুনহাটী ও ইন্দুরকাণী, এই দশটী দ্রব্য ক্রিমিনাশক।

বিষঘ্নবর্গ।—হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, ছোট এলাইচ, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, নির্ম্মলীফল, শিরীষ, নিসিন্দা ও ছাতিম, এই দশটী দ্রব্য বিষনাশক।

স্তন্যজননবর্গ।—বেণামূল, শালিধান্য, ষেটেধান্য, ইক্ষুবালিকা, উলুখড়, কুশমূল, কেশেমূল, গুলঞ্চ, ইকড় ও গন্ধতৃণ, এই দশটী স্তনদুগ্ধজনক।

স্তন্যশোধনবর্গ।—আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরাতা, কট্‌কী ও অনন্তমূল, এই দশটী স্তনদুগ্ধের শুদ্ধিকারক।

শুক্রজননবর্গ ।—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, মেদা, পরগাছা (বাঁদরা), জটামাংসী ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই দশটী দ্রব্য শুক্রবর্দ্ধক ।

শুক্রশোধনবর্গ ।—কুড়, এলবালুক, কট্‌ফল, সমুদ্রফেন, কদমের আঠা, ইক্ষু, খাগ্‌ড়া, বকফুল ও বেণামূল, এই দশটী শুক্রশোধক ।

স্নেহোপগবর্গ ।—রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, মেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, জীবন্তী ও শালপাণী, এই দশটী দ্রব্য স্নেহোপগ অর্থাৎ স্নেহক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য ।

স্বেদোপগবর্গ ।—শজিনা, এরণ্ডমূল, আকন্দ, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্তচন্দন, যব, তিল, কুলত্থকলায়, মাষকলায় ও কুল এই দশটী দ্রব্য স্বেদোপগ অর্থাৎ স্বেদক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য ।

বমনোপগবর্গ ।—মধু, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, কদম্ব, জল-বেতস, তেলাকুচা, শণপুষ্পী, আকন্দ ও অপামার্গ, এই দশটী দ্রব্য বমনোপগ অর্থাৎ বমনকার্য্যে ব্যবহার্য্য ।

বিরেচনোপগবর্গ ।—দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, ফল্‌সা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বড়কুল, ছোটকুল, শেয়াকুল ও পীলুফল, এই দশটী দ্রব্য বিরেচনোপগ অর্থাৎ বিরেচনকার্য্যে ব্যবহার্য্য ।

আস্থাপনোপগবর্গ ।—তেউড়ীমূল, বেল, পিপুল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইন্দ্রযব, শুল্‌ফা, যষ্টিমধু ও মদনফল, এই দশটী দ্রব্য আস্থাপনোপগ অর্থাৎ বস্তি-ক্রিয়ায় (পিচকার[illegible]) ব্যবহার্য্য ।

অনুবাসনোপগ[illegible] ।—রাস্না, দেবদারু, বেল, মদনফল, শুল্‌ফা, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, গোক্ষু[illegible], গণিয়ারী ও শোণাছাল, এই দশটী দ্রব্য অনু-বাসনোপগ অর্থাৎ স্নেহবস্তি[illegible]য়ায় ব্যবহার্য্য ।

শিরোবিরেচ[illegible]বর্গ ।—লতাফট্‌কী, হাঁচুটী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, শজিনাবীজ, [illegible]ত-অপরাজিতা, আপাংবীজ ও নীল-অপরাজিতা, এই দশটী দ্রব্য শিরো[illegible] নস্য-ক্রিয়ায় উপযোগী ।

ছর্দ্দিনিগ্রহবর্গ ।—জা[illegible]তা, আমপাতা, ছোলঙ্গনেবু, অম্লকুল, দাড়িম, [illegible] ও খই, এই দশটী বমননিবারক ।

তৃষ্ণানিগ্রহবর্গ।—শুঁঠ, দুরালভা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, চিরাতা, গুলঞ্চ, বালা, ধ'নে ও পটোলপত্র, এই দশটী তৃষ্ণানিবারক।

হিক্কানিগ্রহবর্গ।—শঠী, কুড়, কুলের আঁটির মজ্জা, কণ্টকারী, বৃহতী, পরগাছা (বাদরা), হরীতকী, পিপুল, দুরালভা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই দশটী হিক্কানিবারক।

পুরীষসংগ্রহণীয়বর্গ।—প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের কুশী, শোণা, লোধ, মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বামুনহাটী ও পদ্মকেশর, এই দশটী দ্রব্য পুরীষসংগ্রাহক অর্থাৎ মলরোধক।

পুরীষবিরজনীয়বর্গ।—জামের ছাল, শল্লকীছাল, আলকুশী, যষ্টিমধু, মোচরস, নবনীতখোটী, পোড়ামাটী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, নীলশুঁদী ও নিস্তুষ তিল, এই দশটী দ্রব্য পুরীষবিরজনীয়, অর্থাৎ দোষবশতঃ মলের বর্ণ বিকৃত হইলে, ইহারা তাহার প্রকৃত বর্ণ উৎপাদন করে।

মূত্রসংগ্রহণীয়বর্গ।—জামবীজ, আম্রকেশী, পাকুড়, বট, আমড়া, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, ভেলা, অম্লকুচা ও খদির, এই দশটী মূত্রসংগ্রাহক।

মূত্রবিরেচনীয়বর্গ।—পরগাছা (বাঁদরা), গোক্ষুর, বকফুল, হুড়হুড়ে, পাথরকুচা, শরমূল, কুশমূল, কেশেমূল, গুলঞ্চ ও ইকড়মূল, এই দশটী দ্রব্য মূত্রবিরেচক।

মূত্রবিরজনীয়বর্গ।—ঈষৎ-শুক্ল পদ্ম, নীলশুঁদী, রক্তপদ্ম, শ্বেত-উৎপল (হেলাফুল), সৌগন্ধিক (সৌগন্ধযুক্ত নীলোৎপল), শ্বেতপদ্ম, শতদলপদ্ম, যষ্টি-মধু, প্রিয়ঙ্গু ও ধাইফুল, এই দশটী দ্রব্য মূত্রের বিবর্ণতান[illegible]

কাসহরবর্গ।—দ্রাক্ষা, হরীতকী, আমল[illegible], কৈ[illegible]ল, দুরালভা, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, কণ্টকারী, রক্তপুনর্নবা, শ্বেতপুনর্নবা ও [illegible]-আমলা, এই দশটী দ্রব্য কাসনাশক।

শ্বাসহরবর্গ।—শঠী, কুড়, অম্লবেতস, [illegible]বা বিষনাহং, অগুরু, তুলসী, ভুঁই-আমলা, জীবন্তী ও শঙ্খপুষ্পী, এই দশটী শ্বাসন[illegible]

শোথহরবর্গ।—পারুল, গণিয়ারী, বে[illegible] শো[illegible] গাম্ভারী, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপাণী, চাকুলে ও গোক্ষুর, এই দশটী দ্রব্য শোথনাশক।

জ্বরহরবর্গ।—অনন্তমূল, চিনি, আকনাদী, মঞ্জিষ্ঠা দ্রাক্ষা, পিয়াল, ফলসা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই দশটী দ্রব্য জ্বরনাশক।

শ্রমহরবর্গ।—দ্রাক্ষা, খেজুর, পিয়াল, কুল, দাড়িম, কাকডুমুর, ফল্‌সা-ফল, ইক্ষু, যব ও ষেটেধান্য, এই দশটী শ্রান্তিনাশক।

দাহপ্রশমনবর্গ।—খই, শ্বেত-চন্দন, গাম্ভারীর ফল, যষ্টিমধু, চিনি, নীলোৎপল, বেণামূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও বালা, এই দশটী দ্রব্য দাহনিবারক।

শীতপ্রশমনবর্গ।—তগরপাদুকা, অগুরু, ধ'নে, শুঁঠ, যমানী, বচ, কণ্টকারী, গণিয়ারী, শোণা ও পিপুল, এই দশটী শীতনিবারক।

উদর্দ্দপ্রশমনবর্গ।—গাব, পিয়াল, কুল, খদির, পাপড়িখদির, ছাতিম, লতাশাল, অর্জ্জুন, পীত-শাল ও গুয়েবাবলা, এই দশটী দ্রব্য উদর্দ্দরোগের উপশমকারক।

অঙ্গমর্দ্দপ্রশমনবর্গ।—শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, এরণ্ড-মূল, কাকোলী, রক্তচন্দন, বেণামূল, এলাইচ ও যষ্টিমধু, এই দশটী দ্রব্য অঙ্গ-মর্দ্দনিবারক।

শূলপ্রশমনবর্গ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, যমানী, বনযমানী, জীরা ও [illegible] এই দশটী দ্রব্য শূলনিবারক।

শোণিতস্থাপন [illegible]শরীরোগে[illegible] যষ্টিমধু, কুঙ্কুম, মোচরস, পোড়ামাটী অথবা পাৎখোলা, [illegible]।—পিপুল, পি[illegible]ম চিনি ও খই, এই দশটী দ্রব্য রক্তরোধক। [illegible] নী, ইন্দ্র[illegible]

বেদনাস্থাপনবর্গ—শাল আ[illegible]ফল, কদম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগ, মোচরস, শিরীষ, বেতস, এলবালুক ও অশো[illegible], এই দশটী দ্রব্য বেদনাস্থাপক অর্থাৎ যে স্থলে বেদনার নিবৃত্তি হইলে বিপত্তির আশঙ্কা, সেইসকল স্থলে এইসমস্ত দ্রব্য প্রয়ো[illegible] দ্বারা বেদনা রক্ষা করা যায়।

সংজ্ঞাস্থাপনবর্গ।—হিং, কট্‌ফল, গুয়েবাব্‌লা, বচ, চোরপুষ্পী, ব্রহ্মী-শাক, [illegible]কেশী, জটামাংসী, গুগ্‌গুলু ও কট্‌কী, এই দশটী দ্রব্য সংজ্ঞাস্থাপক।

প্রজাস্থাপনবর্গ।—রাখালশসা, ব্রহ্মীশাক, দূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা, পারুল, আমলকী, হরীতকী, কট্‌কী, বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু, এই দশটী দ্রব্য প্রজাস্থাপক অর্থাৎ গর্ভস্রাবাদি-নিবারক।

বয়ঃস্থাপনবর্গ।—গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, রাস্না, শ্বেত-অপরাজিতা, জাবন্তী, শতমূলী, থানকুনী, শালপাণী ও পুনর্নবা, এই দশটী দ্রব্য বয়ঃস্থাপক অর্থাৎ জরা প্রভৃতির নিবারণকারক।

বিদারীগন্ধাদিগণ।—শালপাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোরক্ষচাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, জীবক, ঋষভক, মাষাণী, মুগানী, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, গোয়ালে'লতা, বিছুটী ও আলকুশী, ইহাদিগকে বিদারীগন্ধাদিগণ কহে। ইহা পিত্ত, বায়ু, শোষ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, উর্দ্ধশ্বাস, ও কাস রোগের উপশমকারক।

আরগ্বধাদিগণ।—সোঁদালফল, মদনফল, কেয়াফুল, কুড়চী, আকনাদী, কাঁটাবেগুন, রক্তলোধ, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, ছাতিমছাল, নিমছাল, পীতঝাঁটী, নীলঝাঁটী, গুলঞ্চ, চিতামূল, মহাকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পটোলপত্র, চিরাতা ও করেলা, ইহাদিগকে আরগ্বধাদিগণ কহে। ইহা শ্লেষ্মা, বিষ, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডূরোগের বিনাশক এবং ব্রণশোধক।

বরুণাদিগণ।—বরুণ, নীলঝাঁটী, শজিনা, রক্তশজিনা, জয়ন্তী, মেড়াশৃঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, করঞ্জ, মূর্ব্বা, গণিয়ারী, শ্বেতঝাঁটী, পীতঝাঁটী, তেলাকুচা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতামূল, শতমূলী, বেলশুঁ[illegible]গাশৃঙ্গী, কুশমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদিগকে বরুণাদিগণ কহে। [illegible] ক্ষীরকাকোলী, [illegible]মেদোরোগ, শিরঃশূল, গুল্ম এবং অন্তর্বিদ্রধি নিবারিত হয়।

গুলঞ্চ, কাঁ[illegible]শৃঙ্গী

বীরতর্ব্বাদিগণ।—অর্জ্জুনছা[illegible] যষ্টি [illegible]ঝাঁটী, পীতঝাঁটী, কুশের মূল, পরগাছা, গুলঞ্চ, নলমূল, কাশমূল, প[illegible]চা, গণিয়ারী, মূর্ব্বামূল, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শোণা, শ্বেতঝাঁটী, নীলসুঁদী, [illegible]ক্ষী ও গোক্ষুর, ইহাদিগকে বীরতর্ব্বাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা বায়ুবিকার, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রা[illegible]তি রোগ নিবারিত হয়।

সালসারাদিগণ।—শাল, অসন, খদির, পাপড়ি-খদির, তমাল, সুপারী, ভূর্জ্জপত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনিশ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিংশপ, শিরীষ, পি[illegible]শাল, ধব, অর্জ্জুন, তাল, সেগুণ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, লতাশাল, অগুরু ও কালিয়াকাষ্ঠ, ইহাদিগকে সালসারাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু, কফ ও মেদোরোগ বিনষ্ট হয়।

লোধ্রাদিগণ।—লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, শোণা, অশোক, বামুনহাটী, কায়ফল, এলবালুক, কৈবর্ত্তমুস্তা, শল্লকী, জিঙ্গিনী, কদম্ব, শাল ও কদলী, ইহাদিগকে লোধ্রাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা মেদোরোগ, কফদুষ্টি ও যোনিদোষ নিবারিত হয় এবং ইহা স্তম্ভনকারক, ব্রণশোধক ও বিষনাশক।

অর্কাদিগণ।—আকন্দ, শ্বেত-আকন্দ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাতিশুঁড়া, আপাং, বামুনহাটী, রাস্না, ঈশলাঙ্গলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বিছুটী, অলবণ-বৃক্ষ ও ইঙ্গুদীবৃক্ষ, ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কহে। ইহা কফ, মেদোরোগ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগের নাশক এবং ব্রণরোগে বিশেষ উপকারক।

সুরসাদিগণ।—তুলসী, শ্বেততুলসী, ক্ষুদ্রপত্র-তুলসী, বাবুই-তুলসী, লালতুলসী, বন-বাবুই-তুলসী, কালতুলসী, গন্ধতৃণ, কাল-কাসুন্দে, আপাং, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, কায়ফল, সুরসা, নিসিন্দে, কুক্‌শিমা, ইন্দুরকাণী, বামুনহাটী, প্রাচীবল, কাকমাচী ও কুঁচিলা, ইহাদিগকে সুরসাদিগণ কহে। ইহা কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাসরোগের নিবারক এবং ব্রণশোধক।

মুষ্ককাদিগণ।—ঘণ্টাপারুল, পলাশ, ধব, চিতামুল, ধুতুরা, শিংশপা, মনসাসীজ ও ত্রিফলা, ইহাদিগকে মুষ্ককাদিগণ কহে। ইহা মেদোরোগ, মেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু, শর্করা ও অশ্মরীরোগের নিবারক।

পিপ্পল্যাদিগণ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদী, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটী, মূর্ব্বামূল, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকী, ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ুবিকার, অরুচি, গুল্ম ও শূল বিনষ্ট হয়। ইহা আমদোষের পরিপাচক এবং অগ্নির উদ্দীপক।

এলাদিগণ।—এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, নখী, মনসাসীজ, চোরপুষ্পী, গেঁটেলা, নবনীতখোটী, তেজপত্র, চোরকনামক গন্ধদ্রব্য, বালা, গুগ্‌গুলু, ধুনা, ঘণ্টাপারুল, কুন্দুরখোটী, অগুরু, পিড়িংশাক, বেণামূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও নাগেশ্বর, ইহাদিগকে এলাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা বায়ু, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, কণ্ডূ, তড়কা ও কোঠরোগ নিবারিত এবং বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

বচাদিগণ।—বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর, ইহাদিগকে বচাদিগণ কহে।

হরিদ্রাদিগণ।—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে হরিদ্রাদিগণ কহে।

এই বচাদি ও হরিদ্রাদিগণ স্তনদুগ্ধশোধক, আমাতিসার-নাশক এবং দোষ-পরিপাচক।

শ্যামাদিগণ।—অনন্তমূল, শ্যামালতা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শঙ্খপুষ্পী, লোধ, কমলাগুড়ি, ঘোড়ানিম, সুপারি, ইন্দুরকাণী, গবাক্ষী, সোন্দাল, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, নবমালিকা, শরত্বন, ধূনা, বীজতাড়ক, মনসাসীজ ও স্বর্ণক্ষীরী ইহাদিগকে শ্যামাদিগণ কহে। ইহা গুল্ম, বিষদোষ, আনাহ, উদররোগ ও উদাবর্ত্তের নিবারক এবং বিরেচক।

বৃহত্যাদিগণ।—বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনাদী ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে বৃহত্যাদিগণ কহে। ইহার ব্যবহারে পিত্ত, কফ, অরুচি, বমি, বমনভাব ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

পটোলাদিগণ।—পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, আকনাদী ও কট্‌কী, ইহাদিগকে পটোলাদিগণ কহে। ইহা পিত্ত, কফ, অরুচি, জ্বর, বমি, কণ্ডু ও বিষদোষের নিবারক।

কাকোল্যাদিগণ।—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে কাকোল্যাদিগণ কহে। ইহা রক্তপিত্ত-নিবারক, বায়ুনাশক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, রতিশক্তির ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক এবং শ্লেষ্মকর।

উষকাদিগণ।—ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব-লবণ, শিলাজতু, শ্বেত-হীরাকস, রক্ত-হীরাকস, হিং ও তুঁতে, ইহাদিগকে উষকাদিগণ কহে। ইহার ব্যবহারে কফ, মেদোরোগ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

সারিবাদিগণ।—অনন্তমূল, যষ্টিমধু, চন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মউলফুল ও বেণামূল, ইহাদিগকে সারিবাদিগণ কহে। ইহাদিগের ব্যবহারে পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহ নিবারিত হয়।

অঞ্জনাদিগণ।—অঞ্জন, রসাঞ্জন, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণামূল, পাণি-আমলা, কুঙ্কুম ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে অঞ্জনাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা রক্তপিত্ত, বিষ ও অন্তর্দাহ বিনষ্ট হয়।

পরূষকাদিগণ।—ফল্‌সাফল, কিস্‌মিস্‌, জায়ফল, দাড়িম, পলাশবৃক্ষ, নির্ম্মলীফল, শিরীষ, জায়ফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে পরূষকাদিগণ কহে। ইহা বায়ু, মূত্রদোষ ও পিপাসার শান্তিকারক এবং রুচিজনক।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ।—প্রিয়ঙ্গু, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, নাগকেশর, রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, মোচরস, রসাঞ্জন, টোকাপানা, স্রোতোঞ্জন, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও শ্যামালতা, ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ কহে।

অম্বষ্ঠাদিগণ।—আক্‌নাদী, ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শোণা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, তুঁতগাছ ও পদ্মকেশর, ইহাদিগকে অম্বষ্ঠাদিগণ কহে। প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদি এই উভয় গণ পক্কাতিসার-নাশক, ব্রণশোধক এবং ভগ্নস্থানের সংযোজক।

ন্যগ্রোধাদিগণ।—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জ্জুন, আম, কোশাম্র (জলপাই), পিড়িংশাক, তেজপত্র, বড় জাম, ক্ষুদেজাম, পিয়াল, মৌল, কট্‌কী, বেতস, কদম্ব, কুল, রক্তলোধ, শল্লকী-লোধ, সাবর-লোধ, ভেলা, পলাশ ও মেষশৃঙ্গী, ইহাদিগকে ন্যগ্রোধাদিগণ কহে। ইহা ব্রণনাশক, মলরোধক, ভগ্নস্থানের সংযোজক এবং রক্তপিত্ত, দাহ, মেদোরোগ ও যোনিদোষের নিবারক।

গুড়ূচ্যাদিগণ।—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধ'নে, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদিগকে গুড়ূচ্যাদিগণ কহে। ইহাদের ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয়। এই গণ অগ্নিবর্দ্ধক।

উৎপলাদিগণ।—নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, সৌগন্ধিক (সুগন্ধবিশিষ্ট নীলোৎপল), কুবলয় (ঈষন্নীলাভ নীলোৎপল), শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু—ইহাদিগকে উৎপলাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা দাহ, রক্তপিত্ত, পিপাসা, বিষদোষ, হৃদ্রোগ, বমি ও মূর্চ্ছা নিবারিত হয়।

মুস্তাদিগণ।—মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, স্বর্ণক্ষীরী, বচ, আকনাদী, কট্‌কী, বড়-করমচা, আতইচ, এলাইচ, ভেলা

ও চিতামূল, ইহাদিগকে মুস্তাদিগণ কহে। ইহা শ্লেষ্মনাশক, যোনিদোষ-নিবারক, স্তন্যশোধক এবং পাচক।

আমলক্যাদিগণ।—আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল, ইহাদিগকে আমলক্যাদিগণ কহে। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, কফ ও অরুচিনাশক এবং চক্ষুর হিতকর, অগ্নির উদ্দীপক ও রতিশক্তি-বর্দ্ধক।

ত্রপ্বাদিগণ।—বঙ্গ, সীসক, তাম্র, রৌপ্য, কান্তলৌহ ও মণ্ডূর ইহাদিগকে ত্রপ্বাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা দূষীবিষদোষ, ক্রিমি, পিপাসা, বিষদোষ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

লাক্ষাদিগণ।—লাক্ষা, সোন্দাল, কুড়চী, করবীর, কায়ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী ও বলাডুমুর, ইহাদিগকে লাক্ষাদিগণ কহে। ইহা কফ-পিত্তজনিতপীড়া, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনিবারক এবং দুষ্টব্রণশোধক।

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক, রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, এইসমস্ত বর্গ ও গণের উল্লিখিত সমুদায় দ্রব্যের কষায়, প্রলেপ এবং ইহাদের সহিত তৈল ও ঘৃতাদি পাক করিয়া, যথাযোগ্য স্থলে প্রয়োগ করিলে, উপযুক্ত উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

যবক্ষার।—যবের শূক (শুঁয়া) দগ্ধ করিয়া, /১ একসের-পরিমিত সেই ভস্ম, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে গুলিবে এবং একখানি মোটা-কাপড়দ্বারা সেই জল ক্রমে ক্রমে ২১ একুশবার ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে সেই জল কোন পাত্রে করিয়া, তীব্র অগ্নিতে জ্বাল দিবে; শেষে চূর্ণবৎ যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই নাম যবক্ষার। এই যবক্ষার উষ্ণজলে গুলিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে, নীচে জমিয়া যায়; পরে উপরের জলভাগ আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই যবক্ষার শোধিত হয়। অন্যান্য পদার্থের ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাও প্রায় এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়।

বজ্রক্ষার।—পূর্ব্বোক্ত যবক্ষার বা সোরা কোনও পাত্রে করিয়া অগ্নিজ্বালে চড়াইবে এবং জলবৎ গলিয়া গেলে, তাহাতে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরিচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে; তাহা হইলে, তাহার ময়লা কাটিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিবে। তখন খুন্তিদ্বারা সেই ময়লাগুলি আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিবে। তৎপরে কোন বিস্তৃত

পাত্রে পাতলা করিয়া ঢালিয়া ফেলিলেই চটীবৎ পদার্থ জমিয়া যাইবে; তাহাকেই বজ্রক্ষার বা সাদাচটী কহে। ইহা অজীর্ণ, আধ্মান, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগে বিশেষ উপকারক।

পথ্য-প্রস্তুতবিধি।

যবাগূ।—অর্দ্ধকুট্টিত তণ্ডুল বা যবের তণ্ডুলদ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা তিনভাগে বিভক্ত; যথা—মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী। পূর্ব্বোক্ত ১৯ উনিশগুণ জলসহ পাক করিয়া সুসিদ্ধ হওয়ার পর, ন্যাকড়াদ্বারা ছাঁকিয়া লইলে, মণ্ড প্রস্তুত হয়; ১১ এগারগুণ জলসহ ঐরূপ তণ্ডুল পাক করিলে পেয়া, এবং ৯ নয়গুণ জলে পাক করিলে, বিলেপী প্রস্তুত হয়। পেয়া ও বিলেপী ছাকিয়া ফেলিতে হয় না। পেয়ার দ্রবভাগ অধিক ও সিক্‌থভাগ অল্প থাকে; আর বিলেপীতে দ্রবভাগ অল্প রাখিয়া, সিক্‌থভাগ অধিক রাখিতে হয়।

খই-মণ্ড।—টাট্‌কা খই না বাছিয়া, কিছুক্ষণ অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া, পরে ন্যাকড়াদ্বারা ছাঁকিয়া লইলে, যে মাড়বৎ পদার্থ প্রস্তুত হইবে, তাহাকেই খইয়ের মণ্ড কহে।

বার্লি, এরারুট, সাগু প্রভৃতি।—বার্লি ও এরারুট পাক করিতে হইলে, উপযুক্তপরিমাণে জলের সহিত কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া, আলোড়িত করিয়া লইতে হয়। তৎপরে তাহার সহিত আবশ্যকমত দুগ্ধ ও মিছরির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লওয়া যায়। সাগু প্রস্তুত করিবার নিয়মও ঐরূপ; তবে প্রথমতঃ তাহা কিছুক্ষণ শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে উষ্ণজলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

মাণমণ্ড।—মাণের গুঁড়া দুইভাগ ও আতপ চাউলের গুঁড়া একভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১৯ উনিশগুণ জলসহ পাক করিলে, মাণমণ্ড প্রস্তুত হয়। আবশ্যকমত মাণের ও তণ্ডুলের পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

যবাগূ প্রভৃতি পথ্যসমূহ, রোগীর রুচি ও পীড়ার অবস্থা অনুসারে, মিছরির গুঁড়া, পাতি বা কাগজিনেবুর দুই তিন ফোঁটা রস, বা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝোল, অথবা আবশ্যকমত মাংসরসসহ খাইতে দেওয়া উচিত।

উপবাসের বা যবাগূ প্রভৃতি ভোজনের পরে প্রথমে অন্নপথ্য দিতে হইলে, সেই অন্ন, তণ্ডুলের পাঁচগুণ জলসহ পাক করিয়া, উত্তমরূপে গলিয়া গেলে, সম্পূর্ণরূপে ফেন গালিয়া ফেলা আবশ্যক; এবং রোগীর ব্যঞ্জনাদি অল্পতৈলে ও অল্প লবণদ্বারা পাক করা উচিত।

দা'লের যূষ।—মুগের ও মসূরাদির যূষ প্রস্তুত করিতে হইলে, দা'লের আঠারগুণ জলসহ তাহা পাক করিতে হয়; এবং তাহাতে ঘৃত, লবণ ও মসলা অতি অল্প পরিমাণে দিতে হয়। দুই তিনটী তেজপাত, অল্প গোলমরিচ ও ধ'নে-বাঁটা ব্যতীত অন্য মসলা দেওয়া উচিত নহে।

মাংসরস।—রোগবিশেষের অবস্থানুসারে ছাগ, কপোত বা কুক্কুট প্রভৃতির কোমল-মাংসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া, তাহার চর্ব্বি ফেলিয়া দিয়া, উপযুক্ত জলসহ একঘণ্টা আন্দাজ ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে তাহাতে অল্প পরিমাণে লবণ, হরিদ্রা ও গোটা ধ'নে দিয়া, কোন আচ্ছাদিত পাত্রে মৃদু অগ্নি-জ্বালে পাক করিতে হইবে। সুসিদ্ধ হইলে, একটী পাত্রে ঝোল ও অপর একটী পাত্রে মাংস ঢালিয়া ফেলিবে। তাহার পরে সেই মাংস উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া ক্বাথ বাহির করিয়া লইবে এবং সেই ক্বাথ অপর পাত্রের ঝোলসহ মিশ্রিত করিবে। কিছুক্ষণ পরে তাহার উপরিভাগে চর্ব্বি ভাসিয়া উঠিলে, একখানি পরিষ্কৃত সরু ন্যাকড়াদ্বারা চর্ব্বি উঠাইয়া ফেলিবে। তৎপরে রোগীর অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ ঘৃত, দুই চারিখানি তেজপত্র ও অল্প মৌরীর সহিত সাঁতলাইয়া, তাহার সহিত অল্পপরিমাণে গোলমরিচ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এইরূপ নিয়মে মাংসরস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আজকাল একরূপ বোতলে পূরিয়া মাংসরস (ব্রথ) প্রস্তুত করিবার যে নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, তদনুসারেও মাংসরস প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মাংস-রস একবার প্রস্তুত করিয়া, পাঁচ ছয় ঘণ্টার পরে আর তাহা খাইতে দেওয়া উচিত নহে। আবশ্যক হইলে, পুনর্ব্বার নূতন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

সুজির রুটী।—লঘুপাক রুটী প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ সুজি উপযুক্ত জলসহ একঘণ্টাকাল ভিজাইয়া, উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একটী ডেলার মত করিবে। পরে একটী পাত্রে করিয়া অগ্নিতে জল চড়াইয়া, সেই জল ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে সুজির ডেলাটী ১০।১২ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া লইবে। তাহার পরে ঐ ডেলাটী তুলিয়া, উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া খুব পাতলা রুটী করিবে। এই রুটী অত্যন্ত লঘুপাক এবং ইহাতে অম্লপাকের আশঙ্কা থাকে না।

কবিরাজি-শিক্ষা।

তৃতীয় খণ্ড।

জ্বরাধিকার।

বাতজ-জ্বরে।

বিল্বাদি পঞ্চমূল —বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটী গাছের শিকড়ের ছাল ২ দুই তোলা, ।৷৹ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ।৵৹ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে, বাতজ-জ্বর নষ্ট হয়।

এই বিল্বাদি পঞ্চমূলের সহিত গুলঞ্চ, আমলকী ও ধ'নে মিলিত করিয়া, সমুদায় সমভাগে ২ দুই তোলা লইবে এবং যথানিয়মে তাহার কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ সেবনেও বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

শুণ্ঠ্যাদি।—শুঁঠ, চিরাতা, নাগরমুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতিক-জ্বরে দোষপরিপাক হয়।

কিরাতাদি।—চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণী, চাকুলে ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ বাতজ-জ্বরনাশক।

রাস্নাদি।—রাস্না, সোঁদালমজ্জা, দেবদারু, গুলঞ্চ, এরণ্ড ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিকজ্বর প্রশমিত হয় এবং তজ্জনিত অঙ্গাদির বেদনা প্রভৃতি নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদি।—পিপুল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, কিংবা পিপুল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুল্ফা ও রেণুকা, এই দুইপ্রকার যোগের মধ্যে যে কোনটীর কাথ সেবন করিলে, বাতিকজ্বর নষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদি।—বাতিকজ্বরের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সপ্তমদিবসে গুলঞ্চ, পিপুলমূল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

দ্রাক্ষাদি।—দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গাম্ভারী, বলাডুমুর ও অনন্তমূল, ইহাদের ক্বাথ গুড়মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

দুরালভাদি।—দুরালভা, শুঁঠ, কট্‌কী, আকনাদি, শঠী, বাসকছাল ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, বাতজ্বর, এবং শ্বাস, কাস ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়।

বিশ্বাদি।—শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পিপুলমূলের ক্বাথ বাত-জ্বরে উপকারী। ধ'নে, দেবদারু, কণ্টকারী ও শুঁঠ—ইহাদের ক্বাথ সেবনেও বাতজ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

কণাদি।—পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরাতা ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, বাতজ্বর ও কম্পজ্বর এবং অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠরোধ, হৃদয়ে ভারবোধ, ঘর্ম্ম, হিক্কা, মূর্চ্ছা, এবং হিমাঙ্গতা প্রভৃতি উৎকট উপদ্রবসমূহ প্রশমিত হয়।

গ্রন্থ্যাদি।—পিপুলমূল, ক্ষেৎপাপড়া, বাসক, বামুনহাটী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, বাতজ তীব্রজ্বর নিবারিত হয়।

পঞ্চমূলাদি।—বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, বেড়েলা, রাস্না, কুলথ-কলাই ও কুড়, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, বাতজ্বর এবং তদুপসর্গ শিরঃকম্প ও সন্ধিস্থলের বেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

কাকোল্যাদি।—কাকোলী, বৃহতী (অথবা কণ্টকারী), মুতা, কুড়, দেবদারু, বাসক ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতজ্বর বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদি কষায়।—গুলঞ্চ, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ও শালপাণী, ইহাদের ক্বাথ বাতিকজ্বরে বিশেষ উপকারক।

দর্ভমূলাদি।—দর্ভমূল অর্থাৎ কুশ, কাশ বা উলুখড়, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীর মূল এবং বেড়েলা ও গোক্ষুর, এই তিনটী পদার্থের ক্বাথ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে চিনি ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিক-জ্বর বিনষ্ট হয়।

দশমূলাদি।—বেলছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শোণাছাল, গণিয়ারী-ছাল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে, শালপাণী, রাস্না, পিপুল, পিপুলমূল, কুড়, শুঁঠ, চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ, দূর্ব্বা, বালা, দ্রাক্ষা, দুরালভা ও শুল্‌ফা, ইহা-দের ক্বাথ পান করিলে, বাতিকজ্বর এবং তাহার উপদ্রব উপশমিত হয়।

ভূনিম্বাদি। - চিরাতা, মুতা, বালা, কণ্টকারী, বৃহতী, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শুঁঠ, শালপাণী, চাকুলে ও কুড়, ইহাদের কষায় বাত-জ্বরের উপশমকারক।

কাশ্মর্য্যাদি।—গাম্ভারীছাল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বলাডুমুর ও গুলঞ্চ, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথে পুরাতনগুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিক-জ্বরের উপশম হয়।

শতপুষ্পাদি।—শুল্‌ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুক, ধ'নে, বেণামূল ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতিক-জ্বর নিবারিত হয়।

শালপর্ণ্যাদি।—শালপাণী, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, ও অনন্তমূল, ইহা-দের ক্বাথ পান করিলে, তীব্র বাতজ্বর প্রশমিত হয়।

মরিচাদি।—মরিচ, লবণ, শুঁঠ, চিরাতা, হরীতকী, পিপুল, ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ সেবনে বাতিক-জ্বর বিনষ্ট হয়।

পিত্তজ্বরে।

তিক্তাদি।—কট্‌কী, মুতা, যবতণ্ডুল, আক্‌নাদি, কট্‌ফল, এইসকলের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বরে দোষের পরিপাক হয়।

কলিঙ্গাদি।—ইন্দ্রযব, কট্‌ফল, লোধ, আকনাদি, পটোলপত্র ও মঞ্জিষ্ঠা, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, অথবা ইন্দ্রযব, কট্‌কী ও মুতা, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, পৈত্তিক-জ্বরের দোষ পরিপাক পায়।

কট্‌ফলাদি।—কট্‌ফল, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, চিরাতা ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ তীব্র-পিত্তজ্বরের দোষ-পরিপাকের জন্য দশমদিবসে প্রয়োগ করিবে।

বিশ্বাদি।—শুঁঠ, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, নাগরমুতা, রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বর, এবং তজ্জনিত দাহ, বমি ও পিপাসা নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাদি।—বালা, রক্তচন্দন, বেণামূল, মুতা ও ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বর, এবং তদুপসর্গ তীব্র পিপাসা ও দাহের উপশম হয়।

দুরালভাদি।—দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরাতা, বাসকছাল ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বর, এবং তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তপিত্তের উপশম হয়।

কিরাতাদি।—চিরাতা, গুলঞ্চ, ধ'নে, রক্তচন্দন, বেণামূল, ক্ষেৎপাপড়া ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিত্তজ্বর, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি, শ্রান্তি, ক্লান্তি, বমনবেগ ও অরুচি নিবারিত হয়।

গুড়ূচ্যাদি।—গুলঞ্চ, চিরাতা, বালা, বেণার মূল, অগুরু-কাষ্ঠ, মুতা, তেউড়ী, আমলকী, দ্রাক্ষা, বালা ও ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বিবিধ উপদ্রবযুক্ত পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

দ্রাক্ষাদি-ক্বাথ।—দ্রাক্ষা, হরীতকী, মুতা, কট্‌কী, সোঁদালমজ্জা ও ক্ষেৎপাপড়া, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে, পিত্তজ্বর, এবং মুখশোষ, প্রলাপ, অন্তর্দ্দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়। ইহা রক্তপিত্ত রোগেও উপকারক। এই ক্বাথপানে বিরেচন হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাদি-কষায়।—দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণামূল, লোধ, ইন্দ্রযব, ক্ষেৎপাপড়া, ফল্‌সা, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পটোলপত্র, চিরাতা ও ধ'নে, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবনে পিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, ভ্রম, ক্লান্তি, বমি, মূর্চ্ছা, মুখশোষ, অরুচি, শ্বাস, শূল, বমনবেগ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

লোধ্রাদি।—লোধছাল, নীলশুঁদী, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ ও অনন্তমূল, ইহাদের ক্বাথ, কিঞ্চিৎ চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, পিত্তজনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

পটোলাদি।—পিত্তজ্বরে দাহ ও পিপাসা প্রবল থাকিলে, পটোলপত্র, যব, ধ'নে, ও যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করিতে দিবে।

দুরালভাদি।—দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরাতা, বাসক, ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ও দাহ প্রশমিত হয়।

ত্রায়মাণাদি।—বলাডুমুর, যষ্টিমধু, পিপুলমূল, চিরাতা, মুতা, মৌলপুষ্প ও বহেড়া, এইসকলের কাথ চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

দুঃস্পর্শাদি।—দুরালভা, বাসক, কট্কী, রেণুকা, প্রিয়ঙ্গু, ও চিরাতা এইসকল দ্রব্যের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ্বরে।

পিপ্পল্যাদিগণ।—পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, চিতামূল, চই, রেণুকা, যমানী, শ্বেতসর্ষপ, হিং, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, আকনাদী, জীরা, ঘোড়ানিমফল, মূর্ব্বা, আতইচ, বিড়ঙ্গ, ও কট্কী, ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে। ইহা সেবন করিলে, শ্লেষ্মজনিত জ্বর বিনষ্ট হয়; এবং কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ুবিকার, অরুচি, গুল্ম ও শূল প্রশমিত হয়।

মাতুলুঙ্গশিফাদ্য।—ছোলঙ্গনেবুর মূল, শুঁঠ, ব্রাহ্মী, ও পিপুলমূল, ইহাদের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ্বরে দোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

আমলক্যাদি।—আমলকী, হরীতকী, পিপুল, ও চিতামূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফজ্বরে দোষের পরিপাক হয়। ইহা পাচক ও মলভেদক।

কটুকাদি।—কট্কী, চিতামূল, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা, ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথে মরিচচূর্ণ ও অধিকপরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ্বর বিনষ্ট হয়। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে কট্কী হইতে বচ পর্য্যন্ত একটী যোগ, এবং কুড় হইতে পটোলপত্র পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যোগ।

নিম্বাদি।—নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরাতা, কুড়, পিপুল, ও বৃহতী ইহাদের কাথ কফজ্বরনাশক।

মরিচাদি।—মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতামূল, কট্ফল, কুড়, মুতা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, যমানী,

ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফজ্বর ও তাহার বিবিধ উপদ্রব বিনষ্ট হয়।

ভূনিম্বাদি।—চিরাতা, নিমছাল, পিপুল, শঠী, শুঁঠ, শতমূলী, গুলঞ্চ, ও বৃহতী, ইহাদের ক্বাথ সেবনে কফজ্বর প্রশমিত হয়।

কটুত্রিকাদ্য।—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, হরিদ্রা, কট্‌কী ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ কফজ্বরনাশক।

মুস্তাদ্য পাচন।—মুতা, ইন্দ্রযব, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কট্‌কী, ফল্‌সা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাদি।—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পটোলপত্র, বাসক, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও বচ, অথবা দশমূল ও বাসক, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ্বর নিবারিত হয়।

তিক্তাদি।—কট্‌কী, নিম, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফজ্বর এবং হিক্কা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ প্রশমিত হয়।

নিদিগ্ধিকাদি।—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফজ্বর; এবং শ্বাস, কাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও উদরের কুপিত বায়ু প্রশমিত হয়।

কট্‌ফলাদি লেহ।—কট্‌ফল, কুড়, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মধু অথবা আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, কফজ্বর এবং শ্বাস, কাস, বমন, অরুচি ও ও বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হয়।

বাত-পিত্তজ্বরে।

নবাঙ্গ।—শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতা, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্ট কারী ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথ সেবনে বাত-পিত্তজ্বর আশু নষ্ট হয়।

পঞ্চভদ্র।—গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, চিরাতা ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ বাত-পিত্তজ্বরে প্রশস্ত।

ত্রিফলাদি।—ত্রিফলা, শিমুলমূল, রাস্না, সোঁদালের মজ্জা ও বাসক-ছাল, ইহাদের ক্বাথ বাতপিত্ত-জ্বরনাশক।

নিদিগ্ধিকাদি।—কণ্টকারী, বেড়েলা, রাস্না, বলাডুমুর, গুলঞ্চ ও মসূরকলায় (কাহারও মতে শ্যামালতা), ইহাদের ক্বাথ সেবনে বাত-পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

কিরাততিক্তাদি।—চিরাতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী ও শঠী, ইহাদের ক্বাথে পুরাতন-গুড় প্রক্ষেপ দিয়া, পান করিলে, বাত-পিত্তজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মুস্তাদি।—মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, নীলশুঁদী, চিরাতা, বেণামূল ও রক্ত-চন্দন, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাত-পিত্তজ জ্বর নিবারিত হয়।

কিরাতাদি।—চিরাতা, আমলকী, শঠী, কিস্‌মিস্‌, পিপুল, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া, পুরাতন গুড়সহ সেবন করিলে, বাত-পিত্ত-জ্বর উপশমিত হয়।

আরগ্বধাদি।—সোঁদাল-মজ্জা, মুতা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ বাত-পিত্তনাশক।

ঘনচন্দনাদি।—মুতা, রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, কট্‌কী, বেণার মূল, পটোলপত্র ও বালা, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করিলে, জ্বর, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও অরুচি নিবারিত হয়।

মধুকাদি হিম।—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, কিস্‌মিস্‌, রক্তচন্দন, নীলশুঁদী, গাম্ভারী, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পদ্মকেশর, ফল্‌সাফল ও মৃণাল, এইসকল দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা, ১২ বার তোলা পরিষ্কার জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে, এবং প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া লইবে; তৎপরে তাহাতে মধু, খইচূর্ণ, ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, পিত্তজনিত তৃষ্ণা, বমি ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব শীঘ্রই প্রশমিত হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে।

আরগ্বধাদি।—সোঁদালের মজ্জা, পিপুলমূল, মুতা, কট্‌কী ও হরীতকী, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে, অপক্কদোষ ও বেদনাযুক্ত বাতশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও দোষপাচক।

দশমূলী-কষায়।—বাতশ্লেষ্মজ্বরে দোষের সম্যক্ পরিপাকের জন্য দশমূলের ক্কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

পটোলাদি।—পটোলপত্র, শুঁঠ, যব ও পিপুল, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে, বাতশ্লেষ্ম-জ্বর, এবং তৃষ্ণা, গাত্রবেদনা, শ্বাস, কাস, অরুচি ও মলবদ্ধতা নিবারিত হয়। ইহা দোষের পাচক এবং অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

গুড়ূচ্যাদি।—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধ'নে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্কাথ সেবন করিলে, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর প্রশমিত হয়; এবং অরুচি, সর্দ্দি, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয়।

দার্ব্বাদি।—দেবদারু, ক্ষেৎপাপড়া, বামুনহাটী, মুতা, বচ, ধ'নে, কট্‌ফল, হরীতকী, শুঁঠ ও নাটাকরঞ্জ, ইহাদের ক্কাথে হিঙ্গু ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বর, এবং মুখশোষ, মলবদ্ধতা, শ্বাস, কাস ও মুখপ্রসেক নিবারিত হয়।

মুস্তাদি।—মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁঠ ও দুরালভা, ইহাদের ক্কাথ সেবনে বাতশ্লেষ্মজ্বর, এবং অরুচি, দাহ ও মুখশোষ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

নিম্বাদি।—নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, কট্‌ফল, কট্‌কী ও বচ, ইহাদের ক্কাথ সেবনে বাতশ্লেষ্ম-জ্বর, এবং পর্ব্বভেদ, শিরঃশূল, কাস ও অরুচির উপশম হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে।

গুড়ূচ্যাদি।—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধ'নে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, সকলপ্রকার জ্বরের অপক্কদোষ, হৃল্লাস, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয়।

চাতুর্ভদ্রক।—চিরাতা, শুঁঠ, মুতা ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, প্রয়োগ করিবে।

পাঠাসপ্তক।—আকনাদি, বালা, বেণামূল, চিরাতা, শুঁঠ, মুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বরে পিত্তের আধিক্য থাকিলে, প্রয়োগ করিবে।

পটোলাদি।—পটোলপত্র, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, কট্‌কী, আকনাদি ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর এবং অরুচি, বমি, কণ্ডু ও বিষদোষ নিবারিত হয়।

অমৃতাষ্টক।—গুলঞ্চ, নিমছাল, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন ও মুতা, ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, পিত্ত-শ্লেষ্মজ জ্বর বিনষ্ট হয়; এবং তজ্জনিত বমন, অরুচি, তৃষ্ণা, বমনবেগ ও দাহ প্রশমিত হয়।

পঞ্চতিক্ত।—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, চিরাতা ও কুড়, এই পঞ্চতিক্তের ক্বাথ সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়।

কণ্টকার্য্যাদি।—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরা-লভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুতা, পটোলপত্র ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি, অরুচি, কাস, হৃদয়ে বেদনা ও পার্শ্ববেদনার শান্তি হয়।

পটোলাদি।—পটোলপত্র, নিমছাল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর-নিবারক।

পটোলাদি।—পটোলপত্র, নিমছাল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, পিত্ত-শ্লেষ্মজ জ্বর এবং দাহ, পিপাসা ও বমির উপশম হয়।

নবজ্বরের ঔষধ।

জ্বরাঙ্কুশ।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, হিঙ্গুল ৩ তিনভাগ, জয়পালবীজ ৪ চারিভাগ,—এই সমুদায় দ্রব্য, দন্তীমূলের কাথসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—চিনির জল। ইহা নবজ্বরনাশক।

স্বচ্ছন্দভৈরব।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জায়ফল ও পিপুল, সমভাগে জলসহ মর্দ্দন করিয়া, অর্দ্ধরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস, পানের রস ও মধু। সমভাগ তাম্রভস্ম ও মিঠাবিষ, একত্র ধুতুরার রসে শতবার ভাবনা দিয়া, অর্দ্ধরতি পরিমাণে বটিকা করিলে, তাহাকেও স্বচ্ছন্দ-ভৈরব বলা যায়। এই ঔষধ আদার রস ও সৈন্ধবলবণসহ সেবন করিলে, নবজ্বর ও সন্নিপাতজ্বর উপশমিত হয়।

হিঙ্গুলেশ্বর।—পিপুল, হিঙ্গুল ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক সমভাগ জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক, অর্দ্ধরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন করিলে, বাতিকজ্বর উপশমিত হয়। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবার বিধান উপদিষ্ট আছে।

অগ্নিকুমার রস।—মরিচ ২ দুইমাষা, বচ ২ দুইমাষা, কুড় ২ দুইমাষা ও মিঠাবিষ ৮ আট মাষা, আদার রসসহ পেষণ করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আমজ্বরের প্রথমাবস্থায় শুণ্ঠীচূর্ণ ও মধু; কফজ্বরে—আদার রস বা নিসিন্দাপত্রের রস; পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগে—আদার রস; অগ্নিমান্দ্যে—লবণচূর্ণ; শোথে দশমূলের কাথ; আমাতিসারে ধ'নে ও শুণ্ঠীর কাথ, পকাতিসারে কুড়চির কাথ ও মধু; গ্রহণীরোগে—শুঁঠচূর্ণ; সন্নিপাত-জ্বরের প্রথমাবস্থায়—পিপুলচূর্ণ ও আদার রস, কাসে কণ্টকারীর রস; এবং শ্বাসে—সর্ষপতৈল ও পুরাতন গুড়। দুইটী বটিকা সেবনেই রোগী স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত হয়। সকল রোগেই আমদোষ শান্তির জন্য এই ঔষধ প্রয়োজ্য। ইহাদ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এই জন্য ইহার নাম অগ্নিকুমার-রস।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়রস।—মিঠাবিষ ১ একভাগ, মরিচ ১ একভাগ, পিপুল ১ একভাগ, বনজীরা ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার খই ১ এক ভাগ, হিঙ্গুল ২ দুইভাগ; (এস্থলে হিঙ্গুলে জামীরের রসের ভাবনা দিয়া লইতে

হইবে; কিংবা যদি ইহাতে ১ একভাগ পারদ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে হিঙ্গুলের আবশ্যকতা নাই; বিষও গোমূত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে।) একত্র আদার রসসহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মুগ-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান সাধারণতঃ মধু; এবং বাতজজ্বরে দধির মাত; সন্নিপাতে আদার রস; অজীর্ণজনিতজ্বরে জামীরের রস; বিষমজ্বরে কৃষ্ণজীরার চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। ইহার পূর্ণমাত্রা ৪ চারি বটী; কিন্তু বৃদ্ধ, বালক ও অতিক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে ১ এক বটী। যদি কফের আধিক্য না থাকে, এবং রোগী ক্ষীণ না হয়, তাহা হইলে ডাবের জল ও চিনিসহ সেবন বিধেয়; তদ্দ্বারা বাতপৈত্তিক দাহ নিবারিত হয়।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ বটী।—পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া, তাহার কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইবে; তৎপরে মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, দারুচিনি, জয়পাল, কুড়, চিরাতা ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, পারদের সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া, নিসিন্দাপাতার রসে, ভাবনা দিয়া ১ একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটী সেবনান্তে বস্ত্রাদিদ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিবে। ইহা সেবনে অষ্টবিধজ্বর, প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর, বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

চণ্ডেশ্বর।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও তাম্র এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া, একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিবে; পরে আদার রসে ৭ সাতবার ও নিসিন্দা-পত্রের রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক, ১ রতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর আশু নিবারিত হয়।

চন্দ্রশেখর রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, সোহাগার খই ২ দুইভাগ, মরিচ ২ দুইভাগ ও সর্ব্বসমান চিনি অথবা মনঃশিলা একত্র মিশ্রিত করিবে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে পারদাদি চারিটী পদার্থ সমভাগে লইবার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরে রোহিতমৎস্যের পিত্তে তিনদিন ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিবে, এবং ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ঔষধ সেবনের পরে শীতলজল পান করাইবে। ইহা সেবনে অত্যুগ্র পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর তিনদিবসের মধ্যে নিবারিত হইয়া থাকে।

বৈদ্যনাথবটী।—পারদ ॥০ অর্দ্ধতোলা ও গন্ধক ॥০ অর্দ্ধতোলা, উত্তম-রূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে; অনন্তর কট্‌কীচূর্ণ ২ দুইতোলা তাহার

সহিত মিশ্রিত করিয়া, উচ্ছেপাতার রসে অথবা ত্রিফলার ক্বাথে তিনবার ভাবনা দিয়া মটর-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পাণের রস, কিংবা উচ্ছে-পাতার রস ও ঈষদুষ্ণ জল। রোগীর রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া, ১ একটী হইতে ৩ তিনটী পর্য্যন্ত বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাদ্বারা নবজ্বর, অরুচি, পাণ্ডু ও শোথ নিবারিত হয়।

নবজ্বরেভ-সিংহ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিপুল, ও শুঁঠ, প্রত্যেক সমভাগ এবং মিঠাবিষ অর্দ্ধভাগ, (কেহ কেহ বলেন, সমষ্টির অর্দ্ধেক বিষ) একত্র জলসহ ২ দুইদিন মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাদ্বারা ঘোরতর নবজ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বালকদিগের সুখবিরেচক ঔষধ।

মৃত্যুঞ্জয় রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, সোহাগার খই ৪ চারিভাগ, মিঠাবিষ ৮ আটভাগ, ধুতুরাবীজ ১৬ ষোলভাগ এবং ত্রিকটু মিশ্রিত ৩২ বত্রিশভাগ, এইসমুদায় ধুতুরার মূলের রসসহ একত্র মর্দ্দন করিয়া মাষকলায়প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সকলপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়। ডাবের জল ও চিনিসহ এই রস সেবনে বাতপৈত্তিক জ্বর, মধুসহ সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক জ্বর, এবং আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হয়।

প্রচণ্ডেশ্বর রস।—বিষ, পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া, দুইপ্রহরকাল মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহাতে নিসিন্দাপত্রের রসের ২১ একুশবার ভাবনা দিবে। পরে তিল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা নবজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে অতিরিক্ত গরমবোধ হইলে, মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিবে, অথবা ঘোল পান করিতে দিবে।

ত্রিপুরভৈরব রস।—বিষ ১ একভাগ, সোহাগা দুইভাগ, গন্ধক ৩ তিন ভাগ, তাম্র অথবা হিঙ্গুল ৪ চারিভাগ, এবং দন্তীবীজ ৫ পাঁচভাগ, এই সমুদায় দন্তীর ক্বাথসহ একপ্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া ৩ তিনরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস; অথবা শুঁঠ, পিপুল, বা মরিচের ক্বাথ, এবং চিনি। ইহাদ্বারা নবজ্বর, মন্দাগ্নি, আমবাত, শোথ, বিষ্টম্ভ, অর্শঃ ও ক্রিমি নিবারিত হয়।

শীতারি রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার খই ১ একভাগ, জয়পালবীজ ২ দুইভাগ; সৈন্ধবলবণ ১ একভাগ, মরিচ ১ একভাগ, তেঁতুলছালভস্ম ১ একভাগ ও মিঠাবিষ ১ একভাগ, (কাহারও মতে তাম্র ১ এক ভাগ দিবার উপদেশ আছে); এইসমস্ত দ্রব্য একত্র জম্বীর-রসসহ মর্দ্দন করিয়া, দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—গরম জল। ইহা বাতশ্লেষ্ম-জ্বরের ও শীতজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কফকেতু।—শঙ্খভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খই, প্রত্যেক এক এক ভাগ, এবং মিঠাবিষ ৫ পাঁচভাগ, একত্রিত এইসমুদায়ে আদার রসের ৩ তিনবার ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবন করিলে, কফজনিত কণ্ঠরোধ, শিরোরোগ, বদ্ধকফ ও দারুণ সন্নিপাত নিবারিত হয়।

মতান্তরে আর একপ্রকার কফকেতু দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—সোহাগার খই, শঙ্খভস্ম ও মিঠাবিষ, সমুদায় সমভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া এবং আদার রসে ৩ তিনবার ভাবনা দিয়া ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। শ্বাস, কাস, পীনস, শিরোরোগ ও গলরোগ প্রভৃতি কফজনিত রোগসমূহে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক।

প্রতাপমার্ত্তণ্ডরস।—মিঠাবিষ ১ একভাগ, হিঙ্গুল ১ একভাগ, জয়পাল ১ একভাগ ও সোহাগা ১ একভাগ, একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, নবজ্বর আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জ্বরকেশরী।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়পালবীজ, প্রত্যেক সমভাগ; একত্র ভৃঙ্গরাজের রসসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতিমাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। শিশুদিগের মাত্রা ১ একসর্ষপ। পিত্তজ্বরে চিনি, সন্নিপাত-জ্বরে মরিচ, এবং দাহজ্বরে পিপুল ও জীরার কাথসহ, বিবেচনের জন্য ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। সাধারণতঃ ইহা কেবল গরমজলসহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীজ্বরমুরারি।—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খই, শুঁঠ ও হরীতকী,—প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান জয়পালবীজের

চূর্ণ, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, মটরপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বিরেচনের জন্য আদার রসসহ ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

রসমঙ্গলোক্ত জ্বরমুরারি।—শোধিত পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও হিঙ্গুল,—প্রত্যেক ২ দুইতোলা, লবঙ্গ ১ একতোলা, মরিচ ৮ আটতোলা, শোধিত ধুতূরাবীজ ১৬ যোলতোলা, (কেহ কেহ ধুতূরাবীজের পরিবর্ত্তে জয়পালবীজ প্রয়োগ করেন) ও তেউড়ীমূল ২ দুইতোলা; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ করিয়া, তাহাতে সাতবার দন্তীর কাথের ভাবনা দিবে। পরে ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া, উপযুক্ত অনুপানের সহিত তাহা প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, বিষ্টম্ভ, সর্ব্বাঙ্গ-বেদনা, গুল্ম, শোথ, কাস, অম্লপিত্ত ও আমবাত প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

তরুণজ্বরারি।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও জলপাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—চিনির জল। অবিচ্ছিন্নজ্বরে জ্বরত্যাগের জন্য জ্বরের পঞ্চম, ষষ্ঠ, অথবা সপ্তম দিবসে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে বিরেচন হইলে, জ্বরত্যাগের পরে পটোল ও মুগের যূষ এবং অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শীতভঞ্জী-রস।—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও জয়পালবীজের চূর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ৩ তিনবার দন্তীমূলের কাথের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত প্রয়োগ করিয়া, শীতলজল, ইক্ষুরস, অথবা মুগের যূষ অনুপান করিবার ব্যবস্থা করিবে। মহাঘোর নবজ্বরও এই ঔষধ সেবনে উপশমিত হইয়া থাকে।

নবজ্বরারি-রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, মিঠাবিষ ৩ তিনভাগ, স্বর্ণক্ষীরী ৪ চারিভাগ ও জয়পালবীজ ৫ পাঁচভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র নেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, বিড়ঙ্গের মত পরিমাণে বটিকা করিবে। আদার রসের সহিত ইহা সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

নবজ্বরহর-বটী।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং শোধিত দন্তীবীজ-চূর্ণ, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে

চূর্ণ করিয়া, দ্রোণপুষ্পীর (ঘলঘসিয়ার) রসের সহিত মর্দ্দন করিবে; পরে তাহা পুটপাকে দগ্ধ করিয়া, মাষকলায়ের ন্যায় বটিকা করিবে। এই ঔষধ নবজ্বরে প্রয়োগ করিতে হয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও সোহাগার খই, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, জলের সহিত একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক ৩ তিনরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, আমবাত, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

রত্নগিরি রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, তাম্র ১ একভাগ, অভ্র ১ একভাগ, স্বর্ণ ১ একভাগ, লৌহ ½ অর্দ্ধভাগ ও বৈক্রান্ত ¼ সিকিভাগ, এইসকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজ-রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে; সেই পর্প্পটী চূর্ণ করিয়া, তাহাতে ক্রমে ক্রমে শজিনা, বাসক, নিসিন্দা, বচ, চিতামূল, ভৃঙ্গরাজ, ভূ-কদম্ব (মুণ্ডিরী), কণ্টকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রাহ্মীশাক, চিরাতা ও ঘৃতকুমারী, এইসকল পদার্থের রসের বা কাথের ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে মুষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, বালুকাযন্ত্রে লঘুপুটে তাহা পাক করিতে হইবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় মধু ও পিপুলচূর্ণ এবং ধ'নের কাথ প্রভৃতি অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, অতি সত্বর নবজ্বর নিবারিত হয়।

জয়াবটী।—মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, হরিদ্রা ও বিড়ঙ্গ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, একত্র ছাগমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিবে এবং চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ, পিত্তজ্বরে—দুগ্ধের সহিত, সন্নিপাত-জ্বরে—মধু ও মরিচের গুঁড়ার সহিত, বিষমজ্বরে—ঘৃতের সহিত, শীতজ্বরে—গোমূত্রের সহিত, রক্তপিত্ত-জ্বরে—রক্তচন্দনের কাথসহ, অন্যান্য জ্বরে—মধু ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত, কাসরোগে—মধুর সহিত এবং পাণ্ডুরোগে—দুগ্ধের সহিত, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়।

জয়ন্তী বটিকা।—মিঠাবিষ, আকনাদী, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপুল ও নিমপাতা, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিবে এবং জয়াবটীর ন্যায় ছোলার পরিমাণে বটিকা করিবে। এই

ঔষধও জয়াবটীর স্থায় ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রোগে প্রয়োগ করিতে হয়।

জ্বরধূমকেতু।—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও সমুদ্রফেন, প্রত্যেক সমানভাগ, আদার রসের সহিত একত্র তিন দিন মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা নবজ্বরে বিশেষ উপকারক।

শ্রীরামরস্।—পারদ, গন্ধক ও মরিচ, প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান জয়পালবীজ, একত্র ১ একপ্রহরকাল দন্তীর কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, আমজ্বর, শূল, বিষ্টম্ভ ও বায়ুবিকৃতি নিবারিত হয়।

উদকমঞ্জরী।—পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান মিঠাবিষ, সমুদায় একত্র রোহিতমৎস্যের পিত্তের সহিত মর্দ্দন করিয়া এবং তিনদিন তাহাতে রোহিত পিত্তের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ঔষধসেবনে অধিক গরম হইলে, শীতল জল, ঘোল ও বেগুনের তরকারীর সহিত অন্ন পথ্য দিতে হইবে। পিত্তের আধিক্য হইলে, মস্তকে শীতল-জলের জলপটী দেওয়া আবশ্যক।

অমৃতমঞ্জরী।—হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই, পিপুল, মিঠাবিষ ও জয়িত্রী, প্রত্যেক সমভাগ, জামীরের রসসহ একত্র মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি কিংবা ৩ তিনরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, কাস, শ্বাস ও সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

অচিন্ত্যশক্তি রস।—পারদ ২ দুইমাষা ও গন্ধক ২ দুইমাষা, একত্র কজ্জলী করিয়া, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরে, নিসিন্দা, থানকুনি, গিমা, শ্বেত-অপরাজিতার মূল, শালিঞ্চ, কাঁটানটে ও শ্বেত হুড়হুড়ে, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস ৪ চারি মাষার সহিত এক একবার মর্দ্দন করিবে। তৎপরে স্বর্ণমাক্ষিক ১ একমাষা ও মরিচ ১ একমাষা, তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে তাম্রদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে। পরে মুগের মত বটিকা করিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। নবজ্বররোগী স্বেদ ও উপবাসাদি ক্রিয়াদ্বারা ক্লান্ত এবং দুর্ব্বল হইলে, এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রথমদিনে ৩ তিন বটী, দ্বিতীয়দিনে ২ দুই বটী এবং

তৃতীয়দিনে ১ এক বটী শীতলজলের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। পিপাসা উপস্থিত হইলে, শীতল জল এবং জাঙ্গল পশু অথবা লাবপক্ষী প্রভৃতির মাংসরস পান করিতে দিবে। রোগী জ্বরমুক্ত হইলে, তাহাকে দধি ও অন্ন পথ্য দিবে। শিরঃকম্প প্রভৃতি বাতজ-উপদ্রব উপস্থিত হইলে, বিবেচনাপূর্ব্বক মস্তকে নারায়ণ তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

ত্রৈলোক্যডুম্বুর-রস।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, পিপুল, জয়পালের বীজ, কট্‌কী, হরীতকী, তেউড়ামূল ও কুঁচিলা, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ; একত্র মনসাসীজের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে ইহার বটিকা করিবে। কেবল মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার নবজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

গদমুরারি।—পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তাম্র, হিঙ্গুল ও সীসক, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, অতি প্রবল অপক্ক জ্বরও প্রশমিত হয়।

জ্বরহর বটী।—শোধিত সীসক, হরিতাল, মিঠাবিষ ও রসসিন্দূর, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, সর্ষপের ন্যায় বটিকা করিবে। জ্বরবিচ্ছেদ সময়ে, কিছুক্ষণ বাদ বাদে চিনির সহিত দুই তিনটী বটী সেবন করিলে, জ্বর নিবারিত হয়।

সন্নিপাত-জ্বরে।

ক্ষুদ্রাদি।—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও কুড়, ইহাদের কষায় সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, অরুচি ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। ইহা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরেও প্রয়োগ করা যায়।

নাগরাদি।—শুঁঠ, ধনে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, নিমছাল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কট্‌কী, মুতা, গজপিপ্পলী, সোঁদাল, চিরাতা, গুলঞ্চ, দশমূল ও কণ্টকারী, ইহাদিগের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, ত্রিদোষোল্বণ সান্নিপাতক জ্বর নিবারিত হয়।

চতুর্দ্দশাঙ্গ।—দশমূল, বচ, শুঁঠ, শ্বেতপুষ্প-কেলেকড়া এবং রক্তপুষ্প-কেলেকড়া এই চৌদ্দটী দ্রব্যের ক্বাথ—বাত-শ্লেষ্মাধিক-সন্নিপাতজ্বরের উপশমকারক। দীর্ঘকালের জীর্ণজ্বরে বা বাত-শ্লৈষ্মিক-সন্নিপাতজ্বরে আর একপ্রকার চতুর্দ্দশাঙ্গ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দশমূল এবং কিরাতাদিগণ (চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ), ইহাদের ক্বাথ এবং বিরেচন আবশ্যক হইলে, সেই ক্বাথের সহিত ॥৹ অর্দ্ধতোলা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মহর অষ্টাদশাঙ্গ।—বাতশ্লেষ্মাধিক-সন্নিপাতজ্বরে হৃদয়ে ও পার্শ্বে বেদনা এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা ও বমি থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্‌কী, এই অষ্টাদশাঙ্গের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মহর অষ্টাদশাঙ্গ।—চিরাতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধ'নে ও গজপিপ্পলী, ইহাদের ক্বাথ—তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মাধিক সন্নিপাতজ্বর আশু নিবারণ করে। ইহার অপর নাম—ভূনিম্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ।

ভার্গ্যাদি।—বামুনহাটী, কুড়, রাস্না, বেলছাল, যমানী, শুঁঠ, পিপুল ও দশমূল, ইহাদের ক্বাথ সন্নিপাত-জ্বরনাশক এবং কাস, শ্বাস, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, আনাহ, অগ্নিমান্দ্য ও তন্দ্রা প্রভৃতি উপদ্রবের নিবারণকারক।

বৃহৎ ভার্গ্যাদি।—বামুনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁঠ, ইহাদের কষায় পান করিলে, সান্নিপাতিক-জ্বর, সততাদি ঘোরতর জ্বর, বহিঃস্থ ও শীতসংযুক্ত জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ বিনষ্ট হয়।

মুস্তাদ্যগণ।—মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, দেবদারু, শুঁঠ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দুরালভা, নীলগাছ, কমলাগুড়ি, তেউড়ীমূল, চিরাতা, আকনাদী, বেড়েলা, কট্‌কী, যষ্টিমধু ও পিপুলমূল, এই কয়েকটী পদার্থকে মুস্তাদ্যগণ বা অষ্টাদশাঙ্গ কহে। ইহাদের ক্বাথ পিত্তাধিক সন্নিপাতজ্বরে এবং বক্ষোবেদনা, পার্শ্ববেদনা ও শিরোবেদনাদি উপদ্রবে বিশেষ উপকারক।

শঠ্যাদি।—শঠী, কুড়, বৃহতী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদী, চিরাতা ও কট্‌কী, এই শঠ্যাদিগণের ক্বাথ সান্নিপাতিক জ্বরনাশক।

বৃহত্যাদি।—বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্‌কী, এই কয়েকটীকে বৃহত্যাদিগণ কহে। ইহাদের কাথ সেবন করিলে, সান্নিপাতিক জ্বর এবং তদুপদ্রব কাসাদি নিবারিত হয়।

ব্যোষাদি।—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,) কট্‌কী, পটোলপত্র, নিমছাল, বাসক, চিরাতা, গুলঞ্চ ও দুরালভা, ইহাদের কষায় ত্রিদোষজ্বরনাশক।

ত্রিবৃতাদি।—তেউড়ীমূল, গোরক্ষ-চাকুলে, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া), কট্‌কী ও সোঁদাল-মজ্জা, ইহাদিগের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, ত্রিদোষজনিত জ্বর নষ্ট হয়।

দ্বাত্রিংশাঙ্গ।—বামুনহাটী, চিরাতা, নিমছাল, মুতা, কট্‌কী, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বাসক, রাখালশসা, রাস্না, শ্যামালতা, পটোলী, দেবদারু, হরিদ্রা, পারুলছাল, গাবছাল, ব্রাহ্মী, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, তেউড়ীমূল, আতইচ, কুড়, বলাডুমুর, কণ্টকারী, বৃহতী, ইন্দ্রযব, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও শঠী; এই বত্রিশটী দ্রব্যের কাথ পান করিলে, ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাত, এবং শ্বাস, কাস, হিক্কা, শূল, বায়ুবিকার, আধ্মান, সন্ধিবেদনা, উরুস্তম্ভ, অন্ত্রবৃদ্ধি ও অরুচি প্রভৃতি নিবারিত হয়।

দ্বাদশাঙ্গ।—দশমূল, কুড় ও পিপুল, এই ১২ বারটী দ্রব্যের কাথ পান করিলে, শ্বাস-কাস-সংযুক্ত সন্নিপাত জ্বর প্রশমিত হয়।

কণ্টকার্য্যাদি।—কণ্টকারী, বৃহতী, শুঁঠ, ধ'নে ও দেবদারু, এই পাঁচটী পদার্থের কাথ সর্ব্বজ্বরনাশক এবং পাচক।

বৃহৎ কট্‌ফলাদি।—কট্‌ফল, মুতা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীর, ক্ষেৎপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধ'নে, শঠী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, রাস্না, চিরাতা, বামুনহাটী, ধলা-আঁকড়া, বেড়েলা, দশমূল ও পিপুলমূল, এইসকল দ্রব্যের কাথে হিং ও আদার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সন্নিপাত-জ্বর এবং গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, কাস, কণ্ঠরোধ, কর্ণমূলের শোথ, মুখরোগ, হনুগ্রহ, শিরোরোগ ও বাধির্য্য প্রভৃতি কফ-বাতজনিত বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

কট্‌ফলাদি-কষায়।—কট্‌ফল, মুতা, বচ, আকনাদী, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেৎপাপড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরাতা, শুঁঠ,

বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, শঠী, কট্‌তৃণ ও ধ'নে, ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতাধিক ও শ্লেষ্মাধিক সন্নিপাত এবং কর্ণমূলের শোথ, স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

পরূষকাদি।—ফল্‌সা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দেবদারু, কট্‌ফল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে, এইসকল দ্রব্যের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া, অর্থাৎ পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে এইসকল দ্রব্য শীতল-জলে ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে তাহা ছাঁকিয়া পান করিবে। ইহাদ্বারা পিত্তাধিক সন্নিপাত-জ্বরের উপশম হইয়া থাকে।

চন্দনাদি।—রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে, এইসকল দ্রব্যের শীতকষায় পান করিলে, পিত্তাধিক সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

কিরাততিক্তাদি।—চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, বালা, ও মৃণাল, ইহাদের ক্বাথ পিত্তাধিক সন্নিপাতে উপকারক।

অভিন্যাস-জ্বরে।

কারব্যাদি।—কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরণ্ড-মূল, বলাডুমুর, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামুনহাটী ও পুনর্নবা, গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া, ইহাদের ক্বাথ সেবন করাইলে, ঘোরতর অভিন্যাস-জ্বর নষ্ট হয়।

মাতুলুঙ্গাদি।—ছোলঙ্গনেবু, পাথরকুচি, বেলমূলের ছাল, কণ্টকারী, আকনাদী ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথে সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অভিন্যাস-জ্বর, এবং আনাহ ও শূল প্রশমিত হয়। কেহ কেহ এই ক্বাথ গোমূত্রে প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে কেবল সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপের উপদেশ দিয়াছেন।

শৃঙ্গ্যাদি।—কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিরাতা, ক্ষেৎপাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, দুরালভা, কট্‌কী, শুঁঠ, মুতা, ধ'নে, ইন্দ্রযব, আকনাদী, রেণুকা, গজপিপ্পলী, আপাং, পিপুলমূল, চিতামূল, রাখালশসা,

সোঁদাল, নিমছাল, শঠী, সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী ও বনযমানী, ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, উৎকট অভিন্যাসজ্বর ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাতজ্বর এবং তন্দ্রা, মোহ, হিক্কা, কর্ণশূল, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত হয়।

সন্নিপাত-জ্বরের ঔষধ।

কুলবধূ।—রসসিন্দূর, তাম্রভস্ম, সীসাভস্ম, মনঃশিলা ও তুঁতেভস্ম, সমুদায় সমভাগে লইয়া, একত্র রাখালশসার রসের সহিত একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক চণক-প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটিকা জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, তাহার নস্য দিলে, সন্নিপাত-জ্বর বিনষ্ট হয়।

মোহান্ধসূর্য্যরস। সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক, একত্র রসুনের রসের সহিত একপ্রহর মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। সেই বটিকা রসুনের রসের সহিত ঘর্ষণ করিয়া এবং তাহার সহিত সমপরিমিত মরিচ মিশ্রিত করিয়া নস্য দিলে, তন্দ্রা ও প্রলাপ নিবারিত হইয়া থাকে।

উন্মত্তরস।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক, ধুতুরা-ফলের রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত ত্রিকটুচূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে। এই ঔষধের নস্য লইলে, সন্নিপাত-জ্বর নিবারিত হয়।

নস্যভৈরব।—রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতামূল, সোহাগার খই, খর্পর ও ত্রিকটু, সমুদায় সমভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য আকন্দের আঠার সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। আকন্দের আঠাসহ ইহা ঘর্ষণ করিয়া, তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে, সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়।

অঞ্জনভৈরব।—পারদ, গন্ধক, লৌহভস্ম ও পিপুল, প্রত্যেক সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির তিনগুণ জয়পালের বীজ, একত্র জাম্বীরের রসের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, চক্ষুতে তাহার অঞ্জন প্রদান করিলে, বিবিধ উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হয়।

অঞ্জনরস।—হিং, ফট্‌কিরি, তুঁতে, কর্পূর ও তাম্রভস্ম, সমুদায় সমভাগ, একত্র কালকাসন্দার রসের সহিত অর্দ্ধদিন মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, দাহযুক্ত সন্নিপাতজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্বল্পকস্তুরীভৈরব।—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, জয়িত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও মৃগনাভি, প্রত্যেক দ্রব্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে এবং ২ দুইরতিপ্রমাণ তাহার বটিকা করিবে। ইহা সন্নিপাত-জ্বরে আদার রসসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব।—মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, আলকুশী, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদী, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া, আকন্দপত্রের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ সন্নিপাতজ্বর এবং অন্যান্য বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মকালানল-রস।—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, তুঁতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কট্‌ফল, ধুতূরা-বীজ, হিঙ্গু, স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ী, দন্তীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোন্দাল, লবঙ্গ ও সোহাগার খই, সমুদায় দ্রব্য একত্র সিজের আঠাসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, কফোল্বণ-সন্নিপাত, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, জীর্ণজ্বর, শোথ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়।

কালানল-রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খই, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, কালসর্পবিষ ও দারুমুজ-বিষ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। তৎপরে লাঙ্গলীমূল, ঘোষালতার মূল, রক্ত-চিতার মূল, কচি ভুঁই আমলা, বামুনহাটী, আকন্দের মূল ও পঞ্চপিত্ত, এই সকল দ্রব্যের ভাবনা দিয়া এবং আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, কণিকামাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা সন্নিপাত-বিকার প্রশমিত হয়।

সন্নিপাতভৈরব।—পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, জয়পালবীজ, তেউড়ীমূল, স্বর্ণ, তাম্র, সীসা, অভ্র, লৌহ, আকন্দের আঠা, লাঙ্গলী ও স্বর্ণমাক্ষিক, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, নিম্নলিখিত ভাব্যদ্রব্য সকলের কাথদ্বারা ক্রমশঃ ৩০ ত্রিশবার ভাবনা দিয়া, মটর-প্রমাণ বটিকা করিবে। ভাবনার দ্রব্য যথা ঃ—আকন্দ, শ্বেত-অপরাজিতা, মুণ্ডিরী, হুড়্‌হুড়ে, কৃষ্ণজীরা, কাকজঙ্ঘা, শোণাছাল, কুড়, ত্রিকটু, বঁইচীমূলের ছাল, রক্তসূর্য্যমণি ও

শ্বেতসূর্য্যমণি ফুলের গাছ, নিসিন্দা, রুদ্রজটা, ধুতূরামূল, দন্তীমূল ও পিপুলমূল, এই ১৮ আঠারটী পদার্থ সমুদায়ে পারদাদি পদার্থের সর্ব্বসমষ্টির সমপরিমাণ লইয়া, চতুর্গুণ জলসহ সিদ্ধ করিবে এবং চারিভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই ক্বাথের ৩০ ত্রিশবার ভাবনা দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, সমুদায় উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাতজ্বর এবং জীর্ণ ও বিষম প্রভৃতি অন্যান্য জ্বরও নিবারিত হয়।

স্বচ্ছন্দভৈরব।—পারদ ১ একতোলা ও গন্ধক ১ একতোলা, এতদুভয়ের একত্র কজ্জলী করিয়া, তাহার সহিত শোধিত-স্বর্ণমাক্ষিক ১ একতোলা মিশ্রিত করিবে এবং যথাক্রমে রুদ্রজটা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলকী ও বিষকাঁটালী প্রত্যেকের এক এক তোলা রসের সহিত তাহা মর্দ্দন করিতে হইবে। তৎপরে মুদ্গপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা আদার রস ও জীরার গুঁড়ার সহিত সেবন করিলে, উগ্র সন্নিপাতজ্বর এবং গ্রহণী ও সূতিকারোগ নিবারিত হয়।

ত্রৈলোক্যসুন্দর —পারদ ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক মাষা লইয়া, তাহার কজ্জলী করিবে এবং সেই কজ্জলী যথাক্রমে কুড়্চী, তালমূলী, ধুতূরা, কেশুরে, ঘোষালতা, জয়ন্তী ও থানকুনি, ইহাদের প্রত্যেকের পাতার রস এক এক তোলার সহিত মর্দ্দন করিয়া, রাই-সরিষাপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয়। ঔষধসেবনে গরম বোধ হইলে, ডাবের জল পান করাইবে।

আনন্দভৈরব।—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, মরিচ, সোহাগার খই, পিপুল ও জয়িত্রী, সমুদায় সমভাগ, একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহার দুইটী বা তিনটি বটী একত্র আদার রসের সহিত সেবন করিলে, দারুণ সন্নিপাত এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বর, অতিসার, ও আমবাতাদি রোগ উপশমিত হয়।

দ্বিতীয় আনন্দভৈরব যথা,—মিঠাবিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্রভস্ম, ধুতূরাবীজ ও হিঙ্গুল, এইসমুদায় সমভাগ, একত্র সিদ্ধির ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া, চণক-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ত্রিকটুচূর্ণমিশ্রিত আকন্দ-মূলের ক্বাথ। এই ঔষধ সেবন করিলে, সুদারুণ সন্নিপাত-জ্বর নিবারিত হয়।

সৌভাগ্যবটী।—সোহাগার খই, মিঠাবিষ, জীরা, সৈন্ধব, কয়কচ, বিট, সচল ও সাম্ভার লবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, অভ্রভস্ম, পারদ ও গন্ধক এই

সমুদায় সমভাগ; যথাক্রমে নিসিন্দা, শেফালিকা, ভৃঙ্গরাজ, বাসক ও অপামার্গ, ইহাদের পাতার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে দুর্নিবার সন্নিপাত এবং শীত, ঘর্ম্ম, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়নাশ, শূল, শ্বাস, কাস, মূর্চ্ছা, পিপাসা ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত হয়।

দ্বিতীয় সন্নিপাতভৈরব।—হিঙ্গুল ৪ চারি তোলা ২ দুই মাষা, গন্ধক ২ দুই তোলা ২ মাষা, মিঠাবিষ ২ দুই তোলা ২ দুই মাষা, ধুতূরাবীজ ৩ তিন তোলা ও সোহাগার খই ১ একতোলা ১ একমাষা, এইসকল দ্রব্য জাম্বীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে এবং সেই বটিকাগুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

মৃতোত্থাপন-রস।—পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ এবং মনঃশিলা, মিঠাবিষ, হিঙ্গুল, অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, থৈকল, গোঁড়ানেবু, আমরুল, নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়া, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে ভূধরযন্ত্রে এক দিন পাক করিয়া, চিতামূলের ক্বাথের সহিত ২ দুই প্রহরকাল মর্দ্দন করিবে এবং মাষকলায়ের মত বা অর্দ্ধরতি-পরিমিত বটিকা করিবে। হিং, ত্রিকটু ও কর্পূরচূর্ণমিশ্রিত আদার রসের সহিত ইহা প্রয়োগ করিলে, অতি ভয়ঙ্কর সন্নিপাতও নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে দুগ্ধমিশ্রিত পথ্য প্রদান করিবে।

মৃতসঞ্জীবন-রস।—পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ এবং অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম, মিঠাবিষ, হরিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতামূল, হাতিশুঁড়ার মূল, আতইচ ও ত্রিকটু, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, আদার রসে, নিসিন্দার রসে ও সিদ্ধির ক্বাথে ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে, রসসিন্দুর-পাকের ন্যায় বোতলের মধ্যে করিয়া, বালুকাযন্ত্রে দুইপ্রহরকাল পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া, আদার রসের সহিত পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে ও ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে দুঃসাধ্য প্রবল সন্নিপাতও প্রশমিত হয়।

মতান্তরে,—তাম্রভস্ম ৪ চারিভাগ, জয়পালবীজ ৩ তিনভাগ, সোহাগার খই ২ দুইভাগ ও মিঠাবিষ ১ একভাগ, একত্র আদার রসের সহিত উত্তমরূপে একপ্রহর-কাল মর্দ্দন করিয়া উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—চিতামূলের কাথ, ত্রিকটুচূর্ণ ও সৈন্ধবচূর্ণ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে এই ঔষধ "মৃতসঞ্জীবন-রস" নামে অভিহিত; ইহাও সন্নিপাতাদি বিবিধ রোগের নিবারক।

প্রাণেশ্বর-রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র ও মিঠাবিষ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ (রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে পারদ ও গন্ধক সমভাগ এবং মিঠাবিষ পারদের অর্দ্ধভাগ), একত্র তালমূলীর রসের সহিত ৩ তিনদিন মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে কবচীযন্ত্রে অর্থাৎ মৃত্তিকাদিলিপ্ত বোতলের মধ্যে পূরণ করিয়া পুটপাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, বোতলের মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে; এবং এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া, কৃষ্ণজীরা, জীরা, হিং, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গুগ্‌গুলু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপুল, পারদের সমপরিমিত এইসকল পদার্থের কাথ প্রস্তুত করিয়া, ৭ সাত দিন সেই কাথের ভাবনা দিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, তীব্র নবজ্বর, সন্নিপাত-জ্বর, শীতজ্বর, দাহপূর্ব্বজ্বর, শূল, অতিসার ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। অনুপান—গরম জল। শরীরে দাহ থাকিলে, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন অনুলেপন করাইবে এবং রোগীর ইচ্ছামত পথ্য প্রদান করিবে।

রসরাজেন্দ্র।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, সীসক, হরিতাল, ও মিঠাবিষ, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ; কাকমাচীর রসের সহিত একত্র মর্দ্দন করিয়া, রোহিতমৎস্য, বরাহ, ময়ূর, ছাগ ও মহিষের পিত্তের ভাবনা দিবে। পরে ত্রিকটুর কাথের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক আদার রসসহ একশতবার মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ তুলসীপাতার রসের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনে গরমবোধ হইলে, রোগীর মস্তকে শীতল-জলধারা দিবে এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে, চিনির সরবৎ ও দিবসে একবারমাত্র দধিমিশ্রিত অন্ন খাইতে দেওয়া যায়।

স্বেদ-শৈত্যারি-রস।—তাম্রভস্ম, শুঁঠ ও আকন্দমূল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা এবং পঞ্চলবণ মিলিত ৮ আটতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া পুটপাক

করিবে। পরে তাহার সহিত পারদ, গন্ধক, শঙ্খভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা মিশ্রিত করিয়া, ঘোষালতার রসের সহিত মর্দ্দন করিবে এবং ময়ূরপিত্তের ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ১ এক বা দুই রতি মাত্রায়, দধির সহিত সেবন করিলে, যুগপৎ শীত ও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। গরম বোধ হইলে, মস্তকে জলধারা দিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনের পরে ঘৃত, মুগের যূষ, ইক্ষু, দ্রাক্ষা ও খেজুর প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে।

পঞ্চবক্ত্র-রস।—পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, মরিচ, ও মিঠাবিষ, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র ধুতূরামূলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতিপরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ আদার রসসহ সেবন করিলে, সন্নিপাত-জ্বর নিবারিত হয়।

সন্নিপাত-সূর্য্য-রস।—হিঙ্গুল, গন্ধক, তাম্র, মরিচ, পিপুল, মিঠাবিষ, শুঁঠ ও কনকধুতূরার বীজ, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া, ৩ তিনদিন সিদ্ধির ক্বাথের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতিপরিমাণে পাণের রসের সহিত সেবন করিয়া, আকন্দমূলের ক্বাথ অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা ঘোর সন্নিপাতও প্রশমিত হয়।

ত্রিদোষ-নীহার-সূর্য্য-রস।—পারদ ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, একত্র ইহাদের কজ্জলী করিয়া, ৮ আটদিন চিরাতার ক্বাথের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক প্রত্যেকবারেই শুষ্ক করিবে। পরে তাহার সহিত পারদের ৮ আট ভাগের ১ একভাগ মিঠাবিষ মিশ্রিত করিয়া, মৎস্য, শূকর, ময়ূর, ছাগ ও মহিষের পিত্তের ভাবনা দিবে। ২ দুইরতিপরিমাণে ইহার বটিকা করিয়া, উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, ত্রিদোষজনিত জ্বর নিবারিত হয়।

প্রতাপতপন-রস।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, লৌহ, খর্পর, সাচীক্ষার, সোহাগার খই ও মঞ্জিষ্ঠাচূর্ণ, প্রত্যেক এক এক ভাগ, এবং হিঙ্গুল ২ দুই ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়ার রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া, বালুকাযন্ত্রে অষ্টপ্রহর পাক করিতে হইবে। পাকের পরে মূষামধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ একরতি-মাত্রায় আদার রসের সহিত সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনের পরে দধিসহ অন্ন ও ছাগমাংসের রস পথ্য করিবে।

স্বল্পবড়বানল-রস।—তাম্রভস্ম, মরিচ ও মিঠাবিষ, এইসমুদায়ের সমভাগ, একত্র লাঙ্গলীর (বিষ-লাঙ্গলিয়ার) রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, গজপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ দুই বা তিন রতি মাত্রায় মধু ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, সন্নিপাতজ্বর এবং উগ্র বায়ুপ্রকোপ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ বড়বানল-রস।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, বৎসনাভবিষ, দারুমুজবিষ ও কালসর্পবিষ প্রত্যেক দ্রব্য এক এক তোলা, এবং জয়পালবীজ ১৫০ দেড়শত, এইসমস্ত দ্রব্যে একত্র মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগের পিত্তের ভাবনা দিয়া, একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। সন্নিপাত-জ্বরে জীবনের আশা নষ্ট হইলেও, এই ঔষধ সেবনে রোগী আরোগ্যলাভ করে।

সন্নিপাত বড়বানলরস।—পারদ ৮ আটভাগ, মিঠাবিষ ৭ সাত ভাগ, গন্ধক ৬ ছয়ভাগ, হরিতাল ৬ ছয়ভাগ, দন্তীবীজ ৬ ছয়ভাগ, সোহাগার খই ৫ পাঁচভাগ, ধুতূরার বীজ ৪ চারিভাগ, এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেক ৩ তিনভাগ; এইসমস্ত দ্রব্য চিতামূলের ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর উপশমিত হয়।

সিংহনাদ রস।—প্রথমতঃ ২ দুইতোলা গন্ধক লৌহপাত্রে অগ্নিসন্তাপদ্বারা গলাইয়া লইবে, তৎপরে তাহার সহিত পারদ ২ দুইতোলা, অভ্র ২ দুইতোলা, [illegible]তে ২ দুইতোলা, বামুনহাটীর রস ৪ চারিতোলা, ও নিসিন্দাপাতার রস ৪ চারিতোলা নিক্ষেপ করিয়া, মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। দ্রবপদার্থগুলি শুষ্ক হইলে অগ্নিতাপ হইতে নামাইয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা বিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং সমুদায় পদার্থ একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ১ এক রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয়। অনুপান—কুড়চূর্ণসংযুক্ত কণ্টকারীর ক্বাথ।

বেতাল-রস।—পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল—তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া, জলসহ মর্দ্দন করিবে, এবং ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, সাধ্যাসাধ্য দ্বাদশপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর ও তজ্জনিত মূর্চ্ছাদি উপদ্রব উপশমিত হয়।

সূচিকাভরণ-রস।—কাষ্ঠবিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ ও দারুমুজবিষ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, হিঙ্গুল ৩ তিনভাগ, একত্র রোহিত-মৎস্য, বরাহ, মহিষ, ছাগ ও ময়ূর, ইহাদের পিত্তে যথাক্রমে এক একবার ভাবনা দিয়া, সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। ইহা সেবনান্তে তিলতৈল মর্দ্দন এবং অন্যান্য শীতলক্রিয়া বিধেয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া, বিকারগ্রস্ত মৃতপ্রায় রোগীকেও সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে।

ঘোরনৃসিংহ-রস।—তাম্র ১ একভাগ, বঙ্গ ৩ তিনভাগ, লৌহ ২ দুই-ভাগ, অভ্র ৪ চারিভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ একভাগ, পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মনঃশিলা ১ একভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ চারিভাগ, কুঁচিলা ২২ বাইশভাগ, ও কাষ্ঠবিষ ৮৮ অষ্ট আশীভাগ; এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, রোহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও শূকর, ইহাদের পিত্তে এবং চিতামূলের রসে, একপ্রহর করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। অনন্তর সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ডাবের জলের সহিত অভাবে গোঁড়ানেবুর রসের বা মিছরির জলের সহিত এক একটী বটিকা প্রযোজ্য। ইহাদ্বারা ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাত, এবং বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতির বিকার অবস্থা বিনষ্ট হয়।

চক্রী বা চাকী।—পারদ, গন্ধক, বিষ, ধুতূরাবীজ, মরিচ, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া ও দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া ১ একরতি-প্রমাণ চাকী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, সাধ্য এবং অসাধ্য ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মরন্ধ্র-রস।—পারদ, গন্ধক, এবং অভ্র, হরিতাল, হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেক সমভাগ, এবং সর্ব্বসমান বিষ; সর্ব্বসমষ্টির চতুর্থাংশ মাহিষপিত্তসহ মর্দ্দন করিবে। ঔষধ-সেবনে অসমর্থ রোগীর ব্রহ্মরন্ধ্রে কিঞ্চিৎ ক্ষত করিয়া, এই ঔষধ ক্ষতস্থানে লাগাইতে হয়। ইহাদ্বারা সন্নিপাত-বিকারে সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সেবনের পর রোগীকে ইক্ষু প্রভৃতি শীতলদ্রব্য আহার করাইবে।

শ্রীসন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয়রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আলকুশীবীজ, আপাঙ্গের মূল, চিতামূল, জয়পালবীজ, এবং মৎস্য, ময়ূর, ছাগ, শূকর, ও মহিষের পিত্ত, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র ছাগমূত্রের

সহিত পেষণ করিয়া, কলায়-প্রমাণ বটিকা করিবে। ভৃঙ্গরাজ-রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অত্যন্ত শীতযুক্ত সন্নিপাতজ্বর, এবং নাসাস্রাব, পীনস, শোথ, জলোদর, অজীর্ণ ও পাণ্ডু প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে, রোগীকে মোটা-কাপড়দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, বায়ুশূন্য ও জনশূন্য স্থানে রাখিতে হইবে; রোগী যখন মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইবে, এবং তাহার শরীরে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে। তৎপরে দধিমিশ্রিত অন্ন এবং রোগীর ইচ্ছানুসারে অন্যান্য শীতল দ্রব্য তাহাকে পথ্য দিবে।

শ্রীপ্রতাপলঙ্কেশ্বর রস।—প্রথমতঃ আপাঙ্গের মূল ও চিতামূল একত্র পেষণ করিয়া, তাহার রস বাহির করিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ঐ রসের সমপরিমিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, মিঠাবিষ, সোহাগার খই ও হরিতাল, একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ সাতদিন মর্দ্দন করিবে। অতঃপর ৩ তিন দিন তালমূলীর রসের ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে সেই ঔষধ মূষার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, মূষার উপরে সাতপুরু কাপড়-মাটীর লেপ দিবে, এবং শুষ্ক হইলে, লঘুপুটে পাক করিবে। আর লৌহ, বঙ্গ, অহিফেন, মউল-সার, রেণুক, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা ও নাগেশ্বর, এই কয়েকটী দ্রব্য পারদের সমানভাগ, এবং বিষ অর্দ্ধভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ৭ সাতবার শৃঙ্গীবিষের কাথের ভাবনা দিয়া দুইদণ্ডকাল মর্দ্দন করিবে, শুষ্ক হইলে, ত্রিকটু, ধুতূরামূল, ত্রিফলা, বকফুল, সমুদ্রফেন, সিদ্ধি, চিতামূল ও ঈষলাঙ্গলা, ইহাদের যথাযোগ্য রস ও কাথ এবং পঞ্চপিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরিশেষে সর্ব্বসমষ্টির সমপরিমিত বিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। তাহার পরে, পারদাদি যেসকল পদার্থ অন্ধমূষায় পাক করা হইয়াছে, তাহার সহিত এইসকল দ্রব্য মিলিত করিয়া, পুনর্ব্বার যথানিয়মে অন্ধমূষায় পাক করিবে। এই ঔষধ ১ এক-রতিমাত্রায় চিতামূলের কাথ অথবা আদার রসের সহিত সেবন করাইলে, সন্নিপাতজ্বরে সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি মৃত্যুব্যঞ্জক লক্ষণসমূহও নিবারিত হয়। রোগী ঔষধসেবনে অসমর্থ হইলে, তাহার তালুদেশ অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিয়া, সেইস্থানে এই ঔষধ আদার রসের সহিত ঘর্ষণ করিবে। রোগী সুস্থ হইলে, তাহার ইচ্ছামত দধির সহিত অন্ন ও ঘোল প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। অধিক গাত্রদাহ থাকিলে, গাত্রে চন্দনাদি অনুলেপন করিবে।

মৃগমদাসব।—মৃতসঞ্জীবনী সুরা ৫০ পঞ্চাশ পল, মধু ২৫ পঁচিশ পল, মৃগনাভি ৪ চারি পল, এবং মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপুল ও দারুচিনি, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই পল; এইসমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া আবৃত পাত্রে একমাস রাখিবে; পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। বিসূচিকা, হিক্কা এবং সন্নিপাতজ্বরে হিমাঙ্গতা প্রভৃতি অন্তিম অবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

মৃতসঞ্জীবনী সুরা।—একাধিক বৎসরের পুরাতন গুড় ৩২ বত্রিশসের, কুট্টিত বাবলাছাল ২০ কুড়ি পল, দাড়ি[illegible]স, বাসকছাল, মোচরস, রাহক্রান্তা, আতইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, [illegible]ণাছাল, পারুলছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাখা[illegible]ল, চিতামূল, আলকুশীবীজ ও পুনর্নবা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য কুট্টিত ১[illegible]স, এবং জল ২৫৬ দুই শত ছাপান্ন সের—এই সমুদায়, একত্র একটী গভীর মৃৎ[illegible] (জালার ভিতর) রাখিয়া শরাদ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিবে। ১৬ ষোল [illegible]র, কুট্টিত সুপারী /৪ চারিসের, এবং ধুতূরার মূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, [illegible]ন, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, দারুচিনি, এ[illegible], জায়ফল, মুতা, গেঁটেলা, শুঁঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী ও চন্দন, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই পল, এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে, এবং পুনরায় পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। অনন্তর চারিদিন পরে ঐ সমুদায় যথানিয়মে বকযন্ত্রে চুয়াইয়া মদ্য প্রস্তুত করিবে। রোগীর বল, অগ্নি ও বয়ঃক্রম অনুসারে ইহার মাত্রা নির্দ্ধারণ করিবে। ইহাদ্বারা ঘোর সন্নিপাতজ্বর ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানাবিধ রোগের অবসাদ অবস্থা উপশমিত হয়, এবং সুস্থ ব্যক্তিরও কান্তি, বল, পুষ্টি ও দৃঢ়তা সাধিত হয়।

স্বচ্ছন্দনায়ক।—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য তুল্যাংশে লইয়া, তাহাতে ৩ তিনদিন করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসের ভাবনা দিবে; যথা—[illegible]ড়-হুড়ে, নিসিন্দা, তুলসী, শ্বেত-অপরাজিতা, শ্বেত-চিতামূল, আদা, রক্তচিতামূল, সিদ্ধি, হরীতকী, কাকমাচী ও পঞ্চপিত্ত। শুষ্ক হওয়ার পরে মূষায় রুদ্ধ করিয়া, বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহার চূর্ণ ১ একমাষা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাদ্বারা অভিন্যাসাত্মক সন্নিপাত নিবারিত হয়।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে।

বিষম-জ্বরঘ্ন পঞ্চযোগ। — ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ সন্তত-জ্বরনাশক। পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুতা, আকনাদী ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ সতত-জ্বর-নিবারক। নিমছাল, পটোলপত্র, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, মুতা, ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ অন্যেদ্যুষ্ক-জ্বরের উপশমকারক। চিরাতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ তৃতীয়ক-জ্বরের শান্তিকারক। গুলঞ্চ, আমলকী ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, চাতুর্থক-জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

নিদিগ্ধিকাদি।—কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথে ।৵০ দুই আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও পীনস রোগ প্রশমিত হয়। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগনিবারণের জন্য ইহা সায়ংকালে সেবনীয়। রাত্রিজ্বরে এই ক্বাথ সায়ংকালে এবং অন্যত্র প্রাতঃকালে সেবন করিবে। পিত্তপ্রধান স্থলে পিপুল-চূর্ণের পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ দিতে হইবে।

গুড়ুচ্যাদি।—গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে ।৵০ দুই আনা পিপুলচূর্ণ ও দুই মাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতজ, পিত্তজ, দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রিজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাদি।—জীর্ণজ্বরে কাস, শ্বাস, শোথ ও অরুচি থাকিলে, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, কট্‌কী, আকনাদী, চিরাতা, দুরালভা, বেণামূল, ধ'নে, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারী, কুড় ও নিমছাল, এই অষ্টাদশ-অঙ্গের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

মহৌষধাদি।— শুঁঠ, পিপুলমূল, তালমূলী, মার্কণ্ডিকা (লতাবিশেষ—কাঁক্‌রোলভেদ), সোঁদাল, বালা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা পাচক ও রেচক এবং বিষমজ্বরে হিতকর।

পটোলাদি।—পটোলপত্র, যষ্টিমধু, কট্‌কী, মুতা ও হরীতকী, অথবা ত্রিফলা, গুলঞ্চ ও বাসক, এই দুইটী গণের ক্বাথ, কিংবা মিলিত এইসমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ বিষমজ্বরনাশক।

বৃহৎ ভার্গ্যাদি।—বামুনহাটী, কট্‌কী, হরীতকী, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁঠ, ইহাদের কষায় পান করিলে, ধাতুগত ও সততাদি ঘোরতর জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয়।

মধুকাদি।—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলকী, ধ'নে, বেণামূল, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথে মধু ২ দুইমাষা ও চিনি ২ দুইমাষা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি বিষমজ্বর আশু প্রশমিত হয়।

দাস্ত্যাদি।—নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদী, শঠী, শুঁঠ, বেণামূল, চিরাতা, গজপিপ্পলী, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়জোড়া, ধ'নে, শুঁঠ, মূতা, সরলকাষ্ঠ, সজিনাছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেৎ-পাপড়া, কুশমূল, কট্‌কী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড়, ইহাদের কাথে ॥০ অর্দ্ধ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্ব্যাহিক-জ্বর, কামজ্বর, শোকজনিত জ্বর, বমন-উপদ্রবযুক্ত-জ্বর এবং ক্ষয়জনিত ও সততক প্রভৃতি দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

দার্ব্ব্যাদি।—দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেৎপাপড়া, শ্যামালতা, সিউলীছোপ, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিম-ছাল, মুতা, কুড়, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডুমুর, হাড়-জোড়া, চিরাতা, ভেলার মুটী, আকনাদী, কুশমূল, কট্‌কী, পিপুল ও ধ'নে, ইহা-দের কাথে ॥০ অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব্ববিধ সুদারুণ বিষম-জ্বর এবং শীত, কম্প, দাহ, কার্শ্য, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতিপ্রকার প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ ও হলীমক প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

মহৌষধাদি।—শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধ'নে, ইহাদের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, তৃতীয়ক (একদিন অন্তর) জ্বর প্রশমিত হয়।

উশীরাদি।—তৃতীয়ক-জ্বরে তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে, বেণামূল, রক্ত-চন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, ধ'নে ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে।

পটোলাদি।—পটোলপত্র, নিমছাল, কিস্‌মিস্‌, শ্যামালতা, ত্রিফলা ও বাসক, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, তৃতীয়ক জ্বর বিনষ্ট হয়।

বাসাদি।—বাসকের ছাল, আমলকী, শালপাণী, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠ, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চাতুর্থক অর্থাৎ দুইদিন অন্তরের জ্বর প্রশমিত হয়।

মুস্তাদি—মুতা, আকনাদী ও হরীতকীর কাথ, কিংবা দুগ্ধের সহিত ত্রিফলার কাথ পান করিলে, চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয়।

পথ্যাদি।—হরীতকী, শালপাণী, শুঁঠ, দেবদারু, আমলকী ও বাসক, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চাতুর্থক জ্বর আশু প্রশমিত হয়।

নিদিগ্ধিকাদি।—নিদিগ্ধিকাদিগণ (শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর) এবং হরীতকী ও রোহিতক (রোড়া), ইহাদের কাথে যবক্ষার ও পিপুলচূর্ণ ২ দুই মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর নিবারিত হয় এবং প্লীহাদিরও উপশম হইয়া থাকে।

সুদর্শনচূর্ণ।—কৃষ্ণ-অগুরু (অভাবে অগুরু), হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুতা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বলাডুমুর, ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, পিপ্পলীমূল, বালা, শঠী, কুড়, পিপুল, মূর্ব্বামূল, কুড়চীছাল, যষ্টিমধু, শজিনাবীজ, শুঁদীফুল, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরল-কাষ্ঠ, বেণার মূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, শালপাণী, যমানী, আতইচ, বেলশুল, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, কট্‌কী, চিতামূল, পটোলপত্র ও চাকুলে, এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরাতাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম সুদর্শন-চূর্ণ। মাত্রা—৵০ দুই আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ ও বিষমজ্বর এবং স্থানদোষজ বা জলদোষজ (ম্যালেরিয়া) জ্বর ও বিরুদ্ধ-ঔষধ-সেবনজনিত জ্বর এবং প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম আশু উপশমিত হয়।

জ্বরভৈরব চূর্ণ।—শুঁঠ, বলাডুমুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুতা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেৎপাপড়া, পিপুলমূল, রাখাল-

শসার মূল, কুড়, শঠী, মূর্ব্বামূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুল, ইন্দ্রযব, কুড়চীছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, শজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কটুকী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণী, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলছাল, বালা, পঙ্কপর্পটী, তেজপত্র, দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে, পটোলপত্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিবে। পরে সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরাতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। রোগীর ও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া, ইহা ৵০ দুই আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবন করিলে, সুদর্শন-চূর্ণের ন্যায় সর্ব্ববিধ জ্বর উপশমিত হয়। অধিকন্তু, উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, চর্ম্মরোগ, শোথ, শিরঃশূল ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগও প্রশমিত হয়।

চন্দনাদিলৌহ।—রক্তচন্দন, বালা, আকনাদী, বেণামূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, নীলশুঁদীফুল, আমলকী, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুতা, এইসমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, তাহার সহিত সর্ব্বসমান লৌহ মিশ্রিত করিবে; এবং জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর সত্বর প্রশমিত হয়।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ।—চিতামূল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, বেণামূল, দেবদারু, চিরাতা, বালা, কটুকী, কণ্টকারী, শজিনাবীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিশুদ্ধ হরিতাল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ও কান্তলৌহ ৮ আট তোলা, এইসমুদায় দ্রব্যে উচ্ছেপাতা, দশমূল, ক্ষেৎপাপড়া, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, পাণ, কাকমাচী, নিসিন্দাপত্র, পুনর্নবা ও আদা, ইহাদের যথাসম্ভব স্বরসের ও ক্বাথের ৭ সাতদিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই মহৌষধ সেবন করিলে, যে কোনপ্রকার জ্বর হউক না কেন, সপ্তাহের মধ্যে নিবারিত হইবে। অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, প্লীহা ও কাসরোগ প্রভৃতিও ইহাদ্বারা আরোগ্য

হইয়া থাকে। অনুপান—পুরাতন গুড় ও পিপুল চূর্ণ। শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং পায়রা প্রভৃতি পক্ষিমাংসের রস পথ্য দিবে।

পঞ্চানন রস।—মিঠাবিষ ২ দুইতোলা, মরিচ ৪ চারিতোলা, গন্ধক ৩ তিনতোলা, হিঙ্গুল ১ একতোলা ও তাম্র ২ দুইতোলা, এইসমুদায় দ্রব্যে আকন্দমূলের রসের ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, প্রবল জ্বর নষ্ট হয়। সেবনের পরে গরমবোধ হইলে, শীতক্রিয়াদি কর্ত্তব্য।

জ্বরাশনি রস।—পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব লবণ, মিঠাবিষ ও তাম্র, ইহাদের প্রত্যেক সমানভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ ও সেইপরিমিত অভ্র একত্র মিশ্রিত করিয়া, লৌহখলে লৌহদণ্ডদ্বারা নিসিন্দারসের সহিত মর্দ্দন করিবে। পুনর্ব্বার পারদ তুল্য মরিচচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে এবং ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পাণের রস। ইহা সেবনে বহুকালের জীর্ণ ও বিষমজ্বর, ধাতুস্থ প্রবল জ্বর, দাহজ্বর, যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, শোথ, শ্বাস ও কাস সত্বর উপশমিত হয়।

বৃহৎ জ্বরাঙ্কুশ-রস।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, অভ্র, গিরিমাটী, সোহাগার খই ও রৌপ্য, এইসমস্ত দ্রব্যে তিনদিবস গোঁড়ানেবু, তুলসীপাতা, চিতামূল, সিদ্ধিপাতা, তেঁতুলপাতা, ইহাদের যথাযোগ্য কাথ বা রসের ভাবনা দিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটী ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরে বিশেষ উপকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। সর্ব্ববিধ জ্বরনাশক ঔষধসমূহের মধ্যে ইহাও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অর্দ্ধনারীশ্বর রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও সোহাগার খই, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, কৃষ্ণসর্পের মুখে পূরিবে এবং তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, তাহা একটী লবণপূর্ণ হাঁড়াতে রাখিয়া হাঁড়ীর উপরে শরা ঢাকা দিবে এবং মাটীর লেপদ্বারা মুখ বন্ধ করিবে। পরে চারিপ্রহরকাল তীক্ষ্ণ অগ্নিতে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ একরতি মাত্রায় নস্যরূপে ব্যবহার করিলে, তৎক্ষণাৎ বামাঙ্গের জ্বর দূরীভূত হইয়া, ক্রমশঃ দক্ষিণাঙ্গের জ্বরও নিবারিত হয়।

ষড়ানন রস।—পিতল, কাঁসা, তামা, হিঙ্গুল, পিপুল ও মিঠাবিষ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, গুলঞ্চের রসের সহিত একপ্রহরকাল মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে, নবজ্বর, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, বিশেষতঃ বাত-পৈত্তিক জ্বর এবং অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আবশ্যক হইলে, ডাবের জল, মুগের যূষ ও ঘোল প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

চূড়ামণি রস।—রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, লৌহ ও অভ্র, এইসমুদায় সমভাগ, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার ধাতুগত ও বিষম-জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, এবং কাস, শ্বাস, সর্ব্বাঙ্গের বেদনা, শিরোরোগ, কর্ণশূল, গলগ্রহ, আমবাত, বাত-পিত্তজ গ্রহণী, কটীশূল, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ ও মেহ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

বৃহজ্জ্বরচূড়ামণিরস।—স্বর্ণসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, মৃগনাভি, জায়ফল, জুয়িত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অভ্র, দারুচিনি, তালমূলী ও হরিতাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, কান্ত-পাষাণ (চুম্বকপাথর) ও তুঁতে,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে নিসিন্দাপাতা, বামুনহাটী, বাসকছাল, আকন্দমূল ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের যথাযোগ্য রস বা ক্বাথের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। ১ একরতি মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, সাধ্যাসাধ্য অষ্টবিধ জ্বর প্রশমিত হয়।

ভানুচূড়ামণি রস।—স্বর্ণ, রসসিন্দূর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজ-পাত, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব-লবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন ও স্বর্ণমাক্ষিক, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, জলের সহিত মর্দ্দন করিবে এবং দুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর দুরীভূত হয়।

জ্বরান্তক-রস।—তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন, ও স্বর্ণ, এইসকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ভূনিম্বাদি-গণের ক্বাথে ভাবনা দিবে, এবং দুইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। ভূনিম্বাদিগণ

যথা—চিরাতা, দেবদারু, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধ'নে, গজপিপ্পলী ও দশমূল, যথানিয়মে এইসকল পদার্থের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহারই ভাবনা দিতে হইবে। অনুপান—মধু। এই ঔষধ সেবনে তৃতীয়ক, চাতুর্থক, সন্তত, ভূতাভিষঙ্গজ ও কামজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

চিন্তামণি-রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, লৌহভস্ম ও ধুতুরাবীজ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ; তাম্র, চিতামূল ও ত্রিকটুচূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, একত্র গোঁড়ানেবুর মজ্জা ও আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, চাতুর্থক-বিপর্য্যয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাধ্য ও দুঃসাধ্য জ্বর, এবং অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, আধ্মান, ও অরুচি প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

মতান্তরে আর একপ্রকার চিন্তামণি রস দেখিতে পাওয়া যায়; যথা পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও দন্তীবীজ, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র ঘল্‌ঘসিয়ার রসে ভাবিত ও মর্দ্দিত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে। আদার রসের সহিত ১ একরতি বা ২ দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর, অজীর্ণ, ও শূলরোগ নিবারিত হয়।

পর্ণখণ্ডেশ্বর।—পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, ও মিঠাবিষ, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, নিসিন্দাপাতার রসে ও আদার রসে ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ১ একরতি মাত্রায় পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, সকল প্রকার জ্বর আশ্চর্য্যরূপে প্রশমিত হয়।

বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, খর্পর, কাঁসা, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরাকস, মনঃশিলা, সোহাগার খই ও কর্পূর, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ; বামুনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, পাণ, জয়ন্তী, করেলাপত্র, পটোলপত্র, সিদ্ধি, পুনর্নবা ও আদা, ইহাদের যথাযোগ্য রসের বা কাথের প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধসেবনে সর্ব্বপ্রকার দোষজ ও ধাতুগত জ্বর, এবং শ্বাস, কাস, পাণ্ডু, শোথ, হলীমক, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ত্রিপুরারি-রস।—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, এবং রৌপ্য অর্দ্ধভাগ, একত্র আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ চিনি অথবা মধু ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর, জলদোষজ (ম্যালেরিয়া) জ্বর এবং প্লীহা, উদর ও অতিসার রোগ প্রশমিত হয়।

জ্বরকালকেতু-রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তাম্রভস্ম, মনঃশিলা, ভেলার মুটী ও হরিতাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র সীজের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া, গজপুটে পাক করিতে হইবে। এই ঔষধ দুইরতিমাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

বিশ্বেশ্বর রস।—পারদ, গন্ধক ও খর্পর, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, অশ্বত্থমূল, কুলের মূল, কণ্টকারী, ও কাকমাচী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে; দুই বা তিন রতি পরিমাণে এই ঔষধ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, রাত্রিজ্বর আশু নিবারিত হয়।

জ্বরারি-রস।—হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসা, অভ্র, সোহাগার খই, বিট্‌লবণ, ও মনঃশিলা, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, সোন্দালপাতার রসের ১০ দশদিন ভাবনা দিবে। তৎপরে ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিয়া, আদার রসের সহিত প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, এবং কফ, পিত্ত, ও শূল প্রভৃতির উপশম হয়।

শ্রীরসরাজ।—পারদ ১ একভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ একভাগ, মনঃশিলা ২ দুইভাগ, গন্ধক ৩ তিনভাগ, হরিতাল ১৮ আঠারভাগ, তাম্র ৫ পাঁচভাগ, ও ভেলা ৩ তিনভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র সীজের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া, একটী মৃৎভাণ্ডে রাখিবে, এবং ভাণ্ডের মুখে শরা ঢাকা দিয়া, মাটীর লেপদ্বারা উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিবে। পরে সেই ভাণ্ডে ৪ চারিপ্রহরকাল অগ্নিজ্বাল দিয়া, নামাইবে। শীতল হইলে, ঔষধ বাহির করিয়া, খলে মর্দ্দন করিয়া লইবে। দুই বা চারিরতি-মাত্রায় এই ঔষধ পাণের সহিত সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বাত-পিত্তান্তক-রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, মুক্তা, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণ-মাক্ষিক ও হরিতাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ; যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, গুলঞ্চ,

আমলকী, শতমূলী, ও ভূঁইকুমড়া, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া, একমাষা-প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে বাত-পিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম, মুখশোষ ও ক্ষয়রোগের উপশম হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে, চিনি-মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া আবশ্যক।

জ্বরকুঞ্জর-পারীন্দ্ররস।—পারদ ২ দুই তোলা, অভ্র ১ এক তোলা এবং রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গিরিমাটী, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিবে, এবং নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্যের স্বরসে ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ৪ চারিরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ভাব্যদ্রব্য যথা- ক্ষীরুই, তুলসীপত্র, পুনর্নবা, গণিয়ারী, ভূঁই আমলা, ঘোষালতা, চিরাতা, পদ্মগুলঞ্চ, ঈবলাঙ্গলা, লতাকটকী, মুগানী ও গন্ধভাদুলে। ইহা পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, সশোথ পাণ্ডু, এবং কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়।

জয়মঙ্গল-রস।—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৵০ দুই আনা, স্বর্ণ ।০ চারি আনা, লৌহ ৵০ দুই আনা ও রৌপ্য ৵০ দুই আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ধুতুরাপত্রের রস, সেফালীপত্রের রস, দশমূলের কাথ ও চিরাতার কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান —জীরাচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবন করিলে, যে কোনপ্রকার জ্বর হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহা বলবৃদ্ধির এবং পুষ্টিবৃদ্ধির জন্যও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিষমজ্বরান্তক-লৌহ।—পারদ ২ দুইভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, তাম্র ১ একভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ একভাগ ও লৌহ ৬ ছয়ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য জয়ন্তী-পত্রের রসে, কুলেখাড়ার রসে, পাণের রসে, আদার রসে ও বাসকের রসে যথা-ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ পাঁচবার ভাবনা দিয়া, মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, বিষমজ্বর, গুল্ম ও প্লীহা প্রশমিত হয়। অধিকন্তু ইহা অগ্নিকারক, চক্ষুর হিতকর, এবং বলপুষ্টির বৃদ্ধিকারক।

পুটপাকের বিষমজ্বরান্তক লৌহ।—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১ এক-তোলা ও গন্ধক ১ একতোলা, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া, পর্প্পটীর ন্যায় পাক-

করিবে। ইহার সহিত স্বর্ণ ।০ সিকিতোলা; লৌহ, অভ্র ও তাম্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; বঙ্গ, গিরিমাটী (রসেন্দ্রসারসংগ্রহে গিরিমাটীর উল্লেখ নাই) ও প্রবাল,—ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ অর্দ্ধতোলা; মুক্তাভস্ম, শঙ্খভস্ম ও ঝিনুক-ভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্য ।০ সিকি তোলা,—এই সমুদায় দ্রব্য জলসহ মর্দ্দন করিবে, শুষ্ক হইলে ঝিনুকে পূরিয়া, তাহার উপর মাটীর লেপ দিবে। পরে ঐ ঔষধপূর্ণ ঝিনুক, ২০।২৫ খানি বিলঘুঁটের মধ্যস্থ করিয়া পুটপাক করিবে, এবং শীতল হইলে গ্রহণ করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি। অনুপান পিপুলচূর্ণ, হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ। ইহা সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, মেহরোগ, অরুচি, ও গ্রহণী প্রভৃতি বহুবিধ রোগ সত্বর উপশমিত হয়।

কল্পতরু-রস—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও তাম্র সমভাগে লইয়া, পঞ্চপিত্ত অর্থাৎ বরাহ, ছাগ, মহিষ, রুইমৎস্য ও ময়ূরের পিত্তদ্বারা যথাক্রমে ৫ পাঁচ দিন, নিসিন্দাপাতার রসে ৭ সাত দিন ও আদার রসে ৩ তিন দিন ভাবনা দিবে, তৎপরে সর্ষপাকৃতি বটিকা করিয়া, ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। দোষ, অগ্নি ও বয়স বিবেচনা করিয়া, একাদিক্রমে ২১ একুশদিন ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিতে দিবে। বটিকা সেবনান্তে ঘর্ম্মোদ্গম পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া, রোগী শয়ন করিয়া থাকিবে; এবং ঘর্ম্মোদ্গমের পর শয্যাত্যাগ করিয়া, চিনির সহিত দধি পান করিবে। ইহার অনুপান—কজ্জলী, পিপুলচূর্ণ ও উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু ও কামলা উপশমিত হয়। শ্বাস, কাস ও শূলযুক্ত রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

মতান্তরে আর একপ্রকার কল্পতরু রস দেখিতে পাওয়া যায়; যথা পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, সোহাগার খই, শুঁঠ ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং মরিচ ২০ কুড়িতোলা, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ২ দুইপ্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে উৎকৃষ্ট। আদার রসের সহিত ইহা ১ একরতিমাত্রায় সেবন করিলে শ্বাস, কাস, মুখপ্রসেক, শীত, অগ্নিমান্দ্য ও বিসূচিকা প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত জ্বর নিবারিত হয়। ইহার নস্য লইলে, কফবাতজ শিরঃপীড়া, মোহ, প্রলাপ ও ক্ষবথুগ্রহ (হাঁচির বেগরোধ) প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্র্যাহিকারি রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মনঃশিলা ১ একভাগ, হরিতাল ১ একভাগ, আতইচ ৪ চারিভাগ, লৌহ ২ দুইভাগ ও রৌপ্য ½ অর্দ্ধভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য নিমছালের রস ও অপরাজিতার রসের সহিত যথাবিধি মর্দ্দন করিয়া, ৩ তিনরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আতইচের কাথ। ইহা সেবন করিলে, ত্র্যহিকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

মতান্তরোক্ত ত্র্যাহিকারি-রস যথা:—গন্ধক, পারদ ও শঙ্খভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, এবং তুঁতে ভস্ম সিকিভাগ; এই সকল দ্রব্যে ক্রমশঃ গোজিয়াশাকের রস, জয়ন্তীর রস ও কাঁটান'টের রস, ইহাদের প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে, এই ঔষধ ৪ চারিরতি পরিমাণে পুরাতন-ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, তৃতীয়ক-জ্বর (একদিন অন্তরের পালা জ্বর) নিবারিত হয়।

চাতুর্থকারি রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগ, এবং স্বর্ণ—পারদের অর্দ্ধভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র কৃষ্ণ-ধুতুরার ও বকফুলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—চাঁপাছালের রস। ইহাদ্বারা চাতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষম-জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বরবিরামকালে এই ত্র্যাহিকারি ও চাতুর্থকারি রস প্রয়োগ করিতে হয়।

গ্রন্থান্তরোক্ত চাতুর্থকারি রস, যথা—হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে-ভস্ম, শঙ্খ-ভস্ম ও গন্ধক, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত ভাবিত করিয়া, গজপুটে পাক করিবে। পাকের পর পুনর্ব্বার ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, চাতুর্থক জ্বর ও শীতজ্বর নিবারিত হয়। মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিয়া, ঘৃত ও মরিচচূর্ণ-মিশ্রিত ঘোল অনুপান করিবে।

বিদ্যাবল্লভ রস।—পারদ ১ একভাগ, তাম্র দুইভাগ, মনঃশিলা ৩ তিনভাগ ও হরিতাল ১২ বারভাগ, একত্র উচ্ছেপাতার রসসহ মর্দ্দন করিবে, এবং তাহা তাম্রপাত্রে রুদ্ধ করিয়া, বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাকজ্ঞানের জন্য বালুকাযন্ত্রের উপরে কতকগুলি ধান রাখিবে; যখন সেই ধান ফুটিয়া উঠিবে, তখনই ঔষধের পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায়

চিনির সহিত সেবন করিলে, বিষমজ্বর নিবারিত হয়। ইহা সেবন করিলে, তৈল ও অম্লপদার্থাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বসন্তমালতা রস।—স্বর্ণ ১ একভাগ, মুক্তাভস্ম ২ দুইভাগ, হিঙ্গুল ৩ তিনভাগ, মরিচ ৪ চারিভাগ ও খর্পর ৮ আটভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মাখনের সহিত মর্দ্দন করিয়া, পরে পাতিনেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে; তাহাতে মাখনের স্নেহভাগ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইবে। শুষ্ক হইলে, এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ ও বিষম জ্বর এবং কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

পর্প্প টী রস।—পারদ ১ একভাগ ও গন্ধক ২ দুইভাগ, একত্র ইহাদের কজ্জলী করিয়া, ভীমরাজের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে মিলিত পারদ ও গন্ধকের চতুর্থাংশ-পরিমিত তাম্র ও লৌহভস্ম তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, লৌহ-পাত্রে পাক করিবে; পাককালে লৌহদণ্ডদ্বারা বারংবার নাড়িতে হইবে। উত্তম-রূপে গলিয়া গেলে, গোবরের উপরে কলার পাতা পাতিয়া তাহার উপর ঐ গলিত পদার্থ ঢালিবে, এবং কদলীপত্রজড়িত একটী গোবরের পুঁটুলিদ্বারা চাপ দিয়া, পর্প্প টী প্রস্তুত করিতে হইবে। তৎপরে সেই পর্প্প টী খলে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে একদিন নিসিন্দাপাতার রসের ভাবনা দিবে; অনন্তর জয়ন্তীপত্র, ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, বামুনহাটী, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল ও মুণ্ডিরী, ইহাদের যথাযোগ্য রসে ও কাথে ৭ সাতদিন ভাবনা দিবে। অঙ্গারাগ্নিতে শুষ্ক করিয়া সেই ঔষধ ৪ চারিরতি পরিমাণে প্রয়োগ করিলে, শ্লৈষ্মিক-জ্বর, এবং শ্লেষ্মযুক্ত অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। অনুপান—হরীতকী, শুঁঠ ও গুলঞ্চের কাথ।

মহারাজ বটী।—পারদ, গন্ধক ও অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; স্বর্ণ, তাম্র ও কর্পূর,—প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা; সিদ্ধিবীজ, শতমূলী, শ্বেতধূনা, লবঙ্গ, কুলেখাড়াবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আলকুশীবীজ, জয়িত্রী, জায়ফল, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে,—প্রত্যেক ।০ সিকিতোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র তালমূলীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ৪ চারিরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার দোষজ-জ্বর, ধাতুগত-জ্বর, এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মা, পাণ্ডু, কামলা, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহা বল-পুষ্টিবর্দ্ধক, এবং শুক্রজনক ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস।—স্বর্ণ ৩ তিনভাগ, রৌপ্য ২ দুই ভাগ, অভ্র ২ দুইভাগ, লৌহ ৫ পাঁচভাগ, প্রবাল ৩ তিনভাগ, মুক্তা ৩ তিনভাগ, ও রসসিন্দুর ৭ সাতভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র ঘৃতকুমারীর রসসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে, এবং তাহা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। অনুপান —ছাগদুগ্ধ। জলদোষজনিত বিবিধ রোগ ইহাদ্বারা উপশমিত হয়।

বৃহৎ বিষমজ্বরান্তক রস।—পারদ, গন্ধক, রসসিন্দুর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতালভস্ম, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ; একত্র নিসিন্দাপাতা, পাণ, কাকমাচী, ক্ষেৎপাপ্ড়া, ত্রিফলা, উচ্ছেপাতা, দশমূল, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বাসকপাতা, ভৃঙ্গরাজ ও কেশুরে, ইহাদের যথাসম্ভব রস বা ক্বাথের সহিত তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ পুরাতন-গুড় ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার নূতন, পুরাতন, জীর্ণ, বিষম, ধাতুগত ও জলদোষজ (ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ।—পারদ, গন্ধক, জয়িত্রী ও জায়ফল, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, স্বর্ণভস্ম।০ সিকিতোলা, রৌপ্য ॥০ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ॥০ অর্দ্ধতোলা, এবং অভ্র, শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ, মুতা, কেশুরে, অপামার্গ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, দারুচিনি, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, গুলঞ্চের চিনি, কণ্টকারী, রসুন, ধ'নে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরাতা ও বালা, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক তোলা ও মরিচ ২ দুইতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যে আদার রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, অর্দ্ধমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে, সাধ্যাসাধ্য সর্ব্ববিধ জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা বলকর, পুষ্টিজনক, এবং রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক। অনুপানবিশেষের সহিত ইহা অন্যান্য রোগেও প্রয়োগ করা যায়।

শীতভঞ্জী রস।—পারদ, গন্ধক, খর্পর, হরিতাল, তুঁতে ও সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, উচ্ছেপাতার রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, একটী ৬ ছয়তোলাপরিমিত বিশুদ্ধ তাম্রনির্ম্মিত থলের অথবা তদ্রূপ কোন তাম্রপাত্রের মধ্যভাগে সেই মর্দ্দিত ঔষধ লেপন করিবে। পরে সেই পাত্রটী হাঁড়ীর

মধ্যে অধোমুখে অর্থাৎ উবুড় করিয়া রাখিয়া, তাহার উপরে একটী ছোট হাঁড়ী উবুড় করিয়া ঢাকা দিবে এবং হাঁড়ীর শূন্য অংশ বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিবে। সেই বালুকার উপরে কতকগুলি ধান্য নিক্ষেপ করিয়া, হাঁড়ীটীর নীচে অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। অগ্নিতাপে যখন সেই ধান্যগুলি ফুটিয়া উঠিবে, তখনই পাক শেষ হইয়াছে বুঝিয়া, চুল্লী হইতে হাঁড়ীটী নামাইয়া রাখিবে এবং শীতল হইলে, তন্মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত ৬ ছয়তোলা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় পাণের সহিত সেবন করিলে, শীতযুক্ত বাতিকজ্বর আশু নিবারিত হয়।

গ্রন্থান্তরোক্ত শীতভঞ্জী-রস, যথা—হরিতাল ১ একভাগ, হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ দুইভাগ, গন্ধক ৩ তিনভাগ ও মনঃশিলা ৪ চারিভাগ, একত্র এইসমস্ত দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, সেই মর্দ্দিত ঔষধ একটী তাম্রপাত্রের মধ্যভাগে লেপন করিবে এবং সেই ঔষধলিপ্ত তাম্রপাত্রটী হাঁড়ীর মধ্যে উবুড় করিয়া, বালুকাদ্বারা হাঁড়ীটী পূর্ণ করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অগ্নিজ্বালে পাক করিয়া, শীতল হইলে, সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে সেই ঔষধ ২ দুইরতিমাত্রায় পাণ ও মরিচের সহিত সেবন করিলে, শীতদাহাদিযুক্ত সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনের পরে, রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া দুগ্ধান্ন পথ্য দিতে হইবে।

শীতারি রস।—প্রথমতঃ কুষ্মাণ্ডক্ষার, তিলগাছের ক্ষার ও চূণের জলসহ হরিতাল পাক করিয়া, তাহার সহিত সমপরিমিত পারদ মিশ্রিত করিবে এবং উচ্ছেপাতার রসের সহিত ৩ তিন দিন মর্দ্দন করিবে। পরে সেই ঔষধ একখানি শরায় রাখিয়া, একটী তাম্রপাত্রদ্বারা তাহা ঢাকা দিবে এবং হরীতকীচূর্ণ, গুড়, লবণ, খড়ী ও মাটীদ্বারা সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। তৎপরে তাহা বালুকাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। এই বালুকার উপরে কতকগুলি ধান্য রাখিবে; এবং ধান্যগুলি ফুটিয়া উঠিলেই পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শীতল হইলে, ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় তুলসীপাতার রসসহ মাড়িয়া, মধু, পিপুলচূর্ণ, ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি, এই কয়েকটী অনুপানের সহিত সেবন করিলে, বহুদিনের সঞ্চিত জ্বরও বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনের পরে মুগের যূষ ও দুগ্ধের সহিত অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিবে।

বিক্রমকেশরী রস।—তাম্র ১ একভাগ ও রৌপ্য ২ দুইভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ মিশ্রিত করিবে এবং নেবুমূলের ছালের রসের ২১ একুশবার ভাবনা দিয়া, শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ একরতিমাত্রায় সেবন করিলে, সকলপ্রকার জ্বরই নিবারিত হয়।

মেঘনাদ রস।—রৌপ্য, (রসেন্দ্রসারসংগ্রহে রৌপ্যের পরিবর্ত্তে অভ্র-গ্রহণের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়), কাংস্য ও তাম্র, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, ও গন্ধক ৩ তিনভাগ, একত্র লাল-কাঁটান'টের কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ৬ ছয়বার গজপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় পাণের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। পথ্য—দুগ্ধান্ন। জ্বরাতিসার রোগে এই ঔষধ সেবনের পরে শুঁঠ, আতইচ, মুতা, চিরাতা, গুলঞ্চ ও কুড়চি-ছাল, এই-সকল দ্রব্যের কাথ অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা নবজ্বর, জীর্ণজ্বর এবং দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির উপশম হয়।

জ্বরশূলহর রস।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, সেই কজ্জলী একটী ভাণ্ডে রাখিবে এবং তাহার উপরে একটী তাম্রপাত্র উবুড় করিয়া ঢাকা দিবে। উভয়ের সংযোগস্থল লেপদ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। পরে সেই ভাণ্ড অগ্নিজ্বালে চড়াইয়া, ঔষধ পাক করিতে হইবে। পাকশেষে শীতল হইলে, ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি বা ৩ তিনরতি পরিমাণে পাণের সহিত সেবন করিলে, চাতুর্থক প্রভৃতি সমুদয় বিষমজ্বর, সন্নিপাতজ্বর এবং জ্বরের ভাবী আক্রমণ নিবারিত হয়। ঔষধ-সেবনের পূর্ব্বে জীরা ও সৈন্ধবলবণ চর্ব্বণ করিয়া, তৎপরে ঔষধ সেবন করিতে হইবে।

জীবনানন্দাভ্র।—অভ্র ৪ চারিতোলা, জীরা ২ দুইতোলা, ধুতূরার বীজ ২ দুইতোলা, একত্র বাসক, কণ্টকারী, আমলকী, মুতা ও গুলঞ্চ,—প্রত্যেকের ৮ আটতোলা রসের অথবা কাথের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিতে হইবে। তৎপরে ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিয়া, দোষভেদানুসারে উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার বিষমজ্বর এবং প্লীহা, যকৃৎ, বমি, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, অরুচি, শূল, বিবমিষা,

ও অর্শোরোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক ও রসায়ন।

গন্ধক-কজ্জলী।—একটী মৃত্তিকাপাত্রে করিয়া, কণ্টকারী, নিসিন্দা, ও নাটাকরঞ্জের রস, একত্র অগ্নিজ্বালে চড়াইবে; এবং তাহাতে গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মৃদু মৃদু অগ্নিজ্বাল দিবে। গন্ধক গলিয়া গেলে, তাহাতে গন্ধকের সমপরিমিত পারদ নিক্ষেপ করিবে এবং উভয়ে মিশ্রিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অগ্নিজ্বাল হইতে নামাইয়া, সেই পারদ-গন্ধকের কজ্জলী করিবে। ১ একরতি-পরিমাণে এই কজ্জলী এবং জারার চূর্ণ ৵০ দুই আনা ও সৈন্ধব-লবণ ৵০ দুই আনা, একত্র পাণের সহিত সেবন করিতে হইবে। সেবনের পরে. জ্বরে উষ্ণজল, বমিতে চিনির পানা, আমদোষে পুরাতন গুড়, ক্ষয়রোগে ছাগদুগ্ধ, রক্তাতিসারে কুড়চির কাথ, এবং বক্তবমনে যজ্ঞডুমুরের রস প্রভৃতি অনুপান করিবে। ইহা সর্ব্বরোগনাশক, আয়ুর বৃদ্ধিকারক এবং সংজ্ঞাহীনতায় সংজ্ঞাকারক।

লৌহাসব।—লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতা-মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ বত্রিশতোলা, মধু ৬৪ চৌষট্টতোলা (/৮ আট সের), গুড় ।২॥০ সাড়ে বার সের এবং জল—১২৮ এক শত আটাশ সের, একত্র এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতভাবিত কলসে রাখিয়া, পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এক-মাস পরে এই আসব ছাঁকিয়া লইবে এবং রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই আসব সেবন করিলে, জীর্ণজ্বর, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, উদর, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ভগন্দর, গ্রহণী, হৃদ্রোগ, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হয়।

অমৃতারিষ্ট।—গুলঞ্চ ১২॥০ সাড়েবার সের ও মিলিত দশমূল ১২॥০ সাড়ে বার সের, একত্র ২৫৬ দুই শত ছাপ্পান্ন সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ৬৪ চৌষট্টি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ কাথে ৩৭॥০ সাড়ে সাঁইত্রিশ সের গুড় মিশ্রিত করিবে এবং কৃষ্ণজীরা /২ দুই সের, ক্ষেৎপাপড়া /।০ এক পোয়া, ছাতিমছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, নাগেশ্বর, কটকী, আত-ইচ ও ইন্দ্রযব,—প্রত্যেক দ্রব্য আটতোলা নিক্ষেপ করিয়া, আবদ্ধ-ভাণ্ডে এক-মাস রাখিয়া দিবে। এই অরিষ্ট সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

অঙ্গারক-তৈল।—মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারিসের, কাঞ্জি ১৬ ষোল সের এবং কল্কার্থ মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী,—মিলিত /১ এক সের এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, পাক শেষ হইলে, তৈল ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে কর্পূর, শিলারস ও নখী, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, সকলপ্রকার জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়।

বৃহৎ অঙ্গারক তৈল।—মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারিসের, পাকার্থ কাঁজি ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ—শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না, শুঁঠ এবং অঙ্গারক-তৈলোক্ত সমুদায় কল্কদ্রব্য,—সর্ব্বসমষ্টি /১ একসের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, জ্বর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

লাক্ষাদি তৈল।—মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারিসের, কাঁজি ২৪ চব্বিশ-সের, কল্কার্থ লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা,—মিলিত /১ একসের এবং জল /৪ চারিসের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে, দাহ ও শীতজ্বর প্রশমিত হয়।

মহালাক্ষাদি তৈল।—মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারিসের, লাক্ষার কাথ ১৬ ষোলসের (লাক্ষা /৮ আট সের ও জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোল-সের), দধির মাত ১৬ ষোল সের ;—কল্কার্থ—শুল্‌ফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুতা ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, যথানিয়মে পাক করিবে। তৈলপাক সমাপ্ত হইলে, বিধানানুসারে শিলারস, নখী ও কর্পূর, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং কাস, শ্বাস, গাত্রবেদনা ও কণ্ডূ প্রভৃতি অন্যান্য রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কিরাতাদি তৈল।—মূর্চ্ছিত কটুতৈল /৪ চারিসের, দধির মাত /৪ চারিসের, কাঁজি /৪ চারিসের, চিরাতার কাথ /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বালা, কুড়, রাস্না, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আক্‌নাদী, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব-লবণ, সচল-লবণ, বিটলবণ, বাসকছাল, শ্বেত-আকন্দের মূল, শ্যামালতা, দেবদারু ও মাকালফল,

মিলিত ⁄১ একসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, সর্ব্ব-প্রকার জ্বর, পাণ্ডু এবং অতিসার, গ্রহণী, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ কিরাতাদিতৈল।—মূর্চ্ছিত কটুতৈল ⁄৮ আটসের, ক্বাথার্থ চিরাতা ১২॥• সাড়েবার সের ও জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের; মূর্ব্বামূল ⁄৪ চারিসের ও জল ৩২ বত্রিশ সের—শেষ ⁄৮ আটসের; যথা-নিয়মে প্রস্তুত লাক্ষার কাথ ⁄৮ আটসের, কাঁজি ⁄৮ আটসের ও দধির মাত ⁄৮ আটসের; কল্কার্থ—চিরাতা, গজপিপ্পলী, রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখাল-শসার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুতা, পুনর্নবা, সৈন্ধব-লবণ, জটামাংসী, বৃহতী, বিটলবণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কটকী, অশ্বগন্ধা, শুলফা, রেণুক, দেবদারু, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধ'নে, পিপ্পলী, বচ, শঠী, ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শালপাণী, চাকুলে, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমের ছাল, হবুষা, যবক্ষার ও শুঁঠ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষ হইলে, গন্ধদ্রব্য প্রদান করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, প্লীহা, শোথ, প্রমেহ, জ্বর ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদি তৈল।—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ⁄৪ চারিসের, দধির মাত, কাঁজি, তক্র ও টাবানেবুর রস প্রত্যেক দ্রব্য ⁄৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—পিপুল, মুতা, ধ'নে, সৈন্ধব, ত্রিফলা, বচ, যমানী, বনযমানী, রক্তচন্দন, কুড়, শঠী, দ্রাক্ষা, রাখালশসার মূল, শালপাণী, গোক্ষুর, চিরাতা, নিমপত্র, ঘোড়ানিমের ছাল, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, চাকুলে, বৃহতী, দন্তীমূল, দারুহরিদ্রা, মহাদা, ক্ষেৎ-পাপড়া ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, যথানিয়মে পাক করিয়া, পাকশেষে গন্ধদ্রব্যদ্বারা গন্ধপাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে, সকল-প্রকার জীর্ণ ও বিষমজ্বর নিবারিত হয়।

ষট্‌কট্টর তৈল।—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ⁄৪ চারিসের, তক্র ২৪ চব্বিশ-সের, এবং কল্কার্থ সাচীক্ষার, শুঁঠ, মূর্ব্বাফল, লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা,—মিলিত ⁄১ একসের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে শীত ও দাহসংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ ও বিষমজ্বর নিরাকৃত হয়।

মহাষট্‌কট্টর তৈল।—মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারিসের, শুক্ত /৪ চারিসের, কাঁজি /৪ চারিসের, দধির মাত /৪ চারিসের, তক্র /৪ চারিসের, গোঁড়ানেবুর রস /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—পিপুল, চিতামূল, বচ, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, পিপুল, বড়-এলাচ, আতইচ, রেণুক, ত্রিকটু, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরাতা, বেলছাল, রক্তচন্দন, বামুনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলকী, শালপাণী, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গু, কট্‌কী ও বিড়ঙ্গ, সমুদায়ে মিলিত /১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া, গন্ধদ্রব্যসহ গন্ধপাক করিবে। এক দিন, দুই দিন, অর্দ্ধমাস ও একমাস অন্তর যে জ্বর উপস্থিত হয়, এই তৈল ব্যবহার করিলে, সেইসমস্ত জ্বর এবং অন্যান্য জীর্ণ ও বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

গুড়ূচ্যাদি ঘৃত।—গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, দ্রাক্ষা ও বেড়েলা, এই পাঁচটী দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কের সহিত যথাবিধি পাঁচপ্রকার ঘৃত পাক করিবে। ইহার প্রত্যেকটীই জীর্ণজ্বরনাশক।

ক্ষীরষট্‌পলক ঘৃত।—মূর্চ্ছিত গব্যঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও সৈন্ধব-লবণ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আট তোলা) ও পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের; যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, জীর্ণ ও বিষমজ্বর এবং প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

দশমূলষট্‌পলক ঘৃত।—দশমূল /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৮ আট তোলা, এবং দুগ্ধ /৪ চারিসের, এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে /৪ চারিসের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বিষমজ্বর, প্লীহা, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুরোগ নাশ করে।

বাসাদ্য ঘৃত।—বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বলাডুমুর ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথ /৮ আট সের, কল্কার্থ পিপ্পলীমূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলশুঁদী ও শুঁঠ, সর্ব্বসমষ্টি /১ একসের, এবং দুগ্ধ /৮ আটসের যথাবিধানে ইহাদের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত পাক করিবে। ইহা জীর্ণজ্বরনাশক।

পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত।—মূর্চ্ছিত ঘৃত /৪ চারিসের, জল ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ—পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, বেণামূল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ভূঁই-আমলা, অনন্ত-

মূল, আতইচ, শালপাণী, দ্রাক্ষা, আমলকী, বেলছাল, বসাডুমুর ও কণ্টকারী,—সর্ব্বসমষ্টি /১ একসের, এবং দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা জীর্ণজ্বর, শ্বাস, কাস, হিক্কা, ক্ষয়, শিরঃশূল, অরোচক, অগ্নিবৈষম্য ও অঙ্গসন্তাপের নিবৃত্তিকারক।

এইসমস্ত ঘৃত প্রথমে ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইতে হয়। পরে সহ্যানুসারে ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া, ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত সেবন করান যায়। অনুপান /০ একছটাক আন্দাজ উষ্ণদুগ্ধ।

প্লীহা ও যকৃৎ।

মাণকাদি গুড়িকা।—একবৎসরের পুরাতন মাণ, অপামার্গের ক্ষার, গুলঞ্চ, বাসকমূল, শালপাণী, সৈন্ধব-লবণ, চিতামূল, শুঁঠ, ও তালজটার ক্ষার,—প্রত্যেক দ্রব্য ৷৬ ছয়তোলা, এবং বিট্‌লবণ, সচল-লবণ, যবক্ষার ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ দুইতোলা একত্র ১৬ ষোলসের গোমূত্রসহ পাক করিবে। মোদকের ন্যায় ঘনীভূত হইলে নামাইয়া, শীতল হইলে, ৩ তিন পল (২৪ চব্বিশ তোলা) মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি বিবিধ উদররোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ মাণকাদি গুড়িকা।—পুরাতন মাণ, আপাঙ্গমূলের ক্ষার, শালপাণী, চিতামূল, সীজমূল, শুঁঠ, সৈন্ধব-লবণ, তালজটার ক্ষার, বিড়ঙ্গ, হবুষ, চই, বচ, বিট্‌লবণ, সচল-লবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুঙ্খ, জীরা ও পালিধা-মান্দারের মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা, একত্র ২৪ চব্বিশসের গোমূত্রসহ পাক করিবে, এবং ঘনীভূত হইলে, জীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, শঠী, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, রাখালশসার মূল,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে।

শীতল হইলে, ২৪ চব্বিশতোলা মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গরমজলের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবন করিলে, যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, জ্বর, অরুচি, গুল্ম, আনাহ, উদর, কুক্ষি ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি নিবারিত হয়।

গুড়পিপ্পলী।—বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সোহাগা, সাচীক্ষার, সমুদ্রফেন, চিতামূল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটার ক্ষার, কুমড়ার ডালের ক্ষার, অপামার্গভস্ম, তেঁতুলছালভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সমুদায় দ্রব্যের সমান পিপুলচূর্ণ ও সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ পুরাতন-গুড়, একত্র মাড়িয়া লইবে। ইহা ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, উষ্ণজল অনুপানসহ যকৃৎপ্লীহাদি রোগে প্রয়োগ করিবে। গুল্ম, উদর, শোথ, কাস, এবং জীর্ণজ্বরেও ইহা বিশেষ উপকারক।

বৃহৎ গুড়-পিপ্পলী।—পুরাতন গুড় ১২॥০ সাড়েবারসের, পিপুলচূর্ণ ১২॥০ সাড়েবারসের, এবং হিং, ত্রিকটু, সৈন্ধব-লবণ, চিতামূল, বিট্‌লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তালজটার ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, তেঁতুলের ক্ষার, সমুদ্রফেন ও মনসাসীজের আঠা—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া, মোদকবৎ করিতে হইবে। এই ঔষধ রোগীর কোষ্ঠ বিবেচনা পূর্ব্বক ।০ চারি আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, জ্বর ও প্লীহা নিবারিত হয়।

অভয়ালবণ।—পালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, মনসা-সীজের ছাল, আপাঙ্গ, চিতার মূল, বরুণছাল, গণিয়ারীছাল, বেতোশাক, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাপরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা, ও পুনর্নবা, এইসমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া, একটী হাঁড়ীর মধ্যে তিলকাষ্ঠের জ্বালে ভস্ম করিবে। তৎপরে ৬৪ চৌষট্টিসের জলের সহিত ঐ ভস্ম /২ দুইসের পাক করিবে, এবং ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ক্রমে ক্রমে সেই জল ২১ একুশবার ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্ষারজলসহ সৈন্ধব-লবণ /২ দুইসের, হরীতকীচূর্ণ /১ একসের ও গোমূত্র ১৬ ষোল সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড় ও শটী,—প্রত্যেক চূর্ণ

করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আনাহ, অষ্ঠীলা, ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হয়।

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণ।—গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ, চিরাতা, কালমেঘ, মুতা, পিপুল, যবক্ষার, হীরাকস, ও চাঁপার ছাল, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৴০ এক আনা হইতে ।০ চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বপ্রকার দোষজ ও জলদোষজাত (ম্যালেরিয়া) জ্বরে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারক।

অর্কলবণ।—আকন্দের পাতা ও সৈন্ধব-লবণ উভয় সমভাগ; একত্র অন্তর্ধূমে অর্থাৎ হাঁড়ীর ভিতর শরা ঢাকা দিয়া পোড়াইবে। সেই দগ্ধ ক্ষার ৴০ এক আনা হইতে ।০ চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায়, দধির মাতের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা, গুল্ম, ও উদররোগ উপশমিত হয়।

রোহিতকাদ্য চূর্ণ।—রোহিতকছাল, যবক্ষার, চিরাতা, কট্‌কী, মুতা, নিশাদল, আতইচ ও শুঁঠ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৴০ এক আনা হইতে ৶০ দুই আনা পর্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা প্লীহা ও যকৃৎ-রোগের উপশম হয়।

প্লীহার্ণব রস।—হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগার খই, অভ্র ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত পিপুল ও মরিচ —প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা মিশ্রিত করিবে। পরে ৩ তিনরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া, সেফালিকা-পত্রের রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, প্লীহা, জ্বর, শ্বাস, বমি, ভ্রম, এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হয়।

প্লীহান্তক রস।—তাম্র, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারদ, গন্ধক, গুগ্‌গুলু, ত্রিকটু, রাস্না, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, কট্‌কী, দন্তীমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ীমূল, ও যবক্ষার, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, সর্ব্ববিধ উদররোগ, পাণ্ডু, বিষমজ্বর, শোথ, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, অজীর্ণ, শূল ও আনাহরোগের উপশম হয়।

প্লীহশার্দ্দূল রস।—পারদ, গন্ধক, ও ত্রিকটু, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এই তিনটী দ্রব্যের সমষ্টির সমান তাম্রভস্ম, এবং মনঃশিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রোহিতকছাল, যবক্ষার, সোহাগার খই, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, চিতামূল ও জয়পাল,—প্রত্যেক দ্রব্য পারদের সমান,—এইসমস্ত দ্রব্যে তেউড়ী-মূল, চিতামূল, ও আদা, ইহাদের যথাযোগ্য ক্বাথ ও রসের তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতি বা ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, গুল্ম, উদর, শোথ, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

প্লীহারি রস।—হরিতাল ২ দুইতোলা, স্বর্ণ ৷৹ অর্দ্ধতোলা, জারিত তাম্র ৪ চারিতোলা, অভ্রভস্ম ৪ চারিতোলা, মৃগচর্ম্মের ভস্ম ২ দুইতোলা, এবং নেবুর মূলচূর্ণ ২ দুইতোলা, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ৬ ছয়রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। মধু ও চিতামূলচূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, দুঃসাধ্য প্লীহা, এবং যকৃৎ, গুল্ম, পাণ্ডু ও ভগন্দররোগের উপশম হয়।

গ্রন্থান্তরে আর একপ্রকার প্লীহারি রস দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, মিঠাবিষ, ত্রিকটু ও ত্রিফলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ও জয়পালবীজ ৫ পাঁচতোলা, একত্র পলাশছালের রসের সহিত একপ্রহর মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে, এবং বটিকাগুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, প্লীহা, শোথ, জ্বর, কাস, উদাবর্ত্ত, শূল, অর্শঃ, উদরাময়, আমবাত, এবং শ্লেষ্মবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বাসুকিভূষণ রস।—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও তাম্রভস্ম, সমুদায় সমভাগ, একত্র আকন্দপাতার রসের সহিত একপ্রহর মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে। তৎপরে তাহাতে বাসকের রসের ভাবনা দিয়া লইবে। ২ দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ মধু ও সৈন্ধব-লবণের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্মরোগের উপশম হয়।

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ।—পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক দ্রব্য ৷৹ অর্দ্ধ-তোলা, লৌহ ১ একতোলা, তাম্র ২ দুইতোলা, এবং যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধব ও বিট্‌লবণ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, হিং, কট্‌কী,

রোহিতকছাল, তেউড়ী, তেঁতুলছালভস্ম, রাখালশসার মূল, ধলা-আঁকড়ার মূল, আপাংভস্ম, তালজটার ভস্ম, অম্লবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, তুঁতে, শরপুঙ্খ ও রসাঞ্জন,—প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ অর্দ্ধতোলা, —এইসমস্ত দ্রব্যে আদার ও গুলঞ্চের রসের ভাবনা দিয়া, ১৬ ষোলতোলা মধুর সহিত মাড়িয়া, ৬ ছয়রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা দোষবিশেষের আধিক্যানুসারে উপযুক্ত অনুপানসহ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, পাণ্ডু, কামলা, উদর, শোথ, আনাহ, বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস, এবং গুল্ম প্রভৃতি পীড়ায় উপকার হয়।

লৌহ-মৃত্যুঞ্জয় রস।— পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তাম্র, কুঁচিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, রসাঞ্জন, জায়ফল, কটুকী, যবক্ষার, সাচী-ক্ষার, জয়পালবীজ, ত্রিকটু, হিং ও সৈন্ধবলবণ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে হুড়হুড়ের ও বিল্বপত্রের রসের ভাবনা দিবে, এবং হুড়-হুড়ের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, গুল্ম, অষ্ঠীলা, শোথ, উদর, অন্তর্ব্বিদ্রধি, ও বাতরক্তরোগে এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তাম্রেশ্বর বটী।—হিঙ্গু, ত্রিকটু, এবং আপাঙ্গের পাতার ও সীজের পাতার ক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এইসকলের সমান সৈন্ধব-লবণ, এবং সমষ্টির সমান লৌহ ও তাম্র একত্র মিশ্রিত করিবে, এবং জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, পাণ্ডু, হলীমক, গ্রহণী, অতিসার, শোথ, ও যক্ষ্মা প্রশমিত হয়।

চিত্রকাদি লৌহ।—চিতামূল, শুঁঠ, বাসকছাল, গুলঞ্চ, শালপাণী, তালজটার ভস্ম, আপাঙ্গের ভস্ম, ও পুরাতন-মাণের চূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য ৬ ছয় তোলা, এবং লৌহ, অভ্র, পিপুল, তাম্র, যবক্ষার ও পঞ্চলবণ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, এইসকল দ্রব্য ১৬ ষোলসের গোমূত্রের সহিত মিশাইয়া মৃদু-অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, ১৬ ষোল তোলা মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক এই ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বেশ্বর-লৌহ।—পারদ ১ এক পল (৮ আট তোলা), গন্ধক ১ এক পল, অভ্র ২ দুই পল, তাম্র ৩ তিন পল, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ চারি তোলা, এবং জয়পাল, চিতামূল, মাণ, ওল, ঘেঁটুকোল, পিপুলমূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, আপাং, দণ্ডোৎপল (ঘলঘষে), বিছাটিমূল, হাড়যোড়া, নাগদানা, ও হুড়হুড়ে,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্য আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে ৩ তিনপল লৌহ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ২ দুই রতি হইতে ক্রমশঃ ৵০ দুই আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, উদর, গুল্ম, পাণ্ডু, কামলা, ক্রিমি, আনাহ, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, রক্তপিত্ত, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও বিচর্চ্চিকা রোগের উপশম হয়। ইহা বলবর্দ্ধক ও কান্তিজনক।

রোহিতক লৌহ।—রোহিতকছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এবং ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল), সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ,—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মধুর সহিত লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাদ্বারা যকৃৎ, প্লীহা, অগ্রমাংস ও শোথ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

লোকনাথ-রস—পারদ, গন্ধক ও অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক তোলা, লৌহ ও তাম্র,—প্রত্যেক ২ দুইতোলা, এবং কড়িভস্ম ৬ ছয়তোলা, একত্র পাণের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, গজপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ দুইরতি মাত্রায়, মধু ও পিপুলের চূর্ণ, অথবা পুরাতন গুড় ও হরীতকী চূর্ণ, কিংবা পুরাতন গুড় ও জাবার চূর্ণের সহিত সেবন করিয়া, গোমূত্র অনুপান করিলে, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, শোথ, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও অগ্নিমান্দ্যরোগ নিবারিত হয়।

আর একপ্রকার লোকনাথ রস গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—পারদ ১ একতোলা ও গন্ধক ১ একতোলা, একত্র অর্দ্ধপ্রহর মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে; পরে তাহার সহিত অভ্র ১ একতোলা, লৌহ ২ দুইতোলা, তাম্র ২ দুইতোলা ও কড়িভস্ম ৪ চারিতোলা মিশ্রিত করিয়া, পাণের রসের সহিত একপ্রহর মর্দ্দন করিবে, এবং লঘুপুটে পাক করিয়া লইবে। ইহা ২ দুইরতি পরিমাণে আদার রস অথবা খদির ছালের রসের সহিত সেবন করিলে, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, শোথ, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ লোকনাথ রস।—পারদ ১ এক তোলা, ও গন্ধক ২ দুই তোলা,—ইহাদের কজ্জলী করিবে, এবং অভ্র ১ একতোলা তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতকুমারীর রসসহ মাড়িবে; পরে তাহার সহিত তাম্র ২ দুই তোলা, লৌহ ২ দুইতোলা ও কড়িভস্ম ৯ নয়তোলা মিশ্রিত করিয়া, কাকমাচীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া একটী গোলক করিবে। শুষ্ক হইলে, সেই গোলকটী গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া দুইরতি মাত্রায়, মধু অনুপান-সহ প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংসাদি রোগে ইহা প্রয়োগ করিবে।

বিদ্যাধর রস।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র ও মনঃ-শিলা, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, পিপুলের ক্বাথের ও সীজের আঠার এক একদিন ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করাইয়া, কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধ অনুপান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

যকৃদরি-লৌহ।—লৌহ ৪ চারিতোলা, অভ্র ৪ চারিতোলা, তাম্র ২ দুইতোলা, পাতিনেবুর মূলের ছাল ৮ আটতোলা, এবং অন্তর্ধূমে ভস্মীকৃত কৃষ্ণ-সার-মৃগের চর্ম্ম ৮ আট তোলা, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ৯ নয়কুঁচ পরি-মাণে বটিকা করিবে। দোষানুসারে উপযুক্ত অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা যকৃৎ, প্লীহা, বাত-গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, উদর, জ্বর, কাস ও শ্বাসাদি রোগ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, ও বর্ণের উজ্জ্বলতাজনক।

যকৃৎ-প্লীহারি লৌহ।—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, জয়পাল, সোহাগা ও শিলাজতু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং তাম্র, মনঃশিলা ও হরিদ্রা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, নিসিন্দাপত্র, ত্রিকটু, আদা ও ভীমরাজ, যথাসম্ভব ইহাদের রসের বা ক্বাথের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, কুলআঁটীর ন্যায় বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, ইহাদ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, এবং জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি পীড়াসমূহ প্রশমিত হয়।

যকৃৎ-প্লীহোদরহরলৌহ।—লৌহ ১ একভাগ, লৌহের অর্দ্ধেক অভ্র, অভ্রের অর্দ্ধেক রসসিন্দূর, অভ্র ও লৌহের সমষ্টির ৩ তিনগুণ ত্রিফলা,

এইসমুদায় দ্রব্য একত্র ৬ ছয়গুণ জলসহ পাক করিয়া, অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া, তাহার সহিত সমপরিমিত ঘৃত, এবং লৌহ ও অভ্রের দ্বিগুণপরিমিত শতমূলীর রস, ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা পাক করিবে। লৌহের অর্দ্ধাংশ প্রক্ষেপের জন্য রাখিয়া, অর্দ্ধাংশ পাককালে দিতে হইবে। ঘনীভূত হইলে, সেই অর্দ্ধাংশ লৌহ, এবং ওল, কাঁটা-গুড়কাউলী, চই, বিড়ঙ্গ, লোধ, শরপুঙ্খ, আকনাদি, চিতামূল, শুঁঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বীজতাড়ক, যমানী ও মোম, প্রত্যেক দ্রব্য—লৌহ ও অভ্র উভয়ের সমপরিমাণ—তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে; বিবেচনাপূর্ব্বক ৴০ দুই আনা কিংবা ।০ চারি আনা মাত্রায় এই ঔষধ গরমজলের সহিত সেবন করাইলে, প্লীহা, যকৃৎ, ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। প্লীহোদর-নিবারণের জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে, এই ঔষধ মাণের, ঘেঁটুকোলের ও ওলের রসের সহিত মাড়িয়া, দুইবার পুটপাক করিয়া লইতে হয়।

রসরাজ।—গন্ধকসংযোগে জারিত তাম্র ১ এক তোলা, গন্ধক ১ এক তোলা, এবং পারদ ॥০ অর্দ্ধতোলা, একত্র ওলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও জ্বরাদি রোগ বিনষ্ট হয়, এবং পুষ্টি ও কান্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বজ্রক্ষার।—সামুদ্র, সৈন্ধব, কর্কচ ও সচল লবণ, এবং সোহাগা, যবক্ষার, ও সাচীক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকটী সমভাগ, একত্র আকন্দের আঠা ও সীজের আঠাদ্বারা ৩ তিনদিন রৌদ্রে ভাবনা দিয়া, শুষ্ক হইলে, তাম্রপাত্রে রুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, জীরা, হরিদ্রা ও চিতামূলের চূর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধাংশ পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। ॥০ অর্দ্ধতোলামাত্রায় উষ্ণজল বা গোমূত্র অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, যকৃৎ-প্লীহাদি সর্ব্ববিধ উদররোগ, এবং গুল্ম, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

মহাদ্রাবক।—বাসক, চিতামূল, আপাং, তেঁতুল-ছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সীজমূল, তালজটা, পুনর্নবা ও বেতমূল, এই সমুদায়ের ভস্ম সমভাগ, একত্র পাতিনেবুর রসে দ্রব করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া,

২ দুইপল পরিমিত ঐ ক্ষারের সহিত যবক্ষার ২ দুইপল, ফট্‌কিরি ১ একপল, নিশাদল ১ একপল, সৈন্ধব ৪ চারিতোলা, সোহাগা ২ দুইতোলা, হীরাকস ১ একতোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ একতোলা, শেঁকোবিষ (গোদন্ত) ২ দুইতোলা ও সমুদ্রফেন ১ একতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, বকযন্ত্রে চোঁয়াইয়া লইবে। ৫।৬ বিন্দু মাত্রায়, শীতলজলসহ ইহা সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

শঙ্খদ্রাবক।—আকন্দছাল, সাঁজমূল, তেঁতুল-ছাল, তিলকাষ্ঠ, সোঁদাল ছাল, চিতামূল ও আপাং, এই সমুদায়ের ভস্ম সমভাগ, একত্র জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া, মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। সেই জলের আস্বাদন লবণরস হইলে নামাইয়া, তাহা হইতে ৪ চারিতোলা ক্ষার গ্রহণ করিবে; এবং তাহার সহিত যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদন্ত-হরিতাল, হীরাকস, এবং সোরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা; এবং পঞ্চলবণের প্রত্যেকটী ৮ আট তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এইসমস্ত দ্রব্য টাবানেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, একটী বোতলে ৭ সাতদিন রাখিয়া দিবে। তৎপরে তাহার সহিত শঙ্খচূর্ণ ৮ আট তোলা মিশ্রিত করিয়া, বারুণী-যন্ত্রে চোঁয়াইয়া লইবে। ইহারও মাত্রা এবং অনুপান মহাদ্রাবকের ন্যায় ব্যবস্থা করিবে। যকৃৎ-প্লীহাদি সমুদায় উদররোগেই ইহা বিশেষ উপকারক।

শঙ্খদ্রাবক রস।—শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, পঞ্চ-লবণ, ফট্‌কিরি ও নিশাদল, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র বোতলে রাখিয়া, বারুণীযন্ত্রে চোঁয়াইয়া লইবে। এই শঙ্খদ্রাবকরস উপযুক্তমাত্রায় (১০।১২ বিন্দু) সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, আটপ্রকার উদররোগ, গুল্ম, অর্শঃ, অশ্মরী, মূত্র-কৃচ্ছ্র, অজীর্ণ, গ্রহণী ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা আশু জীর্ণকারক। শঙ্খ, শুক্তি ও কপর্দ্দক প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যসমূহ এই দ্রাবকে ভিজাইয়া রাখিলে, চারি দণ্ডের মধ্যে গলিয়া যায়।

মহাশঙ্খদ্রাবক।—তেঁতুলছাল, অশ্বত্থ-ছাল, সাঁজের ছাল, আকন্দ-ছাল ও আপাং, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ক্ষার প্রস্তুত করিবে। পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চলবণ, হিং, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জয়পাল, গোদন্ত-হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, মিঠাবিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফট্‌কিরি, শঙ্খচূর্ণ,

শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ, মনছাল ও হীরাকস, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, বেতের রসে ভাবনা দিয়া বোতলে রাখিবে। সেই বোতল বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ৭ সাতদিন গরমস্থানে রাখিতে হইবে। তৎপরে সুরাপ্রস্তুতের ন্যায় বারুণীযন্ত্রে চোঁয়াইয়া লইবে। ইহা ১ একরতি পরিমাণে পাণের সহিত সেবন করিলে, কাস, ক্ষয়, প্লীহা, অজীর্ণ, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, গুল্ম, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, শূল ও আমবাত প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিত্রক-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারি সের, কাথার্থ চিতামূল ১২॥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের,—শেষ ১৬ ষোল সের; কাঁজি /৮ আট সের, দধির মাত ১৬ ষোল সের, এবং কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ, সমুদায় /১ এক সের; একত্র যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত প্লীহা, যকৃৎ, উদরাধ্মান, পাণ্ডু, অরুচি ও শূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় উপকারক।

চিত্রক-পিপ্পলীঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ পিপুল ও চিতামূল মিলিত /১ একসের, পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, এই ঘৃত উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইলে, প্লীহা ও উদর-রোগ বিদূরিত হয়।

পিপ্পলী-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের ও কল্কার্থ পিপুল /১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, সেবন করাইলে, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

রোহিতক ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কাথার্থ রোহিতকছাল ২৫ পঁচিশ পল (/৩ তিন সের, ৮ আটতোলা), এবং শুষ্ক কুল ৩২ বত্রিশ পল (/৪ চারি সের), (এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র ৪৫৬ চারিশত ছাপ্পান্ন পল অর্থাৎ ৫৭ সাতান্ন সের জলসহ পাক করিয়া, ১৪ চৌদ্দসের একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইতে হইবে); কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পল, এবং রোহিতকছাল পাঁচ পল; যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণজ্বর, শ্বাস ও ক্রিমি-রোগের নিবারণ হইয়া থাকে।

মহারোহিতক-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, রোহিতক-ছালের কাথ ১৬ ষোলসের, (১২৷৷০ সাড়েবারসের রোহিতক-ছাল, ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই কাথ লইতে হইবে), শুষ্ককুলের কাথ ১৬ ষোলসের (/৮ আটসের শুষ্ক কুল, ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ ছাঁকিয়া লইতে হইবে; কেহ কেহ বলেন, রোহিতক-ছাল ১২৷৷০ সাড়ে বার সের এবং শুষ্ককুল /৮ আটসের, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ পাক করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ লইতে হইবে), ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিং, যমানী, ধ'নে, বিট্‌লবণ, জীরা, কাল-লবণ (একপ্রকার সচল লবণ), দাড়িম-ফলের ছাল, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখাল-শসা, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষ, চই ও বচ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, মাংসের রস, মসূরের বা মুগের যূষ, অথবা দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই ঘৃত সেবনে যকৃৎ, প্লীহা, যকৃৎ-প্লীহজনিত বেদনা, উদররোগ, কুক্ষিশূল, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, অরুচি, মলাদির বিবন্ধ, পাণ্ডু, কামলা, বমি, অতিসার, তন্দ্রা ও জ্বর নিবারিত হয়।

রোহিতকারিষ্ট।—রোহিতকছাল ১২৷৷০ সাড়ে বার সের, পাকার্থ জল ২৫৬ দুইশত ছাপান্ন সের,—শেষ ৬৪ চৌষট্টি সের; এই কাথ ছাঁকিয়া, তাহাতে পুরাতন গুড় ২৫ পঁচিশ সের, ধাইফুল ১৬ ষোল পল (/২ দুইসের), এবং পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বড় এলাইচ, দারুচিনি, তেজপাত, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল (৮ আট তোলা) নিক্ষেপ করিবে; এবং একমাস কাল কোন আবৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে। তৎপরে ছাঁকিয়া ১ এক কাঁচ্চা হইতে অর্দ্ধছটাক পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই অরিষ্ট সেবন করিলে, প্লীহা, গুল্ম, উদর, অষ্ঠীলা, গ্রহণী, অর্শঃ, কামলা, শোথ, উদর, অরুচি ও কুষ্ঠরোগের উপশম হয়।

জ্বরাতিসার।

উৎপলষট্‌ক।—চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, নীলশুঁদীফুল ও ধ'নে, এই ছয়টী দ্রব্যের সহিত পেয়া পাক করিয়া, জ্বরাতিসার রোগীকে পান করাইলে, আহার ও ঔষধ উভয়ের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। এই পেয়া রুচিকর করিবার জন্য, ইহাতে দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া, ঈষৎ অম্লরস করা যাইতে পারে।

হ্রীবেরাদি।—বালা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধ'নে, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, মলের পিচ্ছিলতা, শূল ও আমদোষ নিবারিত হয়। ইহা-দ্বারা সরক্ত, সজ্বর ও বিজ্বর অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাঠাদি।—জ্বরাতিসারের অপক্কাবস্থায় আকনাদী, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে সজ্বর আমাতিসার প্রশমিত হয়।

নাগরাদি।—শুঁঠ, আতইচ, মুতা, চিরাতা, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও অতিসার নাশ করে।

গুড়ূচ্যাদি।—গুলঞ্চ, আতইচ, ধ'নে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুতা, বালা, আকনাদী, চিরাতা, কুড়চি, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে, জ্বরাতিসার, বমনবেগ, অরুচি, বমন, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট হয়।

উশীরাদি।—বেণার মূল, বালা, মুতা, ধ'নে, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হয়। ইহাদ্বারা সবেগ, সরক্ত, সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার, অরুচি, এবং মলের পিচ্ছিলতা ও বিবদ্ধতা বিনষ্ট হয়।

পঞ্চমূল্যাদি।—শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষমূল, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদী, চিরাতা, বালা, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ, সর্ব্বপ্রকার অতিসার, জ্বর, বমি, শূল, এবং সুদারুণ শ্বাস ও কাসের বিনাশকারক।

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি।—বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শুঁঠ, পানিফলের পাতা, কাঁচড়া, মুতা, জামপাতা, দাড়িমপাতা, বেড়েলা, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদী, বেলশুঁঠ, বরাহক্রান্তা, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধ'নে ও ধাইফুল, এইসকল দ্রব্যের কাথে, আতইচ ও জীরার চূর্ণ ৵০ দুই আনা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সরক্ত ও রক্তহীন দুঃসাধ্য জ্বরাতিসার নিবারিত হয়।

কলিঙ্গাদি-যোগত্রয়।—জ্বরাতিসার ও দাহ নিবারণার্থ নিম্নলিখিত যোগ ব্যবস্থা করিবে; যথা—ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিরাতা, বালা ও দুরালভা; অথবা, ইন্দ্রযব, দেবদারু, কট্‌কী, গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিপুল, ধ'নে, বেলশুঁঠ, আকনাদী ও যমানী; কিংবা শুঁঠ, গুলঞ্চ, চিরাতা, বেলশুঁঠ, বালা, ইন্দ্রযব, মুতা, আতইচ ও বেণার মূল; এই যোগত্রয়ের কাথ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটীর নাম কলিঙ্গাদি।

মুস্তকাদি।—মুতা, বেলশুঁঠ, আতইচ, আকনাদী, চিরাতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জ্বরাতিসার নষ্ট হয়।

ঘনাদি।—মুতা, বালা, আকনাদী, আতইচ, হরীতকী, নীলশুঁদী, ধ'নে, কট্‌কী, বেলশুঁঠ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ জ্বরাতিসার নাশ করে।

বিল্বপঞ্চক।—জ্বরাতিসারে বমি থাকিলে, শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও দাড়িমের খোলা,—ইহাদের কাথ জ্বরাতিসারে ব্যবস্থা করিবে।

কুটজাদি।—কুড়চি-ছাল, শুঁঠ, মুতা, গুলঞ্চ ও আতইচ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, জ্বরাতিসার নষ্ট হয়।

উৎপলাদি-চূর্ণ।—নীলশুঁদীফুল, দাড়িমফলের খোলা ও পদ্মকেশর এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, একত্র চূর্ণ করিবে। উপযুক্তমাত্রায় আতপ-চাউলধোয়া জলের সহিত ইহা সেবন করিলে, জ্বরাতিসার নিবারিত হয়।

ব্যোষাদি-চূর্ণ।—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরাতা, ভীমরাজ, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদী, দারুহরিদ্রা ও আতইচ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমান কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, /০ এক আনা মাত্রায় তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিবে; কিংবা দ্বিগুণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা পাচক ও মল-সংগ্রাহক। ইহাদ্বারা জ্বরাতি-

সার, তৃষ্ণা, অরুচি, প্রমেহ, গ্রহণী, গুল্ম, প্লীহা, কামলা, পাণ্ডু ও শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

কলিঙ্গাদি-গুড়িকা।—ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, জামের ও আমের আঁটির শস্য, কয়েত-বেলের পাতা, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, শোণাছাল, লোধ, মোচরস, শঙ্খভস্ম, ধাইফুল ও বটের ঝুরি, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিবে এবং ২ দুইমাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বরাতিসার ও উদরের কামড়ানি নিবারিত হয়।

মধ্যম-গঙ্গাধর চূর্ণ।—বেলশুঁঠ, পানিফলের পাতা, দাড়িমপাতা, মুতা, আতইচ, শ্বেতধূনা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও কুড়্‌চিমূলের ছালচূর্ণ সর্ব্বসমান; এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, মণ্ড বা মধু। মাত্রা ৵০ এক আনা। ইহা সেবন করিলে, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু, অরুচি, কাস ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎ কুটজাবলেহ।—কুড়্‌চিমূলের ছাল ১২৷৷০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোলসের; ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহার সহিত চিনি ২০ কুড়ি পল (৴২৷৷০ সের) মিশ্রিত করিয়া, পাক করিবে; এবং লেহবৎ গাঢ় হইলে, নিম্নলিখিত চূর্ণসকল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে; প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা—আকনাদী, বরাহক্রান্তা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, মুতা, দাড়িমফলের খোলা, আতইচ, লোধ, মোচরস, শ্বেতধূনা, রসাঞ্জন, ধ'নে, বেণামূল, ও বালা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুই তোলা। শীতল হইলে ৵।০ এক পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতিসার, গ্রহণী, রক্তস্রাব, জ্বর, শোথ, বমি, অর্শঃ, অম্লপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হয়।

মৃতসঞ্জীবনী বটিকা।—পিপুল ১ এক ভাগ, বৎসনাভ (কাঠবিষ) ১ একভাগ, হিঙ্গুল ২ দুইভাগ, এই দ্রব্যত্রয় জামীরের রসের সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া, মূলার বীজের মত বটিকা করিবে। এই বটিকা শীতলজলসহ সেবন করিলে জ্বরাতিসার, বিসূচিকা ও সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

সিদ্ধ-প্রাণেশ্বর রস।—গন্ধক, পারদ ও অভ্র প্রত্যেক ৪ চারি মাষা, এবং সাচীক্ষার, সোহাগার খই, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, হিং, বিড়ঙ্গ ও শুল্‌ফা,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একমাষা,—এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—পাণের রস। ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণজলপান ব্যবস্থেয়। ইহাদ্বারা প্রবল জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

কনকসুন্দর রস।—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খই, মিঠাবিষ ও ধুতূরাবীজ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, সিদ্ধিপত্রের রসসহ এক-প্রহর মর্দ্দন করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে তীব্রজ্বর, অতিসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। পথ্য—দধি বা তক্রের সহিত অন্ন।

গগনসুন্দর রস।—সোহাগার খই, হিঙ্গুল, গন্ধক ও অভ্র সমপরিমাণে লইয়া, তাহাতে ক্ষীরুইয়ের রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া, ২ দুই রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—শ্বেতধূনা ২ দুইরতি ও মধু। ইহাদ্বারা রক্তাতিসার ও আমশূল নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর। পথ্য—ঘোল ও ছাগদুগ্ধ।

আনন্দভৈরব।—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খই ও গন্ধক, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, একত্র জাম্বীরের রসের সহিত দুইপ্রহর মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতিপরিমাণে বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও শ্বাস-কাস প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

তন্ত্রান্তরোক্ত আনন্দভৈরব।—হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই, মিঠা-বিষ ও পিপুল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ ও মধু। ইহাদ্বারা ত্রিদোষজ অতিসার উপশমিত হয়। পথ্য—ছাগতক্র, ছাগদধি ও অন্ন প্রভৃতি। পিপাসা হইলে, জলপান করিতে দিবে।

কনকপ্রভা বটী।—ধুতূরার বীজ, মরিচ, গোয়ালিয়া লতা, পিপুল, সোহাগার খই, বিষ ও গন্ধক, এইসকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্রের রসসহ এক দিবস মর্দ্দন করিয়া, গুঞ্জাপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, অতিসার,

গ্রহণী, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। পথ্য—দধি, অম্ল, শীতলজল ও তিত্তির প্রভৃতি পক্ষীর মাংসরস।

মৃতসঞ্জীবন রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মিঠাবিষ ¼ সিকিভাগ এবং সর্ব্বতুল্য জারিত অভ্র; ধুতূরাবীজের রস ও গন্ধনাকুলীর রসসহ একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিবে; এবং ধাইফুল, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, জীরা, বালা, যমানী, ধ'নে, বেলশুঁঠ, আকনাদী, হরীতকী, পিপুল, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, কয়েদ্‌বেল ও কচিদাড়িম, এই ষোলটী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিবে এবং চারিগুণ জলসহ সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথদ্বারা উপরি-উক্ত পারদাদি দ্রব্যে ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে এবং ঐ ঔষধ একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া, পাত্রের মুখ শরাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সন্ধিস্থলে মাটীর লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, মৃদু-অগ্নিজ্বালে বালুকাযন্ত্রে তাহা পাক করিবে। এই ঔষধের নাম মৃত-সঞ্জীবন। ইহা ১ একরতি হইতে ৪ চারিরতি পর্য্যন্ত মাত্রায়, অতিসারনাশক দ্রব্যের অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার দুর্নিবার অতিসার নিবারিত হয়।

অতিসার।

আমাতিসারে।)

পিপ্পল্যাদি।—পিপুল, শুঁঠ, ধ'নে, যমানী, হরীতকী ও বচ, এইসকল দ্রব্য সমপরিমাণে অর্থাৎ সমুদায়ে মিলিত ২ দুইতোলা, উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া, পূর্ব্বোক্তনিয়মে কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা আমাতিসার প্রশমিত হয়। এইরূপ নিয়মে বালা, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে; অথবা চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া আমাতিসারে প্রয়োগ করা যায়। এই তিনটী যোগের মধ্যে পিপ্পল্যাদি—কফের আধিক্যে; হ্রীবেরাদি

(বালা প্রভৃতি)—পিত্তের আধিক্যে ; এবং পৃশ্নিপর্ণ্যাদি (চাকুলে প্রভৃতি)—বায়ুর আধিক্যে প্রযোজ্য। এই তিনটী যোগ "প্রমথ্যা" নামে পরিচিত। ইহা অপক্বদোষের পরিপাককারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

বৎসকাদি।—ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, হিং, যব, মুতা ও রক্তচিতামূল, ইহাদের ক্বাথ সেবনে আমাতিসার নষ্ট হয়।

পথ্যাদি।—আমাতিসার নিবারণার্থ হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা ও আতইচের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

যমান্যাদি।—অগ্নির দীপ্তি এবং আমরসের পরিপাকের জন্য যমানী, শুঠ, বেণার মূল, ধ'নে, আতইচ, মুতা, বালা, বেলশুঁঠ, শালপাণী ও চাকুলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

কলিঙ্গাদি।—কুড়্চিছাল, আতইচ, হিঙ্গু, হরীতকী, সৌবর্চ্চল লবণ ও বচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, শূলবৎ বেদনা, উদরে ভারবোধ ও মলের বিবন্ধতা নষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হয়।

কূটজাদি।—ইন্দ্রযব, দাড়িম, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদি, এইসমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ দুইতোলা ; ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমাতিসার, শূল এবং পিচ্ছিলতা ও রক্তযুক্ত সকলপ্রকার অতিসার নিবারিত হয়। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ।

ত্র্যূষণাদি চূর্ণ।—প্রবল অতিসারে, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আতইচ, হিঙ্গু, বেড়েলা, সচল-লবণ ও হরীতকীর চূর্ণ, সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলসহ পান করিতে দিবে। অথবা পিপুলমূল, পিপুল, গজপিপুল ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ পূর্ব্বোক্তরূপ গরমজলের সহিত পান করাইবে।

শুণ্ঠ্যাদি।—শুঁঠ, আতইচ, হিং, মুতা, ইন্দ্রযব ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায় উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, আমাতিসার বিনষ্ট হয়।

হরীতক্যাদি চূর্ণ।—হরীতকী, আতইচ, সৈন্ধব-লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বচ ও হিং ইহাদের চূর্ণও উপযুক্তমাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, আমাতিসার নিবারিত হয়।

পাঠাদি।—আকনাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, কফ বা পিত্তের সংস্রংযুক্ত আমাতিসার নিবারিত হয়; এবং শীঘ্রই মল গাঢ় হইয়া থাকে।

বাতাতিসারে।

পূতিকাদি।—বাতাতিসার শান্তির জন্য করঞ্জ, পিপুল, শুঁঠ, বেড়েলা, ধ'নে ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। ইহা সায়ংকালে সেব্য।

পথ্যাদি।— প্রবল বাতাতিসারে হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের পাচন প্রয়োগ করিবে।

বচাদি।—বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ বাতাতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পঞ্চমূল্যাদি।—অর্দ্ধজলমিশ্রিত ঘোল অথবা কাঁজিসহ কিংবা কেবল জলের সহিত বৃহৎ পঞ্চমূল, বেড়েলা, শুঁঠ, ধ'নে, নীলশুঁদী ও বেলশুঁঠ, এইসকল পদার্থের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, বাতাতিসারে প্রয়োগ করিবে। কেহ কেহ ইহাতে বৃহৎ পঞ্চমূলের পরিবর্ত্তে স্বল্পপঞ্চমূল ব্যবহার করেন।

পিত্তাতিসারে।

বিল্বাদি।—আমপিত্তাতিসারে বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে।

মধুকাদি।—পিত্তাতিসারে যষ্টিমধু, কট্‌ফল, লোধ, দাড়িমের কচিফল, ও দাড়িমছাল, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, আতপ-চাউলধোয়া-জলের সহিত পান করিতে দিবে।

কট্‌ফলাদি।—কট্‌ফল, আতইচ, মুতা, কুড়চিছাল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, পিত্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

কঞ্চটাদি।—কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফলপত্র, বালা, মুতা ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, অতিবেগবান্ অতিসারও রুদ্ধ হয়।

কিরাততিক্তাদি।—চিরাতা, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথে রসাঞ্জন ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও পিত্তাতিসার প্রশমিত হয়।

অতিবিষাদি।—আতইচ, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া, চালুনি-জলের সহিত সেবন করিলে, পিত্তাতিসার নিবারিত হয়।

কফাতিসারে।

পথ্যাদি।—হরীতকী, চিতামূল, কট্কী, আকনাদী, বচ, মুতা, ইন্দ্রযব, ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ অথবা।০ চারি আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহাদের কল্ক শ্লেষ্মাতিসার-নিবারক।

কৃমিশত্র্বাদি।—বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঁঠ ও কট্ফল, ইহাদের কাথ শ্লেষ্মাতিসার-নিবারক।

চব্যাদিপাচন।—চই, আতইচ, কুড়, কচি-বেলশুঁঠ, শুঁঠ, কুড়চি-ছাল, ইন্দ্রযব এবং হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, শ্লেষ্মাতিসার ও বমি নিবৃত্ত হয়।

পাঠাদিচূর্ণ।—আকনাদী, বচ, ত্রিকটু, কুড় ও কট্কী, ইহাদের চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায়, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, শ্লেষ্মাতিসার বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ।—হিং, সৌবর্চ্চললবণ, ত্রিকটু, হরীতকী, আতইচ ও বচ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্তপরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, শ্লেষ্মজ অতিসার নিবারিত হয়।

পথ্যাদিচূর্ণ।—হরীতকী, আকনাদী, বচ, কুড়, চিতামূল ও কট্কী, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, কফজ অতিসার প্রশমিত হয়। ইহা বিরেচক ঔষধ; অতএব ইহার মাত্রা স্থির করিবার সময় রোগের ও রোগীর অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বর্ব্বূলাদি যোগ।—বাবূলার কচিপাতা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, একত্র বাটিয়া, ॥০ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে রাত্রিকালে সেবন করিবে। এই যোগও শ্লেষ্মাতিসারে বিশেষ উপকারক।

ত্রিদোষাতিসারে।

সমঙ্গাদি।—বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, কুড়চি-ছাল, ইন্দ্রযব ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, ত্রিদোষজনিত অতিসার নিবৃত্ত হয়।

পঞ্চমূলীবলাদি।—পঞ্চমূল, (পিত্তাধিক্যে—স্বল্পপঞ্চমূল এবং বাত-কফাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল, (বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি,

চিরাতা, বালা, কুড়্চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করিলে, ত্রিদোষজ অতিসার, জ্বর, বমি, শূল, উপদ্রবযুক্ত শ্বাস ও সুদারুণ কাস নিবৃত্ত হয়।

শোকাদিজাতিসারে

পৃশ্নিপর্ণ্যাদি।—চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধ'নে, নীলশুঁদী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আকনাদী ও কুড়্চিছাল, ইহাদের কাথে মরিচের গুঁড়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোকাদিজাত অতিসার নিবারিত হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে

মুস্তাদি।—মুতা, আতইচ, দূর্ব্বা, বচ ও কুড়চিছাল, ইহাদের কষায় মধুর সহিত পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নিবৃত্ত হয়।

সমঙ্গাদি।—বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আমের আঁটি ও পদ্ম-কেশর; কিংবা বেলশুঁঠ, মোচরস, লোধ, ইন্দ্রযব ও কুড়্চিছাল, ইহাদের কষায়, অথবা ইহাদের কল্ক, তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কূটজাদি।—কুড়্চিছাল, আতইচ, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শালপাণী ও চাকুলে, ইহাদের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ অতিসার নিবারিত হয়।

বাতশ্লেষ্মাতিসারে

চিত্রকাদি।—চিতামূল, আতইচ, মুতা, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, কুড়্চি-ছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী, ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ্মাতিসার-নাশক।

বাতপিত্তাতিসারে

কলিঙ্গাদি কল্ক।—বাতপিত্তাতিসারগ্রস্ত রোগীকে ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে বাঁটিয়া, চারি আনা হইতে অর্দ্ধ-তোলা মাত্রায় তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে।

পক্কাতিসারে

বৎসকাদি।—ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুতা, ইহাদের কাথ পান করিলে, আম রক্ত ও শূলবিশিষ্ট দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসারও সত্বর নিবারিত হয়।

বিল্বাদি।—বেলশুঁঠ ও আম-আঁটির মজ্জা, এই উভয় দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বমনযুক্ত অতিসার নিবারিত হয়।

পটোলাদি।—পটোলপত্র, যব ও ধ'নে, এই তিন দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিতে হইবে। এই ক্কাথ সেবনে বমি ও অতিসার উপশমিত হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদি যোগ।—প্রিয়ঙ্গু, রসাঞ্জন ও মুতা, এই তিন দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ, উপযুক্তপরিমাণে মধু ও চাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, তৃষ্ণা ও বমিযুক্ত অতিসার প্রশমিত হয়।

জম্ব্বাদি যোগ।—জামের ও আমের কচি পাতা, বেণামূল ও বটের ঝুরি, এইসকল পদার্থের রস, ক্কাথ, অথবা চূর্ণ, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, জ্বর, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত সর্ব্ববিধ অতিসার নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাদি।—বালা, ধাইফুল, লোধ, আকনাদী, লজ্জালু-লতা, ইন্দ্রযব, ধ'নে, আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ পান করিলে, শূল, রক্ত, জ্বর, অরুচি ও আমদোষ প্রভৃতি উপদ্রবসংযুক্ত চিরকালোৎপন্ন অতিসারও নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

দশমূল শুণ্ঠী।—দশমূলের ক্কাথের সহিত শুঁঠের চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রবসংযুক্ত অতিসার ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

কুটজ-পুটপাক।—কীটাদিকর্ত্তৃক ভক্ষিত নহে,—এরূপ সরস ও মোটা কুড়চিমূলের টাট্‌কা ছাল তৎক্ষণাৎ কুট্টিত ও তণ্ডুলজলে সিক্ত করিয়া, জামের পত্রদ্বারা বেষ্টন ও কুশ দিয়া বন্ধন করিবে এবং বহির্ভাগে মৃত্তিকার ঘন প্রলেপ দিয়া অগ্নিতে পুটপাক করিবে। বহির্ভাগ যখন অরুণবর্ণ হইবে, তখন অগ্নি হইতে বাহির করিয়া উহার রস নিংড়াইয়া, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত ২ দুইতোলা পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসারের প্রধান ঔষধ।

কুটজলেহ।—১২॥০ সাড়েবারসের কুড়চিছাল কুটিয়া, ৬৪ চৌষট্টি সের জলসহ সিদ্ধ করিবে এবং ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে।

ঐ ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ গাঢ় হইলে, তাহাতে সচল-লবণ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, ৷ ৷ ৷ ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও জীরা, ইহাদের চূর্ণ মিলিত ১৬ ষোলতোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা—১ একতোলা; মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহাদ্বারা পক্ক, অপক্ক, নানাবর্ণ ও বেদনাযুক্ত অতিসার এবং দুর্নিবার গ্রহণী ও প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

কুটজ৷৷৷ক।—কুড়চিছাল ১২॥০ সাড়েবার সের,—জল ৬৪ চৌষট্টি-সের, শেষ ১৬ ষোল সের; এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার তাহা পাক করিবে, এবং লেহবৎ ঘন হইলে, তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যসকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপ-দ্রব্য যথা—মোচরস, আকনাদী, বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার অতিসার, রক্তপ্রদর, রক্তার্শঃ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—ঈষৎ উষ্ণ অথবা শৃত-শীতল জল, বস্তিদোষে অন্নমণ্ড, এবং রক্তস্রাবে ছাগদুগ্ধ।

শ্যোণাক-পুটপাক।—শোনাছাল পেষণ করিয়া একটী পিণ্ড করিবে। সেই পিণ্ডটী গম্ভারীপত্রে জড়াইয়া কুশদ্বারা বাঁধিবে এবং তাহার উপরিভাগে মাটীর লেপ দিবে। তৎপরে অঙ্গারাগ্নিদ্বারা তাহা স্বিন্ন করিয়া লইবে। সুসিদ্ধ হইলে, তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা অতিসার প্রভৃতি উদরাময় প্রশমিত হয়।

লবঙ্গাদ্যযোগ।—কুড়চিছাল, দাড়িমফলের ছাল, মোচা, কাঁচড়াপাতা, তালমূলী, জামছাল, আমছাল, পানিফলের পাতা, বটের শুঙ্গা ও শালের ছাল, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ দশপল অর্থাৎ ৮০ আশীতোলা, একত্র ৬৪ চৌষট্টি সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং পুনর্ব্বার সেই ক্বাথ পাক করিবে। পাকে ঘন হইয়া যখন হাতায় লাগিবে সেইসময়ে তাহাতে লবঙ্গ, জীরা, জায়ফল, আতইচ, বড়-এলাচ, মউরী, খদির, ভৃঙ্গরাজ, মোচরস বেলশুঁঠ, ধূনা ও অভ্র, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল (৮ আট তোলা) পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। পরে উপযুক্ত পরিমাণে তাহার গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সেবনে শোথ ও শূলসংযুক্ত সর্ব্ববিধ অতিসার এবং রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

লবঙ্গ-দ্রাবক।—লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধ'নে, ধাইফুল, মোচরস, জীরা, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধূনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, বেড়েলা, যবক্ষার, অহিফেন ও রসাঞ্জন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লবঙ্গ, এইসমস্ত দ্রব্যে সাতবার পোস্তঢেঁড়ীর কাথের ভাবনা দিলে, এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, আমদোষ, অম্লপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির উপশম হইয়া থাকে।

নারায়ণ চূর্ণ।—গুলঞ্চ, বিদ্ধড়ক-বীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ ও সিদ্ধিপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান কুড়চিছালচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৴০ একআনা বা ৵০ দুইআনা মাত্রায় গুড় অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে, রক্তাতিসার, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

অতিসারবারণ রস।—হিঙ্গুল, কর্পূর, মুতা ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্যে আফিং-ভিজান জলের ভাবনা দিয়া ১ একরতিমাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবারিত হয়।

জাতীফলাদি-বটিকা।—জায়ফল, পিণ্ডখর্জ্জুর ও আফিম্, সমভাগে লইয়া, পাণের রসসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩ তিনরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান —তক্র। ইহাদ্বারা প্রবল অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাণেশ্বর-রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খই, শুল্‌ফা, যমানী ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা ; যবক্ষার, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধূনা ও চিতামূল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা,—এইসকল দ্রব্য জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, দুইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, অতিসার প্রশমিত হয়।

অমৃতার্ণব-রস।—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খই, শঠী, ধ'নে, বালা, মুতা, আকনাদী, জীরা ও আতইচ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, একত্র ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া, একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ধ'নে, জীরা, সিদ্ধি, শালবীজচূর্ণ, মধু, ছাগদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল-জল, কদলীমূলের রস, অথবা কণ্টকারীর রসের সহিত, এই ঔষধ প্রাতঃ-

কালে সেব্য। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতিসার, শূল, গ্রহণী, অর্শঃ ও অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

ভুবনেশ্বর।—সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, যমানী, বেলশুঁঠ ও ধূমমল (ঝুল), এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া, জলের সহিত মর্দ্দন করিবে; এবং ১ এক-মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—জল। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতি-সার প্রশমিত হয়।

জাতীফল রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, রসসিন্দুর, জায়ফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরাবীজ, সোহাগার খই, ত্রিকটু, মুতা, হরীতকী, আম্রকেশী, বেলশুঁঠ, শালবীজ, দাড়িমছাল ও জীরা, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইবে; এবং সিদ্ধিপত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—কুড়্চিমূলের ছালের কাথ। ইহাদ্বারা আমাতিসার নষ্ট ও অগ্নির দীপ্তি হয়। রক্ত-গ্রহণীতে বেলশুঁঠের কাথ ও মধু অনুপানের সহিত এবং অতিসারে শুঁঠ ও ধ'নের কাথের সহিত এই বটিকা প্রয়োগ করিতে হয়।

অভয়নৃসিংহ রস।—হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, জীরা, সোহাগার খই, গন্ধক, অভ্র ও পারদ, প্রত্যেক দ্রব্যের সমান পরিমাণ এবং সর্ব্বসমান আফিম, —এইসকল দ্রব্য নেবুর রসসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। জীরাভাজার গুঁড়া ও মধুর সহিত ইহা সেবনীয়। ইহাদ্বারা অতিসার ও সংগ্রহ-গ্রহণী নিবারিত হয়।

কর্পূর রস।—হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কর্পূর, এইসমুদায় দ্রব্যের সমভাগ, একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। কেহ কেহ ইহার সহিত ১ একভাগ সোহাগার খই মিশ্রিত করিয়া থাকেন। জ্বরাতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা আশু-উপকারক।

বৃহৎ কনকসুন্দর রস।—পারদ, গন্ধক, মরিচ, সোহাগার খই ও কনকধুতুরার বীজ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র বামুনহাটীর রসের সহিত ২ দুইপ্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া, পরে তাহার সহিত পারদের সমপরিমিত অভ্র মিশ্রিত করিবে; এবং দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে উৎকট পিত্তাতিসার আশু প্রশমিত হয়।

পূর্ণচন্দ্রোদয় রস।—হরিতাল, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক-পল (৮ আট তোলা); পারদ, গন্ধক ও কর্পূর, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা; এবং জয়িত্রী, মুরামাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালীশপত্র, নাগকেশর, ত্রিকটু, দারু-চিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ অতিসার, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল, বিশেষতঃ পরিণামশূল নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা রসায়ন এবং রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক।

অহিফেন-বটিকা।—আফিং ও পিণ্ডখর্জ্জুর সমভাগে লইয়া, একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একরতি পরিমাণে সেবন করিলে, অত্যন্ত প্রবল অতিসার এবং রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

কারুণ্যসাগর রস।—রসসিন্দুর ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, একত্র একদিন সর্ষপতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, একপ্রহর কাল বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে; পরে আর একবার ভৃঙ্গরাজমূলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, পুনর্ব্বার একপ্রহরকাল পূর্ব্ববৎ অগ্নিজ্বালে তাহা পাক করিবে। তৎপরে যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, পঞ্চলবণ, মিঠাবিষ, চিতামূল, জীরা ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, সজ্বর ও বিজ্বর সকল প্রকার অতিসার এবং শূল, রক্তাতিসার, গ্রহণী, শোথ ও আমদোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

আনন্দভৈরব-রস।—হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই, মিঠাবিষ ও পিপুল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া, একরতি পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিবে; তৎপরে ইন্দ্রযব ও কুড়চিছালের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তপরিমাণে সেবন করিবে। ঔষধসেবনের পর ছাগদধি বা ছাগ-তক্রের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। রাত্রিকালে সিদ্ধিসেবন উপকারক। এই ঔষধ সেবনে ত্রিদোষজনিত অতিসার নিবারিত হয়।

তন্ত্রান্তরোক্ত আনন্দভৈরব।—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, সোহা-গার খই ও গন্ধক, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ; একত্র জামীরের রসের সহিত একপ্রহর মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ

উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, ও শ্বাস-কাসাদি রোগ উপশমিত হয়।

বর্ব্বূলাদি অরিষ্ট।—বাবলার ছাল ২৫ পঁচিশ সের এবং পাকার্থ জল ২৫৬ দুইশত ছাপ্পান্ন সের, ৬৪ চৌষট্টিসের অবশেষ থাকিতে ছাকিয়া লইবে। পরে তাহাতে গুড় ৩৭॥০ সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, পিপুল ২ দুইপল এবং জায়ফল, কক্কোল, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, লবঙ্গ ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল, এইসমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া, আবৃত-পাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে। তৎপরে ছাঁকিয়া লইয়া, উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, অতিসার, গ্রহণী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, ক্ষয় ও কুষ্ঠাদি রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

কুটজারিষ্ট।—কুড়্‌চিমূলের ছাল ১২॥০ সাড়ে বারসের, দ্রাক্ষা ⁄৬।০ সওয়া ছয়সের, মউলফুল ১০ দশপল ও গাম্ভারীছাল ১০ দশপল, পাকার্থ জল ২৫৬ দুইশত ছাপ্পান্ন সের,—৬৪ চৌষট্টি সের অবশেষ রাখিবে। এই কাথে ধাইফুল ২০ কুড়িপল (⁄২॥০ আড়াই সের) ও গুড় ১২॥০ সাড়েবার সের মিশ্রিত করিয়া, আবৃত-পাত্রে একমাস রাখিবে; পরে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। এই অরিষ্ট পান করিলে, দুর্নিবার গ্রহণী, রক্তাতিসার ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্রশমিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

অহিফেনাসব।—মউলফুলের মদ্য ১২॥০ সাড়েবার সের, অহিফেন ৪ চারিপল এবং মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাইচ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; এইসকল দ্রব্য একটী আবৃত-পাত্রে একমাস রাখিয়া, পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, উগ্র অতিসার ও প্রবল বিসূচিকা নিবারিত হয়।

ষড়ঙ্গঘৃত।—ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, পিপুল, শুঁঠ, লাক্ষা ও কটকী, এই ছয়টী দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবারিত হয়। এই ঘৃত সেবনের পরে যবাগূ পথ্য প্রদান করা উচিত।

———

গ্রহণীরোগ।

শালপর্ণ্যাদিকষায়।—শালপাণী, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে ও শুঁঠ, ইহাদের কষায় পান করিলে, বাতজ গ্রহণী এবং তদুপদ্রব উদরাধ্মান ও শূলবৎ বেদনা প্রশমিত হয়।

তিক্তাদি।—কট্‌কী, শুঁঠ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুতা, কুড়্‌চিছাল ও আতইচ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, নানাপ্রকার গ্রহণীরোগ এবং তদুপদ্রব গুহ্যশূল নিবারিত হয়।

শ্রীফলাদি কল্ক।—বেলশুঁঠের কল্ক—কিঞ্চিৎ গুড় ও শুঁঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন পূর্ব্বক, তক্র অনুপান করিলে, অতি উগ্র গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চাতুর্ভদ্রকষায়।—গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ ও মুতা, ইহাদের কাথ আমদোষযুক্ত-গ্রহণীনাশক, মলের সংগ্রাহক, অগ্নির প্রদীপক এবং আমদোষের পরিপাচক।

মূষল্যাদি যোগ।—তালমূলী ২ দুই তোলা, ঘোল বা চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে শ্লেষ্ম-পিত্তজ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীর উপশম হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে ঘোলের সহিত অন্ন-পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

পঞ্চপল্লব।—জাম, দাড়িম, পানিফল, আকনাদি ও কাঁচড়া, ইহাদের পত্রদ্বারা একটী কচি বেল বেষ্টন করিয়া, উপযুক্ত-পরিমিত জলে সিদ্ধ করিবে। পরদিন ঐ বাসী বেল কিঞ্চিৎ গুড় ও শুঁঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতিসার এবং প্রবল গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়; বেল ভোজনের পরে সেই বেলসিদ্ধ জলও পান করিলে ভাল হয়।

চিত্রক-গুড়িকা—চিতার মূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সর্জ্জিকা-ক্ষার, সৈন্ধব, সচল, বিট্‌, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্রলবণ, ত্রিকটু, হিং, বনযমানী ও চই,

এইসমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া, তাহাতে টাবানেবুর রসের অথবা দাড়িমের রসের ভাবনা দিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে। ইহা আম-পরিপাচক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

নাগরাদি চূর্ণ।—শুঁঠ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়্‌চি-ছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা পিত্তজগ্রহণীজনিত রক্তভেদ, অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও আমাশয়রোগ নিবারিত হয়। মাত্রা—।০ চারি আনা হইতে ॥০ আট আনা পরিমিত।

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ।—রসাঞ্জন, আতইচ, ইন্দ্রযব, কুড়্‌চিছাল, শুঁঠ ও ধাইফুল, ইহাদের চূর্ণ, মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত, পূর্ব্ববৎ মাত্রায় সেবন করিলে, পিত্তজ গ্রহণী, রক্তাতিসার ও অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

শঠ্যাদি চূর্ণ।—শঠী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচী-ক্ষার, পিপুলমূল ও ছোলঙ্গনেবু, ইহাদের চূর্ণ সৈন্ধব-লবণ ও অম্লরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, শ্লৈষ্মিক-গ্রহণীতে পূর্ব্ববৎ মাত্রায় প্রয়োজ্য।

রাস্নাদি চূর্ণ।—রাস্না, হরীতকী, শঠী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল ও টাবানেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, কফজ-গ্রহণী নিবারিত হয়।

পিপ্পলীমূলাদি চূর্ণ।—পিপুলমূল, পিপুল, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, বিটলবণ, সচল-লবণ, ঔদ্ভিদ্ ও সামুদ্রলবণ, টাবানেবুর মূল, হরীতকী, রাস্না, শঠী, মরিচ ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, ঈষদুষ্ণ-জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, কফজ-গ্রহণী বিনষ্ট হয়; এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মুণ্ড্যাদি গুড়িকা।—বড় থুলকুড়ি, শতমূলী, মুতা, আলকুশীবীজ, কীরুই, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব-লবণ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং অল্পভাজা সিদ্ধির চূর্ণ ইহাদের সমষ্টির দ্বিগুণ, এইসকল দ্রব্য ১০ দশগুণ গব্যদুগ্ধের সহিত ঘৃতভাণ্ডে পাক করিবে। যতক্ষণ না পিণ্ডাকার হয়, ততক্ষণ মন্দ মন্দ অগ্নি-জ্বাল দিবে এবং পাক সমাপ্ত হইলে, উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা করিয়া, মধুর সহিত তাহা সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা বাত-পিত্তজ-গ্রহণী নিবারিত হয়।

বার্ত্তাকু গুড়িকা।—সীজের ডালের মজ্জা ৪ চারিপল, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব ও বিট এই ত্রিবিধ লবণ ৩ তিন পল, বেগুন /॥০ অর্দ্ধসের, আকন্দমূল ৮ আট পল ও চিতামূল ২ দুই পল, এইসমস্ত দ্রব্য অন্তর্ধূমে অর্থাৎ হাঁড়ীর মধ্যে শরা ঢাকা দিয়া পোড়াইবে, সেই ভস্ম বেগুনের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, চারি আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে। আহারের পরে এই ঔষধ সেবন করিলে, ভুক্ত-পদার্থের শীঘ্র পরিপাক হয়; এবং বিসূচিকা, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও হৃদ্রোগের উপশম হইয়া থাকে।

কর্পূরাদি চূর্ণ।—কর্পূর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, পঞ্চ-লবণ, হরীতকী, সাচীক্ষার, যবক্ষার ও টাবানেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীদোষ বিনষ্ট হইয়া বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

তালীশাদি-বটিকা।—তালীশপত্র, চই ও মরিচ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, পিপুল ও পিপুলমূল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, শুঁঠ ৩ তিনপল, এবং চাতুর্জ্জাত (দারুচিনি, এলাচ, নাগেশ্বর ও তেজপত্র)—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, তিনগুণ গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত উৎকট গ্রহণী, বমি, কাস, শ্বাস, জ্বর অরুচি, শোথ, গুল্ম, উদর ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

ভূনিম্বাদি চূর্ণ।—চিরাতা ২ দুইতোলা, কটকী, ত্রিকটু, মুতা ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, চিতামূল ২ দুইতোলা এবং কুড়্চিছাল ১৬ ষোল-তোলা; একত্র চূর্ণ করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় গুড়ের পানা বা সরবৎসহ পান করিলে গ্রহণী, গুল্ম, কামলা, জ্বর, পাণ্ডু, মেহ, অরুচি ও অতিসার প্রভৃতি নিবারিত হয়।

পাঠাদ্য চূর্ণ।—আকনাদী, বেলশুঁঠ, চিতামূল, ত্রিকটু, জামছাল, দাড়িমফল, ধাইফুল, কট্কী, আতইচ, মুতা, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা ও চিরাতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং কুড়্চি-মূলের ছালচূর্ণ সর্ব্বসমান,—এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিবে। তণ্ডুলোদক ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, জ্বরাতিসার, শূল, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, অরোচক ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

স্বল্পগঙ্গাধর চূর্ণ।—মুতা, সৈন্ধব-লবণ, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, কুড় চি-ছাল, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদী, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতইচ ও

বরাহক্রান্তা, এইসকল দ্রব্য সমভাগ; একত্র চূর্ণ করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেব্য। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতিসার, শূল, সংগ্রহ-গ্রহণী ও সূতিকারোগ নিবারিত হয়।

মধ্যমগঙ্গাধর চূর্ণ।—বেলশুঁঠ, পানিফলের পাতা, দাড়িমের পাতা, মুতা, আতইচ, শ্বেতধূনা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদী, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধি ও ভৃঙ্গরাজ, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান কুড়্চিছালের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মধু, অন্নমণ্ড, অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত ১ একমাষা মাত্রায় সেবন করিলে, নানাবর্ণের অতিসার, দুরারোগ্য গ্রহণী, জ্বরাতিসার এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, পাণ্ডু, শোথ, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ।—বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদী, ধাইফুল, ধ'নে, বরাহক্রান্তা, শুঁঠ, মুতা, আতইচ, অহিফেন, লোধ, কচি-দাড়িমফলের খোলা, কুড়্চিছাল, পারদ ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ,—একত্র মর্দ্দন করিবে। অনুপান—তণ্ডুলোদক বা তক্র। এক আনা বা দুই আনা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

বৃদ্ধগঙ্গাধর চূর্ণ।—মুতা, শোণাছাল, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বালা, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদী, ইন্দ্রযব, কুড়্চিছাল, আম-আঁটির মজ্জা, বরাহক্রান্তা ও আতইচ, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় মধু ও আতপ-চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ অতিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকা প্রভৃতির উপশম হয়।

মার্কণ্ডেয় চূর্ণ।—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগার খই, ত্রিকটু, জায়ফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, বড়-এলাইচ, মুতা, চিতামূল, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতইচ, শজিনাবীজ, মোচরস, অহিফেন ও পলাশছাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনির সহিত উপযুক্ত-পরিমাণে সেবন করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, বলহানি, কৃশতা ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার হয়।

স্বল্প-লবঙ্গাদি চূর্ণ।—লবঙ্গ, আতইচ, বেলশুঁঠ, মুতা, আকনাদী, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধ'নে, শ্বেতধূনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মিশ্রিত করিবে। অনুপান—মধু ও তণ্ডুলোদক বা ছাগদুগ্ধ। মাত্রা—১০ দশরতি হইতে ২০ কুড়িরতি। ইহা সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, সংগ্রহ-গ্রহণী, অতিসার, শোথযুক্ত পাণ্ডু, কামলা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, বিবমিষা, অম্লপিত্ত, শূল ও সর্ব্বপ্রকার সান্নিপাতিক রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ লবঙ্গাদি চূর্ণ।—লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষ, ধ'নে, কট্‌ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচল-লবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আক্‌নাদী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিট্‌লবণ, তিতলাউ, বেলশুঁঠ, দারুচিনি, এলাইচ, পিপুল-মূল, বনযমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধূনা, সাচীক্ষার, সমুদ্র-ফেন, সোহাগার খই, বালা, কুড় চিমূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কট্‌কী এবং জারিত অভ্র, লৌহ, শোধিত গন্ধক ও পারদ, প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। অনুপান—মধু ও তণ্ডুলোদক। এক্‌আনা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, উৎকট গ্রহণী, সর্ব্বপ্রকার অতিসার, জ্বর, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, বমি, অম্লপিত্ত, হিক্কা, প্রমেহ, হলীমক, পাণ্ডু, অর্শঃ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, শোথ, পীনস, আমবাত, অজীর্ণ ও প্রদর প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্ত বৃহল্লবঙ্গাদি চূর্ণ।—লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈন্ধব-লবণ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, বনযমানী, যমানী, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্‌ফা, আকনাদী, চিরাতা, গোক্ষুর, জয়িত্রী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, বেণামূল, রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শঠী, মউরী, মেথী, সোহাগার খই, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচীক্ষার, বালা, বেলশুঁঠ, কুড়, চিতার মূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধ'নে এবং পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় দোষভেদে শীতল বা গরম জলের সহিত সেবন করিবে। বায়ুর ও পিত্তের আধিক্যে চিনি এবং আধ্মান (পেটফাঁপা) থাকিলে লবঙ্গচূর্ণের

সহিত, এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। ইহাদ্বারা আমাতিসার, চিরকালজ গ্রহণী, বিসূচিকা, আনাহ, বিষ্টম্ভ, শূল, শোথ, কামলা, পাণ্ডু, হলীমক ও কাস-রোগের শান্তি হয়। ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক।

স্বল্পনায়িকা চূর্ণ।—পঞ্চ লবণ প্রত্যেক ১॥০ দেড়তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ দুইতোলা, গন্ধক ১ একতোলা, পারদ ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং সিদ্ধিপত্র ৯॥০ সাড়ে নয়তোলা, উত্তমরূপে চূর্ণিত ও একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—১ একমাষা হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ ॥০ অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও গ্রহণীরোগনাশক।

বৃহৎনায়িকা-চূর্ণ।—চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলার মুটী, যমানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, বনযমানী ও গজপিপ্পলী, (কেহ কেহ ইহার সহিত ইন্দ্রযব, আতইচ, ধ'নে, চই ও জায়ফল, এই ৫ পাঁচটী পদার্থ অধিক সংযোগ করেন), সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্ব-সমষ্টির সমান সিদ্ধিচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অতিসার, গ্রহণী, সংগ্রহ-গ্রহণী, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, শূল, বিষ্টম্ভ, সূতিকা, জীর্ণজ্বর, কাস, আমবাত এবং বাত-পিত্ত-কফজনিত অন্যান্য বহুবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

জাতিফলাদি-চূর্ণ।—জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতার মূল, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ দুইতোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ সাতপল, এবং চিনি—সমুদায় চূর্ণের সমান, এই সমুদায় একত্র উত্তমরূপে, মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, কাস, ক্ষয়, শ্বাস, অরোচক, পীনস, বাত-শ্লৈষ্মিকরোগ ও প্রতিশ্যায় নিবারিত হয়।

জীরকাদি-চূর্ণ।—জীরা, সোহাগার খই, মুতা, আকনাদী, বেলশুঁঠ, ধ'নে, বালা, শুল্‌ফা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়চিছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্রভস্ম, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান জায়ফলচূর্ণ, এইসমুদায় একত্র মিশ্রিত

করিয়া, উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে, দুর্নিবার গ্রহণী, সর্ব্বপ্রকার অতিসার, কামলা, পাণ্ডু ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

কপিত্থাষ্টক-চূর্ণ।—যমানী, পিপুলমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, বড়-এলাইচ, নাগকেশর, শুঁঠ, মরিচ, চিতামূল, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধ'নে ও সৌবর্চ্চল-লবণ, প্রত্যেকটী এক এক তোলা, অম্লবেতস, ধাইফুল, পিপুল, বেলশুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল ও গাবছাল, ইহাদের প্রত্যেক ৩ তিনতোলা, চিনি ৬ ছয়তোলা এবং কয়েদবেলের শাঁসচূর্ণ ৮ আটতোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অতিসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, কণ্ঠরোগ, শ্বাস, কাস, অরুচি ও হিক্কারোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

দাড়িমাষ্টক-চূর্ণ।—বংশলোচন ২ দুইতোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ ও নাগকেশর, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৪ চারিতোলা, যমানী, ধ'নে, কৃষ্ণজীরা, পিপুল ও ত্রিকটু, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা, দাড়িমফলের খোলা ৮ আট পল এবং চিনি ৮ আট পল, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কপিত্থাষ্টক চূর্ণোক্ত সমুদায় পীড়া নিবারিত হয়।

অজাজ্যাদি-চূর্ণ।—জীরা ২ দুই পল, যবক্ষার ১ একপল, মুতা ২ দুই পল, অহিফেন ১ এক পল ও আকন্দের মূল ৪ চারি পল, এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ দুইরতি হইতে ৬ ছয়রতি পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে, অতিসার, রক্তাতিসার, জ্বরাতিসার, গ্রহণী ও বিসূচিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূল-চূর্ণ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, বনযমানী, যমানী, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই ও গৃহধূম (ঝুল), এইসমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান সিদ্ধিচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ দুই মাষা পরিমাণে অথবা রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে উপযুক্ত মাত্রায়, চাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করাইলে, সাধ্য-অসাধ্য সর্ব্ববিধ গ্রহণী, পক্ক-অপক্ক অতিসার এবং জ্বর, তৃষ্ণা, শোথ, শূল, পাণ্ডু, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হয়।

কঞ্চটাবলেহ।—কাঁচড়াদাম /১ একসের এবং তালমূলী /১ একসের ১৬ ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, /৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ঐ ক্কাথের সহিত চিনি /১ একসের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং সিকিভাগ অবশিষ্ট থাকিতে, বরাহক্রান্তা, আকনাদী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মুতা, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচল-লবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, মধু /।০ এক পোয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। রোগীর দোষ, কাল ও বয়স বিবেচনা করিয়া, ইহার মাত্রা স্থির করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতিসার, সংগ্রহগ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদর, শূল ও অরোচক উপশমিত হয়।

দশমূল গুড়।—দশমূল মিলিত ১২॥০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের,—শেষ ১৬ যোলসের; এই ক্কাথে পুরাতন গুড় ১২॥০ সাড়ে বারসের ও আদার রস /৪ চারিসের মিশ্রিত করিয়া, মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, হিঙ্গু, ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, চিতামূল, চই ও পঞ্চলবণ, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১ একপল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে, স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—১ একতোলা। ইহাদ্বারা অগ্নিমান্দ্য, আমজগ্রহণী, শূল, প্লীহা, উদর, অর্শঃ ও জ্বররোগ নিবারিত হয়।

কল্যাণগুড় —আমলকীর রস ১২ বারসের এবং পুরাতন-গুড় /৬।০ সওয়া ছয়সের একত্র পাক করিয়া, পাকশেষে পিপুলমূল, জীরা, চই, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হবুষ, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব-লবণ, ত্রিফলা, যমানী, আকনাদী, চিতামূল ও ধ'নে, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল (৮ আট তোলা), তেউড়ীচূর্ণ ৮ আটপল, তিল-তৈল ৮ আটপল, (এই তৈলে ঐ ত্রিবৃৎ-চূর্ণ অল্প ভাজিয়া লইতে হইবে) এবং দারুচিনি, তেজপত্র ও বড় এলাইচ, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক পল পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ক্রমশঃ ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ গ্রহণী, শোথ, কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রশমিত হয়।

কুষ্মাণ্ডগুড়কল্যাণক।—/৪ চারিসের গব্যঘৃতে সুপক্ক কুষ্মাণ্ডের শস্ত ১২॥০ সাড়েবারসের, তাম্রপাত্রে করিয়া মৃদু-অগ্নিজ্বালে ভাজিয়া লইবে; পরে পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, ধ'নে, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, ত্রিফলা,

বনযমানী, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১ এক পল, তেউড়ীমূল ৮ আট পল, তিলতৈল ৮ আট পল, পুরাতন গুড় ৫০ পঞ্চাশপল, ও আমলকীর রস ১২ বারসের তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া, যথাবিধি পাক করিবে। এই ঔষধ অৰ্দ্ধতোলা হইতে ক্রমশঃ ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার, বিসূচিকা, অর্শঃ, ভগন্দর, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, উদর, প্লীহা, হৃদ্রোগ, প্রমেহ, বাতরক্ত এবং অন্যান্য রক্তবিকৃতি ও চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়। ইহা বলকারক, পুষ্টিকারক, বয়ঃস্থাপক, রতিশক্তিবর্দ্ধক এবং বন্ধ্যাদোষের নিবারণকারক।

গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহ।—কুড়চীমূলের ছাল ১২॥০ সাড়েবারসের এবং পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টি সের,—শেষ ১৬ ষোলসের; এই ক্বাথের সহিত /২ দুই-সের চিনি মিশ্রিত করিয়া অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে, লবঙ্গ, জীরা, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, বড়-এলাইচ, আকনাদী, দারুচিনি, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, জায়ফল, মৌরী, ইন্দ্রযব, আতইচ, যবক্ষার, কাকোলী, রসাঞ্জন, মোচরস, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের শুঙ্গা, খদির এবং জামের ও আমের কচি পাতা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে /॥০ অৰ্দ্ধসের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ অৰ্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—দধির মাত, ছাগলের দুধ, চাঁপার মূলের অথবা কদলীমূলের রস। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্ববিধ অতিসার, শোথযুক্ত অতিসার, গ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপশম হয়। কেহ কেহ ইহাকে বৃহৎ কুটজাবলেহ বলেন।

মুস্তকাদ্যমোদক।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরী, পাণ, শুল্‌ফা, শতমূলী, ধ'নে, দারুচিনি, তেজ-পত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, মুতা, ৪৮ আটচল্লিশ তোলা ও চিনি /১॥০ দেড়সের, যথাবিধি পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—॥০ অৰ্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা পর্য্যন্ত। শীতলজলসহ সায়ংকালে সেব্য। ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, অতিসার, মন্দাগ্নি, অরোচক, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিসূচিকা রোগ বিনষ্ট হয় এবং দেহের বল, বর্ণ ও পুষ্টি বৰ্দ্ধিত হয়।

শ্রীকামেশ্বর মোদক।— অভ্রভস্ম, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, কদলীমূল, শতমূলী, বনযমানী, মাষকলাই, তিল, ধ'নে, ত্বধ্‌লে, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, মদনফল, জায়ফল, সৈন্ধব-লবণ, বামুনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, বালা, শিমুলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশীবীজ,—প্রত্যেক ১ একতোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৪২ বিয়াল্লিশ তোলা ও চিনি ১৬৮ একশত আটষট্টি তোলা, উপযুক্ত জলসহ যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মোদক বাঁধিবে। এই ঔষধ।০ চারি আনা হইতে ৷৷০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার গ্রহণী, অতিসার, অর্শঃ, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, ক্ষত, ক্ষয় ও শ্লেষ্মবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই মোদক কামবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক, আনন্দজনক এবং জরা-পলিতাদির নিবারণকারক।

কামেশ্বর মোদক।—আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কট্‌ফল, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধ'নে, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সকলের সমপরিমাণ ঈষৎ ভর্জ্জিত বীজসহ সিদ্ধিচূর্ণ ও সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি, এই দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রথমে পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিবে; গাঢ় হইলে, তাহাতে আমলকীচূর্ণ প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিবে; পাক সম্পন্ন হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে; পরে ভাজা-তিলের চূর্ণ ও কর্পূর দিয়া অধিবাসিত করিবে। ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি এবং বল, বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মদনমোদক।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, ধ'নে, সৈন্ধব, শঠী, তালীশপত্র, তেজপত্র, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা, ঘৃতভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ ২১ একুশতোলা ও চিনি ২১ একুশতোলা, পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে; পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া, মোদক বাঁধিবার উপযুক্ত-পরিমাণে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিবে; এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও কর্পূরের চূর্ণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে

মিশ্রিত করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় প্রাতঃকালে ইহা সেব্য। ইহাদ্বারা বাতশ্লেষ্মরোগ, কাস, সর্ব্বপ্রকার শূল, আমবাত এবং সংগ্রহ-গ্রহণী বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধও রতিশক্তিবর্দ্ধক।

জীরকাদি-মোদক।—জীরাচূর্ণ ৮ আটপল, ঘৃতভর্জ্জিত সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৪ চারিপল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধ'নে, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগার খই, কুন্দুরখোটী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কক্কোল বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুলফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ ও নালুকা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা এবং সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি, উপযুক্ত জলসহ যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষ হইলে, কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ একতোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে শীতলজলসহ সেব্য। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, রক্তাতিসার, বিষমজ্বর, অম্লপিত্ত, শূল ও সর্ব্বপ্রকার উদররোগ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

বৃহৎ জীরকাদি মোদক।—জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জয়িত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মউরী, জটামাংসী, মুতা, সচল-লবণ, শঠী, ধ'নে, দেবতাড়, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, শুলফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধব-লবণ, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও কুন্দুরখোটী, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, সমুদায় চূর্ণের সমান ভর্জ্জিত-জীরক-চূর্ণ এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি; চিনি পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে তাহাতে চূর্ণসকল নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। গব্যঘৃত ও চিনির সহিত ইহা সেবনীয়। ইহা সেবনে অশীতিপ্রকার বায়ুরোগ, বিংশতিপ্রকার পিত্তজরোগ, সর্ব্বপ্রকার অতিসার, শূল, অর্শঃ, জীর্ণজ্বর, বিষম-জ্বর, সূতিকা ও প্রদর প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উপশমিত হয়।

মেথী মোদক।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধ'নে, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব ও বিট্‌লবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর,

তেজপত্র, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন,—এইসমস্ত চূর্ণদ্রব্যের প্রত্যেকটী সমভাগ ও চূর্ণসমষ্টির সমান মেথীচূর্ণ, সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ-পরিমিত পুরাতন-গুড়ের সহিত পাক করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। পাক শেষ হইলে, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহাদ্বারা অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, পাণ্ডু, কাস, যক্ষ্মা ও কামলারোগ উপশমিত হয়।

বৃহৎ মেথীমোদক।—ত্রিফলা, ধ'নে, শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, কট্‌ফল, সৈন্ধব-লবণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিট্‌লবণ, জায়ফল, দারুচিনি, এলাইচ, জয়িত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শুল্‌ফা, মুরামাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, চই, মৌরী ও দেবদারু, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানভাগ, সর্ব্বসমান মেথীচূর্ণ, এবং চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি, পাকযোগ্য জলসহ পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধতোলা। এই মোদক সেবনে অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, আমবাত, গ্রহণী, প্লীহা, পাণ্ডু, অর্শঃ, প্রমেহ, কাস, শ্বাস, সর্দ্দি, অতিসার ও অরোচক প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

অগ্নিকুমার মোদক। বেণার মূল, বালা, মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, কুড়, শঠী, ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, ধ'নে, জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, কান্তলৌহ, শৈলজ, বংশলোচন, এলাইচ, জটামাংসী, রাস্না, তগরপাদুকা, বরাহক্রান্তা, গোরক্ষচাকুলে, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এইসকলের সমান মেথীচূর্ণ, সমুদায়ের অর্দ্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্রচূর্ণ ও সকল চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, একত্র পাক করিবে। পাক শেষ হইলে, তাহাতে মধুমিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল জল অথবা ছাগ-দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ইহা সেবন করিলে, দুর্নিবার গ্রহণী, শ্বাস, কাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিষমজ্বর, আনাহ, শূল, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, ও গুল্মরোগ উপশমিত হয়।

স্বল্পচুক্র।—গুড় ১ একভাগ, মধু ২ দুইভাগ, কাঁজি ৪ চারিভাগ, এবং দধির মাত ৮ আটভাগ, একত্র একটী ভাণ্ডে করিয়া অম্লরস না হওয়া পর্য্যন্ত ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। গ্রীষ্মকালে ৩ তিনদিন, শরৎকালে ৪ চারিদিন,

বর্ষা ও বসন্তকালে ৬ ছয়দিন, এবং শীতকালে ৮ আটদিন, ধান্যরাশির মধ্যে রাখিলেই অম্লরস হইয়া চুক্র বা শুক্তনামক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা উপযুক্ত-মাত্রায় পান করিলে, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ এবং অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

বৃহৎ চুক্র।—আতপ-চাউলধোয়া জল /৪ চারিসের, কাঁজি ১২ বারসের, অম্লদধি /২ দুইসের, কাঁজির অধঃস্থিত "সিটি পদার্থ" /১ একসের, গুড় /২ দুইসের, ত্বক্‌শূন্য আদার ছোট ছোট খণ্ড /৩ তিনসের, এবং সৈন্ধবলবণ, জীরা, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রাচূর্ণ—প্রত্যেকটী ২ দুইপল; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র একটী আবৃত কলসে করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে; গ্রীষ্মে ৩ তিনদিন, শরৎকালে ৪ চারিদিন, বর্ষা ও বসন্তে ৬ ছয়দিন, এবং শীতে ৮ আটদিন পরে তাহা ধান্যরাশির মধ্য হইতে বাহির করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে দারুচিনি, তেজপাত, বড়-এলাইচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই চুক্র সেবন করিলে, বায়ু, কফ ও আমদোষজনিত বিবিধ বিকার, এবং শূল, গুল্ম, উদর, ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়ায় বিশেষ উপকার হয়।

তক্রারিষ্ট।—যমানী, আমলকী, হরীতকী ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল, পঞ্চলবণ প্রত্যেকটী ১ একপল,—এইসমস্ত চূর্ণ ও তক্র (ঘোল) /৮ আটসের, একত্র একটী পাত্রে করিয়া, ৪ চারিদিন অথবা অম্লরস না হওয়া পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। এই তক্রারিষ্ট সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয়, এবং শোথ, অর্শঃ, গুল্ম, উদর, ক্রিমি ও মেহ-রোগের উপশম হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদি আসব।—পিপুল, মরিচ, চই, হরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বিড়ঙ্গ, সুপারী, লোধ, আকনাদী, আমলকী, এলবালুক, বেণামূল, রক্তচন্দন, কুড়, লবঙ্গ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা, জল ১২৮ একশত আটাইশসের, গুড় ৩৭৷৷০ সাড়ে সাঁইত্রিশসের, ধাইফুল ১০ দশপল, এবং দ্রাক্ষা ৬০ ষাটপল,—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, আবৃত-মৃৎপাত্রে ১ একমাস রাখিয়া দিবে। পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইয়া, অগ্নিবল বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে তাহা

প্রয়োগ করিবে। এই আসব সেবন করিলে, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শঃ, উদর, গুল্ম, ক্ষয়, ও কৃশতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

আয়ামকাঞ্জিক।—নিস্তুষ যবের চূর্ণ, চতুর্দ্দশগুণ জলের সহিত পাক করিয়া, সেই বাট্য নামক মণ্ড ⁄৮ আট সের, যবের ছাতু ⁄৮ আট সের, বেশী কচি বা বেশী পক্ক না হয়—এইরূপ মূলার খণ্ড ⁄৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের এবং যবক্ষার, সাচীক্ষার, তুম্বুরু (তাম্বুল), বন-যমানী, বিট্-লবণ, সৈন্ধব-লবণ, সৌবর্চ্চল-লবণ, হিং, হিঙ্গুপত্রী বা বংশপত্রী ও চই, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-পল; এবং পিপুল, জীরা, স্থূল-কৃষ্ণজীরা, রাইসর্ষপ, সূক্ষ্ম-কৃষ্ণজীরা ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র একটী আবৃত কলসে ১৫ দিন রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া লইবে। এক প্রহর মধ্যে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক করে এইজন্য এই ঔষধের নাম "আয়ামকাঞ্জিক।" ইহা সেবন করিলে, অগ্নি-মান্দ্য, অজীর্ণ, শূল, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা, অরুচি, অর্শঃ, ভগন্দর, হৃদ্রোগ, ও নানাবিধ বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণীকবাট-রস।—সোহাগার খই, যবক্ষার, গন্ধক, পারদ, জায়ফল, খদির, জীরা, শ্বেতধুনা, আলকুশীবীজ ও বকপুষ্প, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ।।০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, বিল্বপত্র, কার্পাসফল, শালিঞ্চ, ক্ষীরুই, শালিঞ্চমূল, কুড়চিছাল ও কাঁচড়াপত্রের রসসহ মর্দ্দন করিবে, এবং ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ৩ তিন দিবস এই ঔষধ সেবনীয়। ঔষধ সেবনের পরে, /০/০ অর্দ্ধপোয়া দধি ভোজন কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, আমশূল, জ্বর, কাস, শ্বাস, শোথ, রক্তস্রাব এবং প্রবাহিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

মতান্তরে গ্রহণীকবাট-রস যথা—পারদ, গন্ধক, জায়ফল ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ।।০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র হুড়হুড়ে, বিল্বপত্র, ও পানিফল-পাতার রস এক এক পলের সহিত যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিয়া, বিল্বপত্রের রসের সহিত প্রয়োগ করিবে। ঔষধ সেবনের পরে দধি ও অন্ন ভোজন করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী, অতিসার, পাণ্ডু, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

সংগ্রহ-গ্রহণীকবাট-রস।—মুক্তা, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, অভ্র, কড়িভস্ম ও বিষ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং শঙ্খভস্ম ৮ আট-

তোলা, এই সমুদায় একত্র করিয়া, আতইচের ক্বাথে ভাবনা দিবে, এবং গোলা-কৃতি করিয়া ২ দুইপ্রহরকাল পুটপাক করিবে; অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে, এবং ধুতুরা, চিতা ও তালমূলের রসে ভাবনা দিয়া, দুইরতি পরিমাণে ইহার বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—বাতাধিক-গ্রহণীতে ঘৃত ও মরিচ; পিত্তাধিক-গ্রহণীতে মধু ও পিপ্পলী; এবং কফাধিক-গ্রহণীতে সিদ্ধির রস বা ঘৃতসংযুক্ত ত্রিকটু। ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, জ্বর, অর্শঃ, মন্দাগ্নি, অতিসার, অরোচক, পীনস ও প্রমেহরোগ বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূল বটিকা।—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, কুড়, সোহাগার খই, বিট্‌লবণ, দারুচিনি, এলাইচ, ধুতুরাবীজ ও অহিফেন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; গন্ধভাদুলিয়ার রসসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী, নানাপ্রকার অতিসার ও প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খ, সোহাগার খই; হিং, শঠী, তালীশপত্র, মুতা, ধ'নে, জীরা, সৈন্ধব-লবণ, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, গৃহধূম (ঝুল), হরীতকী, ভেলা, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ ও মেথী, এইসকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্রের রসসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী, জ্বরাতিসার, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা, হলীমক, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, বিসর্প, গুদভ্রংশ ও ক্রিমিরোগ উপশমিত হয়; এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অগ্নিকুমার রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, খই, লৌহভস্ম, বন-যমানী ও অহিফেন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সমুদায়ের সমান অভ্রভস্ম, একত্র চিতামূলের ক্বাথের সহিত একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া, মরিচের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

জাতীফলাদ্য বটী।—জায়ফল, সোহাগার খই, অভ্রভস্ম ও ধুতুরা-বীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং আফিম্ ২ দুইতোলা, এইসমস্ত দ্রব্য গন্ধভাদুলে পাতার রসসহ একত্র মর্দ্দন করিয়, চণকপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী মধু-অনুপানের সহিত গ্রহণীরোগে, এবং দোষানুসারে অনু-পান-বিশেষের সহিত সর্ব্ববিধ অতিসার রোগে প্রয়োগ করা যায়। এই বটী সেবনের পরে দধি ও অন্ন ভোজন করা উচিত।

অন্যবিধ জাতীফলাদ্য বটিকা যথা,—পারদ ৪ চারিমাষা ও গন্ধক ৪ চারিমাষা, একত্র উভয়ের কজ্জলী করিয়া, জায়ফল, মোচরস, মুতা, সোহাগার খই, আতইচ, জীরা ও মরিচ,—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ।৹ অৰ্দ্ধতোলা এবং মিঠাবিষ ১ একমাষা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে নিসিন্দাপত্র, সিদ্ধি, জামপাতা, জয়ন্তীপাতা, দাড়িমপাতা, কেশুরে, আকনাদী ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের রসের ভাবনা দিয়া, কুল-আঁটীর মত বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে আমদোষ, দুঃসাধ্য গ্রহণী, সংগ্রহগ্রহণী, অতিসার, অর্শঃ, শোথ, কাস, অম্লপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে শ্বেতবর্ণ মৎস্য, ভাজা মৎস্য এবং কদলী ও মূলা প্রভৃতি পদার্থ ভোজন করিবে না।

মহাগন্ধক।—পারদ ২ দুইতোলা ও গন্ধক ২ দুইতোলা লইয়া একত্র কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া পঙ্কবৎ করিবে এবং কোন লৌহপাত্রে অল্প গরম করিয়া, তাহার সহিত জায়ফল, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও নিমপত্র, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। পরে সেই ঔষধ একখানি ঝিনুকের মধ্যে স্থাপিত ও অপর একখানি ঝিনুকদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, কদলীপত্র ও মৃত্তিকাদ্বারা তাহার উপর লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে পুটপাক করিতে হইবে। উপরের লেপ ঈষৎকৃষ্ণবর্ণ হইলে, অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে আর একবার মৰ্দ্দন করিয়া লইতে হইবে। ইহার পূর্ণমাত্রা ২ দুইরতি। গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা, কাস, শ্বাস ও বালকদিগের উদরাময়ে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মহাভ্রবটী।—অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগার খই, যবক্ষার ও ত্রিফলা, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা ও মিঠাবিষ ।৹ অৰ্দ্ধতোলা, একত্র মৰ্দ্দন করিয়া, সিদ্ধিপাতা, কেশুরে, সোমরাজী, ভৃঙ্গরাজ, বিল্বপত্র, পালিধাপত্র, গণিয়ারী, বিদ্ধড়ক, ধ'নে, থুলকুড়ী, নিসিন্দা, নাটাকরঞ্জ, ধুতুরাপত্র, শ্বেত-অপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা, গীমা, বাসক ও পাণ, যথাসম্ভব এইসকল দ্রব্যের ৮ আটতোলা রস বা ভিজান জলের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, কিঞ্চিৎ দ্রবভাগ থাকিতে, তাহার সহিত মরিচচূর্ণ ৮ আটতোলা মিশ্রিত করিবে। ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া, অনুপান বিশেষের সহিত, গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা, শূল, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত ও প্রদর প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

পীযূষবল্লীরস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগার খই, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুতা, আকনাদী, জীরা, ধ'নে, বরাহক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জায়ফল, শুঁঠ, নিমছাল, ধুতুরা-বীজ, দাড়িমের ছাল, লজ্জালুলতা, ধাইফুল ও কুড়, প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে কেশুরেব রসের ও ছাগদুগ্ধের ভাবনা দিয়া, চণক-পরিমিত বটিকা করিবে। বেলপোড়া ও গুড়ের সহিত ইহা সেবন করিলে, রক্তাতিসার, গ্রহণী ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

নৃপতিবল্লভ।—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খই, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক ও তাম্র, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল ও মরিচ ২ দুইপল, এইসকল দ্রব্যে ছাগ-দুগ্ধের অথবা আমলকীর ভাবনা দিয়া, /০ এক আনা পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, অতিসার, অর্শঃ, জ্বর, শূল, কাস, শ্বাস, শোথ, ভগন্দর, উপদংশ ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

বৃহৎ নৃপবল্লভ।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, চিতামূল, মুতা, সোহাগার খই, জায়ফল, হিং, দারুচিনি, এলাইচ, চিতামূল, বঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ ও তাম্রভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং স্বর্ণভস্ম ॥০ অর্দ্ধতোলা, এইসমুদায় দ্রব্যে আদা ও আমলকীর রসের ভাবনা দিয়া, চণকপরিমিত বটিকা করিবে। ইহাও গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি উদরাময়নাশক।

গ্রহণীবজ্রকবাট।—সমপরিমিত গন্ধক, পারদ, যবক্ষার, জয়ন্তী, যমানী, অভ্র ও সোহাগার খই,—এইসকল দ্রব্য, জয়ন্তী, ভীমরাজ ও জামীরের রসের সহিত এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া, একটী গোলক করিবে। অল্প অগ্নিতে সেই গোলক উত্তপ্ত করিয়া, শীতল হইলে পুনর্ব্বার সিদ্ধিপত্র, শিমুল ও হরীতকীর রসে ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে, গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

রাজবল্লভ-রস।—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খই, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ,

ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অনুপানবিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে, গ্রহণী, গুল্ম, অতিসার ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

স্বল্পগ্রহণীকবাট।—হিঙ্গুল,গন্ধক, বংশলোচন, অহিফেন ও কড়িভস্ম, ইহাদের সমভাগ, ছাগদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী ও রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎ গ্রহণীকবাট।—রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ ও লৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ ও পারদ ৩ তিনভাগ, একত্র কয়েদ্‌বেলের পাতার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, হরিণের শিঙ্গের মধ্যে পূরণ করিবে এবং তাহার উপরে মৃত্তিকাদি লেপন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে শৃঙ্গের মধ্য হইতে সেই ঔষধ বাহির করিয়া, তাহাতে বেড়েলার রসের ৭ সাতবার এবং আপাং, লোধ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের যথাযোগ্য রসে বা ক্বাথে ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে; তৎপরে মাষকলায়-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া, মধু ও মরিচচূর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ অতিসার, সর্ব্বদোষজ গ্রহণী এবং অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

বিজয়া-বটিকা।—পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে, এবং সেই কজ্জলী আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে; পরে তাহার সহিত কজ্জলীর দ্বিগুণপরিমিত কুড়্‌চিমূলের ভস্ম এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র,—প্রত্যেক দ্রব্য পারদের সমানভাগে লইয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ৪ চারিরতি মাত্রায় ছাগদুগ্ধ অথবা কুড়্‌চিমূলের ক্বাথসহ সেবন করিলে, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনের পরে মসূরের যূষ ও দধির সহিত শীতল অন্ন পথ্য দিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি হইতে সহ্যানুসারে ১০ দশ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রথম অন্নগ্রাসের সহিত সেবন করিবারও ব্যবস্থা উপদিষ্ট আছে।

এই ঔষধ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের ভাগ বাদ দিয়া, কেহ কেহ তাহাকে "গ্রহণীকবাট রস" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

অগস্তিসূতরাজ রস।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী ১ একভাগ, ধুস্তূরাবীজ ২ দুইভাগ এবং অহিফেন ২ দুইভাগ এইসকল দ্রব্য ভীমরাজের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি অথবা অবস্থানুসারে তদপেক্ষা ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা দুর্নিবার গ্রহণী এবং অতিসার প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

অগ্নিসূনু রস।—কড়িভস্ম ১ একভাগ, শঙ্খভস্ম ২ দুইভাগ, সমপরিমিত পারদ-গন্ধকের কজ্জলী ১ একভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৩ তিনভাগ, একত্র এইসকল দ্রব্য কাগজীনেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। তক্র (ঘোল) অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, জ্বর, অরুচি, শূল, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, শোথ ও প্রমেহ রোগ নিবারিত হয়। ঘৃত ও চিনির সহিত সেবনে ইহাদ্বারা ক্ষীণব্যক্তিও হস্তীর ন্যায় পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীবৈদ্যনাথ বটিকা।—প্রথমতঃ কাঁজি, চিতামূলের ক্বাথ ও ত্রিফলার ক্বাথদ্বারা ।৷৹ অর্দ্ধতোলা পারদ শোধিত করিবে এবং ভৃঙ্গরাজের রসদ্বারা গন্ধক ।৹ চারি আনা শোধিত করিয়া লইবে। পরে সেই পারদ গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহাতে নিসিন্দা, থানকুনী, শ্বেত অপরাজিতা, আকনাদী, গীমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরে, জয়ন্তী, সিদ্ধি ও ওকড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ।৷৹ অর্দ্ধতোলা রসের ভাবনা দিয়া সর্ষপ-পরিমাণে ইহার বটিকা করিবে। দধির মাত অনুপানের সহিত ১ এক বটী হইতে ক্রমশঃ ৭ সাত বটী পর্য্যন্ত এই ঔষধ গ্রহণীরোগে প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ সেবনান্তে ঘোল প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদ্বারা জ্বর, প্লীহা, উদর, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, শ্লেষ্মদুষ্টি এবং বাতশ্লেষ্মজ বিকারসমূহেও বিশেষ উপকার হয়।

খসর্পণ বটী।—ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ ও ঝুলদ্বারা শোধিত পারদ ১ একতোলা এবং ভৃঙ্গরাজের রসদ্বারা শোধিত গন্ধক ১ একতোলা, একত্র ইহাদের কজ্জলী করিয়া, তাহাতে নিসিন্দাপত্র, থানকুনী, কেশুর, গীমা, শ্বেত-অপরাজিতা, সোমরাজী ও রক্তচিতার পাতা, ইহাদের যথাযোগ্য রস বা ক্বাথ ১ এক তোলা করিয়া লইয়া, তাহাদ্বারা ভাবনা দিবে। তৎপরে সর্ষপপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধও ১ এক বটী হইতে ক্রমশঃ ৭ সাতবটী পর্য্যন্ত মাত্রায়, দধি ও দধির মাত অনুপানের সহিত সেবন করিলে,

পরে অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিবে।

অভ্রবটিকা।—পারদ ২ দুইতোলা ও গন্ধক ২ দুইতোলা একত্র কজ্জলী করিবে এবং তাহার সহিত অভ্রভস্ম ২ দুইতোলা, মরিচচূর্ণ ২ দুইতোলা ও সোহাগার খই ১ একতোলা, এইসমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, কেশুরে, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গীমা, জয়ন্তী, থানকুনী, সিদ্ধি, শ্বেত-অপরাজিতা ও পাণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ দুইতোলা রসদ্বারা ভাবনা দিবে। পরে মটরপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে, অতিসার, গ্রহণী রোগ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, চাতুর্থক জ্বর, সূতিকারোগ এবং বাতশ্লেষ্মজনিত বিবিধবিকারে বিশেষ উপকার হয়। ইহা সেবনের পরে দধি ও অন্ন পথ্য দেওয়া আবশ্যক।

পূর্ণকলা-বটিকা।—পারদ, গন্ধক, মুতা, লৌহ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মিঠাবিষ, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদী, জীরা, ধ'নে, রসাঞ্জন, সোহাগার খই, শিলাজতু, জায়ফল ও অভ্র, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, ত্রিফলার প্রত্যেকটী ৩ তিনতোলা, এইসকল দ্রব্য থানকুনী, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা, কাঁচড়াদাম, দাড়িমফল, পানিফলের পাতা, নাগকেশর, জায়ফল, জয়ন্তীপাতা, কেশুরে, ভৃঙ্গরাজ ও দধির মাত, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলার সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইমাষা-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। তক্র (ঘোল) অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, শূল, দাহ, জ্বর, বমি ও সংগ্রহ-গ্রহণী প্রশমিত হয়।

বজ্রকবাট রস।—পারদ, গন্ধক, অহিফেন, সজিনাবীজ, ত্রিকটু ও ত্রিফলা, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে সিদ্ধি ও ভৃঙ্গরাজ-রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, ৩ তিনরতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে; মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অসাধ্য গ্রহণীও উপশমিত হয়।

বড়বামুখ রস।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সোহাগা, কর্কচ-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ এবং আপাং, পলাশ ও বরুণছালের ক্ষার, —প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; এইসমস্ত দ্রব্য, কাঁজি ও হাতিশুঁড়ার রসের সহিত যথাক্রমে মর্দ্দিত করিয়া, লঘুপুটে পাক করিবে। ১ একমাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, গ্রহণী, জ্বর ও সংগ্রহ-গ্রহণী নিবারিত হয়।

হংসপোট্টলী-রস।—কড়িভস্ম, ত্রিকটু, সোহাগার খই, মিঠাবিষ, পারদ ও গন্ধক, সমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও মরিচের গুঁড়া অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, গ্রহণী-রোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধসেবনের পর ঘোলসহ অন্নপথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

শম্বুকাদি-বটী।—শামুকের ভস্ম ও সৈন্ধব-লবণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। ৪ চারি মাষা (৷৷০ অর্দ্ধতোলা) পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী ও বায়ুপ্রকোপ প্রশমিত হয়। সাধারণতঃ অর্দ্ধতোলা মাত্রা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক এই ঔষধের মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হইবে।

মহারাজ নৃপবল্লভ।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, পিপুলমূল, যমানী, দারুচিনি, শুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কর্পূর, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একমাষা, হিঙ্গু ২ দুইমাষা, মরিচ ৪ চারিমাষা, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও তেজপত্র—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, নাভিশঙ্খ ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা, মিঠাবিষ ২ দুইমাষা, ছোট এলাইচ ১২ বার তোলা ৩ তিনমাষা, এবং বিট্‌লবণ ৪ চারিতোলা, একত্র এইসমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, ৪ চারিরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, অতিসার, প্রবাহিকা, অর্শঃ, আনাহ, বিশেষতঃ আনাহযুক্ত গ্রহণী, গুল্ম, শূল ও আমবাত প্রভৃতি নিবারিত হয়।

মহারাজ-নৃপতিবল্লভ।—বাহুলৌহ ৬ ছয়তোলা, তাম্র, অভ্র, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগার খই, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপত্র, যমানী, বালা, মুতা, শুঁঠ, ধ'নে, সৈন্ধব-লবণ, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মিঠাবিষ, পারদ ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক তোলা; তেউড়ীচূর্ণ ২ দুইতোলা, এবং লবঙ্গ, জয়িত্রী, দারুচিনি ও জায়ফল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা; সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক বিটলবণ, এবং বিট্‌লবণ-সহ সর্ব্বসমষ্টির সমান ছোট এলাইচ—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ছাগদুগ্ধের ৭ সাতবার ও নেবুর রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিবে, এবং বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। রোগের ও রোগীর অবস্থা

গ্রহণী, আমযুক্ত-গ্রহণী, পাণ্ডু, ক্রিমি, অম্লপিত্ত, বমি, হৃদ্রোগ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, অর্শঃ, ভগন্দর, শূল, অজীর্ণ, বিসর্প, অলসক, বিলম্বিকা, দাহ, প্রমেহ, শোথ, কাস, জ্বর, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

হিরণ্যগর্ভ-পোট্টলী রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ৩ তিনভাগ, স্বর্ণ ২ দুইভাগ, মুক্তা ৪ চারিভাগ, কাঁসা ৬ ছয়ভাগ, কড়িভস্ম ৩ তিনভাগ, এবং সোহাগার খই ১০ সিকিভাগ, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র পাকানেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে, এবং মূষাবদ্ধ করিয়া, ৩০ ত্রিশখানি বিলঘুঁটের অগ্নিতে লঘুপুটে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, মূষার মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ চারিরতি মাত্রায় মধু, ঘৃত ও ২৯ উনত্রিশটী মরিচের চূর্ণসহ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, বিষমজ্বর, অর্শঃ, শূল, শ্বাস, কাস, পীনস, অতিসার, শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, যকৃৎ, এবং বাতাদি-ত্রিদোষজনিত যাবতীয় কোষ্ঠগত রোগ নিবারিত হয়।

শুণ্ঠীঘৃত।—কল্কার্থ শুঁঠ /১ একসের, কল্কার্থ দশমূল মিলিত /৮ আট সের, এবং জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ যোলসের; এই কল্ক ক্বাথের সহিত যথাবিধি /৪ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে, শোথ ও আমযুক্ত গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

নাগর-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কুট্টিত শুঁঠ /১ একসের, এবং জল ১৬ যোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, গ্রহণী, পাণ্ডু, জ্বর, প্লীহা ও কাসরোগের উপশম হয়।

বিল্বগর্ভ-ঘৃত। - ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ বেলশুঁঠ /১ একসের, এবং ক্বাথার্থ মসূরকলায় /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ যোলসের; এইগুলি যথাবিধানে পাক করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা, এবং অন্যান্য উদরাময় নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঘৃত পাকের জন্য মসূরের ক্বাথ সদ্যঃ (টাট্‌কা) গ্রহণ করিতে হয়। কারণ শস্যের ও মাংসের ক্বাথ বাসি হইলে, অপকার করিয়া থাকে।

চিত্রক-ঘৃত।—চিতামূলের ক্বাথ ও কল্কের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিলে, তাহাকে চিত্রক-ঘৃত কহে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে,

গ্রহণীরোগ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, উদররোগ, অর্শঃ, প্লীহা, ও শূলরোগের উপশম হইয়া থাকে।

বিল্বাদি-ঘৃত।—বেলশুঁঠ, চিতামূল, চই ও কাঁচা-আদা, এইসকল পদার্থের ক্বাথ ও কল্ক এবং ছাগদুগ্ধের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, গ্রহণী, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপশমিত হয়।

চাঙ্গেরী-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, আমরুলের রস ১৬ ষোলসের, দধির মাত ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিপুল, ধ'নে, বেলশুঁঠ, আকনাদী ও যমানী,—মিলিত /১ একসের; যথাবিধি ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, গ্রহণী, প্রবাহিকা, ও বাতশ্লেষ্ম-জনিত পীড়া প্রশমিত হয়।

মরিচাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ দশমূল মিলিত /৬৷৷০ সওয়া ছয়সের, জল ৩২ বত্রিশসের,—শেষ /৮ আটসের; দুগ্ধ /৮ আটসের এবং কল্কার্থ মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, ভেলার মুটী, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজ-পিপ্পলী, হিং, সচল, বিট্, সৈন্ধব ও কর্কচলবণ; এবং চই, যবক্ষার, চিতামূল ও বচ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহাদ্বারা অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, ভগন্দর, আমদোষ, মলরোধ, ক্রিমি, শ্বাস, প্লীহা, যকৃৎ ও কাসরোগের উপশম হয়।

মহাষট্‌পলক-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দশমূলের ক্বাথ /৪ চারিসের এবং আদার রস /৪ চারিসের, চুক্র /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, দধির মাত /৪ চারিসের, কাঁজি /৪ চারিসের, কল্কার্থ মিলিত পঞ্চকোল, সচল, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ ও পাঙ্গালবণ, এবং হবুষ, বনযমানী, যবক্ষার, হিং, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ও যমানী—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহাও গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, কাস ও কৃমি প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক।

বিল্বতৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ বেলশুঁঠ /৬৷৷০ সওয়া ছয়সের ও দশমূল মিলিত /৬৷৷০ সওয়া ছয়সের, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া,—শেষ ১৬ ষোলসের, আদার রস /৪ চারিসের, দুগ্ধ চারিসের, কাঁজি /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ ধাইফুল, বেলশুঁঠ, কুড়, শটী, রাস্না, পুনর্নবা,

তেজপত্র, বনযমানী ও অষ্টবর্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া, মৃদু-অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে সংগ্রহ-গ্রহণী, অতিসার, গুল্ম ও সূতিকারোগ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গ্রহণীমিহির তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ—কুড়চিছাল কিংবা ধ'নে ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ষোলসের; এই ক্বাথ অথবা তক্র (ঘোল) ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—ধ'নে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, শোণামূল, মুতা, বালা, মোচরস, রসাঞ্জন, বেলশুঁঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কটকী, তগরপাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি, কেশুবে, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদনছাল, কুড়চিছাল, যমানী ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। গ্রহণী, অতিসার, অর্শঃ, কামলা, শূল, শোথ, মেহ, কোষ্ঠবেদনা, বমি, ভ্রান্তি, কাস, শ্বাস, হিক্কা, জ্বর এবং তৃষ্ণা প্রভৃতি বিবিধ রোগে ইহা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, এবং কাথার্থ—কুড়চিছাল ও ধ'নে প্রত্যেক ১২॥০ সাড়েবারসের, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ পাক করিয়া, শেষ প্রত্যেকের ১৬ ষোলসের, তক্র ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ ধ'নে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফলপত্র, রসাঞ্জন, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কটকী, পদ্মকেশর, তগরপাদুকা, শরমূল, ভৃঙ্গবাজ, কেশুব, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল ও কদমছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে পাক করিতে হইবে। গ্রহণীমিহির অপেক্ষা ইহা অধিক গুণশালী। পূর্ব্বোক্ত রোগসমূহে এই তৈল বিশেষ উপকারক। ইহাদ্বারা বলি-পলিতাদিও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দাড়িমাদ্য-তৈল।—তিলতৈল ১৬ ষোলসের, কাথার্থ দাড়িমফলের ছাল, বালা, ধ'নে ও কুড়চিছাল, প্রত্যেক দ্রব্য /৮ আটসের, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট রাখিতে হইবে। ঐ সমস্ত কাথের প্রত্যেকটী ১৬ ষোলসের, তক্র /৮ আটসের, এবং কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, চই, জীরা, সৈন্ধব, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগে-

শ্বর, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, ধ'নে, যমানী, বনযমানী, বালা, কাঁচড়াদাম, আতইচ, থুলকুড়ী, পানিফল-পত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, শালপাণী, চাকুলে, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস, তালমূলী, কুড়চিছাল, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাষ্ঠ, গুলঞ্চ ও শিমুলছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, আতপচাউল-ধোয়া জলসহ পেষণ করিয়া, তাহার সহিত যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা গ্রহণী, অর্শঃ ও প্রমেহ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ-নিবারক।

দুগ্ধবটী।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তাম্র, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, হিঙ্গুল, শিমূলক্ষার ও অহিফেন,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, দুগ্ধের সহিত মৰ্দ্দন করিয়া, অৰ্দ্ধযব পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধ অনুপানের সহিত সেবন করিলে, শোথযুক্ত গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। সেবনকালে জলপান ও লবণ ভোজন নিষিদ্ধ। পিপাসার সময়ে জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ পান করিতে হয়। ব্যঞ্জনাদি না খাইয়া, কেবল দুধভাত বা দুগ্ধসংযুক্ত অন্য কোন মণ্ড প্রভৃতি ভোজন করা উচিত। জল ও লবণ নিতান্তই বন্ধ করিতে না পারিলে, সৈন্ধব-লবণ—কেশুরিয়ার রসে ভাজিয়া, অল্প পরিমাণে সেই লবণ ব্যঞ্জনাদিতে দিতে হইবে, আর উষ্ণজল কদাচিৎ অল্প অল্প পান করিতে দিবে।

মতান্তরোক্ত দুগ্ধবটী।—মিঠাবিষ ১২ বারভাগ, অহিফেন ১২ বার-ভাগ, কান্তলৌহ ৬ ছয়ভাগ, এবং সৰ্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ অভ্র, এইসমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত মৰ্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধের সহিত এই ঔষধ সেবন করিয়া, পানভোজনে কেবল দুগ্ধ ব্যবহার করিতে হয়। ইহা-দ্বারা চিরকালজ দুঃসাধ্য গ্রহণী, শোথ, বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নিবারিত হয়।

লৌহপৰ্প্পটী।—পারদ ২ দুইতোলা ও গন্ধক ২ দুইতোলা, একত্র কজ্জলী করিবে, এবং তাহার সহিত ২ দুইতোলা লৌহভস্ম মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে মৰ্দ্দন করিবে। পরে, একখানি হাতায় ঘৃত মাখাইয়া, তাহাতেই অগ্নিতাপে ঐ কজ্জলী গলাইয়া লইবে, এবং একটা গোবরের ঢিপির উপর মসৃণ কলাপাতা পাতিয়া, তাহার উপর সেই গলিত কজ্জলী ঢালিবে, ও অপর একটী কলাপাতজড়িত গোবরের পুঁটুলীদ্বারা চাপ দিবে। তাহা হইলে চটার ন্যায় যে

সহ্যানুসারে ক্রমশঃ ইহার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। শীতলজল বা ধ'নে ও জীরার কাথসহ ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা, পাণ্ডু, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

স্বর্ণপর্প্পটী।—পারদ ৮ আটতোলা ও স্বর্ণভস্ম ১ একতোলা, একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, এবং তাহার সহিত ৮ আটতোলা গন্ধক দিয়া লৌহ-পাত্রে কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে লৌহ-পর্প্পটীর নিয়মানুসারে পর্প্পটী প্রস্তুত করিয়া, ঐরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, শোথ, জ্বর, যক্ষ্মা ও শূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়।

পঞ্চামৃত-পর্প্পটী।—গন্ধক ৮ আটতোলা, পারদ ৪ চারিতোলা, লৌহ ২ দুইতোলা, অভ্র ১ একতোলা ও তাম্র ।।০ অর্দ্ধতোলা, একত্র লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া, পূর্ব্ববৎ নিয়মে পর্প্পটী করিবে। ২ দুইরতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, শোথ, অর্শঃ, জ্বর, রক্তপিত্ত, কাস, ক্ষয়, অরুচি, বমি, ও পুরাতন অতিসার প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

রসপর্প্পটী।—যথোক্ত বিশেষ নিয়মে শোধিত পারদ ও গন্ধক সমভাগ, একত্র কজ্জলী করিয়া, কুলকাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে পূর্ব্ববৎ নিয়মে এই পর্প্পটী প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাও গ্রহণী, শোথ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ানাশক। মাত্রা—২ দুইরতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হয়। এই পর্প্পটী সেবন-কালেও দুগ্ধবটীর ন্যায় জলপান ও লবণ ভোজন পরিত্যাগ করা আবশ্যক। রস-পর্প্পটীর জন্য পারদ ও গন্ধক বিশেষ নিয়মে শোধন করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ ঘৃতকুমারীর রসের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া, যথাক্রমে ত্রিফলাচূর্ণ চিতার পাতার রস, জয়ন্তীপাতার রস, এরণ্ড-পাতার রস, আদার রস, এবং কাকমাচার রসের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া লইবে। গন্ধকও প্রথমে চাউলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে ৭ সাতবার ভৃঙ্গরাজ-রসের ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কুলকাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে হাতায় করিয়া গলাইবে, এবং ভৃঙ্গরাজের রসে তাহা নিক্ষেপ করিবে। পরে তাহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহাদ্বারা রসপর্প্পটী প্রস্তুত করিতে হইবে।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে, এই রসপর্প্প টী প্রস্তুতকালে, পারদের সমপরিমিত স্বর্ণ, রৌপ্য, ও তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিয়া পর্প্প টী করিলে, তাহাই বিজয়পর্প্প টী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিজয়পর্প্প টী।—প্রথমতঃ ভৃঙ্গরাজের সহিত ৭ সাতবার অথবা ৩ তিনবার গন্ধকচূর্ণ ভাবিত করিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে গলাইয়া একবার ভৃঙ্গরাজ-রসে নিক্ষেপ করিবে; কিয়ৎক্ষণ পরে তুলিয়া শুষ্ক করিয়া, সেই গন্ধক ৮ আট তোলা, শোধিত পারদ ৪ চারিতোলা, রৌপ্যভস্ম ২ দুইতোলা, স্বর্ণভস্ম ১ একতোলা, বৈক্রান্তভস্ম ॥০ অর্দ্ধতোলা ও মুক্তাভস্ম ।০ সিকিতোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। অতঃপর কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে সেই কজ্জলী গলাইয়া, তাহার পর্প্প টী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই পর্প্প টী যথানিয়মে ২ দুইরতি মাত্রায় সেবন করিলে, দুর্নিবার গ্রহণী, শোথ, আমশূল, অতিসার, অজীর্ণ, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, কামলা, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, বিষমজ্বর ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিরাকৃত হয়, এবং রোগী দিনে দিনে বল ও পুষ্টি লাভ করিয়া, অল্পদিনমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। এই ঔষধ সেবনকালে, স্ত্রীসহবাস, রাত্রিজাগরণ, ব্যায়াম এবং লবণ, জল, তিক্তদ্রব্য ও শ্লেষ্মজনক পদার্থ ভোজন নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্যঞ্জনাদি পথ্য দিতে হইলে, ধ'নে, হিং, জীরা, শুঁঠ, সৈন্ধব ও ঘৃতদ্বারা তাহা পাক করা আবশ্যক। বায়ু কুপিত হইয়া উঠিলে, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ভাবের জল পান করান যাইতে পারে। নতুবা দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন পানীয় দ্রব্য পান করিবে না।

তন্ত্রান্তরোক্ত বিজয় পর্প্প টী;—পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, তাম্র ও অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান গন্ধক, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া, তাহাদ্বারা যথাবিধি পর্প্প টী প্রস্তুত করিলে, তাহাকেও বিজয়পর্প্প টী কহে। পূর্ব্ববৎ নিয়মে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ইহাদ্বারা দুঃসাধ্য পুরাতন গ্রহণী, অতিসার, আমশূল, অর্শঃ, যক্ষ্মা, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, প্লীহা, গুল্ম, জলোদর, অম্লপিত্ত, পরিণামশূল, প্রমেহ, বিষমজ্বর, বমি, ভ্রান্তি ও বাতরক্ত প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

অর্শোরোগ।

চন্দনাদি পাচন।—রক্তচন্দন, চিরাতা, দুরালভা ও শুঠ, প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে তাহার পাচন প্রস্তুত করিবে। ইহা রক্তার্শোনাশক। দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথও রক্তার্শোনিবারক।

মরিচাদি চূর্ণ।—মরিচ, পিপুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঁঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, চিতামূল, ও যমানী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ পুরাতন-গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৷৷০ অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায়, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ অর্শঃ বিশেষতঃ বাতজ অর্শঃ প্রশমিত হয়।

সমশর্করে চূর্ণ।—বড়-এলাইচ ১ একভাগ, দারুচিনি ২ দুইভাগ, তেজপত্র ৩ তিনভাগ, নাগকেশর ৪ চারিভাগ, মরিচ ৫ পাঁচভাগ, পিপুল ৬ ছয়ভাগ, শুঁঠ ৭ সাতভাগ, একত্র ইহাদের চূর্ণ করিয়া, তাহাতে সর্ব্বসমষ্টির সমান চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহা ।০ চারি আনা মাত্রায়, অথবা অবস্থাবিশেষে তাহা অপেক্ষা অল্পাধিক মাত্রায় জলসহ প্রযোজ্য। অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, এবং শ্বাস, কাস প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারক।

কর্পূরাদ্য-চূর্ণ।—কর্পূর, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জায়ফল, বেণামূল, শুঁঠ, কালজীরা, কৃষ্ণ অগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলশুঁদী, পিপুল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, বালা ও কঙ্কোল, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ; একত্র চূর্ণ করিয়া, সকল দ্রব্যের অর্দ্ধেক পরিমিত চিনির সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা বাতার্শের শ্রেষ্ঠ ঔষধ; অতিসার, গুল্ম, গ্রহণী, অরুচি, শ্বাস, হিক্কা, প্রমেহ, ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়ানাশক।

বিজয়-চূর্ণ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিজাত, বচ, হিং, আকনাদী, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চই, কটুকী, ইন্দ্রযব, চিতামূল, শুলফা, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল, বেলশুঁঠ ও যমানী, এইসকল দ্রব্য সমভাগ; একত্র চূর্ণ করিয়া, উষ্ণজলের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অর্শঃ, ভগন্দর, গ্রহণী, বাত-গুল্ম, শোথ, উদর,

পাণ্ডু, কামলা, উদাবর্ত্ত, অন্ত্রবৃদ্ধি, ক্রিমি, জ্বর, কাস, শ্বাস, হিক্কা, ও পার্শ্বশূল, প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

করঞ্জাদি-চূর্ণ।—করঞ্জফলের শাঁস, চিতামূল, সৈন্ধব, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, শোণাছাল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় ঘোলের সহিত সেবন করিলে, রক্তার্শঃ নিবারিত হয়।

লবণোত্তমাদ্য-চূর্ণ।—সৈন্ধব-লবণ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, করঞ্জমূলের ছাল, ও মহানিমের ছাল, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় ঘোলের সহিত আলোড়িত করিয়া ৭ সাত দিবস সেবন করিবে। ইহাদ্বারা অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

ভল্লাতামৃত যোগ।—যথাক্রমে গুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বড় থুলকুড়ী, গুঞ্জাপত্র ও কেতকীপত্রের রসের সহিত, কচি-ভেলার বীজ এক এক দিবস উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, সেই ভেলার বীজ ২ দুইমাষা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, পিত্তজ অর্শঃ প্রশমিত হয়।

দশমূল-গুড়।—দশমূল, চিতামূল ও দন্তীমূল, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল লইয়া, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিবে; এবং ১৬ ষোলসের থাকিতে ছাকিয়া, তাহার সহিত ১২৷৷০ সাড়েবারসের গুড় পাক করিতে হইবে। পাকশেষে শীতল হইলে, তেউড়ীচূর্ণ /১ একসের প্রক্ষেপ দিয়া, ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহার মাত্রা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা। অর্শঃ, অজীর্ণ, ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক।

শ্রীবাহুশাল গুড়।—তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, চিতামূল, শঠী, রাখালশসা, মুতা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা), ভেলা ৮ আটপল, বীজতাড়ক ৬ ছয়পল, এবং বন্য ওল ১৬ ষোল পল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ১২৮ একশত আটাইশসের জলে সিদ্ধ করিবে, এবং ৩২ বত্রিশসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ১২৩ একশত তেইশপল পুরাতন-গুড় মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। উপযুক্ত গাঢ় হইলে, অগ্নিজ্বাল হইতে নামাইয়া, তেউড়ীমূল, চই, বন্য ওল ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল, এবং বড় এলাইচ, দারুচিনি, মরিচ, নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ ছয়পল, তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই

ঔষধ ॥৹ অৰ্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলামাত্রায় সেবন করিলে, অর্শঃ, গুল্ম, উদর, পাণ্ডু, হলীমক, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, প্রতিশ্যায়, পীনস, কাস, যক্ষ্মা ও উরু-স্তম্ভ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। এই ঔষধ জীর্ণ হওয়ার পরে, দুগ্ধ অথবা মাংসরসাদি পুষ্টিকর পথ্য ভোজন করা আবশ্যক।

গুড়-ভল্লাতক।—২০০০ দুই সহস্র সংখ্যক ভেলা, ৬৪ চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে পুরাতন-গুড় ১২॥৹ সাড়ে বারসের, এবং ভেলা ৫০০ পাঁচশতটী ২ দুইখণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, ও অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, মুতা, সৈন্ধব লবণ, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের ২ দুইতোলা পরিমিত চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ, ভগন্দর, গ্রহণী, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর, প্লীহা, কাস, ও ক্রিমিরোগের উপশম হয়।

অন্যবিধ গুড়-ভল্লাতক যথা—দশমূল, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, গোক্ষুর, চিতামূল ও শঠী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, ১০০০ একসহস্রটী ভেলা, একত্র ৬৪ চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত পুরাতন গুড় ১২॥৹ সাড়েবারসের, এবং এরণ্ডতৈল ৮ আট পল (/১ একসের) মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া, পিপুল, দারুচিনি, বড়-এলাইচ ও মরিচ—প্রত্যেকের চূর্ণ /॥৹ অৰ্দ্ধসের পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে, এবং শীতল হইলে /১ একসের (৮ আট পল) মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, পাণ্ডু, কাস ও উদাবৰ্ত্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অগস্তি-মোদক।—হরীতকী ৩ তিনপল, ত্রিকটু ৩ তিনপল, দারুচিনি ২ দুইতোলা, তেজপত্র ২ দুইতোলা, এবং পুরাতন গুড় ৮ আট পল (/১ একসের) একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। উপযুক্ত পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ, গ্রহণী, শোথ, কাস ও উদাবৰ্ত্ত নিবারিত হয়।

কাঙ্কায়ন-মোদক।—হরীতকী ৫ পাঁচপল (৪০ চল্লিশতোলা), জীরা ৮ আটতোলা, মরিচ ৮ আটতোলা, পিপুল ৮ আটতোলা, পিপুলমূল ১৬ ষোল-তোলা, চই ২৪ চব্বিশতোলা, চিতামূল ৩২ বত্রিশতোলা, শুঁঠ ৪০ চল্লিশতোলা,

যবক্ষার ১৬ ষোলতোলা, ভেলা ৮ আট পল (/১ একসের,) বন্য ওল ১৬ ষোল-পল (/২ দুইসের) এবং পুরাতন গুড় সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ—এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই মোদক সেবন করিয়া, ঘোল বা গরম জল অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, ও পাণ্ডু প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

নাগরাদ্য-মোদক।—শুঁঠ, ভেলার মুটী, ও বিদ্ধড়ক-বীজ, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা জলসহ সেবন করিলে, অর্শঃ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

স্বল্পশূরণ-মোদক।—মরিচ ১ একভাগ, শুঁঠ ২ দুইভাগ, চিতামূল ৪ চারিভাগ, বন্য ওল ৮ আট ভাগ, এবং সমুদায়ের সমান গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা ১ একতোলা মাত্রায় শীতলজলসহ সেব্য। এই মোদক সেবনে অর্শঃ, গুল্ম, শূল, উদররোগ, শ্লীপদ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ শূরণ-মোদক।—ওল-চূর্ণ ১৬ ষোলতোলা, চিতামূল ৮ আট তোলা, শুঁঠ-চূর্ণ ৪ চারিতোলা, মরিচ ২ দুইতোলা, এবং ত্রিফলা, পিপুল, শতমূলী, তালীশপত্র, ভেলার মুটী ও বিড়ঙ্গ,—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা, তালমূলী ৮ আটতোলা, বিদ্ধড়কবীজ ১৬ ষোলতোলা, দারুচিনি ২ দুইতোলা, ও বড়-এলাইচ ২ দুইতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ, ১৮০ একশত আশীতোলা পুরাতন-গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা একতোলা মাত্রায়, শীতলজলসহ সেবনীয়। স্বল্পশূরণোক্ত রোগসমূহ, এবং শোথ, গ্রহণী, প্লীহা, কাস, শ্বাস প্রভৃতি পীড়াও ইহাদ্বারা প্রশমিত হয়।

মাণিভদ্র মোদক।—বিড়ঙ্গ, আমলকী ও হরীতকী, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা; তেউড়ীমূলের চূর্ণ ৩ তিনপল (২৪ চব্বিশতোলা), পুরাতন গুড় ৬ ছয়পল (৪৮ আটচল্লিশ তোলা), এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, সম-পরিমিত ৩০ ত্রিশটী বটিকা করিবে। অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক ½ সিকি বটিকা হইতে ১ একবটী পর্য্যন্ত মাত্রায় এই মোদক সেবন করিলে, অর্শঃ, ভগন্দর, প্লীহা, জলোদর, কাস, ক্ষয় ও কুষ্ঠরোগ প্রভৃতির উপশম হইয়া থাকে।

কুটজলেহ।—কুড়চিছাল ১২৷৷০ সাড়েবারসের, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, /৮ আটসের থাকিতে ছাঁকিয়া, পুনর্ব্বার তাহা পাক করিবে। পাকে ঘন হইলে, ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ, ও বেলশুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা, পুরাতন-গুড় /৩৸০ তিনসের তিনপোয়া ও ঘৃত /১ একসের মিশাইয়া লইবে। শীতল হইলে মধু /১ একসের, তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, শীতলজল, ঘোল, অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে, রক্তার্শঃ, রক্তপিত্ত, ও রক্তাতিসার প্রভৃতি সকলপ্রকার রক্তস্রাব বিনষ্ট হয়।

নাগার্জ্জুন-প্রয়োগ।—ত্রিফলা, পঞ্চ-লবণ, কুড়, কট্‌কী, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, নিমফল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও হুড়হুড়ে, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, করঞ্জছালের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে, এবং কুল-আঁটি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত বিবিধ রোগে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। অগ্নিমান্দ্যে উষ্ণ জল, অর্শোরোগে ঘোল, গুল্মরোগে কাঁজি, দংশনজনিত বিষদোষে জল, চর্ম্মরোগে খদিরের কাথ, মূত্রকৃচ্ছ্রে শীতল জল, হৃদ্‌রোগে তিলতৈল, সর্ব্ববিধ জ্বরে বৃষ্টির জল, শূলরোগে টাবানেবুর রস, এবং কুষ্ঠরোগে গোময়ের (গোবরের) রস, অনুপানার্থ প্রয়োগ করিতে হয়। ভোজনের পরে এই ঔষধ সেবন করিলে, অরুচি নিবারিত হয়। নেত্ররোগে ইহা মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দেওয়া যায়। স্ত্রীলোকের প্রদররোগ, এই ঔষধ সেবনে আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

মাণশূরণাদ্য-লৌহ।—মাণ, বন্য-ওল, ভেলা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এবং ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল), প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম, একত্র মিশ্রিত করিয়া, অবস্থানুসারে উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিলে, অর্শোরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

অগ্নিমুখ-লৌহ।—তেউড়ীমূল, চিতামূল, নিসিন্দা, সীজ, মুণ্ডিরী ও ভূঁই-আমলা, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট পল (/১ একসের), পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোলসের। প্রথমতঃ ২৪ চব্বিশপল গব্যঘৃত অগ্নিজ্বালে চড়াইবে; সেই ঘৃত গরম হইলে, মনঃশিলাদ্বারা অথবা বঁইচিমূলের রসদ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ১২ বারপল তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত কাথ ১৬ ষোল

সের ও চিনি ২৪ চব্বিশপল, তাহার সহিত মিলিত করিয়া পাক করিবে। পাকে উপযুক্ত ঘন হইলে, বিড়ঙ্গচূর্ণ ৩ তিনপল, ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ৬ ছয়তোলা, ত্রিফলাচূর্ণ মিলিত পাঁচপল, এবং শিলাজতু ১ একপল, তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ২৪ চব্বিশপল মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে, ককারাদিনামীয় পদার্থসমূহ পানাহারাদিতে ব্যবহার করিবে না। ইহাদ্বারা অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, পাণ্ডু, শোথ, প্লীহা, উদর, আমবাত ও অকালপালিত্যাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক। অতএব ইহা সেবনের পরে, অগ্নিবল-অনুসারে দুগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি গুরুপাক ও পুষ্টিকর পদার্থ ভোজন করা আবশ্যক।

ভল্লাতক-লৌহ।—চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, পিপুলমূল, চই, গুলঞ্চ, গজপিপ্পলী, আপাং, দণ্ডকলস ও তুলসী, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি পল, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে পাক করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথের সহিত ২০০০ দুই হাজারটী শোধিত ভেলা দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিবে; এবং লৌহভস্ম ⁄৬।০ সওয়া ছয়সের, ঘৃত ⁄১ একসের, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, সৈন্ধব-লবণ, বিট-লবণ, ঔদ্ভিদ্ (পাঙ্গা) লবণ, সচল লবণ ও বিড়ঙ্গ,—প্রত্যেক ১ একপল, বীজতাড়ক ⁄॥০ অর্দ্ধসের, তালমূলী ⁄॥০ অর্দ্ধসের, এবং ওল চূর্ণ ৮ আট পল (⁄১ একসের), যথাসময়ে তাহাতে মিশ্রিত করিবে। অগ্নিমুখ-লৌহের পাকবিধি অনুসারে এই ঔষধ পাক করিয়া, শীতল হইলে তাহার সহিত ⁄১ একসের মধু মিশ্রিত করিতে হইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায়, দিবাভাগে ভোজনসময়ে সেবন করিলে, অর্শঃ, গ্রহণী, পাণ্ডু, অরুচি, গুল্ম, শূল, ক্রিমি, মেহ ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শুক্রবর্দ্ধক এবং রসায়ন।

প্রাণদা-গুড়িকা।—শুঁঠচূর্ণ ৩ তিনপল, মরিচ ১ একপল, পিপুল ২ দুইপল, চই ১ একপল, তালীশপত্র ১ একপল, নাগেশ্বর ৪ চারিতোলা, পিপুলমূল ২ দুইপল, তেজপত্র ১ একতোলা, ছোট এলাইচ ২ দুইতোলা, দারুচিনি ১ এক-তোলা, বেণামূল ১ একতোলা ও পুরাতন-গুড় ৩০ ত্রিশপল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—দুগ্ধ বা জল। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরীতকী দেওয়া আবশ্যক। পিত্তজনিত অর্শোরোগে গুড়ের পরিবর্ত্তে চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনির সহিত পাক

করিয়া, ইহার মোদক প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ, রক্তার্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, ক্রিমি, শূল, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত, গুল্ম, শ্বাস, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং বাতাদি ত্রিদোষজনিত বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

চন্দ্রপ্রভা-গুড়িকা।—বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চই, চিরাতা, পিপুল-মূল, মুতা, শঠী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও সচললবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধ'নে, গজপিপ্পলী, ও আতইচ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, শিলাজতু ৮ আটপল, শোধিত-গুগ্গুলু ২ দুইপল, লৌহভস্ম ২ দুইপল, চিনি ৪ চারিপল, বংশলোচন ১ একপল, এবং দন্তীমূল, তেউড়ী, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া, প্রথমে ৪ চারিরতি, পরে সহ্যানুসারে ।৷০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, ইহা প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ইহার সহিত কজ্জলী অথবা রসসিন্দুর ৮ আটতোলা মিশ্রিত করেন। কেহ কেহ ৮ আটতোলা অভ্রভস্মও দিয়া থাকেন। অনুপানার্থ অবস্থানুসারে তক্র, দধির মাত, ছাগমাংসের রস, দুগ্ধ অথবা শীতল জল ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অর্শঃ, ভগন্দর, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, মেহ, শুক্রদোষ, নাড়ীব্রণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং কফ-পিত্তজনিত বিবিধ বিকার প্রশমিত হয়।

রসগুড়িকা।—রসসিন্দুর ১ একভাগ, এবং বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিভাগ, একত্রিত এইসমস্ত দ্রব্যে বন-পালঙ্গের রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্যরোগের নিবারণকারক।

চক্রেশ্বর রস।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী, অথবা রসসিন্দুর ৪ চারিভাগ, অভ্র ৫ পাঁচভাগ, এবং সোহাগার খই পাঁচভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ৩ তিনদিন শ্বেত-পুনর্নবার রসের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি পরিমাণে উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ অর্শঃ, বিশেষতঃ বাতার্শঃ প্রশমিত হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণমুখ রস।—রসসিন্দুর, তাম্র, স্বর্ণ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক, মণ্ডুর ও স্বর্ণমাক্ষিক, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ; একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত ১ একদিনকাল মর্দ্দন করিয়া, এবং মষাবদ্ধ করিয়া প্রবল-অগ্নিতে

পাক করিবে। পকেশেষে চূর্ণ করিয়া, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, এই ঔষধ ১ একমাসকাল সেবন করিলে, অসাধ্য অর্শঃও প্রশমিত হয়।

অর্শঃকুঠার রস।—পারদ ১ একপল, গন্ধক ২ দুইপল, লৌহ, তাম্র, দন্তীমূল, ত্রিকটু ও বন্য ওল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, বংশলোচন, সোহাগার খই, যবক্ষার ও সৈন্ধব-লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, এবং মনসাসীজের আঠা /১ একসের, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র বত্রিশপল (/৪ চারিসের), গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। ২ দুইমাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

চক্রাখ্য-রস।—রসসিন্দূর, অভ্র, বৈক্রান্ত, তাম্র ও কাঁসা প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান গন্ধক, একত্র ১ একদিন ভেলার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্ববিধ অর্শোরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

চঞ্চৎকুঠার রস।—পারদ, গন্ধক ও লৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ; ত্রিকটু, দন্তীমূল ও কুড়, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ; ঈশলাঙ্গলা ৬ ছয়ভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ ও সোহাগার খই—প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচভাগ; গোমূত্র ও সীজের আঠা,—প্রত্যেকটী ৩২ বত্রিশভাগ; একত্র এইসমস্ত দ্রব্য মৃদু অগ্নিজালে পাক করিবে এবং পিণ্ডাকার হইলে নামাইয়া লইবে। ২ দুইমাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনকালে দিবা নিদ্রাদি অত্যাচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

শিলাগন্ধক-বটক।—সমপরিমিত মনঃশিলা ও গন্ধকের চূর্ণ ৭ সাত দিন ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবিত করিবে, এবং শুষ্ক হইলে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দিত করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয় এবং বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অষ্টাঙ্গ রস।—পারদ, গন্ধক, মণ্ডুর, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতামূল ও ভৃঙ্গরাজ, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র শিমুলমূল ও গুলঞ্চের রসের সহিত ৩ তিন প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া, ৪ চারিমাষা পরিমাণে ইহার বটিকা প্রস্তুত করিবে। অবস্থানুসারে উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই ঔষধ সিকি বটী হইতে ১ এক বটী

পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে হয়। শাস্ত্রে এইরূপ মাত্রা নির্দ্দেশ থাকিলেও, বর্ত্তমান সময়ে ইহা অর্দ্ধ আনা বা ৩ তিনরতির অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা উচিত নহে। ইহাদ্বারা সকলপ্রকার অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

জাতীফলাদি বটী।—জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব, শুঁঠ, ধুতুরা-বীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগার খই, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া নেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চানন বটী।—রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, তাম্রভস্ম ও গন্ধক, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং শোধিত ভেলা ৫ পাঁচতোলা, একত্র ৮ আট-তোলাপরিমিত বন-ওলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একমাসা (ব্যবহার ২ রতি) পরিমাণে বটিকা করিবে। ঘৃতের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অর্শঃ এবং কুষ্ঠরোগের উপশম হয়।

নিত্যোদিত রস।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমান ভেলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ওলের ও মাণের রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে। পরে মাষকলায়ের ন্যায় বটিকা করিয়া, ঘৃত অনুপানের সহিত সকলপ্রকার অর্শোরোগে প্রয়োগ করিবে।

দন্ত্যরিষ্ট।—দন্তীমূল ৮ আটতোলা, চিতামূল ৮ আটতোলা, ও দশ-মূলের প্রত্যেকটী ৮ আটতোলা, একত্র কুট্টিত করিয়া, ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ পাক করিবে। পাককালে শিলাপিষ্ট হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ১২৷৷০ সাড়েবারসের পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া, কোন ঘৃত-ভাবিত পাত্রে মুখ রুদ্ধ করিয়া ১৫ পনের দিন রাখিবে। তৎপূর্ব্বে সেই পাত্রের মধ্যভাগে লোধ ও ধাইফুল বাঁটিয়া প্রলেপ দেওয়া আবশ্যক। ১৫ পনের দিনের পরে উদ্ধৃত করিয়া, ইহা ১ এককাঁচ্চা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, অর্শোরোগের উপশম হয়।

অভয়ারিষ্ট।—হরীতকী /১ এক সের, আমলকী /২ দুই সের, কপিত্থের শস্য ১০ দশ পল, রাখালশশা ৪ চারিতোলা এবং বিড়ঙ্গ, পিপুল, লোধ, মরিচ ও এলবালুকা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র

অরুচি, মূঢ়বাত, ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়। আহার্য্য ও পানীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়াও এই ঘৃত সেবন করা যায়।

পিপ্পল্যাদ্য তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৮ আটসের, এবং কল্কার্থ—পিপুল, যষ্টিমধু, বেলছাল, শুল্‌ফা, মদনফল, বচ, কুড়, শুঁঠ, পুষ্করমূল (কুড়), চিতামূল ও দেবদারু,—মিলিত /১ একসের, এবং জল ১৬ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসন (পিচকারী) প্রয়োগ করিলে, অর্শঃ, মূঢ়বায়ু, গুদভ্রংশ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, আনাহ, পিচ্ছিল-স্রাব, গুহ্য-দ্বারের শোথ, কুঁচকিস্থানের বেদনা, এবং কটী, পৃষ্ঠ ও উরুদেশের দুর্ব্বলতা বিনষ্ট হয়। অর্শোরোগে উদাবর্ত্ত, অত্যন্ত রুক্ষতা, বায়ুর প্রতিলোম ও শূল প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই তৈলের অনুবাসনপ্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কাশীশাদ্য তৈল।—তিলতৈল /১ একসের, কাঁজি /৪ চারিসের, কল্কার্থ—হীরাকস, দন্তীমূল, সৈন্ধব-লবণ, করবীরমূল ও চিতামূল, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী /০ এক ছটাক; যথাবিধি পাক করিয়া, প্রয়োগকালে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, মাংসাঙ্কুর বিনষ্ট হইয়া যায়।

বৃহৎ কাশীশাদ্য তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কল্কার্থ হীরাকস, সৈন্ধব, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈষলাঙ্গলা, পাথরকুচি, করবীরমূল, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, এই কয়েকটী দ্রব্য মিলিত /১ একসের, এবং গোমূত্র ১৬ ষোলসের, একত্র যথাবিধানে পাক করিবে। এই তৈল মাংসাঙ্কুরে মর্দ্দন করিলে, অঙ্কুরসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়; অর্থাৎ ক্ষার-প্রয়োগের ন্যায় ইহাদ্বারা অঙ্কুরগুলি খসিয়া পড়ে, অথচ অর্শের বলিতে ক্ষতাদি কোন দোষ উপস্থিত হয় না।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ।

বড়বানল চূর্ণ।—সৈন্ধব-লবণ ১ একভাগ, পিপুলমূল ২ দুই ভাগ, পিপুল ৩ তিনভাগ, চই ৪ চারিভাগ, চিতামূল ৫ পাঁচভাগ, শুঁঠ ৬ ছয়ভাগ, ও হরীতকী ৭ সাতভাগ, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অগ্নির দীপ্তি হয়। মাত্রা—/০ এক আনা হইতে ।০ চারি আনা পর্য্যন্ত। অনুপান—উষ্ণজল।

সৈন্ধবাদি-চূর্ণ।—সৈন্ধব-লবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অগ্নির অতিশয় দীপ্তি হয়। ইহাদ্বারা নূতন তণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃতপক্ক মৎস্য পর্য্যন্ত অতি গুরুপাক দ্রব্যও ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

সৈন্ধবাদ্য চূর্ণ।—সৈন্ধব, চিতামূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, শুঁঠ, চই, যমানী, মৌরী ও বচ, এই দ্বাদশটী দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ২১ একুশদিন নেবুর রসের ভাবনা দিবে। ২ দুইমাষা পরিমাণে এই চূর্ণ, উষ্ণজল, সৈন্ধবযুক্ত তক্র, দধির মাত বা কাঁজির সহিত সেবন করিলে, সত্বঃ অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বষ্টক-চূর্ণ।—ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা ও হিঙ্গু, এই কয়েকটী দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে। ভোজনের প্রথম-গ্রাসে ঘৃতাক্ত-অন্নের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ইহা সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং বায়ুজনিত বিকারসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্বল্প-অগ্নিমুখ-চূর্ণ।—হিঙ্গু ১ একভাগ, বচ ২ দুইভাগ, পিপুল ৩ তিন-ভাগ, শুঁঠ ৪ চারিভাগ, যমানী ৫ পাঁচভাগ, হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, চিতামূল ৭ সাত ভাগ ও কুড় ৮ আটভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। দধি, মস্তু, সুরা, কিংবা উষ্ণজলের সহিত উপযুক্তপরিমাণে ইহা সেবন করিলে, উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা, উদর, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, শ্লেষ্ম-বিকৃতি, বিষদোষ, ক্ষয়, কাস ও বায়ুর বিকার প্রশমিত হয়।

বৃহৎ অগ্নিমুখ-চূর্ণ।—যবক্ষার, সাচীক্ষার, চিতামূল, আকনাদী, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট-এলাইচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, মহাদা, গজপিপ্পলী, ছোট-কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস (থৈকল), তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, বীজতাড়ক, হবুষা, সোঁদালের মজ্জা, তিলগাছের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, সজিনামূলের ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশের ক্ষার, এবং উত্তপ্ত মণ্ডুর ৭ সাতবার গোমূত্রে ভিজাইয়া সেই মণ্ডুর—এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ৩ তিনদিন টাবানেবুর রসের, ৩ তিনদিন কাঁজির, এবং ৩ তিনদিন আদার রসের ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। এই লবণ ২ দুইতোলা মাত্রায় সমুদায় অন্ন-ব্যঞ্জনাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতের সহিত সেই অন্ন ভোজন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, গুল্ম, অষ্ঠীলা, অর্শঃ, উদর ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। এই ঔষধের ২ দুইতোলা মাত্রা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে ইহা অপেক্ষা অল্পমাত্রাতেই এই চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভাস্কর-লবণ।—পিপুল, পিপুলমূল, ধ’নে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব-লবণ, বিট্‌লবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যেকটী ২ দুইপল, সচল-লবণ ৫ পাঁচপল, মরিচ, জীরা ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকটী এক এক পল, দারুচিনি ও বড়-এলাইচ প্রত্যেকটী ৪ চারিতোলা, করকচ-লবণ ৮ আটপল, দাড়িমফলের ছাল ৪ চারিপল, এবং অম্লবেতস ২ দুইপল,—এইসকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় দধির মাত, সুরা, তক্র ও কাঞ্জিকাদির সহিত সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মা, বাতগুল্ম, বাতশূল, প্লীহা, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, আমদোষ, হৃদ্রোগ, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, উদর ও পাণ্ডুরোগাদি নানাবিধ পীড়া বিনষ্ট হয় এবং অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

অগ্নিমুখ-লবণ।—চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল ও কুড়,—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান সৈন্ধব লবণ, একত্র সীজবৃক্ষের আঠার সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে শূন্যগর্ভ সীজের ডালের মধ্যে সেই ঔষধ পূরিয়া, উপরে মৃৎপাত্রদ্বারা লেপ দিবে, এবং ঘুঁটের আগুনে তাহা পোড়াইবে। উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে, তুলিয়া লইয়া তাহার চূর্ণ করিবে। ইহা

৫ পাঁচরতি মাত্রায়, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়; এবং প্লীহা, গুল্ম ও অষ্ঠীলা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

লবঙ্গাদি-মোদক।—লবঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগকেশর, তগরপাদুকা, এলাইচ, জায়ফল, বংশলোচন, কট্‌ফল, তেজপত্র, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কক্কোল, অগুরু, বেণার মূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রী, মুতা, জটামাংসী, যবতণ্ডুল, ধ'নে ও শুলফা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান লবঙ্গচূর্ণ, এবং সমুদায়ের দ্বিগুণ চিনি, যথাবিধানে পাক করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অরুচি ও গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

সুকুমার মোদক।—পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, অভ্র, হরীতকী, আমলকী, চিতামূল, গুলঞ্চ ও কট্‌কী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ৬ ছয়তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ১৬ ষোলতোলা ও চিনি ২৪ চব্বিশতোলা একত্র মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মোদক করিবে। ইহা সেবন করিলে, বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগ প্রশমিত হয়।

ত্রিবৃতাদি-মোদক।—তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিপুলমূল ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, গুলঞ্চের চিনি ৫ পাঁচপল, শুঁঠচূর্ণ ৫ পাঁচপল ও গুড় ৩০ ত্রিশপল, একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ক্রমশঃ ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত।

মুস্তকারিষ্ট।—মুতা ২৫ পঁচিশসের, জল ২৫৬ দুই শত ছাপান্নসের—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের; এই কাথ ছাঁকিয়া, তাহাতে ৩৭॥০ সাড়ে সাঁইত্রিশসের গুড়, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, এবং যমানী, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, চিতামূল ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল মিশ্রিত করিয়া, এক মাস আবৃতপাত্রে রাখিবে। পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

শার্দ্দূলকাঞ্জিক।—পিপুল, আদা, দেবদারু, চিতামূল, চই, বেলশুঁঠ, বনযমানী, হরীতকী, শুঁঠ, যমানী, ধ'নে, মরিচ, জীরা ও হিং, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির ৮ আটগুণ কাঁজি, এবং কাঁজির ৪ চারিগুণ জল, এইসমস্ত

দ্রব্যের মধ্যে হিং ও জীরা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য একত্র পাক করিয়া, জল নিঃশেষ হইলে, শ্বেত-সর্ষপের তৈলে একবার সম্তলন করিয়া লইবে, এবং হিং ও জীরার চূর্ণ ইহাতে প্রক্ষেপ দিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, অতিসার, পাণ্ডু, কামলা, আমদোষ, গুল্ম, বাতশূল, অর্শঃ ও শোথ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

অমৃত হরীতকী।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, হিং, যবক্ষার, সাচীক্ষার, কৃষ্ণজীরা ও যমানী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধভাগ তেউড়ীমূলচূর্ণ, এইসমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে চুকাপালঙ্গের রসের ভাবনা দিবে। তৎপরে ১০০ একশতটী হরীতকী, ঘোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, হরীতকী ভাঙ্গিয়া না যায়—এইরূপভাবে তাহার বীজগুলি বাহির করিবে, এবং সেই শূন্যগর্ভ হরীতকীর মধ্যে ঐ চূর্ণ পূরণ করিয়া রৌদ্রে অল্প শুষ্ক করিবে। এই হরীতকী প্রত্যহ একটী করিয়া সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, উদরাময়, গ্রহণী, গুল্ম, শূল, অর্শঃ, আমবাত ও আনাহ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

এইরূপ তক্রসিদ্ধ হরীতকীর মধ্যে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, যমানী, বনযমানী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, হিং ও লবঙ্গ,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা, চুকা পালং ও নেবু—প্রত্যেকের রসে ৩ তিনদিন করিয়া ভাবিত করিয়া পূরণ করিবে। একটী করিয়া এই হরীতকী সেবন করিলেও, অমৃত-হরীতকীর ন্যায় উপকার পাওয়া যায়।

ক্ষারগুড়।—বৃহৎ পঞ্চমূল, স্বল্পপঞ্চমূল, ত্রিফলা, আকন্দমূল, শতমূলী, দন্তীমূল, চিতামূল, হাপরমালী, রাস্না, আকনাদী, মনসাসীজ ও শঠী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাণে অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষার প্রস্তুত করিবে। পরে সেইসমস্ত ক্ষারচূর্ণ ৬৪ চৌষট্টিসের জলে গুলিয়া, সেই জল ২১ একুশবার ছাঁকিয়া লইবে, এবং অগ্নিতে পাক করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে। তৎপরে তাহার সহিত ১২৷৷০ সাড়েবারসের পুরাতন-গুড় মিশ্রিত করিয়া, পুনর্ব্বার মৃদু-অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, বিছুটী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৫ পাঁচপল, এবং হরীতকী, ত্রিকটু, সাচীক্ষার, চিতামূল, বচ, হিং ও থৈকল, ইহাদের প্রত্যেকের

চূর্ণ এক একপল পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হইবে। রোগীর বলানুসারে ।০ চারি আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এই গুড় সেবন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, প্লীহা, অর্শঃ, শোথ, গুল্ম, কুষ্ঠ, মেহ, এবং কণ্ঠমধ্যে ও বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ কফ বিনষ্ট হয়।

শ্রীরামবাণ রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, মরিচ ২ দুইতোলা এবং জায়ফল ৷৷০ অর্দ্ধতোলা, একত্র কাঁচা তেঁতুলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তাহার মাষকলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অগ্নির দীপ্তি এবং সংগ্রহ-গ্রহণী ও আমবাত রোগের উপশম হয়।

বড়বানল রস।—২ দুইতোলা শোধিত পারদ ও ২ দুইতোলা শোধিত গন্ধকের একত্র কজ্জলী করিবে, এবং পিপুল, পঞ্চলবণ, মরিচ, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী পারদের সমান পরিমাণে লইয়া, একত্র চূর্ণ করিবে ও তাহাতে নিসিন্দাপত্রের রসের একদিন ভাবনা দিবে; তৎপরে ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিয়া, উপযুক্ত অনুপানসহ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

হুতাশন-রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার খই ১ একভাগ, বিষ ৩ তিনভাগ, ও মরিচ ৮ আটভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র নেবুর রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস। শূল, অরুচি, গুল্ম, বিসূচিকা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, শিরঃপীড়া এবং সন্নিপাতদোষ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রযোজ্য।

বৃহৎ হুতাশন রস।—মিঠাবিষ ১ একভাগ, সোহাগার খই ২ দুইভাগ ও মরিচ ১২ বারভাগ, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, উপযুক্তপরিমাণে বটিকা করিবে। এই বটিকা অগ্নিমান্দ্য ও কফের শান্তিকারক।

অগ্নিতুণ্ডী বটী।—পারদ, গন্ধক, বিষ, যমানী, ত্রিফলা, সাচীক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধব-লবণ, জীরা, সচল-লবণ, বিড়ঙ্গ, কর্কচ-লবণ ও সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমান কুঁচিলা, এই সমুদায় একত্র গোঁড়ানেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, মরিচ-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা অগ্নিমান্দ্য রোগ নষ্ট হয়।

পানীয়ভক্ত গুড়িকা।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ½ অর্দ্ধভাগ, এবং বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অভ্রভস্ম—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, একত্র কাঁজির সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অমৃতবটী।—মিঠাবিষ ২ দুইতোলা, কড়িভস্ম ৫ পাঁচতোলা, এবং মরিচ ৯ নয়তোলা, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্য এবং কফ ও পিত্তের উপশমকারক।

অমৃতকল্প বটী।—সমভাগ পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহার সহিত কজ্জলীর অর্দ্ধভাগ মিঠাবিষ ও সোহাগার খই মিশ্রিত করিবে, এবং তাহাতে ভৃঙ্গরাজের রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া, মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। ইহার দুইটী বটিকা উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, শূল ও ধাতুক্ষয়ের উপশম হয়।

অগ্নিকুমার রস।—শোধিত পারদ, গন্ধক ও সোহাগার খই,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ; মিঠাবিষ; কাড়ভস্ম ও শঙ্খভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনভাগ, এবং মরিচের চূর্ণ ৮ আটভাগ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র পাকা-জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ৪ চারিরতি-পরিমাণে ইহার বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অজীর্ণ, বিসূচিকা, গ্রহণী ও বায়ুরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, সোহাগার খই ২ দুইভাগ, এবং ত্রিফলা, যবক্ষার, ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে আদার রসের ৭ সাত বার ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ✓০ এক আনা হইতে ✓০ দুই আনা পর্য্যন্ত মাত্রায়, আদার রসের সহিত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, গ্রহণী, অর্শঃ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

পাশুপত রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, লৌহভস্ম ৩ তিনভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান মিঠাবিষ, একত্র এইসমস্ত দ্রব্য চিতামূলের ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সহিত ধুতুরাবীজের ভস্ম ৩২ বত্রিশ ভাগ, ত্রিকটু মিলিত ৩ তিনভাগ, লবঙ্গ ১ একভাগ, বড় এলাইচ ১ একভাগ; জায়ফল, জয়িত্রী, পঞ্চলবণ, সীজের ক্ষার, আকন্দের ক্ষার, এরণ্ডের ক্ষার,

তেঁতুলছালের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার ও অশ্বত্থছালের ক্ষার,—এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী অর্দ্ধভাগ, এবং হরীতকী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, হিং, জীরা ও সোহাগার খই—ইহাদের প্রত্যেকটীর এক একভাগ মিশ্রিত করিবে; অতঃপর পুনর্ব্বার জামীরের রসের সহিত তাহা মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। ভোজনান্তে ইহার এক একটী বটী সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য ও বিসূচিকা (ভেদ-বমন) নিবারিত হয়। অনুপানভেদে ইহা বিবিধ রোগ নাশ করে; যথা উদরাময়ে তালমূলীর রস, অতিসারে মোচরস, গ্রহণীরোগে তক্র ও সৈন্ধব-লবণ, শূলরোগে পিপুল, শুঁঠ ও সচল-লবণ; অর্শোরোগে তক্র; রাজ-যক্ষ্মায় পিপুল; বায়ুরোগে শুঁঠ ও সচল-লবণ; পিত্তদুষ্টিতে ধনের জল ও চিনি, এবং কফ-বিকার মধু ও পিপুলচূর্ণ ইহার অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ভক্তবিপাক-বটী। – স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, মুতা, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিং, কটকী, সৈন্ধব-লবণ, বনযমানী; জায়ফল ও যবক্ষার, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, একত্রিত এইসমস্ত দ্রব্যে আদার রসের, নিসিন্দার রসের, হুড়হুড়ের রসের ও তুলসীর রসের এক একবার ভাবনা দিবে, এবং মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য, মলবোধ, অজীর্ণ, শূল, অর্শঃ, শোথ, উদর ও জ্বর প্রভৃতি পীড়ার উপশম, এবং অত্যন্ত ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পঞ্চামৃতবটী। — পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, একত্র আমরুলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, পুনর্ব্বার তাহাতে জয়ন্তীপাতার ও নিসিন্দাপাতার রসের ভাবনা দিবে, এবং ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে ইহার ৩।৪ তিন চারিটী বটী পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যায়। অনুপান শীতল জল। এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্যনাশক।

অগ্নিরস। — মরিচ, মুতা, বচ ও কুড়, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ এক এক-ভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান মিঠাবিষ; একত্র আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, মুগের ন্যায় ইহার বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে সকলপ্রকার অজীর্ণরোগ নিবারিত হয়।

জ্বালানল-রস।—পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পিপুল, পিপুল-মূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান সিদ্ধিচূর্ণ, এবং সিদ্ধির অর্দ্ধভাগ সজিনার ছাল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে সিদ্ধি, সজিনার ছাল, চিতামূল ও ভীমরাজের রসের ৩ তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে, লঘুপুটে পাক করিয়া, সাতবার তাহাতে আদার রসের ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইবে। উপযুক্ত পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ উদরাময় বিনষ্ট হয়। ইহা পরিপাচক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

লবঙ্গাদি বটী।—লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগার খই প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, তাহাতে আপাং ও চিতামূলের কাথের ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, অজীর্ণ বিনষ্ট হয়। প্রভূত মাংসভোজনের পরে এই ঔষধ সেবন করিলে, তাহাও ইহাদ্বারা শীঘ্র জীর্ণ হইয়া যায়।

বৃহল্লবঙ্গাদি বটী।—লবঙ্গ, জায়ফল, ধ'নে, কুড়, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বড়-এলাইচ, দারুচিনি, সোহাগার খই, কড়িভস্ম, মুতা, বচ, বনযমানী, বিট্-লবণ, সৈন্ধব লবণ ও লৌহভস্ম, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, এবং পারদ, গন্ধক ও অভ্র—এই তিনটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী অর্দ্ধভাগ পরিমাণে লইয়া, পাণের রসের সহিত তৎসমুদায় একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ দুইরতি-পরিমাণে তাহার বটিকা করিবে। এই ঔষধ গরমজলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আমদোষ, গ্রহণীদোষ, অম্লপিত্ত, শূল, জ্বর, এবং বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত বিবিধ বিকার প্রশমিত হয়।

ক্ষুধাসাগর-রস।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চ-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, পারদ ও গন্ধক, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী এক একভাগ ও বিষ ২ দুইভাগ, জলসহ একত্র মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুসহ মাড়িয়া, ও ৫ পাঁচটী লবঙ্গের চূর্ণ মিশাইয়া এই ঔষধ সেব্য। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ, আমবাত, গ্রহণী, গুল্ম, অম্লপিত্ত ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

টঙ্গনাদি বটী।—সোহাগার খই, শুঁঠ, পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; একত্র মান্দারের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, চণকপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্যনাশক।

বৃহৎ শঙ্খবটী ও মহাশঙ্খবটী।—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুল-ছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিং, মিঠাবিষ, পারদ ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে আপাং ও চিতামূলের ক্বাথ, নেবুর রস, এবং অম্লবর্গ অর্থাৎ জামীর, ছোলঙ্গ-নেবু, টাবা-নেবু, চুকো-পালং, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ, এই ৮ আটটী অম্লপদার্থের রসের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ অম্লরস না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ এইসকল অম্লদ্রব্যের ভাবনা দিতে হইবে। পরে ২ দুইরতি-পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহার নাম বৃহৎ শঙ্খবটী। ইহার সহিত এক এক-ভাগ লৌহভস্ম ও বঙ্গভস্ম মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মহাশঙ্খবটী কহে। এই ঔষধ সর্ব্ববিধ অজীর্ণনাশক। আকণ্ঠ ভোজনের পরে, ইহার এক বটী সেবন করিলে, শীঘ্র তাহা জীর্ণ হয়; অধিকন্তু ইহাদ্বারা জ্বর, পাণ্ডু, গুল্ম, শূল, অর্শঃ, শোথ, মেহ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, এবং বায়ু পিত্ত-কফের নানাবিধ বিকৃতি প্রশমিত হয়। ইহার ফল বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

শঙ্খবটী।—পারদ ৩ তিনতোলা, গন্ধক ৩ তিনতোলা, এবং বিষ ৬ ছয়তোলা, এইসকল দ্রব্যের সমান মরিচ, মরিচের সমান শঙ্খভস্ম, এবং শুঁঠ, সাচীক্ষার, হিঙ্গু, পিপুল, সজিনা, সৌবর্চ্চল-লবণ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব-লবণ ও পাঙ্গা-লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশতোলা, এইসকল দ্রব্যে কাগজী-নেবুর রসের ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়, এবং অগ্নিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় শঙ্খবটী।—তেঁতুল ছালের ক্ষার ১ একপল, পঞ্চলবণ মিলিত ১ এক-পল, শঙ্খভস্ম ১ একপল (শঙ্খ পোড়াইয়া তাহা তপ্ত থাকিতে থাকিতে নেবুর রসে ফেলিবে এবং চূণের মত হইলে শুকাইয়া লইবে), হিং ও ত্রিকটু,—মিলিত ১ একপল, এবং পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেকটী ৷৷॰ অর্দ্ধতোলা,—এই-সমস্ত দ্রব্যে অম্লরস না হওয়া পর্য্যন্ত, বারংবার নেবুর রসের ভাবনা দিবে; পরে দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং আমদোষ, কাস, শ্বাস ও ক্ষয়রোগের উপশমকারক।

তৃতীয় শঙ্খবটী।—পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু ও মিঠাবিষ—প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, এবং তেঁতুল-ছালের ভস্ম ৪ চারি-ভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে অম্লরস না হওয়া পর্য্যন্ত, বারংবার নেবুর রসের ভাবনা

দিবে। পরে তাহার সহিত লৌহ, বঙ্গ ও ঘৃতভর্জ্জিত হিং, ইহাদের প্রত্যেকটী এক একভাগ মিশ্রিত করিয়া, একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, শূল, উদর, ক্রিমি, আমদোষ, কাস, শ্বাস, ক্ষয় এবং বাতব্যাধি প্রভৃতির নিবারণ হয়।

মহাশঙ্খবটী।—পিপুলমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঁঠ, বিষ, বনযমানী, গুলঞ্চ, হিং ও তেঁতুলের ক্ষার, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং শঙ্খভস্ম ২ দুইতোলা,—এইসমুদায় দ্রব্যে অম্লবর্গের অর্থাৎ জামীর, টাবা, ছোলঙ্গ-নেবু, চুকা-পালঙ্গ, আমরুল, তেঁতুল, কুল, ও করঞ্জের রসের ভাবনা দিয়া, কুলআঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। অম্লদাড়িমের রস, তক্র, দধির মাত, সুরা, কাঁজি, অথবা উষ্ণজলের সহিত ইহা সেবনীয়। ইহাদ্বারা অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এবং অর্শঃ, গ্রহণী, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, ভগন্দর, অশ্মরী, কাস, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

দ্বিতীয়প্রকার মহাশঙ্খবটী।—পঞ্চলবণ, হিং, শঙ্খভস্ম, তেঁতুলছালের ক্ষার, ত্রিকটু, পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এই সমস্ত দ্রব্যে আপাঙ্গের ও চিতামূলের কাথের এবং পূর্ব্বোক্ত অম্লবর্গের ও নেবুর রসের ভাবনা দিয়া ঔষধে অম্লরস উৎপাদন করিবে। ২ দুইরতি-পরিমাণে ইহার বটিকা করিয়া সেবন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

জাতীফলাদি বটী।—জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব-লবণ (কেহ কেহ সিন্ধুশব্দে নিসিন্দা অর্থ ধরিয়া, সৈন্ধবের পরিবর্ত্তে নিসিন্দা-পত্র ব্যবহার করেন), মিঠাবিষ, শুঁঠ, ধুতুরাবীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগার খই, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে এবং ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্যনিবারক।

প্রদীপন রস।—পারদ, গন্ধক ও প্রদীপন বিষ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং চুল্লিকা-লবণ ১ একতোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

ভাস্কর রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সোহাগার খই ও জীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, অভ্রভস্ম, ও লৌহভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকটী দুই দুইভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লবঙ্গচূর্ণ, এই সমস্ত দ্রব্যে ৭ সাতদিন পর্য্যন্ত জামীরের রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-পরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ পাণের সহিত চিবাইয়া খাইলে, শীঘ্র অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এবং অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা ও শূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

চিন্তামণি রস। পারদ, গন্ধক, তাম্রভস্ম, অভ্র, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও দন্তীবীজ, সমপরিমিত এইসমস্ত দ্রব্যে বারংবার ঘল্‌ঘসিয়ার রসের ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ অবস্থানুসারে ১ একরতি হইতে ৩ তিনরতি পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা অজীর্ণ, আমবাত, জ্বর, ও শূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মহোদধি।—মিঠাবিষ ১ একভাগ, রসসিন্দূর ১ একভাগ, জায়ফল ২ দুইভাগ, সোহাগার খই ২ দুইভাগ, পিপুল ৩ তিনভাগ, শুঁঠ ৬ ছয়ভাগ, কড়িভস্ম ৬ ছয়ভাগ, এবং লবঙ্গ ৫ পাঁচভাগ,—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে নষ্ট অগ্নির পুনরুদ্দীপ্তি হইয়া থাকে।

বৃহৎ মহোদধি।—লবঙ্গ, চিতামূল, শুঁঠ, জায়ফল, সোহাগার খই ও বীজতাড়ক,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে ১৪ চৌদ্দ বার দন্তীমূলের ক্বাথের, ৩ তিনবার নেবুর রসের ও ৫ পাঁচবার বীজ-তাড়কের রসের ভাবনা দিবে। তৎপরে পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে, এবং পুনর্ব্বার আদার রসের ও চিতামূলের ক্বাথের এক একবার ভাবনা দিয়া, মুগের মত বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে ক্ষুধা তৃষ্ণার বৃদ্ধি এবং অজীর্ণজ্বরের উপশম হয়।

ক্রব্যাদি রস।—পারদ ১ একপল, গন্ধক ২ দুইপল, এবং লৌহ ও তাম্র—প্রত্যেক অর্দ্ধপল (৪ চারিতোলা) একত্র এইসমস্ত দ্রব্য মৃদু-অগ্নি-তাপে লৌহপাত্রে গলাইবে, এবং এরণ্ডপত্রে ঢালিয়া, এরণ্ডপত্রাচ্ছাদিত মৃৎ-গোলকের চাপ দিয়া, যথানিয়মে তাহার পর্প্পটী প্রস্তুত করিবে। পরে সেই

পর্প্পটী লৌহপাত্রে করিয়া মৃদু-অগ্নিজ্বালে পাক করিবে, এবং জামীরের রস ১২॥০ সাড়েবারসের অল্পে অল্পে তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। রস নিঃশেষ হইলে, তাহাতে পঞ্চকোলের ক্বাথ ৫০ পঞ্চাশপল (৴৬৷ সওয়া ছয়-সের) এবং ৫০ পঞ্চাশপল অম্লবেতসের ক্বাথের ভাবনা দিয়া, সোহাগার খই ৪ চারিপল, বিট্‌লবণ ২ দুইপল, ও মরিচ ১০ দশপল তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ছোলার পাতার রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, ২ দুই-রতি মাত্রায় অথবা উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা মাংস পিষ্টকাদি অতিশয় গুরুপাক ভুক্তপদার্থও দুই প্রহরমধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়। গুল্ম, প্লীহা, শূল, উদর, অতিসার, গ্রহণী, আমদোষ, এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার যাবতীয় বিকৃতিতে এই ঔষধ যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে।

বিজয় রস।—পারদ, গন্ধক, সীসাভস্ম (কেহ কেহ সীসকভস্মের পরিবর্ত্তে মুতা ব্যবহার করেন), সোহাগার খই, সাচীক্ষার ও যবক্ষার, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১ একপল, এবং দশমূল, সিদ্ধি ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল পরিমাণে লইয়া, তাহাতে সিদ্ধির রস, চিতামূলের ক্বাথ, ভৃঙ্গরাজের রস, ও সজিনামূলের রস, এই ৪ চারিটী দ্রব্যের প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে, এবং শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। এক-প্রহর কাল পাকের পরে তাহা উদ্ধৃত করিবে, এবং আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, উপযুক্ত-পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—পাণের রস। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারী।

রস-রাক্ষস।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, ত্রিকটু, ও সচল-লবণ, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র একদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, বালুকা-যন্ত্রে ১ একপ্রহর কাল তাহা পাক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত রক্ত-পুনর্নবার ক্ষার ১ একভাগ মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ছোলঙ্গ নেবুর রসের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি বা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, অজীর্ণরোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলা লৌহ।—ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিনি, পিপুল ও অপামার্গের বীজ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, ক্ষীণাগ্নি নিবারিত হয়।

বীরভদ্রাভ্র।—সহস্রপুটিত অভ্র ৪ চারিতোলা লইয়া, তাহাতে ৩ তিন মাস চিতাঁমূলের ক্বাথের ভাবনা দিতে হইবে; তৎপরে পুনর্ব্বার আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ পাণ বা আদার কুচির সহিত সেবন করিলে প্রচুর ভোজনও শীঘ্র পরিপাক পায়, এবং অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, অম্লপিত্ত, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, শূল, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, শ্বাস, কাস, বমি, আমবাত, জ্বর, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, কোষবৃদ্ধি, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, এবং দাহ ও শীত প্রভৃতির উপশম হয়।

বিশ্বোদ্দীপকাভ্র।—চই, চিতামূল, নিসিন্দা, ধুতুরার পাতা, বেলপাতা, আদা, পিপুলমূল, মৌরী, কদম্ব ও আকন্দমূল, ইহাদের এক এক পল যথাসম্ভব রস বা ক্বাথের সহিত অভ্রভস্ম ১ একপল মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত ২ দুইতোলা সোহাগার খই মিশ্রিত করিবে, এবং একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। পালিধার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, শূল, অর্শঃ, গুল্ম, অলসক, প্লীহা, যকৃৎ, অরুচি, আমবাত, জ্বর, কাস, শ্বাস, দাহ, তৃষ্ণা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও নেত্ররোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক, এবং মেধা, কান্তি, শুক্র ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক।

মস্তুষট্‌পলক-ঘৃত।—কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১ একপল, এবং দধির মাত ১৬ ষোলসের পরিমাণে লইয়া, তাহাদের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য ও কফজ গুল্মের শান্তি হইয়া থাকে।

স্বল্প অগ্নিঘৃত।—পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, হিঙ্গু, চই, যমানী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও হবুষা, ইহাদের প্রত্যেকের উত্তমরূপে কুট্টিত কল্ক ৪ চারিতোলা, কাঁজি /৪ চারিসের, শুক্র /৪ চারিসের, আদার রস /৪ চারিসের, দধি /৪ চারিসের, এবং ঘৃত /৪ চারিসের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত মন্দাগ্নি-ব্যক্তির উপকারী। অর্শঃ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, অপচী, কাস, গ্রহণী, শোথ, মেদঃ, ভগন্দর, এবং বস্তিগত ও কুক্ষিগত রোগসমূহে এই ঘৃতদ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

বৃহৎ অগ্নিঘৃত।—৫০০ পাঁচশতটী ভেলা, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে। সেই ক্বাথ ১৬ ষোলসের, দধির

মাত, কাঁজি, শুক্ত, আদার রস ও শজিনামুলের রস,—প্রত্যেক ⁄৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ ত্রিকটু, পিপুলমুল, চিতামুল, গজপিপ্পলী, হিং, চই, যমানী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও হবুষ ইহাদের প্রত্যেকটী ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাদের সহিত ⁄৪ চারিসের ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, গ্রহণী, মূঢ়বাত, কফ, বাতজ-গুল্ম, পাণ্ডু, শোথ, কাস, শ্বাস, শ্লীপদ ও জলোদর রোগ নিবারিত হয়।

বিসূচিকা।

অহিফেনাসব।—মহুয়া-ফুলের মদ্য ১২॥০ সাড়েবারসের, তাহাতে অহিফেন ৪ চারিপল, এবং মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও বড়-এলাইচ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া, একটী আবৃত পাত্রে একমাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, উগ্র অতিসার ও প্রবল বিসূচিকা রোগ নিবারিত হয়।

মৃতসঞ্জীবন রস।—মুতা ১ একতোলা, এবং পিপুল, হিঙ্গু, ও কর্পূর—প্রত্যেক ৷৷০ অর্দ্ধতোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বিসূচিকায় ও প্রবল-অতিসারে ইহা বিশেষ উপকারক।

কর্পূর-রস।—হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কর্পূর, এইসকল দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। কেহ কেহ ইহাতে ১ একতোলা সোহাগার খই মিশ্রিত করেন। জ্বরাতিসার, অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা প্রয়োজ্য।

ক্রিমিরোগ।

—o—

পারসীয়াদি-চূর্ণ।—খোরাসানী-যমানী, মুতা, পিপুলমূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধুর সহিত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, ক্রিমি, বমি, অতিসার, জ্বর ও কাস প্রশমিত হয়।

মুস্তকাদি কষায়।—মুতা, ইন্দুরকাণী, ত্রিফলা, দেবদারু ও সজিনার বীজ, ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ১ একমাষা ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ একমাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সকলপ্রকার ক্রিমি ও ক্রিমিজ রোগ নষ্ট হয়।

পারিভদ্রাবলেহ।—পালিধা-মান্দারের রস /৪ চারিসের, চিনি /১ একসের, ঘৃত /১ একসের, এবং হরিদ্রাচূর্ণ /১ একসের, এইসমস্ত দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত সময়ে চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বাসকমূল, পলাশবীজ, ত্রিকটু, হেউড়ামূল, দন্তীমূল, রেণুক, নিমছাল ও সোমরাজী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ ১ একতোলা মাত্রায় সেবন করিয়া, কিঞ্চিৎ গরম জল অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা বিংশতিপ্রকার ক্রিমি এবং সর্ব্ববিধ দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, দদ্রু, চর্ম্মদল, শীতপিত্ত, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, কামলা, গুল্ম, শোথ ও অজীর্ণ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়। ইহা বলকর, পুষ্টিজনক, এবং বলি-পলিতনাশক। অনেকে এই ঔষধকে "হরিদ্রাখণ্ড" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ক্রিমিকালানল রস।—বিড়ঙ্গ ২ দুইপল, মিঠাবিষ ১ একপল, লৌহভস্ম ৪ চারিতোলা, পারদ ২ দুইতোলা ও গন্ধক ২ দুইতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে, এবং ১৬ ষোলরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া, ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। এই ঔষধ ধনে ও জীরার ক্বাথসহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার ক্রিমি, গ্রহণী, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, গুল্ম, ও প্লীহরোগ বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিবিনাশ-রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ৭ সাতবার আদার রসের ভাবনা দিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ত্রিফলার জলের সহিত এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সকল-প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

কীটারি রস।—পারদ, গন্ধক, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা ও পলাশ-বীজ, সমুদায় সমভাগ, এই কয়েকটী দ্রব্য যোনালতার রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, পরে ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মুদ্গপর্ণীর রস ও চিনির সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, উদরস্থ ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

কীটমর্দ্দ রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, বনযমানী ৩ তিনভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ চারিভাগ, বিষমুষ্টি (কুঁচিলা) ৫ পাঁচভাগ ও বামুনহাটী ৬ ছয় ভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় মধু ও মুতার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রিমিরোগারি রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহভস্ম, মরিচ, মিঠাবিষ, ধাই-ফুল, ত্রিফলা, শুঁঠ, রসাঞ্জন, ত্রিকটু, আকনাদী, বালা ও বেলছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং মুতা ২ দুইভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ভৃঙ্গরাজ রসের ভাবনা দিয়া, কড়িপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ ক্রিমি বিনাশ পাইয়া থাকে।

ক্রিমিমুদ্গর-রস।—পারদ ১ একতোলা, গন্ধক ২ দুইতোলা, বন-যমানী ৩ তিনতোলা, বিড়ঙ্গ ৪ চারিতোলা, কুঁচিলা ৫ পাঁচতোলা এবং পলাশবীজ ৬ ছয়তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—১ এক মাষা হইতে ৪ চারি মাষা। মধুর সহিত এই ঔষধ সেবনের পরে মুতার ক্বাথ পান করিবে; ইহা সেবন করিলে, ৩ তিনদিবসের মধ্যেই ক্রিমি এবং ক্রিমিজনিত উপদ্রবসকল নিবারিত হয়।

ক্রিমিঘ্ন-রস।—বিড়ঙ্গ, কিংশুক, পলাশবীজ, নিমবীজ, এইসকল দ্রব্য একত্র ইন্দুরকাণীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, সেই মর্দ্দিত পদার্থের ৬ ছয়-কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারাও ক্রিমিনাশ হয়।

বিড়ঙ্গ-রস।—পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ ও বঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম, এবং সমুদায় দ্রব্যের সমপরিমিত বিড়ঙ্গ, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ক্রিমিনাশক।

ক্রিমিঘাতিনী বটিকা।—পারদ ১ একতোলা, গন্ধক ২ দুইতোলা, বনযমানী ৩ তিনতোলা, বিড়ঙ্গ ৪ চারিতোলা, বামুনহাটীর বীজ ৫ পাঁচতোলা ও কেঁউ ৬ ছয়তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে, মুস্তা অথবা ইন্দুরকাণীর ক্বাথ চিনির সহিত পান করা আবশ্যক। ইহাদ্বারা শীঘ্র ক্রিমি নষ্ট হয়।

ত্রিফলাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীমূল, বচ ও কমলাগুঁড়ী মিলিত ⁄১ একসের, যথাবিধানে পাক করিয়া, ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গবমদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গ-ঘৃত।—হরীতকী ১৬ ষোলসের, বহেড়া ১৬ ষোলপল, আমলকী ১৬ ষোলপল, বিড়ঙ্গ ১৬ ষোলপল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ—মিলিত ১৬ ষোলপল, দশমূল—মিলিত ১৬ ষোল পল, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ⁄৮ আটসের; ঘৃত ⁄৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ সৈন্ধব লবণ ⁄২ দুইসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত তাহার চতুর্থাংশ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গতৈল।—সর্ষপ-তৈল ⁄৪ চারিসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও মনঃশিলা—মিলিত ⁄১ একসের; একত্র পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, সমুদায় উকুন নষ্ট হইয়া যায়।

ধুস্তূর-তৈল।—সর্ষপ-তৈল ⁄৪ চারিসের, ধুতূরাপাতার রস ১৬ ষোলসের ও কল্কার্থ ধুতূরাপত্র ⁄১ একসের, একত্র পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনেও সমস্ত উকুন মরিয়া যায়।

পাণ্ডু ও কামলা।

ফলত্রিকাদি কষায়।-- ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরাতা ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পাণ্ডু ও কামলারোগ প্রশমিত হয়।

বাসাদি-কষায়।—বাসকমূল, গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরাতা ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও কফজ রোগসকল বিনষ্ট হয়।

যোগরাজ।—ত্রিফলা মিলিত ৩ তিনভাগ, ত্রিকটু মিলিত ৩ তিনভাগ, চিতামূল ১ একভাগ, বিড়ঙ্গ ১ একভাগ, শিলাজতু, রৌপ্যমাক্ষিক, স্বর্ণমাক্ষিক, ও লৌহভস্ম,—প্রত্যেক ৫ পাঁচভাগ, এবং চিনি ৮ আটভাগ, এইসমস্ত চূর্ণদ্রব্য মধুদ্বারা আপ্লুত করিয়া অর্থাৎ অধিক পরিমিত মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, লৌহপাত্রে রাখিয়া দিবে। রোগীর অগ্নিবলানুসারে ৵০ দুই আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি, অজীর্ণ, মেহ, অর্শঃ, অপস্মার, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, এবং বিষদোষ প্রশমিত হয়। ইহা সেবনকালে কুলত্থ, কাকমাচী ও কপোতমাংস ভোজন নিষিদ্ধ।

নিশালৌহ। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা ও কট্‌কী-চূর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম, একত্রে মিশ্রিত করিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত উপযুক্তপরিমাণে লেহন করিলে, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি বহুবিধ রোগের উপশম হয়।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।---বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু--প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম, একত্র পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৭ সাতদিন সেবন করিলে, পাণ্ডু, হলীমক ও শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

দার্ব্ব্যাদি লৌহ।---দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও লৌহভস্ম এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, পাণ্ডু ও কামলারোগ নিবারিত হয়।

নবায়স লৌহ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ ও চিতামূল, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১ একভাগ ও লৌহ ৯ নয়ভাগ, ইহাদের চূর্ণ জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। ইহা মধু ও ঘৃতের সহিত ২ দুইরতি মাত্রায় সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও কুষ্ঠরোগের উপশম হয়।

ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ।—মণ্ডূর ১ একপল, চিনি ১ একপল, এবং কান্ত-লৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, মুতা ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেকটী এক এক তোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র ১ একপল গব্যঘৃত ও ১ একপল মধুর সহিত লৌহখলে লৌহদণ্ডদ্বারা ৬ ছয়দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে; এবং দিবসে রৌদ্রে ও রাত্রিতে শিশিরে রাখিবে। মৃৎপাত্রেও ইহা প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার মাত্রা ১ একমাষা। ভোজন-কালে, প্রথমগ্রাসের সহিত একবার, মধ্যে একবার এবং শেষগ্রাসের সহিত আর একবার ইহা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। আহারের সহিত সেবনে বিশেষ কষ্ট অথবা ভোজনে অপ্রবৃত্তি হইলে, কুলত্থাদির রস বা দুগ্ধাদি অনুপানের সহিত প্রাতঃকালে ইহা সেবনের ব্যবস্থা করা যায়।

ধাত্রীলৌহ।—আমলকী, বহেড়া, লৌহভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, মধু ও চিনি এইসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, কামলা ও হলীমক বিনষ্ট হয়।

অষ্টাদশাঙ্গ-লৌহ।—চিরাতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, পটোলপত্র, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, নিম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং চূর্ণ সমষ্টির সমান লৌহ; ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে পাণ্ডু, হলীমক, শোথ ও গ্রহণীরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়। অনুপান—তক্র।

পাণ্ডুপঞ্চানন রস।—লৌহ, অভ্র ও তাম্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা; ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, চই, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মাণমূল, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, দেবদারু, বচ, মুতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-

তোলা; সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডূর ও মণ্ডূরের ৮ আটগুণ গোমূত্র লইয়া, প্রথমে গোমূত্রসহ মণ্ডূর পাক করিবে; এবং পাক সিদ্ধ হইলে, তাহাতে লৌহ প্রভৃতি দ্রব্যসকল প্রক্ষেপ দিতে হইবে। উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে ইহা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে, পাণ্ডু, হলীমক, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

লঘ্বানন্দ রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, মরিচ ৮ আটভাগ ও সোহাগার খই ৪ চারিভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ভৃঙ্গরাজ-রসের ও অম্লদাড়িমের রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি-পরিমাণে পাণের সহিত চর্ব্বণ করিলে, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, জ্বর, গ্রহণী এবং বাতশ্লেষ্মজনিত রোগসমূহ প্রশমিত হয়। গ্রন্থান্তরে ইহা "আনন্দোদয়" নামে পরিচিত।

কামেশ্বর রস।—পারদ ১ একপল, গন্ধক ১ একপল, হরীতকী ৪ চারিতোলা ও চিতামূল ৪ চারিতোলা; মুতা, বড়-এলাইচ ও তেজপত্র—প্রত্যেক ১॥০ দেড়পল; ত্রিকটু, পিপুলমূল ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক ১ একপল; নাগকেশর ২ দুইতোলা, এরণ্ডমূল ১ একপল, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান পুরাতন-গুড়; একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ঘৃতকুমারীর রসের ভাবনা দিবে; পরে তাহার সহিত অল্প ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, কুল-আঁটী প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। রাত্রিকালে এই বটিকা সেবন করিতে হয়। ইহা পাণ্ডুরোগনিবারক।

বিড়ঙ্গাদ্য লৌহ।—বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, দেবদারু, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম, সমুদায়ের ৮ আটগুণ গোমূত্র, একত্র যথাবিধি পাক করিতে হইবে। রোগীর অগ্নিবলানুসারে ৵০ দুই আনা বা।০ চারি আনা মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

সম্মোহ লৌহ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, লৌহ ও অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া, বটিকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবলানুসারে উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, কৃমি, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, হৃদ্রোগ ও ভগন্দর প্রভৃতির উপশম হয়, এবং বল-বর্ণাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ত্রৈলোক্যসুন্দর রস।—পারদ ১ একভাগ, অভ্র ৬ ছয়ভাগ, লৌহ ৮ আটভাগ, এবং গন্ধক, ত্রিফলা, মোচরস, তালমূলী ও গুলঞ্চের চিনি প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচভাগ; সমুদায় একত্রিত করিয়া, তাহাতে ১০ দশদিনে ২০ কুড়িবার ত্রিফলার ক্বাথের ভাবনা দিবে। তৎপরে সজিনামূল ও চিতামূল—ইহাদের প্রত্যেকের রসের ৮ আটবার করিয়া ভাবনা দিবে, এবং ৪ চারিমাষা পরিমাণে গুড়িকা করিবে। অগ্নিবলানুসারে মধু ও চিনির সহিত উপযুক্ত-মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, এতদ্দ্বারা পাণ্ডু, শোথ, ক্ষয়, জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য একপল; শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম ও সোহাগার খই—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং গোক্ষুরবীজের চূর্ণ ১ একপল,—এইসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া, পটোল-পত্র, ক্ষেৎপাপড়া, বামুনহাটী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুল্‌ফা, গুলঞ্চ, ভানকুনী, বাসক, কাকমাচী, রাখালশশা, শ্বেতপুনর্নবা, কেশুরে, শালিঞ্চশাক ও ঘলঘসে, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ চারিতোলা রসদ্বারা তপ্তখলে ভাবনা দিবে। তৎপরে ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, অবস্থানুসারে উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, আনাহ, উদর, শোথ, শূল, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, আমবাত ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতির উপশম হয়। ইহার সাধারণ অনুপান—ছাগদুগ্ধ। রোগবিশেষে গুলঞ্চ, বাসক ও ত্রিফলার ক্বাথ এবং সুরামণ্ড, মুগের যূষ ও জল প্রভৃতি পদার্থ অনুপানার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রাণবল্লভ রস।—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, কুঙ্কুম, লৌহ, তাম্র, কড়ি-ভস্ম, তুঁতে, হিং, ত্রিফলা, সীজের মূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খই ও তেউড়ীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; একত্র ছাগদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ৪ চারিরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—জল অথবা মধু। ইহাদ্বারা পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, শোথ, শূল, শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর, সংগ্রহ-গ্রহণী, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি এবং দূষিতজলজনিত বিকারসমূহ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধে তাম্রের পরিবর্ত্তে সোহাগার খই, এবং সোহাগার পরিবর্ত্তে দন্তীমূল ব্যবহারের উপদেশ রসেন্দ্রসারসংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণ্ডুসূদন রস। —পারদ, গন্ধক, তাম্র, জায়ফল ও গুগ্‌গুলু—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া, গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, পাণ্ডু শোথ নিবারিত হয়। ইহা সেবনকালে শীতলজল ও অম্লদ্রব্য পানাহারে ব্যবহার করিবে না।

পুনর্নবাদি মণ্ডূর।—শোধিত মণ্ডূর ৫ পাঁচপল, পাকার্থ গোমূত্র /৫ পাঁচসের, এবং আসন্নপাকে—পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব, কটুকী, পিপুলমূল ও মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা—চারিমাষা পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, উদর, অর্শঃ, গুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ প্রশমিত হয়।

বজ্রবটক মণ্ডূর।—শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৬ ছয়পল, ইহার ৮ আটগুণ অর্থাৎ /৬ ছয়সের গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া, ঘনীভূত হইলে, পঞ্চকোল, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের ২ দুইতোলা পরিমিত চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ ঘোলের সহিত উপযুক্ত-মাত্রায় সেবন করিয়া, অন্নাদির সহিতও ঘোল খাইতে হইবে। পাণ্ডু, প্লীহা, উদর, গ্রহণী, অর্শঃ, ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, উরুস্তম্ভ ও কণ্ঠরোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডূর।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তাম্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, ধ'নে ও চই, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক একভাগ, চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক মণ্ডূরচূর্ণ (বৃদ্ধবৈদ্যগণ চূর্ণসমষ্টির সমান মণ্ডূর ব্যবহার করিয়া থাকেন, মণ্ডূরের ৪ চারিগুণ গোমূত্র, এবং মণ্ডূরের ৮ আটগুণ পুনর্নবার কাথ লইয়া, প্রথমতঃ গোমূত্র ও পুনর্নবার কাথের সহিত মণ্ডূর পাক করিবে, এবং উপযুক্ত ঘন হইলে, অন্যান্য সমুদায় চূর্ণদ্রব্য তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ১ একপল (৮ আট তোলা) মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ কুলেখাড়ার রসের সহিত উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, গ্রহণী, জীর্ণজ্বর, যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, শ্বাস, কাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিমান্দ্যনাশক, এবং কান্তি-পুষ্টিজনক।

ত্র্যূষণাদি মণ্ডুর।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল ও দেবদারু,—ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ দুইপল, চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর, এবং মণ্ডুরের ৮ আটগুণ গোমূত্র লইয়া, প্রথমতঃ গোমূত্রের সহিত মণ্ডুর পাক করিবে, এবং ঘনীভূত হইলে চূর্ণ-সমূহ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত-মাত্রায় ইহা ঘোলের সহিত সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, প্লীহা, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, কুষ্ঠ, উরুস্তম্ভ ও কফবিকার বিনষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ত্র্যূষণাদি মণ্ডুর।— মণ্ডুর, ত্রিকটু, চিতামূল, ত্রিফলা, দারু-হরিদ্রা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ ও মুতা, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, প্রথমতঃ ৮ আটগুণ গোমূত্রের সহিত মণ্ডুর পাক করিয়া, পাকশেষে তাহাতে ত্রিকটু প্রভৃতির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। প্রাতঃকালে এই ঔষধ সেবনের পরে ঔষধ জীর্ণ হইলে, অন্নাদির সহিত ঘোল পান করিবে। ইহাদ্বারাও পূর্ব্বোক্ত সমস্ত উপকার পাওয়া যায়।

আমলক্যবলেহ।—আমলকীর রস ৬৪ চৌষট্টিসের ও চিনি /৬৹ সওয়া ছয়সের, একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। পাককালে পিপুলচূর্ণ /২ দুইসের, যষ্টিমধুচূর্ণ ২ দুইপল, পেষিত দ্রাক্ষা /২ দুইসের, শুঁঠচূর্ণ ২ দুইপল ও বংশলোচন ২ দুইপল, তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। উপযুক্ত ঘন হইলে নামাইবে, এবং শীতল হইলে তাহার সহিত /২ দুইসের মধু মিশ্রিত করিবে। অগ্নিবলানুসারে ৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ লেহন করিলে, পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক রোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্র্যরিষ্ট।—২০০০ দুই সহস্রটী আমলকী থেঁতো করিয়া, তাহার রস গ্রহণ করিবে, এবং সেই রসের সহিত তাহার ৮ আটভাগ মধু, /৬৷৹ সওয়া ছয়সের চিনি ও /৷৹ একপোয়া পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতভাবিত কলসে মুখ বন্ধ করিয়া, ১৫ পনের দিবস রাখিয়া দিবে। তৎপরে ছাঁকিয়া, উপযুক্ত-মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, কাস, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি, বিষম-জ্বর, হৃদ্রোগ ও বাতরক্ত প্রভৃতি নিবারিত হয়।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ /১৬ ষোলসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কল্কার্থ মূর্ব্বামূল, কট্‌কী, হরিদ্রা, দুরালভা, পিপুল, রক্ত-

চন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, বলাডুমুর, ইন্দ্রযব, চিরাতা, পটোলপত্র, মুতা, দারুহরিদ্রা, এইকয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা। যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডু, জ্বর, শোথ, অর্শঃ, রক্তপিত্ত ও বিস্ফোট প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

দ্রাক্ষাঘৃত।—পুরাতন-ঘৃত ⁄৪ চারিসের, কল্কার্থ দ্রাক্ষা ⁄১ একসের, ও পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, উদর, জ্বর ও মেহরোগ প্রশমিত হয়।

হরিদ্রাদ্যঘৃত।—মাহিষঘৃত ⁄৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কল্কার্থ হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু— মিলিত ⁄১ একসের, যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ৷৹ অর্দ্ধতোলা। এই ঘৃত পান করিলে, কামলারোগ নষ্ট হয়।

ব্যোষাদ্যঘৃত।—ত্রিকটু, বেলছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লৌহচূর্ণ, আকনাদী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটি ও বামুনহাটী, এইসমুদায় কল্কদ্রব্য মিলিত ⁄১ একসের, ঘৃত ⁄৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের ও পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে, মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাতৈল।—তিলতৈল ⁄৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—শ্বেতপুনর্নবা ১২৷৹ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধ'নে, কট্‌ফল, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবার মূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, নাগেশ্বর,—প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধানে পাক করিবে। এই তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

রক্তপিত্ত।

হ্রীবেরাদি ক্বাথ।—বালা, নীলোৎপল, ধ'নে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ী, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, রক্তপিত্ত শীঘ্র প্রশমিত হয়, এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

অটরূষকাদি ক্বাথ।—বাসকমূলের ছাল, কিসমিস্ ও হরীতকী, ইহাদের কাথ, চিনি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস, ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

ধান্যকাদি হিম।—ধ'নে, আমলকী, বাসকছাল, কিসমিস্ ও ক্ষেৎ-পাপড়া, ইহাদের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, রক্তপিত্ত, শোষ, জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

উশীরাদি চূর্ণ।—বেণামূল, তগরপাদুকা, শুঁঠ, কঙ্কোল, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমূল, পিপুল, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন ও তেজপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ সর্ব্বসমষ্টির সমান কৃষ্ণ-অগুরুচূর্ণ এবং সমুদায়ের ৮ আটগুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, রক্তবমন, সন্তাপ ও দাহ নিবারিত হয়।

এলাদিগুড়িকা।—বড় এলাইচ ১ একতোলা, তেজপত্র ১ এক-তোলা, দারুচিনি ১ একতোলা, পিপুল ৪ চারিতোলা; এবং চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ড-খেজুর ও কিসমিস্,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা, এই সমুদায় দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ২ দুইতোলা প্রমাণ গুড়িকা করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, রক্তবমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপশমিত হয়।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড।—বস্ত্রনিষ্পীড়িত ও রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শোষিত পুরাতন-কুষ্মাণ্ড-শস্য ১০০ একশত পল (সাড়েবারসের), ৴৪ চারিসের ঘৃতে ভাজিয়া মধুবর্ণ হইলে, সেই কুষ্মাণ্ড-শস্য, এবং কুষ্মাণ্ড-জল ১৬ ষোলসের ও চিনি ১২৷৷০ সাড়েবার সের একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যসমূহের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল

হইলে, তাহার সহিত ৴২ দুইসের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপদ্রব্য যথা—পিপুল, শুঁঠ ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল, এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধ'নে, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা। মাত্রা—১ একতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত। অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ছাগদুগ্ধাদির সহিত ইহা সেবন করিলে, রক্তপিত্তাদি রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বৃষ্য, পুষ্টিকর, বলপ্রদ ও স্বরদোষনিবারক। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত ও ক্ষয় প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ।—২৫ পঁচিশসের জলে ১২॥৹ সাড়েবার সের পুরাতন-কুষ্মাণ্ডের শাঁস সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধাংশ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত ১৬ ষোলসের কুষ্মাণ্ড-জলের পরিবর্ত্তে এই জলদ্বারা কুষ্মাণ্ডখণ্ড পাক করিলে, তাহা "খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ।—১২॥৹ সাড়েবার সের পুরাতন-কুষ্মাণ্ডের শাঁস, ৴৪ চারিসের গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে সেই কুষ্মাণ্ডশস্য, এবং গোদুগ্ধ ১২॥৹ সাড়েবার সের, চিনি ১৮৸৹ পৌনে উনিশসের, নারিকেল ৴॥৹ অর্দ্ধসের, পিয়ালফলের মজ্জা ২ দুই পল ও তিখুরী ১ এক পল, একত্র মৃদু অগ্নি-জ্বালে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে, অগ্নিজ্বাল হইতে নামাইয়া, তাহাতে শুল্‌ফাচূর্ণ ২ দুই তোলা; যবক্ষার, যমানী, গোক্ষুর-বীজ, কুলেখাড়ার বীজ, হরীতকী, আলকুশীর বীজ ও দারুচিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা; ধ'নে, পিপুল, মুতা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শঠী, জায়ফল, লবঙ্গ, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেৎপাপড়া,—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ আটতোলা; রক্তচন্দন, শুঁঠ, আমলকী ও কেশুর,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশ তোলা, এবং বেণামূল, সোমরাজী ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে; এবং তৎসমুদায় আলোড়িত করিয়া মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে তাহার সহিত ৴২ দুই সের মধু মিশাইয়া লইবে। অগ্নিবলানুসারে উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, রক্তার্শঃ রক্তপ্রদর, পাণ্ডু, কামলা, অরুচি, বমি, দাহ, তৃষ্ণা, শীতপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, উপদংশ, ও বিসর্প প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

বাসাখণ্ড।—বাসকমূলের ছাল ১২॥০ সাড়েবার সের, ৮ আটগুণ অর্থাৎ ২॥০ আড়াই মণ জলের সহিত পাক করিয়া, ২৫ পঁচিশসের জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথের সহিত চিনি ১২॥০ সাড়েবার সের ও হরীতকীচূর্ণ ৮ আট সের মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। পাকশেষে তাহাতে পিপুলের চূর্ণ ২ দুই পল, এবং বড়-এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের এক এক পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ⁄১ এক সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস ও রাজযক্ষ্মা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড।—বাসক মূলের ছাল ৬৪ চৌষট্টি পল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; এবং কুষ্মাণ্ডশস্য ৫০ পঞ্চাশ পল, ⁄৪ চারি সের ঘৃতে ভাজিয়া লইবে; পরে ১০০ একশত পল চিনি, এবং পূর্ব্বোক্ত বাসকের ক্বাথ ও কুষ্মাণ্ড-শস্য, এই তিনটী দ্রব্য একত্র পাক করিয়া, উপযুক্তসময়ে মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা; এলবালুক, শুঁঠ, ধ'নে ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং ৪ চারিপল পিপুল নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ⁄১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধতোলা। ইহা সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়।

অর্কেশ্বর-রস।—জারিত তাম্র, বঙ্গ, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ২১ একুশবার গুলঞ্চের রসের ভাবনা দিয়া, ২১ একুশবার পুটপাক করিবে; অর্থাৎ এক একবার ভাবনার পরে এক একবার পুটপাক করিতে হইবে। তৎপরে ইহা বাসক ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসের সহিত ৪ চারিরতি পরিমাণে সেবন করিলে, সুদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

রসামৃত রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, এবং স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস্‌, মউলফুল, ধ'নে, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল, নিমপাতা ও যষ্টিমধু, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী এক একভাগ, উপযুক্তপরিমিত মধু ও চিনির সহিত মর্দ্দন করিবে। অগ্নিবল অনুসারে উপযুক্ত

হইলে, তাহার সহিত /২ দুইসের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপদ্রব্য যথা—পিপুল, শুঁঠ ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল, এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধ'নে, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা। মাত্রা—১ একতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত। অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ছাগদুগ্ধাদির সহিত ইহা সেবন করিলে, রক্তপিত্তাদি রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বৃষ্য, পুষ্টিকর, বলপ্রদ ও স্বরদোষনিবারক। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত ও ক্ষয় প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ।—২৫ পঁচিশসের জলে ১২॥০ সাড়েবার সের পুরাতন-কুষ্মাণ্ডের শাঁস সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধাংশ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত ১৬ ষোলসের কুষ্মাণ্ড-জলের পরিবর্ত্তে এই জলদ্বারা কুষ্মাণ্ডখণ্ড পাক করিলে, তাহা "খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ।—১২॥০ সাড়েবার সের পুরাতন-কুষ্মাণ্ডের শাঁস, /৪ চারিসের গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে সেই কুষ্মাণ্ডশস্য, এবং গোদুগ্ধ ১২॥০ সাড়েবার সের, চিনি ১৮৷৷০ পৌনে উনিশসের, নারিকেল /॥০ অর্দ্ধসের, পিয়ালফলের মজ্জা ২ দুই পল ও তিখুরী ১ এক পল, একত্র মৃদু অগ্নি-জ্বালে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে, অগ্নিজ্বাল হইতে নামাইয়া, তাহাতে শুলফাচূর্ণ ২ দুই তোলা; যবক্ষার, যমানী, গোক্ষুর-বীজ, কুলেখাড়ার বীজ, হরীতকী, আলকুশীর বীজ ও দারুচিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা; ধ'নে, পিপুল, মুতা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শঠী, জায়ফল, লবঙ্গ, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেৎপাপড়া,—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ আটতোলা; রক্তচন্দন, শুঁঠ, আমলকী ও কেশুর,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশ তোলা, এবং বেণামূল, সোমরাজী ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে; এবং তৎসমুদায় আলোড়িত করিয়া মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে তাহার সহিত /২ দুই সের মধু মিশাইয়া লইবে। অগ্নিবলানুসারে উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, রক্তার্শঃ রক্তপ্রদর, পাণ্ডু, কামলা, অরুচি, বমি, দাহ, তৃষ্ণা, শীতপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, উপদংশ, ও বিসর্প প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

বাসাখণ্ড।—বাসকমূলের ছাল ১২৷৷০ সাড়েবার সের, ৮ আটগুণ অর্থাৎ ২৷৷০ আড়াই মণ জলের সহিত পাক করিয়া, ২৫ পঁচিশসের জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথের সহিত চিনি ১২৷৷০ সাড়েবার সের ও হরীতকীচূর্ণ ৮ আট সের মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। পাকশেষে তাহাতে পিপুলের চূর্ণ ২ দুই পল, এবং বড়-এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের এক এক পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ৴১ এক সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস ও রাজযক্ষ্মা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড।—বাসক মূলের ছাল ৬৪ চৌষট্টি পল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; এবং কুষ্মাণ্ডশস্য ৫০ পঞ্চাশ পল, ৴৪ চারি সের ঘৃতে ভাজিয়া লইবে; পরে ১০০ একশত পল চিনি, এবং পূর্ব্বোক্ত বাসকের ক্বাথ ও কুষ্মাণ্ড-শস্য, এই তিনটী দ্রব্য একত্র পাক করিয়া, উপযুক্তসময়ে মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা; এলবালুক, শুঁঠ, ধ'নে ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং ৪ চারিপল পিপুল নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ৴১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা। ইহা সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়।

অর্কেশ্বর-রস।—জারিত তাম্র, বঙ্গ, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ২১ একুশবার গুলঞ্চের রসের ভাবনা দিয়া, ২১ একুশবার পুটপাক করিবে; অর্থাৎ এক একবার ভাবনার পরে এক একবার পুটপাক করিতে হইবে। তৎপরে ইহা বাসক ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসের সহিত ৪ চারিরতি পরিমাণে সেবন করিলে, সুদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

রসামৃত রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, এবং স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস্, মউলফুল, ধ'নে, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল, নিমপাতা ও যষ্টিমধু, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী এক একভাগ, উপযুক্তপরিমিত মধু ও চিনির সহিত মর্দ্দন করিবে। অগ্নিবল অনুসারে উপযুক্ত

মাত্রায়, ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্তবিকৃতি ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

সুধানিধি রস।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহভস্ম, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র ত্রিফলার কাথের সহিত মর্দ্দন করিবে। শুষ্ক হইলে মূষামধ্যস্থ করিয়া, ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। ১ একরতি মাত্রায় এই ঔষধ ত্রিফলার কাথের সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্তের শান্তি হইয়া থাকে। ইহা সেবন কালে, লৌহপাত্রে গোদুগ্ধ পাক করিয়া, সেই উষ্ণ দুগ্ধ রাত্রিকালে পান করা আবশ্যক।

রক্তপিত্তান্তক রস।—জারিত অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রসতালক ও গন্ধক, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও গুলঞ্চের রসের সহিত ১ এক দিবস মর্দ্দন করিয়া,—১ এক মাষা পরিমাণে সেই মর্দ্দিত পদার্থ, চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়। (পারা, গন্ধক, হরিতাল ও দারমুজ-বিষ একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৪ চারিপ্রহর পাক করিলে, যে পীতাভ পদার্থ জন্মে, তাহাকে রসতালক কহে।)

কপর্দ্দক-রস।—শোধিত পারদ অথবা রসসিন্দুর, কার্পাসফুলের রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পূরণ করিবে, এবং সেই কড়ি মূষামধ্যস্থ করিয়া, ভাণ্ডমধ্যে পাক করিবে। পাকশেষে সেই কড়ি বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে, এবং তাহার সহিত দ্বিগুণপরিমিত মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। একরতি মাত্রায় এই ঔষধ ঘৃতের সহিত অথবা যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

খণ্ডকাদ্যলৌহ।—শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলার ত্বক্, বামুনহাটী ও কুড়, প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ৵৮ আট সের। এই কাথের সহিত মনঃশিলা অথবা স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত জারিত কান্তলৌহ ১২ বারপল, চিনি ১৬ ষোলপল ও ঘৃত ১৬ ষোলপল মিলিত করিয়া, তাম্রপাত্রে গুড়পাক-বিধানানুসারে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, বংশলোচন, শিলাজতু, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এবং ত্রিফলা, ধ'নে, তেজপত্র, মরিচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা

পরিমাণে তাহাতে মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে /২ দুইসের মধু তাহার সহিত মিশাইয়া লইতে হইবে। ৵০ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় দুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে, দুর্নিবার রক্তবমন, রক্তস্রাব এবং অম্লপিত্ত, শূল, বাতরক্ত, প্রমেহ, শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয়, কাস ও বমি প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, প্রীতিকারক এবং চক্ষুর হিতকর।

সমশর্করলৌহ।—লৌহভস্ম ১ একভাগ, গোদুগ্ধ ৪ চারিভাগ, গব্যঘৃত ২ দুইভাগ ও চিনি ১ একভাগ, একত্র যথাবিধি তাম্রপাত্রে পাক করিয়া, উপযুক্ত সময়ে তাহাতে বিড়ঙ্গচূর্ণ ¼ সিকি ভাগ প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে একভাগ মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয় প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা কান্তিকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক। সহ্যানুসারে ক্রমশঃ এই ঔষধের মাত্রা-বৃদ্ধি প্রয়োজনীয়।

শর্করাদ্য লৌহ।—চিনি, কৃষ্ণতিল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ (চিতামূল, মুতা ও বিড়ঙ্গ), প্রত্যেক সমভাগ এবং সমুদায়ের সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তপরিমাণে সেবন করিলে, রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

শতমূল্যাদি লৌহ।—শতমূলী, চিনি, ধ'নে, নাগকেশর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ ও কৃষ্ণতিল,—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ এবং সর্ব্ব-সমষ্টির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও বমি প্রভৃতির উপশম হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তান্তক লৌহ।—আমলকী, পিপুল ও চিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহা রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্তের নিবারণকারক।

উশীরাসব।—বেণামূল, বালা, পদ্মমধু, গাম্ভারীছাল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, আকনাদী, চিরাতা, বটছাল, যজ্ঞডুমুর, শঠী, ক্ষেৎপাপড়া, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, জামছাল ও মোচরস, প্রত্যেক ১ একপল, দ্রাক্ষা ২০ কুড়িপল, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, চিনি ১২॥০ সাড়ে বার সের এবং মধু /৬।০ সওয়া ছয় সের, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ১২৮ একশত

আটাইশসের জলে ভিজাইবে এবং আবৃতপাত্রে ১ এক মাসকাল রাখিয়া, পরে সেই আসব ছাঁকিয়া লইবে। ভিজাইবার পাত্রটী প্রথমতঃ জটামাংসী ও মরিচের ধূপদ্বারা ধূপিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত মাত্রায় এই আসব সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, অর্শঃ, প্রমেহ, শোথ, কৃমি ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের উপশম হইয়া থাকে।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত।—/৪ চারিসের রক্তশালি-তণ্ডুল, ১৬ ষোলসের জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই জল ১৬ ষোলসের, ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ দূর্ব্বা, নীলশুঁদীফুলের কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণামূল, মুতা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা এবং /৪ চারিসের ছাগ-ঘৃত; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। রক্তবমনে এই ঘৃত পান এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার নস্যগ্রহণ, কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহাদ্বারা কর্ণপূরণ, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহাদ্বারা চক্ষুপূরণ, লিঙ্গদ্বার বা গুহ্যদ্বার হইতে রক্তস্রাবে ইহার পিচকারি ও লোমকূপ হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার অভ্যঙ্গ (গাত্রে মর্দ্দন) ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা উৎকৃষ্ট রক্তরোধক।

বাসাঘৃত।—বাসকের শাখা, পত্র ও মূল,—মিলিত /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ বাসকপুষ্প ৪ চারিপল এবং ঘৃত /৪ চারিসের যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, রক্তপিত্তরোগ উপশমিত হয়।

সপ্তপ্রস্থ ঘৃত।—শতমূলী, বালা, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষু ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের রস /৪ চারিসের ও ঘৃত /৪ চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে। পাকশেষে চতুর্থাংশ চিনি তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে ইহা সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও পিত্তশূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত বল, শুক্র ও ওজঃপদার্থের বৃদ্ধিকারক।

হ্রীবেরাদ্য তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, লাক্ষার কাথ ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, কল্কার্থ—বালা, বেণামূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুতা, শঠী, রক্তচন্দন, আকনাদী, ইন্দ্রযব, কুড়্চিছাল,

ত্রিফলা, শুঁঠ, বহেড়াছাল, আমের আঁটী ও জামের আঁটীর মজ্জা এবং রক্তোৎপলের মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দ্দন করিলে, ত্রিবিধ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও উরঃক্ষত রোগ প্রশমিত হয়; এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

রাজযক্ষ্মা।

লবঙ্গাদি-চূর্ণ।—লবঙ্গ, কক্কোল, বেণার মূল রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, নীলোৎপল, জীরা, ছোট-এলাচ, পিপুল, অগুরু, দারুচিনি, নাগেশ্বর, শুঁঠ, জটামাংসী, মুতা, অনন্তমূল, জায়ফল ও বংশলোচন, ইহাদেব প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ভাগ এবং চিনি ৮ আটভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, যক্ষ্মা, শ্বাস, কাস ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা রোচক, অগ্নিদীপক, তৃপ্তিকর, বলপ্রদ, শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্য-চূর্ণ।—কাঁকড়াশৃঙ্গী, অর্জ্জুনের ছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বংশলোচন, দারুচিনি, বড়-এলাইচ ও চিনি, এই সমুদায় দ্রব্য সমানভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে। ⁄০ এক আনা হইতে ।০ চারি আনা মাত্রায় এই ঔষধ মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, যক্ষ্মরোগ প্রশমিত হয়।

এলাদি-চূর্ণ।—বড়-এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, পিণ্ডখেজুর ২ দুইভাগ এবং দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিপুল ও চিনি প্রত্যেকটী ৪ চারিভাগ, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

ত্রিকট্বাদি চূর্ণ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, বড়-এলাচ, জায়ফল ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ এবং তৎসমুদায়ের সমান অর্থাৎ ৯ নয়ভাগ লৌহভস্ম,

একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধ আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, মেহ, পাণ্ডু, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, শোথ এবং গ্রহণী প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

অশ্বগন্ধাদ্য চূর্ণ।—অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, কুড় ও গোরক্ষচাকুলে, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ ব্যবহারকালে উষ্ণদুগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

স্বর্ণমাক্ষিকাদি চূর্ণ।—স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহভস্ম, শিলাজতু ও বিড়ঙ্গের চূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, এক আনা মাত্রায়, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, প্রবল যক্ষ্মারোগের উপশম হয়।

কর্পূরাদ্য চূর্ণ।—কর্পূর, দারুচিনি, কক্কোল, জায়ফল ও জয়িত্রী,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একভাগ, লবঙ্গ ২ দুইভাগ, জটামাংসী ৩ তিনভাগ, মরিচ ৪ চারিভাগ, পিপুল ৫ পাঁচভাগ, শুঁঠ ৬ ছয়ভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা ক্ষয়, কাস, শ্বাস, বক্ষোজ্বালা, স্বরভঙ্গ, পীনস, বমি ও কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়। ঔষধদ্বেষী ব্যক্তিগণকে ইহা অন্নপানের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

সিতোপলাদি লেহ।—দারুচিনি ১ একভাগ, বড়-এলাইচ ২ দুই-ভাগ, পিপুল ৪ চারিভাগ, বংশলোচন ৮ আটভাগ ও চিনি ১৬ ষোলভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা ঐ চূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, কর্ণশূল ও ক্ষয়াদি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা হস্ত-পদ-স্কন্ধ দাহে এবং উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে প্রশস্ত।

বৃহদ্বাসাবলেহ।—বাসকমূলের ছাল ১২॥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের,—শেষ ১৬ সের, এবং চিনি ১২॥০ সাড়েবার সের; একত্র যথা-বিধি পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, কট্‌ফল, মুতা, কুড়, জীরা, কমলাগুড়ী, পিপুল, চই, বংশলোচন, কট্‌কী, গজপিপ্পলী, তালীশপত্র ও ধ'নে প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত /১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা—

১ একতোলা। অনুপান—উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, কাস ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

দ্বিতীয় বৃহৎ বাসাবলেহ।—বাসকমূলের ছাল ১২৷৷০ সাড়েবারসের, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে। পরে সেই কাথে ১২৷৷০ সাড়েবারসের চিনি গুলিয়া, মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটু, এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি, কট্‌ফল, মুতা, কুড়, কমলাগুড়ী, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ি, পিপুলমূল, চই, কট্‌কী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধ'নে—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে ⁄১ একসের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অগ্নিবলানুসারে ৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা প্রয়োজ্য। ইহাদ্বারা রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, বক্ষোবেদনা, পার্শ্ববেদনা, জ্বর, বমি ও অরুচি প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

তৃতীয় বৃহৎ বাসাবলেহ।—বৃহতী ২৫ পঁচিশপল, কণ্টকারী ২৫ পঁচিশপল, বাসকমূলের ছাল ২৫ পঁচিশপল ও বামুনহাটী ২৫ পঁচিশপল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে। পরে সেই কাথের সহিত ২ দুইসের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, অভ্রভস্ম ১ একপল, পিপুলচূর্ণ ৪ চারিপল, এবং কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণমূল, লবঙ্গ, নাগকেশর, দারুচিনি, বামুনহাটী, বালা ও মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। পরে ⁄।০ এক পোয়া ঘৃত মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ⁄৷৷০ অর্দ্ধসের মধু মিশাইয়া লইবে। পূর্ব্ববৎ মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, পঞ্চবিধ কাস, ক্ষয়, জ্বর, প্লীহা, পার্শ্বশূল, বক্ষোবেদনা, অম্লপিত্ত ও বমি প্রভৃতি নিবারিত হয়। বালক বৃদ্ধ ও যুবা সকলের পক্ষেই এই অবলেহ সমান উপকারক।

চ্যবনপ্রাশ।—বেলছাল, গণিয়ারী ছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলামূল, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই-আমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুতা, পুনর্নবা, মেদা, ছোট এলাচ,

নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী ও কাকনাসা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, আল্‌গা পুঁটলীবদ্ধ গোটা আমলকী ৫০০ পাঁচশতটী অথবা /৭৮/০ সাতসের তের ছটাক, এই সমুদায় একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের থাকিতে সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে, এবং পুঁটলীবদ্ধ আমলকীগুলি খুলিয়া ও বীজ ফেলিয়া দিয়া, ৬ ছয়পল ঘৃত ও ৬ ছয়পল তিলতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ভাজিয়া, শিলাতে পেষণ করিয়া লইবে। পরে মিছরি ৫০ পঞ্চাশপল, উক্ত ক্বাথজল, এবং উল্লিখিত শিলাপিষ্ট আমলকী সমুদায় একত্র পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে, বংশলোচন ৪ চারিপল, পিপুল ২ দুই পল, দারুচিনি ২ দুইতোলা, তেজপত্র ২ দুইতোলা, এলাইচ ২ দুইতোলা ও নাগেশ্বর ২ দুইতোলা, এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া, নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে তাহার সহিত ৬ ছয়পল মধু মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত। অনু-পান—ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মরোগ ও শুক্রগত দোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয়, এবং অগ্নিবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বায়ুর অনুলোমতা, আয়ুর বৃদ্ধি, এমন কি, বৃদ্ধেরও যৌবনভাব উপস্থিত হয়। ইহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণব্যক্তির পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দ্রাক্ষারিষ্ট।—দ্রাক্ষা /৬।০ ছয়সের একপোয়া, পাকার্থ জল ১২৮ একশত আটাইশ সের, শেষ ৩২ বত্রিশসের,—এই ক্বাথে ২৫ পঁচিশসের গুড় গুলিয়া, তাহাতে দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক ১ একপল পরিমাণে নিক্ষেপ ও আলোড়ন করিয়া, মুখ বন্ধ করিয়া, একমাস ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে; পরে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। এই দ্রাক্ষারিষ্ট পান করিলে, উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস ও গলরোগ নিরাকৃত, বল বর্দ্ধিত, এবং মল বিশোধিত হয়।

বৃহৎ চন্দ্রামৃত।—পারদ ২ দুইতোলা, গন্ধক ২ দুইতোলা, অভ্র ৪ চারিতোলা, কর্পূর ৷৷০ অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণ ১ একতোলা, তাম্র ১ একতোলা, লৌহ ২ দুইতোলা, এবং বীজতাড়ক-বীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়া, বেড়েলামূল, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ ও শ্বেতধুনা—প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ অর্দ্ধতোলা; এইসকল দ্রব্য মধুসহ মর্দ্দন করিয়া,

৪ চারিরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ইহাদ্বারা ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

ক্ষয়কেশরী।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ,—এ সমস্ত দ্রব্য—প্রত্যেক ১ একতোলা, এবং লৌহ ৯ নয়তোলা, একত্র ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু ইহাদ্বারা ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ক্ষয়কেশরী।—রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, তাম্র, সীসা, কাঁসা, মণ্ডূর, বিমল, বঙ্গ, খর্পর, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খই, স্বর্ণমাক্ষিক, বৈক্রান্ত, কান্তলৌহ, স্বর্ণ, প্রবাল, মুক্তা, কড়িভস্ম, হিঙ্গুল, কান্তপাষাণ ও গন্ধক সমুদায় দ্রব্য সমভাগ; চিতামূলের ও আকন্দমূলের রসের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া, তিনদিন লঘুপুটে পাক করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার টাবানেবু, ত্রিফলা, চিতামূল, অম্লবেতস, ভীমরাজ, করবীর ও আদা, ইহাদের প্রত্যেকের রসের ৩ তিনবার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে, এবং এক একটী দ্রব্যের ভাবনার পরে এক একবার লঘুপুটে পাক করিবে। ১ একরতি কিংবা ২ দুইরতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, শূল, গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু, হলীমক, উদর, মেহ, অশ্মরী, শর্করা ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের নিবারণ হয়। মধু, আদার রস, চিনি, পিপুলচূর্ণ এবং সেই সেই রোগনাশক অন্যান্য দ্রব্য ইহার অনুপানার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে।

রজতাদি লৌহ।—রৌপ্যভস্ম ও অভ্রভস্ম প্রত্যেক ১ একভাগ, এবং ত্রিকটু ও ত্রিফলা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধ আনা মাত্রায় ঘৃতের সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে, যক্ষ্মা, কাস, পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, নেত্ররোগ ও পিত্তবিকৃতির উপশম হয়।

যক্ষ্মারি লৌহ।—স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী, প্রত্যেকের চূর্ণ একভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ॥০ অর্দ্ধ আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে, যক্ষ্মরোগের উপশম হয়।

যক্ষ্মান্তক লৌহ।—রাস্না, তালীশপত্র, কর্পূর, থুলকুড়ি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ,—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান

লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিবে। ॥० অর্দ্ধ আনা মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষয়কাস, কাস ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়; এবং বল, পুষ্টি ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই ঔষধে শিলাজতুর পরিবর্ত্তে কেহ কেহ মনঃশিলা ব্যবহার করেন। গ্রন্থান্তরে ইহা "রাস্নাদি-লৌহ" নামে পরিচিত।

শিলাজত্বাদি লৌহ।—শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু ও স্বর্ণমাক্ষিক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সমুদায়ের সমান লৌহভস্ম, একত্র মিশ্রিত করিয়া ৴০ এক আনা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়।

বিন্ধ্যবাসিযোগ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, শঙ্খমূলী, শ্বেতবেড়েলা ও পীত-বেড়েলা,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥० অর্দ্ধ আনা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা রাজযক্ষ্মা, উরঃক্ষত, কণ্ঠরোগ, অর্দ্দিত ও বাহুস্তম্ভ রোগের উপশম হয়।

কনকসুন্দর রস।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, তুঁতে, হরিতাল, সোহাগার খই ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, এবং স্বর্ণভস্ম ৪ চারিভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, আকনাদী, বাসকছাল, বকপুষ্প, ঈশলাঙ্গলা ও চিতামূল, ইহাদের যথাযোগ্য রসের বা কাথের এক একবার ভাবনা দিবে; এবং শুষ্ক হইলে, পুনর্ব্বার আদার রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইবে। ২ দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ মধু, ঘৃত, এবং ৴০ এক আনা পরিমিত পিপুলচূর্ণ বা মরিচচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা নিবারিত হয়। সন্নিপাত বিকারে আদার রসের সহিত, এবং গুল্ম ও শূলরোগে জায়ফল চূর্ণের সহিত ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ সেবনকালে হিং, লবণ, ঘোল, দধি ও বিদাহী (অম্লপাক) দ্রব্য কদাচ ভোজন করিতে দিবে না।

চূড়ামণি রস।—রসসিন্দুর ১ একতোলা, স্বর্ণভস্ম ॥० অর্দ্ধতোলা ও গন্ধক ১ একতোলা, এই তিনটী দ্রব্য চিতামূলের রস ও ঘৃতকুমারীর রসের সহিত এক এক প্রহর এবং ছাগদুগ্ধের সহিত তিনপ্রহর মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ॥० অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটী গোলক (ড্যালা) করিবে, এবং তাহা মূষামধ্যস্থ করিয়া, গজপুটে পাক করিবে। ২ দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিয়া, মধু ও চিনি-

মিশ্রিত ছাগদুগ্ধ অনুপান করিতে হয়। ইহাদ্বারা বাত-পিত্তজনিত ক্ষয়রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

মৃগাঙ্ক রস।—পারদ ১ একতোলা, স্বর্ণভস্ম ১ একতোলা, মুক্তাভস্ম ২ দুইতোলা, গন্ধক ২ দুইতোলা, এবং সোহাগা ২ দুইমাষা, এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিসহ পেষণ করিয়া গোলক করিবে এবং শুষ্ক হইলে তাহা মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া লবণযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা—৪ চারিরতি। ১০ দশটী মরিচ অথবা ১০ দশটী পিপুলের চূর্ণের সহিত মধু দিয়া মাড়িয়া, ইহা সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা যক্ষ্মরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকালে বেগুন, উচ্ছে, তৈল, এবং ক্রোধ ও স্ত্রীসম্পর্ক পরিত্যাজ্য।

মহামৃগাঙ্ক রস।—স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, রসসিন্দূর ২ দুইভাগ, মুক্তাভস্ম ৩ তিনভাগ, গন্ধক ৪ চারিভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ পাঁচভাগ, রৌপ্যভস্ম ৪ চারিভাগ, প্রবাল ৭ সাতভাগ ও সোহাগার খই ২ দুইভাগ, এই সমুদায় দ্রব্যে টাবানেবুর রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া গোলক করিবে এবং ঐ গোলক প্রখররৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, মূষামধ্যে পূরিয়া লবণযন্ত্রে ৪ চারিপ্রহর কাল পাক করিবে। শীতল হইলে, ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত সর্ব্বসমষ্টির $\frac{১}{৬৪}$ চৌষট্টি ভাগের একভাগ হীরকভস্ম, অভাবে সর্ব্বসমষ্টির $\frac{১}{১৬}$ ষোল ভাগের একভাগ বৈক্রান্তভস্ম মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। মাত্রা—২ দুইরতি। অনুপান—মরিচ ও ঘৃত, কিংবা পিপুলচূর্ণ মরিচচূর্ণ ও ঘৃত। ইহা সেবন করিলে, যক্ষ্মা, জ্বর, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন, মূর্চ্ছা, স্বরভেদ এবং কাসাদি নাসারোগ উপশমিত হয়।

রাজমৃগাঙ্ক রস।—রসসিন্দূর ৩ তিনভাগ, স্বর্ণ ১ একভাগ, তাম্র ১ একভাগ, মনঃশিলা ২ দুইভাগ, হরিতাল ২ দুইভাগ ও গন্ধক ২ দুইভাগ, এই-সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, বড় বড় কড়িব মধ্যে পূরিবে, এবং ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া, তদ্দারা সেই কড়ির মুখ রুদ্ধ করিয়া দিবে। পরে তাহা একটী মৃত্তিকাভাণ্ডে স্থাপিত করিয়া ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া লেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে, তাহা গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে কড়ির মধ্যস্থ ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা—২ দুইরতি। ঘৃত, মধু, এবং ১০ দশটী পিপুল বা ১৯ উনিশটী মরিচের চূর্ণের সহিত ইহা সেব্য। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

কাঞ্চনাভ্র রস। স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, রৌপ্য, হরীতকী, মৃগনাভি ও মনঃশিলা,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; জলের সহিত মাড়িয়া, ২ দুই রতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষানুসারে ইহার অনুপান ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে, ক্ষয়, প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া, বল বীর্য্য প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র রস।—স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুক, সমপরিমিত এইসমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া, তাহাতে ঘৃতকুমারীর রস, কেশুরিয়ার রস, ও ছাগদুগ্ধের ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে, তৎপরে তাহার ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষভেদানুসারে ইহার অনুপান ব্যবস্থা করিয়া, এই ঔষধ সেবন করাইলে, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, প্রমেহ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

রসেন্দ্রগুড়িকা।—জয়ন্তী ও আদার রসের সহিত ২ দুইতোলা শোধিত পারদ মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডবৎ করিবে, এবং তাহাতে কাণছিড়া ও কাকমাচির রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। তৎপরে ভৃঙ্গরাজ-রসদ্বারা ভাবিত গন্ধকচূর্ণ ১ একপল ঐ পারার সহিত মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত ২ দুইপল ছাগদুগ্ধ মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধকলায়ের ন্যায় গুড়িকা করিবে। অনুপান— ছাগদুগ্ধ, কিংবা বাসকপত্রের রস ও মধু। ভুক্ত অন্নের পরিপাক হইলে, ইহা সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে, ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎ রসেন্দ্র-গুড়িকা।—ঘৃতকুমারীর রস, ত্রিফলার চূর্ণ, চিতার রস, রাইসর্ষপের চূর্ণ, ঝুল, হরিদ্রাচূর্ণ, ইষ্টকচূর্ণ, বোম্বাপত্রের রস, আদার রস, এই সকলের সহিত ৪ চারিতোলা পারদ পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া, জলে ধৌত করিবে এবং স্থূলবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে কাণছঁড়ার ও কাকমাচির রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত-গন্ধক ১ একপল, এবং মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল ও অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে; এবং আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তাহার ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত

করিবে। অনুপান—আদার রস। ঔষধ সেবনের পরে দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পান করা উচিত। ইহা সেবন করিলে, ক্ষয়, শ্বাস, রক্তপিত্ত, অরোচক, ক্রিমি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া, বল-বীর্য্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হেমগর্ভপোট্টলী রস।—রসসিন্দূর ৩ তিনভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, জারিত তাম্র ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ এইসকল দ্রব্য চিতার রসের সহিত ২ দুইপ্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে কড়ির মধ্যে পূরিয়া সোহাগা দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবে, এবং ভাণ্ডে পূরিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

রত্নগর্ভপোট্টলী রস।—রসসিন্দূর, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, মরিচ, তুঁতে ও শঙ্খভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; আদার রসের সহিত ৭ সাতদিন মাড়িয়া ও চূর্ণ করিয়া কড়ির ভিতর পূরিবে এবং আকন্দের আঠার সহিত কিঞ্চিৎ সোহাগা পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা ঐ ঔষধপূর্ণ কড়িগুলির মুখ বন্ধ করিবে। তৎপরে কড়িগুলি মৃত্তিকাভাণ্ডে রাখিয়া, ভাণ্ডের মুখ আবৃত ও লিপ্ত করিয়া, যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে, ঔষধ উত্তোলনপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, তাহাতে নিসিন্দার রসের ৭ সাতবার, আদার রসের ৭ সাতবার ও চিতার রসের ২১ একুশবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ২ দুইরতি। মধু ও পিপুলচূর্ণ, অথবা ঘৃত ও মধুর সহিত ইহা সেব্য। এই ঔষধ সেবনে কৃচ্ছ্রসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহারোগ ও জ্বরাদি নানা পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। (বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদররোগ, ভগন্দর, অর্শঃ ও গ্রহণী, এই আটটী পীড়াকে মহারোগ বলে।)

লোকেশ্বর-পোট্টলী রস।—রসসিন্দূর ৪ চারিভাগ, গন্ধক ৮ আটভাগ ও স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, একত্র চিতামূলের ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া, কড়ির মধ্যে তাহা পূরণ করিবে, এবং সোহাগাদ্বারা কড়িগুলির মুখ বন্ধ করিতে হইবে। পরে সেই কড়িগুলি মৃত্তিকাভাণ্ডে পূরিয়া, চূণের প্রলেপদ্বারা সেই ভাণ্ডের সংযোগস্থল বন্ধ করিবে। লেপ শুষ্ক হইলে, গজপুটে তাহা পাক করিতে হইবে। পরদিন ভাণ্ডমধ্য হইতে ঔষধপূর্ণ কড়িগুলি বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। ৪ চারিরতি মাত্রায় এই ঔষধ মধু ও পিপুলচূর্ণ, অথবা ঘৃত ও মরিচচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন দিবস সেবন করিলে, ক্ষয়, কাস, কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর,

পাণ্ডু, অষ্ঠীলা ও ব্যবায়শোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে লবণভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্বদা পথ্যাশী হওয়া এবং শয়নকালে চিৎভাবে শয়ন করা রোগীর নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার খই ২ দুইভাগ, মুক্তা, প্রবাল ও শঙ্খভস্ম—প্রত্যেক ১ একভাগ, এবং স্বর্ণভস্ম ॥০ অর্দ্ধভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে কাগজী নেবুর রসের ভাবনা দিয়া মাড়িবে, এবং গোলাকার করিয়া তাহার পর তীব্র-অগ্নিতে বদ্ধমূষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ তুলিয়া লইয়া, তাহাতে লৌহ ॥০ অর্দ্ধতোলা ও লৌহের অর্দ্ধেক হিঙ্গুল মিশ্রিত করিবে। ইহার মাত্রা ২ দুইরতি। অনুপান—পিপ্পলীচূর্ণ, মধু, ঘৃত, পাণের রস, চিনি, অথবা আদার রস। ইহা সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা, বাতিক ও পৈত্তিক জ্বর, সন্নিপাতজ্বর, অর্শঃ, গ্রহণী, মেহ, গুল্ম, ভগন্দর ও কাস প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

কল্যাণসুন্দরাভ্র।—আমলকী, মুতা, বৃহতী, শতমূলী, ইক্ষু, বিল্বপত্র, গণিয়ারী, বালা, বাসকপত্র, কণ্টকারী, শোণা, পারুল ও বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেকের ১ একপলপরিমিত রসের সহিত ১ একপল অভ্রভস্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, শোথ স্বরভঙ্গ, বক্ষোবেদনা, প্লীহা, গুল্ম, শূল, পাণ্ডু, হলীমক, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, হিক্কা, শিরোরোগ, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ ও বিস্ফোট প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও রসায়ন।

পরাশর ঘৃত।—যষ্টিমধু, বেড়েলা, গুলঞ্চ, স্বল্প-পঞ্চমূল,—মিলিত ১২॥০ সাড়েবারসের, একত্র ১২৮ একশত আটাইশ সের জলে পাক করিয়া, ১৬ ষোল সের অবশেষ রাখিবে। সেই কাথ ১৬ ষোলসের, আমলকীর রস ১৬ ষোলসের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ১৬ ষোলসের, ইক্ষুরস ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু ও ঋদ্ধি, সমুদায় মিলিত ৴৪ চারিসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত ১৬ ষোলসের পুরাতন ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা এবং তদনুষঙ্গী যাবতীয় উপদ্রব নিবারিত হয়।

অজাপঞ্চক-ঘৃত।—ছাগঘৃত /৪ চারিসের, ছাগবিষ্ঠার রস /৪ চারিসের, ছাগমূত্র /৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের ও ছাগদধি /৪ চারিসের,—একত্র পাক করিয়া, তাহাতে /১ একসের যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা—/১ একতোলা। এই ঘৃত পান করিলে, যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাসরোগ উপশমিত হয়।

বলাগর্ভ-ঘৃত।—পুরাতন ঘৃত /৪ চারিসের, দশমূলের ক্বাথ /৮ আটসের, ছাগমাংসের ক্বাথ /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ কুট্টিত-বেড়েলা /১ একসের; যথানিয়মে পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলে, যক্ষ্মা, শূল, ক্ষত, ক্ষয় ও উৎকট কাসরোগ নষ্ট হয়।

জীবন্ত্যাদ্য-ঘৃত।—পুরাতন ঘৃত /৪ চারিসের, জল ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, শঠী, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভূঁই-আমলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও পিপুল মিশ্রিত /১ একসের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, একাদশবিধ রূপযুক্ত উগ্র যক্ষ্মরোগ প্রশমিত হয়।

মহাচন্দনাদি তৈল।—তিলতৈল ১৬ ষোলসের, ক্বাথার্থ—রক্তচন্দন, শালপাণী, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, মুগানী, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, আমলকী, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাদুলে, মূর্ব্বামূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, পদ্মমূল, মৃণাল ও শালূক,—মিলিত ৫০ পঞ্চাশপল, শ্বেতবেড়েলা ৫০ পঞ্চাশপল; পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের। ছাগদুগ্ধ, শতমূলীর রস, লাক্ষার ক্বাথ, কাঁজি ও দধির মাত, প্রত্যেক ১৬ ষোলসের। হরিণ, ছাগ ও শশক,—প্রত্যেকের মাংস /৮ আটসের, এবং পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, (পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ করিয়া লইবে।) কল্কার্থ শ্বেতচন্দন, অগুরু, কক্কোল, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, পরুষফল, মূর্ব্বামূল, গেঁঠেলা, নালুকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, রসাঞ্জন, মুতা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মৌরী, জীবনীয়গণ, প্রিয়ঙ্গু, শঠী, এলাইচ, কুঙ্কুম, খটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জয়িত্রী, শুঁঠ ও ধ'নে,

প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; যথাবিধানে পাক করিবে। পাকশেষে এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীফল, খটাশী, কক্কোল, অগুরু, লতাকস্তুরী, এই সকল গন্ধদ্রব্যের সহিত পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাকান্তে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত কুঙ্কুম, মৃগনাভি ও কর্পূর উপযুক্ত-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি নিবারিত হয়।

কাসরোগ।

কট্‌ফলাদি পাচন।—কট্‌ফল, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, মুতা, ধ'নে, বচ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁঠ ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের কাথে মধু ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, বাতশ্লৈষ্মিক কাস, শ্বাস, ক্ষয়, শূল, জ্বর ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

মরিচাদ্য-চূর্ণ।—মরিচের চূর্ণ ২ দুইতোলা, পিপুলের চূর্ণ ১ একতোলা, দাড়িমবীজচূর্ণ ৮ আটতোলা, পুরাতন-গুড় ১৬ ষোলতোলা ও যবক্ষার ১ এক তোলা, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, যথাযোগ্যমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, সকলপ্রকার দুঃসাধ্য কাসরোগ এবং যে কাসে পূয়াদি পর্য্যন্ত নির্গত হয় তাহাও প্রশমিত হয়।

সমশর্করা-চূর্ণ।—লবঙ্গ ২ দুইতোলা, জায়ফল ২ দুইতোলা, পিপুল ২ দুইতোলা, মরিচ ৪ চারিতোলা ও শুঁঠ ৪ চারিপল,—ইহাদের চূর্ণ এবং সেই চূর্ণ-সমষ্টির সমান চিনি একত্র মিশাইয়া লইবে। ইহা।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

এলাদি-চূর্ণ।—ছোট-এলাচ ১ একভাগ, দারুচিনি ২ দুইভাগ, নাগেশ্বর ৩ তিনভাগ, মরিচ ৪ চারিভাগ, সোহাগার খই ৫ পাঁচভাগ, পিপুল ৬ ছয়ভাগ, এবং ইহাদের সর্ব্বসমষ্টির সমান অর্থাৎ ২১ একুশভাগ চিনি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, কফ, কাস, যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, কোষ্ঠরোধ, অরুচি, প্লীহা, পিত্তবিকার, গুল্ম গ্রহণী ও অর্শোরোগের উপশম হয়।

হরীতক্যাদি-গুড়িকা।—হরীতকী, শুঁঠ ও মুতা, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান পুরাতন গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া, গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা এক একটী মুখে রাখিয়া, ধীরে ধীরে চুষিয়া সেবন করিলে, প্রবল কাস ও প্রবৃদ্ধ শ্বাসের উপশম হয়।

মরিচাদি-গুড়িকা।—মরিচ ও পিপুল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, যবক্ষার ১ একতোলা, দাড়িম ছাল ৪ চারিতোলা, এবং ১৬ ষোলতোলা পুরাতন-গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।৹ অর্দ্ধতোলা পরিমিত গুড়িকা করিবে। ইহাও এক একটী মুখে রাখিয়া, অল্প অল্প চুষিয়া সেবন করিলে, সকলপ্রকার কাস বিনষ্ট হয়।

ব্যাঘ্রী-হরীতকী।—মূল, পত্র ও পুষ্পবিশিষ্ট কণ্টকারী ১২॥৹ সাড়ে-বারসের, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে পাক করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে, এবং পাককালে ১০০ একশতটী হরীতকী শিথিলভাবে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া, তাহার সহিত সিদ্ধ করিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথের সহিত পুরাতন-গুড় ১২॥৹ সাড়ে-বারসের, এবং বীজ বাদ দিয়া ঐ সিদ্ধ হরীতকী ১০০ একশতটী পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ২ দুইপল, এবং দারুচিনি, তেজপত্র, নাগ-কেশর ও বড়-এলাইচ, মিলিত ১ একপল-পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ৬ ছয়পল মধু মিশ্রিত করিবে। অগ্নিবল অনুসারে উপযুক্তমাত্রায় এই লেহ ও একটী করিয়া হরীতকী সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, উরঃক্ষত, রাজযক্ষ্মা ও পীনস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

অগস্ত্য-হরীতকী।—দশমূল, আলকুশীবীজ, শঙ্খপুষ্পী, শঠী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, অপামার্গ, পিপুলমূল, চিতামূল, বামুনহাটী ও কুড়,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, পোট্টলীবদ্ধ যব ৴৮ আটসের ও হরীতকী ১০০ একশতটী, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ২৴৹ দুইমণ জলে সিদ্ধ করিবে। ॥৹ অর্দ্ধমণ অবশিষ্ট থাকিতে এবং যবগুলি সুসিদ্ধ হইলে, সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। সিদ্ধ হরীতকীগুলির গাত্রে ছিদ্র করিয়া, মিলিত ৴১ একসের ঘৃত এবং ৴১ একসের তিলতৈলে তাহা ভাজিয়া লইতে হইবে। তৎপরে সেই ক্বাথে পুরাতন-গুড় ১২॥৹ সাড়েবারসের গুলিয়া, ঐ ভর্জ্জিত হরীতকীগুলি তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, এবং মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ৴॥৹ অর্দ্ধসের পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া

নামাইবে, এবং শীতল হইলে তাহার সহিত /১ একসের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় অবলেহন করিলে, এবং সেই সঙ্গে ॥০ অর্দ্ধখানি হইতে ২ দুইটী পর্য্যন্ত হরীতকী সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, বিষম-জ্বর, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, অরুচি, হৃদ্রোগ ও পীনস প্রভৃতির উপশম হয়। ইহা বল-বর্ণাদির বৃদ্ধিকারক।

বাসাবলেহ।—বাসকের স্বরস /৪ চারিসের, অভাবে বাসকের ছাল /২ দুইসের, পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের, চিনি /১ একসের এবং ঘৃত /।০ এক পোয়া, একত্র পাক করিবে, এবং লেহবৎ ঘন হইলে, তাহাতে ১৬ ষোলতোলা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত /১ সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই অবলেহ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃৎ-শূল, জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

তালীশাদি চূর্ণ ও মোদক।—তালীশপত্র ১ একতোলা, মরিচ ২ দুই-তোলা, শুঁঠ ৩ তিনতোলা, পিপুল ৪ চারিতোলা, দারুচিনি ও এলাইচ প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধ তোলা, এবং /॥০ অর্দ্ধসের চিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, কাস, শ্বাস ও অরুচি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহাতে চিনির সমান জল দিয়া যথানিয়মে মোদক প্রস্তুত করিলে, তাহা চূর্ণ অপেক্ষা লঘুপাক হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, শোথ, অতিসার, বমন ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। (কেহ কেহ ইহার সহিত বংশলোচন ৫ পাঁচভাগ দিয়া থাকেন; পৈত্তিক কাসে বংশলোচন দেওয়াই উচিত।)

জয়াগুড়িকা।—পারদ, গন্ধক, লৌহভস্ম, মিঠাবিষ, কুড়চিছাল, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, রেণুক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল ও জয়পালবীজ—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তেঁতুলবীজ-পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষম-জ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণীরোগ, শূল, পাণ্ডু, বক্ষো-বেদনা, অরুচি, অতিসার, কণ্ঠবেদনা, বাতরোগ ও সূতিকা প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

বিজয়াগুড়িকা।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, মিঠাবিষ, চিতামূল, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, পিপুলমূল, ত্রিফলা ও ত্রিকটু—সমুদায় সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, জয়াগুড়িকার ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনেও কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষম-জ্বর, গ্রহণী, সূতিকা, শূল, পাণ্ডু ও হস্ত-পদাদির দাহ নিবারিত হইয়া থাকে।

রসগুড়িকা।—পারদ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, পিপুল ৩ তিন-ভাগ, হরীতকী ৪ চারিভাগ, বহেড়া ৫ পাঁচভাগ, আমলকী ৬ ছয়ভাগ, এবং বামুনহাটী ৭ সাতভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ২১ একুশবার বাবলার রসের ভাবনা দিবে, এবং শুষ্ক হইলে তাহা মধুমিশ্রিত করিয়া ।০ চারি আনা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস ও শ্বাসরোগের শান্তি হয়। ইহা সেবনের পরে, কণ্টকারীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা অনুপান করিবে। এই ঔষধে আমলকীর পরিবর্তে ৬ ছয়ভাগ বাসকছাল ব্যবহারের উপদেশ গ্রন্থা-ন্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ইহাকে "ভাগোত্তর-গুড়িকা" নামে অভি-হিত করেন।

রসেন্দ্রগুড়িকা।—স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, অভ্র ও হরিতাল, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে আদার রসের ভাবনা দিবে, এবং ২ দুইরতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ভুক্তপদার্থ পরিপাকের পরে অর্থাৎ খালি-পেটে ইহার এক একটী গুড়িকা সেবন করিলে, পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, পাণ্ডু, ক্রিমি, জ্বর, অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নি-বর্দ্ধক, পুষ্টিজনক এবং [illegible]।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, মিঠাবিষ, মনঃশিলা, রসাঞ্জন, সাচিক্ষার, সোহাগার খই, ধুতুরাবীজ ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে দন্তী, চিতামূল, মাণ, খারকোল, ভৃঙ্গরাজ, ওল, [illegible], নিসিন্দা, ইন্দ্রবারুণী, কেশুর, আদা ও নিসিন্দা, প্রত্যেকের ২ দুইতোলা রসের ভাবনা দিবে, এবং মটরের মত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শোথ, উদর, আনাহ, মলরোধ, এবং কফ ও বায়ুজনিত বিবিধ বিকার নিবারিত হয়।

এই ঔষধোক্ত ভাবনা-দ্রব্যের মধ্যে খণ্ডকর্ণস্থলে ঘণ্টকর্ণ পাঠ কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ঘণ্টকর্ণশব্দে ঘেঁটুকুল অর্থ বুঝিতে হইবে।

বিজয়ভৈরব রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মিঠাবিষ, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল ও জয়পালবীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ এবং পুরাতন গুড় ২ দুইভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তেঁতুলবীজের মত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাদ্বারা কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, বক্ষোবেদনা, কণ্ঠরোগ, অজীর্ণ, পাণ্ডু, গ্রহণীরোগ ও বাতরোগের উপশম হয়।

চন্দ্রামৃত-রস।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, ধ'নে, জীরা ও সৈন্ধব-লবণ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, পারদ, গন্ধক, লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; সোহাগার খই ৮ আটতোলা, মরিচ ৪ চারিতোলা,—এই সমুদায় দ্রব্য ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া, ৬ ছয়রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান-দ্রব্য—রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কুলত্থকলাই, ছাগদুগ্ধ, কেশুরে ও আদা প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে যে কোন একটীর রস, অথবা পিপুলের চূর্ণ ও মধু। ইহা সেবন করিলে, নানাবিধ কাস, শ্বাস, রক্তবমন, জ্বর, দাহ, ভ্রম ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক। এই ঔষধ সেবন করিয়া, মিলিত ২ দুইতোলা পরিমাণে বাসক, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মুতা ও কণ্টকারী ⁄॥০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ⁄৫⁄০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিলে, বিশেষ উপকার হয়।

কাস-কুঠার-রস।—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, ত্রিকটু ও সোহাগার খই, এইসকল দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস, ইহা সেবন করিলে, সন্নিপাত ও সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ নষ্ট হয়।

শৃঙ্গারাভ্র।—অভ্র ১৬ ষোলতোলা; কর্পূর, জয়িত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল, প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা; হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও ত্রিকটু,—প্রত্যেক ।০ চারি আনা; এলাইচ ও জায়ফল,—প্রত্যেক ১ একতোলা; গন্ধক ১ একতোলা, এবং পারদ ॥০ অর্দ্ধতোলা,—এইসকল দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, সিদ্ধ-

চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। কিঞ্চিৎ আদা ও পাণের রসের সহিত ইহা সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ শীতলজল পান করা আবশ্যক। ইহা সেবনে কাসাদি বিবিধ রোগের শান্তি এবং বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সার্ব্বভৌম-রস।—পূর্ব্বোক্ত শৃঙ্গারাভ্রের সহিত ২ দুইমাষা পরিমিত স্বর্ণ বা লৌহ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে সার্ব্বভৌম-রস কহে। ইহা শৃঙ্গারাভ্র অপেক্ষা অধিক বলকারক।

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র।—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগেশ্বর, কর্পূর, জয়িত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র ও ধুতুরার বীজ, কাহারও মতে স্বর্ণভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা, অভ্রভস্ম ৮ আটতোলা, এবং তালীশপত্র, মুতা, কুড়, জটামাংসী, দারুচিনি, ধাইফুল, এলাইচ, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও গজপিপ্পলী, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৪ চারিতোলা পরিমাণে একত্রিত করিয়া, পিপুলের কাথের সহিত মর্দ্দন করিবে, এবং ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দারুচিনি ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, উদর, শোথ, জ্বর, গ্রহণী, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাসলক্ষ্মীবিলাস।—বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, কাঁসা, পারদ, হরিতাল, মনছাল ও খর্পর,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে একত্র মাড়িয়া, তাহাতে ৩ তিনদিন করিয়া কেশুরিয়ার রসের ও কুলত্থ-কলায়ের কাথের ভাবনা দিবে। পরে তাহার সহিত এলাইচ, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, দারুচিনি ও বংশলোচন এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, পুনর্ব্বার কেশুরিয়ার রস ও কুলত্থকলায়ের কাথের সহিত মাড়িয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—শীতল জল। এই ঔষধ সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা, রক্তকাস, শ্বাস, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, অর্শঃ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগনাশ হয়। ইহা অগ্নিকারক ও বলবর্দ্ধক।

সমশর্কর লৌহ।—লবঙ্গ, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, ত্রিকটু, চিতামূল, পিপুলমূল, বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী, চই, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শঠী, কক্কোল, মুতা, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষার, প্রত্যেক এক এক ভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান চিনি, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র

মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। এই ঔষধ, সকলপ্রকার কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস ও শ্বাসরোগের নিবারক; এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক। মাত্রা—৪ চারিমাষা।

পঞ্চামৃত রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, তাম্র ২ দুইভাগ, মরিচ ১০ দশভাগ, অভ্র ৪ চারিভাগ ও মিঠাবিষ ১ একভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে নেবুর রসের ভাবনা দিয়া, মাষকলায়ের মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধু ও বহেড়াচূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, বাতজ কাস বিনষ্ট হয়।

পুরন্দরবটী।—পারদ ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, এবং ত্রিকটু ও ত্রিফলা—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক ভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ছাগদুগ্ধের ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিয়া, শীতল জল অনুপান করিলে, কাস ও শ্বাসরোগ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিকারক এবং নিত্য-সেবনে রসায়ন।

কাসান্তক রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, শালপাণী ও ধনে, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান মরিচচূর্ণ; একত্র মিশ্রিত করিবে। ৪ চারিরতি মাত্রায় এই চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কাস-রোগের শান্তি হয়।

কাসসংহার-ভৈরব।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খ ও লৌহভস্ম, সোহাগার খই, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-তোলা পরিমাণে একত্র মর্দ্দন করিবে; এবং তাহাতে গন্ধকুড়ি, কেশুরে, নিসিন্দা, কাকমাচী, ঘনদসে, শালপাণী, গিমা, বামুনহাটী, হরীতকী ও বাসক, ইহাদের প্রত্যেকের পাতার রস ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া, এক একবার ভাবনা দিবে, এবং পাঁচরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদা, কণ্টকারী ও পানের কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, বাতজ, পিত্তজ দ্বন্দ্বজ ও ক্ষয়জ কাস এবং শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা পুষ্টিকারক, এবং বল, বর্ণ, কান্তি ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

পিত্তকাসান্তক-রস।—তাম্র, অভ্র ও কান্তলৌহভস্ম, এই ৩ তিনটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী সমভাগ, বালকাসন্দার ছালের রস, বকফুলের রস ও অম্ল-বেতসের রসের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া, উপযুক্তপরিমাণে ৩ তিন

দিবস সেবন করিলে, পিত্তজ কাস, এবং শ্বাস, ক্ষয় ও অগ্নিমান্দ্য রোগ নিবারিত হয়।

অমৃতার্ণব-রস।— পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খই, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, চিতামূল, (গ্রন্থান্তরে চিতামূলের পরিবর্ত্তে ত্রিকটু ব্যবহারের উপদেশ আছে), গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে বাতজ-কাস প্রভৃতি উপশমিত হয়।

মহাকাসেশ্বর-রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধুতুরাবীজ ও জয়পালবীজ ইহাদের প্রত্যেকটী এক একভাগ, এবং মরিচচূর্ণ ৩ তিনভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে সিদ্ধির রসের ভাবনা দিয়া, লৌহদণ্ডদ্বারা তাহা মর্দ্দন করিবে। আদার রসের সহিত ১ একরতিমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, যক্ষ্মা, কণ্ঠরোগ, এবং সন্নিপাত জ্বর ও অভিন্যাস জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

শ্রীডামরানন্দাভ্র।— কণ্টকারী, বাসক, শালপাণী, বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, চাকুলে, বামনহাটী, আদা, চিতামূল, পিপুলমূল, গোক্ষুর, চই, অপামার্গ ও আলকুশী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ একপলপরিমিত রসের সহিত অভ্রভস্ম এক একবার মর্দ্দন করিবে। এই অভ্র ॥০ অর্দ্ধরতি পরিমাণে সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, হিক্কা, স্বরভঙ্গ, উরঃক্ষত, ক্ষয়, যক্ষ্মা, পীনস, জ্বর, মেহ, গুল্ম, অরুচি, দাহ, শোথ, শূল, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, বমি, যকৃৎ, প্লীহা, গ্রহণী, অর্শ, [illegible], এবং আমদোষ ও কফদোষ হইতে উৎপন্ন যাবতীয় রোগ নিবারিত হয়। ইহা বলকারক, শুক্রাদিধাতুবর্দ্ধক, এবং রসায়ন।

[illegible]।— পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, তাম্র, মিঠাবিষ ও দারুচিনি, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং তেজপত্র, ত্রিকটু, মুথা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, কেশুর, আমলকী ও পিপুলমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে এবং তাহাতে গজপিপ্পলীর কাথের ভাবনা দিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, অর্শঃ, ভগন্দর, হৃৎ-শূল, পার্শ্ব-শূল, কর্ণরোগ, প্রমেহ ও অশ্মরীরোগ প্রশমিত হয়।

সর্ব্বেশ্বর রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র ও স্বর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; একত্র ২ দুইপ্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত ত্রিকটু, লবঙ্গ, এলাইচ ও সোহাগার খই, ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ মিশ্রিত করিবে; এবং তাহাতে কণ্টকারীর রসের ২১ একুশবার, সজিনাবীজের কাথের ৭ সাতবার ও আদার রসের ৭ সাতবার পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিতে হইবে। অনুপান—বহেড়ার কাথ। এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস ও ক্ষয় প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

তরুণানন্দ-রস।—পারদ ২ দুইতোলা ও গন্ধক ২ দুইতোলা, একত্র ইহাদের কজ্জলী করিয়া, বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল, বেড়েলা, মুতা, পুনর্নবা, আমলকী, বৃহতী, বাসকপত্র, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শত-মূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ দুইতোলা রসের সহিত সেই কজ্জলী মর্দ্দন করিবে, তৎপরে ১০ দশতোলা বাসক-রসের সহিত পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া, অভ্র ৪ চারি-তোলা, কর্পূর ১ একতোলা, এবং জায়ফল, জয়িত্রী, জটামাংসী, তালীশপত্র, এলাইচ ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একমাষা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। তাহার পরে আর একবার ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসের সহিত তাহা মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, উরঃক্ষত, স্বরভঙ্গ, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, প্লীহা, গুল্ম, জীর্ণ-জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, আমদোষ, শোথ ও ভগন্দর প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর এবং রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক।

স্বচ্ছন্দ-ভৈরব।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ ও সৈন্ধব ২ দুইভাগ, ভেলার রসের সহিত একত্র ৫ পাঁচদিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে মুষাবদ্ধ করিয়া, নাতিতীক্ষ্ণ-নাতিমৃদু অগ্নিজ্বালে ১ একরাত্রি পাক করিতে হইবে। সমস্ত দ্রব্য ভস্মীভূত হইলে, ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত ২ দুইরতি-পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, গ্রহণী, সংগ্রহ-গ্রহণী, অনিদ্রা ও জ্বরকালীন তন্দ্রা প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহাদ্বারা শরীরে পুষ্টি ও সৌকুমার্য্য এবং মনের সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চন্দ্রামৃত-লৌহ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধ'নে, চই, জীরা ও সৈন্ধব,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং মনঃশিলাদ্বারা জারিত লৌহ, ইহাদের সমষ্টির সমান

একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ৯ নয়রতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। চন্দ্রামৃত-রসোক্ত অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, চন্দ্রামৃত রসের ন্যায় সমুদায় উপকার লাভ করা যায়।

নিত্যোদয়-রস।—পারদ ৪ চারিতোলা ও গন্ধক ৪ চারিতোলা, একত্র ইহাদের কজ্জলী করিয়া, যথাক্রমে বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী-ছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, মুতা, পুনর্নবা, আমলকী, বৃহতী, বাসকপত্র, ভূমি-কুষ্মাণ্ড ও শতমূলী,—প্রত্যেকের ২ দুইতোলা রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎ-পরে স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক,—প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা, কৃষ্ণাভ্রভস্ম ১ একপল (৮ আটতোলা), শ্বেতাভ্রভস্ম ৪ চারিতোলা, এবং জায়ফল, জয়িত্রী, জটামাংসী, তালীশপত্র, এলাইচ ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত-পরিমিত বাসকপাতার রসের সহিত মর্দ্দন করিবে; শুষ্ক হইলে, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসসহ পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ নূতন ও পুরাতন কাস, রাজযক্ষ্মা, জীর্ণজ্বর, ধাতুগতজ্বর, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ার নিবারণ হয়। ইহা বল, বর্ণ ও কান্তিবর্দ্ধক।

বসন্ততিলক-রস।—স্বর্ণ ১ একতোলা, অভ্র ২ দুইতোলা, লৌহ ৩ তিনতোলা, পারদ ৪ চারিতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, বঙ্গ ২ দুইতোলা, মুক্তা ২ দুইতোলা ও প্রবাল ২ দুইতোলা, এইসকল দ্রব্য বাসক, গোক্ষুর ও ইক্ষুরসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, বদ্ধমূষায় বিলঘুঁটিয়ার অগ্নিতে বালুকাযন্ত্রে ৭ সাতপ্রহরকাল পাক করিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে মৃগনাভির ও কর্পূরের ভাবনা দিয়া মাড়িয়া লইবে। মাত্রা—২ দুইরতি। ইহা কাসের ও ক্ষয়রোগের মহৌষধ। মেহ, হৃদ্রোগ, জ্বর, শূল, অশ্মরী, পাণ্ডু, এবং বিষদোষ প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারক। ইহাদ্বারা বল ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়।

কণ্টকারী-ঘৃত।—কণ্টকারীর রস ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ রাস্না, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর, মিলিত ⁄১ একসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত ⁄৪ চারিসের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, পঞ্চবিধ কাস নিবারিত হয়।

বৃহৎ কণ্টকারী-ঘৃত।—মূল, পত্র ও শাখার সহিত কণ্টকারীর ক্বাথ ১৬ ষোলসের, ঘৃত /৪ চারিসের, এবং কল্কদ্রব্য যথা—বেড়েলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শঠী, চিতামূল, সচল-লবণ, যবক্ষার, বেলছাল, আমলকী, কুড়, শ্বেত-পুনর্নবা, বৃহতী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম ফল, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, রক্ত-পুনর্নবা, চই, দুরালভা, অম্লবেতস, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূঁই-আমলা, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর, এইসকল দ্রব্য মিলিত /১ একসের, উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া লইবে, এবং যথা-নিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কাস, কফরোগ, হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

দশমূল-ঘৃত।—দশমূলের ক্বাথ /৮ আটসের, কুক্কুটের ও তিত্তির-পক্ষীর মাংসরস মিলিত /৮ আটসের, এবং কল্কার্থ বামুনহাটীর মূল /১ একসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে। উপযুক্ত-পরিমাণে এই ঘৃত সেবন করিলে, বাতজ কাস প্রশমিত হয়।

দশমূলাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দশমূলের ক্বাথ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ,—কুড়, শঠী, বিল্বমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হিং, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; যথারীতি পাক করিয়া সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মোল্বণ কাস এবং সর্ব্ব প্রকার শ্বাস নিবারিত হয়।

দশমূলষট্‌পলক ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দশমূলের ক্বাথ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কদ্রব্য যথা—পিপুল, পিপুলের মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার, ইহাদের মিলিত ৬ ছয়পল, যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও হিক্কার নিবারণকারক।

চন্দনাদ্য তৈল।—তিলতৈল /৮ আটসের; কল্কার্থ,—শ্বেতচন্দন, অগুরু, তালীশপত্র, নখী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, শটী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও রক্ত-চন্দন,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, ক্বাথার্থ বামুনহাটী, বাসকছাল, কণ্টকারী, বেড়েলা ও [illegible],—মিলিত ১২॥০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের। এই ক্বাথের সহিত কল্ক পাক করিতে হইবে; কল্কপাকের নিমিত্ত অন্য জল দিবার প্রয়োজন নাই। তৈলপাকান্তে গন্ধদ্রব্যের সহিত ইহা পুনর্ব্বার পাক করিবে। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাইচ ও লবঙ্গ, এইসকল দ্রব্য তৈল নামাইয়া তাহাতে প্রদান করিবে।

এই তৈল মর্দ্দন করিলে, যক্ষ্মা ও কাসরোগ প্রশমিত হয়, এবং বল বর্ণাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ চন্দনাদ্য তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ লাক্ষা /২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের—শেষ /৪ চারিসের। দধির মাত ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, শঠী, সরলকাষ্ঠ, এলাইচ, খটাশী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, শিলারস, মুরামাংসী, জটামাংসী, কক্কোল, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারুচিনি, রেণুক ও নালুকা, ইহাদের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের; যথাবিধি পাক করিয়া, পরে গন্ধপাক করিবে। পরিশেষে তাহাতে মৃগনাভি এবং পূর্ব্বোক্ত গন্ধদ্রব্য দিতে হইবে। ইহা ব্যবহারে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

বাসাচন্দনাদি তৈল।—বাসকছাল ১২৷৷০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মিলিত দশমূল ও কণ্টকারী প্রত্যেকটী ২০ কুড়িপল অর্থাৎ সমুদায়ে ১২৷৷০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের। লাক্ষা ১২৷৷০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; এইসমস্ত ক্বাথ, এবং দধির মাত ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—রক্তচন্দন, রেণুকা, করঞ্জ, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, মেদা, মহামেদা, ত্রিকটু, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু ও বহেড়া, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (/৮ আট তোলা), এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ১৬ ষোলসের তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, কাস, শ্বাস, জ্বর, রক্তপিত্ত রাজযক্ষ্মা, ক্ষত, ক্ষয়, পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক প্রভৃতি রোগের উপশম হয়, এবং বল, বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হিক্কা ও শ্বাসরোগ।

শৃঙ্গ্যাদি-চূর্ণ।—কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী, কুড় ও পঞ্চলবণ, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, হিক্কা, শ্বাস, উর্দ্ধবায়ু, কাস, অরুচি ও পীনস রোগের উপশম হয়।

হরিদ্রাদি-চূর্ণ।—হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, পুরাতন-গুড়, রাস্না, পিপুল, ও শঠী, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে উপযুক্ত-পরিমিত সর্ষপ-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, প্রাণনাশক উৎকট শ্বাসও নিবারিত হয়।

ভার্গীগুড়।—বামুনহাটীর মূল ১২৷৷০ সাড়েবারসের, দশমূল—প্রত্যেক ৴১৷০ সওয়াসের, এবং হরীতকী ১০০ একশতটী (বস্ত্রে শিথিলভাবে বাঁধিয়া), ১১৬ একশত যোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ২৯ উনত্রিশসের অবশেষ থাকিতে নামাইবে। তৎপরে ছাঁকিয়া ঐ জলে উক্ত হরীতকীসকল এবং ১২৷৷০ সাড়ে বারসের পুরাতন গুড় দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা ও যবক্ষার ৪ চারি-তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ৬ ছয়পল (৴৷৷০ তিনপোয়া) মধু মিশ্রিত করিবে। ৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা মাত্রায় এই অবলেহ এবং এক একটী হরীতকী সেবন করিলে, ইহাদ্বারা প্রবল শ্বাস ও পঞ্চবিধ কাসাদি নিবারিত হয়।

ভার্গীশর্করা।—বামুনহাটীর মূল ৴৬০ সওয়া ছয়সের, বাসকমূলের ছাল ৴৬।০ সওয়া ছয়সের, কণ্টকারী ৴৬।০ সওয়া ছয়সের, একত্র ৯৬ ছিয়ানব্বই সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৪ চব্বিশসের অবশেষ রাখিবে, এবং ৪ চারিটী বাদুড়ের মাংস, ১৬ যোলসের জলে পাক করিয়া, ৪ চারিসের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। উভয় কাথ একত্র করিয়া, তাহাতে ৴২ দুইসের চিনি দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া, তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বামুনহাটী,

বচ, গোক্ষুর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলথকলাই, কট্‌ফল, কুড়, ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক-তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। অবস্থানুসারে উপযুক্ত অনুপানসহ ৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিবে। ইহাদ্বারা প্রবল শ্বাস, পঞ্চপ্রকার কাস, হিক্কা, যক্ষ্মা ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নিবারিত হইয়া, শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়।

শৃঙ্গীগুড়-ঘৃত।—কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকমূলের ছাল ও গুলঞ্চ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, শতমূলী ১৫ পোনেরপল, বামুনহাটী ১০ দশপল, গোক্ষুর ও পিপুলমূল—প্রত্যেক ৮ আটতোলা, এবং পারুলছাল ২৪ চব্বিশতোলা, এই-সমস্ত একত্র ৪ চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে ১০ দশপল পুরাতন গুড়, ৫ পাঁচপল ঘৃত ও ১০ দশপল দুগ্ধ দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘন হইলে, কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ দুইতোলা, জায়ফল ৩ তিনতোলা, তেজপত্র ৩ তিনতোলা, লবঙ্গ ৪ চারিতোলা, বংশলোচন ৪ চারি-তোলা, দারুচিনি ২ দুইতোলা, এলাইচ ২ দুইতোলা, কুড় ৪ চারিতোলা, শুঁঠ ৭ সাত তোলা, পিপুল ৮ আটতোলা, তালীশপত্র ৩ তিনতোলা, ও জয়িত্রী ১ এক তোলা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ৮ আটতোলা মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ২ দুইতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। পরে কাঠবিড়ালীর মাংসচূর্ণ ১ একভাগ ও মরিচ ৪ চারিভাগ একত্র মাড়িয়া ১ একমাষা পরিমিত বটিকা করিবে; ঔষধ সেবনের পরে এই বটিকা একটী চর্ব্বণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলপান কর্ত্তব্য। ইহার অভাবে তেঁতুলপত্রের কাথে ৬ ছয়রতি মরিচচূর্ণ ও ছয়রতি হিং মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে, অথবা উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইবে। ইহাদ্বারা প্রবল শ্বাস, উপদ্রবযুক্ত পঞ্চপ্রকার কাস, ক্ষয়, স্বরভঙ্গ, অরুচি, ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পলাদ্য-লৌহ।—পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুল-বীজের শস্য, যষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও কুড়, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা, এবং লৌহ ৮ আটতোলা, একত্র জল দিয়া মাড়িয়া, ৫ পাঁচরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক বিভিন্ন অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, হিক্কা, বমি, এবং মহাশ্বাস বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা হিক্কারোগের মহৌষধ।

মহাশ্বাসারি-লৌহ।—লৌহ ৪ চারিতোলা, অভ্র ১ একতোলা, চিনি ৪ চারিতোলা, মধু ৪ চারিতোলা, এবং ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপুল, কুলবীজের শস্য, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ ১ একতোলা, এইসকল দ্রব্য লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা দুইপ্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ½ অর্দ্ধমাষা হইতে ২ দুইমাষা। এই ঔষধ সেবন করিলে, মহাশ্বাস, পঞ্চপ্রকার কাস, এবং রক্তপিত্তাদি বিবিধ রোগসমূহ নিশ্চয়ই নিবারিত হয়।

শ্বাসকুঠার-রস।—পারদ,—গন্ধক, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, মনছাল, মরিচ ও ত্রিকটু, সমুদায় সমানভাগ, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রসসহ ইহা সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্ম-জনিত শ্বাস, কাস, এবং স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়।

দ্বিতীয়-শ্বাসকুঠার।—পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, মিঠাবিষ ও সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, মরিচ ৮ আটভাগ, এবং পিপুল ৬ ছয়ভাগ ও শুঁঠ ৬ ছয়ভাগ; একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে শ্বাস, কাস, ক্ষত, ক্ষয়, প্রতিশ্যায়, হৃদ্রোগ, স্বরভঙ্গ ও সান্নিপাতদোষ নিবারিত হয়। সংজ্ঞানাশ হইলে, এই ঔষধের চূর্ণ ফুৎকারদ্বারা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে, রোগীর সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। ইহাকে কেহ কেহ মহাশ্বাসকুঠার বলেন।

শ্বাসভৈরব-রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, মরিচ, চই, এবং চিতামূল, এই সকলের সমভাগ চূর্ণ আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। জলের সহিত এই ঔষধ সেব্য। ইহা সেবনে শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ প্রশমিত হয়।

শ্বাসচিন্তামণি।—লৌহভস্ম ৪ চারিতোলা, গন্ধক ২ দুইতোলা, অভ্র ২ দুইতোলা, পারদ ১ একতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ একতোলা, মুক্তা ॥০ অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণভস্ম ॥০ অর্দ্ধতোলা, এইসকল দ্রব্য কণ্টকারীর রস, আদার রস, ছাগদুগ্ধ ও যষ্টিমধুর ক্বাথের ভাবনা দিয়া ৪ চারিরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু ও বহেড়াচূর্ণ। শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারক।

বিজয় বটী।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তাম্র, মিঠাবিষ, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল ও জয়পাল—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ-পরিমিত পুরাতন-গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, সূতিকারোগ, গ্রহণীদোষ, শূল, শ্বাস, এবং হস্ত-পদাদির দাহ নিবারিত হয়।

ডামরেশ্বরাভ্র।—বামুনহাটী, ধুতুরাপত্র, গুলঞ্চ, বাসকপত্র, কাল-কাসুন্দাপত্র, ঘোড়ানিম, চই, পিপুলমূল, ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের ১ একপলপরিমিত যথাযোগ্য ক্বাথ বা রসের সহিত ১ একপল (৮ আটতোলা) অভ্রভস্ম এক একবার মর্দ্দন করিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, পীনস, পাণ্ডু, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, শোথ, শূল, উদর, মেহ, বিষমজ্বর, বমি, অর্শঃ, দাহ, কণ্ঠরোগ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, এবং বাত-পিত্ত-কফ-জনিত বিবিধ বিকার প্রশমিত হয়। হিক্কা ও শ্বাসরোগে এই ঔষধ প্রশস্ত। অনুপান—মধু।

সূর্য্যাবর্ত্ত-রস।—পারদ ও গন্ধক, এই উভয় দ্রব্য সমভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, উভয়ের সমপরিমিত একখণ্ড তাম্রপত্রে তাহা লেপন করিবে। পরে সেই তাম্রপত্র একদিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। ২ দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করাইবে। তৎপরে রাখাল-শশার মূল, দেবদারু ও ত্রিকটু, ইহাদের চূর্ণ বা ক্বাথ, চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইতে হইবে। ইহাদ্বারা ঊর্দ্ধশ্বাস নিবারিত হয়।

শ্বাস-কাসচিন্তামণি।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, স্বর্ণ-মাক্ষিক ১ একভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, মুক্তাভস্ম ½ অর্দ্ধভাগ, অভ্রভস্ম ২ দুই-ভাগ ও লৌহভস্ম ৪ চারিভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে কণ্টকারীর রস, ছাগদুগ্ধ, যষ্টি-মধুর ক্বা ও পাণের রস, ইহাদের প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস ও কাসরোগের উপশম হইয়া থাকে।

লৌহপর্প্পটী।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, এবং লৌহভস্ম ১ একভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া, যথানিয়মে তাহার পর্প্পটী প্রস্তুত করিবে।

পরে সেই পর্প্পটী চূর্ণ করিয়া, তাহাতে বামুনহাটী, মুণ্ডিরী, বকপুষ্প, জয়ন্তী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক ও ঘৃতকুমারী ইহাদের যথাযোগ্য রস অথবা ক্বাথ,—প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে, তৎপরে তাহা তাম্রপাত্রে রুদ্ধ করিয়া পাক করিবে। ঔষধের গন্ধ নির্গত হইলেই পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মাত্রা ২ দুইরতি। বিভিন্ন অনুপানের সহিত এই ঔষধ সকল রোগেই প্রযুক্ত হইতে পারে। পাণের সহিত, অথবা পিপুলচূর্ণমিশ্রিত তুলসীপত্রের রসের সহিত, কিংবা বাসকের রসের সহিত ইহা শ্বাস ও কাসরোগে প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনকালে বেগুন, কুমড়া, কলা এবং মাংসরস ভোজন করা নিষিদ্ধ। লৌহের পরিবর্ত্তে ইহাতে তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিলে, তাহা তাম্র-পর্প্পটী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কনকাসব।—শাখা, মূল, পত্র এবং ফলসহ কুট্টিত ধুতূরা ৩২ বত্রিশ-তোলা, বাসকমূলের ছাল ৩২ বত্রিশতোলা, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামুনহাটী ও তালীশপত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ ষোলতোলা, ধাইফুল /২ দুইসের, দ্রাক্ষা /২॥০ আড়াইসের, জল ১২৮ একশত আটাইশসের, চিনি ১২॥০ সাড়েবারসের, এবং মধু /৬।০ ছয়সের একপোয়া; এইসকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, আবৃত পাত্রে ১ একমাসকাল রাখিয়া দিবে। তৎপরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার শ্বাস, কাস, এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানারোগের উপশম হয়।

হিংস্রাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ /২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ—কাল-ওকড়া, বিড়ঙ্গ, নাটা-করঞ্জের মূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ও চিতামূল—প্রত্যেক ২ দুইতোলা; যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, অরুচি, গুল্ম ও মলভেদ নিবারিত হয়।

তেজোবত্যাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ—চই, হরীতকী, কুড়, পিপুল, কটকী, যমানী, পুষ্করমূল (কুড়), পলাশছাল, চিতামূল, শঠী, সচল-লবণ, ভুঁই আমলা, সৈন্ধব লবণ, বেলশুঁঠ, তালীশপত্র, জীবন্তী ও বচ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, হিং ॥০ অর্দ্ধতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, হিক্কা, শ্বাস, শোথ, অর্শঃ, গ্রহণী, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা ও বায়ুবিকৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্বরভঙ্গরোগ।

—:০:—

মৃগনাভ্যাদি অবলেহ।—মৃগনাভি, ছোট-এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশলোচন, ইহাদের চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, অবলেহন করিলে, বাক্‌স্তম্ভ (তোৎলা) ও স্বরভঙ্গের শান্তি হয়।

চব্যাদিচূর্ণ।—পুরাতন গুড়ের সহিত চই, অম্লবেতস, ত্রিকটু, তেঁতুল, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, এই-সমুদায় দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ, পীনস ও শ্লৈষ্মিক অরুচি নষ্ট হয়।

নিদিগ্ধিকাবলেহ।—কণ্টকারী ১২৷৷০ সাড়েবারসের, পিপুলমূল ।৶০ ছয়সের একপোয়া, চিতামূল ।৩৶০ তিনসের দুইছটাক, এবং দশমূল মিলিত ।৩৶০ তিনসের দুইছটাক, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ১২৮ একশত আটাইশসের জলে পাক করিয়া, ১৬ যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে পুরাতন গুড় ।৮ আট সের মিশ্রিত করিয়া, পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে, পিপুলচূর্ণ ।১ একসের, ত্রিজাতক (দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ) মিলিত একপল, এবং মরিচচূর্ণ ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ।৷৷০ অর্দ্ধসের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় ইহা সেবন করিলে, স্বরভেদ, প্রতিশ্যায়, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, মেহ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কণ্ঠরোগ, অর্ব্বুদ ও গ্রন্থিরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কল্যাণাবলেহ।—হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব-লবণ এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ; একত্র গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত-পরিমাণে সেবন করিলে, স্বর পরিষ্কৃত হয়। ২১ একুশদিন এই ঔষধ সেবন করিলে, স্মরণশক্তির বৃদ্ধি হয়, এবং বাক্যের জড়তা নষ্ট হইয়া যায়।

ভৈরব-রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, মরিচ, চই ও চিতামূল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ৩ তিন-

রতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—জল। এই ঔষধ সেবন করিলে, স্বরভেদ, শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়।

ত্র্যম্বকাভ্র।—১ একপল অর্থাৎ ৮ আটতোলা জারিত-অভ্রে কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলকী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ আটতোলা-পরিমিত রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার স্বরভঙ্গ, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বক্ষোবেদনা, তৃষ্ণা, কামলা, যকৃৎ, অর্শঃ, গ্রহণী, জ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

ব্যাঘ্রী-ঘৃত।—গব্যঘৃত /৪ চারিসের, কণ্টকারীর রস ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর ও ত্রিকটু মিলিত /১ একসের; যথাবিধি পাক করিবে। কণ্টকারী কাঁচা না পাইলে, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে /৮ আটসের কণ্টকারী সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিতে হইবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ ও কাসরোগের উপশম হয়।

সারস্বত-ঘৃত।—মূল ও পত্রাদিবিশিষ্ট ব্রাহ্মীশাকের রস ১৬ ষোলসের, ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ-হরিদ্রা, মালতীফুল, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকটী ৮ আটতোলা, একত্র যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, স্বরবিকৃতি, কাস, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গুল্ম ও প্রমেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়, এবং স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা বল, বর্ণ, অগ্নি ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক। ইহার অপর নাম ব্রাহ্মীঘৃত।

ভৃঙ্গরাজাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, বাসকমূল, দশমূল ও কালকাসুন্দে এইসমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ ১৬ ষোলসের, এবং পিপুলমূলের কল্ক /১ একসের, একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, শীতল হইলে, /১ একসের মধু তাহাতে মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ ও কাসরোগ নিবারিত হয়।

অরোচকরোগ।

যমানীষাড়ব।—যমানী, তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম ও অম্লকুল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; ধ'নে, সচল-লবণ, জীরা ও দারুচিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা; পিপুল ১০০ একশতটী, মরিচ ২০০ দুইশতটী, এবং চিনি ৩২ বত্রিশতোলা; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা অরুচি, বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, মল-মূত্রাদির বিবদ্ধতা, আনাহ, কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও অর্শোরোগের উপশম হইয়া থাকে।

কলহংস।—শজিনাবীজ ১৮ আঠারটী, মরিচ ১০ দশটী, পিপুল ২০ কুড়িটী, আদা ৮ আটতোলা, গুড় ৮ আটতোলা, কাঁজি ꠱৮ আটসের ও বিট্‌লবণ ৮ আটতোলা; একত্র দণ্ডদ্বারা আলোড়িত করিয়া, তাহার সহিত চাতুর্জাতক অর্থাৎ দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বরের চূর্ণ ৮ আটতোলা মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে, অরোচক ও স্বরভঙ্গরোগের উপশম হয়।

তিন্তিড়ী-পানক।—বীজশূন্য পক্কতেঁতুল ৫ পাঁচপল, চিনি ২০ কুড়ি-পল, ধ'নে ৪ চারিতোলা, আদা ৪ চারিতোলা, দারুচিনি ১ একতোলা, তেজ-পত্র ১ একতোলা, বড়-এলাইচ ১ একতোলা, নাগেশ্বর ১ একতোলা, জল ৫৩ তিপ্পান্ন পল (꠱৬৷৷৶০ ছয়সের দশছটাক), একত্র নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন-পূর্ব্বক আলোড়িত করিবে, এবং কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে কর্পূরাদি সুগন্ধিদ্রব্য তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, যথাকালে উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা অত্যন্ত রুচিকারক।

রসালা।—অম্লদধি ꠱৮ আটসের,—মতান্তরে ꠱৪ চারিসের, চিনি ꠱২ দুইসের, ঘৃত ৮ আটতোলা, মধু ৮ আটতোলা, মরিচচূর্ণ ৪ চারিতোলা, শুঁঠ ৪ চারিতোলা, এবং চাতুর্জাতক (দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর) —প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা; একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহাও কর্পূরাদিদ্বারা সুবাসিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই পানীয় রুচিকর, স্নিগ্ধ, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

আর্দ্রক-মাতুলুঙ্গাবলেহ।—আদার রস /৪ চারিসের, ইক্ষু গুড় /২ দুইসের, এবং টাবানেবুর রস /॥০ অর্দ্ধসের, একত্র মৃদু-অগ্নিতে পাক করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে ঘন হইলে, তাহাতে দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দুরালভা, চিতামূল, ধ'নে, জীরা ও কৃষ্ণজীরা —প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই অবলেহ সেবন করিলে, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, প্লীহা, গুল্ম, উদর ও আধ্মান প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

সুধানিধি রস।—শোধিত পারদ ১ একভাগ ও গন্ধক ১ একভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া, তাহাতে দন্তীর ক্বাথ, জামীরের রস, আদার রস, ছোলঙ্গনেবুর রস ও ছোলঙ্গনেবুর মজ্জার রসের এক একবার ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে, তাহার সহিত সোহাগার খই ২ দুইভাগ, লবঙ্গচূর্ণ ৫ পাঁচভাগ, মিঠাবিষ ।০ সিকি-ভাগ (একচতুর্থাংশ) মিশ্রিত করিবে। ১ একমাষা মাত্রায় এই ঔষধ গুড় ও শুঁঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য, শূল ও আমবাত রোগের উপশম হয়।

গ্রন্থান্তরে এই ঔষধে মিঠাবিষের পরিবর্ত্তে মৃগনাভি দিয়া, তাহাই "অমৃত-সুন্দর" নামে অভিহিত হইয়াছে।

সুলোচনাভ্র।—অভ্রভস্ম ১ একপল, হীরকভস্ম ১ একপল, এবং চই, কুলের মজ্জা, বেণামূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুল, ও ছোলঙ্গনেবু—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাণে একত্র মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতিমাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, অরুচি, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, বক্ষোবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, প্রমেহ, প্রদর, কুষ্ঠ, ভগন্দর, অম্লপিত্ত, শূল, বমি, দাহ, অশ্মরী, অর্শঃ ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বমনরোগ।

এলাদিচূর্ণ।—এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুল-আঁটির মজ্জা, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, রক্তচন্দন ও পিপুল,—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া।০ চারি আনা মাত্রায়, চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ বমি নিবারিত হয়।

রসেন্দ্র। - জীরা, ধ'নে, পিপুল, মধু, ত্রিকটু, ও রসসিন্দূর, এই সমুদায় দ্রব্য সমানভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধুর সহিত অর্দ্ধ আনা মাত্রায় সেবন করিলে, বমনরোগ নষ্ট হয়।

বৃষধ্বজ-রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, চন্দন, আমলকী, ছোট-এলাইচ, লবঙ্গ, সোহাগা, পিপুল ও জটামাংসী এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে শালপাণী ও ইক্ষুরসের পৃথক্ পৃথক্ ৭ সাতদিন ভাবনা দিয়া, ছাগদুগ্ধের সহিত একপ্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ২ দুইরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া, শালপাণীর রসসহ ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার বমন ও রক্তবমন নিবারিত হয়।

পদ্মকাষ্ঠ-ঘৃত।—পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিমছাল, ধ'নে, ও চন্দন, এই-সকল দ্রব্যের কাথ ও কল্কের সহিত যথাবিধি /৪ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বমন, অরুচি, জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ প্রভৃতি রোগনাশ হয়।

তৃষ্ণারোগ।

কুমুদেশ্বর-রস।—তাম্র ২ দুইভাগ ও বঙ্গ ১ একভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে যষ্টিমধুর কাথের ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি পরিমাণে সেবন করিলে, তৃষ্ণা ও বমনরোগ নিবারিত হয়। অনু-পান—শ্বেতচন্দন, অনন্তমূল, মুতা, ছোট-এলাইচ, ও নাগকেশর,—প্রত্যেক দ্রব্য

সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান থই; একত্র ১৬ ষোলগুণ জলসহ পাক করিয়া ।৷০ অর্দ্ধভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া, তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিবে, এবং ঔষধ সেবনের পরে সেই কাথ পান করিবে।

মহোদধি-রস :—তাম্র, বঙ্গ, রসসিন্দুর, হরিতাল ও তুঁতে, এইসমস্ত দ্রব্যে বটাঙ্কুরের রসের ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। ২ দুইরতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসরোগ।

সুধানিধি-রস।—রসসিন্দুর ও পিপুলের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৪ চারিরতি মাত্রায় মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে, মদ ও মূর্চ্ছাপ্রভৃতি রোগের নিবারণ হয়।

মূর্চ্ছান্তক-রস। —রসসিন্দুর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণভস্ম, শিলাজতু ও লৌহভস্ম, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে শতমূলীর ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। শতমূলীর রস ও ত্রিফলার জল প্রভৃতি বায়ুনাশক অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, মূর্চ্ছাপ্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

অশ্বগন্ধারিষ্ট।—অশ্বগন্ধা ৫০ পঞ্চাশপল, তালমূলী ২০ কুড়িপল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুতা ও তেউড়ীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, এবং অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল,—প্রত্যেকটী ৮ আটপল, এইসমস্ত দ্রব্য ৫।২ পাঁচমণ বারসের জলে পাক করিয়া, ৬৪ চৌষট্টিসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ধাইফুল ১৬ ষোলপল, মধু ৩৭৷৷০ সাড়েসাঁইত্রিশসের, ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ২ দুইপল; দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিপল; প্রিয়ঙ্গু ৪ চারিপল, এবং নাগেশ্বর ২ দুইপল, এই সমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া, একটী আবৃতপাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে। তৎ-

পরে ছাঁকিয়া ১ একতোলা হইতে ৪ চারিতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা মূর্চ্ছা, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কৃশতা, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, এবং বায়ুজনিত বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

মদাত্যয়।

ফলত্রিকাদ্য-চূর্ণ।—ত্রিফলা, তেউড়িমূল, শ্যামালতা, দেবদারু, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, দারুহরিদ্রা, পঞ্চলবণ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, ও এলবালুক, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া অবস্থানুসারে ৵০ দুই আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়, শীতলজলের সহিত সেবন করিলে, মদাত্যয়, অগ্নিমান্দ্য ও সংগ্রহ গ্রহণী নিবারিত হয়।

অষ্টাঙ্গলবণ —সচল-লবণ, জীরা, মহাদা ও থৈকল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক একভাগ ; দারুচিনি, বড় এলাইচ ও মরিচ, প্রত্যেক ½ অর্দ্ধভাগ, এবং চিনি ১ একভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, কফাধিক মদাত্যয় নিবারিত হয়, এবং শরীরের স্রোতঃশুদ্ধি ও অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

এলাদ্য মোদক।—বড়-এলাইচ, যষ্টিমধু, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, রক্তশালি, পিপুল, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখেজুর, তিল, যব, ভুমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর-বীজ, তেউড়ী ও শতমূলী, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনির রস-সহ মিশ্রিত করিয়া, যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ধারোষ্ণ-দুগ্ধ অথবা মুগের যূষ অনুপানের সহিত সেবন করিলে, মদাত্যয় প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

মহাকল্যাণবটী।—স্বর্ণ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ, ও মুক্তাভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, আমলকীর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। মাখন ও চিনি, অথবা তিলচূর্ণ ও মধু অনুপানের সহিত ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাদ্বারা মদাত্যয় এবং বাত পিত্তজনিত বিবিধ বিকার নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, পুনর্নবার ক্বাথ ১২ সের বা ১৬ ষোলসের, এবং যষ্টিমধুর কল্ক /১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই ঘৃত মদাত্যয়াদিপীড়িত ব্যক্তির পুষ্টিকারক ও ওজোবর্দ্ধক।

বৃহৎ ধাত্রীতৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের; আমলকী, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড,—প্রত্যেকের রস /৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের। বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলত্থকলাই, যব ও মাষকলাই,—প্রত্যেকের ক্বাথ /৪ চারিসের। কল্কার্থ—জীবনীয়গণ, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, শুল্‌ফা, পুনর্নবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাইচ, দারুচিনি, পদ্মমূল, মোচা, বচ, অগুরু, হরীতকী এবং আমলকী,—মিলিত /১ একসের, যথাবিধানে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, মদাত্যয়রোগ প্রশমিত হয়।

শ্রীখণ্ডাসব।—শ্বেত-চন্দন, মরিচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বেণামূল, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, আকনাদী, আমলকী, পিপুল, চই, লবঙ্গ, এলবালুক ও লোধ, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৪ চারিতোলা পরিমাণে একত্র কুট্টিত করিয়া, ১২৮ একশত আটাইশসের অর্থাৎ ৩/৮ তিনমণ আটসের জলে ভিজাইবে এবং তাহার সহিত দ্রাক্ষা ৬০ ষাট্‌পল (/৭॥০ সাড়েসাতসের), গুড় ৩৭॥০ সাড়েসাঁইত্রিশসের ও ধাইফুল ১২ বারপল, মিশ্রিত করিবে। পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া, এক মাস ইহা রাখিয়া দিবে। তৎপরে ছাঁকিয়া লইয়া, অবস্থানুসারে ১ একতোলা হইতে ৪ চারিতোলা মাত্রায় এই ঔষধ পান করিলে, পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম রোগ নিবারিত হয়।

দাহরোগ।

চন্দনাদি পাচন।—রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, বালা, মুতা, পদ্মমূল, মৃণাল, মৌরী, ধ'নে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী,—মিলিত ২ দুইতোলা, ⁄॥০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ⁄।০ একপোয়া অবশেষ রাখিবে। শীতল হইলে, তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা অতি-উৎকট দাহও নিবারিত হয়।

ত্রিফলাদ্য।—চিনি ও মধুর সহিত ত্রিফলা ও সোঁদাল-মজ্জার কাথ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, দাহ ও পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

পর্প্পটাদি।—ক্ষেৎপাপড়া, মুতা ও বেণামূল, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা দাহ ও পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

দাহান্তক-রস।—৫ পাঁচতোলা পারদ ও ৫ পাঁচতোলা গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া, টাবানেবুর রসের সহিত তাহা মর্দ্দন করিবে, এবং তাহাতে পাণের রসের ভাবনা দিবে। পরে সেই কজ্জলীদ্বারা ১ একতোলাপরিমিত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে ও শুষ্ক হইলে ভূধরযন্ত্রে তাহার পুটপাক করিবে। ভস্মীভূত হইলে, আদার রস এবং ত্রিকটু-চূর্ণের সহিত তাহা ২ দুইরতি মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, দাহ, সন্তাপ ও পিত্তজ মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

সুধাকর-রস।—রসসিন্দুর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ত্রিফলার জলের ও শতমূলীর রসের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে এবং ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, দাহ, বাতরক্ত ও প্রমেহরোগ প্রশমিত হয়। ইহা শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারক।

কাঞ্জিক-তৈল।—⁄৪ চারিসের তিলতৈল, ৬৪ চৌষট্টিসের কাঁজির সহিত পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দ্দন করিলে, দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়।

কুশাদ্য তৈল ও ঘৃত।—কুশাদি তৃণপঞ্চমূলের কাথ, শালপাণীর কাথ এবং জীবকাদি-অষ্টবর্গের কল্ক, এইসমস্ত পদার্থের সহিত তৈল বা ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দ্দন এবং সেই ঘৃত সেবন করিলে, দাহরোগ প্রশমিত হয়।

উন্মাদরোগ।

সারস্বত চূর্ণ।—কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, যমানী, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি ও শঙ্খপুষ্পী,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সকলের সমান বচচূর্ণ, এইসমস্ত দ্রব্যে ব্রহ্মীশাকের রসের ৩ তিনবার ভাবনা দিয়া, শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। ।০ চারি আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধু অনুপানের সহিত এই চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা উন্মাদরোগের উপশম এবং বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতিশক্তি ও কবিত্ব প্রভৃতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

উন্মাদ-গজাঙ্কুশ।—২ দুইতোলা পারদে যথাক্রমে ধুতূরার রস, জলপিপ্পলীর রস ও কুঁচিলার রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া, ঐ পারদের ঊর্দ্ধপাতন করিবে। পরে তাহার সহিত গন্ধক ২ দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া, ২ দুইতোলা পরিমিত সেই কজ্জলী তাম্রপাত্রে লেপন করিবে, শুষ্ক হইলে, সেই তাম্রপাত্র স্বল্প পুটপাকে ভস্ম করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ধুতূরাবীজ ২ দুইতোলা, অভ্র ২ দুইতোলা, গন্ধক ২ দুইতোলা ও মিঠাবিষ ২ দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া, জলসহ ৩ তিন দিন মর্দ্দন করিবে। ১ একরতি মাত্রায়, বায়ুনাশক দ্রব্যের অনুপানসহ এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, উন্মাদ ও ভূতোন্মাদরোগ প্রশমিত হয়।

উন্মাদভঞ্জন রস।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরাতা, কট্‌কী, কণ্টকারী, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, চিতামূল, বেড়েলা, পিপুলমূল, বেণামূল, শজিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশশার মূল, বঙ্গ, রৌপ্য, অভ্র ও প্রবাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সকলের সমান লৌহভস্ম, একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, উন্মাদ, ভূতাবেশ, অপস্মার, রক্তপিত্ত ও কৃশতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ভূতাঙ্কুশ-রস।—পারদ, লৌহ, রৌপ্য, তাম্র ও মুক্তা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, হীরক ২ দুইমাষা এবং হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুঁতে, শিলা-

জতু, সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন ও পঞ্চলবণ,—প্রত্যেক ১ একতোলা; এইসমস্ত দ্রব্য, ভৃঙ্গরাজের রস, দন্তীর রস এবং সীজের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া একটী গোলক করিবে। শুষ্ক হইলে সেই গোলক, দুইখানি কটোরার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, গজপুটে পাক করিতে হইবে। পাকশেষে চূর্ণ করিয়া, ২ দুই-রতি মাত্রায় সেই চূর্ণ আদার রসসহ সেবন করাইবে; এবং দশমূলের ক্বাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করাইবে। তৎপরে গাত্রে সর্ষপ-তৈল মর্দ্দন করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তিত-লাউয়ের স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়।

চতুর্ভুজ-রস।—রসসিন্দুর ২ দুইভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, মনঃশিলা ১ একভাগ, মৃগনাভি ১ একভাগ ও হরিতাল ১ একভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত ১ একদিন মর্দ্দন করিয়া, একটী গোলক করিবে; এবং সেই গোলকটী এরণ্ডপত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া, তিনদিন ধান্যরাশিমধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে চূর্ণ করিয়া ২ দুইরতিমাত্রায় মধু ও ত্রিফলাচূর্ণের সহিত ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা উন্মাদ, অপস্মার, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প, জ্বর, কাস, শোষ, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, এবং বলি পলিতাদি বিনষ্ট হয়।

পানীয়-কল্যাণক ও ক্ষীর কল্যাণ ঘৃত।—গব্যঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ রাখালশশার মূল, ত্রিফলা, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, তগর-পাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলশুঁদী, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, এই ২৮ আটাইশটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহাকে পানীয়-কল্যাণক ঘৃত কহে। এই ঘৃতই দ্বিগুণ জল এবং চারিগুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিলে, তাহাকে ক্ষীর-কল্যাণ ঘৃত কহে। এই উভয় ঘৃত ৷৷০ অর্দ্ধ-তোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, উন্মাদ, অপস্মার, রাজ-যক্ষ্মা, বাতরক্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, কণ্ডু, অর্শঃ, বমি, প্রতিশ্যায়, দুর্ব্বলতা, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, বিষদোষ ও বিসর্প প্রভৃতি নিবারিত হয়।

মহাকল্যাণক-ঘৃত।—শালপাণী, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলশুঁদী, বড়-এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম,

নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, এই একুশটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৮ আট সের, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট রাখিবে। এই ক্বাথ ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ চাকুলে, (কাহারও মতে ভূমিকুষ্মাণ্ড), মাষকলাই, বরবটী, (কাহারও মতে এই উভয়ের পরিবর্ত্তে মুগাণী ও মাষাণী), কাকোলী, আলকুশী, ঋষভক, ঋদ্ধি ও মেদা (কেহ কেহ এতদতিরিক্ত ক্ষীরকাকোলীও লইয়া থাকেন),—এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত (যে গাভী একবার মাত্র প্রসব করিয়াছে, তাহারই দুগ্ধের ঘৃত লইতে হইবে), যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, উন্মাদরোগ এবং সন্নিপাতদোষ প্রশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকারক।

চৈতস-ঘৃত।—ক্বাথার্থ গাম্ভারীবর্জ্জিত দশমূল, অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারী এবং রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বামূল ও শতমূলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, এই ক্বাথ এবং ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ ও পানীয়-কল্যাণকের কল্কদ্রব্যসমূহের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা উন্মাদরোগের এবং সমুদায় মনোবিকারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিবাঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ শৃগালের মাংস /৬।০ সওয়া ছয়সের, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশসের,—শেষ /৮ আটসের, দশমূল মিলিত /৬।০ সওয়া ছয়সের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, ছাগদুগ্ধ /৮ আটসের, এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুকা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশশার মূল, শালপাণী, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলশুঁদী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদা, এলাইচ, এলবালুক ও চাকুলে, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; এইসমস্ত যথাবিধানে পাক করিবে। উন্মাদ, অপস্মার, শোষ, উরঃক্ষত, কাস, পীনস, মদাত্যয়, মেহ, মূত্রাঘাত, ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বিবিধ বিকারে এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

মহাপৈশাচিক-ঘৃত।—গব্যঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ—জটামাংসী, হরীতকী, ভুতকেশী, কুম্ভাকুলতা, আলকুশী বীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীর-কাকোলী, চোরপুষ্পী, কট্‌কী, ছোট-এলাইচ, চামার-আলু, মৌরী, শুল্‌ফা, গুগ্‌গুলু, শতমূলী, শুয়াঠুঁটী, রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাতুলে, বিছাটী, শালপাণী, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত /১ একসের, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের,—যথানিয়মে পাক করিয়া, সর্ব্ববিধ উন্মাদ ও অপস্মার প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক এবং শিশুদিগের পুষ্টিজনক। কল্কপদার্থের মধ্যে কুম্ভাকুলতার পরিবর্ত্তে চাকুলে, অথবা বামুনহাটী এবং শুয়াঠুঁটীর পরিবর্ত্তে ব্রহ্মীশাক কেহ কেহ ব্যবহার করেন।

হিঙ্গ্বাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৮ আটসের, গোমূত্র ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কল্কার্থ—হিং, সচল-লবণ ও ত্রিকটু,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, একত্র যথা-নিয়মে পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়।

লশুনাদ্য ঘৃত;—খোসাশূন্য শুষ্ক লশুন /৬।০ সওয়া ছয়সের, এবং দশমূল মিলিত /৩৶০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া অর্থাৎ পঁচিশপল, একত্র ৩২ বত্রিশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, /৮ আটসের অবশেষ রাখিবে। লশুনের রস /৪ চারি-সের; কুল, মূলা, মহাদা, ছোলঙ্গনেবু, আদা ও দাড়িম,—প্রত্যেকের যথাসম্ভব রস বা ক্বাথ এবং সুরা, দধির মাত ও কাঁজি—প্রত্যেক /২ দুইসের (কাহারও মতে /৪ চারিসেব); কল্কার্থ ত্রিফলা, দেবদারু, সৈন্ধব-লবণ, ত্রিকটু, জীরা, যমানী, চই, হিং ও থৈকল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, উন্মাদ, গুল্ম, শূল, প্লীহা, উদর, পাণ্ডু, ক্রিমি, জ্বর, যোনিদোষ ও বাতশ্লেষ্মজনিত বিবিধ পীড়াব উপশম হয়।

অপস্মার।

কল্যাণচূর্ণ।—পঞ্চকোল, মরিচ, ত্রিফলা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব, পিপুল, বিড়ঙ্গ, নাটাকরঞ্জ, যমানী, ধ'নে ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।৹ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

সূতভস্মপ্রয়োগ।—শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রহ্মীশাক, কুড় ও এলাইচ, এই-সকল দ্রব্যের ক্বাথের সহিত, রসসিন্দুর ২ দুইরতি মাত্রায় সেবন করিলে, সকল-প্রকার অপস্মার নিবারিত হয়।

বাতকুলান্তক।—মৃগনাভি, মনঃশিলা, নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। বায়ুনাশক দ্রব্যের অনু-পানসহ ইহা সেবন করিলে, অপস্মার, মূর্চ্ছা, এবং অন্যান্য বায়ুরোগসমূহ নিবারিত হয়।

চণ্ডভৈরব।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহভস্ম, হরিতাল, মনঃশিলা ও রসাঞ্জন,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া, পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধকসহ মিশ্রিত করিবে, এবং কিছুক্ষণ লৌহপাত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি হইতে ৫ পাঁচরতি-মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। তৎপরে হিং, সচল লবণ, কুড়চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গোমূত্র অনুপান করিবে। ইহাও অপস্মার-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইন্দ্রব্রহ্মবটী।—রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, মিঠাবিষ ও পদ্ম-কেশর,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে মনসাসীজ, চিতামূল, সিদ্ধি, এরণ্ডমূল, বচ, শীন, ওল ও নিসিন্দা, ইহাদের রসের একদিন ভাবনা দিয়া একটী গোলক করিবে এবং সেই গোলক যথাবিধি পুটপক করিবে। পরে তাহার সহিত ১ একভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিবে, এবং সর্ষপতৈলে ও লতাফট্‌কীবীজের তৈলে অথবা প্রিয়ঙ্গুর তৈলে তাহা পাক করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিয়া, দশমূলের ক্বাথে পিপুল-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ঘৃতের ১৮ আঠারগুণ অর্থাৎ ৭২ বাহাত্তর সের কুষ্মাণ্ডজল এবং /১ একসের যষ্টিমধুর কল্কসহ যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, অপস্মার নিবারিত হয়।

স্বল্প পঞ্চগব্যঘৃত।—গব্যঘৃত /৪ চারিসের, গোময়রস /৪ চারিসের, অম্লগব্যদধি /৪ চারিসের, গব্যদুগ্ধ /৪ চারিসের, গোমূত্র /৪ চারিসের এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথাবিধানে পাক করিবে। মাত্রা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা। ইহাদ্বারা উন্মাদ, অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃত।—কাথার্থ—দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কটকী, সোঁদালফল, ডুমুরমূল, কুড় ও দুরালভা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল; জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—বামুনহাটী, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়হরফল, মূর্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিরাতা, চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রোহিতকছাল, গন্ধতৃণ ও মল্লিকাফুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, গোময়রস /৪ চারিসের, গোমূত্র /৪ চারিসের, গব্যদুগ্ধ /৪ চারিসের ও গব্য অম্লদধি /৪ চারিসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত গব্যঘৃত /৪ চারিসের যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে, অপস্মার, গ্রহদোষ, গুল্ম, অর্শঃ, পার্শ্ববেদনা, কামলা, হলীমক, কাস, শোথ, উদর ও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয়।

মহাচৈতসঘৃত।—কাথার্থ শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, শতমূলী, দশমূল, রাস্না, পিপুল ও শজিনামূল,—প্রত্যেক ২ দুইপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, খেজুরমাতি অথবা পিণ্ডখেজুর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতি, গোক্ষুর এবং উন্মাদরোগোক্ত স্বল্পচৈতস-ঘৃতের কল্কদ্রব্যসমূহ,—সমুদায়ে /১ একসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। ইহাদ্বারা অপস্মার, উন্মাদ, গ্রহাবেশ, কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর, শুক্রবিকার, আর্ত্তবদোষ এবং বিষদোষ নিবারিত হয়।

ব্রহ্মীঘৃত।—পুরাতন-ঘৃত /৪ চারিসের, ব্রহ্মীশাকের রস ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—বচ, কুড় ও শঙ্খপুষ্পী, মিলিত /১ একসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত মেধাবর্দ্ধক এবং অপস্মার ও উন্মাদরোগের নিবারণকারক।

পলঙ্কষাদ্য-তৈল।—কল্কার্থ—গুগ্‌গুলু, বচ, হরীতকী, বিছাটীমূল আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, ঈশলাঙ্গলা, হিং, চোরপুষ্পী রসুন, আতইচ, দন্তী, কুড় এবং গৃধ্র প্রভৃতি মাংসভোজী পক্ষীর বিষ্ঠা, সমুদা /১ একসের ও ছাগমূত্র ১৬ ষোলসের, এইসকল দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসে তিলতৈল যথাবিধানে পাক করিয়া, মর্দ্দনার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অপস্মা রোগ প্রশমিত হয়।

বাতব্যাধি।

রাস্নাদি পাচন।—রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ড মূল ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথ শুঁঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও কটিদেশের বেদনা নিবারিত হয়।

মাষবলাদি।—মাষকলাই, বেড়েলা, আমলকীর মূল, গন্ধতৃণ, রাস্না অশ্বগন্ধামূল ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিয়া নাসিকাদ্বারা পান করাইবে। অসমর্থ রোগীকে মুখ দিয়াও পান করান যায় ইহাদ্বারা পক্ষাঘাত, মন্যাস্তম্ভ, অর্দ্দিত ও কর্ণরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

স্বল্পরাস্নাদি পাচন।—রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, ত্রিফলা, দশমূ ও শ্যামালতা, এইসমস্ত দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে, অর্দ্দিত, শিরঃশূল, অপস্মার, চিত্তবিভ্রম ও জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

স্বল্পরসোনপিণ্ড।—খোসাশূন্য রসুন ১২ বারতোলা, এবং হিং, জীরা, সৈন্ধব লবণ, সচল-লবণ ও ত্রিকটু,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একমাষা, এই সমুদা দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, ।৹ অর্দ্ধতোলামাত্রায় এরণ্ডমূলের কাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। ১ একমাসকাল এই ঔষধ সেবন করিলে, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, অপ তন্ত্রক, গৃধ্রসী, উরুস্তম্ভ এবং কটী ও পৃষ্ঠদেশের বেদনা বিনষ্ট হইয়া যায়।

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু।—বাবলাছাল, অশ্বগন্ধা, হবুষা, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বিদ্ধড়কবীজ, রাস্না, শুল্‌ফা, শঠী, যমানী ও শুঁঠ— প্রত্যেকে

চূর্ণ ১ একতোলা, গুগ্‌গুলু ১২ বারতোলা ও ঘৃত ৬ ছয়তোলা লইয়া, প্রথমে ঘৃতের সহিত গুগ্‌গুলু মাড়িবে, তৎপরে অন্যান্য দ্রব্যের চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এই ঔষধ, উষ্ণদুগ্ধ, উষ্ণজল, মাংসরস, অথবা মদ্যের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা বাহু, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা, কটি, অস্থি ও সন্ধি-স্থানগত বেদনা, এবং হনুগ্রহ, গৃধ্রসী প্রভৃতি সকলপ্রকার বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধাঘৃত।—অশ্বগন্ধার ক্বাথ ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের এবং অশ্বগন্ধার কল্ক /১ একসেরের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, বায়ুরোগ বিনষ্ট হয় এবং মাংস ও শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দশমূলাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, দশমূলের ক্বাথ ১২ বারসের, এবং কল্কার্থ—জীবনীয়গণ—মিলিত /১ একসের; একত্র যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, বাতবেদনার নিবৃত্তি এবং শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে।

ছাগলাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ছাগমাংস ৫০ পঞ্চাশ পল ও দশমূল ৫০ পঞ্চাশ পল, একত্র পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, ও শতমূলীর রস /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ জীবনীয়গণ—মিলিত /১ একসের; যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, কর্ণশূল, বাধির্য্য, বাক্যের জড়তা, পঙ্গুতা, কুব্জতা ও গৃধ্রসী প্রভৃতি নিবারিত হয়। কেহ কেহ এই ঘৃতের কল্কদ্রব্যের মধ্যে যষ্টিমধু ২ ভাগ লইতে বলেন।

বৃহচ্ছাগলাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত ১৬ ষোলসের, এবং ক্বাথার্থ ছাগমাংস, দশমূল, বেড়েলা ও অশ্বগন্ধা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০০ একশত পল (১২।০ সাড়েবার সের) পৃথক্ পৃথক্ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, প্রত্যেকের ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে এবং যথাক্রমে এক একটা ক্বাথের সহিত এক একবার ঘৃত পাক করিবে। তৎপরে ১৬ ষোলসের দুগ্ধ ও ১৬ ষোলসের শতমূলীর রসের সহিত পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া, পরে কল্কপাক করিতে হইবে। কল্কদ্রব্য যথা,—জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলশুঁদী, মুতা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগাণী, মাষাণী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র,

শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধ'নে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, দেবদারু, রেণুকা, এলবালুকা, বিড়ঙ্গ ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা। পাকশেষে ছাঁকিয়া এই ঘৃতের সহিত /২ দুইসের চিনি মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃতের সমুদায় পাকই তাম্রপাত্রে এবং মৃদু অগ্নিতে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে, অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, গৃধ্রসী, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ ও অপতানক প্রভৃতি সকলপ্রকার বায়ুরোগ এবং রক্তপিত্ত, শোথ, ক্ষয়, শুক্রমেহ, শুক্রতারল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, প্রদরাদি স্ত্রীরোগ, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, অর্শঃ, আনাহ এবং চাতুর্থক জ্বর প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়। ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ অতি বিরল।

নকুলাদ্য-ঘৃত।—ক্কাথার্থ—নকুলমাংস, মিলিত দশমূল, মাষকলায় ও বহেড়া,—প্রত্যেক দ্রব্য /২ দুইসের, পৃথক্ পৃথক্ ১৬ ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, /৪ চারিসের ক্কাথ অবশেষ রাখিবে। শতমূলীর রস /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ জীবকাদি অষ্টবর্গ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা ও অনন্তমূল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার বায়ুবিকার, বিশেষতঃ অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, শিরঃকম্প, হস্তকম্প, মূকতা, উর্দ্ধ-জত্রুগত বায়ু এবং জঙ্ঘাপার্শ্বাদিগত বাতবেদনা নিবারিত হয়।

চতুর্ম্মুখ-রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, স্বর্ণ ১/৪ সিকিভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, একটী গোলক করিবে; পরে এরণ্ডপত্রদ্বারা সেই গোলকটীকে বেষ্টন করিয়া, ধান্যরাশির মধ্যে তিনদিন রাখিয়া দিবে। তিনদিনের পর বাহির করিয়া, ২ দুইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। মধু ও ত্রিফলার জল অনুপানের সহিত ইহা সেবন করাইতে হয়। ইহাদ্বারা মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার, অর্শঃ, প্রমেহ, পাণ্ডু, শূল, শ্বাস, কাস, অম্লপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বলি-পলিতনাশক এবং বল-পুষ্টিবর্দ্ধক।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ।—রসসিন্দুর ২ দুইতোলা, লৌহ ১ একতোলা, অভ্র ১ একতোলা ও স্বর্ণভস্ম ॥০ অর্দ্ধতোলা একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্ববৎ গোলক করিবে, এরণ্ডপত্রবেষ্টিত করিয়া, তিন দিন তাহা

ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—পূর্ব্ববৎ। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ, এবং প্রমেহ, অশ্মরী, প্রদর, সূতিকা, জ্বর, যক্ষ্মা ও বহুমূত্র প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয় ; ইহা বল, বর্ণ, অগ্নি, পুষ্টি ও কান্তির বৃদ্ধিকারক।

যোগেন্দ্র রস।—রসসিন্দুর ১ একতোলা, এবং স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ,—প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যে ঘৃতকুমারীর রসের ভাবনা দিয়া, পূর্ব্ববৎ ধান্যরাশির মধ্যে তিনদিন রাখিয়া, দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলার জল ও চিনি অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, পক্ষাঘাত ও ইন্দ্রিয়নাশ প্রভৃতি বায়ুবিকারসমূহ, এবং ভিন্ন ভিন্ন রোগনাশক দ্রব্যের অনুপানসহ সেবন করিলে, পিত্তরোগ, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত, অম্লপিত্ত, শূল, অর্শঃ, ভগন্দর ও কৃশতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

রসরাজ-রস।—রসসিন্দুর ৮ আটতোলা, অভ্র ২ দুইতোলা ও স্বর্ণ ১ একতোলা, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মাড়িয়া, তাহার সহিত লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গভস্ম, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জম্বিত্রী ও ক্ষীরকাকোলী—প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিবে। পরে কাকমাচীর রসের সহিত মাড়িয়া, পাঁচরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। দুগ্ধ বা চিনির জল অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত, অপতন্ত্রক, হনুস্তম্ভ, মস্তকঘূর্ণন, এবং বাধির্য্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা বল ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চিন্তামণিরস।—রসসিন্দুর ও অভ্র প্রত্যেক ২ দুইতোলা, লৌহ ১ একতোলা ও স্বর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। অবস্থাবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক বায়ুরোগ-মাত্রেই বায়ুনাশক বিবিধ অনুপানসহ ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা প্রমেহ, বহুমূত্র, অশ্মরী, প্রদর, ও সূতিকা প্রভৃতি রোগের উপশম হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে, বায়ুরোগ, শ্লেষ্মা ও পিত্তসংযুক্ত বায়ুবিকার এবং যক্ষ্মা, জ্বর, দাহ, ভ্রান্তি, অরুচি, হৃল্লাস, বমি ও শিরোবেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা বল, বর্ণ, কান্তি, পুষ্টি ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি।—স্বর্ণ ৩ তিন ভাগ, রৌপ্য ২ দুই ভাগ, অভ্র ২ দুইভাগ, লৌহ ৪ পাঁচভাগ, প্রবাল ৩ তিনভাগ, মুক্তা ৩ তিনভাগ, এবং রস-

সিন্দূর ৭ সাতভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। বিবেচনাপূর্ব্বক অনুপানবিশেষের সহিত ইহা প্রয়োগ করিলে, বায়ুবিকার ও পিত্তবিকারসমূহ বিনষ্ট হয়, এবং বৃদ্ধেরও জরাভাব অপগত হইয়া থাকে।

বাতগজাঙ্কুশ।—পারদ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারী ও সোহাগার খই, একত্র মুণ্ডিরীর রস ও নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত এক একদিন মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। পিপুলচূর্ণ ও মঞ্জিষ্ঠার ক্বাথসহ ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা গৃধ্রসী, অববাহুক, ক্রোষ্টুকশীর্ষ প্রভৃতি সকলপ্রকার বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ।—পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, কান্তলৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঁঠ, বেড়েলা, ধ'নে, কট্‌ফল, মিঠাবিষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খই,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং ২ দুইভাগ হরীতকী,—মুণ্ডিরী ও নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত এক একদিন মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ বাতব্যাধিনাশক।

মহা-বাতগজাঙ্কুশ।—অভ্র, লৌহ, তাম্র, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, বামুনহাটী, শুঁঠ, শ্বেতবেড়েলা, ধ'নে, কট্‌ফল, হরীতকী ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইবে; এবং পিপুলমূলের ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৪ চারি মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, বাত-শ্লেষ্মার উপশম হয়।

অনিলারি-রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, একত্র উভয়ের কজ্জলী করিয়া, এরণ্ডমূলের রস ও নিসিন্দার রসের সহিত সেই কজ্জলী এক এক দিন মর্দ্দন করিবে। শুষ্ক হইলে, দুইখানি তাম্রপাত্রের মধ্যে তাহা সংরুদ্ধ করিয়া, তাম্রপাত্রের উপর মৃত্তিকার লেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে, সেই তাম্রপাত্ররুদ্ধ ঔষধ বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে নিসিন্দা, এরণ্ডমূল ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের রসের ৭ সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ দুই বা তিনরতি মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। অনুপানার্থ সৈন্ধব-মিশ্রিত এরণ্ডতৈল, অথবা মরিচচূর্ণ-

মিশ্রিত ঘৃত, কিংবা ত্রিকটু-চূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দার রস বা চিতামূলের রস প্রয়োগ করিতে হইবে।

শীতারি-রস।—পারদ ১ এক ভাগ ও গন্ধক ২ দুই ভাগ—একত্র উভয়ের কজ্জলী করিয়া, তাহাতে পুনর্নবা ও চিতামূলের রসের ভাবনা দিবে। পরে ৮ আটগুণ পাকা আকন্দপাতার রসের সহিত তাহা পাক করিয়া, অর্দ্ধভাগ মিঠাবিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে, এবং চিতামূলের রসের সহিত কিছুক্ষণ পাক করিবে। পাকশেষে শুষ্ক হইয়া গেলেই তাহার চূর্ণ করিয়া লইবে। মরিচচূর্ণ ও আদার রস, অথবা মরিচচূর্ণ ও ঘৃত, অনুপানের সহিত ২ দুইরতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, শীতবাত বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে ঘৃত ও মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর পদার্থসমূহ আহার করিতে দিবে। (সর্ব্বাঙ্গে শীতলতা, রোমাঞ্চ, অঙ্গস্ফুরণ, আলস্য এবং মস্তকে ও চক্ষুতে বেদনা, এই কয়েকটী লক্ষণযুক্ত বাতব্যাধির নাম শীতবাত।)

তালকেশ্বর-রস। -রসসিন্দূর ১ একভাগ, হরিতাল ১ একভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৮ আটভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে গুড়িকা করিবে। প্রাতঃকালে ইহার এক একটী গুড়িকা সেবন করিয়া, ছায়ায় উপবেশন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে, অস্পর্শবাত (যে বায়ুরোগে স্পর্শজ্ঞান থাকে না) বিনষ্ট হয়।

তালভৈরবী।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, অহিফেন, হিঙ্গুল, সোহাগার খই ও ত্রিকটু,—সমুদায় দ্রব্য সমভাগ; আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, মুগের মত বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত যাবতীয় রোগ, এবং গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, শীতবাত ও সূচীবাত নিবারিত হয়। (যে বায়ুরোগে রোগীর অঙ্গ একবারে অসাড় হইয়া যায়, সূচীবিদ্ধ হইলেও সেস্থানে যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, তাহাকে সূচীবাত কহে।)

আনন্দ-ভৈরবী।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, মরিচ ৮ আটভাগ, এবং সোহাগার খই ৪ চারিভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ভীমরাজের রস ও অম্লদাড়িমের রস, প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। পাণের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন

করিলে, বাত-শ্লেষ্মজনিত সর্ব্ববিধ পীড়া, এবং অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অরুচি, পাণ্ডু, জ্বর ও মেদোরোগ বিনষ্ট হয়।

বাতারি রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, ত্রিফলা ৩ তিন ভাগ, চিতামূল ৪ চারি ভাগ, এবং গুগ্‌গুলু ৫ পাঁচভাগ, এরণ্ডতৈলের সহিত এইসকল দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া, বিরেচনার্থ উপযুক্ত পরিমাণে (।০ চারি-আনা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় কোষ্ঠবিশেষে প্রয়োগ করিতে হয়) প্রাতঃকালে সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনের পরে শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথ অনুপান করিবে, এবং অনায়াসে বিরেচন না হইলে, সর্ব্বাঙ্গে এরণ্ডতৈল মর্দ্দন করিয়া, পৃষ্ঠদেশে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। বিরেচনের পরে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ পদার্থ আহার করিবে। এই ঔষধ একমাস সেবন করিলে বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

দ্বিগুণরস।—গন্ধক ১ একভাগ ও পারদ ২ দুইভাগ, একত্র কিছুক্ষণ মৃদু-অগ্নিতে পাক করিয়া, উভয়ের সমপরিমিত হরীতকীচূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ৭ সাতরতি হইতে আরম্ভ করিয়া ২১ একুশরতি পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একরতি মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, তৎপরে পুনর্ব্বার প্রত্যহ এক একরতি মাত্রা কম করিয়া, এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি ইহার অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অল্পদিনমধ্যেই কম্পবাত নিবারিত হয়।

বাতনাশন রস।—রসসিন্দুর, স্বর্ণ, হীরক, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, রসাঞ্জন, তুঁতে ও সমুদ্রফেন,—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, এবং পঞ্চলবণ মিলিত একভাগ, সীজের আঠার সহিত ১ একদিন মর্দ্দন করিবে, তৎপরে মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, ভূধরযন্ত্রে তাহা পাক করিবে। ১ একমাষা পরিমাণে এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিয়া, পিপুলচূর্ণমিশ্রিত পিপুলমূলের কাথ অনুপান করিতে হয়। ইহাদ্বারা আক্ষেপক প্রভৃতি বায়ুবিকারসমূহ সত্বর নিবারিত হয়।

লঘ্বানন্দ রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক একভাগ, মরিচ ৮ আটভাগ ও সোহাগার খই ৪ চারিভাগ, এই-সমস্ত দ্রব্যে ৫ পাঁচবার ভৃঙ্গরাজরসের এবং পাঁচবার দাড়িমের রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা বিবিধ বায়ুবিকার, এবং অর্শঃ, দাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

পিণ্ডীরস।—পারদ ৫ পাঁচভাগ, গন্ধক ৫ পাঁচভাগ, এবং তাম্রভস্ম ১ একভাগ, একত্র পাণের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, একখানি তাম্রপত্রে তাহা লেপন করিবে। শুষ্ক হইলে, সেই ঔষধলিপ্ত তাম্রপত্র যথাবিধানে গজপুটে পাক করিবে। পাকশেষে চূর্ণ করিয়া, ১ একরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা কম্পবায়ু, পক্ষাঘাত এবং দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি পিত্তবিকার প্রশমিত হয়।

কুব্জবিনোদ রস।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মিঠাবিষ, হরীতকী, কট্‌কী, ত্রিকটু, গন্ধবোল ও জয়পাল, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ভৃঙ্গরাজের রস, মনসাসীজের রস ও আকন্দপাতার রস, ইহাদের প্রত্যেকের ৭ সাতবার বা ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, কটীবেদনা, পার্শ্ববেদনা, উরুস্তম্ভ, আমবাত, বক্ষোবেদনা,অগ্নিমান্দ্য ও স্থূলতা বিনষ্ট হয়।

বাতবিধ্বংসী রস।—পারদ ১ একভাগ, অভ্র ২ দুইভাগ, কাংস্য ৩ তিনভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ চারিভাগ, গন্ধক ৫ পাঁচভাগ, এবং হরিতাল ৬ ছয়ভাগ এইসমস্ত দ্রব্যে সাতদিন এরণ্ডতৈলের ভাবনা দিবে; তৎপরে লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া একটী গোলক (ড্যালা) করিবে, এবং সেই গোলকের উপরে আধ আঙ্গুল মোটা করিয়া তিন্‌বাঁটার প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, ১২ বারপ্রহর-কাল তাহা বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাকশেষে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধদ্বারা সর্ব্বাঙ্গের বেদনা, মন্যাস্তম্ভ, আধ্মান, আনাহ, মলরোধ, গুল্ম, উদর-রোগ, অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, বিসূচিকা, গ্রহণী, বমি, শ্বাস, কাস, শূল, অতিসার, ক্রিমি ও জ্বর নিবারিত হয়। রোগানুসারে ইহার অনুপান স্থির করিয়া লইবে। মাত্রা—১ একরতি হইতে ২ দুইরতি পর্য্যন্ত।

পলাশাদি বটী।—পলাশবীজের রসের সহিত সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক ৩ তিনদিন মর্দ্দন করিয়া, ১৬ ষোলভাগের ১ একভাগ কুঁচিলাবীজ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ২ দুইরতিমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, অস্পর্শবাত, অর্শঃ, বাতরক্ত ও শোথ নিবারিত হয়।

এই ঔষধ পঞ্চপিত্তের ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিলে, তাহাদ্বারা পিত্তরোগসমূহও নিবারিত হয়।

গগনাদি বটী।—অভ্রভস্ম, পারদ, গন্ধক, তাম্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, ও স্বর্ণমাক্ষিক, সমুদায় সমভাগ; এইসমস্ত দ্রব্যে যষ্টিমধু, বাসক ও দ্রাক্ষার ক্বাথের ভাবনা দিয়া, একদিন ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ২ দুই রতিমাত্রায় মধুর সহিত, অথবা শ্বেতচন্দন ও কর্পূরের সহিত সেবন করিলে, বায়ুরোগ, কাসরোগ এবং ক্ষয়, অর্শঃ, মদ, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হিঙ্গুল ও কুঁচিলা,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, সেইসমস্ত দ্রব্যে ছাতিম, আকন্দ, বাসক ও এরণ্ডমূলের রস, এবং মনসাসীজের আঠায় ভাবনা দিয়া, একটী গোলক (ড্যালা) করিবে। শুষ্ক হইলে, সেই গোলকটী বালুকাযন্ত্রে ২ দুইপ্রহর পাক করিবে। পাকের পরে পিপুল ও মিঠাবিষ তাহার সহিত মিলিত করিয়া লইবে। ২ দুইরতিমাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ ও শূলরোগ প্রশমিত হয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস।—হীরক, স্বর্ণ ও মুক্তাভস্ম,—প্রত্যেক ১ একভাগ, লৌহভস্ম ৩ তিনভাগ, এবং অভ্রভস্ম ও রসসিন্দুর,—প্রত্যেক ৪ চারিভাগ লইয়া, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে; এই ঔষধ সেবনে বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত বিকারসমূহ, এবং প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ, পুষ্টি, আয়ুঃ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক। তরল কফে আদার রসের সহিত, শুষ্ক কফে মধুর সহিত, পিত্ত-দুষ্টিতে ঘৃত ও চিনির সহিত, দুষ্ট বায়ু ও শ্লেষ্মার সমতা থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত, এবং প্রমেহরোগে মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়।

দশসার বটী।—যষ্টিমধু, আমলকী, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, বড়-এলাইচ, চন্দন, এলবালুক, মউলফুল, পিণ্ডখেজুর ও দাড়িমবীজ, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান চিনি; একত্র মর্দ্দন করিয়া, ।৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুই-তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার বায়ুবিকার নিবারিত হয়।

স্বল্পবিষ্ণু-তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, গব্য বা ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, গোরক্ষ-চাকুলে ও ঝাঁটীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া, যাবতীয় বাতজ রোগে প্রয়োগ করিবে।

এই তৈল মর্দ্দন করিলে, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, অর্দ্ধাবভেদক, অর্দ্দিত, বাতরক্ত, গলগণ্ড, অশ্মরী, কামলা, পাণ্ডু, ক্ষয় ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। বন্ধ্যাপুরুষ ও বন্ধ্যাস্ত্রীকে এই তৈল পান করাইলে, তাহাদের সন্তানোৎপত্তি হইতে দেখা যায়।

বৃহৎ বিষ্ণু তৈল —তিলতৈল ১৬ ষোলসের, শতমূলীর রস ১৬ ষোলসের, জল ৩২ বত্রিশসের; কল্কার্থ,—মুতা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শঠী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, দারুচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুকা, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, কুন্দুরখোটী, গেটেলা ও নখী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; যথাবিধি পাক করিয়া, সর্ব্ববিধ বায়ুরোগে প্রয়োগ করিবে। ঊর্দ্ধবাত, অঙ্গুলিগ্রহ, মন্যাগ্রহ, অঙ্গশোষ ও খাঞ্জ্য প্রভৃতি রোগে এই তৈল মর্দ্দন করিলে, বিশেষ উপকার হয়।

নারায়ণ তৈল।—তিলতৈল ১৬ ষোলসের, শতমূলীর রস ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ৬৪ চৌষট্টিসের, ক্বাথার্থ—বেল, গণিয়ারী, শোণা, পারুল, পালিধা,— ইহাদের মূলের ছাল এবং গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, জল ২৫৬ দুইশত ছাপ্পান্নসের,—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের; কল্কার্থ—শুল্‌ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্নবামূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল পরিমাণে লইয়া যথানিয়মে পাক করিবে। অবস্থাভেদে এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিকর্ম্মে (পিচকারীতে) প্রয়োগ করিলে, ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বায়ুবিকার নিবারিত হয়; এবং জরা, বন্ধ্যাত্ব, ইন্দ্রিয়ক্ষীণতা ও শুক্রক্ষয় প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

মধ্যমনারায়ণ-তৈল।—তিলতৈল ৩২ বত্রিশসের, এবং কল্কার্থ—বেল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোণা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষ-চাকুলে, গণিয়ারী, গন্ধভাদুলে ও পারুল, ইহাদের প্রত্যেকের মূল ⁄২॥০ আড়াই-সের একত্র ১২৸২ বারমণ বত্রিশসের জলে পাক করিয়া, ৩⁄৮ তিনমণ আট-সের অবশিষ্ট রাখিবে। ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ৩২ বত্রিশসের, শতমূলীর রস ৩২ বত্রিশসের, এবং কল্কার্থ—রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, শালপাণী,

চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব-লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুতা, তেজপত্র, দারুচিনি, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁটেলা, শ্বেত-পুনর্নবা ও চোরপুষ্পী প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, যথানিয়মে পাক করিয়া, সুগন্ধের জন্য একবার সাধারণ গন্ধপাক করিবে এবং তৎপরে তাহার সহিত কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এই তৈলমর্দ্দনে কোষ্ঠগত ও শাখাগত সকলপ্রকার বায়ুবিকার এবং মূর্চ্ছা, অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

মহানারায়ণ তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—শতমূলী, শালপাণী, চাকুলে, শঠী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষ-চাকুলে ও ঝাঁটীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ যোলসের; গব্যঘৃত ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক /৮ আটসের, শতমূলীর রস /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রাস্না, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, সকলপ্রকার বায়ুবিকার এবং হৃৎশূল, পার্শ্ববেদনা, অর্দ্ধাবভেদক, বাতরক্ত, অশ্মরী, পাণ্ডু, কামলা, গণ্ডমালা, অপচী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। গ্রন্থান্তরে ইহা 'বিষ্ণুতৈল' নামে পরিচিত।

সিদ্ধার্থক তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, শতমূলীর রস /৮ আট সের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, আদার রস /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েলা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, বরাহক্রান্তা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, গন্ধতৃণ, সৈন্ধব-লবণ ও শুঁঠ,—মিলিত /১ একসের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, খঞ্জ, পঙ্গু ও কুব্জ প্রভৃতি অঙ্গবিকৃতি নিবারিত হয় এবং পক্ষাঘাত, অঙ্গশোষ, সন্ধিবাত ও ইন্দ্রিয়ক্ষীণতা আরোগ্য হইয়া থাকে। এই তৈল উপযুক্ত মাত্রায় একমাসকাল ব্যবহার করিলে, যৌবনের বল-বীর্য্যাদি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

হিমসাগর তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড, আমলকী, শিমুলমূল, গোক্ষুর ও কদলীমূল—প্রত্যেকের রস /৪ চারি-

সের, নারিকেলের (ডাবের) জল /৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, হরীতকী, খটাশী, পিড়িংশাক, কুন্দুরুখোটী, নালুকা, শতমূলী, লোধ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, মৌরী, শঠী, চন্দন, গেঁটেলা ও কর্পূর,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। ইহা বায়ুরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, যাবতীয় বায়ুবিকার ও পিত্তবিকার এবং উন্মাদ, মূর্চ্ছা, দাহ, মস্তকঘূর্ণন, অনিদ্রা, অঙ্গশোষ, মন্যাগ্রহ ও হনুগ্রহ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ—বেড়েলা ১২।৷০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; দশমূল ১২।৷০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের,—শেষ ১৬ ষোলসের,—কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধব-লবণ, বচ, কঙ্কোল, পদ্মকাষ্ঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তগরপাদুকা, গুলঞ্চ, মুগানী, মাষাণী, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; এই-সকল দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল বিবিধ বায়ুরোগনাশক এবং ক্ষীণশুক্র পুরুষ ও ক্ষীণার্ত্তবা স্ত্রীদিগের বিশেষ উপকারী। ইহার পান ও অভ্যঙ্গ-দ্বারা উন্মাদ, অপস্মার, গাত্রকম্প, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও বাত-পিত্তজনিত বিবিধ বিকার প্রশমিত হয়।

মাষবলাদি তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের; মাষকলাই, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, গন্ধভাদুলে ও শুল্‌ফা, ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ কাথ /৪ চারিসের, দধির মাত /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, লাক্ষার কাথ /৪ চারিসের, কাঁজি /৪ চারিসের, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস /২ দুইসের এবং কল্কার্থ—শুল্‌ফা, মৌরী, মেথী, রাস্না, গজপিপ্পলী, মুতা, অশ্বগন্ধা, বেণামূল, যষ্টিমধু, শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা ও ভুঁই-আমলা—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। ইহাদ্বারা সকলপ্রকার বাতরোগ এবং গাত্রকম্প ও প্রমেহ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

সৈন্ধবাদ্য তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কাঁজি ৩২ বত্রিশসের, এবং কল্কার্থ-সৈন্ধব-লবণ ২ দুইপল, শুঁঠ ৫ পাঁচপল, পিপুলমূল ২ দুইপল,

চিতামূল ২ দুইপল ও ভেলার মুটী ২০ কুড়িটী, যথানিয়মে পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে, গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগ আরোগ্য হয়।

বৃহৎ শতপুষ্পাদি তৈল।—শুল্‌ফা, বচ ও সৈন্ধব-লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, চিতামূল, পিপুল, এরণ্ডমূল, দেবদারু, রাস্না, যষ্টিমধু, কুড়, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, ভেলা ও গজপিপ্পলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, সমুদায়ে মোট /১ একসের; এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক এবং পাকার্থ ১৬ ষোলসের জলের সহিত /৪ চারিসের তৈল যথাবিধি পাক করিবে। অভ্যঙ্গ ও বস্তি-ক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে, দুঃসাধ্য অববাহুক ও অর্দ্ধাঙ্গবাত প্রভৃতি নিবারিত হয়।

মহাবলা-তৈল।—বেড়েলা-মূলের ক্বাথ ৩২ বত্রিশসের, মিলিত দশ-মূলের ক্বাথ ৩২ বত্রিশসের এবং যব, কুলশুঁঠ ও কুলথকলায়ের ক্বাথ—মিলিত ৩২ বত্রিশসের, দুগ্ধ ৩২ বত্রিশসের, কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, সৈন্ধব-লবণ, অগুরু, ধুনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, পীতচন্দন, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, তগরপাদুকা, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা,—মিলিত /১ একসের; এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসের তিল-তৈল, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মৃত্তিকার পাত্রে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, সকলপ্রকার বায়ুবিকার, ভগ্ন ও আঘাতজনিত বেদনা, ধাতুক্ষীণতা, সূতিকা, হিক্কা, কাস, অধিমন্থ, গুল্ম ও শ্বাস প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল।—পরিপুষ্ট গন্ধভাদুলিয়ার মূল, পত্র ও শাখা,—১০০ একশতপল, মিলিত দশমূল ১০০ একশতপল এবং অশ্বগন্ধা ১০০ একশতপল, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, প্রত্যেকের ১৬ ষোল সের ক্বাথ অবশিষ্ট রাখিবে। পরে দধির মাত ১৬ ষোলসের, কাঁজি ৩২ বত্রিশ-সের, কল্কার্থ জীবনীয়গণ—প্রত্যেক ১ এক পল, আদা ৫ পাঁচ পল, ভেলা ৩০ ত্রিশ পল এবং পিপুলমূল, চিতামূল, যবক্ষার, সৈন্ধব ও সচল লবণ, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধভাদুলে ও যষ্টিমধু,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, এইসকল দ্রব্যের সহিত ৪৮ আটচল্লিশসের তিলতৈল যথাবিধানে পাক করিবে। অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও নস্যকার্য্যে এই তৈল প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার বাত-

পিত্ত-কফজ ব্যাধি এবং গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত, অস্থিভঙ্গ, বাতবেদনা, উন্মাদ, অপস্মার, ভ্রম, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বাতগুল্ম ও জরা-পলিতাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সপ্তশতিকাপ্রসারিণীতৈল।—শরৎকালে উদ্ধৃত এবং মূল, শাখা ও পত্রবিশিষ্ট গন্ধভাদুলে ১০০ একশতপল (১২৷৷০ সাড়েবারসের), ঝাঁটীমূল ১০০ একশতপল, শতমূলী ১০০ একশতপল, বেড়েলা ১০০ একশতপল, আলকুশীমূল ১০০ একশতপল, অশ্বগন্ধা ১০০ একশতপল এবং কেয়ার মূল ১০০ একশত-পল,—প্রত্যেক পদার্থ চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ কাথ করিবে। পরে দধির মাত, ছাগমাংসের কাথ, চুক্র (কাঁজিবিশেষ), দুগ্ধ ও দধি,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ যোলসের; কল্কার্থ তগরপাদুকা, মদনফল, কুড়, নাগকেশর, মুতা, দারুচিনি, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, শুল্ফা, নখী, শুঁঠ, দেবদারু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বচ ও ভেলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ½ অর্দ্ধপল (চারিতোলা),—এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ১৬ যোলসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে। অথবা বিবেচনা-পূর্ব্বক অভ্যঙ্গ, বস্তি, পান ও নস্যক্রিয়ায় ইহা প্রয়োগ করিলে, বাতজ বিবিধ রোগ, বিশেষতঃ খাঞ্জ্য, পাঙ্গুল্য, অঙ্গশোষ, পক্ষাঘাত, অস্থিভঙ্গ, উন্মাদ, বাতরক্ত ও শুক্রক্ষীণতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

একাদশশতিকাপ্রসারণীতৈল।—শাখা, মূল ও পত্রবিশিষ্ট গন্ধ-ভাদুলে ৩০০ তিনশতপল (৩৭৷৷০ সাড়েসাঁইত্রিশসের), নীলঝাঁটীমূল ২০০ দুই-শতপল (২৫ পঁচিশ সের), গুলঞ্চ ২০০ দুইশতপল, এরণ্ডমূল ২০০ দুইশতপল, রাস্না ও শিরীষ—মিলিত ১০০ একশতপল (১২৷৷০ সাড়েবারসের) এবং দেবদারু ও কেয়ার মূল মিলিত ১০০ একশতপল, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র ৬৪০০ ছয় হাজার চারিশতসের অর্থাৎ ১৬০ একশত ষাট্‌মণ জলে পাক করিয়া, ১২৮ এক-শত আটাইশসের অবশেষ রাখিবে। পরে কাঁজি ১২৮ একশত আটাইশসের, দধির মাত ১৬ যোলসের, শুক্ত ১৬ যোলসের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ যোলসের, (ছাগমাংস ৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ যোলসের, এইরূপে মাংসের কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে), ইক্ষুরস ১৬ যোলসের, দুগ্ধ ১৬ যোলসের এবং কল্কার্থ—পিড়িংশাক, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীবনীয়গণ, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, আলকুশীমূল, ছোট-এলাইচ, কর্পূর, কুন্দুরখোটী, সরলকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, জটামাংসী,

নখী, অগুরু, নীলশুঁদী, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, কক্কোল, গেঁটেলা, নাগেশ্বর, বেণামূল, দারুচিনি, সুপারি, লতাকস্তুরী, জায়ফল, শতমূলী, নবনীতখোটী, দেবদারু, রক্তচন্দন, বচ, শৈলজ, সৈন্ধব-লবণ, শিলারস, মুতা, গন্ধভাদুলের মূল, নালুকা, শ্বেত-পুনর্নবা, গন্ধশঠী, মৃগনাভি, দশমূল, কেয়ার মূল, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, অশ্বগন্ধা, বালা, রেণুকা, রসাঞ্জন, শল্লকী, মদনফল, অগুরু, প্রিয়ঙ্গু, শুল্‌ফা, কুড়, ভেলা, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, শ্যামালতা, লবঙ্গ ও ত্রিকটু, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল পরিমাণে লইয়া তাহাদের সহিত ৬৪ চৌষট্টিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে। অবস্থানুসারে অভ্যঙ্গ, বস্তি, পান ও নস্যকর্ম্মে এই তৈল প্রয়োগ করিলে, অর্দ্ধাঙ্গবাত প্রভৃতি সমুদায় বাতবিকার এবং কফজ ও পিত্তজনিত ব্যাধিসমূহ নিবারিত হয়। ইহা বলকারক, ধাতুবর্দ্ধক ও রসায়ন।

অষ্টাদশশতিকা-প্রসারিণী তৈল।—মূল, শাখা ও পত্রবিশিষ্ট গন্ধভাদুলে ৩০০ তিনশত পল (৩৭॥০ সাড়েসাঁইত্রিশসের), শতমূলী ১০০ একশত পল (১২॥০ সাড়েবার সের), অশ্বগন্ধা ১০০ একশত পল, কেয়ার মূল ১০০ একশতপল, দশমূলের প্রত্যেক উপাদান ১০০ একশত পল, বেড়েলা ১০০ একশতপল এবং ঝাঁটীমূল ১০০ একশত পল, একত্র ৬৪০০ ছয় হাজার চারিশত সের অর্থাৎ ১৬০ একশত ষাট মণ জলে পাক করিয়া, ৬৪ চৌষট্টিসের অবশিষ্ট রাখিবে পরে কাঁজি ১২৮ একশত আটাইশ সের ; দধির মাত, দুগ্ধ, শুক্ত, ইক্ষুরস ও ছাগমাংসের কাথ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ ভেলারমুটী, তগরপাদুকা, শুঁঠ, পিপুল, চিতামূল, শঠী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাদুলে, পিপুলমূল, দেবদারু, শুল্‌ফা, ছোট-এলাইচ, দারুচিনি, বালা, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, মঞ্জিষ্ঠা, শিলারস, নখী, অগুরু, কর্পুর, কুন্দুরখোটী, হরিদ্রা, লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, কক্কোল, নালুকা, মুতা, কালিয়াকাষ্ঠ, নীলশুঁদী, তেজপত্র, শঠী, রেণুক, শৈলজ, নবনীতখোটী, কেয়ার মূল, আলকুশীমূল, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, জটামাংসী, পুনর্নবা, দশমূল, অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাঞ্জন, লতাকস্তুরীর ফল, জায়ফল, সুপারী ও শিলারস,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল (২৪ তোলা) এবং মিলিত ত্রিফলা ৩ তিনপল ও জীবনীয়গণের ১০ দশটী দ্রব্য—সমুদায়ে ৩ তিনপল, এইসমস্ত কাথ ও কল্কাদির সহিত ৬৪ চৌষট্টিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক

করিবে। এই তৈলের অভ্যঙ্গদ্বারা ত্বগ্‌গত, পানদ্বারা কোষ্ঠগত, ভোজ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনদ্বারা সূক্ষ্মনাড়ীগত, নস্যদ্বারা ঊর্দ্ধগত, বস্তি-ক্রিয়াদ্বারা পক্বাশয়গত, এবং নিরূহণ-ক্রিয়াদ্বারা সর্ব্বদেহগত বায়ু-বিকার নিবারিত হয়। অঙ্গশোষ প্রভৃতি সমুদায় বাতব্যাধি, পিত্তশ্লেষ্মজ ব্যাধিসমূহ, এবং বন্ধ্যাত্বদোষ ও অকালজরা পলিতাদিও এই তৈল ব্যবহারে বিনষ্ট হয়।

মহারাজ-প্রসারিণী তৈল।—গন্ধভাদুলে ৩০০ তিনশত পল (৩৭॥০ সাড়েসাঁইত্রিশ সের), পীতঝাটীমূল ২০০ দুইশত পল (২৫ পঁচিশ সের), অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, শতমূলী, রাস্না, পুনর্নবা, কেয়াঘল, দশমূলের দশটী দ্রব্য, এবং পানিধাছাল,—প্রত্যেক ১০০ একশত পল (১২॥০ সাড়েবারসের), দেবদারু ৫০ পঞ্চাশপল (৬।০ সওয়া ছয়সের), শিরীষছাল ৫০ পঞ্চাশপল, লাক্ষা ২৫ পঁচিশ-পল (৩৵০ তিনসের দুইছটাক) ও লোধ ২৫ পাঁচিশপল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ৫০০ পাঁচশত আঢ়ক অর্থাৎ ২০০ দুইশত মণ জলে সিদ্ধ করিয়া, দুইদ্রোণ (১২৮ একশত আটাইশসের) অবশেষ রাখিবে। পরে শুক্ত ৬৪ চৌষট্টিসের, দুগ্ধ ৪০ চল্লিশসের, মস্তু (দধির মাত) ১৬ ষোলসের, ইক্ষুরস ৩২ বত্রিশসের, এবং ছাগ-মাংস ৩৭॥০ সাড়েসাঁইত্রিশ সের,—১৮০ একশত আশীসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৬৮ আটষট্টিসের অবশেষ রাখিবে। আর ৬০ ষাটপল মঞ্জিষ্ঠা, ৬০ ষাটসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৫ পনের সের অবশিষ্ট রাখিতে হইবে। এইসমস্ত কাথাদি দ্রব-পদার্থের সহিত রক্তচন্দন, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ, প্রত্যেক ৬ ছয়পল, এবং হরী-তকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাষ্ঠ, শুল্‌ফা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, চোরপুষ্পী, শঠী, মুতা, নাগরমুতা, পদ্মফুল, নীলশুদীফুল, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, দশমূল, চাকুন্দেমূল, রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা ও জীবনীয়গণ,—প্রত্যেক ৩ তিন পল (২৪ চব্বিশ তোলা), এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত ৬৮ আটষট্টিসের তিলতৈলের যথাবিধি প্রথম-পাক করিবে। তৎপরে দেবপুষ্পা (চোরহুলী), গন্ধবোল, তেজপত্র, শল্লকীরস (মতান্তরে কুন্দুরখোটী), শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, মৌরী, জটামাংসী, দেবদারু, বেড়েলা, শিলারস, নবনীতখোটী, বালুকা, কাষ্ঠখোটী, ছোট-এলাইচ, বুন্দুরখোটী, মুরামাংসী, কুলপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নখী, পদ্মপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নখী ও অশ্বখুরের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট নখী, দারুচিনি, তেজপত্র, শল্লকী, খটাশী, চাঁপার কলি, দনাফুল, রেণুক,

পিড়িংশাক ও মহুয়াফুল,—প্রত্যেকটী ৩ তিনপল, এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক, এবং ৫০ পঞ্চাশসের গন্ধজলের সহিত সেই তৈলের যথাবিধি দ্বিতীয়-পাক করিবে। তাহার পরে নাগকেশর, কুড়, দারুচিনি, কালিয়াকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কক্কোল, জয়িত্রী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ-বৃক্ষের ছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল, মৃগনাভি ৬ ছয়পল ও কর্পূর ১২ বারতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক, এবং চন্দনের জল ২৫ পঁচিশসের ও গন্ধজল ৫০ পঞ্চাশ-সেরের সহিত সেই তৈলের তৃতীয়-পাক করিতে হইবে। পাকসিদ্ধ হইলে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত পুনর্ব্বার মৃগনাভি ৬ ছয়পল ও কর্পূর ১২ বারতোলা, মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

এই তৈলোক্ত 'শুক্ত' নামক পদার্থের প্রস্তুতবিধি যথা।—অন্নমণ্ড /৪ চারিসের, কাঁজি ৮০ আশীসের, দধি /২ দুইসের, গুড় /২ দুইসের, কাঁজির অধোভাগস্থ অন্ন অথবা মূলো /১ একসের, খোসাশূন্য আদা /২ দুইসের এবং পিপুল, জীরা, সৈন্ধব, হলুদ ও মরিচ,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল, এইসমস্ত দ্রব্য একটী ঘৃতভাবিত (ঘিয়ে-পাকা) কলসে মুখ বন্ধ করিয়া আটদিন রাখিয়া দিলে, শুক্ত প্রস্তুত হয়। ব্যবহারকালে সেই শুক্তের সহিত তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ ছয়তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

গন্ধজল প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা।—তেজপত্র, পত্রক অথবা বাটিয়া-পত্র অর্থাৎ তেজপত্রের মত একপ্রকার সুগন্ধি পত্র, বেণামূল, মুতা ও বেড়েলার মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২৫ পঁচিশপল, কুড় ১২॥০ সাড়েবার পল, এবং ২৫ পঁচিশপ্রস্থ অর্থাৎ ১০০ একশতসের জল, একত্র পাক করিয়া, অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে।

চন্দনের জল প্রস্তুত করিতে হইলে, ৫০ পঞ্চাশসের জলে ৫০ পঞ্চাশপল শ্বেত-চন্দন সিদ্ধ করিয়া, ২৫ পঁচিশসের অবশেষ রাখিতে হইবে। কেহ কেহ শ্বেত-চন্দন ঘষিয়া, তাহাতে জল মিশাইয়া, সেই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মহারাজ-প্রসারিণী তৈল ব্যবহার করিলে, অন্যান্য প্রসারিণী তৈলের সমুদায় গুণই অধিকতর প্রাপ্ত হওয়া যায়। উৎকট বাতব্যাধিমাত্রেই এই তৈল বিশেষ উপকারক।

পুষ্পরাজ-প্রসারিণী তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ—গন্ধভাদুলে ১০০ একশত পল (১২।৷০ সাড়েবারসের), জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, অশ্বগন্ধামূল ৫০ পঞ্চাশপল (/৬৷০ সওয়া ছয়সের), জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোলসের, গব্য বা মাহিষ দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, পদ্মফুল ও শতমূলী প্রত্যেকের রস /৪ চারিসের, কল্কার্থ—পিপুল, বড়-এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণী, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, পুষ্করমূল, যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে, খাঞ্জ্য, পাঙ্গুল্য, হনুগ্রহ, শিরোরোগ, সর্ব্ববিধ বায়ুরোগ এবং ভগ্নস্থানের বেদনাদি বিনষ্ট হয়।

কুব্জপ্রসারিণী তৈল।—তিলতৈল ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ গন্ধভাদুলে ১২।৷০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, দধির মাত ১৬ ষোলসের, কাঞ্জি ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ৩২ বত্রিশসের; এবং কল্কার্থ চিতামূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুল্‌ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী ও ভেলার মুটি প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। ইহাদ্বারা কুব্জতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী ও অর্দ্দিত প্রভৃতি ব্যাধি, এবং বাতশ্লৈষ্মিক রোগ নিবারিত হয়। সর্ব্ববিধ বেদনা নিবারণের জন্য এই তৈল যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মহাকুক্কুটমাংস তৈল।—কাথার্থ মাষকলাই /৪ চারিসের, মিলিত শমূল /৬৷০ সওয়া ছয়সের, বেড়েলার মূল /৩৵০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, কেশুর ল /৩৵০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, কুক্কুটের মাংস ৩০ ত্রিশপল ও ঝাঁটীর মূল ২৫ চিশপল, অর্থাৎ /৩৵০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ২ দুইদ্রোণ অর্থাৎ ১২৮ একশত আটাইশসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৩২ বত্রিশসের অবশেষ থিবে। পরে দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ—জীবকাদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, টফল, ত্রিকটু, রাস্না, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই, আলকুশীবীজ, এরণ্ড-গ, শুল্‌ফা, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, সচল-লবণ, পিপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্র-, শতমূলী, শঠী, পিপুল, মুতা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, কণ্টরী ও বৃহতী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা (যে সকল দ্রব্যের দুইবার উল্লেখ

পিড়িংশাক ও মহুয়াফুল,—প্রত্যেকটী ৩ তিনপল, এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক, এবং ৫০ পঞ্চাশসের গন্ধজলের সহিত সেই তৈলের যথাবিধি দ্বিতীয়-পাক করিবে। তাহার পরে নাগকেশর, কুড়, দারুচিনি, কালিয়াকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কক্কোল, জটামাংসী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ-বৃক্ষের ছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল, মৃগনাভি ৬ ছয়পল ও কর্পূর ১২ বারতোলা.— এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক, এবং চন্দনের জল ২৫ পঁচিশসের ও গন্ধজল ৫০ পঞ্চাশসেরের সহিত সেই তৈলের তৃতীয়-পাক করিতে হইবে। পাকসিদ্ধ হইলে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত পুনর্ব্বার মৃগনাভি ৬ ছয়পল ও কর্পূর ১২ বারতোলা, মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

এই তৈলোক্ত 'শুক্ত' নামক পদার্থের প্রস্তুতবিধি যথা।— অন্নমণ্ড /৪ চারিসের, কাঁজি ৮০ আশীসের, দধি /২ দুইসের, গুড় /২ দুইসের, কাঁজির অধোভাগস্থ অন্ন অথবা মূলো /১ একসের, খোসাশূন্য আদা /২ দুইসের এবং পিপুল, জীরা, সৈন্ধব, হলুদ ও মরিচ,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল, এইসমস্ত দ্রব্য একটী ঘৃতভাবিত (ঘিয়ে-পাকা) কলসে মুখ বন্ধ করিয়া আটদিন রাখিয়া দিলে, শুক্ত প্রস্তুত হয়। ব্যবহারকালে সেই শুক্তের সহিত তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ ছয়তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

গন্ধজল প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা।—তেজপত্র, পত্রক অথবা বাটিয়া-পত্র অর্থাৎ তেজপত্রের মত একপ্রকার সুগন্ধি পত্র, বেণামূল, মুতা ও বেড়েলার মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২৫ পঁচিশপল, কুড় ১২॥০ সাড়েবার পল, এবং ২৫ পঁচিশপ্রস্থ অর্থাৎ ১০০ একশতসের জল, একত্র পাক করিয়া, অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে।

চন্দনের জল প্রস্তুত করিতে হইলে, ৫০ পঞ্চাশসের জলে ৫০ পঞ্চাশপল শ্বেতচন্দন সিদ্ধ করিয়া, ২৫ পঁচিশসের অবশেষ রাখিতে হইবে। কেহ কেহ শ্বেতচন্দন ঘষিয়া, তাহাতে জল মিশাইয়া, সেই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মহারাজ-প্রসারিণী তৈল ব্যবহার করিলে, অন্যান্য প্রসারিণী তৈলের সমুদায় গুণই অধিকতর প্রাপ্ত হওয়া যায়। উৎকট বাতব্যাধিমাত্রেই এই তৈল বিশেষ উপকারক।

পুষ্পরাজ-প্রসারিণী তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ—গন্ধভাদুলে ১০০ একশত পল (১২॥০ সাড়েবারসের), জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, অশ্বগন্ধামূল ৫০ পঞ্চাশপল (/৬।০ সওয়া ছয়সের), জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের, গব্য বা মাহিষ দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, পদ্মফুল ও শতমূলী প্রত্যেকের রস /৪ চারিসের, কল্কার্থ—পিপুল, বড়-এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণী, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, পুষ্করমূল, যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে, খাঞ্জ, পাঙ্গুল্য, হনুগ্রহ, শিরোরোগ, সর্ব্ববিধ বায়ুরোগ এবং ভগ্নস্থানের বেদনাদি বিনষ্ট হয়।

কুব্জপ্রসারিণী তৈল।—তিলতৈল ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ গন্ধভাদুলে ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, দধির মাত ১৬ ষোলসের, কাঁজি ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ৩২ বত্রিশসের; এবং কল্কার্থ চিতামূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুল্ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী ও ভেলার মুটি প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। ইহাদ্বারা কুব্জতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী ও অর্দ্দিত প্রভৃতি ব্যাধি, এবং বাতশ্লৈষ্মিক রোগ নিবারিত হয়। সর্ব্ববিধ বেদনা নিবারণের জন্য এই তৈল যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মহাকুক্কুটমাংস তৈল।—কাথার্থ মাষকলাই /৪ চারিসের, মিলিত দশমূল /৬।০ সওয়া ছয়সের, বেড়েলার মূল /৩৵০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, কেয়ার মূল /৩৵০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, কুক্কুটের মাংস ৩০ ত্রিশপল ও ঝাঁটীর মূল ২৫ পঁচিশপল, অর্থাৎ /৩৵০ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ২ দুই-দ্রোণ অর্থাৎ ১২৮ একশত আটাইশসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৩২ বত্রিশসের অবশেষ রাখিবে। পরে দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ—জীবকাদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, কট্‌ফল, ত্রিকটু, রাস্না, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই, আলকুশীবীজ, এরণ্ড-মূল, শুল্ফা, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, সচল-লবণ, পিপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্র-যব, শতমূলী, শঠী, পিপুল, মুতা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, কণ্ট-কারী ও বৃহতী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা (যে সকল দ্রব্যের দুইবার উল্লেখ

ছাগমাংস ঢিলা করিয়া পোট্টলী বাঁধিয়া সিদ্ধ করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, সৈন্ধব, বিট্ ও সচল-লবণ, জীবনীয়গণ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কট্‌ফল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুলত্থ, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, কম্প, খঞ্জতা, গৃধ্রসী ও অববাহুক প্রভৃতি বায়ুরোগে প্রয়োগ করিবে। রোগের অবস্থাভেদে পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি (পিচকারী), কর্ণপূরণ ও চক্ষুপূরণ প্রভৃতি কার্য্যে এই তৈল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যাবতীয় বাত বেদনা নিবারণের জন্য ইহা সর্ব্বথা প্রয়োগ করা যায়।

বাতরাজ তৈল।—দশমূল, শ্বেত-বেড়েলা, পীত-বেড়েলা, এরণ্ডমূল, গোরক্ষচাকুলে, সোন্দাল, গুলঞ্চ, ছাতিমছাল, আলকুশীমূল, সোমরাজী, গুড়-কাউনী, নাটাকরঞ্জ, শ্বেতপুনর্নবা, চিতামূল, নিমছাল, ঘোড়ানিম, চিরাতা ও কুড়চিছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে এরণ্ডমূল, ধুতুরা, মেষ-শৃঙ্গী, মনসাসীজ, আকন্দ ও পালিধা,—প্রত্যেকের স্বরস ২ দুইপল, শতমূলীর রস ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কল্কার্থ—রাস্না, কট্‌কী, আতইচ, দেবদারু, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, অনন্তমূল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, জটামাংসী, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, দুরালভা, ধাইফুল, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, জীরা, যষ্টিমধু, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, যমানী, শুল্‌ফা, কুড়, পিপুল, চিতামূল, গেঁঠেলা, বেণামূল ও অষ্টবর্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পল লইয়া, তাহার সহিত ১৬ ষোলসের তিলতৈল যথাবিধি পাক করিয়া, গন্ধ দ্রব্য সমূহের সহিত পুনর্ব্বার তাহার গন্ধপাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গগ্রহ, মন্যাগ্রহ, গাত্রকম্প, অস্থিসন্ধিগত বেদনা, জানু ও জঙ্ঘার বেদনা, অঙ্গশোষ, কুব্জতা, পার্শ্বশূল, হৃদ্রোগ ও বাতরক্ত প্রভৃতি পীড়াসমূহ প্রশমিত হয়।

মহাসুগন্ধি ও লক্ষ্মীবিলাসতৈল।—মঞ্জিষ্ঠা, চোরপুষ্পী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, বিহনা নামক সুগন্ধিদ্রব্য, অথবা নখী, বচ, সুপারীগাছের ছাল, তেজপত্র, বাঁটিয়া-পত্র নামক গন্ধপত্র, শঠী, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও মুতা—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক, এবং পঞ্চপত্রের জলের সহিত /৪ চারিসের তিলতৈলের প্রথমপাক করিবে। তৎপরে জটামাংসী,

মুরামাংসী, দনাফুল, চাঁপা-ফুল, প্রিয়ঙ্গু, দারুচিনি, গেঁঠেলা, বালা, কুড়, মরুবক-ফুল, এবং পিড়িংশাক,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল,—এবং গন্ধবিরজা, কুন্দুরখোটী, নখী, নালুকা ও মউরী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল,—এইসকল দ্রব্য এবং মহারাজপ্রসারিণী-তৈলোক্ত গন্ধজলের সহিত সেই তৈলের দ্বিতীয়পাক করিতে হইবে। পরিশেষে এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীফুল, খটাশী, কক্কোল, অগুরু, লতাকস্তুরী ও কুঙ্কুম, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, মৃগনাভি ২ দুইতোলা, এবং কর্পূর ১ একতোলা অথবা ৬ ছয়মাষা ও চারিরতি,—এই সমস্ত কল্কদ্রব্য ও অগুরুর ধূপদ্বারা ধূপিত পূর্ব্বোক্ত গন্ধজলের সহিত ঐ তৈলের তৃতীয়-পাক করিতে হইবে। ইহার নাম মহাসুগন্ধি তৈল। আর ত্রিবিধ পাকে সমুদায় কল্কই দ্বিগুণপরিমিত লইয়া, তাহার সহিত তৈল পাক করিলে, তাহাকে **লক্ষ্মীবিলাস তৈল** কহে। এই উভয় তৈল সর্ব্ববিধ বায়ুরোগনাশক, এবং কান্তি, পুষ্টি, মেধা ও বুদ্ধি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক।

এই তৈলোক্ত পঞ্চপত্রের জলের প্রস্তুতাবিধি, যথা:—আম, জাম, কপিত্থ, বেল ও ছোলঙ্গনেবু, ইহাদের সমপরিমিত পাতা, ৮ আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে সেই জল ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

বাতরক্ত।

—:০:—

অমৃতাদি পাচন।—গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া, ১৬ ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, ৪ চারিগুণ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, এবং প্রতিবারে ৮ আটতোলা পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত ও সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

বাসাদি।—বাসক, গুলঞ্চ ও সোন্দালফল, ইহাদের কাথে ॥০ অর্দ্ধতোলা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত বাত প্রশমিত হয়।

নবকাষিক।—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কট্‌কী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা,—প্রত্যেক দ্রব্য (পাঁচ রতিতে ১ একমাষা—এই

পরিমাণ অনুসারে) ১ এককর্ষ অর্থাৎ ১৩ তের আনা ২ দুইরতি, একত্র ১৬ যোল-গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, ৪ চারিসের অবশিষ্ট রাখিবে, এবং ৮ আটতোলা মাত্রায় তাহা বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নিবারিত হয়।

পটোলাদি।—পটোলপত্র, কট্‌কী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ, ইহা-দের ক্বাথ সেবন করিলে, বাতরক্ত ও তজ্জনিত দাহ নিবারিত হয়।

নিম্বাদি-চূর্ণ।—নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী ও সোমরাজী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুলের মূল, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কট্‌কী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, দেবদারু ও কুড়,—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ দুইতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় সেই চূর্ণ গুলঞ্চের ক্বাথ অনুপানসহ প্রয়োগ করিবে। ইহা-দ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, কণ্ডূ, কামলা, আমবাতজনিত-শোথ, প্লীহা, এবং গুল্ম প্রভৃতি রোগের উপশম হইয়া থাকে।

কৈশোর-গুগ্‌গুলু।—শ্লথপোট্টলীবদ্ধ মহিষাক্ষ-গুগ্‌গুলু /২ দুইসের, ত্রিফলা /২ দুইসের ও গুলঞ্চ /৪ চারিসের, একত্র ৯৬ ছিয়ানব্বইসের জলে পাক করিয়া, ৪৮ আটচল্লিশসের অবশিষ্ট রাখিবে। পাককালে বারংবার নাড়িয়া দিতে হইবে। তৎপরে ছাঁকিয়া লইবে, এবং পোট্টলীস্থ গুগ্‌গুলু ঘৃতে ভাজিয়া ঐ ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিবে। তাহার পর উহা কোনও লৌহ-পাত্রে করিয়া পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে তাহার সহিত ত্রিফলাচূর্ণ—মিলিত ১২ বারতোলা, ত্রিকটুচূর্ণ—মিলিত ১২ বারতোলা, বিড়ঙ্গ ৪ চারিতোলা, তেউড়ী-মূল ২ দুইতোলা, দন্তীমূল ২ দুইতোলা, এবং গুলঞ্চ ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া /১ একসের ঘৃত মিশ্রিত করিবে। গোমূত্র, যূষ, গুলঞ্চের ক্বাথ, বা দুগ্ধ অনুপানের সহিত ইহা ১ একতোলা মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার উৎকট বাতরক্ত, এবং কুষ্ঠ, ব্রণ, প্রমেহ, পিড়কা, কাস, গুল্ম, শোথ, উদর, পাণ্ডু ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হয়।

রসাভ্র-গুগ্‌গুলু।—ক্বাথার্থ গুলঞ্চ /২ দুইসের, পাকার্থ জল ১৬ যোলসের, শেষ /৪ চারিসের; এবং ত্রিফলা মিলিত /২ দুইসের, জল ১৬ যোল-সের,—শেষ /৪ চারিসের; এই দুইটী ক্বাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত

গুগ্‌গুলু /১ একসের, পারদ, গন্ধক ও লৌহভস্ম—প্রত্যেক ৪ চারিতোলা এবং অভ্রভস্ম ৮ আট তোলা পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, রাখালশশার মূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। ১ একতোলা মাত্রায়, গুলঞ্চের ক্বাথ অনুপানের সহিত ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভগন্দর, গুদভ্রংশ, অপচী, গণ্ডমালা, পামা, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, চর্ম্মকীল, মহাদদ্রু, শ্বেতকুষ্ঠ, কামলা এবং ক্রিমিরোগেও ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বাতরক্তান্তক রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহভস্ম, মুতা, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সমুদ্রফেন, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা ও শ্বেত অপরাজিতা, এইসমস্ত দ্রব্যে ত্রিফলার ক্বাথের ও ভৃঙ্গরাজের রসের তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, মাষকলাইয়ের ন্যায় বটিকা করিবে; এই ঔষধ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, নিমের পত্র, পুষ্প ও ছালের ক্বাথ অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ বাতরক্ত ও বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

গুড়ূচ্যাদি লৌহ।—গুলঞ্চের চিনি, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও ত্রিমদ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ও লৌহ ১০ দশতোলা, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা ধনে ও পলতার ক্বাথের সহিত ইহা সেবনীয়। ইহাদ্বারা বাতরক্ত ও হস্তপদাদির দাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

লাঙ্গল্যাদ্য লৌহ।—শোধিত ঈষলাঙ্গলার মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা ও গুগ্‌গুলু, প্রত্যেক দ্রব্যের এক এক ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ ভস্ম, এইসমস্ত দ্রব্যে ছোলঙ্গনেবুর রস ও ত্রিফলার ক্বাথের ভাবনা দিয়া, কুল-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, আজানু-স্ফুটিত অসাধ্য বাতরক্তেরও বিশেষ উপকার হয়।

তালভস্ম।—শোধিত হরিতাল ৮ আটতোলা এবং মিঠাবিষ ২ দুই-তোলা, একত্র ধলা-আঁকুড়ার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, একটী গোলক করিবে। তৎপরে একটী হাঁড়ীতে ১৬ ষোলতোলা ক্ষার রাখিয়া, তাহার উপরে

সেই গোলকটী রাখিবে এবং গোলকের উপরে ২৪ চব্বিশ তোলা আপাঙ্গের ক্ষার দিয়া গোলকটী আচ্ছাদিত করিবে। তাহার পরে সেই হাঁড়ীর মুখে একখানি শরা ঢাকা দিয়া, সংযোগস্থলে উত্তমরূপে মাটীর লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, সেই হাঁড়ীর নীচে একদিন একরাত্রি (২৪ চব্বিশ ঘণ্টা) অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। এইরূপে শুদ্ধকর্পূরের ন্যায় হরিতালভস্ম প্রস্তুত হইবে। ৩ তিনরতি মাত্রায় সেই হরিতালভস্ম উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দদ্রু, পামা, বিস্ফোট, বিচর্চ্চিকা, চর্ম্মদল, বাত-পিত্তবিকৃতি, রক্তপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, শূল ও অরোচক রোগ নিবারিত হয়।

মহাতালেশ্বর রস।— পূর্ব্বোক্ত হরিতালভস্ম ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত উভয়দ্রব্যের সমপরিমিত তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে তাহা একখানি কটোরায় রাখিয়া, অপর একখানি কটোরাদ্বারা ঢাকিয়া, সংযোগস্থলে মৃত্তিকার লেপ দিবে এবং যথা-নিয়মে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় অনুপান-বিশেষের সহিত সেবন করিলে, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শ্বিত্র ও শূল প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

বিশ্বেশ্বর-রস।— পারদ ১০ দশতোলা, গন্ধক ১০ দশতোলা, তুঁতে ১০ দশতোলা, মিঠাবিষ ৫ পাঁচতোলা, পলাশবীজ ৫ পাঁচতোলা এবং কণ্টকারী, করবীর মূল, ধুতূরা, হাড়যুড়ীলতা, নীলগাছ, জটামাংসী, দারুচিনি, নূতন কুচিলা ও ভেলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশতোলা পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ২ দুইরতি বা ৩ তিনরতি মাত্রায় সেবন করিলে, জ্বর, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি এবং বিষজ সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারিত হয়।

দ্বাদশায়স।—স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, লৌহ, রসসিন্দূর, বঙ্গ, শুক্তি, তাম্র, অভ্র, সমুদ্রফেন, গিরিমাটী, স্বর্ণ, সীসা, চিতামূল, হিং, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শজিনা-বীজ, বনযমানী, পিপুলমূল, বামুনহাটী, লশুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ; একত্র আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, বাতরক্ত, মহাকুষ্ঠ, কণ্ডূ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, জলোদর, শ্লেষ্মবিকৃতি এবং চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও নাসিকাগত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচী-ঘৃত।—গুলঞ্চের কাথ ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের এবং গুলঞ্চের কল্ক /১ একসেরের সহিত /৪ চারিসের ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

অমৃতাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, আমলকীর রস /৪ চারিসের, জল ১২ বারসের, কল্কার্থ—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুঁঠ বেড়েলা, বাসক, সোঁদাল, শ্বেত-পুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কট্‌কী, শতমূলী, পিপুল, গাম্ভারীফল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ডমূল, বৃদ্ধদারক, মুতা ও নীলশুঁদী,—এই কয়েকটী দ্রব্য মিলিত /১ একসের; যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় অন্নাদি ভোজ্যবস্তুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত, বাত-ব্যাধি, আমবাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদাবর্ত্ত, প্রমেহ এবং বাত-পিত্ত কফজ বিবিধ পীড়া আশু প্রশমিত হয়।

শতাবরী-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, শতমূলীর রস ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের এবং শতমূলীর কল্ক /১ একসের; যথানিয়মে পাক করিয়া, সেই ঘৃত সেবন করিলে, বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

গুড়ূচী-তৈল।—৬৪ চৌষট্টিসের জলে ১২॥০ সাড়েবারসের গুলঞ্চ সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের জল অবশেষ রাখিবে। কল্কার্থ গুলঞ্চ /১ একসের, এই কাথ ও কল্কের সহিত /৪ চারিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, বাতরক্ত ও দাহ নিবারিত হয়।

মধ্যম-গুড়ূচী-তৈল।—কাথার্থ গুলঞ্চ ১২॥০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের এবং গুলঞ্চের কল্ক /১ একসের,—এইসকল দ্রব্যের সহিত তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ বাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ গুড়ূচী-তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ গুলঞ্চ ১০০ একশতপল (১২৷৷০ সাড়েবারসের), জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, শতমূলী, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রাস্না, বলাডুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল, ত্রিকটু, সোমরাজী, দাড়িমবীজ, কাথালশশার মূল, গেঁঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, শুলফা ও ছাতিমছাল,—

প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, পান, নস্য ও অভ্যঙ্গের জন্য এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু, বিস্ফোট, কণ্ডূ ও হস্তপদাদির দাহ নিবারিত হয়।

দ্বিতীয় গুড়ূচ্যাদি তৈল।—গুলঞ্চ, লাক্ষা, যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফল, প্রত্যেকের কাথ /৪ চারিসের (অর্থাৎ /২ দুইসের পরিমিত প্রত্যেক পদার্থ ১৬ যোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, /৪ চারিসের অবশেষ রাখিতে হইবে) এবং /৪ চারিসের দুগ্ধের সহিত /৪ চারিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

মহারুদ্র-গুড়ূচীতৈল।—সর্ষপতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ গুলঞ্চ ১২॥০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ যোলসের; নিমছাল /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ যোলসের; গোমূত্র /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজী-বীজ, দন্তীমূল, করবীর-মূল, ত্রিফলা, দাড়িম-বীজ, নিমবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, তেজপত্র, জটামাংসী, পুনর্নবা, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা, রক্তচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ছাতিমছাল ও গোময়রস,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিসর্প প্রভৃতি পীড়াসমূহে প্রয়োগ করিবে।

দশপাক-বলাতৈল।—বেড়েলার কাথ ১৬ যোলসের, দুগ্ধ ১৬ যোলসের এবং বেড়েলার কল্ক /১ একসের; এইরূপ কাথ ও কল্কাদির সহিত /৪ চারিসের তিলতৈল ১০ দশবার পাক করিতে হইবে। বেড়েলার কাথের জন্য ১২॥০ সাড়েবারসের বেড়েলা, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ যোলসের জল অবশিষ্ট রাখিতে হইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, বাতরক্ত, বাতপিত্ত, বায়ুবিকার, শুক্রদোষ, যোনিদোষ এবং শুক্রক্ষয় নিবারিত হয়।

রুদ্র-তৈল।—কটুতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ গুলঞ্চ /৪ চারিসের, জল ১৬ যোলসের, শেষ /৪ চারিসের; দুগ্ধ /৪ চারিসের, বাসকের রস /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, বৃহতী, দারুচিনি, কণ্টকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকের মূল, অপামার্গ, পটোলপত্র, ধুতূরা, দাড়িমফলের খোসা, জয়ন্তীমূল, দন্তীমূল ও ত্রিফলা,—প্রত্যেক দ্রব্য চারিতোলা পরিমাণে

লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। তৎপরে কৃষ্ণাগুরু, শঠী, কাকোলী, চন্দন, গেঁঠেলা, নখী, খটাশী, নাগেশ্বর ও কুড়, এইসমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে গন্ধপাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, অস্থিগত ও মজ্জাগত কুষ্ঠ, হস্তপদাদির ক্ষত, পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডূ, মসূরিকা, দদ্রু ও গাত্রবৈবর্ণ্য প্রভৃতি রক্তদোষ ও ত্বগ্‌দোষজনিত বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

মহারুদ্র-তৈল।—সর্ষপ তৈল /৪ চারিসের, বাসকপত্রের রস /৪ চারিসের, কাথার্থ—গুলঞ্চ /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বার্ত্তাকু, দাড়িম-ফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, ধুতুরা, আপাংমূল, জয়ন্তী, দন্তী ও ত্রিফলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারতোলা, মিঠাবিষ ১৬ ষোলতোলা, ত্রিকটুর প্রত্যেক উপাদান ৩ তিনপল, এবং /৪ চারিসের জল; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহাও বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ, দাহ, কণ্ডূ, ঘর্ম্মনির্গম এবং বিবিধ চর্ম্মরোগ নিবারক।

শতাহ্বাদি-তৈল।—শুল্‌ফা, কুড় ও যষ্টিমধুর কাথের সহিত /৪ চারিসের তিলতৈল এক একবার পাক করিবে। এই তৈলও বাতরক্ত রোগে বিশেষ উপকারক।

শারিবাদ্য-তৈল।—কাথার্থ অনন্তমূল, নিমছাল, কুষ্মাণ্ড, পুঁইশাক, বিড়ঙ্গ, মাষাণী ও গুলঞ্চ, সমুদায়ে /৮ আটসের, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের কাথ অবশিষ্ট রাখিবে। পরে দুগ্ধ /৪ চারিসের, কামরাঙ্গার রস /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মেদা, মহামেদা, শুল্‌ফা, ক্ষিরিণী (দুধলে), মঞ্জিষ্ঠা, মধুখ (মোম), গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধুনা, সৈন্ধব-লবণ ও রক্তচন্দন,—সমুদায়ে /১ একসের, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে। ইহাদ্বারা স্ফুটিত ও গলিতাদি উৎকট বাতরক্ত, কুষ্ঠ, সকলপ্রকার ব্রণ ও পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ, অর্শঃ, ভগন্দর, এবং নাসিকা, চক্ষুঃ প্রভৃতি স্থানগত বাতরক্তের বিকৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিষতিন্দুক-তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ কুট্টিত কুঁচিলাবীজ /৪ চারিসের, জল ৩২ বত্রিশসের,—শেষ /৮ আটসের; শজিনামূলের ছাল

/২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের; মান্দার-মূলের ছাল /২ দুই-সের, জল ১৬ ষোলসের,—শেষ /৪ চারিসের; বরুণছাল /২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের,—শেষ /৪ চারিসের; অশ্বগন্ধা /২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের,—শেষ /৪ চারিসের; ধুতুরা, চিরাতার পাতা, নিসিন্দা, সীজের পাতা ও জয়ন্তীর পাতা,—প্রত্যেকের রস /৪ চারিসের; এবং কল্কার্থ রসুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব-লবণ, বিট্‌লবণ, চিতামূল, হরিদ্রা ও পিপুল, সমুদায়ে /১ একসের; যথানিয়মে পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দ্দন করিলে, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিবর্ণতা, ত্বগ্‌-দোষ ও সুপ্তবাত প্রভৃতি নিবারিত হয়।

খারুকপদ্মক তৈল —শ্বেতপদ্ম, বেণামূল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা—প্রত্যেকের ক্বাথ /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ ধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী ও রক্তচন্দন, সমুদায়ে /১ একসের,—এইসমস্ত ক্বাথ ও কল্কের সহিত /৪ চারিসের তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

নাগবলা তৈল।—ক্বাথার্থ—গোরক্ষ-চাকুলিয়া ১২॥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ তগরপাদুকা ও যষ্টিমধু,—প্রত্যেক ৫ পাঁচপল, এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ১৬ ষোলসের তিল-তৈল যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল বস্তিকর্ম্মে প্রয়োগ করিলে, ৭ সাতদিনে এবং পান করিলে, ১০ দশদিনে বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

পিণ্ডতৈল।—কল্কার্থ মধুথ (মোম), মঞ্জিষ্ঠা ও অনন্তমূল,—সমুদায়ে /১ একসের, এবং ১৬ ষোলসের জলের সহিত /৪ চারিসের তিলতৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, বাতরক্তের যন্ত্রণা বিনষ্ট হয়।

দ্বিতীয় পিণ্ডতৈল।—কল্কার্থ অনন্তমূল, ধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও মধুথ (মোম), সমুদায়ে /১ একসের, এবং ১৬ ষোলসের দুগ্ধের সহিত /৪ চারি-সের তিলতৈল পাক করিবে। অথবা মঞ্জিষ্ঠা ব্যতীত অপর কয়েকটী কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত /৪ চারিসের এরণ্ডতৈল যথানিয়মে পাক করিবে। এই উভয় তৈলই বাতরক্ত-বিনাশক।

মহাপিণ্ড তৈল।—ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ, সোমরাজী ও গন্ধভাদুলিয়া,—প্রত্যেক ১২॥০ সাড়েবারসের, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া,

প্রত্যেকের ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট রাখিবে। দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—শিলারস, ধুনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দন্তীমূল, কঙ্কোল, পুনর্নবা, চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, খটাশী, করঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পটোলপত্র, আলকুশী-বীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত সর্ষপতৈল ⁄৪ চারিসের যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলেও বাতরক্ত, কুষ্ঠ, আমবাত, গ্রন্থিবাত, ভগন্দর ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

উরুস্তম্ভ।

ভল্লাতকাদি পাচন।—ভেলার মুটী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল যথাবিধি ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, উরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়।

পিপ্পল্যাদি।—পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলার মুটী, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অথবা এই তিন দ্রব্যের কল্ক মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উরুস্তম্ভ রোগের উপশম হয়।

গুঞ্জাভদ্র রস।—পারদ ১॥০ দেড়তোলা, গন্ধক ৬ ছয়তোলা, কুঁচের বীজ তিনতোলা ও জয়পালবীজ ॥০ অর্দ্ধতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যে জয়ন্তীর পত্র, জম্বীর, ধুতুরাপত্র ও কাকমাচীর রসের এক এক দিন ভাবনা দিয়া, এবং ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৪ চারিরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। হিং, সৈন্ধব-লবণ ও মধু অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়।

অষ্টকট্বর-তৈল।—সর্ষপতৈল ⁄৪ চারিসের, দধির মাত ⁄৪ চারিসের, কট্বর অর্থাৎ দধির ঘোল ৩২ বত্রিশসের, এবং কল্কার্থ পিপুলমূল ও শুঁঠ,

—প্রত্যেক ২ দুইপল পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল পান ও মর্দ্দন করিলে, ঊরুস্তম্ভ ও গৃধ্রসীরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠাদ্য তৈল।—সর্ষপ-তৈল /৪ চারিসের, কল্কার্থ—কুড়, নবনীত-খোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা, সমুদায় /১ একসের, এবং জল ১৬ ষোলসের; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ঊরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হয়।

মহাসৈন্ধবাদ্য-তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কল্কার্থ—সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, বচ, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, শালপাণী, জায়ফল, দেবদারু, শুঁঠ, শঠী, ধ'নে, পিপুল, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, আতইচ, এরণ্ডমূল, নীলবৃক্ষ ও নীলশুঁদী, —সমুদায়ে /১ একসের এবং কাঁজি ১৬ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া, পান, নস্য ও মর্দ্দনকার্য্যে ব্যবহার করিলে, ঊরুস্তম্ভ, আমবাত, পক্ষাঘাত, শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

আমবাতরোগ।

রাস্নাপঞ্চক।—রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ, এই পাঁচটী পদার্থকে রাস্নাপঞ্চক কহে। ইহাদের কাথ সর্ব্ববিধ আমবাতনাশক।

রাস্নাসপ্তক।—রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল-ফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ড-মূল, পুনর্নবা, এই সাতটী পদার্থকে রাস্নাসপ্তক কহে। ইহাদের কাথে শুঁঠের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জঙ্ঘা, ঊরু, ত্রিক ও পৃষ্ঠের শূল প্রশমিত হয়।

রাস্নাদশমূল।—দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে এরণ্ডতৈল (২ দুইতোলা পর্য্যন্ত) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কষ্টসাধ্য আমবাতরোগ বিনষ্ট হয়।

রসোনাদি-কষায়।—রসুন, শুঁঠ ও নিসিন্দা, ইহাদের কাথ আম-বাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দশমূলাদি যোগ।—দশমূলের কিংবা শুঁঠের কাথের সহিত এরণ্ড-তৈল পান করিলে, কুক্ষি, বস্তি ও কটিগত শূল বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মহারাস্নাদি-কষায়।—রাস্না, এরণ্ড-মূল, বাসকছাল, দুরালভা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, মুতা, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মৌরী, ধ'নে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপুল, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, ঝাটী-মূল, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী, এইসকল দ্রব্যের মধ্যে রাস্না ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য সমভাগ এবং রাস্না ২ দুইভাগ, একত্র ৮ আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, আটভাগের ১ এক-ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, শুঁঠচুর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। অজমোদাদি চূর্ণ ও অলম্বুষাদ্যচূর্ণের অনুপানস্বরূপও এই কষায় প্রয়োগ করা যায়। আমবাত প্রভৃতি যাবতীয় বাতবেদনা এবং পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, কম্পবায়ু, হনুগ্রহ, কুব্জতা, আনাহ, গুল্ম, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি ইহাদ্বারা প্রশমিত হয়।

শতপুষ্পাদ্য চূর্ণ।—শুল্‌ফা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব-লবণ ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া ।০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, আমবাত নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

হিঙ্গ্বাদ্য-চূর্ণ।—হিং ১ একভাগ, চই ২ দুইভাগ, বিট্‌লবণ ৩ তিনভাগ, শুঁঠ ৪ চারিভাগ, পিপুল ৫ পাঁচভাগ, জীরা ৬ ছয়ভাগ এবং কুড় ৭ সাতভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায়, উষ্ণজল বা পূর্ব্বোক্ত কোন কাথ অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা আমবাত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অলম্বুষাদ্য-চূর্ণ।—মুণ্ডিরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারক-বীজ, পিপুল, তেউড়ী, মুতা, বরুণছাল, পুনর্নবা, ত্রিফলা ও শুঁঠ—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় দধির মাত, ঘোল, কাঁজি, দুগ্ধ, অথবা মাংসরস অনুপানের সহিত পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা আমবাত সন্ধি-গত বাতবেদনা, প্লীহা, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ, অর্শঃ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। ইহা বলকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

বৈশ্বানর-চূর্ণ।—সৈন্ধবলবণ ২ দুইভাগ, যমানী ২ দুইভাগ, বনযমানী ৩ তিনভাগ, শুঁঠ ৫ পাঁচভাগ ও হরীতকী ১২ বারভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণজল বা পূর্ব্বোক্ত দধির মাত, কাঁজি, তক্র (ঘোল) ও ঘৃত অনুপানের সহিত

প্রয়োগ করিবে। ইহাও অলম্বুষাদির ন্যায় বিবিধরোগনাশক এবং বায়ুর অনুলোমকারক।

পথ্যাদ্য-চূর্ণ।—হরীতকী, শুঁঠ ও যমানী, ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, ৷৷০ অর্দ্ধতোলামাত্রায় তক্র, কাঁজি বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, কাস, স্বরভেদ ও অরোচক প্রভৃতি রোগসমূহ বিদূরিত হইয়া থাকে।

পুনর্নবাদি-চূর্ণ।—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, শুল্‌ফা, বৃদ্ধদারক, শঠী ও মুণ্ডিরী, ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় কাঁজি অথবা ঈষৎ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, আমবাত ও ঊর্দ্ধগত গৃধ্রসীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

আভাদ্যচূর্ণ।—বাবলা-মূলের ছাল, রাস্না, গুলঞ্চ, শতমূলী, শুঁঠ, শুল্‌ফা, অশ্বগন্ধা, হবুষা, বৃদ্ধদারক, যমানী ও বনযমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। পরে মদ্য, মাংসরস, যূষ, তক্র, উষ্ণজল, ঘৃত, বা দধিমণ্ডের সহিত এই চূর্ণ ৷৷০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, অস্থিগত, সন্ধিগত, স্নায়ুগত ও মজ্জাশ্রিত বায়ু এবং কটিগ্রহ, গৃধ্রসী, মন্যাস্তম্ভ, হনুগ্রহ ও কোষ্ঠাশ্রিত সকলপ্রকার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অজমোদাদি বটক।—বনযমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুল্‌ফা, সৈন্ধব ও পিপুলমূল,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, শুঁঠ, ১০ দশপল, বিদ্ধড়ক-বীজ ১০ দশপল, হরীতকী ৫ পাঁচপল ও সর্ব্বসমষ্টির সমান গুড় লইয়া, প্রথমতঃ গুড়ের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে ঐসমস্ত চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া, ৷৷০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণজলের সহিত এক একটী বটিকা প্রয়োগ করিতে হয়। অথবা ঐসকল চূর্ণ গুড়মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করান যায়। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ আমবাত এবং অস্থি-জঙ্ঘাগত বেদনা, গৃধ্রসী, বাতব্যাধি, হৃদ্রোগ ও প্রতিতূণী প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

যোগরাজ-গুগ্‌গুলু।—চিতামূল, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরা, দেবদারু, চই, বড়-এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বেণামূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজ-

পত্র, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু লইবে। প্রথমতঃ ঘৃতের সহিত শোধিত গুগ্‌গুলু মাড়িয়া তাহার সহিত ঐসমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। ৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধ বা পূর্ব্বোক্ত পাচন অনুপানের সহিত ইহা প্রযোজ্য। ইহাদ্বারা আমবাত, অস্থি-সন্ধিগত বেদনা, উরুস্তম্ভ, প্লীহা, গুল্ম, উদররোগ ও আনাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয় এবং অগ্নি, তেজঃ ও বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বৃহৎ যোগরাজগুগ্‌গুলু।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদী, শুল্‌ফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিঙ্গু, হবুষা, গজপিপ্পলী, ছোট এলাইচ, শঠী, ধ'নে, বিট্‌লবণ, সচল-লবণ, সৈন্ধব, পিপুলমূল, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধতুলসী, লৌহ, ধূনা, গোক্ষুর, রাস্না, আতইচ, শুঁঠ, যবক্ষার, অম্লবেতস, চিতামূল, কুড়, চই, মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, দন্তীমূল, কুলশুঁঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, কট্‌কী, মূর্ব্বামূল, বলাডুমুর, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গভস্ম, যমানী, বাসকছাল ও অভ্র,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রস্তুত করিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় পূর্ব্বোক্ত অনুপানসহ প্রয়োগ করিবে। আমবাতে এবং সর্ব্ব বধ বাতব্যাধিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক।

শিবাগুগ্‌গুলু।—বীজশূন্য হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী—প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ বত্রিশতোলা, একত্র ১৬ ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, /৪ চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অতঃপর তাহাতে ১৬ ষোলতোলা এরণ্ডতৈল ও ছয়তোলা গন্ধক দিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইলে, ১৬ ষোলতোলা গুগ্‌গুলু চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে; এবং রাস্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুল, দন্তী, জটামাংসী, শুঁঠ ও দেবদারু প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। ৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজলসহ ইহা সেবন করিলে, আমবাত, কটিশূল, গৃধ্রসী, এবং ক্রোষ্টুকশীর্ষ ইত্যাদি রোগ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সিংহনাদ-গুগ্‌গুলু।—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া—প্রত্যেক দ্রব্য /৪ চারিসের এবং পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু /১ একসের, একত্র ৯৬ ছিয়ানব্বই সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ২৪ চব্বিশসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং ঐ ক্বাথের সহিত সেই গুগ্‌গুলু ও এরণ্ডতৈল /৷৹ অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া

পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিছাটীমূল, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চই, ওল ও মাণ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং জয়পালবীজ ১০০০ এক হাজারটী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে নিক্ষেপপূর্ব্বক আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে, সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী ৪ চারিতোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। কোষ্ঠানুসারে ইহা ৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণ জল বা দুগ্ধসহ সেবন করাইলে, প্রবল বিরেচন হইয়া আমবাতের আশু উপশম হয়।

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু।—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া,—প্রত্যেক দ্রব্য /৪ চারিসের, শ্লথপোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু /১ একসের, জল ৯৬ ছিয়ানব্বই সের,—শেষ ২৪ চব্বিশসের। পরে ঐ পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলুগুলি বাহির করিয়া, তাহা ৮ আটপল সর্ষপতৈল সহ পেষণ করিয়া, ঐ ক্বাথ-জলের সহিত পাক করিবে। আসন্নপাকে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চই, ওল, মাণকচু, পারদ ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকটী ৪ চারিতোলা, এবং ১০০০ একসহস্র জয়পালবীজের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া লইবে। ২ দুইমাষা (৵০ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা পর্য্যন্ত) পরিমাণে এই ঔষধ উষ্ণজল বা উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি, ধাতুর পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়, এবং আমবাতাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা বিরেচন হইয়া, আমবাত নিবারিত হইয়া থাকে। ইহার ন্যায় আমবাতনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ অতি বিরল।

বাতারিগুগ্‌গুলু।—এরণ্ডতৈল, গন্ধক, গুগ্‌গুলু ও ত্রিফলা একত্র পেষণ করিয়া, তাহা ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় একমাসকাল ক্রমাগত প্রাতঃকালে যথানিয়মে সেবন করিলে, আমবাত, কটীশূল, গৃধ্রসী, পঙ্গুতা এবং বাতরক্তাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

রসোনপিণ্ড।—রশুন ১২॥০ সাড়েবারসের, খোসাশূন্য তিল /॥০ অর্দ্ধসের, এবং হিং, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চলবণ, শুল্‌ফা, কুড়, পিপুলমূল, চিতামূল, বনযমানী, যমানী ও ধ'নে—ইহাদের প্রত্যেকের ১ একপল পরিমিত চূর্ণ,—একটী ঘৃতভাবিত পাত্রে করিয়া এইসমস্ত দ্রব্য, এবং /১ একসের তিলতৈল ও /২ দুইসের কাঁজি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ধান্যরাশির মধ্যে ১৬ ষোল

দিন রাখিয়া দিবে। পরে ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজল অনুপানসহ ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা আমবাত, সর্ব্বাঙ্গগত বাতব্যাধি, পক্ষাঘাত, অপস্মার, উন্মাদ, শ্বাস, কাস ও শূল প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

মহারসোনপিণ্ড।—কুট্টিত রসুন ১০০ একশত পল, খোসাশূন্য তিল ৫০ পঞ্চাশপল, গব্যঘোল ১৬ যোলসের, ত্রিকটু, ধ'নে, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, দারুচিনি, এলাইচ ও পিপুলমূল,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, চিনি ৮ আটপল, মরিচ ১ একপল, কুড় ৪ চারিপল, কৃষ্ণজীরা ৪ চারিপল, মধু /॥০ অর্দ্ধসের, আদা ৪ চারিপল, ঘৃত ৮ আটপল, তিলতৈল ৮ আটপল, শুক্ত ২০ কুড়িপল, শ্বেত-সর্ষপ ৪ চারিপল, রাই-সর্ষপ ৪ চারিপল, হিঙ্গু ২ দুইতোলা, এবং পঞ্চলবণের প্রত্যেক উপাদান ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এবং ঘৃতভাবিত কলসে পূর্ণ করিয়া, ধান্যরাশির মধ্যে ১২ বারদিন রাখিয়া দিবে। পরে ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। একমাস কাল এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ আমবাত, বাতব্যাধি, পিত্ত-বিকৃতি, শ্লেষ্মদুষ্টি, গুল্ম, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, ক্ষয়, ক্ষত, অস্থিভঙ্গ ও যোনিশূল প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা বলকারক ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক।

আমগজসিংহ মোদক।—শুঁঠ /২ দুইসের, যমানী /১ একসের, জীরা ২ দুইপল, ধ'নে ২ দুইপল, শুলফা ১ একপল, লবঙ্গ ১ একপল, সোহাগার খই ১ একপল, মরিচ ১ একপল, তেউড়ী, ত্রিফলা, যবক্ষার ও পিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এবং চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনি লইয়া, ঘৃত ও মধুসংযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। তৎপরে শঠী, এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সুবাসিত করিবে। অগ্নিবলাদি বিবেচনা করিয়া ইহার মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, আমবাত, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও শূল প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

আমবাতারি বটিকা।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তুঁতে, সোহাগা ও সৈন্ধব,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সমুদায়ের দ্বিগুণ গুগ্‌গুলু এবং গুগ্‌গুলুর চতুর্থাংশ তেউড়ীচূর্ণ ও চিতামূলচূর্ণ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় বটিকা করিবে। ত্রিফলাচূর্ণ অথবা ত্রিফলা-ভিজান

জল অনুপানের সহিত ইহা প্রযোজ্য। এই ঔষধ পাচক ও বিরেচক। ইহাদ্বারা আমবাত, বাতব্যাধি, শিরঃশূল, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অন্ত্রবৃদ্ধি, গুল্ম, প্লীহা, উদর, অষ্ঠীলা, কামলা, পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ভগন্দর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

আমবাতেশ্বর-রস।—শোধিত গন্ধক ও তাম্র—প্রত্যেক ৪ চারিতোলা, শুদ্ধ পারদ ২ দুইতোলা ও লৌহ ২ দুইতোলা, এইসকল দ্রব্যে এরণ্ডমূলের রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিবে; পরে চূর্ণ করিয়া, পঞ্চকোলের (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ,) কাথদ্বারা ২০ কুড়িবার ভাবনা দিয়া, শুলঞ্চরসের ১০ দশবার ভাবনা দিবে। ইহার সহিত সর্ব্বসমান সোহাগাচূর্ণ, এবং তদর্দ্ধ বিট্‌লবণ ও মরিচ মিলিত করিয়া, পারদের তুল্য (২ দুইতোলা) তেঁতুলের ক্ষার ও দন্তী এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা ও লবঙ্গ,—১ এক একতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অনুপান-বিশেষের সহিত প্রযোজিত হইলে, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অতিরিক্ত স্থূলতা ও কৃশতা, গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী, শোথ ও পাণ্ডু প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়, এবং ইহা শরীর পুষ্ট করিয়া অগ্নির বৃদ্ধি করে।

বাতগজেন্দ্রসিংহ।—অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগা, মিঠাবিষ, সৈন্ধব, লবঙ্গ, হিং ও জায়ফল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ, ত্রিফলা ও জীরা,—প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ৩ তিনরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, আমবাত এবং অন্যান্য বায়ুবিকার প্রশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং অগ্নিদীপক।

ত্রিফলাদিলৌহ।—ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিরাতামূল ও যষ্টিমধু,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, লৌহভস্ম ৮ আটপল, এবং গুগ্‌গুলু ৮ আটপল,—এইসমুদায় দ্রব্য ১২ বারপল মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, ৵০ দুইআনা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, দুঃসাধ্য আমবাত, পাণ্ডু, হলীমক, শোথ, বিষমজ্বর ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদিরস-লৌহ।—লৌহভস্ম ৫ পাঁচপল, অভ্রভস্ম ২॥০ আড়াইপল, পারদ ২॥০ আড়াইপল, কাথার্থ—ত্রিফলার প্রত্যেক উপাদান ৭॥০ সাড়েসাতপল, ৩৬০ তিনশত ষাটপল (৪৫ পঁয়তাল্লিশসের) জলে সিদ্ধ করিয়া, ৪৫ পঁয়-

তাল্লিশ পল অবশেষ রাখিবে। প্রথমে কোন লৌহপাত্রে বা তাম্রপাত্রে উক্ত লৌহ ও অভ্র-চূর্ণ রাখিয়া, তাহাতে ত্রিফলার কাথ ৪৫ পঁয়তাল্লিশ পল, ঘৃত ৭॥০ সাড়ে সাতপল, শতমূলীর রস ৭॥০ সাড়েসাতপল এবং দুগ্ধ ১৫ পনেরপল নিক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, এবং লৌহের হাতাদ্বারা নাড়িবে। আসন্নপাকে পশ্চা-ল্লিখিত দ্রব্যসকল তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। প্রক্ষেপ-দ্রব্য যথা,—বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধ'নে, গুলঞ্চের চিনি, জীরা, পলাশ-বীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিপ্পলী, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বড়-এলাইচ, এরণ্ডমূল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মুতা ও বিদ্ধ-ড়ক-বীজ, ইহাদের চূর্ণ সমুদায়ে ৭॥০ সাড়েসাতপল। পাকসমাপনান্তে নামাইয়া, উপরি-উক্ত ২॥০ আড়াইপল পারদ এবং (অনুক্ত হইলেও) ২॥০ আড়াইপল গন্ধ-কের কজ্জলী করিয়া, ইহার সহিত মিশাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ৵০ দুই আনা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, আমবাত, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

শুণ্ঠীঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, কল্কার্থ কুট্টিত শুঁঠ ⁄১ একসের, এবং শুঁঠের কাথ কিংবা জল ১৬ যোলসের লইয়া, যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, কটীশূল ও আমশূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা বাত-শ্লেষ্ম-নাশক ও অগ্নির উদ্দীপক।

শৃঙ্গবেরাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, কল্কার্থ—শুঁঠ, যবক্ষার, পিপুলমূল ও পিপুল,—মিলিত ⁄১ একসের, এবং কাঁজি ১৬ যোলসের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, শূল, বিবন্ধ, আনাহ, আমবাত, কটি-গ্রহ ও গ্রহণীদোষ নিবারিত হয়; এবং ইহা অগ্নিসন্দীপক।

কাঞ্জিক ষট্পল ঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের; কল্কার্থ—হিঙ্গুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই ও সৈন্ধব,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং কাঁজি ১৬ যোল-সের, যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে, উদর, শূল ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট, এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। এই ঘৃতে কাঁজি না দিয়া, চতুর্গুণ দুগ্ধসহ পাক করিলে, ইহা পুষ্টিকর হয়; চতুর্গুণ দধির সহিত পাক করিলে, মল-মূত্রের বিরে-চক, এবং দধির মাতের সহিত পাক করিলে, অগ্নিবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

প্রসারিণী তৈল।—এরণ্ডতৈল ⁄৪ চারিসের, ১৬ যোলসের গন্ধ-ভাদুলের রসের সহিত পাক করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধসহ পান করিলে, আমবাত এবং সর্ব্ববিধ শ্লৈষ্মিক রোগের শান্তি হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল।—এরণ্ডতৈল /৪ চারিসের, শুল্‌ফার কাথ /৪ চারিসের, কাঁজি /৮ আটসের, দধির মাত /৮ আটসের, কল্কার্থ—সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, শ্বেত-ধুনা, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচল-লবণ, বিট্‌লবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কুড় ও পিপুল—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া, পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা আমবাত, বাতব্যাধি, হনু-স্তম্ভ, অর্দ্দিত, আনাহ, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি নিবারিত হয়।

দ্বিতীয় সৈন্ধবাদ্য তৈল।—যথাবিধি-মূর্চ্ছিত সর্ষপতৈল /৪ চারিসের; কল্কার্থ—সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, কট্‌ফল, শুল্‌ফা, মুতা, চই, মেদা, মহামেদা, জয়পালমূল (অথবা ছাল), তেউড়ীমূল, হিজলছাল, বালা, চিতামূল, বামুনহাটী, শঠী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুকা, আতইচ, এরণ্ডমূল, আকনাদি, নীলবৃক্ষ, দন্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, কুড়, রাস্না ও পিপুল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের; যথাবিধানে পাক করিয়া, এই তৈল মর্দ্দন করিলে, সকলপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়; বিশেষতঃ আমবাত, হৃৎপার্শ্বশূল, এবং সর্ব্বাঙ্গশূলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। এই তৈল ব্যবহারে বাতশ্লেষ্মা, অন্ত্রবৃদ্ধি, ভগন্দর, এবং নাড়ীব্রণ প্রভৃতিও বিনষ্ট হয়।

বিজয়ভৈরব ও মহাবিজয়ভৈরব-তৈল।—পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, একখণ্ড পাতলা কাপড়ে তাহা মাখাইয়া লইবে। শুষ্ক হইলে, সেই বস্ত্রখণ্ডের মোটা বাতি (মশাল) প্রস্তুত করিয়া, তাহার অগ্রভাগে তৈল মাখাইয়া প্রজ্বলিত করিবে, এবং সেই জ্বলন্ত বাতির উপরে অল্প অল্প সর্ষপতৈল বা এরণ্ডতৈল ঢালিতে থাকিবে; তাহা হইলে, নিম্নস্থ পাত্রে বিন্দু বিন্দু তৈল পতিত হইবে, তাহারই নাম বিজয়ভৈরব তৈল।

এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ১ একভাগ অহিফেন মিশ্রিত করিয়া তৈল প্রস্তুত করিলে, তাহাকে "মহাবিজয়ভৈরব" কহে। এই উভয় তৈল মর্দ্দন করিলে, যাবতীয় বাতরোগ প্রশমিত হয়। উষ্ণ দুগ্ধের সহিত তিন চারি বিন্দু মাত্রায় এই তৈল পান করিতেও দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিপঞ্চমূলাদি তৈল।—দশমূলের ক্বাথ ও কল্ক এবং দধি ও অম্ল কাঞ্জিকের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের বস্তি প্রয়োগ করিলে, কটী ও পার্শ্বশূল, এবং বাতশ্লৈষ্মিক বেদনা নিবারিত হয়।

শূলরোগ।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।—কর্কচ, সৈন্ধব, সচল, সাম্ভার ও বিট্‌লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, দন্তীমূল, লৌহভস্ম, মণ্ডুর, তেউড়ীমূল এবং ওল—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহা সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণপরিমিত মিলিত দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্রের (প্রত্যেকটী সমভাগ) সহিত মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে, এবং চূর্ণবৎ হইলে নামাইয়া, ৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা মাত্রায় উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা যাবতীয় শূলনাশক। যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম ও অষ্ঠীলা প্রভৃতি পীড়াও এই ঔষধদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে।

শঙ্খচূর্ণ।—শঙ্খভস্ম, সৈন্ধব, সচল, বিট্, সাম্ভার এবং ঔদ্ভিদ্ লবণ, যবক্ষার, সোহাগার খই, জায়ফল, শুল্‌ফা, যমানী, হিঙ্গু ও ত্রিকটু—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; একত্র চূর্ণ করিয়া, ১ একমাষা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, আমবাত ও নানাপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

শূলসংহারক চূর্ণ।—শোধিত পুরাতন মণ্ডুর ১ একসের; চাঁপান'টে, দাড়িম-ফলের খোলা, মাণকচুর বল্কল, কুড়চীছাল, মুচকুন্দ, কাঁক্‌রোল, আপাঙ্গ, চিতামূল ও গুলঞ্চ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং ১৬ ষোলসের গোমূত্র; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র পিত্তলপাত্রে পাক করিবে। পাককালে সমস্ত গোমূত্র শুষ্ক হইয়া, যখন উক্ত দ্রব্যসকল জলিয়া উঠিবে, তখন নামাইয়া ঐ ভস্মের সহিত পারদ, গন্ধক, ত্রিশূল, লবঙ্গ, তেজপত্র, বংশলোচন, জাতীফল, শঙ্খনাভি,

এবং চাকুন্দে,—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে মিশাইয়া, পুনরায় /৪ চারিসের গোমূত্র ও /৪ চারিসের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। শুষ্ক হইলে, সমস্ত চূর্ণ করিয়া, একতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে, ইহাদ্বারা সকলপ্রকার শূলরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

শম্বুকাদ্য গুড়িকা।—শম্বুক-ভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, এবং সৈন্ধব, বিট্, সচল, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ্ লবণ, সমুদায় সমভাগ; একত্র কলমীর রসসহ মর্দ্দন করিয়া এক আনা মাত্রায় ইহার বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে কিংবা ভোজন-সময়ে এই বটিকা একটী করিয়া সেবন করিলে, পরিণামশূল রোগে আশু উপকার হইয়া থাকে। রোগের ও রোগীর বলানুসারে প্রয়োজন হইলে, ইহার মাত্রা কম বেশী করা যাইতে পারে।

শঙ্খরস-গুড়িকা।—তেঁতুলছাল-ভস্ম ৫ পাঁচপল, পঞ্চলবণের (পরিভাষা দেখ) প্রত্যেক উপাদান ১ একপল, শঙ্খভস্ম ১২ বারপল, এবং জামীরের রস /৮ আটসের, একত্র পাক করিয়া, তাহার সহিত হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং পারদ, মিঠাবিষ ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে, পরে জামীরের রসসহ তিনদিন মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। কুল-আঁটির মত ইহার বটিকা করিয়া, উষ্ণজলের সহিত ইহা প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা পরিণাম-শূল প্রভৃতি সকলপ্রকার শূল বিনষ্ট হয়।

লৌহগুড়িকা।—লৌহভস্ম ১ একভাগ, ত্রিফলা ৩ তিনভাগ, পুরাতন-গুড় ৮ আটভাগ, এবং গোমূত্র ৩২ বত্রিশভাগ,—এইসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া, গুড়-পাকের নিয়মে পাক করিবে। রোগীর বলানুসারে ইহা উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, এতদ্দ্বারা ক্ষয়রোগ ও পরিণামশূল বিনষ্ট হয়।

নারিকেল-ক্ষার।—জলসংযুক্ত নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পূরণ করিয়া, তাহার উপরে উত্তমরূপে মৃত্তিকার লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, তাহা বিলঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। পরে নারিকেলমধ্যস্থ সৈন্ধব ও নারিকেলশস্য, এবং তাহার সমপরিমিত পিপুলচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ এক আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে, পরিণামশূল প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শূলরোগ নিবারিত হয়।

এরণ্ড-সপ্তক।—এরণ্ডমূল, বিল্বমূল, টাবানেবুর মূল, গোরক্ষ-মূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও পাষাণভেদী, ইহাদের কাথে যবক্ষার, হিঙ্গু, সৈন্ধব-লবণ ও এরণ্ড-তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কটী, অংস, মেঢ্র, হৃদয় ও স্তন প্রভৃতি স্থানের শূল বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদি মোদক।—বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তীমূল ও চিতামূল, এইসকলের সমভাগ চূর্ণ এবং চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা উষ্ণজলের সহিত ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, ত্রিদোষজনিত পরিণাম-শূল প্রশমিত হয়।

কোলাদি মণ্ডুর।—শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ২॥০ আড়াইপল (২০ কুড়ি-তোলা), চই, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল ও যবক্ষার,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং গোমূত্র ২০ কুড়িপল,—ইহাদের মধ্যে মণ্ডুর ও গোমূত্র একত্র পাক করিয়া, আসন্নপাকে অপরাপর দ্রব্যের চূর্ণসকল তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে উপযুক্তমাত্রায় ইহা সেবন করিলে, ইহাদ্বারা পরিণামজাত ও অন্যান্য শূল বিনষ্ট হয়। সেবনকালে দুগ্ধান্নভোজী হওয়া আবশ্যক।

ক্ষীর-মণ্ডুর।—মণ্ডুর /১ একসের, গোমূত্র /৮ আটসের ও দুগ্ধ /৪ চারিসের, একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহা পরিণাম-শূলনাশক।

গুড়মণ্ডুর।—পুরাতন গুড়, আমলকী ও হরীতকী, প্রত্যেক ১ এক-পল, এবং শোধিত-মণ্ডুরচূর্ণ ৩ তিনপল, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্ত সময়ে সেবন করিলে, অন্নদ্রব-শূল, অম্লপিত্ত ও দারুণ পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

চতুঃসম-মণ্ডুর।—শোধিত-মণ্ডুরচূর্ণ, ঘৃত, মধু ও চিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে একত্রিত করিয়া, তাম্রপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দনান্তে একদিন রৌদ্রে ও একরাত্রি শিশিরে স্থাপন করিবে। পরে তাহা কোন তাম্র-পাত্রে বা ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে শীতলজলের সহিত প্রত্যহ ৪ চারিমাষা পরিমাণে ইহা সেব্য; অর্থাৎ ৪ চারিমাষাকে ৩ তিন ভাগ করিয়া এক এক ভাগ এক একবারে সেবনীয়। ইহাদ্বারা শূল, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, জ্বর, উন্মাদ, অপস্মার, অজীর্ণ, উদররোগ ও প্রমেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

রসমণ্ডূর।—হরীতকী-চূর্ণ ৪ চারিপল, শোধিত-গন্ধকচূর্ণ ২ দুইপল, শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ২ দুইপল, পারদ ৪ চারিতোলা, ভৃঙ্গরাজের রস ⁄৪ চারিসের, এবং কেশুরিয়ার রস ⁄৪ চারিসের (মতান্তরে ভৃঙ্গরাজ-রস ⁄২ দুই সের ও কেশুরিয়ার রস ⁄২ দুইসের, এই সমুদায় দ্রব্য লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুকাইয়া, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—৪ চারিরতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৩ তিনমাষা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। ইহাদ্বারা শূল, অম্লপিত্ত, গ্রহণী, কামলা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

শতাবরী-মণ্ডূর।—শোধিত মণ্ডূরের চূর্ণ ৮ আটপল, শতমূলীর রস ৮ আটপল, দধি ৮ আটপল, দুগ্ধ ৮ আটপল, ঘৃত ৪ চারিপল,—একত্র যথা-নিয়মে পাক করিয়া, পিণ্ডবৎ ঘন হইলে, তাহা নামাইয়া রাখিবে। ভোজনের অগ্রে, মধ্যে ও শেষে, প্রত্যেকবারে ⁄০ এক আনা মাত্রায়, এই মণ্ডূর সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ শতাবরী-মণ্ডূর।—প্রথমতঃ মণ্ডূর গরম করিয়া ও ত্রিফলার কাথে ফেলিয়া, শোধন করিয়া লইবে। পরে সেই শোধিত-মণ্ডূর চূর্ণ ৮ আটপল, শতমূলীর রস ৮ আটপল, দধি ৮ আটপল, দুগ্ধ ৮ আটপল, আমলকীর রস ৮ আটপল ও ঘৃত ৪ চারিপল, যথানিয়মে একত্র পাক করিবে; পাকশেষে তাহাতে জীরা, ধ'নে, মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী,—প্রত্যেকের চূর্ণ ৷৷০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। শতাবরী-মণ্ডূরের নিয়মানুসারে ইহা সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ শূল, অম্লপিত্ত, অরুচি, বমি ও শ্বাস-কাস প্রভৃতির শান্তি হয়।

মণ্ডূর-বটিকা।—⁄৮ আটসের গোমূত্রে ⁄১ একসের মণ্ডূর চূর্ণ পাক করিয়া, আসন্নপাকে চই, শুঁঠ, যবক্ষার, পিপুলমূল ও পিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক একপল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে; গাঢ় হইলে, উপযুক্ত মাত্রায় তাহার বটী করিবে। ইহা সেবন করিলে, পরিণামশূল নিবারিত হয়।

তারামণ্ডূর-গুড়।—শোধিত-মণ্ডূর ৯ নয়পল, গোমূত্র ১৮ আঠার-পল ও গুড় ৯ নয়পল, উপযুক্ত জলসহ পাক করিয়া, পাকশেষে তাহাতে বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ত্রিফলা ও ত্রিকটু, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, মৃদু-অগ্নিতে জ্বাল দিবে এবং পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে।

১ একতোলামাত্রায় এই গুড় ভোজনের প্রথমে, মধ্যে ও পরে সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অর্শঃ, গুল্ম, শোথ, উদর, পাণ্ডু, কামলা ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়।

শূলবজ্রিণী বটিকা।—পারদ, গন্ধক ও লৌহভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং সোহাগা, হিং, শুঁঠ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শঠী, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনে,—প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক তোলা, একত্র ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, একমাষা পরিমাণে ইহার বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধ অথবা শীতলজল অনুপানসহ ইহা সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা শূল, অম্লপিত্ত, গুল্ম, আনাহ, অষ্ঠীলা, প্লীহা, পাণ্ডু, কামলা, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

ত্রিফলা-লৌহ।—লৌহভস্ম /১ একসের; হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের স্বরস বা কাথ /৪ চারিসের, এবং গুড় /১ একসের; যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে, ত্রিদোষজাত শূল দূরীভূত হয়।

ত্রিফলা-লৌহ।—(প্রকারান্তর।)—লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলা-চূর্ণ সমভাগে লইয়া, ।০ চারি আনামাত্রায় দুগ্ধসহ পান করিলে, সদ্যই শূলরোগ নিবারিত হয়।

সপ্তামৃত-লৌহ।—যষ্টিমধু ও ত্রিফলার চূর্ণ—প্রত্যেক এক একভাগ এবং লৌহভস্ম ৪ চারিভাগ, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। অনুপান গব্যদুগ্ধ। ইহাদ্বারা শূল, অম্লপিত্ত, জ্বর, আনাহ ও শোথ প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

শর্করা-লৌহ।—শতমূলীর রস, গোমূত্র, ছাগদুগ্ধ ও আমলকীর রস—প্রত্যেক দ্রব্য /৪ চারিসের, মণ্ডূর ৮ আটপল, চিনি ১৬ যোলপল ও ঘৃত ৪ চারিপল,—এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। পাক-সম্পন্নের পর ঘনীভূত ও শীতল হইলে, তাহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু যমানী, গজপিপ্পলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, লৌহ ও অভ্রভস্ম—প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। আহারের পূর্ব্বে অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ সেবনীয়। ইহা সকলপ্রকার শূলের বিশেষতঃ পিত্তশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাদ্বারা কুক্ষিরোগ, বস্তিরোগ ও গুহ্য-রোগ, এবং শোথ, গ্রহণীদোষ ও প্লীহা প্রভৃতি অন্যান্য রোগও নিবারিত হয়।

বৈশ্বানর-লৌহ।—তেঁতুলছালের ভস্ম, অপামার্গ-ভস্ম, শামুকমুটি-ভস্ম ও সৈন্ধব-লবণ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং লৌহভস্ম ৪ চারিভাগ, এই-সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। বেদনা উপস্থিত হইবার সময়ে ইহা ২ দুই-মাষা পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার শূল বিনষ্ট হয়।

চতুঃসম-লৌহ।—অভ্র, গন্ধক, পারদ ও লৌহ-প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (আটতোলা) পরিমাণে লইয়া, ১২ বারপল ঘৃত ও ১২ বারপল দুগ্ধসহ পাক করিবে। যথাসময়ে তাহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল ও ত্রিকটু—প্রত্যেক দ্রব্যের অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ একপল করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া, পাকান্তে উপযুক্ত পাত্রে রাখিবে। শুভদিনে সূর্য্য ও গুরুর অর্চ্চনাপূর্ব্বক ঘৃত ও মধুসহ ১ এক-মাষামাত্রায় ইহা সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ ৮ আটমাষা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। অনুপান দুগ্ধ বা নারিকেল-জল। পথ্য—রক্তশালি-তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যূষ ও মাংসরস প্রভৃতি। ইহাদ্বারা নানাবিধ শূল, আমবাত, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি নানারোগের উপশম হয়।

শূলরাজলৌহ।—২ দুইতোলা কান্তলৌহের সহিত জারিত অভ্র, চিনি, মধু ও ঘৃত,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা মাড়িয়া, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের ১ একতোলা পরিমিত চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এক-আনামাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে শীতলজলের সহিত এই লৌহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার দোষজ শূল, কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, হৃৎশূল, অম্লপিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী, প্রমেহ ও বিসূ-চিকা রোগ নষ্ট হয়।

ধাত্রালৌহ।—আমলকীর চূর্ণ ৮ আট পল, লৌহভস্ম ৪ চারি পল ও যষ্টিমধুচূর্ণ ২ দুইপল,—এইসমস্ত দ্রব্যে আমলকীর রসের বা কাথের (কাহারও মতে গুলঞ্চের কাথের) ৭ দিবসে ৭ সাতবার ভাবনা দিবে, এবং শুষ্ক হইলে, চূর্ণ করিয়া, ৩ তিনমাষা মাত্রায় তাহা ঘৃত ও মধুর সহিত আহারের প্রথমে মধ্যে ও পরে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা শূল, অম্লপিত্ত ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

পাকের ধাত্রীলৌহ।—কুট্টিত যবতণ্ডুল ৪ চারি পল, পাকার্থ জল ১৬ ষোলপল (/২ দুইসের),—শেষ ৪ চারিপল, বস্ত্রপূত শতমূলীর রস, আম-

লকীর রস বা কাথ, দধি ও দুগ্ধ,—প্রত্যেক ৮ আট পল, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ঘৃত ও ইক্ষুরস,—প্রত্যেক ৪ চারি পল, এবং শোধিত-মণ্ডূরচূর্ণ ৬ ছয় পল, একত্র পাক করিবে। পরিশেষে জীরা, ধ'নে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, গজপিপ্পলী, মুতা, হরীতকী, লৌহ, অভ্র, ত্রিকটু, রেণুকা, ত্রিফলা, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা ও রক্তচন্দন—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। ভোজনের প্রথমে মধ্যে ও পরে অন্নের সহিত বা দুগ্ধের সহিত ।০ চারি আনা মাত্রায় ইহা সেবনীয়। ইহাদ্বারা সকলপ্রকার শূলরোগ আশু নিবারিত হয়।

লৌহামৃত।—তিলপরিমাণ পুরু কতকগুলি লৌহপাত্রে শ্বেত আকন্দের মূল অথবা শ্বেতসর্ষপ বাঁটিয়া লেপ দিবে; পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনরায় লেপ দিবে, এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার কাথে নির্ব্বাপিত করিবে। যতক্ষণ লৌহপত্র জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্তপ্রকার প্রক্রিয়া বিধেয়। পরে উহা চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ৩ তিন মাষা কিংবা ৪ চারি মাষা মাত্রায় এই লৌহচূর্ণ মধু ও ঘৃতসহ সেবনীয়। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, কিংবা ঔষধের ৬৪ চৌষট্টিগুণ গব্যঘৃত ও দুগ্ধ। ইহা সেবনে একমাসের মধ্যে নিশ্চয়ই পরিণাম-শূল নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে যে দ্রব্যের নামের পূর্ব্বে "ক" অক্ষর আছে, অর্থাৎ কচু, কলা, কালশাক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি এবং অম্লদ্রব্য ও আনূপ-মাংস বর্জ্জন করিতে হইবে।

নারিকেলামৃত।—/৪ চারিসের ঘৃতে /২ দুইসের শিলাপিষ্ট ও বস্ত্র-নিষ্পীড়িত সুপক্ক নারিকেলশস্য ভাজিবে। পরে ডাবের জল ৩২ বত্রিশসের, গব্যদুগ্ধ ৩২ বত্রিশসের, আমলকীর রস /৪ চারিসের, চিনি ১২॥০ সাড়েবারসের, এবং /২ দুইসের শুঁঠচূর্ণের সহিত ঐ নারিকেলশস্য পাক করিবে। পাকশেষে তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এবং আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধ'নে, গেঁঠেলা, বংশলোচন ও মুতা, প্রত্যেকের ৬ ছয়তোলা পরিমাণে চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, /॥০ অর্দ্ধসের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা পরিণামশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা-দ্বারা যাবতীয় শূল, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, পীনস, প্রতিশ্যায়, মূত্রাঘাত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

পূগ-খণ্ড।—সুপক্ক-সুপারী খণ্ড খণ্ড করিয়া, অর্দ্ধ-জল-মিশ্রিত দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিবে; পরে তাহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। প্রথমে /১ একসের ঘৃতে ৮ আটপল ঐ সুপারীচূর্ণ পাক করিবে। তৎপরে আমলকীর রস /১ একসের, শতমূলীর রস /১ একসের, দুগ্ধ /৮ আটসের ও পঞ্চাশপল চিনি দিয়া উক্ত ঘৃতপক্ক সুপারীচূর্ণ পুনরায় পাক করিবে। অতঃপর তাহাতে নাগেশ্বর, মুতা, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলকীমজ্জা, পিয়ালমজ্জা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পানিফল, বংশলোচন, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, ধ'নে, কঙ্কোল, রাস্না, তগরপাদুকা, বালা, বেণার মূল, ভৃঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা, প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, হাতাদ্বারা বারংবার উত্তমরূপে নাড়িয়া নামাইবে; এবং স্নিগ্ধ মৃৎপাত্রে রাখিয়া দিবে। ।।০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে ইহা সেবন করিলে, শূল ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

আমলকী-খণ্ড।—প্রথমতঃ ৫০ পঞ্চাশ পল (/৬।০ ছয়সের এক পোয়া) সিদ্ধ ও বস্ত্রনিষ্পীড়িত সুপক্ক কুষ্মাণ্ডশস্য /২ দুইসের ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পরে তাহাতে আমলকীর রস /৪ চারিসের, কুষ্মাণ্ডের জল /৪ চারিসের ও ৫০ পঞ্চাশপল চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই রসের সহিত ঐ ঘৃতভৃষ্ট কুষ্মাণ্ড পাক করিবে। পাকের সময়ে হাতাদ্বারা বারংবার নাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। পাকশেষে নামাইয়া, তাহাতে পিপুল, জীরা ও শুঁঠ,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল, মরিচচূর্ণ ১ একপল, এবং তালীশপত্র, ধ'নে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও মুতা,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে, তাহার সহিত /১ একসের মধু মিশ্রিত করিবে। ।।০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ ইহা সেবন করিলে, যাবতীয় শূল, অম্লপিত্ত, বমি, শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

নারিকেল খণ্ড।—শিলাপিষ্ট ও বস্ত্রনিষ্পীড়িত সুপক্ক নারিকেল-শস্য /।।০ অর্দ্ধসের, /৵০ অর্দ্ধপোয়া ঘৃতে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে। পরে ডাবের জল /৪ চারিসের ও চিনি /।।০ অর্দ্ধসের একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার সহিত ঐ ঘৃতভৃষ্ট নারিকেলশস্য পাক করিবে। পাক শেষ হইলে, নামাইয়া, তাহার সহিত ধ'নে, পিপুল, মুতা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা,—

প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ্ধতোলা, এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একমাষা পরিমাণে মিলিত করিবে। ১ একতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে,শূল,অম্লপিত্ত,রক্তপিত্ত,অরুচি ও বমি নিবারিত হয়।

বৃহৎ নারিকেল-খণ্ড।—৮ আটপল শিলাপিষ্ট ও নিষ্কাশিত-রস সুপক্ক নারিকেল-শস্য ঃ পাঁচপল ঘৃতে ভাজিয়া লইবে; পরে ১৬ ষোলসের ডাবের জলে /২ দুইসের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত ঐ নারিকেল-শস্য ৮ আট-পল, শুঁঠচূর্ণ ৪ চারিপল ও /২ দুইসের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে বংশলোচন, ত্রিকটু, মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধ'নে, পিপুল, গজপিপ্পলী ও জীরা,—প্রত্যেকের ৪ চারিতোলা পরিমাণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, আলোড়নপূর্ব্বক নামাইয়া মৃৎপাত্রে সংস্থাপন করিবে। ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, শূল, অম্লপিত্ত ও হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া, বল ও শুক্র প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়।

হরীতকী-খণ্ড।—ত্রিফলা, মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগে-শ্বর, যমানী, ত্রিকটু, ধ'নে, মৌরী, শুল্‌ফা ও লবঙ্গ—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুই-তোলা; তেউড়ী ও সোণামুখীচূর্ণ—প্রত্যেক ২ দুইপল, হরীতকীচূর্ণ ৮ আটপল, ও চিনি ৩২ বত্রিশপল, যথাবিধি পাক করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা শূল, অম্লপিত্ত, অর্শঃ, আনাহ, কটীশূল, বায়ুরোগ ও কোষ্ঠগত বায়ুবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হয়।

শ্রীবিদ্যাধরাভ্র।—বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল ও ত্রিকটু, ইহাদের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা, গোমূত্র-শোধিত মণ্ডূর অথবা লৌহচটা-ভস্ম ৪ চারিপল, কৃষ্ণাভ্রভস্ম ১ একপল, থুলকুড়ির রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১॥০ দেড়তোলা, এবং শোধিত গন্ধক ২ দুইতোলা,—ইহাদের মধ্যে প্রথমে পারদ ও গন্ধককে কজ্জলী করিয়া, পরে উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। পরে ঐ মিশ্রদ্রব্য যত্নপূর্ব্বক ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। মাত্রা—প্রথমতঃ ২ দুই বা ৩ তিন মাষা। অনুপান—গব্যদুগ্ধ বা শীতল জল। ইহাদ্বারা পরি-ণামাদি নানাবিধ শূল, যক্ষ্মা, অম্লপিত্ত ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল রোগ নষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা পরিণাম-শূলেরই উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

শূলগজ-কেশরী।—পারদ *১ একভাগ ও গন্ধক ২ দুইভাগ, একত্র কজ্জলী করিবে, এবং সেই কজ্জলীর সমপরিমিত একটী তাম্রপুটের মধ্যে ঐ কজ্জলী রুদ্ধ করিবে। তৎপরে একটী ভাণ্ডের মধ্যে প্রথমতঃ কিছু সৈন্ধব-লবণ রাখিয়া, তাহার উপরে ঐ তাম্রপুট স্থাপন করিবে, এবং তাম্রপুটের উপরিভাগে কিছু সৈন্ধব-লবণ দিয়া, ভাণ্ডের মুখ আবদ্ধ করিবে। গজপুটে ঐ ভাণ্ডসহ ঔষধ দগ্ধ করিয়া, পরদিবস তাম্রপুটখানি চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা ২ দুইরতি মাত্রায় পাণের সহিত সেবন করিলে, কষ্টসাধ্য শূলও প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর হিং, শুঁঠ, বচ ও মরিচ,—ইহাদের মিলিত চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গরম জলের সহিত সেবন করা আবশ্যক।

পিপ্পলী-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, পিপুলের ক্বাথ ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ পিপুল /১ একসের, যথানিয়মে একত্র পাক করিয়া উষ্ণ দুগ্ধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে, পরিণাম-শূল বিনষ্ট হয়।

গুড়পিপ্পলী-ঘৃত।—গব্যঘৃত /১ একসের, কল্কার্থ পিপুল ।৵০ অর্দ্ধ-পোয়া, গুড় ।৵০ অর্দ্ধপোয়া, এবং /৪ চারিসের দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে, পরিণাম-শূল ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

দাধিক-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দধি ১২ বারসের, এবং কল্কার্থ পিপুল, শুঁঠ, বিল্বমূল, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতা, হিঙ্গু, দাড়িম, মহাদা, বচ, যবক্ষার, অম্লবেতস, পুনর্নবা, কৃষ্ণজীরা, জীরা ও টাবানেবুর মূল; ইহাদিগকে উত্তম-রূপে কুট্টিত করিয়া লইবে। এইসকল দ্রব্যসহ যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল ও যোনিশূল প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা বিবিধ দোষ-প্রশমক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বীজপূরাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—টাবানেবুর মূল, এরণ্ডমূল, রাস্না, গোক্ষুর ও বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, নিস্তুষ যব /২ দুইসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ ধ'নে, হরীতকী, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সচল, বিট্ ও সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, অম্লবেতস, কুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং /৮ আটসের দধির মাত; যথানিয়মে মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত পান

করিলে, ত্রিদোষজনিত শূল, পার্শ্বশূল, অম্লশূল, গুল্ম, প্লীহা ইত্যাদি পীড়া নষ্ট হইয়া বল-বীর্য্য ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

শূলগজেন্দ্র তৈল।—তিলতৈল /৮ আটসের, ক্বাথার্থ এরণ্ডমূল ও দশমূলের প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, পাকার্থ জল ইহাদের সমষ্টির ৮ আটগুণ অর্থাৎ ৫৫ পঞ্চান্নসের,—শেষ ১৩৸০ পৌনেচৌদ্দসের; যব /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—শুঁঠ, জীরা, যমানী, ধ'নে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, মর্দ্দনার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা শূল, বমি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, গুল্ম ও প্লীহা উপশমিত হয়।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ।

নারাচচূর্ণ।—চিনি ৮ আটতোলা, তেউড়ীচূর্ণ ২ দুইতোলা ও পিপুল-চূর্ণ ৪ চারিতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে মধুর সহিত সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা উদাবর্ত্ত এবং মলের কঠিনতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

গুড়াষ্টক।—ত্রিকটু, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধ-তোলা মাত্রায় জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, প্লীহা, শোথ ও পাণ্ডু প্রভৃতি প্রশমিত হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৈদ্যনাথ বটী।—হরীতকী, ত্রিকটু ও পারদ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক-ভাগ, এবং জয়পালবীজ ২ দুইভাগ, একত্র থানকুনি ও আমরুলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। উদাবর্ত্ত, উদর, গুল্ম, পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও গাত্রকণ্ডু নিবারণের জন্য এই ঔষধ উৎকৃষ্ট।

বৃহৎ ইচ্ছাভেদী রস।—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ ও তেউড়ী,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, পারদের দ্বিগুণ আতইচ, এবং পারদের ৯ নয়গুণ জয়-পালবীজ, একত্র আকন্দপত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, বিলঘুঁটের মৃদু অগ্নিতে একবার পাক করিয়া লইবে। পরে ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিয়া, শীতল-জলের সহিত তাহা সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান না করা পর্য্যন্ত দাস্ত হইতে থাকে, এবং উষ্ণজল পান করাইলেই দাস্ত বন্ধ হয়। পথ্য—দধি ও অন্ন। ইহাদ্বারা আমদোষ, উদররোগ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও কফ-দোষ নিবারিত হয়।

নারাচ রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মরিচ ১ এক-ভাগ, সোহাগার খই ২ দুইভাগ, পিপুল ২ দুইভাগ, শুঁঠ ২ দুইভাগ ও সর্ব্বসমান নিস্তুষ লঘুদন্তীর বীজ, এইসকল দ্রব্য সীজের আঠার সহিত তিন দিবস মর্দ্দন করিয়া, নারিকেলের মধ্যে রাখিয়া প্রবল-অগ্নিতে পাক করিবে; পরে, ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। নাভিমধ্যে এই বটিকার প্রলেপ দিলে, বা এই ঔষধের গন্ধ আঘ্রাণ করিলেই বিরেচন হইয়া থাকে।

শুষ্কমূলকাদ্য-ঘৃত।—শুষ্কমূলা, আদা, পুনর্নবা, স্বল্প অথবা বৃহৎ-পঞ্চমূল ও সোঁদালফল,—সমুদায় দ্রব্য সমভাগে মিলিত ⁄৮ আটসের পরিমাণে লইয়া ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিবে, এবং ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই ক্বাথসহ ⁄৪ চারিসের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত ১ একতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ ও চিনি অনুপানসহ সেবন করিলে, উদাবর্ত্ত বিনষ্ট হয়।

স্থিরাদ্য-ঘৃত।—স্বল্প-পঞ্চমূল, পুনর্নবা, সোন্দালফল ও নাটাকরঞ্জ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, সমষ্টির চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথের সহিত ⁄৪ চারিসের ঘৃত পাক করিবে। ইহাও পূর্ব্ববৎ মাত্রায় সেবন করিলে, উদাবর্ত্ত পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

———

গুল্মরোগ।

—:—

হিঙ্গ্বাদি-চূর্ণ।—হিং ১ একভাগ, বচ ২ দুইভাগ, বিট্‌লবণ ৩ তিনভাগ শুঁঠ ৪ চারিভাগ, জীরা ৫ পাঁচভাগ, হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, পুষ্করমূল ৭ সাতভাগ, কুড় ৮ আটভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি-আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা গুল্ম, উদর, অজীর্ণ ও বিসূচিকা বিনষ্ট হয়।

বচাদি-চূর্ণ।—বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধব-লবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী,—প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৷৷০ অর্দ্ধ-তোলা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, গুল্মরোগ প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং বেদনানিবারক।

লবঙ্গাদিচূর্ণ।—লবঙ্গ, দন্তী-মূল, তেউড়ী-মূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধ'নে, চিতামূল, ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া), পিপুল, কট্‌কী, দ্রাক্ষা, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও ইন্দ্রযব, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ।০ চারি আনা হইতে ৷৷০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, গুল্ম, অর্শঃ, শোথ, আমবাত ও উদর প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

বজ্রক্ষার।—সামুদ্র-লবণ, সৈন্ধব-লবণ, কর্কচ-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগার খই,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহা মনসাসীজের আঠা ও আকন্দের আঠা—প্রত্যেকের সহিত ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। পরে আকন্দপত্রদ্বারা তাহা বেষ্টিত করিয়া, একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া, শরাদ্বারা হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিবে। তৎপরে সেই হাঁড়ীতে অগ্নি-জ্বাল দিয়া সমুদায় দ্রব্য অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে। অতঃপর ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরা ও চিতামূল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান ঐ ক্ষার, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, বাতাধিক গুল্মে ঈষৎ উষ্ণজল, পিত্তাধিকে ঘৃত, শ্লেষ্মাধিকে গোমূত্র, ত্রিদোষ-প্রকোপে কাঁজি, এবং উদাবর্ত্ত, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য ও শোথাদিরোগে শীতলজল অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে।

*ক্ষারাষ্টক।—পলাশের ক্ষার, মনসাসীজের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দের ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও সাচীক্ষার, এই আটপ্রকার ক্ষার—গুল্ম ও অজীর্ণরোগ নাশ করে।

দন্তী হরীতকী।—শিথিলপোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫ পঁচিশটী, দন্তীমূল ২৫ পঁচিশপল ও চিতামূল ২৫ পঁচিশপল, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া /৮ আটসের অবশেষ রাখিবে; এই ক্বাথের সহিত পুরাতন-গুড় ২৫ পঁচিশপল গুলিয়া, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ২৫ পঁচিশটী দিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে তাহাতে তেউড়ীচূর্ণ ৪ চারিপল, তিলতৈল ৪ চারিপল, পিপুলচূর্ণ ৪ চারিতোলা ও শুঁঠচূর্ণ ৪ চারিতোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, ৪ চারিপল মধু এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর, প্রত্যেকের ২ দুই-তোলা চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। একটী হরীতকী ও অর্দ্ধতোলা গুড় রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু, অর্শঃ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

গুল্মবজ্রিণী বটিকা।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, সোহাগার খই ও হরিতাল,—প্রত্যেক ১ একপল (৮ আটতোলা) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, উত্তম-রূপে মর্দ্দন করিবে। রোগীর অগ্নি ও বল বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে, ইহাদ্বারা গুল্ম, প্লীহা, উদর, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর, এবং শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাঙ্কায়ণ-গুড়িকা।—শঠী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, শুঁঠ, বচ ও তেউড়ীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, হিং ৩ তিনপল, যবক্ষার ২ দুই-পল, অম্লবেতস ২ দুইপল, যমানী, জীরা, মরিচ ও ধ'নে,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-তোলা, এবং কৃষ্ণজীরা ও বনযমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ অর্দ্ধপল (৪ চারি-তোলা) পরিমাণে লইয়া, একত্র টাবানেবুর রসের সহিত মাড়িয়া ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। সাধারণতঃ উষ্ণজল অনুপানের সহিত, কফজ-গুল্মে গোমূত্রের সহিত, পিত্তজ-গুল্মে দুগ্ধের সহিত, বাতজ গুল্মে কাঁজির সহিত, এবং রক্তজ-গুল্মে উষ্ট্রদুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে, সমধিক উপকার দর্শে। এতদ্ব্যতীত অর্শঃ, হৃদ্রোগ, ক্রিমি প্রভৃতিও ইহাদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে।

রসায়নামৃত-লৌহ।—মিলিত ত্রিফলা /২ দুইসের, পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের; এই ক্বাথ এবং গোঁড়ানেবুর রস ১৬ ষোল-পলের সহিত ১৬ ষোলপল (১২৮ একশত আটাইশতোলা) চিনি যথাবিধি পাক করিবে, এবং ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরাতা, তেউড়ী, দন্তীমূল, নিমছাল, সৈন্ধব-লবণ ও অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা এবং লৌহ ২ দুইপল (১৬ ষোলতোলা) প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। পাক সিদ্ধ হইয়া আসিলে, তাহার সহিত ৪ চারিপল (৩২ বত্রিশ তোলা) ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই রসায়না-মৃত-লৌহ সকল রোগেই প্রয়োগ করা যায়; বিশেষতঃ ইহাদ্বারা পাঁচপ্রকার গুল্মরোগ, এবং যকৃৎ, প্লীহা, উদর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ ও জীর্ণজ্বর অতিশীঘ্র নষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চানন-রস।—পারদ, তুঁতেভস্ম, গন্ধক, জয়পালের বীজ, পিপুল ও সোন্দালের মজ্জা, সমপরিমিত এইসমস্ত দ্রব্যে সীজের আঠার ভাবনা দিয়া ১ এক রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। আমলকীর রস বা তেঁতুলপত্রের রস অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, রক্তগুল্ম নিবারিত হয়। পথ্য—দধি ও অন্ন।

গুল্মকালানল-রস।—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সোহাগা ও যবক্ষার,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং মুতা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজ-পিপ্পলী, হরীতকী, বচ ও কুড়,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যে ক্ষেৎপাপড়া, মুতা, শুঁঠ, আপাং ও আকনাদির ক্বাথের ভাবনা দিয়া, শুষ্ক হইলে চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া লইবে। ৪ চারিরতি পরিমাণে ইহা হরীতকী-ভিজান জলসহ সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বাতগুল্মের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহৎ গুল্ম-কালানল রস।—অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কট্‌কী, বচ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও খদির,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণে জয়ন্তী, চিতা, ধুতূরা ও কেশুরিয়াপাতার রসের ভাবনা দিবে। পরে ৪ চারিরতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া, জল বা দুগ্ধসহ প্রাতঃকালে প্রয়োগ করিলে, পঞ্চবিধ গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, হলীমক, রক্তপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী, এবং জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

মহাগুল্ম-কালানল রস।—গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, ও তীক্ষ্ণলৌহ সমভাগে লইয়া, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে একখানি মৃত্তিকার শরায় ঐ ঔষধ স্থাপন করিয়া, সন্ধিস্থান মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিবে, এবং গজপুটে পাক করিয়া, শীতল হইলে তুলিয়া লইবে। ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, আদা ও শুঁঠের কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

গুল্মশার্দ্দূল-রস।—পারদ, গন্ধক, জারিত লৌহ, গুগ্‌গুলু, অশ্বত্থ-ছাল, তেউড়ী, পিপুল, শুঁঠ, ধ'নে ও জীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা ও জয়পালবীজ ৪ চারিতোলা,—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া, ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ৩ তিনরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও উষ্ণ জলসহ ইহার ২ দুইটী করিয়া বটিকা সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, উদা-বর্ত্ত, শোথ এবং বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও রক্তজ গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

নাগেশ্বর-রস।—পারদ, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যব-ক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, লৌহ ও অভ্র, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, সীজের আঠার সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে চিতা, বাসক বা দন্তী, এই তিনটীর মধ্যে যে কোন একটীর কাথের সহিত তাহা একদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। পাণের সহিত এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে একমাসকাল সেবন করিলে, গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ ও উদরাধ্মান রোগের শান্তি হয়।

প্রাণবল্লভ-রস।—লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, ত্রিফলা, সীজ-মূলের ক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খই ও তেউড়ীমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া, ছাগদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে। ৪ চারিরতি-পরিমাণে ইহার বটিকা প্রস্তুত করিয়া, জল কিংবা মধু অনুপানসহ সেবন করিলে, পাণ্ডু, কামলা, মেহ, হিক্কা, গুল্ম, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোট ও অপচীরোগ বিনষ্ট হয়।

ত্র্যূষণাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধ'নে, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, সমুদায়ে ⁄১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, ৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সহিত বাতগুল্মে ইহা প্রয়োগ করিবে।

দ্রাক্ষাদ্য-ঘৃত।—দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিণ্ডখেজুর, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ফল্‌সাফল ও ত্রিফলা—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা, একত্র পাকার্থ জল ১৬ যোলসের,—শেষ /৪ চারিসের; আমলকীরস /৪ চারিসের, ঘৃত /৪ চারিসের, ইক্ষুরস /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, এবং হরীতকার কল্ক /১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে মধু ও চিনি মিলিত /১ একসের পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, পিত্ত-গুল্ম এবং সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ রোগ বিনষ্ট হয়।

রসোনাদ্য ঘৃত।—রসুনের স্বরস, মহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ, সুরা, কাঁজি, দধি ও অম্লমূলকের রস, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটী /৪ চারিসের, ঘৃত /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ ত্রিকটু, দাড়িম, মহাদা, যমানী, চই, সৈন্ধব-লবণ, থৈকল, জীরা ও বনযমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, কাস, অপস্মার, মন্দাগ্নি, প্লীহা, শূল ও বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রায়মাণাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /১ একসের, ক্বাথার্থ বলাডুমুর ৪ চারিপল, জল ৪০ চল্লিশ পল,—শেষ ৮ আট পল; আমলকীর রস /১ একসের, দুগ্ধ /১ একসের, এবং কল্কার্থ—কটুকী, মুতা, বলাডুমুর, দুরালভা, ভূঁই-আমলা, ক্ষীর-কাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে, পিত্তজ-গুল্ম, রক্তজ-গুল্ম, হৃদ্রোগ, কামলা, কুষ্ঠ ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

নারাচ-ঘৃত।—ঘৃত /১ একসের, কল্কার্থ—চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কণ্টকারী, সীজের আঠা ও বিড়ঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং পাকার্থ জল /৪ চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে। উষ্ণজল বা জাঙ্গল-মাংসের রসসহ ইহা ২ দুইতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, প্লীহা, অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

ভল্লাতক-ঘৃত।—ভেলা দুইপল (১৬ যোলতোলা), স্বল্প-পঞ্চমূল (শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর,) মিলিত ১ একপল (৮ আট তোলা), বিদারীগন্ধা ১ একপল (৮ আটতোলা), জল ১৬ যোলসের,—শেষ /৪ চারিসের; কল্কার্থ—পিপুল, শুঁঠ, বচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিং, যবক্ষার, বিটলবণ,

শঠী, চিতামূল, যষ্টিমধু ও রাস্না,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, ঘৃত /৪ চারিসের ও দুগ্ধ /৪ চারিসের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ভল্লাতক ঘৃত সেবন করিলে, প্লীহা, পাণ্ডু, শ্বাস, গ্রহণী, কাস ও গুল্মরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা কফজ-গুল্মের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

পঞ্চপল ঘৃত।—ঘৃত ৫ পাঁচপল (৪০ চল্লিশতোলা), কল্কার্থ পিপুল ৩ তিনতোলা, দাড়িমবীজ ২ দুইপল (১৬ ষোলতোলা), ধ'নে ৮ আট তোলা, শুঁঠ ২ দুইতোলা, এবং দুগ্ধ ২০ কুড়িপল (১৬০ একশতষাটতোলা), যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত সেবন করিলে, বাতগুল্ম, যোনিশূল, অর্শোরোগ ও বিষম-জ্বর প্রভৃতি নষ্ট হয়।

ধাত্রী-ষট্‌পলক ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, আমলকীর রস ১৬ ষোল-সের, কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া, পরিশেষে ইহাতে ৩ তিনপোয়া চিনি ও ১ একপোয়া সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃত সকলপ্রকার বাতগুল্মরোগে হিতকর।

ভার্গী-ষট্‌পলক ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ—পিপুল, পিপুল-মূল, চই, শুঁঠ, চিতা ও যবক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা করিয়া ৪৮ আট-চল্লিশতোলা; দশমূল, এরণ্ডমূল ও বামুনহাটীর ক্বাথ /৬ ছয়সের (কাহারও মতে ক্বাথ /৮ আটসের, মতান্তরে ক্বাথ ১৬ ষোলসের), দুগ্ধ /৪ চারিসের, দধি /৬ ছয়সের (কাহারও মতে দধি ১৬ ষোলসের, মতান্তরে দধি /৮ আটসের); যথাবিধি পাক করিবে। এই ষট্‌পলক-ঘৃত সেবন করিলে, গুল্ম, উদর, অরুচি, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, জ্বর, ক্ষয়, শিরোরোগ ও গ্রহণীবিকার প্রভৃতি রোগ, এবং বাতশ্লেষ্মজ ও অন্যান্য রোগসকলের আশু বিনাশ হয়।

ক্ষীরষট্‌পলক ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক-পল (৮ আটতোলা) পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, কফ, গুল্ম, গ্রহণী, কাস, প্লীহা ও পাণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

হৃদ্রোগ।

—০:০:০—

ককুভাদি-চূর্ণ।—অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, হরীতকী, শঠী, কুড়, পিপুল ও শুঁঠ,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গব্যঘৃতের সহিত সেবন করাইবে। ইহা সর্ব্ববিধ হৃদ্রোগ-নাশক।

পিপ্পল্যাদি-চূর্ণ।—পিপুল, বড়-এলাচ, বচ, হিং, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, সচল-লবণ, শুঁঠ ও যমানী, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া, টাবানেবুর রস, কাঁজি, কুলত্থকলায়ের ক্বাথ, দধি, মদ্য, আসব, অথবা কোন স্নেহপদার্থের সহিত পান করাইবে। এই ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে মদন-ফলাদিদ্বারা রোগীকে বমন করাইয়া, রোগীর দেহ শুদ্ধ করিয়া লইবে। ইহা হৃদ্রোগনাশক।

ত্রিবৃতাদি-চূর্ণ।—তেউড়ী, শঠী, বেড়েলা, রাস্না, শুঁঠ, হরীতকী, এবং কুড়, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, অথবা গোমূত্রের সহিত ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, কফজ-হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়।

সূক্ষ্মৈলাদি-চূর্ণ।—ছোট-এলাইচ ও পিপুলমূলের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতের সহিত উপযুক্তমাত্রায় লেহন করিলে, কফজ হৃদ্রোগ ও তাহার উপদ্রবসকল আশু প্রশমিত হয়।

কল্যাণসুন্দর রস।—রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ ও হিঙ্গুল—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একদিন চিতামূলের রসের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক ৭ সাতদিন তাহাতে হাতীশুঁড়ার রসের ভাবনা দিবে, এবং ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। উষ্ণজল অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, হৃদ্‌গত সমুদায় রোগ, এবং উরস্তোয়, বক্ষোবাত, বক্ষোরুধির ফুস্‌ফুসের বিকৃতি প্রশমিত হয়।

চিন্তামণি রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্রভস্ম, লৌহ, লবঙ্গ ও শিলাজতু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, স্বর্ণ ⅛ সিকিভাগ, এবং রৌপ্য ½ অর্দ্ধভাগ—এইসমস্ত দ্রব্যে চিতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস এবং অর্জ্জুনছালের ক্বাথের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। গোমূত্রের সহিত ইহা সেবন করিলে, যাবতীয় হৃদ্রোগ, এবং শ্বাস, কাস ও প্রমেহ প্রশমিত হয়। ইহা বল-পুষ্টি-বর্দ্ধক।

হৃদয়ার্ণব-রস।—পারদ, গন্ধক ও তাম্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; একত্র ত্রিফলার ক্বাথ এবং কাকমাচীর রসের সহিত এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া, চণকপরিমিত বটিকা করিবে। অর্জ্জুনছালের রস বা ক্বাথসহ ইহা সেবন করিলে, হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

বিশ্বেশ্বর-রস।—স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক ও বৈক্রান্তভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; এইসমস্ত দ্রব্যে কর্পূরের জলের ভাবনা দিয়া ১ একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, হৃদ্রোগ এবং ফুস্‌ফুস্‌জাত বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

পঞ্চানন-রস।—পারদ ও গন্ধক, সমভাগে উভয়ের কজ্জলী করিয়া, আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও খেজুরের রসের সহিত এক এক দিবস মর্দ্দন করিবে। পরে ২ দুইরতি মাত্রায় ইহার বটিকা প্রস্তুত করিয়া, আমলকীর চূর্ণ ও চিনি অনুপানের সহিত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রভাকর-বটী।—স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন ও শিলাজতু—প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, তাহাতে অর্জ্জুন-ছালের ক্বাথের ভাবনা দিবে। তৎপরে ইহার ৪ চারিরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই বটী যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার হৃদ্রোগ উপশমিত হয়।

শঙ্কর-বটী।—পারদ ৪ চারিভাগ, গন্ধক ৮ আটভাগ, লৌহ ৩ তিনভাগ এবং সীসা ২ দুইভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে কাকমাচী, চিতামূল, আদা, জয়ন্তী, বাসক, বিল্ব ও অর্জ্জুনের স্বরসের যথাক্রমে ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ ঈষদুষ্ণ-জলের সহিত সেবন করিলে, ফুস্‌ফুসের রোগ, হৃদ্রোগ, এবং অন্যান্য নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীছাল, গন্ধতৃণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল, ঋষভক ও শালপাণী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের,—শেষ /৪ চারিসের; দুগ্ধ ১৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ—আলকুশীবীজ, ঋষভক, মেদা, জীবন্তী, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, চিনি, মুণ্ডিরী ও মৃণাল,—মিলিত /১ একসের; যথাবিধি পাক করিবে। ৷৹ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন

করিলে, যাবতীয় হৃদ্রোগ, উরঃক্ষত, ক্ষয়, ক্ষীণ, কাস, শ্বাস, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

অর্জ্জুন-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কাথার্থ অর্জ্জুনছাল /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—অর্জ্জুনছাল /১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, সর্ব্ববিধ হৃদ্রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা হৃদ্রোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ।

বল্লভক-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ—হরীতকী ৫০ পঞ্চাশটী, সচল-লবণ ২০ পল, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, শ্বাস, শূল, উদর ও বায়ুরোগ বিনষ্ট হয়।

বলাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কাথার্থ—বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে ও অর্জ্জুনছাল—সমুদায়ে মিলিত /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ যষ্টিমধু /১ একসের; যথাবিধানে পাক করিয়া, এই ঘৃত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, শূল, উরঃক্ষত ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি অনেক-প্রকার রোগের উপশম হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত।

এলাদিপাচন।—এলাচ, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচা, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পান করিলে, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্র্যাদিপাচন।—আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ শীতল হইলে, তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে সেবন করাইবে।

বৃহৎ ধাত্র্যাদি।—আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কৃষ্ণ-ইক্ষুমূল ও হরীতকী ইহাদের কাথেও পূর্ব্ববৎ ।৷৹ অর্দ্ধতোলা

চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র এবং তজ্জনিত দাহ ও যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শতাবর্য্যাদি।—শতমূলী, কাশমূল, কুশমূল, কণ্টকারী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিধান্যের মূল, কৃষ্ণ-ইক্ষুর মূল ও কেশুর-মূল, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, শীতল অবস্থায় মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের উপশম হয়।

পঞ্চতৃণমূল।—কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ-ইক্ষুর মূল, এই তৃণ-পঞ্চমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম হয়; ইহা বস্তিশোধনকারক। এই পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে, মূত্রপথে শোণিতস্রাব নিবারিত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রহর।—ভূঁইকুমড়া, গোক্ষুর, যষ্টিমধু ও নাগেশ্বর, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিমাষা, পাকার্থ জল ৵৷৹ অর্দ্ধসের,—শেষ ১৵০ অর্দ্ধপোয়া; তাহাতে ৪ চারিমাষা পরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া, সেই ক্বাথের সহিত রসসিন্দুর সেবন করিলে, সপ্তাহমধ্যে পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ বিনষ্ট হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস।—পারদ, গন্ধক ও যবক্ষার,—এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও ঘোলের সহিত সেবন করিলে, সকল-প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

দ্বিতীয় মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও বৈক্রান্তভস্ম, সমুদায় সমভাগ, চাণ্ডালী ও চোর নামক গন্ধদ্রব্যের ক্বাথের সহিত দুইপ্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া, গোলক প্রস্তুত করিবে; এবং শুষ্ক হইলে, তাহা বিলঘুঁটের আগুনে মহাপুটে পাক করিবে। মাষকলায়ের ন্যায় পরিমাণে এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

ত্রিনেত্রাখ্য রস।—বঙ্গভস্ম, পারদ ও গন্ধক, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুলমূলের রসের সহিত এক এক দিবস লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিবে। পরে এই ঔষধ মুষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, ভূধর-যন্ত্রে পাক করিতে হইবে। পাকশেষে শীতল হইলে তুলিয়া লইয়া, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমূলের ক্বাথের ভাবনা দিয়া, ৩ তিনরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনের পরে, দূর্ব্বা, যষ্টিমধু,

ও শিমূলের ক্বাথ এবং ক্বাথের সমান দুগ্ধের পায়স প্রস্তুত করিয়া, রোগীকে সেবন করাইবে, এবং প্রাতঃকালে শীতলজল পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তারকেশ্বর।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্রভস্ম, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ছাঁচিকুমড়ার জল, তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ ও গোক্ষুররসের এক একবার ভাবনা দিয়া, একরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধু এবং ৵০ একআনা পরিমিত যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ইহা সেবন-কালে ছাগদুগ্ধ, চিনি ও ইক্ষুরস পথ্য দিবে।

বরুণাদ্য-লৌহ।—বরুণের ছাল ১৬ ষোলতোলা, আমলকী ১৬ ষোল-তোলা, ধাইফুল ৮ আটতোলা, হরীতকী ৪ চারিতোলা, চাকুলে ২ দুইতোলা, লৌহভস্ম ২ দুইতোলা ও অভ্রভস্ম ২ দুইতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৵০ এক আনা পরিমাণে উপযুক্ত অনুপানসহ প্রয়োগ করিবে। ইহা মূত্রদোষনিবারক, অশ্মরী ও প্রমেহ রোগের উপশমকারক, বলবর্দ্ধক এবং পুষ্টিজনক।

কুশাবলেহ।—কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণ ইক্ষু ও খাগড়া, ইহাদের প্রত্যে-কের মূল ১০ দশপল, একত্র পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ৵৮ আটসের, এই ক্বাথের সহিত ৵২ দুইসের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পাক করিবে, এবং লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া, তাহার সহিত যষ্টিমধু, কাঁকুড়-বীজ, কুমড়া-বীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু,—প্রত্যেক দ্রব্যের ২ দুইতোলা পরিমিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। ১ একতোলা মাত্রায়, জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

সুকুমার-কুমারক ঘৃত।—শ্বেতপুনর্নবা ১২॥০ সাড়েবারসের, এবং দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণী, গোরক্ষ-চাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেত-বেড়েলা—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, একত্র ২ দুইদ্রোণ অর্থাৎ ১২৮ একশত আটাইশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৩২ বত্রিশসের অবশিষ্ট রাখিবে। পরে ঐ ক্বাথ ৩২ বত্রিশসের, গুড় ৩০ ত্রিশপল (৩৸০ তিনসের তিন

পোয়া),এরণ্ড-তৈল /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু,আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলতোলা, এবং /॥০ অর্দ্ধসের যমানীর সহিত /৮ আটসের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া, আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ॥০ অর্দ্ধ-তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, কটিস্তম্ভ, কোষ্ঠকাঠিন্য, গুল্ম, বায়ু, রক্তদুষ্টিজনিত পীড়া, এবং লিঙ্গে ও যোনিদেশে বেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহাদ্বারা বলবৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ গোক্ষুর /২ দুইসের, এরণ্ডমূল /২ দুইসের, এবং তৃণপঞ্চমূল—মিলিত /২ দুইসের, পৃথক্ পৃথক্ ১৬ ষোলসের জলে পাক করিয়া, /৪ চারিসের করিয়া অবশেষ রাখিবে। পরে শতমূলীর রস /৪ চারিসের, কুষ্মাণ্ডরস /৪ চারিসের ও ইক্ষুরস /৪ চারিসের; যথানিয়মে এক একবার পাক করিবে। পাক শেষ হইলে, উষ্ণ-অবস্থায় ছাঁকিয়া, তাহার সহিত /২ দুইসের গুড় মিশ্রিত করিবে। উষ্ণদুগ্ধসহ ১ একতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি নিবারিত হয়।

চিত্রকাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ৬৪ চৌষট্টিসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কল্কার্থ—চিতার মূল, অনন্তমূল, বেড়েলা, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রাখালশসা, পিপুল, চিত্রফলা (গোরক্ষচাকুলেবিশেষ), যষ্টিমধু ও আমলকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে পাক করিবে। শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার সহিত /২ দুইসের চিনি ও /২ দুইসের বংশলোচন মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার মূত্রদোষ ও রজোদোষ নিবারিত হইয়া, শুক্র ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়।

ধান্য-গোক্ষুরক ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ ধ'নে ও গোক্ষুর —মিলিত /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ— ধ'নে ও গোক্ষুর মিলিত /১ একসের পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে। মূত্রাঘাত মূত্রদোষ পীড়ায় ইহা উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

বিদারী-ঘৃত।—ক্বাথার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসক, যুঁইফুল, টাবানেবু, গন্ধ-তৃণ, পাথরকুচী, লতাকস্তুরী, আকন্দ, অপামার্গ, চিতামূল, শ্বেতপুনর্নবা,বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কেশুর, মৃণাল, পানিফল, ভুঁইআমলা, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এবং শর, ইক্ষু, দর্ভ, কুশ ও কাশের মূল,—

প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল পরিমাণে লইয়া, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট রাখিবে। এই ক্বাথ এবং শতমূলীর রস ।৪ চারিসের, আমলকীর রস ।৪ চারিসের, দুগ্ধ ।৮ আটসের, কল্কার্থ চিনি ৬ ছয়পল, এবং যষ্টিমধু পিপুল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী-ফল, ফল্‌সাফল, এলাইচ, দুরালভা, রেণুকা, কুঙ্কুম, নাগেশ্বর ও জীবনীয় অষ্টবর্গ প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এইসকল দ্রব্যের সহিত ।৪ চারিসের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, শুক্রদোষ, রজোদোষ, যোনিদোষ, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, উন্মাদ, অপস্মার, স্বরভঙ্গ ও শিরোরোগ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা বল, বর্ণ, শুক্র, রতিশক্তি ও স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধিকারক।

ভদ্রাবহ ঘৃত।—আকনাদি, পারুলছাল, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাশমূল, কুশমূল, ইক্ষুমূল, গোক্ষুর, পাথরকুচা, বরাহীকন্দ, শালি-ধান্যের মূল, শরমূল, ভেলার মুটী ও শিরীষমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে ।৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ শৈলজ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাকোলী, শশার বীজ, কুষ্মাণ্ড ও কাঁকুড়-বীজ, এইসমস্ত দ্রব্য মিলিত ।১ একসের, ঘৃত ।৪ চারিসের; যথাবিধানে পাক কবিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, উষ্ণবাত নিবারিত হইয়া থাকে।

শিলোদ্ভিদাদি-তৈল।—তিলতৈল ।৪ চারিসের, পুনর্নবা ও শত-মূলীর রস ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—পাথরকুচা, এরণ্ডমূল ও শালপাণী,—মিলিত ।১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া, ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা উষ্ণ-দুগ্ধের সহিত পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়া প্রশমিত হয়।

উশীরাদ্য-তৈল।—তিলতৈল ।৪ চারিসের, ক্বাথার্থ পত্র, ফল ও মূল-সহ গোক্ষুর ১২৷৷০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোল-সের; বেণামূল ১২৷৷০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; তক্র (ঘোল) ।৪ চারিসের, কল্কার্থ—বেণামূল, তগরপাদুকা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, কণ্টকারী, পদ্মকাষ্ঠ, নীলশুঁদী, অনন্তমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, দশমূল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, গুলঞ্চ, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, গুলফা, শ্বেতবেড়েলা ও মৌরী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, যথাবিধানে পাক করিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা বাত-পিত্তনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অশ্মরী।

শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ।- শুঁঠ, গণিয়ারী, পাথরকুচা, সজিনাছাল, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরীতকী, সোন্দালফল, ইহাদের ক্বাথে হিং, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা পাচক, অগ্নিদীপক, এবং কটি, উরু, গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গগত বায়ুর উপশমকারক।

বৃহৎ বরুণাদি।—বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলত্থ-কলাই ও তৃণপঞ্চমূল ইহাদের ক্বাথে।০ চারি আনা চিনি এবং।০ চারি আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, লিঙ্গশূল ও বস্তিশূল নিবারিত হয়।

এলাদি।—এলাইচ, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচা, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথে তিন কিংবা চারি মাষা শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শর্করা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

ঊষকাদিগণ।—ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, হিং, হীরাকসদ্বয় (ধাতু-কাসীস ও পুষ্প-কাসীস), গুগ্‌গুলু, শিলাজতু ও তুঁতে, এইসকল দ্রব্যকে ঊষকাদিগণ কহে। ইহা কফনাশক, মেদোবিশোধক, এবং অশ্মরী, শর্করা, মূত্রশূল ও কফগুল্মনাশক।

পাষাণবজ্র রস।—শ্বেতপুনর্নবার রসের সহিত ১ একভাগ পারদ ও ২ দুইভাগ গন্ধক একদিন মর্দ্দন করিয়া, ভূধরযন্ত্রে তাহা পাক করিবে। পাক-শেষে বাহির করিয়া, গুড়ের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ দুইরতি পরিমাণে তাহার বটিকা করিবে। ইহা রাখালশশার মূলের ক্বাথ অথবা কুলত্থকলাইয়ের ক্বাথ অনুপান-সহ, অশ্মরী ও বস্তিশূল রোগে প্রয়োগ করিবে।

ত্রিবিক্রম রস।—শোধিত তাম্র ও ছাগদুগ্ধ একত্র সমভাগে পাক করিবে; এবং দুগ্ধ নিঃশেষ হইলে, তাহার সহিত তাম্রের সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া মিশ্রিত করিবে, পরে নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত তাহা একদিন মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে, এবং একপ্রহরকাল বালুকাযন্ত্রে

পাক করিবে। ২ দুই রতি মাত্রায় ইহা টাবানেবুর মূলের রস ও জল অনুপান-সহ সেবন করিলে, অশ্মরী ও শর্করা রোগ নিবারিত হয়।

পাষাণ-ভিন্ন।—পারদ ১ এক পল ও শিলাজতু ১ এক পল, একত্র যথাক্রমে শ্বেতপুনর্নবা, বাসক ও শ্বেত-অপরাজিতার রসের সহিত এক একদিন মর্দ্দন করিবে, এবং শুষ্ক হইলে, একটি ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। তৎপরে একটি হাঁড়ীতে জল দিয়া, সেই হাঁড়ীর মধ্যে ভাণ্ডটী ঝুলাইয়া অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে, অর্থাৎ দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। পাকশেষে বাহির করিয়া, ২ দুই রতি পরিমাণে সেই ঔষধ সেবন করাইবে, এবং ভূঁই-আমলার ফল ও রাখাল-শশার মূল—দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া—তাহা, অথবা কুলত্থকলাইয়ের ক্বাথ, তৎপরে অনুপান করিবে।

পাষাণাদ্য-ঘৃত।—পাথরকুচা, আকন্দ, রক্ত-আপাঙ্গ, অগ্নোট, শতমূলী গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কপোতবক্ত্র, (শিরীষের ন্যায় ক্ষুদ্রপত্র-বিশিষ্ট বৃক্ষ-বিশেষ), নীলঝাঁটী, কাঞ্চন, বেণার মূল, গুলঞ্চ, পরগাছা, শ্যোণাক, বরুণ, সেগুণ-ফল, যব, কুলত্থকলায়, কুল ও নির্ম্মলীফল, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ ও ঊষকাদিগণের কল্কের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বাতজ-অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়।

কুশাদ্য ঘৃত।—কুশ, কাশ, শর, গুলঞ্চ, ইকড়, ইক্ষুমূল, পাথরকুচা, উলুমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বারাহীকন্দ, শালিধান্যের মূল, গোক্ষুর, শোণা, পারুল, আকনাদি, শালিঞ্চ, পীতঝাঁটী, রক্ত-পুনর্নবা, শ্বেত-পুনর্নবা ও শিরীষ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ, এবং শিলাজতু, যষ্টিমধু, পদ্মবীজ, শশাবীজ ও কাঁকুড়বীজ, ইহাদের কল্কের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া, সেবন করিলে, পিত্তজনিত অশ্মরী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুলত্থাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ৴৪ চারিসের, ক্বাথার্থ বরুণমূলের ছাল ৴৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ কুলত্থ কলাই, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, শিউলিছোপ, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডবীজ ও গোক্ষুর প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে। ১ একতোলা মাত্রায় এই ঘৃত দুগ্ধসহ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত পীড়া প্রশমিত হয়।

বরুণঘৃত।—ঘৃত ৴৪ চারিসের, ক্বাথার্থ কুট্টিত বরুণছাল ১২৷৷০ সাড়ে-বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ বরুণমূলের ছাল, কদলীমূল, বেলছাল, তৃণপঞ্চমূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, কাঁকুড়বীজ, বাঁশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশের ক্ষার ও যুঁইমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে, অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়া নিবারিত হয়। ঘৃত জীর্ণ হওয়ার পরে গুড়মিশ্রিত দধির মাত পান করিয়া, তৎপরে আহারাদি করিবে।

বরুণাদ্য-তৈল।—বরুণের ছাল, পত্র, পুষ্প ও মূলের ক্বাথ, এবং গোক্ষুরের ক্বাথ, এই দুইটী ক্বাথের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, বস্তিদেশে ও ক্ষতস্থানে মর্দ্দন করিলে অথবা পিচকারী দ্বারা লিঙ্গনালে প্রয়োগ করিলে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম হয়।

বীরতরাদ্য-তৈল।—ব্রধ্ন অর্থাৎ কুঁচ্‌কী রোগের চিকিৎসায় যে সৈন্ধবাদি-তৈলের প্রস্তুত-প্রণালী লিখিত হইয়াছে, সেই তৈল পুনর্ব্বার নিম্নলিখিত ক্বাথাদির সহিত পাক করিবে; অর্থাৎ—তাহা দ্বিগুণ দুগ্ধ ও চতুর্গুণ বা দ্বিগুণ বীরতরাদির ক্বাথ এবং পূর্ব্বোক্ত কল্ক অর্থাৎ সৈন্ধবাদি-তৈল পাক করিতে যে-সকল কল্ক দেওয়া হইয়াছিল, সেই সমস্ত কল্কসহ আবার পাক করিতে হইবে। অশ্মরী বিনাশের জন্য ইহা অতি উৎকৃষ্ট তৈল। ইহা মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগেও ব্যবস্থেয়।

প্রমেহ।

এলাদি-চূর্ণ।—বড়-এলাইচ, শিলাজতু, পিপুল ও পাথরকুচা, ইহাদের সমপরিমিত চূর্ণ ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় আতপচাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, প্রমেহের আশু উপশম হইয়া থাকে।

ত্রিফলা-চূর্ণ।—একটী হরীতকী, দুইটী বহেড়া ও চারিটী আমলকী, ইহাদের বীজ ফেলিয়া একত্র চূর্ণ করিয়া লইলে, ত্রিফলা-চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহা ঘৃত ও মধুসংযোগে সেবন করিলে, প্রমেহ ও নেত্ররোগের শান্তি হয়।

কর্কটী-বীজাদি-চূর্ণ।—কাঁকুড়ের বীজ, সৈন্ধব-লবণ ও ত্রিফলা, এই-সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, মেহরোগের মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

ন্যগ্রোধাদি-চূর্ণ।—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শোণা, সোন্দাল, অসন (পীতশাল), আমের আঁটী, জামের আঁটী, কয়েৎবেল, পিয়াল, অর্জ্জুন, ধাওয়া, মৌলসার, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণছাল, পালিধা-মান্দার, পটোলপত্র, মেষশৃঙ্গী, দন্তী, চিতা, অড়হর, করঞ্জফল, ত্রিফলা, কুড়চী ও ভেলারমুটী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ। ইহা মধুর সহিত লেহন করিয়া, ত্রিফলার কাথ বা ত্রিফলা-ভিজান জল অনুপান করিলে, বিংশতিপ্রকার মেহ ও সকলপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়, এবং শরীরে পিড়কা জন্মে না।

চন্দনাদি-চূর্ণ।—শ্বেতচন্দন, শিমূলফুল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মূতা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলকী, সোণামুখী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বংশলোচন, বামুনহাটী, দেবদারু ও হরীতকী,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং এই সকলের দ্বিগুণ লৌহ, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা ১ একমাষা পরিমাণে সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহরোগ, এবং শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর ও কামলা প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের শান্তি হয়।

মাক্ষিকাদি-চূর্ণ।—স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, খর্পরভস্ম, গিরিমাটী, শিলাজতু, অভ্র, লৌহ, শিমূলফুল, শিমূলছাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ, এই-সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। ইহা ১ একমাষা পরিমাণে সেবন করিলে, শুক্রমেহের নিবৃত্তি হয়।

মেহকুলান্তক-রস।—বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরাতা, পিপুলমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুতা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িম-বীজ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং শিলাজতু ৮ আটতোলা, একত্র বন-কাঁকুড়ের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধ, আমলকীর রস ও কুলথ-কলাইয়ের কাথ প্রভৃতি অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও অরুচি প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

মেহান্তক-রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ ও অভ্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনভাগ, স্বর্ণ ½ অর্দ্ধভাগ, এবং এই সমুদায়ের সমান তালমূলী-চূর্ণ, একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, বাতজ ও পিত্তজ মেহ এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা কান্তি, পুষ্টি এবং রতিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পঞ্চানন-রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক তোলা ও বঙ্গ ৮ আট তোলা একত্র করিয়া, মধুর সহিত একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক একরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিয়া শীতল-জল অনুপান করিলে, প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও উগ্র মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

সোমেশ্বর-রস।—শালমূলের ছাল, অর্জ্জুনমূলের ছাল, লোধ-কাষ্ঠ, কদম্বমূলের ছাল, অগুরু, রক্তচন্দন, গণিয়ারীমূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িমবীজ, গোক্ষুরবীজ, জামের মূলের ছাল ও বেণার মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; পারদ, গন্ধক, ধ'নে. মুতা, এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগার খই ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ।।০ অর্দ্ধতোলা, এবং গুগ্‌গুলু ৪ চারিতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১৬ ষোলরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, নারিকেল-জল, শীতবীর্য্য পাক-তৈল, এবং যবের যূষ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে, বাতজ মেহ, নানাবিধ উপদ্রবযুক্ত বহুদিনের মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, কামলা, হলীমক, ভগন্দর, উপদংশ, বিবিধ প্রমেহ-পিড়কা ও সোমরোগ প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়।

যোগীশ্বর-রস।— রসসিন্দুর, অভ্র ও বঙ্গভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমান-ভাগ এবং মহানিম্বের বীজ-চূর্ণ ৩ তিনভাগ, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ এক মাষা পরিমাণে মধুসহ সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনের পরে হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু—মিলিত ৩ তিনতোলা পরিমাণে লেহন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে, অসাধ্য মেহরোগও বিনষ্ট হয়।

সোমনাথ-রস।—পানিধার রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ দুই-তোলা এবং ইন্দুরকাণী-পাতার রসে শোধিত গন্ধক ২ দুইতোলার কজ্জলী করিয়া, তাহার সহিত ৮ আটতোলা লৌহ মিশ্রিত করিবে, এবং ঘৃতকুমারীর

রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সহিত অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ঘৃতকুমারী ও থুলকুড়ির রসের ভাবনা দিবে। ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিয়া, উপযুক্ত অনুপানসহ প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি যাবতীয় মূত্রবিকারে ইহা প্রয়োগ করিবে।

বসন্তকুসুমাকর-রস।—স্বর্ণভস্ম ২ দুইভাগ, রৌপ্যভস্ম ২ দুইভাগ; বঙ্গ, সীসা ও লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনভাগ; এবং অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিভাগ,—এইসকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া, যথাক্রমে তাহাতে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছালের রস, লাক্ষার ক্বাথ, বালার ক্বাথ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতীফুলের রস, কুঙ্কুমের জল ও মৃগনাভি, এই সমস্ত দ্রব্যের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ঘৃত, চিনি ও মধু। ইহা পুরাতন প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্ষয়, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা বলি-পলিতাদি নষ্ট হয়, শরীর পুষ্ট হয়, দৌর্ব্বল্য অপগত হয়, এবং চিনি ও চন্দনের সহিত সেবনে অম্লপিত্তাদি রোগেরও শান্তি হয়।

সর্ব্বেশ্বর রস।—স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ ভস্ম, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্য একত্র একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া কজ্জলীবৎ করিবে। তৎপরে কেশুরিয়ার রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও সিদ্ধির রসের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহৎ কামচূড়ামণি রস।—মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কর্পূর, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ ও বঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ; এবং রৌপ্য, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া, একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে তাহাতে ৭ সাতবার শতমূলীর রসের ভাবনা দিয়া, ১ এক রতি-প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, হীনবীর্য্য ব্যক্তির বীর্য্যবৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি হয়; বিশেষতঃ ইহা সপ্তাহকাল সেবন করিলেই, ধ্বজভঙ্গ, প্রমেহ, মূত্ররোগ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ ও স্ত্রীলোকদিগের রজোদোষ নিবারিত হয়। অনুপান—শীতল জল।

চন্দ্রকান্তি রস।—শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্রভস্ম, রৌপ্য, হরিতাল, কাংস্য, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগ, এবং এই সমুদায় দ্রব্যের সমান বঙ্গ একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে আমছালের ক্বাথ, আমলকীর রস, কুলথকলায়ের ক্বাথ, লজ্জাবতীর রস, বটের ঝুরির রস ও শিমূলমূলের রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ ও জয়িত্রী এইসকল দ্রব্য সমভাগে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহের সমষ্টির সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিবে। ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিয়া, ইহা আমলকীর রসের সহিত সেবন করাইলে, সর্ব্বপ্রকার মেহ, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, উৎকট মূত্রাতিসার, পঞ্চপ্রকার কাস, রাজযক্ষ্মা, ভগন্দর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়, এবং শরীরের পুষ্টি ও বীর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

আনন্দভৈরব রস।—বঙ্গভস্ম, স্বর্ণভস্ম ও রসসিন্দুর এই সমুদায় সমভাগে গ্রহণ করিয়া, একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। ২ দুইরতি-প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া, ইহা গুঞ্জামূলের রস ও মধু অনুপানসহ সেবন করিলে, বহুকাল-জাত পুরাতন প্রমেহরোগও বিনষ্ট হইয়া যায়।

কামধেনু রস।—রসসিন্দুর, অভ্র, সীসা, কর্পূর, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর ও রৌপ্য—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া, পদ্মপত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে, এবং ১ একরতি-পরিমিত বটিকা করিয়া, কেশুরের রসের সহিত সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা জীর্ণজ্বর, যক্ষ্মা, সকলপ্রকার প্রমেহ, বিশেষতঃ শুক্রমেহরোগের উপশম হয়।

মেঘনাদ রস।—রসসিন্দুর, কান্তলৌহ, অভ্রভস্ম, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধলা-আঁকড়া, জীরা, কার্পাসবীজ ও হরিদ্রাচূর্ণ, এই-সমুদায় দ্রব্যে চিতার রসের ২০ কুড়িবার ভাবনা দিয়া, একমাষা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

মেহমুদ্গর বটিকা।—রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর-বীজ, দাড়িম, চিরাতা, পিপুলমূল, গোক্ষুর, ত্রিফলা ও তেউড়ীমূল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহভস্ম, এবং ৮ আটতোলা শোধিত গুগ্‌গুলু, একত্র ঘৃতসহ মর্দ্দন করিয়া ৵০ দুইআনা পরিমাণে বটিকা করিবে।

ইহার সহিত কিঞ্চিৎ বড় এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্রের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, ইহাকে সুগন্ধি করিতে পারা যায়। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা জল। ইহা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, অর্শঃ, ব্রণ, কুষ্ঠ, ভগন্দর, পাণ্ডু কামলা ও হলীমক প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক।

ইন্দ্রবটী।—রসসিন্দুর, বঙ্গভস্ম ও অর্জ্জুনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; একত্র শিমূলমূলের রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, একমাষা-প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু ও শিমূলমূলচূর্ণ অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, প্রমেহ ও মধুমেহ নিবারিত হয়।

শুক্রমাতৃকা বটী।—গোক্ষুরবীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রসাঞ্জন, ধ'নে, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগার খই ও দাড়িমের বীজ, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, গুগ্‌গুলু ২ দুইতোলা এবং পারদ, গন্ধক, অভ্র ও লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে লইয়া, দাড়িমের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ঘৃতভাণ্ডে স্থাপন করিবে। ইহা তিন রতি কিংবা চারি রতি পরিমাণে সেব্য। অনুপান—দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ অথবা জল। এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

বেদবিদ্যাবটী।—পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ ও সীসক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মীরসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিবে; পরে বালুকা-যন্ত্রে ঔষধ পাক করিয়া লইবে। তৎপরে অভ্রভস্ম, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডুর, বৈক্রান্ত ও হীরাকস—প্রত্যেক দ্রব্য পারদের সমান ভাগ, এবং মুতা, রক্তচন্দন, পুন্নাগ, নারিকেল-মূল, কয়েৎবেল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই দ্রব্য-গুলির প্রত্যেকটী সর্ব্বসমষ্টির সমান অংশে লইয়া, জামীরের রসের সহিত দুই প্রহরকাল মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধু, আমলকীর রস, অথবা মধুমিশ্রিত গুলঞ্চের রস, অনুপানসহ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রপ্রভা বটী।—সোমরাজী, বচ, মুতা, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিপুল-মূল, চিতামূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ ও বংশলোচন,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; ধ'নে, ত্রিফলা,

চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচীক্ষার, এবং সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য চারিমাষা, লৌহ ৪ চারিতোলা, চিনি ৮ আটতোলা, শিলাজতু ১৬ ষোলতোলা,এবং গুগ্‌গুলু ১৬ ষোলতোলা পরিমাণে একত্র মর্দ্দন করিয়া, যথাবিধি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও পাণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। ইহা বলকারক, বৃষ্য ও রসায়ন।

শিলাজত্বাদি বটি।—শিলাজতু, অভ্র, স্বর্ণ, লৌহভস্ম, গুগ্‌গুলু ও সোহাগা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, কেশুরিয়ার রসের সহিত দুই দিবস মর্দ্দন পূর্ব্বক, ২ দুইরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা শেওলার রস অনুপানসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শুক্রমেহ উপশমিত হয়।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সকলের সমান লৌহ; একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। ৩ তিনরতি মাত্রায় এই ঔষধ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, দারুণ প্রমেহ ও মূত্রবিকারসমূহ বিনষ্ট হয়।

শারিবাদি লৌহ।—অনন্তমূল, নীলমূল, রাস্না, গুলঞ্চ, বড়-এলাইচ, চিতামূল, মাণ, ওল, চোরপুষ্পী, তেউড়ীমূল, ভেলার মুটী ও হরীতকী, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগ, এবং সকলের সমান লৌহ; একত্র মর্দ্দন করিয়া, ৬ ছয়রতি মাত্রায় সেবন করিলে, দশপ্রকার প্রমেহ-পিড়কা নিবারিত হয়, এবং বাতরক্ত, ছয়প্রকার অর্শঃ ও চর্ম্মরোগসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বঙ্গেশ্বর।—রসসিন্দুর ও বঙ্গ সমভাগে জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধু প্রভৃতি উপযুক্ত অনুপানসহ সর্ব্ববিধ প্রমেহরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর।—বঙ্গভস্ম, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর ও অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং স্বর্ণ ও মুক্তা, প্রত্যেক দ্রব্য ।।০ অর্দ্ধতোলা; এইসমস্ত দ্রব্যে কেশুরের রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে ইহার বটিকা করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, সোমরোগ, রক্তপিত্ত, ধাতুগত জ্বর, পাণ্ডু, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিবারিত হয়।

স্বর্ণবঙ্গ।—পারদ, নিশাদল ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইবে। প্রথমতঃ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া, তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে, এবং উভয়ে মিশ্রিত হইলে, তাহাতে নিশাদল ও গন্ধকচূর্ণ দিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে একটী কাচের শিশিতে তাহা পূরিয়া, শিশির উপরে বস্ত্র ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, মকরধ্বজ-পাকের ন্যায় বালুকাযন্ত্রে তাহা পাক করিবে। ইহাতে স্বর্ণকণার ন্যায় উজ্জ্বল পদার্থ প্রস্তুত হইলেই, স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। উপযুক্ত অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, প্রমেহ ও শুক্রতারল্য প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হইয়া, বল-বর্ণাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বঙ্গাষ্টক।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, খর্পর, অভ্র ও তাম্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং এই সমুদায় দ্রব্যের সমান বঙ্গ, একত্র মর্দ্দন করিয়া, গজপুটে পাক করিবে। ঔষধ শীতল হইলে তুলিয়া লইয়া, ২ দুইরতি মাত্রায় সেবন করিবে। অনুপান—মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস। এই ঔষধ সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার মেহ, আমদোষ, বিসূচিকা, বিষমজ্বর, গুল্ম, অর্শঃ, মূত্রাতিসার ও সোমরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়, এবং অতি সত্বর বীর্য্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চন্দ্রকলা।—রসসিন্দুর, অভ্র, বঙ্গ, এবং পারদভস্ম, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে গুলঞ্চ ও শিমূলছালের ক্বাথের ভাবনা দিবে। পরে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সকলপ্রকার মেহরোগেই প্রয়োগ করা যায়।

প্রমেহ-সেতু।—রসসিন্দুর ও অভ্রভস্ম সমভাগে লইয়া, বটের আঠার সহিত ২ দুইপ্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া, মূষাযন্ত্রে পুটপাক করিবে। তৎপরে ৩ তিন-রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, ইহা ত্রিফলার ক্বাথ এবং মধু অনুপানসহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার মেহরোগ প্রশমিত হয়।

মেহবজ্র।—রসসিন্দুর, কান্তলৌহ-ভস্ম, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃ-শিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেল, জীরা, কয়েতবেল ও হরিদ্রাচূর্ণ, এইসকল দ্রব্যে ভীমরাজের রসের ৩০ ত্রিশবার ভাবনা দিবে; পরে ৪ চারিমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, মধুর সহিত মাড়িয়া চাটিয়া খাইতে দিবে। ইহাদ্বারা সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ নিবারিত হয়। ইহা সেবনের পরে ৩ তিনতোলা মহানিম্বের

বীজ চূর্ণ করিয়া, ৮ আটতোলা চালুনী জল ও ১ একতোলা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অনুপান করিলে, বহুদিনের পুরাতন মেহরোগও বিনষ্ট হয়।

মেহকেশরী।—বঙ্গভস্ম, স্বর্ণভস্ম, কান্তলৌহ, রসসিন্দুর, মুক্তা, দারুচিনি, ছোট-এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে ঘৃতকুমারীর রসের ভাবনা দিবে, এবং তাহার ২ দুইমাষা-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া, ৩ তিনদিন মাত্র ইহা সেবন করিলেই, শুক্রমেহ ও মধুমেহ আশু বিনষ্ট হয়। পথ্য—দুগ্ধ ও অন্ন।

দাড়িমাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ।৪ চারিসের, কল্কার্থ—দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, জীরা, ত্রিফলা, শুঁঠ, পিপুল, গোক্ষুর-বীজ, যমানী, ধ'নে, অম্লবেতস, পিপুলমূল, কুলশুঁঠ, ও সৈন্ধব লবণ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের; একত্র যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র, আনাহ, শূল, কামলা ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

বৃহৎ দাড়িমাদ্য ঘৃত।—পক্ক দাড়িমবীজ ।৮ আটসের, জল ৩২ বত্রিশ সের—শেষ ।৮ আটসের, ঘৃত ।৪ চারিসের; কল্কার্থ দাড়িমবীজ, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখেজুর, মুঞ্জাতক (অভাবে তালমাতি), নীলোৎপল, গজপিপুল, বনযমানী, মহানিম্ব, কাঁকলা, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, গাম্ভারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশশার মূল, মূর্ব্বা, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধ'নে, কুলত্থকলাই, মহামেদা নিমের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ডানকুনী, ত্রিফলা, বাসকছাল, ছাতিমছাল ও নিসিন্দার মূল, এইসমস্ত দ্রব্য মিলিত ।১ একসের, পাকার্থ ১৬ ষোলসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া, সেই ঘৃত সেবন করিলে, বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজনিত প্রমেহ, হৃৎশূল, ত্রয়োদশপ্রকার মূত্রাঘাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস, সকলপ্রকার যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, অরোচক ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় এবং প্রমেহজনিত সর্ব্ববিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

মহাদাড়িমাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ।৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—দাড়িমের বীজ ।২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের,—শেষ ।৪ চারিসের; যব-তণ্ডুল ।২ দুইসের,

জল ১৬ ষোলসের—শেষ /৪ চারিসের; কুলত্থকলায় /২ দুইসের, জল ১৬ ষোল সের,—শেষ /৪ চারিসের; শতমূলীর রস /৪ চারিসের, গব্যদুগ্ধ /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, পিণ্ডখেজুর, রেণুকা, ত্রিফলা, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁক্‌লা, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোরক্ষচাকুলে, শিলাজতু, দারুচিনি, বেণামূল এবং কৃষ্ণাভ্রভস্ম—প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তিনতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বলবীর্য্যকারক।

শাল্মলী-ঘৃত।—গব্যঘৃত /৪ চারিসের, শিমূলের রস /৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের, কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, রাস্না, তালমূলী, শুঁঠ, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোল সের, একত্র মাটীর পাত্রে, মৃদু-অগ্নিজ্বালে, যথানিয়মে পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার মেহ, বিশেষতঃ শুক্রমেহ, এবং ক্লৈব্য, ধাতুক্ষয়, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

প্রমেহমিহির তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—লাক্ষা /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; শতমূলীর রস /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, দধির মাত ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—শুল্‌ফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুকা, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, দারুচিনি, এলাইচ, বামুনহাটী, চই, ধ'নে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, লোধ, মৌরী, বচ, জীরা, বেণামূল, জায়ফল, বাসকছাল ও তগরপাদুকা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে। প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, বিষমজ্বর ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় এই তৈল মর্দ্দনার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা বায়ু-পিত্ত-কফ ত্রিদোষেরই শান্তি হইয়া থাকে।

দেবদার্ব্বরিষ্ট।—দেবদারু /৬।০ ছয়সের একপোয়া, বাসকের ছাল /২॥০ আড়াইসের; মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দন্তীমূল, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মুতা, শিরীষ-ছাল, খদিরকাষ্ঠ ও অর্জ্জুনছাল,—প্রত্যেক /১।০ একসের এক পোয়া; যমানী, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও চিতামূল,—

প্রত্যেক /১ একসের, এবং পাকার্থ জল ৫:২ পাঁচশতব'রসের—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের; একত্র পাক করিবে পাকশেষে শীতল হইলে, মধু ৩৭৷৷০ সাড়ে সাঁইত্রিশসের, ধাইফুল /২ দুইসের, ত্রিকটু /।০ একপোয়া, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ,—প্রত্যেক /৷৷০ অর্দ্ধসের, প্রিয়ঙ্গু /৷৷০ অর্দ্ধসের, এবং নাগেশ্বর /।০ একপোয়া,—এই সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঐ ক্কাথে নিক্ষেপ করিবে, এবং ঘৃতপাত্রে একমাস রাখিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে, দুঃসাধ্য প্রমেহ, বাত, গ্রহণী, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত এই অরিষ্ট দদ্রু ও কুষ্ঠরোগনাশক।

চন্দনাসব।—শ্বেতচন্দন, বালা, মুতা, গাম্ভারীফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আক্‌নাদী, চিরাতা, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শঠী, ক্ষেৎপাপড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল ও মোচরস,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, দ্রাক্ষা ২০ কুড়িপল, চিনি ১২৷৷০ সাড়েবারসের ও গুড় /৬।০ ছয়সের একপোয়া, একত্র ১২৮ একশত আটাশসের জলে মিশ্রিত করিয়া, আবৃতভাণ্ডে একমাসকাল রাখিয়া দিবে। পরে উহার কল্কভাগ পরিত্যাগ করিয়া দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। এই আসব শুক্রমেহ-নিবারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, এবং হৃদ্য ও অগ্নির দীপ্তিকর।

সোমরোগ।

ত্রিফলাদি-যোগ।—ত্রিফলা, বাঁশপাতা, মুতা ও আকনাদি, ইহাদের ক্কাথ ঘৃতের সহিত পান করিলে, বহুমূত্র-রোগের শান্তি হয়।

তারকেশ্বর রস।—রসসিন্দুর, লৌহ, বঙ্গ ও অভ্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধু এবং /০ এক আনা যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণের সহিত ইহা সেবন করিলে, বহুমূত্র রোগ নিবারিত হয়।

হেমনাথ রস।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে অহিফেনের ক্বাথ, মোচার রস ও যজ্ঞডুমুরের রসের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ৩ তিনরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অনুপানসহ বহুমূত্ররোগে ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা প্রমেহ, ধাতুক্ষয় এবং শ্বাস ও কাসরোগেরও উপশম হয়।

গগনাদি লৌহ।—অভ্রভস্ম, ত্রিফলা, লৌহ, কুড়্চী, ত্রিকটু, পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খই, সাচীক্ষার, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, বঙ্গ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, এই সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে; পরে সেই চূর্ণের অর্দ্ধাংশ চিতামূল-চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ৵০ দুইআনা পরিমাণে এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করিলে, মূত্রাতিসার ও সোমরোগ প্রভৃতি শীঘ্র নিবারিত হয়।

বৃহৎ ধাত্রীঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, আমলকীর রস ⁄৪ চারিসের—অভাবে ১৬ ষোলসের জলে ⁄২ দুইসের শুষ্ক আমলকী সিদ্ধ করিয়া ⁄৪ চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ⁄৪ চারিসের, শতমূলীর রস ⁄৪ চারিসের, দুগ্ধ ⁄৪ চারিসের, তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ ⁄৪ চারিসের, কল্কার্থ—বড় এলাইচ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েতবেল, বালা, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল ও সুঁদীফুলের মূল, সমুদায়ে ⁄১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, কল্কদ্রব্য ছাঁকার পরে, যষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার ও বিদ্ধড়কমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল এবং চিনি ৮ আটপল তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ৮ আটপল মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিলে, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত এবং তৃষ্ণা ও দাহ প্রভৃতি বাতপিত্তজনিত বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা শুক্রজনক এবং বল-বর্ণ-বর্দ্ধক।

কদল্যাদি ঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—কদলীপুষ্প (মোচা) ১২॥০ সাড়েবারসের, পাকার্থ কদলীমূলের রস ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, বড় এলাইচ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েতবেলের শস্য, পদ্মমূল (শালুক), কেশুরের

মূল, নীলোৎপলমূল, পানিফলের মূল এবং ন্যগ্রোধাদি-গণোক্ত সমুদায় দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বহুমূত্রাদি যাবতীয় মূত্রদোষ এবং প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদি রোগের উপশম হইয়া থাকে।

শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ।

নারসিংহ-চূর্ণ।—শতমূলীচূর্ণ /২ দুইসের, গোক্ষুরবীজ /২ দুইসের, বারাহীকন্দ (চুব্‌ড়ীআলু) /২॥০ আড়াইসের, গুলঞ্চ /৩/০ তিনসের দুইছটাক, ভেলাচূর্ণ /৪ চারিসের; চিতামূলচূর্ণ /১।০ সওয়া সের, তিলতণ্ডুল /২ দুইসের, ত্রিকটু-চূর্ণ (মিলিত) /১ একসের, চিনি /৮৵০ আটসের তিনপোয়া, মধু /৪।৶০ চারিসের ছয়ছটাক, ঘৃত /২৶০ দুইসের তিনছটাক এবং ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ /২ দুইসের; একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা।০ চারিআনা পরিমাণে একমাস কাল সেবন করিলে, আঠারপ্রকার উদররোগ, ভগন্দর, মূত্রকৃচ্ছ্র, গৃধ্রসী, হলীমক, ক্ষয়, পাঁচপ্রকার কাস, আশীপ্রকার বাতজ ব্যাধি, চল্লিশপ্রকার পিত্তজ ব্যাধি, বিংশতিপ্রকার শ্লেষ্মজ ব্যাধি, সন্নিপাতজ ব্যাধি ও অর্শঃ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা দ্বারা জরা, বলি, পলিত ও খালিত্যাদি রোগের উপশম হইয়া, বল, বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়।

চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।—জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, স্বর্ণ ৶০ দুই আনা, মৃগনাভি ৶০ দুই আনা এবং রসসিন্দূর ৪।০ চারিতোলা চারি আনা; একত্র মাড়িয়া, ৪ চারিরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাখন, মিছরি বা পাণের রস প্রভৃতি অনুপানসহ এই ঔষধ সেবন করিলে, বিবিধ পীড়ার শান্তি হয় এবং বল, বীর্য্য ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।—শোধিত-সূক্ষ্ম-স্বর্ণপত্র ১ একপল ও শোধিত পারদ ৮ আটপল, এই উভয়দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক, তাহার সহিত ১৬ ষোলপল গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে এবং তাহাতে

রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসের ভাবনা দিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে এইসমস্ত দ্রব্য সমতল বোতলের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া বোতলের মুখে একখণ্ড খড়িমাটী চাপা দিয়া, বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে উর্দ্ধমুখে এমনভাবে বসাইবে, যেন বোতলের গলা পর্য্যন্ত বালুকাপূর্ণ থাকে। এই যন্ত্রে ৩ তিনদিন ক্রমাগত অগ্নি জ্বাল দিবে। পাকশেষে শীতল হইলে,বোতলের গলদেশে লালরঙ্গের যেসকল ঔষধ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ একপল, কর্পূর-চূর্ণ ৪ চারিপল, জায়ফল, মরিচ ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিপল এবং মৃগনাভি ৷৷০ অর্দ্ধতোলা,—এইসকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া লইবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি-পরিমাণে পাণের সহিত সেবন করিবে। পথ্য—ঘৃত, ঘনাবর্ত্তিত দুগ্ধ, মাংস ও পিষ্টক প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে, নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া, রতিশক্তির অত্যধিক বৃদ্ধি হয়; সুতরাং ইহা প্রমদাগণের গর্ব্বনিবারক।

নাগবল্যাদি-চূর্ণ।—পাণের মূল, বেড়েলার মূল, মূর্ব্বামূল, জয়িত্রী, জায়ফল, মুরামাংসী, আপাংবীজ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কঙ্কোল, বেণামূল, যষ্টিমধু ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারিআনা মাত্রায়, শয়নের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে, কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে, বীর্য্যস্তম্ভ হয়।

অর্জ্জকাদি বটিকা।—বাবুই তুলসীর মূল, চোরপুষ্পীর মূল, নিসিন্দার মূল, কেশুরের মূল, জায়ফল, লবঙ্গ, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, অনন্তমূল, তালমূলী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ, এইসমুদায় দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, বাবলার আঠার সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণ দুগ্ধ অথবা সুরামণ্ড অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, বীর্য্যস্তম্ভ ও শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সুরসুন্দরী গুড়িকা।—অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, লৌহ, স্বর্ণভস্ম ও রসসিন্দূর—প্রত্যেক দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, হিজলের রসের সহিত মাড়িবে, এবং শুষ্ক হইলে পুটপাকে পাক করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিয়া স্ত্রী-সঙ্গম করিলে, শুক্রস্তম্ভ এবং বলবীর্য্যের বৃদ্ধি হয়। ইহা বয়ঃস্থাপক।

পূর্ণচন্দ্র রস।—পারদ ৪ চারিতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, লৌহ ৮ আটতোলা, অভ্র ৮ আটতোলা, রৌপ্য ২ দুইতোলা, বঙ্গ ৪ চারিতোলা, স্বর্ণ,

তাম্র ও কাংস্য,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও মুতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা-পরিমাণে লইয়া, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে, তৎপরে ত্রিফলার ক্বাথ ও এরণ্ড-মূলের রসের ভাবনা দিবে। তিন দিবসের পরে তাহার চণকপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পাণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, শুক্র, বল, ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়; এবং প্রমেহ, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, অজীর্ণ, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, অরুচি, জীর্ণজ্বর, হৃৎশূল ও বিবিধ বায়ুবিকার প্রশমিত হয়।

অষ্টাবক্র-রস।—পারদ ১ একতোলা, গন্ধক ২ দুইতোলা, স্বর্ণ ১ এক তোলা, রৌপ্য ৷৷০ অর্দ্ধতোলা এবং সীসা, তাম্র, খর্পর ও বঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৷০ চারি আনা পরিমাণে লইয়া, একত্র বটাঙ্কুরের রসের সহিত একপ্রহর এবং ঘৃতকুমারীর রসের সহিত একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া, মকরধ্বজের ন্যায় পাক করিবে। পাকশেষে দাড়িমফুলের ন্যায় ইহার বর্ণ হইয়া থাকে। ২ দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, শুক্র, বল, পুষ্টি, মেধা ও কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং বলি-পলিত প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

শুক্রবল্লভ রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক, —প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ অর্দ্ধতোলা ও সিদ্ধিবীজ-চূর্ণ ৮ আটতোলা; একত্র সিদ্ধির ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধ অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, বীর্য্যস্তম্ভ ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মন্মথাভ্র-রস।—পারদ, গন্ধক ও অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, কর্পূর ও বঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য এক এক তোলা, তাম্র ৷৷০ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ২ দুইতোলা; এবং বিদ্ধড়কবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়ার বীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, আতইচ, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা ও যমানী, প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক, ২ দুইরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গাদি পীড়া নিবারিত হয়। ইহা রতিশক্তিবর্দ্ধক এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

মকরধ্বজ রস।—শোধিত স্বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাত ১ একপল, পারদ ৮ আটপল ও গন্ধক ২৪ চব্বিশপল, রক্তবর্ণ-কার্পাসপুষ্পের রস ও ঘৃতকুমারীর

রসের সহিত একত্র মর্দ্দন করিয়া, মকরধ্বজের পাকের ন্যায় পাক করিবে। সেই মকরধ্বজ ১ একতোলা ; কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ ও জায়ফল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং মৃগনাভি ৬ ছয়মাষা, একত্র মাড়িয়া, ২ দুইরত্তি মাত্রায় পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গাদি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা কামোদ্দীপক, রতিশক্তিবর্দ্ধক এবং মেধা, কান্তি ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক।

কামিনী-বিদ্রাবণ রস।—আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জয়িত্রী ও রক্তচন্দন,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, হিঙ্গুল ও গন্ধক, —প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং অহিফেন ৮ আটতোলা, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ৩ তিন রতিপরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। শয়নের পূর্ব্বে ৵০ অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধের সহিত ইহার একটী বটিকা সেবন করিলে, বীর্য্যস্তম্ভ ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মহেশ্বর রস।—রসসিন্দূর ১ একতোলা, গন্ধক [illegible] একতোলা, লৌহ ৪ চারিতোলা, তাম্র [illegible] অর্দ্ধতোলা, জারিত সুবর্ণ ২ দুইমাষা, অভ্র ৪ চারিতোলা, কর্পূর ২ দুইমাষা এবং বৃদ্ধদারকবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, এলাইচ ও শঙ্খপুষ্পী (ডানকুনী),—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিমাষা পরিমাণে একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, মনুষ্য কন্দর্প-সদৃশ রূপবান্ হইয়া, সহস্র রমণীর পরিতোষসাধনে সমর্থ হয়।

গন্ধামৃত রস।—পারদভস্ম ১ একভাগ ও গন্ধক ২ দুইভাগ (অভাবে হিঙ্গুলোত্থ-রস ১ একভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ দুইভাগ), একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক, মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। ২ দুই-রতি মাত্রায় ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে সমূল-ভৃঙ্গরাজচূর্ণ ১ একভাগ ও চিনি ২ দুইভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহা জরা-নিবারক।

শ্রীকামদেব রস।—রক্ত-কার্পাসের রসের সহিত ১ একপল পারদ ও ২ দুইপল শোধিত গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া, একটী কাচকুপীর ভিতর পূরণ করিবে। পরে সোহাগা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া, বালুকাযন্ত্রে দৃঢ়রূপে স্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত দিন-রাত্রি ইহা অগ্নিতে পাক করিবে ; শীতল হইলে উত্তো-

লন করিয়া, তাহার মধ্য হইতে হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ সঞ্চিত ভস্ম গ্রহণ করিবে। ১ একমাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিয়া, তদনন্তর দুগ্ধ, গুড়, ঘৃত, কাজলী-ইক্ষু, চিনি, দ্রাক্ষা, খেজুর ও মৌলফল ভক্ষণ করিতে হয়। পিত্তাধিক্যে ত্রিফলা ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিতে হয়; এবং বাত-বেদনা থাকিলে, নিসিন্দা-পাতার রস অনুপান ব্যবস্থেয়। ইহাতে সকল রোগ বিনষ্ট হয় এবং রোগী নূতন কলেবর ধারণ করে। একবেলা দুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে, বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা পুত্রবতী হয়।

লক্ষ্মণা লৌহ।—লক্ষ্মণামূল, হস্তি-কর্ণ-পলাশের মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুতা,--ইহাদিগকে ত্রিমদ কহে), ও অশ্বগন্ধার মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং ১২ বারতোলা লৌহ একত্র মর্দ্দন করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, কন্যাপ্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্র জন্মে এবং কৃশ ব্যক্তি বলবান্ হয়। ইহা সর্ব্বরোগনাশক।

মহালক্ষ্মীবিলাস।—অভ্র ৮ আটতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, পারদ ৪ চারিতোলা, বঙ্গ ২ দুইতোলা, রৌপ্য ১ একতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ একতোলা, তাম্র ৷৷০ অর্দ্ধতোলা, কর্পূর ৪ চারিতোলা; জয়িত্রী, জায়ফল, বিদ্ধড়ক-বীজ ও ধুতুরাবীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা এবং স্বর্ণ ১ একতোলা, একত্র পাণের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। পাণের রস অথবা উপযুক্ত অনুপানসহ এই ঔষধ সেবন করিলে, প্রমেহ, শুক্রক্ষয়, লিঙ্গ-শৈথিল্য, কাস, পীনস, যক্ষ্মা, আমবাত, স্ত্রীরোগ, কণ্ঠরোগ, নাসারোগ, সন্নিপাত জ্বর এবং যাবতীয় কফ ও সন্নিপাত দোষজ ব্যাধি নিবারিত হয়।

কামিনী-মদ-ভঞ্জন।—পারদ ১ একপল ও গন্ধক ১ একপল এই উভয় দ্রব্য সুঁদী-পুষ্পের রসের সহিত ৩ তিন দিন মাড়িয়া, শ্রীকামদেবরস-পাকের ন্যায় বালুকাযন্ত্রে ১ একপ্রহর কাল পাক করিবে। তৎপরে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া, তাহাতে কুঙ্কুমের জলের একদিন ভাবনা দিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় চিনির সহিত সেবন করিলে রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

কামধেনু।—শোধিত গন্ধক-চূর্ণ ৫ পাঁচপল ও সুপক্ক-আমলকীচূর্ণ ৫ পাঁচপল একত্র করিয়া, তাহাতে আমলকীর রসের ও শিমুলের রসের যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে, শুষ্ক হইলে, তাহার সহিত ১০ দশপল চিনি

ও মধু মিশ্রিত করিবে। ইহা উপযুক্তমাত্রায় (৪ চারিমাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত) সেবনীয়। সেবনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে অশীতিবর্ষবয়স্ক ব্যক্তিরও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

সিদ্ধ-সূত।—মুক্তা, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও যবক্ষার,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে একত্রিত করিয়া, রক্তোৎপলের রসের সহিত মাড়িয়া, তাহার সহিত ১ একতোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া পুনরায় মাড়িবে; পরে ঐ সমস্ত দ্রব্য একটী বোতলে পূরিয়া, তিনপ্রহর পর্য্যন্ত বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া, তাহা তালমূলীর রস ও চিনির সহিত ৫ পাঁচ-রতি পরিমাণে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য হয়, শুক্র বৃদ্ধি পায় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলও বলবান্ হয়। পথ্য—ঘৃত, দুগ্ধ, শালিতণ্ডুল, পায়রার মাংস ও তিমির মাংস।

কামদীপক।—২ দুইপল শ্বেত-পুনর্নবার মূলচূর্ণে তিনবার শিমূল-মূলের রসের ভাবনা দিয়া, তাহার সহিত মোচরস ২ দুইপল ও গন্ধক ৪ চারি পল মিশ্রিত করিয়া সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ইহা ⁄।০ একপোয়া দুগ্ধের সহিত ৪ চারিমাষামাত্রায় সেব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে, শরীর কামদেব তুল্য কান্তিবিশিষ্ট হয়।

পুষ্পধন্বা।—রসসিন্দুর, সীসা, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া, তাহাতে ধুতুরা, যষ্টিমধু, শিমূল-মূল ও পাণের রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ঘৃত, মধু, চিনি ও দুগ্ধ সহযোগে ইহা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে রতিশক্তি, আয়ুঃ ও বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পূর্ণচন্দ্র।—রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, মধু ও ঘৃত সংযোগে মর্দ্দনপূর্ব্বক ১ এক মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক।

কামাগ্নি-সন্দীপন।—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও মনছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে একত্র করিয়া, যথাক্রমে তাহাতে আদা, ধুতুরাবীজ, শ্বেতজয়ন্তী ও ভৃঙ্গরাজের রসের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, কাচ-কুপীর ভিতরে রাখিবে এবং বালুকাযন্ত্রে ৬ ছয়দিন পাক করিয়া ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত সমান পরিমাণে এলাইচ, জায়ফল, কর্পূর, মৃগনাভি,

মরিচ ও অশ্বগন্ধা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ দুইরতি। ইহা সেবন করিলে, তেজঃ, বল, পুষ্টি ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। ইহা বিবিধ-রোগনাশক ও কামোদ্দীপক।

কামেশ্বর মোদক।—কুড়, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়ার বীজ, শতমূলী, কেশুর, যমানী, তালাঙ্কুর, ধ'নে, যষ্টিমধু, গোরক্ষ-চাকুলে, তিলতণ্ডুল, মৌরী, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটী, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, কটফল, শিমূলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশী-বীজ,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, ইহাদের সর্ব্বসমষ্টির ৪ চারি ভাগের এক ভাগ অভ্র-ভস্ম, দুইভাগের একভাগ সিদ্ধিচূর্ণ, ৮ আটভাগের একভাগ গন্ধক এবং দ্বিগুণ চিনি,—এই সমস্ত দ্রব্য উপযুক্ত পরিমিত ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই মোদক উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, বীর্য্যবৃদ্ধি ও বীর্য্যস্তম্ভ হইয়া থাকে।

কামাগ্নি-সন্দীপন মোদক।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচী-ক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শঠী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও জায়ফল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; বিদ্ধড়কবীজ ও ত্রিকটু—প্রত্যেক ৬ ছয়তোলা; ধ'নে, আকন্দ, যষ্টিমধু, মৌরী ও কেশুর,—প্রত্যেক ৮ আটতোলা; শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিফলা, হস্তিকর্ণ-পলাশের ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী-বীজ ও গোক্ষুরবীজ,—প্রত্যেক ১০ দশতোলা; সর্ব্বসমষ্টির সমান সবীজ-সিদ্ধি-চূর্ণ ও সর্ব্বসমান চিনি, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ২ দুই তোলা কর্পূর তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ।০ চারি আনা হইতে ১ এক-তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়, উষ্ণদুগ্ধসহ ইহা সেবন করিলে, শুক্র ও মৈথুনশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; এবং মেহ, গ্রহণী, কাস, অম্লপিত্ত, শূল, পার্শ্বশূল, অগ্নিমান্দ্য ও পীনস প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মদন-মোদক।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, সৈন্ধব, ধ'নে শঠী, তালীশপত্র, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, মেথী এবং ঈষৎভর্জ্জিত জীরা ও কৃষ্ণজীরা—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; সর্ব্বসমান ঘৃত-ভর্জ্জিত সবীজসিদ্ধিচূর্ণ এবং সর্ব্বসমষ্টির

সমান চিনি, উপযুক্ত ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে; পরে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও কর্পূর মিশাইয়া, সুগন্ধি করিয়া লইবে। এই মোদক।০ চারি আনা হইতে ১ একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধি, এবং কাস, শূল, সংগ্রহ-গ্রহণী ও বাতশ্লেষ্মজ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।—পারদ, গন্ধক ও লৌহ,—প্রত্যেক ১ এক ভাগ, অভ্র ৩ তিনভাগ এবং কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জয়িত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামুনহাটী, নাগেশ্বর, কাঁক্ড়া-শৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতাশূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনি, ধ'নে, গজপিপ্পলী, শঠী, বালা, মুতা, গন্ধভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দ-মূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিদ্ধড়কবীজ ও সিদ্ধিবীজ,—ইহাদের প্রত্যেকের ১ একভাগ চূর্ণ, শতমূলীর রসের সহিত একত্র মর্দ্দন করিয়া, পুনর্ব্বার শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লইবে; পরে ঐ চূর্ণসমষ্টির ¼ এক চতুর্থাংশ শিমূলমূল-চূর্ণ, শিমূলমূলের চূর্ণ সহ সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধাংশ সিদ্ধিচূর্ণ এবং সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি লইয়া, প্রথমতঃ ঐ চিনি উপযুক্ত ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পাক করিবে এবং আসন্নপাকে ঐ সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। পাকশেষে তাহাতে কিঞ্চিৎ দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, ত্রিকটু-চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ।০ চারি আনা হইতে ৷৷০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা দুগ্ধসহ সেব্য। ইহাদ্বারা শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়; এবং সূতিকা, গ্রহণী, বহুমূত্র, প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য ও কাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ নিবারিত হয়।

রতিবল্লভ মোদক।—চিনি /২ দুইসের, শতমূলীর রস /৪ চারিসের, সিদ্ধির ক্বাথ /৪ চারিসের, গব্যদুগ্ধ /৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের, ঘৃত /৷৷০ অর্দ্ধসের, প্রক্ষেপার্থ—সিদ্ধিচূর্ণ ৫ পাঁচ পল এবং আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশীবীজ, গোরক্ষ-চাকুলে, তালের আঁটির অঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, ত্রিকটু, ধ'নে, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পিণ্ডখেজুর, কুলেখাড়ার বীজ, কট্‌কী, যষ্টি-

মধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপ্পলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, ২ দুইপল মধু এবং কিঞ্চিৎ মৃগনাভি ও কর্পূর তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। পূর্ব্ববৎ মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, পূর্ব্বোক্ত উপকার লাভ করা যায়।

ত্রিকণ্টকাদ্য মোদক।—গোক্ষুর-বীজ, কুলেখাড়ার বীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, আলকুশীবীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষ-চাকুলে ও বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া, আটগুণ দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে এবং তাহা চূর্ণপরিমিত ঘৃতে ভাজিয়া, চূর্ণের দ্বিগুণপরিমিত চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ইহার মাত্রা ২ দুইমাষা হইতে ৪ চারিমাষা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে। এই মোদক বৃষ্য এবং অন্যান্য বাজীকরণ ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বৃহৎ শতাবরীমোদক।—শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়াবীজ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, সিদ্ধিচূর্ণ ২৮ আটাইশপল, মহিষদুগ্ধ ১৭৷৷০ সাড়ে সতের পল, শতমূলীর রস ১৭৷৷০ সাড়ে সতের পল, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ চারিসের এবং ২৫ পঁচিশসের চিনি একত্র তাম্রপাত্রে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, নিম্নলিখিত দ্রব্যসকল তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপদ্রব্য যথা—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, সৈন্ধব, শঠী, ধ'নে, বালা, মুতা, কস্তুরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, জয়িত্রী, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, বারেন্দ্র (পচাপাতা), গেঁঠেলা, শুল্‌ফা, চই, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, গুগ্‌গুলু, জাতীপুষ্প, যমানী, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, মেথী, যষ্টিমধু, দেবদারু, মৌরী, তালীশপত্র, পিণ্ডখেজুর, পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও যবক্ষার,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা। পাক সম্পন্ন হইলে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও কর্পূর দ্বারা তাহার সুগন্ধ করিবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—১ একপল দুগ্ধ। প্রাতে বা আহারের সময়ে ইহা সেব্য এবং ইহার সেবনে ক্ষয়, অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, প্রমেহ, শ্লীপদ ও শোথ প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা অনপত্যা স্ত্রী এবং দুর্ব্বল, ক্লীব, অল্পশুক্র ও ক্ষীণতেজা ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং তেজঃ, স্বর, বুদ্ধি ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, মূর্চ্ছনার্থ কুঙ্কুম ৪ চারিতোলা, কাথার্থ—ছাগমাংস ১২॥০ সাড়েবারসের ও অশ্বগন্ধা ১২॥০ সাড়েবারসের, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের করিয়া অবশিষ্ট রাখিবে। পরে ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—বেড়েলার মূল, গোধুম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধ'নে, তালাঙ্কুর, ত্রিফলা, মৃগনাভি, আলকুশীবীজ, মেদা, মহামেদা, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, রেণুকা, সরলকাষ্ঠ, জয়িত্রী, ছোট এলাইচ, নীলশুঁদী, অনন্তমূল, তেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও যজ্ঞডুম্বুর,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি পাক করিয়া ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ⁄১ একসের চিনি মিশ্রিত করিবে। ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রমেহ, শুক্রহীনতা, আর্ত্তব-হীনতা, যক্ষ্মা, কাস ও ক্ষীণরোগাদি নিবারিত হয়। ইহা বলকারক, শুক্রজনক এবং রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক।

বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, কাথার্থ—অশ্বগন্ধা ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; ছাগমাংস ২৫ পঁচিশসের, জল ১২৮ একশত আটাইশসের,—শেষ ৩২ বত্রিশসের; দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, আলকুশী-বীজ, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড—মিলিত ⁄১ একসের; একত্র পাক করিবে। পাক শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কল্কদ্রব্য ছাঁকিয়া লইয়া, পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, ⁄॥০ অর্দ্ধসের চিনি ও অর্দ্ধসের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা প্রযোজ্য। এই ঘৃত সেবন করিলে, অমৃতপ্রাশ-ঘৃতোক্ত উপকারসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা বিশেষ পুষ্টিকারক।

বৃহৎ শতাবরী ঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, শতমূলীর রস ⁄৮ আটসের, দুগ্ধ ৮ আটসের, কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও রক্তচন্দন,—মিলিত ⁄১ একসের; একত্র পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে, চিনি ও

মধু—মিলিত ।১ একসের তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ। ইহা সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, ক্ষীণশুক্রতাদোষ, অঙ্গদাহ, শিরোদাহ, পৈত্তিক জ্বর, যোনিশূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগসমূহ আরোগ্য হয় এবং বল, বর্ণ, অগ্নি ও শুক্রের বৃদ্ধি হয়।

কামদেব ঘৃত।—ঘৃত ।৪ চারিসের, ক্কাথার্থ—অশ্বগন্ধা ১০০ একশতপল (১২॥০ সাড়েবারসের), গোক্ষুর ৫০ পঞ্চাশপল (।৬।০ সওয়া ছয়সের) এবং শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণী, বেড়েলা, অশ্বত্থের শুঙ্গা, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, গাম্ভারী-ফল ও মাষকলাই,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাণে লইয়া, ২৫৬ দুইশত ছাপান্নসের জলে একত্র পাক করিয়া, ৬৪ চৌষট্টিসের থাকিতে নামাইবে। কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগেশ্বর, আলকুশী-বীজ, নীলোৎপল, শ্যামালতা, ক্ষীরকাকোলী, অনন্তমূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, চিনি ১৬ যোলতোলা, ইক্ষুরস ১৬ যোলসের ও দুগ্ধ ১৬ যোলসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত ব্যবহার করিলে, রক্তপিত্ত, রক্তক্ষীণতা, বাতরক্ত, হলীমক, শোথ, স্বরভেদ, বলক্ষয়, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি রোগসমূহ নষ্ট হয়। ইহা বন্ধ্যা স্ত্রী এবং দুর্ব্বল, ক্লীব ও অল্পশুক্রবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারক ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা সকল ঋতুতেই ব্যবহার করা যায়।

পল্লবসার তৈল।—তিলতৈল, ত্রিফলার ক্কাথ, লাক্ষার ক্কাথ, ভৃঙ্গরাজের রস, শতমূলীর রস, কুষ্মাণ্ডের জল, দুগ্ধ ও কাঁজি,—প্রত্যেক দ্রব্য ।৪ চারিসের; এবং কল্কার্থ—পিপুল, হরীতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলশুঁদী, যষ্টিমধু ও ক্ষীরকাকোলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে যথাবিধি পাক করিয়া, তাহাতে কর্পূর, নখী, মৃগনাভি, গন্ধবিরজা, জয়িত্রী ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্যের ৪ চারিতোলা পরিমাণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা বায়ু ও পিত্তজনিত বিবিধ রোগ এবং শূল, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়ানাশক।

শ্রীগোপাল-তৈল।—তিলতৈল ১৬ যোলসের, শতমূলীর রস, কুমড়ার জল ও আমলকীর রস বা ক্কাথ—প্রত্যেক ১৬ যোলসের; এবং ক্কাথার্থ—অশ্বগন্ধা, পীতঝাঁটী ও বেড়েলা—প্রত্যেক ১০০ একশতপল (১২॥০ সাড়েবারসের), পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ যোলসের করিয়া

অবশিষ্ট রাখিবে। এবং বৃহৎপঞ্চমূল, কণ্টকারী, মূর্ব্বামূল, কেয়ার মূল, নাটা-করঞ্জমূল ও পালিধাছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাণে একত্র চৌষট্টি-সের জলে পাক করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, চোরপুষ্পী, পদ্মকাষ্ঠ, কণ্টকারী, বেড়েলা, অগুরু, মুতা, গন্ধতৃণ, শিলারস, রক্ত-চন্দন, শ্বেতচন্দন, ত্রিফলা, মূর্ব্বামূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, কুঙ্কুম, খটাশী, কস্তুরী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শৈলজ, নখী, নাগরমুতা, মৃণাল, নীল-শুঁদী, বেণামূল, জটামাংসী, দেবদারু, বচ, দাড়িমের বীজ, ধ'নে, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দনা ও ছোট এলাইচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, যাবতীয় বায়ুরোগ, মূর্চ্ছা, অপস্মার, উন্মাদ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মৃতবৎসাদোষ, শূল ও ধ্বজভঙ্গ পীড়া নিবারিত হয়।

চন্দনাদি তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, কালিয়াকাষ্ঠ, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, তুঁদ্, কর্পূর, মৃগনাভি, লতাকস্তুরী, শিলারস, কুঙ্কুম, জায়ফল, জাতী-পত্র, লবঙ্গ, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, কঙ্কোল, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বালা, বেণার মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, মুরামাংসী, শৈলজ, কর্পূর, ভদ্রমুস্তা, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, সরল-নির্য্যাস, গুগ্‌গুলু, লাক্ষা, নখী, ধুনা, ধাইফুল, গেঁঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা ও মোম,—প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে বল, বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়, কামের দীপ্তি হয় এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

ভল্লাতকাদ্য তৈল।—ভেলা, বৃহতীফল ও দাড়িম-ফলের ত্বক্, ইহাদের কল্কে কটুতৈল যথাবিধি পাক করিয়া, মর্দ্দন করিলে লিঙ্গ দৃঢ় হয়।

অশ্বগন্ধা তৈল।—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, কুড়, জটামাংসী ও বৃহতীফল, ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ দুগ্ধে যথাবিধি তিলতৈল, পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, স্তন, লিঙ্গ ও কর্ণপালি বর্দ্ধিত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী-সুরা।—নূতন গুড় ১২॥০ সাড়েবারসের, বাবলাছাল, কুলছাল ও সুপারী, প্রত্যেক দ্রব্য /২ দুইসের; লোধ /॥০ অর্দ্ধসের, আদা /।০ একপোয়া এবং সমুদায়ের অষ্টগুণ জল লইবে। প্রথমে জলে গুড় গুলিয়া,

পরে যথাক্রমে আদা, বাবলাছাল ও কুলছাল উহাতে নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে, তৎপরে সুপারী ও লোধ তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া, শরাদ্বারা পাত্রের মুখাচ্ছাদন ও উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া, ২০ কুড়ি দিন তদবস্থায় রাখিবে। অতঃপর মৃন্ময়-মোছিকা বা ময়ূরাখ্য যন্ত্রে তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে; এবং সেই পাত্রমধ্যে সুপারী, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, দারুচিনি, এলাইচ, জায়ফল, মুতা, গেঁঠেলা, শুঁঠ, মেথী, মৌরী ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে কুটিয়া নিক্ষেপ করিবে। পরে যথাবিধি চুয়াইয়া সুরা উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ধাতু ও বয়ঃক্রম অনুসারে ইহার মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, মেধা, অগ্নি, স্মৃতি, বল, শুক্র, বীর্য্য, পুষ্টি ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত এবং শরীর দৃঢ় হয়। এই সুরা বিবেচনা পূর্ব্বক নানাবিধ রোগেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

দশমূলারিষ্ট।—দশমূলের প্রত্যেক উপাদান ৫ পাঁচপল, চিতামূল ২৫ পঁচিশপল, কুড় ২৫ পঁচিশপল, লোধ ২০ কুড়িপল, গুলঞ্চ ২০ কুড়িপল, আমলকী ১৬ যোলপল, দুরালভা ১২ বারপল, খদির, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী,—প্রত্যেক ৮ আটপল; কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, কয়েতবেল, বহেড়া, পুনর্নবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, রেণুক, রাস্না, পিপুল, সুপারী, শঠী, হরিদ্রা, শুল্‌ফা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাঁক্‌লা, ক্ষীরকাঁক্‌লা, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল এবং পাকার্থ জল সমুদায়ের ৮ আটগুণ, শেষ ¼ এক-চতুর্থাংশ (সিকি) এবং দ্রাক্ষা ৬০ ষাটপল, জল ৩০ ত্রিশসের, শেষ ২২৷৷০ সাড়েবাইশসের;—এই উভয়ের ক্বাথ একত্রিত করিয়া মৃন্ময়পাত্রে রাখিয়া তাহাতে ৴৪ চারিসের মধু, ৫০ পঞ্চাশসের গুড়, ৩০ ত্রিশপল ধাইফুল; এবং কাঁক্‌লা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল ও অর্দ্ধতোলা মৃগনাভি মিশ্রিত করিয়া, ঐ পাত্র একমাসকাল মাটীতে পুঁতিয়া রাখিবে। তৎপরে উহা উত্তোলন করিয়া, তাহাতে ৮ আটতোলা নির্ম্মলীফল নিক্ষেপ করিয়া, রসকে নির্ম্মল করিবে। ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, অরুচি, শূল, শ্বাস, কাস, ভগন্দর,

বাতব্যাধি, ক্ষয়, সর্দ্দি, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, মেহ, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ধাতু-ক্ষয় প্রভৃতি রোগসমূহ প্রশমিত হয়। ইহা অতিশয় পুষ্টিজনক, কামোদ্দীপক এবং তেজঃ, বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

মেদোরোগ।

—:০:—

বিড়ঙ্গাদি-চূর্ণ।—বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহের ভস্ম, বচ ও আমলকী-চূর্ণ, মধুর সহিত সেবন করিলে, মেদোরোগ নিবারিত হয়।

অমৃতাদি গুগ্‌গুলু।—গুলঞ্চ ১ একভাগ, ছোট এলাইচ ২ দুইভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ তিনভাগ, কুড়চি ৪ চারিভাগ, ইন্দ্রযব ৫ পাঁচভাগ; হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, আমলকী ৭ সাতভাগ ও শোধিত গুগ্‌গুলু ৮ আটভাগ; একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মেদোরোগ ও ভগন্দরাদি পীড়ার উপশম হয়।

নবক-গুগ্‌গুলু।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতার মূল, মুতা ও বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু, একত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মেদোরোগ, শ্লেষ্মদোষ ও আমবাত প্রশমিত হয়।

ত্র্যূষণাদ্য লৌহ।—ত্রিকটু, সিদ্ধি, চই, চিতামূল, বিট্‌লবণ, ঔদ্ভিদ্‌-লবণ, সোমরাজী, এবং সৈন্ধব ও সচল-লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্ব্ব-সমষ্টির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৪ চারিরতি মাত্রায় তাহা ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, মেদোরোগ এবং মেহ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

বিড়ঙ্গাদ্য লৌহ।—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপুল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণার মূল ও বেড়েলা, এইসমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ এবং সকল চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ, জলসহ পেষণ করিয়া, ঘৃতের সহিত ৩।৪ তিন চারিরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটিকা, ঔষধের ৮ আটগুণ দুগ্ধ অনুপানের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার মেহ ও সোমরোগ বনষ্ট হয়। এই ঔষধ বল ও কান্তিকারক, অগ্নির দীপ্তিকর ও বাজীকরণ।

বড়বাগ্নি-লৌহ।—রসসিন্দুর, হরিতাল, লোহ ও তাম্র, সমান ভাগে লইয়া, আকন্দপত্রের রসসহ মর্দ্দন করিবে। সেবনের মাত্রা—৩ তিনরতি। কফোল্বণ শোথ ও স্থূলরোগে ইহার সহিত মধু, অথবা মধুসংযুক্ত ঘৃত অনুপান ব্যবস্থেয়।

বড়বাগ্নি রস।—পারদ, গন্ধক, তাম্রভস্ম ও হরিতাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, আকন্দের আঠাসহ একদিন মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ৩ তিন-রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, শূলরোগ আশু নিবারিত হয়।

লৌহ-রসায়ন।—শিথিলপোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু, তালমূলী, ত্রিফলা, খদির-কাষ্ঠ, বাসকছাল, তেউড়ী, মুণ্ডিরী, নিসিন্দা, চিতামূল ও সীজের মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল (/১৷০ সওয়াসের) এবং পাকার্থ জল ৮০ আশীসের;—এই কাথ বস্ত্রে ছাঁকিয়া, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত গুগ্‌গুলু এবং তীক্ষ্ণ লৌহের চূর্ণ ১২ বারপল, পুরাতন ঘৃত /৪ চারিসের ও চিনি ৮ আটপল (/১ একসের) মিশ্রিত করিয়া, তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে, তাহাতে মধু /২ দুই-সের, শিলাজতু ২ দুইপল, এলাইচ ২ দুইতোলা, দারুচিনি ২ দুইতোলা, বিড়ঙ্গ ২ দুইপল এবং মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল, ত্রিফলা ও হীরাকস,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-পল,—এই সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। সেবনের মাত্রা —২ দুই তোলা পর্য্যন্ত; অনুপান—দুগ্ধ ও জাঙ্গল-মাংসের রস। ইহা সেবন করিলে, বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কামলা, পাণ্ডু, ভগন্দর, মূর্চ্ছা, মোহ ও বিষোন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়। ইহা স্থূলরোগীর কৃশতাকারক, বলকর, বৃষ্য ও রসায়ন এবং বলিপলিতাদি-নাশক। এই ঔষধ সেবন করিলে নিম্নলিখিত ক'কারাদি দ্রব্য কয়েকটীর ব্যবহার নিষেধ; যথা—কদলী, কন্দ, কাঁজি, করঞ্জ, করীর (বাঁশের কোঁড়) ও করেলা।

ত্রিফলাদ্য তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, সুরসাদিগণের কাথ ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ—ত্রিফলা, আতইচ, মূর্ব্বামূল, তেউড়ী, চিতামূল, বাসক-ছাল, নিমছাল, সোন্দালমজ্জা, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, নিসিন্দা অথবা রাখালশশা, পিপুল, কুড়, সর্ষপ ও শুঁঠ,—মিলিত /১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, পান, অভ্যঙ্গ, নস্য ও বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিলে, দেহের স্থূলতা ও কণ্ডু প্রভৃতি কফজ পীড়াসমূহ নিবারিত হয়।

মহাসুগন্ধি-তৈল।—তিলতৈল ✓৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, বেণামূল, প্রিয়ঙ্গু, ছোট-এলাইচ, গোরোচনা, শিলারস, অগুরু, কস্তুরী, কর্পূর, জায়ত্রী, জাতীফল, কঙ্কোলীফল, সুপারী, লবঙ্গ, নলিকা, জটামাংসী, কুড়, রেণুক, তগরপাদুকা, কৈবর্ত্তমুস্তক, নখী, ব্যাঘ্রনখী, পিরিঙ্গ-শাক, বোল, দনা, গেঁঠেলা, চোংড়ি, শিলাজতু, এলবালুক, সরলকাষ্ঠ, ছাতিম, লাক্ষা, ভুঁই-আমলকী, পদ্মকাষ্ঠ, ধাইফুল, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ ও শঠী, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে, ঘর্ম্মজনিত দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয় এবং কণ্ডূ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

উদররোগ।

—০ঃ০ঃ০—

পুনর্নবাদি ক্বাথ।—পুনর্নবা, দেবদারু, হরিদ্রা, কটুকী, পটোলপত্র, হরীতকী, নিমছাল, মুতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথে গোমূত্র, ও গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া, প্রাতঃকালে পান করিলে, উদররোগ, শোথ, কাস, শ্বাস, শূল ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।—কর্কচ, সচল ও সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, চিতামূল, শুঁঠ, হিঙ্গু ও বিট্‌লবণ, প্রত্যেক দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, তাহাদের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ।০ চারি আনা মাত্রায় আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে, বাতোদর, গুল্ম, অজীর্ণ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

নারায়ণ চূর্ণ।—যমানী, হবুষা, ধ'নে, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ স্থূল কৃষ্ণজীরা অথবা মৌরী, পিপ্পলীমূল, বনযমানী, শঠী, বচ, শুল্‌ফা, জীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী, চিতামূল, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক ভাগ, তেউড়ী ২ দুই ভাগ, দন্তীমূল ৩ তিন ভাগ, রাখালশশা ২ দুই ভাগ এবং চর্ম্মকষা ৪ চারিভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায়, উদররোগে ঘোলের সহিত, গুল্মরোগে কুলের ক্বাথসহ, বাত নিরোধে সুরার সহিত, বায়ুরোগে প্রসন্নানামক মদ্যসহ, মলনিরোধে দধির

মাতসহ, অর্শোরোগে দাড়িমের রসসহ, উদরে ও গুহ্যদ্বারে বেদনা থাকিলে থৈকল-ভিজান জলসহ এবং অজীর্ণ, আনাহ, পাণ্ডু, শ্বাস, কাস, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও বিষদোষ প্রভৃতি রোগে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে। ইহা বিরেচক ঔষধ।

কুষ্ঠাদি চূর্ণ।—কুড়, দন্তী, যবক্ষার, ত্রিকটু, ত্রি-লবণ (সৈন্ধব, বিট্ ও সচল), বচ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, হিং, সর্জ্জিক্ষার, চই, চিতা ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত পান করাইবে। ইহাতে বাতোদর রোগ বিনষ্ট হয়।

ইচ্ছাভেদী রস।—শুঁঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও সোহাগা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ ও জয়পাল ৩ তিনভাগ, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। চিনির জল অনুপানসহ ইহা প্রযোজ্য; সেবনের পরে যত গণ্ডূষ চিনির জল পান করা যায়, ততবার দাস্ত হয়। বিরেচনের পরে পথ্য—ঘোল ও অন্ন।

ত্রৈলোক্যসুন্দর রস।—শোধিত পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ এবং তাম্র, অভ্র, সৈন্ধবলবণ, বিষ, কালজীরা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চসার, চিতামূল, অজমোদা ও যবক্ষার,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক নিসিন্দা, চিতা ও টাবানেবুর রস সহ এক এক দিবস মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি পরিমাণে ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ইহাদ্বারা বাতোদর নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে ১৬ ষোলসের গোমূত্র এবং চিতামূল ১৬ ষোলতোলা ও যবক্ষার ১৬ ষোলতোলার সহিত /৪ চারিসের ঘৃত পাক করিয়া, ঘৃত অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, সেই ঘৃত ২ দুইতোলা পরিমাণে সেবনীয়।

নারাচ-রস।—পারদ, সোহাগা ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, গন্ধক, পিপুল ও শুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ এবং শোধিত জয়পাল বীজ ৯ নয়ভাগ; একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। আতপ-চাউলধৌত জলের সহিত ইহা সেবন করিলে, উদর, প্লীহা ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

জলোদরারি রস।—পিপুল, মরিচ, তাম্র ও হরিদ্রাচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য সীজের আঠাসহ একদিবস মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত সকল চূর্ণের সমান জয়পাল-চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ৪ চারিমাষা পরিমাণে সেবন করিলে,

বিরেচন হইয়া, জলোদর রোগ সমস্তই বিনষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রকার রেচন-স্তম্ভনের জন্য দধি ও অম্ল—পথ্য। রোগীকে দিনান্তে অন্ন বা মুগের যূষ প্রদান করিবে।

বহ্নিরস।—পারদ ও গন্ধক, এই উভয়ের প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটভাগ, হরিদ্রা, ত্রিফলা ও মনঃশিলা—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, তেউড়ীমূল, জয়পাল ও চিতা, প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনভাগ এবং ত্রিকটু, দন্তী ও জীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৭ সাতভাগ লইয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। পরে জয়ন্তী, সীজের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও এরণ্ডতৈল ইহাদের ক্রমশঃ ৭ সাতবার পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ২ দুই তোলা পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত পান করিতে দিবে। বিরেচন হইলে দিনান্তে একবার সৈন্ধবলবণযুক্ত তক্র পথ্য দিবে। ইহাতে শীতল জল পান করা নিষিদ্ধ। ইহাদ্বারা সকলপ্রকার উদররোগ নষ্ট হয়।

উদরারি।—পারদ, ঝিনুক, তুঁতে, জয়পালবীজ ও পিপুল, সমভাগে লইয়া, সোঁদালফলের মজ্জা ও সীজের আঠাসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক, ১ একমাষা-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—তেঁতুলের রস। পথ্য—দধি ও অন্ন। ইহাদ্বারা তীব্র বিরেচনের পর জলোদর বিনষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের জলোদর রোগে এই ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট।

শোথোদরারি লৌহ।—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, চিতামূল, গোরক্ষ-চাকুলে, মাণ, সজিনামূল, হুড়হুড়েমূল ও আকন্দমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৵১ একসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, এই ক্কাথের সহিত লৌহভস্ম ৵১ একসের, আকন্দের আঠা ৴।০ একপোয়া, সীজের আঠা ৴॥০ অর্দ্ধসের, গুগ্‌গুলু ৴।০ একপোয়া এবং ৪ চারিতোলা পারদ ও ৮ আটতোলা গন্ধকে প্রস্তুত কজ্জলী মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাকশেষে জয়পালবীজ, তাম্রভস্ম, অভ্র, কুড়, চিতামূল, বন-ওল, শরপুঙ্খ, ঘেঁটুফল, পলাশবীজ, ক্ষীরুই, তালমূলী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হুড়হুড়ে, গোরক্ষ-চাকুলের মূল, পুনর্নবা ও হাড়যোড়া—ইহাদের মিলিত চূর্ণ ৵১ একসের পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। রোগেরও রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা ও অনুপান বিবেচনা করিয়া ইহা প্রয়োগ করিলে, শোথ, উদর, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, অর্শঃ, ভগন্দর ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ।—পিপ্পলীমূল, চিতামূল, অভ্রভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, কর্পূর ও সৈন্ধব,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ৩ তিনরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অনুপান সহ সর্ব্ববিধ উদররোগে ইহা প্রযোজ্য।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশ বটিকা।—ত্রিকটু ও রসসিন্দুর,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সমুদায়ের দ্বিগুণ জয়পালবীজ, আমরুলের রসসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, প্রবল জলোদর, গুল্ম, জ্বর, তিমির, পটল, বিদ্রধি, প্রবল উদাবর্ত্ত, শূল, ক্রিমি, কোঠ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও পিড়কা রোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনে অধিক বিরেচন হইলে, হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, দধি ও অন্ন ভোজন করাইবে এবং অল্প পরিমাণে পথ্য প্রদান করিবে।

অভয়া-বটী।—হরীতকী, মরিচ, পিপুল ও সোহাগার খই,—প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান জয়পাল, সীজের আঠাসহ মর্দ্দন করিয়া, সিদ্ধমটর-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঔষধ সেবনের নিয়ম ঃ—চাউলধোয়া জলে একটী হরীতকী বাটিয়া, তাহার সহিত একবারে দুইটী বটী সেবনীয়। যতবার উষ্ণজল পান করা যায়, ততবার বিরেচন হয়, এবং শীতল জল পান মাত্রেই বিরেচন বন্ধ হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে, অষ্টবিধ উদররোগ, জীর্ণ-জ্বর, প্লীহা, সকলপ্রকার অজীর্ণরোগ, কামলা ও কুম্ভকামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বাতোদর রোগে ব্যবস্থেয়।

বিন্দুঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ আকন্দের আঠা ১৬ ষোলতোলা, সীজের আঠা ৪৮ আটচল্লিশতোলা, হরীতকী, কমলাগুঁড়ি, শ্যামালতা, সোঁদাল-ফলের মজ্জা, শ্বেত-অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দন্তীমূল, চোরপুষ্পী ও চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা এবং জল ১৬ ষোলসের; একত্র পাক করিবে। এই ঘৃতের যত বিন্দু পান করাইবে, ততবার বিরেচন হইবে। ইহা সেবন করিলে, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত এবং সর্ব্বপ্রকার উদররোগ প্রভৃতি অন্যান্য রোগও বিনষ্ট হয়।

মহাবিন্দু-ঘৃত।—ঘৃত /২ দুইসের, কল্কার্থ—সীজের আঠা ২ দুইপল, কমলাগুড়ি ১ একপল, সৈন্ধব ৪ চারিতোলা, তেউড়ী ১ একপল, আমলকীর

রস /॥০ অৰ্দ্ধসের ও /৪ চারিসের জল যথানিয়মে পাক করিয়া, কোষ্ঠানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, উদর ও গুল্মরোগ নিবারিত হয়।

চিত্রকঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, জল ১৬ ষোলসের, গোমূত্র /৮ আটসের এবং কল্কার্থ চিতামূল ৮ আটতোলা ও যবক্ষার ৮ আটতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, উদররোগ নিবারিত হয়।

নারাচ-ঘৃত।—ঘৃত /॥০ অৰ্দ্ধসের, কল্কার্থ—সীজের আঠা, দন্তীমূল, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ৬ ছয়মাষা ও দুইরতি পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। ইহা ১ এক-তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। অনুপান—উষ্ণজল। বিরেচনান্তে সুখোষ্ণ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে হয়। এই ঘৃত বিবেচনা পূৰ্ব্বক প্রয়োগ করিলে সকলপ্রকার উদররোগের শান্তি হয়।

বৃহৎ নারাচ ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ—লোধ, চিতামূল, চই, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, চোরপুষ্পী, আতইচ, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও দন্তীমূল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, গোমূত্র /১ একসের, সীজের আঠা ৩২ বত্রিশতোলা, সোন্দালমজ্জা ৩২ বত্রিশতোলা এবং ১৬ ষোলসের জল, যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে, উদরী, আমবাত, গুল্ম, প্লীহা ও ভগন্দর প্রভৃতি বিবিধ রোগের উপশম হইয়া থাকে।

রসোন-তৈল।—তৈল /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ রসুন ১২॥০ সাড়েবার-সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, হিঙ্গু, সৈন্ধব-লবণ, চিতামূল, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্ত-সজিনা, পুনর্নবা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপ্পলী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল এবং তেউড়ী-মূল ৬ ছয় পল; যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সৰ্ব্ব-প্রকার উদর, প্লীহা, যকৃৎ, অষ্ঠীলা, আনাহ, অঙ্গবেদনা, পার্শ্বশূল, অগ্নিশূল, বাত-বেদনা, কৃমি, অন্ত্রবৃদ্ধি, উদাবৰ্ত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

শোথরোগ।

—০ঃ০ঃ০—

পথ্যাদি ক্বাথ।—হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, সর্ব্বাঙ্গগত শোথ, বিশেষতঃ হস্ত-পদ ও মুখগত শোথ বিনষ্ট হয়।

পুনর্নবাষ্টক।—পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলেও সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদর-রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়।

সিংহাস্যাদি পাচন।—বাসকছাল, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে, শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়।

শোথারি চূর্ণ।—শুষ্ক মূলা, আপাঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুতা,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায় বিল্বপত্রের রসের সহিত সেবন করিলে, পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাদি-চূর্ণ।—পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিপ্পলী, ও বাসকছাল, এইসকল দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, গোমূত্রের সহিত পান করিলে, ৮ আটপ্রকার শোথোদর রোগ বিনষ্ট হয় এবং ব্রণরোগেরও শান্তি হইয়া থাকে।

শোথারি-মণ্ডুর।—গোমূত্রে ৭ সাতবার শোধিত মণ্ডুর ৭ সাতপল পরিমাণে লইয়া, তাহাতে নিসিন্দা, মাণ, আদা ও বন-ওলের রসের যথাক্রমে ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ৴৭ সাতসের গোমূত্রে পাক করিবে এবং হাতায় লাগার মত গাঢ় হইলে, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চই,—প্রত্যেকের ৪ চারি-তোলা চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে তাহার সহিত ১৬ ষোলতোলা মধু মিশ্রিত করিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বদোষজ এবং সর্ব্বাঙ্গগত শোথ দূর হয়।

অগ্নিমুখ-মণ্ডুর।—শোধিত মণ্ডুর ১২ বারপল, পাকার্থ—গোমূত্র ১২ বারসের, এবং প্রক্ষেপার্থ পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ— প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল অর্থাৎ ৮ আটতোলা। এই ঔষধ, মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, ঘোলের সহিত সেবনীয়। মাত্রা—১ একতোলা। ইহা সেবন করিলে, অসাধ্য শোথ ও চিরকাল-জাত পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।

রসাভ্র-মণ্ডুর।—গন্ধক, অভ্র ও পারদ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ২ দুইপল, হরীতকী-চূর্ণ ২ দুইপল, শিলাজতু ২ দুইতোলা ও ১ একতোলা কান্তলৌহ, একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে ভীমরাজের রস ⁄৪ চারিসের, কেঁশুরিয়ার রস ⁄৪ চারিসের, এবং নিসিন্দা, মাণমূল, ওল, আদা প্রভৃতি দ্রব্যের রস আর্দ্র করিবার উপযুক্ত পরিমাণে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে তাহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই ও মুতা ইহাদের চূর্ণ ২ দুইতোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু। সেবনান্তে পুনর্নবার কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে হয়। ইহাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গগত এবং সর্ব্বদোষজাত শোথ, শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, ছর্দ্দি, অম্লপিত্ত, অষ্টবিধ শূল, পাণ্ডু, শ্লেষ্মদোষ, কুষ্ঠ, অরোচক ও জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি হয়। এই ঔষধ অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বৃষ্য, হৃদ্য ও বায়ুর অনুলোমকারক।

তক্র-মণ্ডুর।—সিদ্ধিচূর্ণ ৪ চারিতোলা, লৌহচূর্ণ ৪ চারিতোলা, বাশের মূল, কৃষ্ণাগুরু, নিমছাল, বিজতাড়কমূল ও সমুদ্রফেন প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-তোলা, এবং তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, শুল্‌ফা, মৌরী, মরিচ, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, জায়ফল, শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে শ্বেতপুনর্নবার রসের ভাবনা দিয়া, কুলের আঁটির মত বটিকা করিবে। কেশুরিয়ার রস ও ঘোল অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে শোথ নিবারিত হয়। ইহা সেবনকালে ঘোল ও অন্ন পথ্য ভোজন করিতে হয়, কিন্তু লবণ ও জল নিষিদ্ধ।

মাণমণ্ড।—পুরাতন মাণের চূর্ণ ১ একভাগ, আতপচাউলচূর্ণ ২ দুইভাগ, ও সজল দুগ্ধ ৪২ বেয়াল্লিশভাগ, একত্র পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রত্যহ সেবন করিলে, বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

পুনর্নবাদি লেহ।—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল, এইসকল দ্রব্য মিলিত ৴৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, এবং আদার রস ৴৪ চারিসের; এই উভয় দ্রব দ্রব্যে ১২৷৷০ সাড়েবারসের গুড় গুলিয়া পাক করিবে। পাক ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটু, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি ও চই,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা পরিমাণে উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া, শীতল হইলে তাহার সহিত ৴৷৷০ অর্দ্ধসের মধু মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্তমাত্রায় লেহন করিলে, শোথ, শূল, কাস, শ্বাস ও অরোচক রোগ বিনষ্ট হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কংস-হরীতকী।—মিলিত দশমূল ৴৮ আটসের, পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০ একশতটী, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; এই ক্বাথ ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ১২৷৷০ সাড়েবারসের পুরাতন গুড় গুলিবে, এবং পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ১০০ একশতটীর সহিত পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, ত্রিকটু ও যবক্ষার—মিলিত ৪ চারিপল, এবং দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে, এবং শীতল হইলে, তাহার সহিত ৴২ দুইসের মধু মিশ্রিত করিবে। ঐ হরীতকী একটী এবং ১ একতোলা পরিমাণে ঐ লেহ প্রত্যহ উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, শোথ, উদর, প্লীহা, গুল্ম, শ্বাস, কাস, আমবাত, অম্লপিত্ত, শুক্রদোষ, মূত্রদোষ, কৃশতা, বিবর্ণতা, অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত।—ত্রিফলা, চিতামূল, পিপুল, যমানী, লৌহচূর্ণ ও বিড়ঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৴৷৷০ অর্দ্ধসের, মধু ৴১ একসের ও পুরাতন গুড় ১২৷৷০ সাড়েবারসের, একটী ঘৃতভাবিত-কুম্ভের মধ্যে পূরিয়া, একমাসকাল যবরাশির ভিতর রাখিয়া দিবে, পরে ছাঁকিয়া লইয়া উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, শোথ, শ্বাস, জ্বর, অরুচি ও প্রমেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়, এবং মূত্রদোষ, শুক্রদোষ প্রভৃতিরও শান্তি হইয়া থাকে।

ত্রিকট্বাদিলৌহ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, কটুকী, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী,—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ, একত্র দুগ্ধসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুই রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। দুগ্ধ অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্র্যষণাদ্য-লৌহ।—ত্রিকটু ও যবক্ষার এক একভাগ এবং উভয়ের সমান লৌহচূর্ণ একত্রিত করিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। ইহা দুইরতি মাত্রায় ত্রিফলার রসের সহিত সেবন করিলে, সহসাজাত শোথরোগের শান্তি হয়।

শোথভস্মলোহ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কুড়, বালা, শঠী, লৌহ-ভস্ম, বচ; লবঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, শুলফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও ধাইফুল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। ইহা কুড়চীছালের রসসহ মর্দ্দন করিয়া জামপত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে এবং তাহার উপর মাটীর লেপ দিবে। এই ঔষধ যথাবিধি গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে, তুলিয়া লইবে। প্রাতঃকালে শুদ্ধদেহ হইয়া, ২ দুইতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার শোথ, গ্রহণী ও উদররোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কটুকাদ্যলোহ।—কট্‌কী, ত্রিকটু, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী, গজপিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২ দুইরতি মাত্রায়, দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। ইহা শোথরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সুবর্চ্চলাদ্যলৌহ।—হুড়্‌হুড়ে, ব্যাঘ্রনখী, চিতা, কট্‌কী, চই, দেবদারু, বনযমানী ও লৌহ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৪ চারিরতি মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা শোথ, পাণ্ডু, কাস ও উদররোগ বিনষ্ট হয়।

শোথকালানল-রস।—চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, পিপুল, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক, ১ এক রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—কুলেখাড়ার রস। ইহা সেবন করিলে, জ্বর, কাস, শোথ, শূল, অগ্নিমান্দ্য, সংগ্রহ-গ্রহণী ও মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চামৃত-রস।—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার খই ৩ তিনভাগ, মিঠাবিষ ৩ তিনভাগ, মরিচ ৩ তিনভাগ, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, গোমূত্র, কেশুরিয়ার রস, শ্বেতপুনর্নবার রস, [illegible]জর রস, নিসিন্দার রস, এবং থুলকুড়ির রসের যথাক্রমে ১৪ চৌদ্দবার করিয়া ভাব[illegible]দিবে। ৪ চারিমাষা মাত্রায় এই ঔষধ, ঘোল বা কেশুরিয়ার রস অনুপানসহ সেবন করিলে, শোথ, গ্রহণী; পাণ্ডু, কামলা, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। পথ্য—ঘোল ও

অন্ন ; কিন্তু জল ও লবণ একবারে নিষিদ্ধ। পিপাসায় সময়ে জলের পরিবর্ত্তে ঘোল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক।

ত্রিনেত্রাখ্য রস।—পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র ও লৌহভস্ম, এই সকল দ্রব্য একদিন আদার রসসহ মর্দ্দন করিয়া, লঘুপুটে পাক করিবে। ইহা ২ দুইরতি মাত্রায় সেবনীয়। অনুপান—এরণ্ডের ও আপাঙ্গের রস। ইহা সেবন করিলে, অসাধ্য শোথরোগও বিনষ্ট হয়।

শোথাঙ্কুর রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া, নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েৎবেলের ছাল, তেঁতুলের ছাল, পুনর্নবা, বেলছাল ও কেশুরিয়া, এই সমুদায়ের রসের যথাক্রমে ভাবনা দিয়া, কুলের মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, শোথ, জ্বর, অরোচক, পাণ্ডু, এবং পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ রোগসমূহের উপশম হয়।

ক্ষেত্রপাল রস।—হিঙ্গুল, বিষ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগার খই, জীরা ও আফিম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমানাংশে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ½ অর্দ্ধ যব পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। পথ্য—দুগ্ধ ও অন্ন। ইহা সেবনকালে লবণ ও জল বর্জ্জন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, গুরুতর শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অতিদুস্তর গ্রহণীরোগ, বিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

দুগ্ধবটী।—মিঠাবিষ ১২ বাররতি, আফিং ১২ বাররতি, লৌহ ৫ পাঁচ রতি ও অভ্র ৬০ ষাটরতি ; একত্র দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধ অনুপানের সহিত এই বটিকা সেবন করিয়া, কেবল দুগ্ধান্ন ভোজন করিয়া থাকিলে, শোথ, পাণ্ডু, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও বিষমজ্বর নিবারিত হয়। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত লবণ ও জলসেবন নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় দুগ্ধবটী।—আর একপ্রকার দুগ্ধবটী প্রস্তুতের নিয়ম দেখা যায় ;—মিঠাবিষ, ধুতুরাবীজ ও হিঙ্গুল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; একত্র ধুতুরা-পত্রের রসের সহিত একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া, মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহারও অনুপান দুগ্ধ, এবং ইহাতেও দুগ্ধান্ন-ভোজনাদি নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক।

তক্রবটী।—পারদ ১ একমাষা, গন্ধক ১ একমাষা, মিঠাবিষ ২ দুইমাষা, তাম্রভস্ম ৪ চারিমাষা, পিপুলচূর্ণ ১ একতোলা ও মণ্ডুর ১ একতোলা, এই

সকল দ্রব্যে কৃষ্ণজীরার কাথের ৭ সাতদিন ভাবনা দিয়া,২ দুইরত্তি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ তক্রের সহিত সেবন করিলে, শোথ, গ্রহণী, মন্দাগ্নি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। ইহাতেও লবণ ও জল বর্জ্জন ব্যবস্থেয়।

ক্ষারবটী।—হিঙ্গুল ২ দুইতোলা, এবং লবঙ্গ, আফিং, বিষ, জায়ফল ও ধুতুরাবীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে লইয়া, সিদ্ধির রসের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক মুগপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—শোথে দুগ্ধ এবং গ্রহণী-রোগে সিদ্ধির কাথ। পথ্য—দুগ্ধ ও অন্ন। ইহাতেও লবণ ও জল বর্জ্জনীয়, তবে অসহনীয় পিপাসায় নারিকেলজল পানার্থ প্রদান করিবে। ইহা সেবন করিলে, শোথ, গ্রহণী, অতিসার ও জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

চিত্রকাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত, ।৪ চারিসের, কল্কার্থ—চিতার মূল, ধ'নে, যমানী, আকনাদি, জীরা, ত্রিকটু, থৈকল, বেলশুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, পিপ্পলীমূল ও চই,—প্রত্যেক দ্রব্য দুইতোলা, এবং ১৬ যোলসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া, ৷৹ অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, শোথ, গুল্ম, অর্শঃ, অগ্নি-মান্দ্য ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ দুরীভূত হয়।

পুনর্নবাদ্য-ঘৃত।—পুনর্নবা, দেবদারু, চিতা, পঞ্চকোল, যবক্ষার ও হরীতকী, এইসকল কল্কদ্রব্য এবং দশমূলের কাথসহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চকোলাদ্য ঘৃত।—মিলিত পঞ্চকোল ১ একভাগ, এবং কুলথ-কলায় ১ একভাগ, এই উভয়ের কাথ ও পুনর্নবার কল্কসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত শোথরোগ বিনাশক।

শুণ্ঠীঘৃত।—কল্কার্থ শুঁঠ, এবং কাথার্থ দশমূল, এই উভয়ের সহিত যথা-বিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

স্থলপদ্ম ঘৃত।—কল্কার্থ—মাণ ৮ আটপল ও মিলিত ত্রিকটু ৪ চারিপল, দুগ্ধ ১৬ যোলসের, এবং ঘৃত ।৪ চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, পঞ্চপ্রকার কাসরোগ ও দুঃসাধ্য শোথরোগ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

মাণক-ঘৃত।—মাণের কাথ ও কল্কসহ ।৪ চারিসের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে, একদোষজ, দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

এরণ্ডতৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। বিরেচন হইলে, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ-দ্রব্য ভোজন করাইবে। ইহা অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আর্য্যামৃতাভ্র।—দশমূল, নিসিন্দা, শ্বেততেউড়ী, পুনর্নবা, মনসাসীজ, চই, বাসক, চিতা, বৃদ্ধদারক, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, আকনাদি, সোন্দাল, ও রক্তচিতা ইহাদের রসে সহস্রপুটিত অভ্র মর্দ্দন করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, ব্রধ্ন, বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি, পেটফাঁপা, গোদ, গণ্ডমালা, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, বাত-রক্ত, জ্বর, শোথ, উদর, প্লীহা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ রসায়ন, বৃষ্য, অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও ধাতুবর্দ্ধক।

শশিশেখর রস।—লৌহ, অভ্র ও রসসিন্দূর, সমভাগে একত্র ঘৃত-কুমারীর রসসহ মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে; ইহা যথোপযুক্ত অনুপানসহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার অন্ত্ররোগের উপশম হয়।

রসরাজেন্দ্র।—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও কেশুরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক—প্রত্যেক ১ একতোলা, স্বর্ণ ও রৌপ্য—প্রত্যেক ৪ চারিমাষা, এবং ২ দুইমাষা সীসা, একত্র করিয়া, বাসক, কাকমাচী, চিতা, নিসিন্দা, কুড়চী, স্থলপদ্ম ও পদ্ম, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্ ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অন্ত্ররোগ এবং অন্যান্য বিবিধরোগ প্রশমিত হয়।

ত্রিবৃতাদি ঘৃত।—গব্যঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, দধির মাত ১৬ ষোলসের, শতমূলীর রস /৪ চারিসের, কল্কার্থ—তেউড়ী, যষ্টিমধু, বালা, মুতা, যমানী, শ্যামালতা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌরী, পিপুল ও কুড়চীছাল, মিলিত—/১ একসের,এবং ১৬ ষোলসের জলসহ যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত সেবন করিলে সকলপ্রকার অন্ত্রজ রোগ, এবং প্রমেহ, শ্বাস, কুষ্ঠ ও অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

শতপুষ্পাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, বাসক, মুণ্ডিরী, এরণ্ডমূল, বিল্বপত্র ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রত্যেকের রস /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—শুল্‌ফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুগ্‌গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাইচ, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কট্‌কী, সৈন্ধব,

তগরপাদুকা, কুড়চী-ছাল ও আতইচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা। একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি, শ্লীপদ, মুষ্কবৃদ্ধি, মেদোবৃদ্ধি ও রক্তপিত্ত-বৃদ্ধি প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

সৈন্ধবাদ্য-ঘৃত।—শামুকের ভিতরকার মাংসাদি ত্যাগ করিয়া, সেই খোলের মধ্যে গব্যঘৃত এবং তাহার ৪ চারিভাগের ১ একভাগ সৈন্ধব-লবণ পূরণ করিয়া, ৭ সাত দিবস রৌদ্রতাপে পাক করিবে। এই ঘৃত মর্দ্দন করিলে, কোষ-বৃদ্ধির উপশম হইয়া থাকে।

বৃহৎ দন্তী-ঘৃত।—ঘৃত ১৬ ষোলসের; ক্বাথার্থ দন্তীমূল ১২॥০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের; দুগ্ধ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, তালমূলীর রস, শিমূলমূলের রস ও কুড়চীছালের রস—প্রত্যেক ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—দন্তীমূল, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, পীতবেড়েলা, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল, ও শ্যামালতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক কুড়ব অর্থাৎ ৩২ বত্রিশতোলা, এবং ১৬ ষোল সের জল; যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত পান করিলে, সুদারুণ অন্ত্রবৃদ্ধি, অন্ত্র-রোধ, অন্ত্রদাহ, মুষ্কবৃদ্ধি, ব্রধ্ন, আমবাত, বাতরক্ত, রক্তদুষ্টি, মুখরোগ, শিরোরোগ ও শুক্রদোষ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

গন্ধর্ব্বহস্ত-তৈল।—এরণ্ডতৈল /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ এরণ্ডমূল ১২॥০ সাড়েবারসের, শুঁঠ ৮ আটতোলা, যব /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—এরণ্ডমূল ৩২ বত্রিশতোলা, এবং আদা ২৪ চব্বিশতোলা যথাবিধি পাক করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে উষ্ণ-দুগ্ধসহ পান করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করিতে হয়।

গলগণ্ড ও গণ্ডমালারোগ।

—— ঃ০ঃ ——

কাঞ্চনার-গুগ্‌গুলু।—কাঞ্চনের ছাল ৫ পাঁচপল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী,—প্রত্যেক ॥০ অৰ্দ্ধপল; বরুণছাল ২ দুইতোলা; তেজপত্র, এলাইচ ও দারুচিনি,—প্রত্যেক ॥০ অৰ্দ্ধতোলা; এবং চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু,একত্র মৰ্দ্দন করিয়া ॥০ অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, অৰ্ব্বুদ ও গ্রন্থি, এবং গুল্ম, ব্রণ, কুষ্ঠ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ মুণ্ডিরীর কাথ অথবা হরীতকীর কাথ। *

গন্ধাদি-লেপ।—গন্ধক, মনঃশিলা, শুঁঠ ও সীসাভস্ম, এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, তাহাতে কৃকলাসের রক্ত মিশ্রিত করিয়া—প্রলেপ দিলে অৰ্ব্বুদ রোগ সদ্যঃ বিনষ্ট হয়।

বটের আঠা, কুড় ও পাংশুলবণ লেপন করিয়া, বটপত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে ৭ সাত রাত্রির মধ্যে অধ্যস্থি ও অৰ্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

পিড়কা ও অৰ্ব্বুদ প্রভৃতিতে পুঁইপাতার রসের প্রলেপ দিয়া, পুঁইপাতাদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়।

হরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মনঃশিলা, এইসকল দ্রব্য, সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, মেদোজাত অৰ্ব্বুদ বিনষ্ট হয়। শর্করার্ব্বুদ রোগেও এইরূপ চিকিৎসা কৰ্ত্তব্য।

শিম, খইল, কুলত্থকলাই ও অধিক পরিমাণে মাংস, এইসকল দ্রব্য দধির সহিত বাঁটিয়া অৰ্ব্বুদে প্রলেপ দিবে। ঐ প্রলেপ অধিকক্ষণ রাখিবে; এবং যখন দেখিবে যে, উহাতে মক্ষিকা বা ক্রিমিসকল সন্তান প্রসব করিতেছে এবং অৰ্ব্বুদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে, তখন অবশিষ্ট অংশ ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে, এবং অল্পাবশিষ্ট অংশ সীসা, তাম্র,অথবা লৌহনির্ম্মিত পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া, ক্ষার, অগ্নি ও অস্ত্র প্রয়োগে নিঃশেষিত করিবে, কিন্তু অস্ত্রাদি প্রয়োগসময় রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অমৃতাদ্য তৈল।—তিলতৈল ⁄৪ চারিসের; কল্কার্থ—গুলঞ্চ, নিম-ছাল, থুলকুড়ী, কুড়চীছাল, পিপুল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও দেবদারু,—মিলিত ⁄১ একসের; পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, এবং এইসকল দ্রব্যেরই ক্বাথ ১৬ ষোল সের; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পান করিলে, গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয়।

ছুছুন্দরী তৈল।—তিলতৈল ⁄৪ চারিসের, কল্কার্থ ছুঁচার মাংস ⁄১ একসের, পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, এবং ছুঁচার মাংসের ক্বাথ ⁄৪ চারিসের; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

তুম্বীতৈল।—সর্ষপতৈল ⁄৪ চারিসের, পক্ক-তিতলাউয়ের রস ১৬ ষোল সের, কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রাস্না, চিতামূল, ত্রিকটু ও হিং,—মিলিত ⁄১ একসের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈলের নস্য লইলে, গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয়।

সিন্দূরাদিতৈল।—সর্ষপ-তৈল ⁄৪ চারিসের, কেশুরিয়ার রস ১৬ ষোল-সের ও কল্কার্থ চাকুন্দেমূল ⁄॥০ অর্দ্ধসের; মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া, পাকশেষে তাহাতে ⁄॥০ অর্দ্ধসের মেটেসিন্দূর প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলেও গণ্ডমালার শান্তি হয়।

বিম্বাদিতৈল।—তেলাকুচার মূল, করবীর মূল ও নিসিন্দা, ইহাদের কল্ক এবং চতুর্গুণ জলসহ যথাবিধি তিল-তৈল পাক করিয়া, তাহার নস্য লইলে, গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

নির্গুণ্ডীতৈল।—তিলতৈল ⁄৪ চারিসের, নিসিন্দার রস ১৬ ষোলসের ও কল্কার্থ ঈশলাঙ্গলার মূল ⁄১ একসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের নস্য লইলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

গুঞ্জাদ্যতৈল।—কুঁচমূল, করবীর, বিদ্ধড়কের বীজ, আকন্দের আঠা ও সর্ষপ, এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক এবং তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্রের সহিত ক্রমশঃ ১০ দশ বার তৈল পাক করিয়া, তাহাতে পিপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অপচী, অর্ব্বুদ, ব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

চন্দনাদি-তৈল।—তিলতৈল ⁄৪ চারিসের; কল্কার্থ—রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কট্‌কী,—মিলিত ⁄১ একসের, এবং ষোলসের

জল, যথাবিধি পাক করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পান করিলে, অপচীরোগ বিনষ্ট হয়।

শাখোটক-তৈল।—শেওড়ার ছালের ক্কাথ ও কল্কসহ সিদ্ধ তৈল নস্যাদিতে ব্যবহার করিলে, গণ্ডমালা রোগ বিনষ্ট হয়।

ব্যোষাদিতৈল।—তিলতৈল ৴৪ চারিসের; কল্কার্থ—ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু—মিলিত ৴১ একসের ও পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের। এই তৈলের নস্য একবারমাত্র গ্রহণ করিলে, কষ্টসাধ্য অপচী-রোগও বিনষ্ট হয়।

শ্লীপদরোগ।

মদনাদি লেপ।—ময়নাফল, নীলগাছ ও সামুদ্রলবণ, এইসমস্ত দ্রব্য মাহিষ-নবনীতের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দাহযুক্ত শ্লীপদ আশু প্রশমিত হয়।

কণাদিচূর্ণ।—পিপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্নবা ও বেলছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সকলের সমান বৃদ্ধিদারক-বীজ, একত্র চূর্ণ করিয়া, ৩ তিনরতি মাত্রায় তাহা কাঁজির সহিত সেবন করিলে, শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ।—পিপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্নবা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল ও বিদ্ধড়ক-বীজ ১৪ চৌদ্দ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবনে, শ্লীপদ, বাতরোগ, এবং অগ্নিমান্দ্য নির্বারিত হয়।

বৃদ্ধদারকাদি চূর্ণ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, দারুহরিদ্রা, বরুণছাল, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও গুলঞ্চ,—প্রত্যেকের সমানভাগ চূর্ণ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান বৃদ্ধদারক-চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, কাঁজির সহিত ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, শ্লীপদ, স্থৌল্য, আমবাত, কুষ্ঠ, গুল্ম, বায়ু ও বাতশ্লেষ্ম জ্বর বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণাদিমোদক।—পিপুলচূর্ণ ২ দুইতোলা, চিতামূলচূর্ণ ৪ চারিতোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ৮ আটতোলা, হরীতকী ২০ কুড়িটী ও পুরাতন গুড় ১৬ ষোলতোলা, উপযুক্ত মধু মিশ্রিত করিয়া, যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, শ্লীপদাদি পীড়ার শান্তি হয়।

নিত্যানন্দরস।—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুল-মূল, হবুষা, বচ, শঠী, আকনাদী, দেবদারু, এলাইচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল ও দন্তীমূল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে হরীতকীর ক্বাথসহ মর্দ্দন করিয়া, ১০ দশ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। শীতল জল অথবা হরীতকীভিজান জলসহ ইহা সেবন করিলে, শ্লীপদ, সর্ব্ববিধ বৃদ্ধিরোগ, বাতরক্ত, ক্রিমি, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও যাবতীয় বাত-শ্লেষ্মজ রোগ প্রশমিত হয়।

শ্লীপদারি।—নিম্বমূলের ছাল ও খদির সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, গোমূত্র ও মধুর সহিত ১ একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, শ্লীপদ-রোগের উপশম হয়।

শ্লীপদ-গজকেশরী।—ত্রিকটু, মিঠাবিষ, যমানী, পারদ, গন্ধক, চিতামূল, মনছাল, সোহাগা ও জয়পাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; যথাক্রমে ভীমরাজ, গোক্ষুর, জামীর ও আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। উষ্ণজল অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, শ্লীপদ ও প্লীহা প্রশমিত হয়।

সৌরেশ্বর ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের; দশমূলের ক্বাথ, কাঁজি ও দধির মাত,—প্রত্যেক দ্রব্য /৪ চারিসের; এবং কল্কার্থ—কৃষ্ণতুলসী, দেবদারু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, পিপুলমূল, গুগ্‌গুলু, হবুষা, বচ, যবক্ষার, আকনাদী, শঠী, এলাইচ ও বিদ্ধড়ক,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, শ্লীপদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, অর্ব্বুদ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শোথ, গ্রহণী, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গাদিতৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের; কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুঁঠ, চিতামূল, দেবদারু, হোগল বা এলবালুকা ও পঞ্চলবণ—মিলিত /১ একসের, এবং ১৬ ষোলসের জল, যথানিয়মে পাক করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পান এবং শোথস্থানে ইহা মর্দ্দন করিলে, শ্লীপদাদি পীড়ার শান্তি হয়।

বিদ্রধি ও ব্রণরোগ।

ত্রিফলা-গুগ্‌গুলু।—ঘৃতপিষ্ট গুগ্‌গুলু ৪ চারিমাষা ও ত্রিফলার কাথ /০ অৰ্দ্ধপোয়া একত্র মিশাইয়া পান করাইলে ক্লেদ, পাক, স্রাব, দুর্গন্ধ, বেদনা ও শোথবিশিষ্ট ব্রণরোগের শান্তি হয়।

সপ্তাঙ্গ-গুগ্‌গুলু।—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু,—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু একত্র ঘৃতসহ মৰ্দ্দন করিয়া, স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। এই ঔষধ আহারান্তে ॥০ অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, যাবতীয় দুষ্টব্রণ, অপচী ও কুষ্ঠাদি পীড়ার উপশম হয়।

বরুণাদি ঘৃত।—বরুণছাল, নীলঝাঁটী, সজিনা, রক্ত-সজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, মূর্ব্বা, গণিয়ারী, শ্বেতঝাঁটী, পীতঝাঁটী, তেলাকুচা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতামূল, শতমূলী, বেলশুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুলের মূল, বৃহতী ও কণ্টকারী, এইসমস্ত দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি পাক করিয়া, প্রাতঃকালে, ভোজন-সময়ে ও সায়ংকালে উষ্ণদুগ্ধ সহ ইহা ॥০ অৰ্দ্ধতোলামাত্রায় সেবন করিলে, অন্তর্বিদ্রধি, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও উৎকট শিরঃশূল নিবারিত হয়।

করঞ্জাদ্যঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ—ডহর-করঞ্জার কচিপত্র ও বীজ, মালতীপত্র, পটোলপত্র,নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মোম, যষ্টিমধু, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, বেণামূল, নীলশুঁদী, অনন্তমূল ও শ্যামালতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ সদ্যোব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

তিক্তাদ্যঘৃত।—কটকী, মোম, হরিদ্রা যষ্টিমধু, ডহরকরঞ্জার ফল ও পত্র, পটোলপত্র, মালতীপত্র ও নিম্বপত্র, এইসকল কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, ব্রণরোগের শান্তি হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদ্যঘৃত।—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্ব্বা, ইহাদের কল্ক ও চতুর্গুণ জলসহ যথাবিধি ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া, সকলপ্রকার অগ্নিদগ্ধ ব্রণে লেপন করিবে। ইহা দ্বারা দগ্ধব্রণ সত্বর আরোগ্য হয়।

শ্যামাঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—অনন্তমূল, তেউড়ী, ত্রিফলা, হরিদ্রা, লোধ ও কুড়চী, এইসমুদায় দ্রব্য—মিলিত ⁄১ একসের; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, ব্রণস্থানে প্রয়োগ করিলে, নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়।

জীরক-ঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, জল ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ জীরা ⁄১ একসের একত্র পাক করিবে, এবং পাকসিদ্ধ হইলে, তাহাতে ৩২ বত্রিশ তোলা মোম ও ৩২ বত্রিশতোলা ধূনা প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। ইহা অগ্নিদগ্ধজনিত ক্ষতনাশক।

জাত্যাদ্য ঘৃত ও তৈল।—জাতীপত্র, নিমপত্র, পটোলপত্র, কটুকী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণামূল, মোম, তুঁতে, যষ্টিমধু ও ডহর-করঞ্জ-বীজ,—মিলিত ⁄১ একসের, এইসমস্ত কল্ক ও ১৬ ষোলসের জলসহ ⁄৪ চারিসের ঘৃত বা তৈল যথাবিধি পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে তাহা প্রয়োগ করিলে, সর্ব্ববিধ ব্রণ ও নাড়ীব্রণ হইতে পূয়াদি নিঃসৃত হইয়া ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়।

সর্জ্জিকাদ্য-তৈল।—তৈল ⁄৪ চারিসের, কল্কার্থ—সাচীক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, দন্তীমূল, চিতামূল, শ্বেত-আকন্দের মূল, ভেলার মুটী, নীলবৃক্ষ ও আপাঙ্গ-বীজ—মিশ্রিত ⁄১ একসের, এবং ১৬ ষোলসের গোমূত্র; যথাবিধি পাক করিয়া নালী-ঘা ও দুষ্টব্রণে প্রয়োগ করিবে।

কুম্ভীকাদ্য তৈল।—কুমারিয়া-লতা (ইহার ফল দাড়িম্বের মত), খেজুর, কয়েৎবেল, বেল, বনস্পতি অর্থাৎ বট, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতির অপক্ক ফল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া, তাহাদের কাথ প্রস্তুত করিবে; এবং এই কাথের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—মুতা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ, চিতামূল ও ধাইফুল। এই কুম্ভীকাদ্য তৈল লেপন করিলে, শল্যজাত নাড়ীব্রণ ও বিবিধ ক্ষত শুষ্ক হয়।

ভল্লাতকাদ্য তৈল।—তিলতৈল ⁄৪ চারিসের, ভীমরাজের রস ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ—ভেলার মুটী, আকন্দের মূল, মরিচ, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতার মূল, মিলিত ⁄১ একসের, এবং ১৬ ষোলসের জল; যথা-বিধি পাক করিয়া ক্ষতস্থানে এই তৈল লাগাইলে বাতশ্লেষ্মজ নাড়ীব্রণ, অপচী ও ব্রণরোগ আরোগ্য হয়।

সৈন্ধবাদ্য তৈল।—তৈল ⁄৪ চারিসের, কল্কার্থ সৈন্ধব-লবণ, আকন্দ, মরিচ, চিতামূল, ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, মিলিত ⁄১ একসের, এবং ১৬ যোলসের জল; যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হয়।

বৃহজ্জাতিকাদ্য তৈল।—তিলতৈল ⁄৪ চারিসের, কল্কার্থ জাতীপত্র, নিমপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জপত্র, মোম, যষ্টিমধু, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরীতকী, পদ্মকেশর, তুঁতে, অনন্তমূল, ডহর-করঞ্জবীজ,—সমভাগে সমুদায় ⁄১ একসের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, বিষব্রণ, স্ফোটক, দদ্রু, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ ও শস্ত্র-প্রহারজনিত ক্ষতরোগ বিনষ্ট হয়।

বিপরীতমল্লতৈল।—সর্ষপতৈল ⁄৪ চারিসের, কল্কার্থ—সিন্দুর, কুড়, মিঠাবিষ, হিং, রসুন, চিতামূল, বালামূল ও ঈষলাঙ্গলী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল এবং পাকার্থ জল ১৬ যোলসের; যথানিয়মে পাক করিয়া, যাবতীয় ক্ষতরোগে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা সকলপ্রকার ব্রণ, নাড়ীব্রণ, কুষ্ঠ, পামা ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

নির্গুণ্ডীতৈল।—তৈল ⁄৪ চারিসের, এবং নিসিন্দার মূল, পত্র ও শাখার রস ⁄৪ চারিসের, একত্র পাক করিয়া, পান, মর্দ্দন ও নস্যকার্য্যে প্রয়োগ করিলে, যাবতীয় ব্রণরোগ, এবং পামা ও অপচী প্রভৃতি নিবারিত হয়।

পাটলীতৈল।—সর্ষপ-তৈল ⁄৪ চারিসের, কাথার্থ- ঘণ্টাপারুলের ছাল ⁄৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ যোলসের, এবং কল্কার্থ ঘণ্টাপারুল-ছাল ⁄১ এক সের; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল ব্যবহার করিলে, দগ্ধস্থানের বেদনা, রসাদিস্রাব, দাহ ও বিস্ফোটক রোগ আরোগ্য হয়।

ব্রণরাক্ষসতৈল।—সর্ষপ-তৈল ⁄॥০ অর্দ্ধসের, এবং কল্কার্থ—পারদ ও গন্ধক (উভয়ের কজ্জলী করিয়া লইবে), হরিতাল, মেটেসিন্দুর, মনছাল, রসুন, মিঠাবিষ ও তাম্র, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা; এইসকল দ্রব্য ঐ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, রৌদ্রতাপে পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে নালী-ঘা, বিস্ফোটক, মাংসবৃদ্ধি, বিচর্চ্চিকা ও দদ্রু প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

বিড়ঙ্গারিষ্ট।—বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, রাস্না, কুড়চীর ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, এলবালুকা ও আমলকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪০ চল্লিশ তোলা, একত্র

৫১২ পাঁচশতবার সের জলের সহিত পাক করিয়া, ১২৮ একশত-আটাশ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে ৩৭॥০ সাড়েসাঁইত্রিশ সের মধু, ২০ কুড়ি পল ধাইফুল, ২০ কুড়ি পল ত্রিজাত (দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র) এবং প্রিয়ঙ্গু, কাঞ্চনছাল ও লোধ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল ও ত্রিকটুর তিনটী উপাদান মিলিত ৮ আট পল পরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া, এক-মাস কাল ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া ইহা উপযুক্তমাত্রায় পান করিলে, বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ, অশ্মরী ও মেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়।

ভগন্দররোগ।

খদিরাদি ক্বাথ।—মাহিষ ঘৃত বা বিড়ঙ্গচূর্ণের সহিত, খদির ও ত্রিফলার ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়।

সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতামূল, শঠী, এলাইচ, পিপুলমূল, হবুষা, দেবদারু, ধ'নে, ভেলা, চই, রাখালশশার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ, সচললবণ, সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও গজপিপ্পলী,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ গুগ্‌গুলু, একত্র ঘৃতসহ মর্দ্দন করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, ভগন্দর, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, শোথ, উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, শ্লীপদ, দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

নবকার্ষিক-গুগ্‌গুলু।—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা এবং গুগ্‌গুলু ১০ দশ তোলা, একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, ভগন্দর, অর্শঃ, শোথ ও গুল্মাদি পীড়া প্রশমিত হয়।

ব্রণগজাঙ্কুশ-রস।—উপযুক্ত-পরিমিত সর্ষপতৈলের সহিত হিঙ্গুল, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, রসাঞ্জন, মনছাল, গুগ্‌গুলু, পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, সৈন্ধব-লবণ, চই, আতইচ, শরপুঙ্খ, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দমূল,

বরুণমূল, শ্বেতধুনা ও হরীতকী,—প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত ইহা সেবন করিলে, ভগন্দর, বিবিধ দুষ্টব্রণ এবং হস্তপাদজাত স্ফোটক, পূতিকর্ণ ও শিরোরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

চিত্রবিভাণ্ডক রস।—২ দুই তোলা পারদ ও ৪ চারি তোলা গন্ধক একত্র ঘৃতকুমারীর রসসহ ৩ তিন দিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে শোধিত তাম্রপত্র ৬ ছয় তোলা, ঐ কজ্জলীদ্বারা লিপ্ত করিয়া, একটী হাঁড়ীর মধ্যে ঘুঁটের ছাই রাখিয়া, তাহার উপরিভাগ খোলা দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার তাহার উপর ঘুঁটের ছাই দিয়া সেই হাঁড়ী পূর্ণ করিবে। তৎপরে শরাদ্বারা হাঁড়ীর মুখ ঢাকিয়া, তীব্র অগ্নিতে ২ দুই প্রহরকাল পাক করিবে। ঔষধ শীতল হইলে বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে ও জামীরের রসসহ পেষণ করিবে। পরে এই ঔষধ মুচির মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, সাতবার গজপুটে পাক করিয়া লইবে। ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত ১ এক রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। ঔষধ সেবনের পরে তালমূলী ও লশুন কাঁজিতে বাটিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। ঔষধ সেবন-কালে দিবানিদ্রা, মৈথুন ও শীতল আহার বর্জ্জন এবং মিষ্টরসযুক্ত আহার পথ্য করিবে।

ভগন্দরহর-রস।—১ একভাগ পারদ ও দুইভাগ শোধিত গন্ধক, ঘৃতকুমারীর রসসহ তিনদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক, সমুদায়ের সমান তাম্র ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া, ভস্মপূর্ণ একটী পাত্রমধ্যে রাখিয়া, ২ দুই প্রহর কাল স্বেদ দিবে। পরে উহাতে কাগজী নেবুর রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া পুটপাক করিবে। এই ঔষধ ১ একরতি মাত্রায় সেবন করিলে, ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়।

বিষ্যন্দন তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, জল ১৬ ষোল সের এবং কল্কার্থ—রক্তচিতামূল, আকন্দমূল, তেউড়ীমূল, আকনাদি, কাকডুম্বুর, করবীর-মূল, মনসাসীজ, বচ, বিষলাঙ্গলিয়া, হরিতাল, সর্জ্জিকাক্ষার ও লতা-ফট্‌কী,—মিলিত /১ এক সের; যথাবিধি পাক করিয়া, ইহা ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে, ভগন্দর রোগ নিবারিত হয়। ইহা ব্রণশোধক, রোপক ও সবর্ণতাকারক।

উপদংশরোগ।

—:০:—

বরাদি-গুগ্‌গুলু।—ত্রিফলা, নিম, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, খদির, পিয়াশাল ও বাসক, ইহাদের ছালের সমভাগ চূর্ণ ও চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৷৹ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, উপদংশ, রক্তদুষ্টি ও দুষ্টব্রণ নিবারিত হয়।

রসশেখর।—২ দুই রতি পারদ ও ১২ বার রতি অহিফেন একত্র লৌহপাত্রে নিম্বদণ্ডদ্বারা তুলসীপত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে ২ দুই রতি হিঙ্গুল দিয়া পুনর্ব্বার তুলসীপত্রের রসসহ মাড়িবে। তৎপরে জয়িত্রী, জায়ফল, খোরাসানি-যমানী ও আকরকরা—প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ বত্রিশ রতি এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ খদির তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, তুলসীপত্রের রসসহ মর্দ্দন করিবে। বুট কলাইয়ের ন্যায় ইহার বটিকা করিয়া, প্রত্যহ সায়ংকালে সেই বটী এক একটী সেবন করিলে, উপদংশ, গলৎকুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ ও সর্ব্ববিধ স্ফোটক নিবারিত হয়।

করঞ্জাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারি সের, কল্কার্থ—ডহরকরঞ্জবীজ, নিম-পত্র, অর্জ্জুনছাল, শালছাল, জামছাল, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতসের ছাল—সমুদায় /৮ আট সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের—শেষ ১৬ ষোল সের, এই ক্বাথ এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যেরই মিলিত /১ এক সের পরিমাণ কল্ক, যথাবিধি পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে, উপদংশের দাহ, পাক, পূযাদিস্রাব এবং রক্ত-বর্ণতা দূরীভূত হয়।

ভূনিম্বাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারি সের, ক্বাথার্থ চিরাতা, নিমছাল, ত্রিফলা, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জ-বীজ, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ ও অশনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য /১ এক সের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের এবং কল্কার্থ ঐ সমস্ত দ্রব্যই মিলিত /১ এক সের; যথানিয়মে পাক করিয়া উপদংশে প্রয়োগ করিলে, পূর্ব্ববৎ উপকার পাওয়া যায়।

অনন্তাদ্য ঘৃত।—গব্য ঘৃত /৪ চারি সের, অনন্ত মূলের ক্বাথ ১৬ ষোল সের, কল্কার্থ—অনন্তমূল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শত-

মূলী, ছোট-এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌলফুল, যষ্টিমধু, মুরামংসী, ত্রিফলা, সোণা-মুখী, গোক্ষুরবীজ,—দশমূল, তালমূলী, তেঁউড়ীমূল, রাখালশশা, নীলমূল ও আলকুশীর বীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, উপদংশ ও রক্তদোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা রসায়ন।

গোজীতৈল।—তিলতৈল ⁄৪ চারি সের, কল্কার্থ—গোজিয়া, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পূর, কক্কোলফল, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ,—মিলিত ⁄১ এক সের এবং ১৬ ষোল সের জল; যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, উপদংশ নিবারিত হয়।

কোশাতকী-তৈল।—কল্কার্থ—তিতঝিঙ্গা-বীজ, তিতলাউ-বীজ ও শুঁঠ;—মিলিত ⁄১ এক সের এবং ১৬ ষোল সের জলের সহিত ⁄৪ চারি সের তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, অনেক প্রকার দুষ্টব্রণ বিনষ্ট হয়।

আগারধূমাদ্য-তৈল।—তৈল ⁄৪ চারি সের, কল্কার্থ—গৃহের ঝুল ১০ দশতোলা ৫ পাঁচ মাষা ৩ তিন রতি, হরিদ্রা ২০ কুড়িতোলা ১০ দশ মাষা ৬ ছয় রতি, মদের সিটি ৩০ ত্রিশ তোলা ১৫ পোনের মাষা ৯ নয় রতি এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোল সের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে উপদংশক্ষত শুষ্ক হইয়া যায় এবং ক্ষতস্থানে কোনরূপ বিবর্ণতা থাকে না। ইহা কণ্ডুনাশক।

জম্ব্বাদ্য তৈল।—তৈল ⁄৪ চারিসের, জামপত্র, বেতসপত্র, আমলকী-পত্র, ডহরকরঞ্জ-পত্র, পদ্মপত্র, নীলোৎপল-পত্র, এলাইচ, আতইচ, আমের আঁটি, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, কালীয়াকাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেক ২ দুইতোলা এবং ছাগমূত্র ১৬ ষোলসের; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। ইহা উপদংশনাশক শ্রেষ্ঠ তৈল।

কুষ্ঠ ও শ্বিত্ররোগ।

মঞ্জিষ্ঠাদি পাচন।—মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুলেবীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলকী, বাসকপত্র, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, কুলেখাড়ার বীজ, পটোল-লতা, বেণামূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ কুষ্ঠনাশক এবং বাতরক্ত ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারক।

অমৃতাদি।—গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত-নাশক।

পঞ্চকষায়।—বচ, বাসক, পটোলপত্র, নিমছাল ও প্রিয়ঙ্গু, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, মদনফল-চূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিলে, বমন হইয়া কুষ্ঠরোগ উপশমিত হয়।

পঞ্চনিম্ব।—ঘৃত ও মধুর সহিত নিমের পত্র, পুষ্প, ত্বক্, মূল ও ফল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, অথবা গোমূত্রের বা দুগ্ধের সহিত তাহা সেবন করিলে, কুষ্ঠ, বিসর্প, নাড়ীব্রণ, অর্শঃ, কামলা এবং কফপিত্তরক্তজনিত বিবিধ বিকার নিবারিত হয়।

অমৃতাগুগ্‌গুলু।—গুলঞ্চ ১২॥০ সাড়েবারসের; দশমূল ১২॥০ সাড়েবারসের; আকনাদি, মূর্ব্বামূল, বেড়েলা, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা ও এরণ্ডমূল,—প্রত্যেক ১০ দশপল। শিথিলপোট্টলীবদ্ধ বহেড়া ১০০ একশতটী, হরীতকী ২০০ দুইশতটী, আমলকী ১০০ একশতটী এবং দোলাযন্ত্রস্থ পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু /২ দুইসের, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া, ১৯২ একশত বিরানব্বইসের জলে পাক করিয়া ২৪ চব্বিশসের থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া, তাহার সহিত ঐ /২ দুইসের গুগ্‌গুলু গুলিয়া দিয়া, /২ দুইসের ঘৃত মিশ্রিত করিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়াগুলির বীজ বাহির করিয়া, তাহা ঘৃতে ভাজিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথে ফেলিয়া, সমুদায় একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, তাহাতে গুলঞ্চের চিনি ও শুঁঠচূর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ যোলতোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, ১৮ আঠারপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কামলা, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, ভগন্দর, পীনস, প্রতিশ্যায়, প্লীহা ও উদররোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ বাতরক্তেই বিশেষ প্রশস্ত।

পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্‌গুলু।—ঘৃত ৴৪ চারিসের; ক্কাথার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পোটুলী-বদ্ধ গুগ্‌গুলু ৫ পাঁচপল এবং পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ৴৮ আটসের, এই ক্কাথ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে ঐ গুগ্‌গুলু গুলিয়া লইবে এবং ঘৃতের সহিত একত্র পাক করিবে। কল্কপাকজন্য আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজ-পিপ্পলী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, শুল্‌ফা, চই, কুড়, লতাফট্‌কী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, চিতামূল, কট্‌কী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, ত্রিফলা ও বনযমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। ৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, কুষ্ঠ, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ ও বিষদোষ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

অমৃত-ভল্লাতক।—শোধিত সুপক্ক ভেলা ৴৮ আটসের, দুই খণ্ড করিয়া, ৩২ বত্রিশসের জলে পাক করিবে এবং ৴৮ আটসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া, ৴৮ আটসের দুগ্ধের সহিত সেই ক্কাথ পাক করিবে। পরে ৴৪ চারিসের ঘৃতের সহিত পুনর্ব্বার তাহা পাক করিবে। পাকশেষে তাহার সহিত ৴২ দুই-সের চিনি আলোড়িত করিয়া ৭ সাতদিন রাখিয়া দিবে। ।৹ চারি আনা হইতে ৷৹ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করিলে, কুষ্ঠাদি রোগের শান্তি এবং বলবীর্য্য প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা রসায়ন, সুতরাং বিবিধরোগের ও জরাপলিতাদির নিবারণকারক।

মহাভল্লাতক গুড়।—নিমছাল, শ্যামালতা, আতইচ, কট্‌কী, বলা-ডুমুর, ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, সোমরাজী-বীজ, অনন্তমূল, বচ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আকনাদী, শুঁঠ, শঠী, বামুনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরাতা, কুড়্‌চী-মূলের ছাল, বিদ্ধড়ক, রাখালশশার মূল, মূর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, মিঠাবিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণ-পলাশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, সোঁদালফলের মজ্জা, ছাতিমছাল, কৃষ্ণবেত, লালকুঁচ, ওল, চিনাঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দে-বীজ, তালমূলী, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌ফল, শরপুঙ্খ ও শিরীষ-ছাল, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের; এবং ভেলা ৩০০০ তিনহাজারটী, জল ৬৪ চোষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; এই উভয় ক্কাথ ছাঁকিয়া একত্র করিয়া, তাহাতে পুরাতন গুড় ১২৷৹

সাড়েবারসের ও ১০০০ এক হাজারটী ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিবে। পাক-শেষে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুস্ত, সৈন্ধব-লবণ ও যমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা এবং ৪ চারিপল গন্ধক প্রক্ষেপ দিয়া, যথাবিধি পাক করিয়া, ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, ব্রণ, ক্রিমি, ৬ ছয়প্রকার অর্শঃ, ভগন্দর, পাণ্ডু, কাস, শ্বাস ও দুস্তর আমবাত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—গুলঞ্চের রস বা দুগ্ধ। পথ্য—উষ্ণ অন্ন।

অমৃতাঙ্কুর লৌহ।—১ একপল পারদ ও ১ একপল গন্ধক,—এতদুভয়ের কজ্জলী করিয়া একটী প্রস্তরপাত্রে রাখিবে এবং তাহার উপর উত্তপ্ত তাম্রপাত্রের চাপ দিয়া পর্প্পটীর ন্যায় করিয়া লইবে। সেই পর্প্পটী ও ১ একতোলা সোহাগা একত্র মুষাবদ্ধ করিয়া, দগ্ধ করিবে এবং গন্ধকের অংশ পুড়িয়া গেলে মুষামধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে সেই কজ্জলী, লৌহ, তাম্র, ভেলার আঠা, অভ্র ও গুগ্‌গুলু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল এবং ঘৃত ১৬ যোলপল, একত্র /৪ চারিসের ত্রিফলার ক্বাথের সহিত পাক করিবে। পাকশেষে হরীতকীচূর্ণ ৪ চারিতোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ চারিতোলা ও আমলকীচূর্ণ ১৩ তেরতোলা, তাহাতে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। প্রথমতঃ ১ একরতি মাত্রায়, পরে সহ্যানুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, এই ঔষধ সেবন করিলে, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, আমবাত, পাণ্ডু, মেহ, ক্রিমি, শোথ, শূল, অশ্মরী, ক্ষয়, শ্বাস, অর্শঃ ও বাতরোগ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া, অগ্নি, বল, বীর্য্য, শুক্র ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া, নারিকেল-জল অথবা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়। লৌহপাত্রে ও লৌহদণ্ড দ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত করা আবশ্যক।

তালকেশ্বর।—২ দুই মাষা পরিমিত হরিতাল, যথাক্রমে কুমড়ার রসে, ত্রিফলার জলে, তিলতৈলে, ঘৃতকুমারীর রসে ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে। পরে ২ দুই মাষা গন্ধক ও এক মাষা পারদের কজ্জলী করিয়া, ঐ হরিতালের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং যথাক্রমে তাহাতে ছাগদুগ্ধ, নেবুর রস ও ঘৃতকুমারীর রসের ৩ তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া, ছোট ছোট চাকৃতি করিবে। শুষ্ক হইলে, একটী হাঁড়ীর মধ্যে উহা পলাশের ক্ষারের ভিতর রাখিয়া, ১২ বারপ্রহর অগ্নি-

জ্বালে পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ২ দুইরতি মাত্রায় উপযুক্ত অনুপানসহ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, দুষ্টব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করিবে।

মহাতালকেশ্বর।—বংশপত্র-হরিতাল চূর্ণ করিয়া, কুষ্মাণ্ডের জলে ও ঘৃতকুমারীর রসে ৩ তিন দিন ধরিয়া ভাবনা দিয়া, কাঁজি ও অম্লদধিসহ মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে জল ও পুনর্ব্বার রসসহ ৩ তিন দিন মর্দ্দন করিয়া খড়ির ন্যায় করিবে এবং একটী হাঁড়ী পলাশক্ষারদ্বারা পূর্ণ করিয়া, সেই ক্ষারের মধ্যস্থলে হরিতাল রাখিয়া, শরা দিয়া হাঁড়ী ঢাকিয়া মাটীর লেপদ্বারা যোড়ের মুখ বন্ধ করিবে। পরিশেষে উহা অগ্নিতাপে ৩২ বত্রিশ প্রহরকাল পাক করিয়া, ঐ হরিতাল ১ একভাগ ও তাম্র দুইভাগ একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, দুষ্টব্রণ ও ত্বগ্‌দোষ বিনষ্ট হয়।

উদয়ভাস্কর।—গন্ধক-সহযোগে জারিত তাম্র ১০ দশতোলা, মরিচ ৫ পাঁচ তোলা ও বিষ ২ দুই তোলা, এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা ১ একরতি পরিমাণে সেবন করিলে, গলিত ও স্ফুটিত কুষ্ঠ, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু ও পামা প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

পারিভদ্র-রস।—মূর্চ্ছিত পারদ, আমলকী ও নিমফল, এই কয়েকটী দ্রব্য, খদিরের কাথসহ একদিন মর্দ্দন করিয়া, ৪ চারিমাষা মাত্রায় সেবন করিলে, দদ্রু ও কুষ্ঠরোগের নাশ হয়।

কুষ্ঠারি-রস।—কাঠডুমুরের চূর্ণ, বামুনহাটী ও বলাত্রয় (পীতপুষ্প-বলা, শ্বেতবলা ও নাগবলা) ইহাদিগকে চূর্ণ করিয়া, ২ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে, অথবা দ্রাক্ষা ও সোহাগার খই একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠনাশন-রস।—করঞ্জবৃক্ষের পত্র, হরীতকী, শিরীষছাল, বহেড়া ও কাঠডুমুরের মূল, এইসমস্ত দ্রব্য গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ দুইতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অথবা দ্রাক্ষা ও সোহাগার খই একত্র করিয়া সেবন করিলেও সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠকালানল-রস।—গন্ধক, পারদ, সোহাগার খই, তাম্র, লৌহ, ও পিপুল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, পঞ্চাঙ্গনিম্বের (পত্র, পুষ্প, ফুল, মূল ও ছাল)

সহিত, ত্রিফলার ক্বাথের সহিত এবং সোন্দালের ক্বাথের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, ৬ ছয়রতিপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগনাশক।

রসমাণিক্য।—বংশপত্র-হরিতালে যথাক্রমে কুমড়ার জল ও অম্লদধির ৩ তিনবার বা ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, সেই হরিতালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিবে, এবং সেই খণ্ডগুলি একখানি শরায় নীচে উপরে অভ্রের পাত দিয়া সাজাইয়া ও অপর একখানি শরা তাহার উপর উবুড় করিয়া ঢাকা দিবে ও সন্ধিস্থলে কুলপাতার প্রলেপ দিবে। পরে, একটী শূন্য হাঁড়ীর মুখে ঐ শরা রাখিয়া, হাঁড়ীর নীচে অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। হাঁড়ীটী রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে, ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। ইহাতে ঐ হরিতাল মাণিক্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হয়। ২ দুইরতি মাত্রায় এই ঔষধ, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও ভগন্দর প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়। মহাদেবের পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন আরম্ভ করা উচিত।

তিক্তক-ঘৃত।—ক্বাথার্থ—ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসক, দুরালভা, ক্ষেৎপাপ্ড়া, পটোলপত্র, বলাডুমুর, কট্কী ও নিমছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলতোলা, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের; ঘৃত ⁄৪ চারিসের; এবং কল্কার্থ—পিপুল, মুতা, রক্তচন্দন, বলাডুমুর, ইন্দ্রযব ও চিরাতা। যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে, কুষ্ঠ, জ্বর, অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, পাণ্ডু ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। এই ঔষধ ক্লৈব্যরোগেও বিশেষ উপকারী।

মহাতিক্তক ঘৃত।—ছাতিমের ছাল, আতইচ, সোঁদাল, কট্কী, আক্নাদী, মুতা, বেণামূল, ত্রিফলা, পটোল, নিম, ক্ষেৎপাপ্ড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপ্পলী, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, দশমূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, চিরাতা, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর, কল্কার্থ এইসমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া, ঘৃতের চতুর্থাংশ পরিমাণে লইবে এবং পাকার্থ জল ঘৃতের ৮ আটগুণ ও আমলকীর রস ঘৃতের দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া, তাহাদের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। রোগীর বল বিবেচনা করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় এই ঘৃত সেবন করাইলে, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, প্রবলস্রাবযুক্ত অর্শঃ, বিসর্প, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, পাণ্ডু, বিস্ফোটক, পামা, উন্মাদ, কামলা, জ্বর,

কণ্ডু, হৃদ্রোগ, গুল্ম, পিড়কা, অসৃগ্দর ও গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগসকল সত্বই বিনষ্ট হইয়া যায়।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত।—ঘৃত ।৴৪ চারিসের, ক্কাথার্থ—নিমছাল, পটোলপত্র, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসকছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ—মিলিত ত্রিফলা ।৴১ একসের পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে। ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এই ঔষধ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ ও ক্রিমি প্রভৃতি পীড়ায় প্রয়োগ করিবে।

সোমরাজী-ঘৃত।—সোমরাজী ৩২ বত্রিশতোলা, খদির ৮ আটতোলা, পটোলমূল, ত্রিফলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও কট্‌কী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা এবং ১৬ ষোলতোলা শোধিত গুগ্‌গুলুর সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে ১৮ আঠারপ্রকার কুষ্ঠ ও শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

মহাখদিরক-ঘৃত।—গব্যঘৃত ১৬ ষোলসের, আমলকীর রস ১৬ ষোলসের, ক্কাথার্থ খদিরকাষ্ঠ ৬২॥০ সাড়ে বাষট্টিসের, শিশু ও অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল—মিলিত ২৫ পঁচিশসের, ডহর-করঞ্জছাল, নিমছাল, বেতস, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, কুড়চী, বাসক, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোন্দাল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, তেউড়ী ও ছাতিমছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ।৶।০ সওয়া ছয়সের, জল ৬৪০ ছয়শত চল্লিশসের,—শেষ ৮০ আশীসের; এবং মহাতিক্তক-ঘৃতোক্ত ছাতিম, আতইচ, সোন্দাল, কট্‌কী, আকনাদী, মুতা, বেণামূল, ত্রিফলা, পটোলপত্র, নিমছাল, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, শ্যামালতা, শতমূলী, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, চিরাতা, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। ইহা পানে ও অভ্যঞ্জনে ব্যবহার করিলে, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

মহাসিন্দূরাদ্য তৈল।—সর্ষপতৈল ।৴৪ চারিসের, কল্কার্থ মেটেসিন্দুর, রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদিরকাষ্ঠ, বচ, জাতীপত্র, আকন্দপত্র, তেউড়ী, নিমছাল, ডহরকরঞ্জবীজ, মিঠাবিষ, কালিয়াকড়া, লোধ ও চাকুন্দেবীজ, মিলিত ।৴২ দুইসের; এবং

পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথানিয়মে পাক করিয়া এই তৈল মর্দ্দন করিলে, যাবতীয় কুষ্ঠরোগ, এবং পামা, বিচর্চ্চিকা ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

সোমরাজীতৈল।—সর্ষপতৈল ⁄৪ চারিসের, জল ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—সোমরাজীবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জ-বীজ, চাকুন্দেবীজ ও সোন্দালপত্র—মিলিত ⁄১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া এই তৈল মর্দ্দন করিলে, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, পিড়কা ও নালী-ঘা নিবারিত হয়।

বৃহৎ সোমরাজীতৈল।—সর্ষপতৈল ১৬ ষোলসের, কাহারও মতে ⁄৪ চারিসের, এবং ক্বাথার্থ—সোমরাজী ও চাকুন্দেবীজ—১২॥০ সাড়েবারসের, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ ষোলসের করিয়া অবশিষ্ট রাখিবে। পরে গোমূত্র ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনছাল, হাফরমালী, আকন্দমূল, করবীমূল, ছাতিমমূল, গোময়-রস, খদিরকাষ্ঠ, নিমপত্র, মরিচ ও কালকাসন্দা—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, কুষ্ঠাদি রোগে মর্দ্দন করিবে। কণ্ডু, বিসর্প, দদ্রু, এবং গাত্রবিবর্ণতা প্রভৃতি চর্ম্মরোগও ইহাদ্বারা নিবারিত হয়।

মরিচাদ্যতৈল।—সর্ষপ-তৈল ⁄৪ চারিসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—মরিচ, হরিতাল, মনছাল, মুতা, আকন্দের আঠা, করবীরমূল, তেউড়ীমূল, গোময়-রস, রাখালশশার ল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন,—প্রত্যেক দ্রব্য চারিতোলা, এবং মিঠাবিষ ৮ আটতোলা; যথাবিধানে পাক করিয়া, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, দদ্রু, কণ্ডু, পামা ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি পীড়ায় মর্দ্দন করিবে।

কন্দর্পসারতৈল।—সর্ষপতৈল ⁄৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—ছাতিমছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, ঘোড়ানিম, জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, রাখালশশা ও হরিদ্রা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; গোমূত্র ১৬ ষোলসের; সোন্দালপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র, হরিদ্রা, সিদ্ধিপত্র, চিতার পত্র, খেজুরপত্র, আকন্দপত্র ও সীজপত্র, প্রত্যেকের স্বরস ⁄৪ চারিসের, গোময়রস ⁄৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ মাকাল, বচ, ব্রহ্মীশাক, তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী, কুঁচিলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুতা, পিপুলমূল, সোন্দালফলের মজ্জা, আকন্দের আঠা, কালকাসন্দামূল, ঈশমূল, আচ মূল, মঞ্জিষ্ঠা, তিক্তপলতা, রাখালশশার মূল, বিছাটীপত্র, করঞ্জমূল, হাফরমালী,

মূর্ব্বামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়া-নিমছাল, গুলঞ্চ, হাকুচবীজ, শ্লেমরাজী, চাকুন্দেবীজ, ধ'নে, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বন-ওল, কট্‌কী, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গেঁঠেলা, অগুরু, কর্পূর, কট্‌ফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাসকছাল ও বেণামূল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা যথাবিধানে পাক করিয়া, এই তৈল মর্দ্দন করিলে, যাবতীয় কুষ্ঠ, শ্বিত্র, দদ্রু, পামা, কণ্ডু, ত্বকের বিবর্ণতা, এবং ভগন্দর, অর্ব্বুদ, গণ্ডমালা ও গলগণ্ডাদির শান্তি হয়।

সিন্দুরাদ্যতৈল।—সিন্দূর ৪ চারিতোলা ও জীরা ৮ আটতোলা একত্র পেষণ করিয়া, সেই কল্কের সহিত ৵১ একসের কটুতৈল পাক করিয়া, পামারোগে প্রয়োগ করিলে, উহা সত্বই বিনষ্ট হয়।

বৃহন্মরিচাদ্য-তৈল।—সর্ষপতৈল ১৬ যোলসের, গোমূত্র ৬৪ চৌষট্টি-সের, এবং কল্কার্থ মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, আকন্দের আঠা, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশশার মূল, করবীর-মূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলার মূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, শিরীষ-ছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ছাতিমছাল, সীজের আঠা, গুলঞ্চ, সোন্দালপত্র, ডহর-করঞ্জবীজ, মুতা, খদিরসার, পিপুল, বচ, ও লতাফট্‌কী প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা, এবং ১৬ যোলতোলা বিষ একত্র মৃৎপাত্রে অথবা লৌহপাত্রে এই তৈল মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে, কুষ্ঠব্রণ, পামা, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু, কণ্ডু, বিস্ফোট, বলি-পালিত্য, নীলা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়, এবং শরীরের সুকুমারতা বর্দ্ধিত হয়। প্রথম যৌবনে যে রমণীকে এই তৈলের নস্য প্রদান করা যায়, বৃদ্ধাবস্থাতেও তাহার স্তনযুগল শিথিল না হইয়া পীনোন্নত অবস্থাতেই থাকে। ইহাদ্বারা গো-অশ্ব প্রভৃতি জন্তুরও বাতরোগ দূরীভূত হয়।

করবীরাদ্য তৈল।—শ্বেতকরবীর-মূলের রস, গোমূত্র, চিতা ও বিড়ঙ্গ এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগেই প্রয়োগ করা যায়।

শ্বেত-করবীরাদ্য।—তিলতৈল ৴৪ চারিসের, গোমূত্র ১৬ যোলসের, এবং কল্কার্থ—শ্বেত-করবীরমূল ৪ চারিপল ও বিষ ৪ চারিপল; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল মর্দ্দন করিলে, চর্ম্মদল, সিধ্ম, পামা ও বিস্ফোট প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

দূর্ব্বাদ্যতৈল।—চতুর্গুণ দূর্ব্বার স্বরসের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জন করিলে, কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা ও পামারোগ বিনষ্ট হয়।

গণ্ডীরিকাদি তৈল।—সীজের আঠা, আকন্দের আঠা, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, কুড়, শোণামূলের ছাল ও সৈন্ধব লবণ, এই সকলের কুট্টিত কল্ক এবং গোমূত্রসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিলে, মণ্ডল-কুষ্ঠ, দদ্রু, দুষ্টব্রণ ও কিটিম রোগ বিনষ্ট হয়।

অর্কমনঃশিলা-তৈল।—উত্তমরূপে কুট্টিত হরিদ্রার কল্ক, মনঃশিলার কল্ক এবং আকন্দ-পাতার রস, ইহাদের সহিত যথাবিধি সর্ষপ-তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, পামা ও কণ্ডূ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণসর্প-তৈল।—মৃত-কৃষ্ণসর্পের মস্তক, অন্ত্র ও পুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশ অন্তর্ধূমে ভস্ম প্রস্তুত করিবে। সেই ভস্ম সোমরাজী-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহা মর্দ্দন করিলে গলৎকুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠরাক্ষস-তৈল।—সর্ষপতৈল ⁄১ একসের, এবং কল্কার্থ পারদ ও গন্ধক(উভয়ের কজ্জলী করিয়া লইবে), কুড়, ছাতিমছাল, চিতার মূল, মেটেসিন্দূর, রসুন, হরিতাল, সোমরাজীবীজ, সোন্দালবীজ, জারিত তাম্র ও মনছাল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ; একত্র মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে পাক করিতে হইবে। ইহা মর্দ্দন করিলে, সকল প্রকার কুষ্ঠ, মাংসবৃদ্ধি, ভগন্দর, বিচর্চ্চিকা, পামা ও দারুণ বাতরক্ত প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহাদ্বারা ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

কুষ্ঠকালানল তৈল।—পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল প্রত্যেক ১ একতোলা, একত্র উত্তমরূপে কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, তাহাদ্বারা বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে এবং শুষ্ক হইলে, বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তৈল মাখাইবে এবং সাঁড়াশীদ্বারা ঐ বাতি ধরিয়া প্রজ্বালিত করিবে, এবং উহার উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে তৈল প্রদান করিবে। তৈলের পরিমাণ সমুদায়ে ⁄।০ একপোয়া। প্রজ্বলিত বাতির নিম্নে একটী পাত্র রাখিবে। এই পাত্রে যে সকল তৈলবিন্দু নিপতিত হইবে, উহা কুষ্ঠস্থানে লেপন করিলে, সকল প্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ইহা বাতকুষ্ঠরোগে উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

পৃথ্বীসার তৈল।—করঞ্জবীজের তৈল ⁄১ একসের, কল্কার্থ—চিতামূল, নিসিন্দাপত্র, করবীরমূল, নালিতাবীজ ও মিঠাবিষ,—প্রত্যেক ১ একপল,

এই কল্কগুলি কাঁজিতে বাটিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ৮ আটতোলা কাঁজি মিশ্রিত করিয়া, রৌদ্রপক্ক করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ, ব্রণ ও রক্ত-দোষ নষ্ট হয়।

বাসারুদ্র তৈল।—তিলতৈল ⁄৪ চারিসের, গুলঞ্চের রস, গব্যদুগ্ধ, বাসকপাতার রস,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ ত্রিফলা, নিমছাল, তালমূলী, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, কনকধুতুরার মূল, হরিতাল, কুড়, বিষলাঙ্গলা, দাড়িমফলের খোলা, মনছাল, আপাঙ্গ, মিঠাবিষ, জয়ন্তীপত্র, নাটাকরঞ্জ ও কটফল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, যথাবিধানে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, দদ্রু, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, বিসর্প, বিদ্রধি, নাড়ীব্রণ, ঘোরতর ব্রণ, দুর্জ্জয় বাতরক্ত, সন্নিপাতজ্বর, দারুণ শিরোরোগ, শোথ, গলগণ্ড, গোদ, অর্ব্বুদ, অশেষবিধ বাতরোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শ্বাস, কাস, পীনস, ভগন্দর, উপদংশ ও চক্ষুশূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। এই তৈল নামাইবার সময়ে বৈদ্য রুদ্রমন্ত্র জপ করিবেন, এইরূপ বিধান আছে।

শ্বিত্রপঞ্চানন তৈল।—সর্ষপ-তৈল ⁄৪ চারিসের; গোমূত্র, দধির মাত, দুগ্ধ ও ছাগমূত্র,—প্রত্যেক ⁄৪ চারিসের; এবং কল্কার্থ এরণ্ডবীজ, তুলসী-বীজ, হাকুচবীজ, চাকুন্দেবীজ, তিৎঝিঙ্গার বীজ, পিপুল, আকোড়-বীজ, মনছাল, হীরাকস, হরীতকী, কুড় ও বিড়ঙ্গ,—মিলিত ⁄২ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া লইবে। ধবলস্থানে ঈষৎ ঘর্ষণ করিয়া এই তৈল লাগাইলে, শ্বেতকুষ্ঠসমূহ বিনষ্ট হয়।

খদিরারিষ্ট।—খদিরকাষ্ঠ ⁄৬।০ সওয়া ছয়সের, দেবদারু ⁄৬।০ সওয়া ছয়সের, সোমরাজী-বীজ ১২ বারপল, দারুহরিদ্রা ২০ কুড়িপল, ত্রিফলা ২০ কুড়ি পল, পাকার্থ জল ৫১২ পাঁচশত বারসের—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের। এইসকল ঔষধ ছাঁকিয়া, তাহাতে মধু ২৫ পঁচিশসের, চিনি ১২॥ সাড়েবার সের, ধাইফুল ২০ কুড়ি পল, কঙ্কোল, নাগেশ্বর, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্র—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং পিপুল ৪ চারিপল; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতভাণ্ড মধ্যে মুখ আবৃত করিয়া, একমাসকাল রাখিয়া দিবে। এই অরিষ্ট সেবন করাইলে, মহাকুষ্ঠসমূহ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, অর্ব্বুদ ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

শীতপিত্তরোগ।

হরিদ্রাখণ্ড।—হরিদ্রা ৮ আটপল, ঘৃত ৬ ছয়পল, গব্য দুগ্ধ ১৬ ষোল-সের, এবং /৬।০ সওয়া ছয়সের চিনি ; একত্র পাক করিয়া, পাকশেষে তাহাতে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মুতা ও লৌহ,—প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। ৷।০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়, ইহা উষ্ণ দুগ্ধ কিংবা জলসহ সেবন করিলে, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, এবং কণ্ডু, বিস্ফোট ও দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগসমূহ নিবারিত হয়।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড।—হরিদ্রাচূর্ণ /৷।০ অর্দ্ধসের, তেউড়ীচূর্ণ ৪ চারিপল, হরীতকীচূর্ণ ৪ চারিপল, চিনি /৫ পাঁচসের, এবং দারুহরিদ্রা, মুতা, যমানী, বন-যমানী, চিতামূল, কট্‌কী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, কুড়, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, চই, ধ'নে, লৌহ, অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। দুগ্ধসহ ৷।০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, এবং দদ্রু, কণ্ডু, পামা, বিচর্চ্চিকা, পাণ্ডু ও ক্রিমি প্রভৃতি বহু রোগ প্রশমিত হয়।

আর্দ্রকখণ্ড।—আদার রস /৪ চারিসের, গব্যঘৃত /২ দুইসের, গব্যদুগ্ধ /৮ আটসের, এবং /৪ চারিসের চিনি ; যথাবিধি পাক করিবে। আসন্নপাকে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, নাগেশ্বর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও শঠী,—প্রত্যেকের ১ একপল চূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে। ৷।০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, শীত-পিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, কণ্ডু, ক্রিমি, গুল্ম, শোথ, উদাবর্ত্ত, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা বল-বীর্য্যবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকারক।

রসাদি গুটী।—শোধিত পারদ ৮ আটভাগ, কুঁচিলা ১০ দশ ভাগ, গন্ধক ১২ বারভাগ, এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী,

ভেলার মুটী, চিতামূল, মুতা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুক, মিঠাবিষ, কুড়, পিপুলমূল ও নাগকেশর,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক এক ভাগ ও গুড় ২৪ চব্বিশ ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া কুলের ন্যায় বটিকা করিবে। এই বটী কিছুদিন সেবন করিলে, স্পর্শবাতের উপশম হয়।

শ্লেষ্ম-পিত্তান্তক রস।—রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতামূল, গন্ধক, সোহাগার খই, চিরাতা, ইন্দ্রযব, রাস্না, গুলঞ্চ ও পদ্মকাষ্ঠ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক, একদিন ক্ষেৎপাপড়ার রসসহ মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ চিনি, মধু ও মাংসরসের সহিত সেবন করিয়া, হরীতকী, পিপুল, গুড় ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য এক একমাষা পরিমাণে ইহার অনুপান করিবে। কিন্তু কফ ও বায়ুর আধিক্য থাকিলে, দাড়িম, শুঁঠ ও গুড় একত্র করিয়া পান করিতে দিবে।

বীরেশ্বর-রস।—রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কট্‌ফল, মেড়াশৃঙ্গী, বচ, শুঁঠ, বামুনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধ'নে, এইসকল দ্রব্য পটোলের রসসহ একদিন মর্দ্দন করিয়া, ৪ চারিমাষাপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। কফবাত-শান্তির জন্য এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া, লেহন করান আবশ্যক।

অম্লপিত্তরোগ।

দশাঙ্গ।—বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, চিরাতা, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও পটোলপত্র—সমুদায় ২ দুইতোলা, জল ৷৷৹ অর্দ্ধসের—শেষ ৵৹ আধপোয়া। এই ক্বাথ মধুসহ পান করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

ত্রিফলা, পটোলপত্র ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথে যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, জ্বর, বমন ও অম্লপিত্ত আরোগ্য হয়।

অবিপত্তিকর চূর্ণ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিট্‌লবণ, বিড়ঙ্গ, এলাইচ ও তেজপত্র, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ১ একভাগ, ইহাদের সমষ্টির সমান

অর্থাৎ ১১ এগারভাগ লবঙ্গচূর্ণ, তেউড়ীমূলচূর্ণ ৪৪ চুয়াল্লিশ ভাগ, এবং চিনি ৬৬ ছয়ষট্টি ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

পঞ্চনিম্বাদি-চূর্ণ।—নিম্ববৃক্ষের ত্বক্, পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল, সমুদায় ১ একভাগ, বিদ্ধড়ক ২ দুইভাগ, এবং শক্তু ১০ দশভাগ, এইসকল দ্রব্যে চিনি মিশাইয়া মিষ্ট করিয়া লইবে। শীতল জল ও মধুর সহিত ২ দুইতোলা পরিমাণে ইহা সেব্য। ইহা সেবনে পিত্ত-শ্লেষ্মজ ও দারুণ অম্লপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

পিপ্পলী-খণ্ড।—পিপ্পলীচূর্ণ ৪ চারিপল, ঘৃত ছয়পল, শতমূলীর রস ৮ আটপল, চিনি ⁄২ দুইসের, দুগ্ধ ⁄৮ আটসের, প্রক্ষেপার্থ,—দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মুতা, ধ'নে, শুঁঠ, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও আমলকী,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১॥০ দেড়তোলা, এবং মরিচ ও খদিরসার—প্রত্যেক দ্রব্য ৬ ছয়মাষা পরিমাণে লইয়া একত্র পাক করিবে; এবং শীতল হইলে, ইহার সহিত তিনপল মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, শূল, অরুচি, হৃল্লাস, বমন ও পিত্তজ অম্লশূল প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির উদ্দীপক ও হৃদ্য।

বৃহৎ পিপ্পলী-খণ্ড।—পিপুলচূর্ণ ⁄॥০ অর্দ্ধসের, ঘৃত ⁄১ একসের, চিনি ⁄২ দুইসের, শতমূলীর রস ⁄১ একসের, আমলকীর রস ⁄২ দুইসের এবং দুগ্ধ ⁄৮ আটসের; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, ধ'নে, মুতা, বংশলোচন ও আমলকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা এবং জীরা, কুড়, শুঁঠ ও নাগেশ্বর,—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত জায়ফলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধু—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, বমনবেগ, বমি, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়।

শুণ্ঠীখণ্ড।—শুঁঠচূর্ণ ⁄॥০ অর্দ্ধসের, চিনি ⁄২ দুইসের, ঘৃত ⁄১ একসের, এবং দুগ্ধ ⁄৮ আটসের; একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, তাহাতে আমলকী, ধ'নে, মুতা, জীরা, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা

ও হরীতকী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৷৷০ দেড়তোলা এবং মরিচ ও নাগেশ্বর, প্রত্যেক দ্রব্য ৸০ বার আনা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে, ৩ তিনপল মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। উষ্ণ দুগ্ধসহ ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, শূল, বমি এবং আমবাত ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী-মোদক।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুচিনি, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধ'নে, কুড়, যমানী, লৌহ, অভ্র, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুতা, বড়-এলাইচ, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শঠী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্ব্বসমান শুঁঠচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি এবং সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ গব্য-দুগ্ধ, যথাবিধি পাক করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধ বা জলসহ ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, কণ্ঠদাহ, বক্ষোজ্বালা, পার্শ্বশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও দৌর্ব্বল্য নিবারিত হয়। ইহা বলপুষ্টির বৃদ্ধিকারক।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডক অবলেহ।—কুমড়ার রস ১২৷৷০ সাড়ে বারসের, গব্য-দুগ্ধ ১২৷৷০ সাড়ে বারসের, আমলকীচূর্ণ ৮ আটপল, চিনি ৮ আটপল ও গব্যঘৃত ২ দুইপল, এইসকল দ্রব্য একত্র মৃদু-অগ্নিতে পাক করিয়া, পিণ্ডাকৃতি হইলে নামাইয়া লইবে এবং অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া, প্রতিদিন ৷৷০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তনাশক।

অভয়াদি অবলেহ।—হরীতকী, পিপুল, কিস্‌মিস্‌, চিনি ও দুরালভা এইসকলের চূর্ণ, মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা কণ্ঠদাহ, হৃদয়ের দাহ, মূর্চ্ছা, শ্লেষ্মা ও অম্লপিত্ত উপশমিত হয়।

অম্লপিত্তান্তক মোদক।—শুঁঠচূর্ণ ৮ আটপল, পিপুল চূর্ণ ৮ আটপল, সুপারীচূর্ণ ৮ আটপল, ঘৃত ⁄৪ চারিসের ও দুগ্ধ ⁄৪ চারিসের, এই সকল দ্রব্যের একত্র যথাবিধি মোদক পাক করিবে। পরে লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুড়, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বচ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রাস্না, দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি, সৈন্ধব-লবণ, হবুষা, শঠী, মদনফল, কট্‌ফল, জটামাংসী, অভ্র, বঙ্গ, রূপা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, মূর্ব্বা, বরাহক্রান্তা, বংশলোচন, পিপুলমূল, শুলফা, শতমূলী, পীতঝাঁটীমূল, জায়ফল, জয়িত্রী, কাঁকলা, মুতা, পিপুল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, আলকুশী-বীজ, কেলেকঁড়াবীজ, চন্দন, দেবতাড়, লৌহ ও

কাংস্য,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা এবং স্বর্ণভস্ম ১ একতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, বমি, মূর্চ্ছা, দাহ, শ্বাস, কাস, অম্ল এবং বাত-পিত্ত-কফ-সন্নিপাতজাত সর্ব্ববিধ রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রমেহ, সূতিকা, শূল, অগ্নিমান্দ্য, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গলগণ্ড প্রভৃতি রোগেরও শান্তিকারক।

ত্রিফলামণ্ডুর।—ত্রিফলার তিনটী দ্রব্য মিলিত ১ এক ভাগ, এবং গোমূত্রশোধিত মণ্ডুর ১ একভাগ, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া, শীতল জল অনুপানের সহিত লেহন করিলে, অম্লপিত্তজনিত শূল বিনষ্ট হয়।

সীতামণ্ডুর।—প্রথমতঃ মণ্ডুর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, ক্রমশঃ ৭ সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিয়া শোধন করিয়া লইবে। সেই শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ১ এক পল, চিনি পাঁচপল, পুরাতন ঘৃত ৮ আট পল এবং গব্যদুগ্ধ ১৬ ষোল পল; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, তাহাতে ত্রিকটু, যষ্টিমধু, বড়-এলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, কুড় ও লবঙ্গচূর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত দুই পল মধু মিশ্রিত করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে দুগ্ধসহ ।০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, শূল, বমি, আনাহ ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

পানীয়ভক্ত বটী।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তেউড়ী ও চিতামূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা এবং লৌহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা পরিমাণে একত্র ত্রিফলার ক্বাথসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা কাঁজি অনুপানের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শূল, শ্বাস, কাস ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

ক্ষুধাবতী গুড়িকা।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বচ, যমানী, শুল্‌ফা, চই, জীরা ও কৃষ্ণজীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল, এবং ঘেঁটকোল-মূল, পুনর্নবা, মাণ, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব, কেশুরিয়া, পদ্মগুলঞ্চ, ডানকুনি-মূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হুড়হুড়েমূল, রক্তচন্দন, ভীমরাজ, আপাঙ্গমূল, পটোল-পত্র ও থুলকুড়ি,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা পরিমাণে একত্র আদার রসের সহিত মাড়িয়া, কুল-আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। কাঁজি অনুপানের সহিত প্রাতঃকালে ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও শূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎ ক্ষুধাবতী বটিকা।—অভ্র ১৬ ষোল তোলা, লৌহ ৮ আট তোলা, এবং মণ্ডুর ৪ চারি তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া, থানকুনি, শ্বেত হুড়হুড়ে ও তালমূলী, ইহাদের (৮ আট পল) রসে প্রথম স্থালীপাক করিবে। পরে ভীমরাজ, কেশুর ও কাঁটা-নটের রসে দ্বিতীয় স্থালীপাক করিয়া, তদনন্তর ত্রিফলা ও নাগরমুতার রসে তৃতীয় স্থালীপাক করিবে। তৎপরে ঐ সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। অতঃপর ২ দুইতোলা পারদ ও ২ দুইতোলা গন্ধক একত্র মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত অভ্রাদিচূর্ণ, এই কজ্জলী এবং বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুল্‌ফা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, পিপ্পলমূল, আপাঙ্গমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, শ্বেত হুড়হুড়ে-মূল, ভীমরাজ, মাণ, বন-ওল, ঘেঁটুকোল, ডানকুনির মূল, কেশুরে, কেলেকড়ামূল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা এবং ত্রিফলা—মিলিত ১২ বার তোলা, একত্র মিশ্রিত করিবে। এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে রাখিয়া, আদার রসের ৩ তিন বার ভাবনা দিবে এবং শিলায় পেষণ করিয়া, কুলের অাঁটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—কাঁজি। প্রাতে ও ভোজনের পূর্ব্বে ইহার ৩ তিনটী বটিকা সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবনকালে মিষ্টদ্রব্য বিশেষতঃ দুগ্ধ ও নারিকেল-ভোজন বর্জ্জন করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, সকল প্রকার অম্লপিত্ত, পরিণামশূল, পাণ্ডু, গুল্ম, শোথ, উদরাময়, যক্ষ্মা, পঞ্চবিধ কাসরোগ, মন্দাগ্নি, অরোচক, প্লীহা, শ্বাস, আনাহ, আমবাত ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

পঞ্চানন গুড়িকা।—৪ চারি তোলা পারদ ও ৪ চারিতোলা গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহাদ্বারা ৮ আট তোলাপরিমিত তাম্রপত্রের চতুর্দ্দিক লিপ্ত করিবে; পরে ঐ তাম্রপত্র মূষাবদ্ধ ও পঞ্চলবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, গজপুটযন্ত্রে পাক করিবে। ইহাতে ঐ তাম্র ভস্মীভূত হইবে। তৎপরে সেই তাম্রভস্ম ৮ আটতোলা; পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, যমানী, শুল্‌ফা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, আপাঙ্গমূল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা এবং ঘেঁটকুলের মূল, মাণ, পিপুলমূল, চিতামূল ও হাড়জোড়ার মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া আদার রসসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত, পরিণামশূল,

শোথ, পাণ্ডু, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগের শান্তি হয়। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর ও রসায়ন।

ভাস্করামৃতাভ্র।—বাসকছাল, গুলঞ্চ, কেশুরিয়া, ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, ভৃঙ্গরাজ, মুতা, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, বেড়েলা ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ আটতোলা পরিমিত রসের সহিত সহস্রপুটিত অভ্র মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে শতমূলীর রসের ১২ দ্বাদশবার ভাবনা দিয়া, বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, অম্লপিত্ত, যক্ষ্মা, দাহ, শোথ, তন্দ্রা, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, শ্বাস, মূর্চ্ছা, ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি হয়।

অম্লপিত্তান্তক লৌহ।—রসসিন্দুর, জারিত তাম্র ও লৌহ,— প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ ও হরীতকী-চূর্ণ ৩ তিনভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১ একমাষা অর্থাৎ ৵০ দুই আনা পরিমাণে তাহা মধুর সহিত লেহন করিলে অম্লপিত্ত পীড়া প্রশমিত হয়।

সর্ব্বতোভদ্র লৌহ।—লৌহ, তাম্র ও অভ্র,— প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা, পারদ ২ দুইতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম ২ দুইতোলা, মনছাল ২ দুইতোলা, শিলাজতু ৩ তিনতোলা, গুগ্‌গুলু ২ দুইতোলা, এবং বিড়ঙ্গ, ভেলার মুটী, চিতামূল, শ্বেত-আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণ-পলাশের মূল, তালমূলী, পুনর্নবা, মুতা, গুলঞ্চ, গোরক্ষ-চাকুলে, চাকুন্দেবীজ, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়কবীজ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু,— প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, ৴০ এক আনা পরিমাণে জলসহ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা উপদ্রবযুক্ত অম্লপিত্ত, শূল, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বাতরক্ত, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা, শ্বাস, কাস, আমবাত ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

লীলাবিলাস রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র ও লৌহভস্ম, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে আমলকীর রসের ও বহেড়ার ক্বাথের ৩ তিন দিন ভাবনা দিয়া ২দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। পুরাতন-কুমড়ার জল,আমলকীর রস বা দুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে,অম্লপিত্ত, শূল,বমি ও বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

পিপ্পলীঘৃত।—ঘৃত ৴৪ চারিসের, পিপ্পলীর ক্বাথ ১৬ ষোলসের, এবং পিপুলের কল্ক ৴১ একসের ; যথানিয়মে পাক করিয়া, শীতল হইলে তাহার সহিত

পঞ্চতিক্ত-ঘৃত।—পটোলপত্র, ছাতিমছাল, নিমছাল, বাসকছাল ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ ১৬ ষোল সের এবং /১ এক সের ত্রিফলার কল্কের সহিত /৪ চারি সের ঘৃত পাক করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বিস্ফোট, বিসর্প ও কণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

মহাপদ্মক-ঘৃত।—গব্যঘৃত /৪ চারি সের, কল্কার্থ—পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, লোধ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোট এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, লাক্ষা, তেজপত্র, মোম, তুঁতে, বহুবার (বোহারিয়া ফল), শিরীষ ও কয়েৎ-বেল,—মিলিত /১ এক সের, যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, নানাপ্রকার বিস্ফোট, কুষ্ঠ, বিসর্প এবং বহুবিধ বিষব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগ-সমূহ নিবারিত হয়।

করঞ্জতৈল।—সর্ষপতৈল /৪ চারি সের, কল্কার্থ—ডহর-করঞ্জ, ছাতিম-ছাল, ঈশলাঙ্গলা, সীজের আঠা, আকন্দের আঠা, চিতামূল, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও মিঠাবিষ- মিলিত /১ এক সের এবং গোমূত্র ১৬ ষোল সের; যথানিয়মে পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে, বিসর্প, বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকারোগ নিবারিত হয়।

মসূরিকারোগ।

কাঞ্চনাদি কাথ।—যেসকল মসূরিকা বাহির হইয়া মিলাইয়া যায়, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বহিষ্করণার্থ রোগীকে স্বর্ণমাক্ষিক প্রক্ষেপযুক্ত রক্তকাঞ্চন-ছালের কাথ পান করাইবে।

পটোলাদি কাথ।—পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরাতা, নিমছাল, কট্‌কী ও ক্ষেৎপাপড়া, - মিলিত ২ দুইতোলা, /॥০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ৵০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, বসন্তরোগীকে পান করাইলে তাহার অপক্ক বসন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। এই কাথ বিস্ফোটজ্বরে বিশেষ উপকারী।

খদিরাষ্টক।—খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, পটোলপত্র, গুলঞ্চ ও বাসক, এই সমুদায় দ্রব্য মিলিত ২ দুইতোলা পরিমাণে যথানিয়মে কাথ প্রস্তুত

করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোটক ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

নিম্বাদি।—নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, কটুকী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জ্বর ও মসূরিকা নষ্ট হয়; এবং যেসকল মসূরিকা একবার বহির্গত হইয়া বসিয়া যায়, তাহা পুনরায় উদ্গত হইয়া থাকে।

ঊষণাদি-চূর্ণ।—মরিচ, পিপ্পলমূল, কুড়, গজপিপ্পলী, মুতা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, বামুনহাটী, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, আতইচ, বাসকছাল, গোক্ষুর, বৃহতী ও কণ্টকারী,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জলসহ তাহা ৵০ দুইআনা পরিমাণে সেবন করিলে, মসূরিকা, রোমান্তী, বিস্ফোট ও জ্বর নিবারিত হয়।

সর্ব্বতোভদ্র রস।—রসসিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মনছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, বংশলোচন ২ দুইভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ৵০ দুইআনা পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, মসূরিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

দুর্ল্লভ-রস।—শ্বেতবেড়েলা, বেড়েলা, পিপুল, আমলকী, রুদ্রাক্ষ, ঘৃত ও মধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত মূর্চ্ছিত পারদ ও রসসিন্দূর একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা বসন্তরোগ-নাশক। পৃথিবীর মধ্যে এমন ঔষধ দুর্ল্লভ বলিয়া ইহার নাম দুর্লভ-রস।

ইন্দুকলা-বটিকা।—শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে বাবুই তুলসীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, মসূরিকা, বিস্ফোট এবং দুর্বিধ ব্রণ বিনষ্ট হয়।

এলাদ্যরিষ্ট।—এলাইচ ৫০ পঞ্চাশপল, বাসকছাল ২০ কুড়িপল; মঞ্জিষ্ঠা, কুড়চিছাল, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বেণামূল, যষ্টিমধু, শিরিষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, চিরাতা, নিমছাল, চিতামূল, কুড় ও মৌরী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল এবং জল ৫১২ পাঁচশত বারসের—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের, একত্র পাক করিবে এবং শীতল হইলে, তাহাতে ধাইফুল ১৬ যোলপল, মধু

৩৭॥০ সাড়েসাঁইত্রিশসের, এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপ্পুল, মরিচ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, মুরামাংসী, মুতা, শৈলজ, অনন্তমূল ও শ্যামালতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, আবৃতপাত্রে একমাস রাখিবে। তৎপরে ছাঁকিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, শ্লেমান্তী, মসূরিকা, শীতপিত্ত, বিস্ফোট, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, উপদংশ, প্রমেহ-পিড়কা, এবং শ্বাস ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

ক্ষুদ্ররোগ।

--:০:--

অমৃতাঙ্কুর-বটী।—বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, শিলাজতু, এই সমুদায় দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া, গুলঞ্চের রসসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা আমলকীর রসের সহিত সেবন করিলে, নানাবিধ ক্ষুদ্ররোগ, পিত্তজনিত ও রক্তজ রোগসমূহ, জীর্ণজ্বর, প্রমেহ, কার্শ্য, ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং পুষ্টি, কান্তি, মেধা ও সুমতি বর্দ্ধিত হয়।

চন্দ্রপ্রভা-রস।—সোমরাজীবীজ, বংশলোচন, সৈন্ধব-লবণ, শিলাজতু ও গুগ্‌গুলু,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; এবং স্বর্ণ, পিত্তল, রৌপ্য, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক—প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ্ধতোলা; একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ৪ চারিরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ব্যাধি ও দোষাদি বিবেচনা করিয়া, উপযুক্ত অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার ক্ষুদ্ররোগ, প্রমেহ ও বহুবিধ বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় এবং চির-নষ্ট অগ্নির দীপ্তি ও বলের বৃদ্ধি হয়।

বর্ণক-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের; এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, কাঁউনীদানা, শ্বেতসর্ষপ, পদ্মকাষ্ঠ, কৃষ্ণাগুরু, হরিদ্রা ও লোধ এইসকল দ্রব্য—মিলিত /১ একসের; যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া, বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে কুঙ্কুম ও মোম—প্রত্যেক /১০ অর্দ্ধপোয়া করিয়া, প্রক্ষেপ দিয়া, পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে; অতি অল্পক্ষণ পাক করিয়া শীতল জলের উপর ঐ ঘৃতপাত্র কিঞ্চিৎকাল স্থাপন করিবে ও উহা নির্জ্জন স্থানে রাখিবে। এই ঘৃত

মুখে লেপন করিলে, মুখশ্রী বর্দ্ধিত হয়; এমন কি, বিলাসবতী রমণীদিগের মুখ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবিম্ববৎ সৌন্দর্য্যশালী হয়।

চাঙ্গেরী-ঘৃত।—ঘৃত /১ একসের; আমরুলের রস, শুষ্ককুলের ক্বাথ ও অম্লদধি—মিলিত ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ শুঁঠ ও যবক্ষার—মিলিত /।০ একপোয়া; যথাবিধানে পাক করিয়া সেবনে, গুদভ্রংশের বেদনা নিবারিত হয়।

ভৃঙ্গরাজ-ঘৃত।—ঘৃত /১ একসের, ভীমরাজ-রস /৪ চারিসের ও কল্কার্থ ময়ূর-পিত্ত ১৬ ষোলতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত সপ্তাহকাল নস্যকার্য্যে ব্যবহার করিলে, কেশের পক্কতাদোষ নিবারিত হয়।

ক্ষার-ঘৃত।—ঘণ্টাপারুল, কুড়্চি, কুঁচ, চিতা, কদলী, বাসক, আকন্দ, মনসা-সীজ, অপামার্গ, করবীর, বহেড়া, পলাশ, পালিধা ও করঞ্জ, ইহাদের গাছ খণ্ড খণ্ড করিবে এবং সেইসকল খণ্ড সমান ভাগে লইয়া, একত্র দগ্ধ করিয়া ভস্ম প্রস্তুত করিবে। পরে ১২ বারসের জলে /২ দুইসের এই ভস্ম গুলিয়া, ক্রমান্বয়ে ২১ একুশবার ছাঁকিবে। এই ক্ষার জল ১২ বারসের এবং যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগার খই—মিলিত /১ একসের,—এই কল্কসহ /৪ চারিসের গব্যঘৃত মৃদু জ্বালে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, মশক, তিলকালক, পদ্মিনী-কণ্টক, চিপ্প, অলসক, দদ্রু ও সিধ্ম রোগের উপশম হয়।

সহচর-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের; ক্বাথার্থ—পীতঝাঁটী ১২॥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; মিলিত দশমূল ১২॥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, শিরীষছাল ১২॥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, বিছাটীমূল, মেটে-সিন্দুর ও গিরিমাটী, মিলিত /১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, ন্যচ্ছ, নীলিকা, তিলকালিক, অঙ্গুলিবেষ্টক, পাদদারী ও যুবানপিড়কা নিবারিত হয়।

কুঙ্কুমাদি ঘৃত।—ঘৃত /১ একসের, চিতামূলের ক্বাথ /৪ চারিসের, কল্কার্থ কুঙ্কুম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও পিপুল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত বিবেচনামত পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যকর্ম্মে প্রয়োগ করিলে, নীলিকা, যুবানপিড়কা, সিধ্ম, সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ এবং শিরোরোগের শান্তি হয়।

হরিদ্রাদ্য-তৈল।—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কেলেকড়া, রক্তচন্দন, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, এবং কয়েৎ-বেল, গাব, পাকুড় ও বট,—ইহাদের পত্র, এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক ও চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, মর্দ্দন করিলে, যুবানপিড়কা, ব্যঙ্গ, নীলিকা ও তিলকালক প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই তৈলোক্ত কল্কদ্রব্যসমূহ বাঁটিয়া মুখে প্রলেপ দিলেও, তৈলের ন্যায় উপকার পাওয়া যায়।

দ্বিহরিদ্রাদ্য-তৈল।—কটুতৈল /৪ চারিসের, কল্কার্থ হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, চিরাতা, ত্রিফলা, নিমছাল, রক্তচন্দন—প্রত্যেক ১ একপল, এবং ১৬ ষোলসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া মস্তকে লেপন করিলে, অরুংষিকারোগ নষ্ট হয়।

কুঙ্কুমাদ্য তৈল।—তিলতৈল /॥০ অর্দ্ধসের, কল্কার্থ—রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালিয়াকাষ্ঠ, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটের ঝুরি, পাকুড়ের শুঙ্গা, পদ্মকেশর ও দশমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, জল ১৬ ষোল-সের—শেষ /৪ চারিসের, কল্কার্থ, মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং /১ একসের ছাগদুগ্ধ যথানিয়মে পাক করিয়া, পাকশেষে তাহাতে ৪ চারিতোলা কুঙ্কুম প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পিড়কা, নীলিকা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি পীড়া বিদূরিত হইয়া মুখজ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হয়।

ত্রিফলাদ্য তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কল্কার্থ—ত্রিফলাচূর্ণ, জটামাংসী, ভৃঙ্গরাজ, নীলশুঁদীফুল, অনন্তমূল ও সৈন্ধব-লবণ—মিলিত /১ এক-সের, এবং ১৬ ষোলসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল মর্দ্দন করিলে, রুক্ষি (খুস্কি) নিবারিত হয়।

মালত্যাদ্য তৈল।—তিলতৈল /১ একসের, কল্কার্থ—মালতীপত্র, করবীর মূল, চিতামূল ও ডহরকরঞ্জবীজ—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং /৪ চারিসের জল যথাবিধি পাক করিয়া, টাক ও দারুণক রোগে মর্দ্দন করিবে।

স্নুহ্যাদ্য তৈল।—সর্ষপতৈল /৪ চারিসের, ছাগমূত্র /৮ আটসের, গোমূত্র /৮ আটসের, কল্কার্থ—সীজের আঠা, আকন্দের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, ঈশ-লাঙ্গলা, মৃণাল, কুঁচ, রাখালশশার মূল, শ্বেতসর্ষপ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, টাকস্থানে মর্দ্দন করিলে, অতি দুঃসাধ্য মসৃণ টাকও নিবারিত হয়।

যষ্টিমধ্বাদ্যতৈল।—তিলতৈল /১ একসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ যষ্টিমধু ৮ আটতোলা ও আমলকী ৮ আটতোলা, যথানিয়মে পাক করিয়া, তাহার নস্য লইলে এবং মর্দ্দন করিলে, কেশ ও শ্মশ্রু উৎপন্ন হয়।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্য তৈল।—তিলতৈল /॥০ অর্দ্ধসের, আমলকীর রস /১ একসের, এবং কল্কের জন্য প্রপৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া, এই তৈল নস্যকার্য্যে ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

চন্দনাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ যোল-সের এবং কল্কার্থ—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল,—প্রিয়ঙ্গু, বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, মৃণাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, শ্যামালতা ও অনন্তমূল,—মিলিত /১ একসের। এই তৈল যথাবিধানে মৃদু-অগ্নিতে পাক করিয়া, মস্তকে লাগাইলে, কেশ ঘন, কুঞ্চিত, দৃঢ়মূল, ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও বর্দ্ধিত হয়; এবং ইহার নস্য লইলে, কেশের অকালপক্কতা নিবারিত হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল।—তিলতৈল /॥০ অর্দ্ধসের, ছাগদুগ্ধ /১ একসের, এবং কল্কদ্রব্য—মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, টাবানেবুর মূল ও যষ্টিমধু—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, পানে ও মর্দ্দনে ব্যবহার করিলে, নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা মুখের শ্রীবৃদ্ধিকারক এবং বলিপলিতনাশক।

সপ্তচ্ছদাদি তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের; ছাতিমছাল, বাসক-ছাল ও নিমছাল, ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ ১৬ যোলসের; কল্কার্থ হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, খদির-কাষ্ঠ, যবক্ষার ও সৈন্ধব,—মিলিত /১ একসের, এবং গোমূত্র ১৬ যোলসের; যথাবিধি মৃদু-অগ্নিতে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, কদর, ব্যঙ্গ, নীলিকা ও জালগর্দ্দভ প্রভৃতি পীড়া, এবং যাবতীয় চর্ম্মরোগ প্রশমিত হয়।

বিদার্য্যাদি তৈল।—ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, পানফল ও কেশুর, ইহাদের কল্ক, এবং তৈলের দশগুণ দুগ্ধ, একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, নস্যার্থ প্রয়োগ করিলে, দন্তরোগ বিনষ্ট হয়।

বহ্নিতৈল।—চিতামূল, দন্তীমূল ও ঘোষালতা, এই তিনটী দ্রব্যের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া, কেশদদ্রুতে প্রয়োগ করিবে।

মহানীল তৈল।—বহেড়া বীজের তৈল ১৬ ষোলসের, আমলকীর রস ৬৪ চৌষট্টিসের, কল্কার্থ—হুড়্ হুড়ের মূল, নীলঝাঁটীর মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণ শণের বীজ, ভীমরাজ, কাকমাচী, ষষ্টিমধু ও দেবদারু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল; পিপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, পৌণ্ডরীক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, আম্রকেশী, কৃষ্ণকর্দ্দম (যে কর্দ্দম পদ্মমূলে সংলগ্ন থাকে), মৃণাল, রক্তচন্দন, নীলকাষ্ঠ, ভেলার মুটী, হীরাকস, মল্লিকাফুল, সোমরাজী, অশনছাল, লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণপুষ্প, মদনছাল, চিতামূল, অর্জ্জুনপুষ্প, গাম্ভারীপুষ্প, আম্রবীজ ও জামবীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে লৌহপাত্রে পাক করিবে। অথবা জলীয় পদার্থ শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত রৌদ্রতাপে রাখিয়া কেবল রৌদ্রপক্ক করিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া, লৌহপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই তৈল নস্য, পান, এবং মর্দ্দনার্থ প্রয়োগ করিলে, শিরোরোগ ও কেশের অকালপক্কতা নিবারিত হয়।

উপোদিকাক্ষার-তৈল।—পুঁইয়ের ডাঁটা, সর্ষপ, নিমের ছাল, মোচা, কুমড়ার ডাঁটা, ও কাঁকুড়ের ডাঁটা, এইসমস্ত দ্রব্য ভস্ম করিয়া, ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে। সেই ক্ষারজল ও সৈন্ধব-লবণের কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল লেপন করিলে, পাদদারী রোগের উপশম হয়।

ক্ষারতৈল।—গর্দ্দভের মূত্রের সহিত ঝিনুক, শামুক ও শঙ্খভস্ম এবং শ্যোনা ও ঘণ্টা-পারুলের ক্ষার মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহাদ্বারা লোমনাশ হয়, এবং অর্শঃ, কুষ্ঠ, পামা দদ্রু প্রভৃতি সকলপ্রকার ক্লেদজরোগ বিনষ্ট হয়।

স্বল্পভৃঙ্গরাজ তৈল।—তিলতৈল ।৪ চারিসের, কল্কের জন্য ভীমরাজ, ত্রিফলা, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও মণ্ডুর, এইসকল দ্রব্য মিলিত ।১ একসের, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের। এই তৈল মাথায় মাখিলে, দারুণক রোগ নষ্ট হয়, এবং ইহা কেশ কুঞ্চিত ও ঘন করিয়া কেশের শ্রীসম্পাদন করে।

গুঞ্জাতৈল।—তিলতৈল ।৪ চারিসের, ভীমরাজের রস ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ কুঁচফল ।১ একসের; একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, এই তৈল মর্দ্দন করিলে, কণ্ডু, দারুণক, কুষ্ঠ ও কাপালরোগ বিনষ্ট হয়।

কনকতৈল।—তিলতৈল ।৷৹ অর্দ্ধসের, কাথের জন্য যষ্টিমধু ।১ একসের, জল ।৮ আটসের,—শেষ ।২ দুইসের, কল্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, উৎপল ও নাগকেশর,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ও পাকার্থ জল ।২ দুইসের।

একত্র যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, মুখের কান্তিবৃদ্ধি এবং জটুল, নীলিকা ও ব্যঙ্গরোগ বিদূরিত হয়।

মুখরোগ।

দন্তরোগাশনি-চূর্ণ।—জাতীপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, ঝাঁটীপত্র, মুতা, বচ, যমানী ও হরীতকী, এইসমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া, মুখে ধারণ করিলে, দন্তের ক্রিমি, কণ্ডু, শূল ও দৌর্গন্ধ নষ্ট হয়।

দশনসংস্কার-চূর্ণ।—শুঁঠ, হরীতকী, মুতা, খদির, কর্পূর, সুপারী-ভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি,—প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ এবং সর্ব্বসমান ফুলখড়িচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ইহাদ্বারা দন্তাদি মার্জ্জন করিলে, দন্তরোগ ও মুখরোগ প্রশমিত হয়।

কালকচূর্ণ।—ঝুল, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, চই, ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ অথবা অগুরু ও চিতামূল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। সেই বটিকা মুখে ধারণ করিলে, গলরোগ, জিহ্বারোগ এবং মুখরোগসমূহ নিবারিত হয়।

পীতকচূর্ণ।—মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব-লবণ ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত এবং ঘৃতমণ্ডের সহিত আলোড়িত করিয়া, মুখে ধারণ করিলে, কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

সপ্তচ্ছদাদি কাথ।—ছাতিমছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুতা, হরীতকী, কটকী, যষ্টিমধু, সোন্দাল ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ পান করিলে, মুখের পাক (ঘা) নিবারিত হয়।

পটোলাদি ক্বাথ।—পটোলপত্র, শুঁঠ, ত্রিফলা, রাখালশশার মূল, বলাডুমুর, কট্‌কী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ; ইহাদের ক্বাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান অথবা মুখে ধারণ করিলে, মুখরোগ প্রশমিত হয়।

ক্ষার-গুড়িকা।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, এলাইচ, মরিচ, দারুচিনি, পলাশের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার ও যবক্ষার, এই সমস্ত দ্রব্য দ্বিগুণ-পরিমিত পুরাতন-গুড়ের সহিত পাক করিয়া, কুলপ্রমাণ গুড়িকা করিবে; সেইসমস্ত গুড়িকা ৭ সাত দিন ঘণ্টাপারুলের ক্ষারের মধ্যে রাখিয়া, পরে মুখে ধারণ করিলে, যাবতীয় কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

যবক্ষারাদি গুটী।—যবক্ষার, চই, আকনাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা ও পিপুল, এইসমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, গুড়িকা করিবে। সেই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে, গলরোগ প্রশমিত হয়।

খদির-বটিকা।—খদির ১২৷৷০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টি-সের,—শেষ ৵৮ আটসের,—এই ক্বাথে জয়িত্রী, কর্পূর, সুপারী, বাবলাপত্র ও জায়ফল—প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে, দন্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু ও মুখগত রোগসমূহ নিবারিত হয়।

বৃহৎ খদির-বটিকা।—খদির ১২৷৷০ সাড়েবারসের, গুয়েবাবলার ছাল ২৫ পঁচিশসের, জল ২৫৬ দুইশত ছাপান্নসের,—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের;—এই ক্বাথ ছাঁকিয়া, পুনর্ব্বার তাহা পাক করিবে। পাকে ঘনীভূত হইলে, তাহাতে বড়এলাইচ, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, প্রিয়ঙ্গু, তমালপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, অগুরু, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, ধাইফুল, নাগেশ্বর, পুণ্ডরিয়া, গিরিমাটী, দারুহরিদ্রা, কট্‌ফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটের ঝুরি, দুরালভা, জটা-মাংসী, হরিদ্রা, কুন্দুরুখোটী, অথবা রাস্না ও দারুচিনি; প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুই-তোলা এবং কক্কোলফল, জায়ফল, জয়িত্রী ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে তাহার সহিত ৵৷৷০ অৰ্দ্ধসের কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, মটরের ন্যায় গুড়িকা করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুগত রোগ দূরীভূত হয় এবং মুখ সুরস ও সুগন্ধযুক্ত, দন্ত-মূল দৃঢ় ও জিহ্বা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহা মুখের জড়তানাশক ও রুচিকর।

রসেন্দ্রবটী।—পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, প্রবাল ও লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ এবং স্বর্ণ ¼ সিকিভাগ, একত্র করিয়া, নিমছাল, অশনছাল ও চিতামূল, ইহাদের রসের ভাবনা দিয়া, উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। এই বটী বহুবার-ছালের ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ, অথবা অগুরুর ক্বাথের সহিত, প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী করিয়া সেবন করিলে, মুখরোগ, বাতব্যাধি, মেহ ও জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নি-বল-বীর্য্য-বর্দ্ধক ও রসায়ন।

সহকার-বটী।—আমছাল ১২॥০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; খদিরকাষ্ঠ ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, অশনছাল ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; এই চারিটী ক্বাথ একত্র করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাকশেষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা—শ্বেতচন্দন, বালা, রক্তচন্দন, গিরিমাটী, লবঙ্গ, ধাইফুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, জায়ফল, শ্যামালতা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বটের ঝুরি, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, মুতা, বিটলবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লৌহ ও কর্পূর, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা)। মটরপ্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, ইহা মুখে ধারণ করিলে, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালু প্রভৃতির ক্ষত অতিশীঘ্র নষ্ট হয় এবং মুখের সৌগন্ধ, দন্তের দৃঢ়তা ও আহারে রুচি জন্মে।

পথ্যাবটী।—হরীতকী, বালা ও কুড়, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, সকল চূর্ণের আটগুণ গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া বটিকা করিবে। ইহা ক্ষেৎপাপড়ার রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ নষ্ট হয়।

মুখরোগহর-রস।—পারদ ১ এক তোলা, গন্ধক ১ একতোলা ও শিলাজতু ৪ চারিতোলা, এইসকল দ্রব্যে গোমূত্র, আকন্দপত্রের রস, জাতীপত্রের রস, নিমপত্রের রস ও গজপিপ্পলীর রসের ৭ সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ৮ আটরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে এবং জলপিপ্পলীর (কাঁচড়ার) কল্কদ্বারা মুখ ঘর্ষণ করিলে, অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হয়।

চতুর্ম্মুখরস।—রসসিন্দুর ও জারিত স্বর্ণ, প্রত্যেক সমভাগ এবং এই দুইটী দ্রব্যের সমান মনঃশিলা, মসিনার তৈলসহ মর্দ্দন করিয়া, একটী গোলক করিবে; পরে ঐ গোল-পিণ্ডটী বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া, তাহাতে মসিনা-বাঁটার লেপ দিবে। পরে তাহা দোলাযন্ত্রে ৩ তিনদিন পাক করিয়া, যথাপরিমাণে মুখে ধারণ করিলে, জিহ্বা, দন্ত ও মুখগতরোগ নষ্ট হয়।

পার্ব্বতী-রস।—গন্ধক, পারদ, হিঙ্গুল, মৌলফুল, গুলঞ্চ, শিমূল, দ্রাক্ষা, ধ'নে, চিরাতা, ভৃঙ্গরাজ, তিল, মুগ, পটোল, কুষ্মাণ্ড, সৈন্ধব-লবণ, বিটলবণ, যষ্টিমধু ও ধ'নে, এইসমুদায় দ্রব্য সমানভাগে লইয়া, অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ভস্ম প্রস্তুত করিবে। এই ভস্ম এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে, শীঘ্রই মুখরোগ বিনষ্ট হয়। পুরাতন পিত্তজ্বরে, তিমিররোগে এবং তৃষ্ণারোগেও ইহা বিশেষ উপকারক।

সপ্তামৃত-রস।—রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে লেহন করিলে, মুখরোগ বিনষ্ট হয়।

মালত্যাদ্য-ঘৃত।—গব্যঘৃত /৪ চারিসের, মালতী, ঘলঘসিয়া, নিম, বাবলা, ঝাঁটী ও শাল, ইহাদের পত্র-ত্বগাদির রস বা ক্বাথ,—প্রত্যেক দ্রব্য /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, রক্তচন্দন, চাঁপার ছাল, অশ্বত্থছাল, বটছাল, নীলমূল, হরিদ্রা, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, কুড় ও পিপুল—সমুদায়ে মিলিত /১ একসের পরিমাণে লইয়া, রাঙ্গের কলাই করা তাম্রপাত্রে পাক করিবে। এই ঘৃত গণ্ডূষ ও পানার্থ ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হয়।

বকুলাদ্য-তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কল্কার্থ—বকুলফল, লোধ, হাড়যোড়া, নীলঝাঁটী, সোন্দালপত্র, বাবুই-তুলসী, শালবৃক্ষের ছাল, গুয়েবাবলা, ও অশনের ছাল, সমুদায়ে ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ ঐসমস্ত দ্রব্য মিলিত /১ একসের; যথানিয়মে পাক করিয়া, মুখে ধারণ ও নস্য গ্রহণ করিলে, চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

লাক্ষাদ্যতৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, লাক্ষার ক্বাথ /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারি সের, গুয়ে-বাবলার ক্বাথ ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ লোধ, কট্‌ফল,

মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা) পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের গণ্ডূষ ধারণ করিলে, দালন, দন্তচাল, হনুমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, মুখদৌর্গন্ধ্য, অরোচক ও মুখের বিরসতা প্রভৃতি নষ্ট হয়; এবং দন্তসকল দৃঢ় হয়।

জাত্যাদ্য-তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, জাতীপত্রের রস, শঙ্খ-পুষ্পীর রস ও বকুলছালের ক্বাথ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ—খদিরকাষ্ঠ, আম্রকেশী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই, নীলোৎপল, কুড়, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বালা, লোধ, মেটেসিন্দুর, স্বর্ণগিরি, বটের ঝুরি ও লৌহ,—মিশ্রিত /১ একসের; যথাবিধি এই তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ, ভগন্দর, উপদংশ ও দুষ্টব্রণ বিনষ্ট হয়।

মহাসহচর-তৈল।—নীলঝাঁটী ১২৷৷০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের—শেষ ১৬ ষোলসের, তৈল /৪ চারিসের; এবং কল্কার্থ অনন্তমূল, খদির-কাষ্ঠ, গুয়েবাব্‌লার ছাল, জামছাল, আমছাল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; যথাবিধানে পাক করিয়া, মুখে ধারণ করিলে, দন্তসমূহের স্থিরতা সম্পাদিত হয়।

ইরিমেদাদ্য-তৈল।—তিলতৈল /৮ আটসের, ক্বাথার্থ—গুয়েবাব্‌-লার ছাল ১২৷৷০ সাড়েবার সের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ,—মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, গুয়েবাব্‌লার ছাল, খদিরকাষ্ঠ, কট্‌ফল, লাক্ষা, বটছাল, মুতা, ছোট-এলাইচ, কর্পূর, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কঙ্কোল, জয়িত্রী, জায়ফল, রক্তচন্দন, গিরিমাটী, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও ধাইফুল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; যথাবিধানে পাক করিয়া, এই তৈল মুখে ধারণ করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ, দন্তসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ রোগ এবং জিহ্বা, তালু ও ওষ্ঠরোগ-সমূহের নিবৃত্তি হয়।

কর্ণরোগ।

—০—

ভৈরব-রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, কড়িভস্ম ও মরিচচূর্ণ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে আদার রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। আদার রসের সহিত ইহা সেবন করিলে, কর্ণরোগ, শ্লেষ্মবিকৃতি, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়।

ইন্দুবটী।—শিলাজতু, অভ্র ও লৌহভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং স্বর্ণভস্ম ½ সিকিভাগ—এইসমস্ত দ্রব্যে—কাকমাচী, শতমূলী, আমলকী, ও পদ্মের রসের ভাবনা দিয়া ২ দুইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। আমলকীর রস বা ক্বাথের সহিত ইহা সেবন করিলে, কর্ণনাদাদি বাতজ পীড়া এবং প্রমেহরোগ প্রশমিত হয়।

সারিবাদি-বটী।—অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, দারুচিনি, তেজপত্র, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, ইহাদের সমষ্টির সমান অভ্র এবং অভ্রের সমান লৌহ—এইসমস্ত দ্রব্যে কেশুরিয়ার রস, অর্জ্জুনছালের রস, যবের ক্বাথ, কাক-মাচীর রস ও কুঁচমূলের ক্বাথের ভাবনা দিয়া, ৬ ছয়রতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ, শতমূলীর রস, অথবা শ্বেতচন্দনের জলসহ ইহা সেবন করিলে, সর্ব্ব-প্রকার কর্ণরোগ এবং হৃদ্রোগ, শ্বাস, কাস, অপস্মার, অর্শঃ, মদাত্যয়, ক্ষয়, জীর্ণজ্বর, স্ত্রীরোগসমূহ, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

দীপিকাতৈল।—মহৎ পঞ্চমূলের অষ্টাঙ্গুলপরিমিত কাষ্ঠখণ্ডে অথবা দেবদারু, কুড় ও সরলকাষ্ঠে তৈলসিক্ত পট্টবস্ত্র জড়াইয়া, তাহা প্রজ্বালিত করিবে। তাহা হইতে যে বিন্দু বিন্দু তৈল পতিত হইবে, তাহাকেই দীপিকা তৈল কহে, ঐ তৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, বেদনার সদ্যঃ শান্তি হয়।

দশমূলীতৈল।—তিলতৈল ⁄৪ চারিসের, ক্বাথার্থ মিলিত দশমূল ১২৷৷০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ দশমূল ⁄১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, কর্ণে পূরণ করিলে, বধিরতা নিবারিত হয়।

জম্ব্বাদ্যতৈল।—নিম, করঞ্জ, অথবা সর্ষপের তৈল—/১ একসের; এবং কল্কার্থ জামপাতা, আমপাতা, কপিত্থফল ও কার্পাসবীজ, মিলিত ২ দুইপল; যথাবিধি পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। জামপাতা প্রভৃতির ক্বাথ করিয়া, সেই ক্বাথের সহিতও অনেকে এই তৈল পাক করিয়া থাকেন।

শম্বুকতৈল।—সর্ষপতৈল /১ একসের, কল্কার্থ—শামুকের মাংস ২ দুইপল, এবং পাকার্থ জল /৪ চারিসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, সেই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণনালী প্রশমিত হয়।

নিশাতৈল।—সর্ষপ-তৈল /৪ চারিসের, ধুতূরাপাতার রস /১ একসের, কল্কার্থ—হরিদ্রা /৪ চারিতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা; যথানিয়মে পাক করিয়া, কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণনালী বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠাদ্যতৈল।—তিলতৈল /১ একসের, ছাগমূত্র /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, শুল্‌ফা, শুঁঠ ও সৈন্ধব, মিলিত ১৬ ষোলতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, পূতিকর্ণ নিবারিত হয়।

ক্ষারতৈল।—তৈল /৪ চারিসের, মধুশুক্ত ১৬ ষোলসের, টাবানেবুর রস ১৬ ষোলসের, কদলীরস ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—বালার ক্ষার, মূলার ক্ষার, শুঁঠের ক্ষার, হিং, শুঁঠ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, সজিনাছাল, রসাঞ্জন, সচল-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, ঔদ্ভিদ-লবণ, সৈন্ধব লবণ, ভূর্জ্জপত্র, পিপুলমূল, বিট্‌লবণ ও মুতা সমুদায়ে মিলিত /১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল, বধিরতা, কর্ণনাদ, দারুণ পূযস্রাব ও ক্রিমি, অতিশীঘ্র বিনষ্ট হয়। ইহা মুখরোগে এবং দন্তরোগেও বিশেষ উপকারী।

মধুশুক্ত।—মধুপ্রধান শুক্তকে মধুশুক্ত কহে। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী যথাঃ—জামীর-নেবুর রস ৩২ বত্রিশপল, পিপুলমূল ৪ চারিপল, এবং /১ একসের মধু, একত্র করিয়া মৃত্তিকার কলসে স্থাপনপূর্ব্বক ঐ কলসী একমাসকাল পর্য্যন্ত ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে; তাহা হইলে মধুশুক্ত প্রস্তুত হইবে।

স্বর্জ্জিকাদ্যতৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, কাঁজি ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—সাচীক্ষার, শুষ্কমূলা, হিং, পিপুল, শুঁঠ, ও শুল্‌ফা, সমুদায়ে মিলিত /১ একসের—যথাবিধি ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বধিরতা ও কর্ণস্রাব নিবারিত হয়।

বিল্বতৈল।—তিলতৈল ৴৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—গোমূত্রপিষ্ট বেলশুঁঠ ৴১ একসের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, বধিরতা রোগের উপশম হয়।

লশুনাদ্যতৈল।—রসুন, আমলকী ও হরিতাল,—মিলিত ২ দুইপল (১৬ যোলতোলা); এই কল্ক এবং ৴৪ চারিসের ছাগদুগ্ধের সহিত ৴১ একসের তিলতৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, বাধির্য্যরোগের উপশম হয়। ইহা কফ ও বাতরোগে উপকারী।

দার্ব্ব্যাদি তৈল।—তিলতৈল ৴৪ চারিসের, ক্বাথার্থ দারুহরিদ্রা ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; দশমূল—মিলিত ১২॥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের, যষ্টিমধু ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের; কদলীমূলের রস ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—কুড়, বচ, সজিনার বীজ, শুল্‌ফা, রসাঞ্জন, দেবদারু, যবক্ষার, সাচীক্ষার, বিট ও সৈন্ধবলবণ,—মিলিত ৴১ একসের, ইহাদের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণমূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, পূতি-কর্ণ, কর্ণক্ষেড়, জন্তুকর্ণ, কর্ণপাক ও কর্ণকণ্ডু প্রভৃতি কর্ণসম্ভূত রোগসমূহ নষ্ট হয়। ইহা কর্ণস্রাব রোগে বিশেষ উপকারী।

নাসারোগ।

ব্যোষাদ্য চূর্ণ।—ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অম্লবেতস, চই ও কৃষ্ণজীরা মিলিত ২ দুইপল; এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি,—মিলিত ৪ চারিতোলা এবং ৫০ পঞ্চাশপল পুরাতন গুড়, একত্র পাক করিয়া, উষ্ণজলের সহিত তাহা ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা পীনস, শ্বাস, কাস, অরুচি ও স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়।

চিত্রক-হরীতকী।—ক্বাথার্থ চিতামূল ৫০ পঞ্চাশপল, জল ৫০ পঞ্চাশ সের—শেষ ১২॥০ সাড়েবার সের; গুলঞ্চ ৫০ পঞ্চাশপল, জল ৫০ পঞ্চাশ সের, শেষ ১২॥০ সাড়েবারসের; দশমূলের প্রত্যেক উপাদান ৫ পাঁচপল, জল ৫০ পঞ্চাশ সের—শেষ ১২॥০ সাড়েবারসের; এবং আমলকীর রস, অভাবে, ঐরূপ ক্বাথ ১২॥০ সাড়েবারসের; এইসমস্ত ক্বাথ একত্র মিলিত করিয়া, তাহার সহিত ১২॥০ সাড়েবারসের পুরাতন গুড় গুলিয়া, তাহাতে /৮ আটসের হরীতকীচূর্ণ দিয়া পাক করিবে। পাকশেষে তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইপল এবং ৪ চারিতোলা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিবে এবং পরদিন তাহার সহিত /২ দুইসের মধু মিলিত করিবে। উষ্ণজলের সহিত ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, পীনস, নাসারোগ, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, অর্শঃ, ক্রিমি ও অগ্নিমান্দ্যের শান্তি হয়।

লক্ষ্মীবিলাস।—অভ্র ৮ আটতোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জয়িত্রী ও জায়ফল,—প্রত্যেক ৪ চারিতোলা এবং বিদ্ধড়ক-বীজ, ধুতূরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলের মূল, বেড়েলার মূল, গোরক্ষবীজ ও হিজলবীজ,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে একত্র পাণের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ৩ তিনরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। মধু এবং পাণের বা আদার রসসহ ইহা যাবতীয় শ্লেষ্মবিকারে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগের আশু উপকার হয়।

শিগ্রুতৈল।—সজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব ইহাদের কল্ক এবং বেলপাতার রসসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, তাহার নস্য লইলে, পূতিনস্যরোগ নিবারিত হয়।

ব্যাঘ্রীতৈল।—সর্ষপতৈল /১ একসের, জল /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, নিসিন্দা, ত্রিকটু ও সৈন্ধব,—মিলিত ১৬ ষোলতোলা; যথাবিধি পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে পূতি-নস্য নিবারিত হয়।

করবীরাদ্যতৈল।—তিলতৈল /১ একসের, কল্কার্থ—লাল-করবীর পুষ্প, জাতীপুষ্প, আকর (কেহ কেহ বলেন অশন পুষ্প) ও মল্লিকাপুষ্প, সমুদায়ে ১৬ ষোলতোলা এবং /৪ চারিসের জল; যথাবিধি পাক করিয়া নস্য লইলে, নাসার্শঃ প্রশমিত হয়।

চিত্রকতৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—চিতামূল, চই, যমানী, কণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দের আঠা, মিলিত /১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈলের নস্য লইলে, নাসার্শঃ প্রশমিত হয়।

দূর্ব্বাদ্যতৈল।—চতুর্গুণ দূর্ব্বাঘাসের রসসহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, তাহার নস্য লইলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

পাঠাদিতৈল।—সর্ষপতৈল /১ একসের, কল্কার্থ—আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা, পিপুল, জাতীপত্র ও দন্তীমূল, এইসমস্ত মিলিত ১৬ ষোলতোলা এবং জল /৪ চারিসের। এই তৈল পক্কপীনসরোগে নস্যকার্য্যে ব্যবহার করিবে।

শিখরিতৈল।—তৈল /১ একসের, কল্কার্থ—ঝুল, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধব-লবণ ও আপাঙ্গের বীজ, সমুদায়ে মিলিত ১৬ ষোল-তোলা এবং জল /৪ চারিসের, যথাবিধি ইহাদের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল নাসার্শঃ রোগে হিতকারী।

হিঙ্গ্বাদ্যতৈল।—হিং, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, বচ, কুড়, সজিনা-বীজ, লাক্ষা, শ্বেতপুনর্নবা, মুতা, কুড়চি ও লবঙ্গ, এইসকলের কল্ক ও গোমূত্রসহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া, নাসিকাদ্বারা সেই তৈল পান করিলে, নাসারোগের উপশম হয়।

নেত্ররোগ।

চন্দ্রোদয় বর্ত্তী।—হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার আঁটির শস্য, শঙ্খনাভি ও মনছাল, এইসমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। মধুর সহিত মাড়িয়া ইহার অঞ্জন লইলে, চক্ষুর কণ্ডু, তিমির, পটল, অর্ব্বুদ, অধিমাংস, কুসুম (ছানি) ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া দৃষ্টি প্রসন্ন হয়।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় বর্ত্তী।—রসাঞ্জন, এলাইচ, কুঙ্কুম, মনছাল, শঙ্খনাভি, সজিনাবীজ ও চিনি, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। পূর্ব্ববৎ ইহার অঞ্জন লইলে, পূর্ব্বোক্ত পীড়াসমূহের উপশম হয়।

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তী।—রসাঞ্জন, সজিনাবীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ার আঁটির শস্য, নাভিশঙ্খ ও মনছাল, এইসমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। ইহা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া, সেই বর্ত্তীর অঞ্জন লইলে, যাবতীয় চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

ব্রণশুক্রহরী-বর্ত্তী।—রক্তচন্দন, গিরিমাটী, লাক্ষা ও মালতীফুলের কলিকা, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ-পূর্ব্বক পেষণ করিয়া, বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তীপ্রয়োগে ব্রণশুক্র (চক্ষুরোগবিশেষ) নষ্ট হয়। ইহা রক্তের প্রসন্নতাকারক।

পুষ্পহরী-বর্ত্তী।—করঞ্জের বীজে পলাশপুষ্পের স্বরসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তীর অঞ্জন দিলে, নেত্রপুষ্প-নামক চক্ষু রোগ নিবারিত হয়। চক্ষুতে শ্বেতবর্ণ চিহ্ন হইলে, তাহাকে নেত্রপুষ্প কহে।

দন্তবর্ত্তী।—হস্তী, শূকর, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, ছাগ ও গর্দ্দভ, ইহাদের দন্ত, মুক্তা ও সমুদ্রফেন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির ¼ চতুর্থ ভাগ মরিচ, এই সমুদায়ের চূর্ণ জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা ক্ষত-শুক্রনামক নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

সুধাবতী-বর্ত্তী।—নির্ম্মল-ফল, শঙ্খ, ত্রিকটু, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্র-ফেন, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনছাল ও কুক্কুট-ডিম্বের খোলা, এইসমুদায় দ্রব্যদ্বারা বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, চক্ষুর তিমির, পটল, কাচ, অর্ম্ম, শুক্র, অর্ব্বুদ ও মল প্রভৃতি চক্ষুরোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

হরীতক্যাদি-বর্ত্তী।—হরীতকী, হরিদ্রা, পিপুল ও পঞ্চলবণ, এইসকল দ্রব্যের বর্ত্তী ব্যবহার করিলে, চক্ষুর কণ্ডু ও তিমিররোগ বিনষ্ট হয়।

কুমারিকা-বর্ত্তী।—তিলফুল ৮০ আশীটী, পিপুলের দানা ৬০ ষাটটী, জাতীফুল ৫০ পঞ্চাশটী ও মরিচ ১৬ ষোলটী; একত্র মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তী করিবে। ইহা ব্যবহার করিলে, নষ্টচক্ষুও পুনর্ব্বার লাভ করা যায়।

নয়নসুধাবর্ত্তী।—১ একভাগ পিপুল ও ২ দুইভাগ হরীতকী, জলসহ পেষণ করিয়া বর্ত্তী করিবে। ইহার অঞ্জন প্রয়োগে তিমির, অর্ম্ম, পটল, কাচ ও অশ্রুপাত রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চশৃতিকা-বর্ত্তী।—নীলোৎপলপত্র ১০০ একশতটী, মুগ ১০০ একশতটী, নিস্তুষ যব ১০০ একশতটী, মালতীফুল ১০০ একশতটী ও পিপুলের চাউল ১০০ একশতটী, এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জন ব্যবহার করিলে, তিমির, কাচ প্রভৃতি চর্ম্মরোগের নিবৃত্তি হয়।

নিশাদ্যা-বর্ত্তী।—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, জটামাংসী, কুড় ও পিপুল, এই সকলের চূর্ণ জলসহ পেষণ করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তীর অঞ্জনদ্বারা সকলপ্রকার চক্ষুরোগের শান্তি হয়।

পিপ্পল্যাদ্যা-বর্ত্তী।—পিপুল, তগরপাদুকা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা, ইহাদের বর্ত্তী করিয়া, তদ্দ্বারা সর্ব্বদা অঞ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা গরুড়ের মত দৃষ্টিশক্তি লাভ করা যায়।

তারকাদ্যা-বর্ত্তী।—রৌপ্য, তাম্র, পারদ, সীসা, কর্পূর, খর্পর, রসাঞ্জন, কাঁসা ও শঙ্খ এইসকল দ্রব্য গোয়ালে লতার রসসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া, অঞ্জন গ্রহণ করিলে, সকলপ্রকার নেত্রসম্ভূত রোগ দূরীভূত হয়।

নাগার্জ্জুনাঞ্জন।—ত্রিফলা, ত্রিকটু, যষ্টিমধু, তুঁতে, রসাঞ্জন, পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, লোধ ও তাম্র, এই চতুর্দ্দশটী দ্রব্য একত্র শিশির জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তী নারীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন লইলে, তিমিররোগ; কিংশুকফুলের রসের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন লইলে, চক্ষুতে ফুল-পড়া; এবং ছাগমূত্রের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন লইলে, চক্ষুর ছানি নিবারিত হয়।

মুক্তাদি মহাঞ্জন।—মুক্তা, কর্পূর, কর্কচ-লবণ, অগুরুকাষ্ঠ, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধব-লবণ, এলবালুকা, শুঁঠ, কঙ্কোল, কাংস্য, বঙ্গ, হরিদ্রা, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, অভ্র, তুঁতে, কুক্কুড়ার ডিমের খোলা, বহেড়া, কুঙ্কুম, হরীতকী, যষ্টিমধু, রাজবর্ত্ত, জাতীপুষ্প, তুলসীর নূতন পুষ্প ও বীজ, ডহর-করঞ্জ, নিম্ব, অর্জ্জুনছাল, নাগরমুতা, তাম্র, লৌহ ও রসাঞ্জন, এই সমুদায় দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১ একমাষা

পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, একত্র মধুর সহিত পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। এই অঞ্জন নেত্ররোগে বিশেষ উপকারক।

বিল্বাঞ্জন।—বিল্বপত্রের রস ৪ চারিমাষা, সৈন্ধব-লবণ ২ দুইরতি ও গব্যঘৃত ৪ চারিরত্তি, এইসকল দ্রব্য তাম্রপাত্রে রাখিয়া, কড়িদ্বারা ঘর্ষণ করিবে এবং ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে নারীদুগ্ধদ্বারা ঐ সকল দ্রব্য তরল করিয়া লইয়া, চক্ষুতে অঞ্জন লাগাইলে, চক্ষুর শোথ, চক্ষুশূল, রক্তস্রাব, বেদনা ও অভিষ্যন্দ প্রভৃতি চক্ষুরোগ উপশমিত হয়।

নয়নশোণাঞ্জন।—পিপুল, সৈন্ধব-লবণ, শুঁঠ, রসাঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, সমুদ্রফেন, শ্বেত-পুনর্নবা, চিনি, হরিদ্রা, রক্তচন্দন, মধু, তুঁতে, হরীতকী, মনঃশিলা, নিম্বপত্র, লোধ, ফট্কিরি, শঙ্খনাভি ও কর্পূর, এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে লৌহপাত্রে মধুর সহিত তাম্রখণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে। ইহার নাম নয়নশোণাঞ্জন। এই ঔষধ ব্যবহারে তিমিররোগ ও নেত্রপটলগত পুষ্পরোগের শান্তি হয়।

বিভীতক্যাদি ক্বাথ।—বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল, ইহাদের ক্বাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চক্ষুর শূল, শোথ, পাক ও রক্তবর্ণাদি বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ বাসাদি।—বাসকছাল, মুতা, নিমছাল, পটোলপত্র, কট্কী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়্চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঁঠ, চিরাতা, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, শ্যামালতা ও যব,—মিলিত ৪ চারিতোলা এবং জল /১ একসের—শেষ ৵০ অর্দ্ধপোয়া। প্রাতঃকালে এই ক্বাথ সেবন করিলে, তিমির, কণ্ডু, পটল ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

নয়নচন্দ্র লৌহ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শঠী, রাস্না, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগেশ্বর, কণ্টকারী ও বৃহতী, সমুদায়ে ২ দুইপল, লৌহ ১ একপল ও অভ্র ১ একপল, এইসমস্ত দ্রব্যে ত্রিফলার ক্বাথ, তিলতৈল ও ভীমরাজের রসের ভাবনা দিয়া, কুল-আঁটীর ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ত্রিফলা-ভিজান জল প্রভৃতি অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, যাবতীয় নেত্ররোগের শান্তি হয়।

সপ্তামৃত-লৌহ।—ত্রিফলা ও যষ্টিমধু—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং ৪ চারিভাগ লৌহ, সায়ংকালে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, তিমির, ক্ষত, কণ্ডু, রাত্র্যন্ধতা, পটল ও কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ, দন্তরোগ, কর্ণরোগ ও অন্যান্য বিবিধ রোগ নিবারিত হয়, এবং ইহাদ্বারা বল-বীর্য্যাদির বৃদ্ধি, মুখ-সুগন্ধি ও লোচন গৃধ্রের ন্যায় তেজস্কর হয়।

নয়নামৃত।—পারদভস্ম ৪ চারিভাগ, সীসাভস্ম ৪ চারিভাগ, রসাঞ্জন ৮ আটভাগ ও কর্পূর ১ একভাগ; একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, তিমির, পটল, কাচ, শুক্র ও অর্ম্ম প্রভৃতি নেত্ররোগের শান্তি হয়।

নেত্রাশনি-রস।—অভ্র, তাম্র, লৌহ, মাক্ষিক, রসাঞ্জন ও পাতনযন্ত্রে শোধিত নবনীতাখ্য গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, একত্র চূর্ণ করিবে। তাহাতে ত্রিফলার ও ভৃঙ্গরাজের ক্কাথের ভাবনা দিয়া, তাহার সহিত নিম্নলিখিত চূর্ণ—ঘৃত, লবঙ্গ ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ এক-মাষা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। চূর্ণদ্রব্য যথা—পিপুল, যষ্টিমধু, বড়-এলাইচ, পুনর্নবা, হরিদ্রা, আকনাদি, ভীমরাজ, শঠী, বচ, নীলপদ্ম ও চন্দন, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া, লৌহখলে লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে। ইহা উষ্ণজলসহ সেবন করিলে, অতিশীঘ্র সকলপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা রাত্র্যন্ধতা, চক্ষে জলপড়া, এবং বাত পিত্ত-কফজাত সকলপ্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের ক্কাথার্থ—মিলিত ত্রিফলা /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, গব্যদুগ্ধ /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ মিলিত ত্রিফলা /১ একসের। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই ঘৃত পান করিলে, অচিরকালমধ্যে তিমিররোগ বিনষ্ট হয়।

মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ক্কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা ২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজরস /৪ চারিসের, বাসক-পাতার রস অথবা বাসকমূলের ক্কাথ /৪ চারিসের, শতমূলীর রস /৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের, গুলঞ্চের রস অথবা ক্কাথ /৪ চারিসের, আমলকীর রস /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীর-কাকোলী, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী,—মিলিত /১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া

ভোজনের পূর্ব্বে মধ্যে ও পরে, ৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবনে, সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ প্রশমিত এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

পটোলাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের; ক্বাথার্থ পটোলপত্র, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকছাল, ত্রিফলা, দুরালভা, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া ও বন্যাডুমুর,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; আমলকী /২ দুইসের; পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টি সের—শেষ ১৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ—চিরাতা, কুড়্‌চীছাল, মুতা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও পিপুল—মিলিত /১ একসের। নিয়মিতরূপে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, চক্ষুর শুক্রাদি রোগ নষ্ট হয়, এবং ইহা নাসা, কর্ণ, অগ্নিবস্ত্র; ত্বগ্‌দোষ, মুখরোগ, ব্রণ, কুষ্ঠ, কামলা, বিসর্প ও গণ্ডমালা রোগেও পরমোপকারক।

শশকাদ্য ঘৃত।—ক্বাথার্থ শশকের মাংস /১ একসের, জল /৮ আট সের,—শেষ /২ দুইসের, ছাগদুগ্ধ /২ দুইসের, এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু ও পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ—প্রত্যেক ৪ চারিতোলা। এই ক্বাথ ও কল্কসহ /৷৷০ অর্দ্ধসের ঘৃত পাক করিয়া, চক্ষে পূরণ করিলে, নানাবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

নৃপবল্লভ তৈল ও ঘৃত।—তিলতৈল বা গব্য ঘৃত /১ একসের, গব্য-দুগ্ধ /৪ চারিসের, কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, দ্রাক্ষা, শাল-পাণী, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনি, রাস্না, নীলোৎ-পল, গোক্ষুর, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, পুনর্নবা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেক ৷৷০ অর্দ্ধতোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া, এই ঘৃতের বা তৈলের নস্য লইলে, তিমির, পটল, রাত্র্যন্ধতা, কাস ও দিবান্ধ্য প্রভৃতি নেত্ররোগ, নীলিকা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্ররোগ, শ্বাস, কাস ও বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণাদ্যতৈল।—তিলতৈল /১ একসের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—পিপুল, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব-লবণ ও শুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোল তোলা; যথানিয়মে ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে, তিমির, শুক্র, শিরঃশূল, অক্ষিশূল ও চক্ষুপাক প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

ভৃঙ্গরাজতৈল।—তিলতৈল ৪ চারিপল (৩২ বত্রিশতোলা), ভৃঙ্গ-রাজের রস /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু ১ একপল, ইহাদের সহিত যথা-বিধি তৈল পাক করিয়া, একমাসকাল ইহার নস্য গ্রহণ করিলে, দৃষ্টির প্রসন্নতা হয়। ইহা বলি-পলিতনাশক।

গোময়তৈল।—গোময়ের ক্বাথসহ যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে, তিমিররোগ বিনষ্ট হয়।

অভিজিত-তৈল।—তিলতৈল /১ একসের, এবং আমলকীর রস /৪ চারিসের, ও কল্কের জন্য যষ্টিমধু ১ একপল বা ৮ আটতোলা। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া, দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয়।

শিরোরোগ।

রসচন্দ্রিকা বটী।—সিদ্ধিবীজ, ধুতুরাবীজ, কণ্টকারীর বীজ, হিজল-বীজ, বৃদ্ধদারকের বীজ, এবং তুল্যাংশ পারদ ও গন্ধক একত্রিত করিয়া, আদার রসসহ মর্দ্দন করিবে। পরে মটরের মত বটী প্রস্তুত করিয়া, উষ্ণজল অনুপানসহ প্রাতঃকালে সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা চিরকালজাত সকলপ্রকার রোগ, সন্নি-পাত, আমবাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, গ্রহণীরোগ, শ্লীপদ (গোদ), অন্ত্র-বৃদ্ধি, ভগন্দর, কামলা ও পীনস প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

মহালক্ষ্মীবিলাস।—লৌহ ও অভ্রভস্ম, বিষ, মুতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ধুতুরাবীজ, বৃদ্ধদারক-বীজ, সিদ্ধিবীজ, স্বল্পপত্র-গোক্ষুর, বৃহৎপত্র-গোক্ষুর ও পিপুলমূল, এইসকল দ্রব্যে ধুতূরার রসের ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ শিরোরোগনাশক।

শিরঃশূলাদ্রিবজ্র-রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও তেউড়ী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, গুগ্‌গুলু ৪ চারিপল, ত্রিফলা-চূর্ণ ২ দুইপল, এবং কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, শুঁঠ, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে দশমূলের ক্বাথের ভাবনা দিয়া, পরিশেষে ঘৃতের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একমাষা-প্রমাণ বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধ, জল, অথবা মধু অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ নিবারিত হয়।

অর্দ্ধনাড়ী-নাটকেশ্বর।—কড়িভস্ম ৫ পাঁচভাগ, সোহাগার খই ৫ পাঁচ ভাগ, মরিচ ৯ নয়ভাগ ও মিঠাবিষ ৩ তিনভাগ, একত্র স্তন্যদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তাহার নস্য লইলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

চন্দ্রকান্ত-রস।—রসসিন্দূর, অভ্রভস্ম, লৌহ, তাম্র ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র সীজের আঠার সহিত লৌহপাত্রে একদিন মর্দ্দন করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগ নিবারিত হয়।

ময়ূরাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ১৬ ষোলসের, ক্বাথার্থ—একটী ময়ূরের মাংস, অথবা ময়ূরমাংস ৩৯ উনচল্লিশপল, দশমূল (প্রত্যেক ৩ তিনপল), এবং বেড়েলা রাস্না ও যষ্টিমধু—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল, একত্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলসহ পাক করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট রাখিবে। এই ক্বাথ, এবং /৪ চারিসের দুগ্ধ ও কল্কার্থ—পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, শিরোরোগ প্রভৃতি ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগসমূহ এবং অর্দ্দিত বাতব্যাধি প্রশমিত হয়।

যষ্ট্যাদ্য ঘৃত।—যষ্টিমধু, বেড়েলা, রাস্না ও দশমূল, ইহাদের ক্বাথসহ এবং কাকোল্যাদিগণের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নিবারিত হয়।

কাকোল্যাদিগণ যথা—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু।

ষড়বিন্দুতৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের, ভীমরাজের রস ১৬ ষোলসের; কল্কার্থ—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুল্‌ফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ, সমুদায়ে /১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, তাহার নস্য লইলে, শিরোরোগের শান্তি, শিথিল কেশ ও দন্তাদির দৃঢ়তা, এবং দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ষড়বিন্দুতৈল।—সর্ষপতৈল /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—দশমূল ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের, নিসিন্দা পত্রের রস ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ দশমূল মিলিত /১ একসের। এই তৈল-দ্বারা শিরোরোগ সন্নিপাতজ রোগসমূহ এবং কফজাত সকলপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

মধ্যমদশমূল-তৈল।—সর্ষপতৈল ।৪ চারিসের, ক্কাথার্থ—দশমূল, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপত্র, জয়ন্তীপত্র ও ধুতুরাপত্র প্রত্যেক ৬ ছয়পল (৪৮ আটচল্লিশতোলা), জল ৬৪ চোষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ—পূর্ব্বোক্ত কাথ্য দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেক ৬ ছয়তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। ইহাদ্বারা বাতশ্লেষ্ম-জাত শিরোরোগ বিনষ্ট হয়; এবং সর্ব্বপ্রকার কাস, শোথ, জীর্ণজ্বর, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ, মন্যাস্তম্ভ, শ্লীপদ ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

মহাদশমূল-তৈল।—সর্ষপতৈল ১৬ ষোলসের, ক্কাথার্থ—দশমূল ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; গোঁড়ানেবুর রস ১৬ ষোলসের, আদার রস ১৬ ষোলসের, ধুতুরার রস ১৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ—পিপুল ৩ তিনপল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, শুল্‌ফা, পুনর্নবা, সজিনার ছাল, কট্‌কী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেত-সর্ষপ, বচ, শুঁঠ, চিতামূল, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হুড়হুড়ে, কট্‌ফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গিরিমাটী, পিপুলমূল, শুষ্কমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিদ্ধড়কমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল। একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, মস্তকে মর্দ্দন করিলে, কফজনিত শিরোরোগ এবং অঙ্গে মর্দ্দন করিলে কফজনিত বেদনা ও শোথ দূরীভূত হয়।

বৃহৎ দশমূল-তৈল।—সর্ষপতৈল ১৬ ষোলসের এবং ক্কাথার্থ দশমূল, ধুতুরাপত্র, পুনর্নবা ও নিসিন্দাপত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ১২॥০ সাড়েবারসের, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের করিয়া অবশিষ্ট রাখিবে। তৎপরে সেই ক্কাথ এবং কল্কার্থ—বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শঠী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, করঞ্জবীজ, সজিনাছাল, কুড়, তেঁতুলছাল, বনশিম ও চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে ব্যবহার করিলে, শিরঃশূল, কর্ণশূল ও নেত্রশূল নিবারিত হয়।

অপামার্গ-তৈল।—অপামার্গ-বীজ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, হাঞ্চিয়াপত্র, হিং ও বিড়ঙ্গ,—মিলিত ।১ একসের এবং ১৬ ষোলসের গোমূত্রসহ যথাবিধি ।৪ চারিসের তিলতৈল পাক করিয়া, তাহার নস্ত লইলে শিরঃস্থ ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ধুস্তুর তৈল।—ধুতুরার ক্বাথ ১৬ ষোলসের এবং কল্ক /১ একসেরের সহিত /৪ চারিসের সর্ষপ-তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, সন্নিপাতিক জ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ, শিরোরোগ, দাহ, কর্ণরোগ এবং অস্থিসন্ধির বেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

কনক তৈল।—সর্ষপতৈল /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ কনকধুতুরা, আকন্দমূল, বেড়েলা, দূর্ব্বা, বাসকছাল, জয়ন্তী, নিসিন্দাপত্র, ডহরকরঞ্জ-বীজ, বামুনহাটী, আকোড়-ছাল, পুনর্নবা, কুলের পাতা, সিদ্ধিপত্র, বিল্বমূল, বৃহতী, চিতামূল, সীজমূল, গণিয়ারী-মূল, এরণ্ডমূল, তেউড়ী, ভাঁটী, রামবেগুন ও সোন্দাল-পত্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল (১৬ ষোলতোলা), পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ্যদ্রব্য সমস্ত মিলিত /১ একসের,—যথাবিধি এই তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল, রক্তজনিত ও মাংসজ শ্লীপদ, আমবাত, হৃৎশূল, বৃদ্ধিরোগ, গলগণ্ড, শোথ, বাধির্য্য, এবং উদর ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

মহাকনক-তৈল।—সর্ষপ-তৈল /৪ চারিসের, কনক-ধুতুরার রস /৪ চারিসের, পুনর্নবার রস /৪ চারিসের, নিসিন্দার রস /৪ চারিসের, দশমূলের ক্বাথ /৪ চারিসের, পালিধার রস /৪ চারিসের, বরুণ-ছালের রস /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ, পুনর্নবা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বহুবারের ছাল, পিপুল ও গজপিপুল, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত সকলপ্রকার আমবাত, ভগন্দর, ত্রিদোষজাত রোগসমূহ এবং শোথ আশু নিবারিত হয়।

রুদ্রতৈল।—জয়পাল, ঘল্‌ঘসিয়া, ধুতুরা, সজিনা, হুড়হুড়ে ও আকন্দ, প্রত্যেকের পাতার রস ১৬ ষোলসের, গোঁড়ানেবুর রস ১৬ ষোলসের, আদার রস ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কট্‌ফল, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মুতা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, সীজমূল, মূর্ব্বামূল, আপাংবীজ, শুক্ষমূলা, জয়পালপত্র, ঘল্‌ঘসিয়াপত্র, ধুতুরাপত্র, সজিনাপত্র, সিদ্ধিপত্র, হুড়হুড়েপত্র ও আকন্দপত্র, সমুদায়ে মিলিত /৪ চারিসের। এই তৈল সুদৃঢ়-মৃৎপাত্রে তীব্র অগ্নিজ্বালে পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে, শিরোরোগ, মুখরোগ, নাসারোগ, নেত্র-

রোগ, কফস্রাব, শোণিতস্রাব, সন্নিপাত, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগ বিনষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ গরমদুগ্ধের সহিত ॥৵ অর্দ্ধতোলা, মাত্রায় এই তৈল পান করিলে, কাসরোগের উপশম হয়।

গুঞ্জাতৈল।—বিশুদ্ধ-তিলতৈল ৴১ একসের, কাঁজি ৴১ একসের, ভীমরাজের রস ৴১ একসের, কল্কার্থ—শিলাপিষ্ট কুঁচফল ১৬ যোলতোলা, একত্র পাক করিবে। তৈলপাক শেষ হইলে, একদিন রাখিয়া দিয়া, পরে তাহা ব্যবহার করিবে। ইহাদ্বারা আধ-কপালে প্রভৃতি দারুণ শিরোরোগসমূহ বিনষ্ট হয়।

তপ্তরাজ তৈল।—সর্ষপ-তৈল ৴৪ চারিসের, কাথার্থ—ধুতূরা, ডহর-করঞ্জ, ঝাঁটী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরীষ, হিজল, সজিনাছাল ও মিলিত দশমূল—প্রত্যেক ৴২ দুইসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের, গোমূত্র ১৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ—মদনফল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, কট্‌ফল, বরুণছাল, মুতা, হিজল, বেলশুঁঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, সজিনাছাল, যমানী ও বঁইচি-মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, মৃদু-অগ্নিতে ধীরে ধীরে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে, ঘোর সন্নিপাত, দারুণ শিরোরোগ, শিরঃশূল, নেত্ররোগ, কর্ণশূল, জ্বর, ঘোরতর দাহ, ঘর্ম্ম, কামলা, পাণ্ডু, হলীমক ও পীনস প্রভৃতি রোগ সত্বই বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ কিঙ্কিণীতৈল।—সর্ষপ-তৈল ৴৪ চারিসের, কাথার্থ হুড়্‌হুড়ে ৴২ দুইসের, জল ষোলসের—শেষ ৴৪ চারিসের; ঝাঁটী ৴২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের,—শেষ ৴৪ চারিসের; কালধুতূরা ৴২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের—শেষ ৴৪ চারিসের; নিসিন্দা ৴২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের—শেষ ৴৪ চারিসের; এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু, পিপুল, মুতা, গন্ধক, কুড়, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, হুড়্‌-হুড়েবীজ, ধুতূরাবীজ, রাস্না, মৌরী, ঝাঁটীমূল, ঈশলাঙ্গলা-মূল, বিষমাধুক (বিগমা), মঞ্জিষ্ঠা ও সজিনাছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল ব্যবহার করিলে, পূতিকর্ণ, কর্ণকণ্ডু, কর্ণস্রাব, কর্ণনাদ, কর্ণশোথ, বাধির্য্য, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মন্যাস্তম্ভ এবং গলগ্রহ প্রভৃতি রোগসমূহ আশু বিনষ্ট হয়।

কুমারীতৈল।—তিলতৈল ৴৪ চারিসের, ঘৃতকুমারীর স্বরস ৴৪ চারিসের, ধুতূরার রস ৴৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের স্বরস ৴৮ আটসের, দুগ্ধ ১৬ ষোল-

সের ; এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, নাগরমুতা, নখী, কর্পূর, দারুচিনি, বঙ্গ, এলাইচ, জীবন্তী, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, তালীশপত্র, ধুনা, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, শুল্‌ফা, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, অশোক, নারিকেল ও ধুনা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ; যথাবিধানে পাক করিয়া ও ছাঁকিয়া, পরিষ্কৃত ও ধূপিত মৃৎপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তিনরাত্রি মাটীর নীচে পুতিয়া রাখিবে। এই তৈল নস্যরূপে ব্যবহার করিলে, ঊর্দ্ধজত্রুগত বহুবিধ শিরোরোগ, তালু, নাসা ও নেত্রগত রোগ এবং শোষ, মূর্চ্ছা ও হলীমক প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

শতাহ্বাদ্য-তৈল।—শুল্‌ফা, এরণ্ড-মূল, বচ, তগরপাদুকা ও কণ্টকারী-ফল, এই সমুদায় দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, নস্য লইতে হয়। এই নস্য বাতিক, শ্লৈষ্মিক, তিমির ও ঊর্দ্ধগরোগের বিনাশক।

জীবকাদ্য-তৈল।—জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা, শর্করা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ও নীলোৎপল, ইহাদের কল্ক ও চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধানে তৈল প্রস্তুত করিয়া, নস্যার্থে ব্যবহার করিবে, ইহাদ্বারা বায়ু, পিত্ত ও শিরোরোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎ জীবকাদ্য-তৈল।—তিলতৈল ✓৪ চারিসের, জাঙ্গল-মাংস ✓৬।০ সওয়া ছয়সের, ক্বাথার্থ জল ২৫ পঁচিশসের—শেষ ✓৬।০ সওয়া ছয়সের ; এবং কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও চিনি,—মিলিত ✓১ একসের। এইসকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে, শিরোরোগ ও বাত-পিত্ত-জনিত পীড়াসমূহ নিবারিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্য-তৈল।—পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, ইহাদের কল্ক এবং আমলকীর রসসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈল নস্যক্রিয়ায় বা অভ্যাঙ্গক্রিয়ায় ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার ঊর্দ্ধগ রোগ বিনষ্ট এবং পলিতাদি নিবারিত হয়।

স্ত্রীরোগ।

—:০:—

দার্ব্ব্যাদি ক্কাথ।—দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, রসোদ, বাসকমূলের ছাল, মুতা, চিরাতা, বেলশুঁঠ ও ভেলার মুটী, এবং মতান্তরে হেলাফুলের কন্দ বা শালুক, ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব্ববিধ প্রদররোগ এবং তজ্জনিত যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

উৎপলাদি কল্ক।—রক্তোৎপলের মূল, লালকাপাসের মূল, করবীরের মূল, লাল-জবার মূল, বকুলমূল, গন্ধমাত্রা, জীরা ও রক্তচন্দন সমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় আতপচাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, রক্তমূত্র, যোনিশূল, কটীশূল ও কুক্ষিশূল নিবারিত হয়।

চন্দনাদি-চূর্ণ।—রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, ভদ্রমুস্তক, চিনি, বালা, আকনাদী, ইন্দ্রযব, কুড়্চীছাল, শুঁঠ, আতইচ, ধাইফুল, রসাঞ্জন, আম্রকেশী, জামের আঁটি, মোচরস, নীলোৎপল, বরাহক্রান্তা, ছোট-এলাইচ ও দাড়িমফলের ছাল, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধু ও আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রদর, রক্তাতিসার, রক্তার্শঃ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

পুষ্যানুগ-চূর্ণ।—আকনাদী, জামের আঁটির শাঁস, আমের আঁটির শাঁস, পাথরকুচা, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠশ্রী (অভাবে আকনাদী), মোচরস, বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, লোধ, গিরিমাটী, ত্রিফলা, মরিচ, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শোণাছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল, এই সমুদায় দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ৵০ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায়, মধু ও আতপচাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, প্রদর, যোনিদোষ, অতিসার ও অর্শোরোগ প্রশমিত হয়। গ্রন্থান্তরে এই ঔষধোক্ত ত্রিফলার পরিবর্ত্তে কট্‌ফল প্রয়োগের উপদেশ দেখা যায়। পুষ্যানক্ষত্রে এই ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করা উচিত।

পুষ্করলেহ।—রসাঞ্জন, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতা, যষ্টিমধু, ধ'নে, তালীশপত্র, খদির, জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, বেড়েলা, দন্তীমূল ও ত্রিকটু, এই

সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেক ৪ চারিতোলা, উৎকৃষ্ট মধু ৩২ বত্রিশতোলা এবং জয়িত্রী, লবঙ্গ, কক্কোল, দ্রাক্ষা, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও খেজুর, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে একত্র মর্দ্দন করিয়া, স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। এই অবলেহ কান্তিজনক এবং সকল রোগের নিবারণকারক। দেশকালানুসারে ইহার অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত প্রদর, দ্বন্দ্বজ ও চিরকালজ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অম্লপিত্ত ও ক্ষয় প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়। ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। এই পুষ্করলেহ সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়।

মধুকাদ্যলেহ।—চিনি ৫২ বাহান্নতোলা ও শতমূলীর রস /২ দুইসের, একত্র পাক করিয়া ঘন হইলে, তাহাতে যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাক্ষা, রক্তোৎপলের মূল, রসাঞ্জন, কুশমূল, বেণার মূল, বেড়েলার মূল, বাসক-মূল, কুল-আঁটির শাঁস, মুতা, বেলশুঁঠ, মোচরস, দারুহরিদ্রা, ধাইফুল, অশোকছাল, দ্রাক্ষা, জবাফুলের কুঁড়ি, কচি আমপাতা, কচি জামপাতা, কোমল পদ্মপত্র, শতমূলী, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, রৌপ্য, লৌহ ও অভ্র,—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িবে এবং শীতল হইলে, ইহার সহিত ১ একপল (৮ আটতোলা) মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, রক্তাতিসার, রক্তার্শঃ, পুরাতন রক্তপিত্ত, নানাপ্রকার মূত্ররোগ এবং দাহ, মোহ, বমি, ভ্রম প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রদরারি-লৌহ।—কুড়চী-ছাল ১২॥৵ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ /৮ আটসের, এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার তাহা পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহার সহিত বরাহক্রান্তা, মোচরস, আকনাদী, বেলশুঁঠ, মুতা, ধাইফুল, আতইচ, অভ্রভস্ম, ও লৌহভস্ম, প্রত্যেকের ১ একপল চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। কুশমূল বাঁটিয়া জলে গুলিয়া, সেই অনুপানসহ।০ চারি আনা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, প্রদর, কটীশূল ও কুক্ষিশূল প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

লক্ষ্মণালৌহ।—লক্ষ্মণামূল ১২॥০ সাড়েবার সের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ যোলসের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া, পুনর্ব্বার তাহা পাক করিবে; এবং পাকে ঘন হইলে, তাহাতে অশোকমূলের ছাল, কুশমূল,

যষ্টিমধু, মৌলফুল, বেড়েলা, আকনাদী ও বেলশুঁঠ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (আটতোলা) ও লৌহ ৭ সাতপল প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে। ইহা দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায়, উষ্ণদুগ্ধ বা জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রাংশু-রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ ও বঙ্গ সমানভাগে লইয়া, একত্র ঘৃতকুমারীর রসসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ দুইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। জীরার ক্বাথ অনুপানসহ এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জরায়ুদোষ, যোনিশূল, যোনিকণ্ডু, স্মরোন্মাদ ও যোনিবিক্ষেপ প্রভৃতি ব্যাধি নিবারিত হয়।

গর্ভবিনোদ-রস।—ত্রিকটু ৬ ছয়তোলা, হিঙ্গুল ৮ আটতোলা, জয়িত্রী ৬ ছয়তোলা, লবঙ্গ ৬ ছয়তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক ৪ চারিতোলা, এইসমুদায় দ্রব্য জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ছোলার মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে গর্ভিণী-দিগের সকল রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রদরান্তক-রস।—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রৌপা, খর্পর ও কড়িভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য ৷৹ অর্দ্ধতোলা এবং লৌহ ৩ তিনতোলা ; একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি মাত্রায় বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগ প্রশমিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।—ইষ্টকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শোধিত ও জারিত অভ্র ১ একপল ; সোহাগার খই ২ দুইতোলা ; দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, কর্পূর, বেণামূল, জয়িত্রী, বালা, মুতা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, কুড় ও ত্রিফলা, প্রত্যেক দ্রব্য ।৹ চারি আনা পরিমাণে লইয়া, জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক (২ দুইরতি পরিমাণে) বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেবন করিলে, অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনাযুক্ত সকলপ্রকার প্রদর, অশীতিপ্রকার বাতজ রোগ, দারুণ অগ্নিমান্দ্য, জ্বরসংযুক্ত গ্রহণী, রক্তপিত্ত, অরোচক, সর্ব্বপ্রকার কাস, প্রতিশ্যায়, শ্বাস ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

শিলাজিতু-বটিকা।—রক্তোৎপল-পত্রের রসে ও কুড়্চী-ছালের রসে ১ একতোলা পারদ ও ১ একতোলা গন্ধক, একত্র ২ দুইদিন মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত শিলাজতু ৮ আটপল, চিনি ৮ আটপল এবং বংশলোচন, পিপুল, আম-লকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারীর ফল ও মূল, দারুচিনি, তেজপত্র ও বড়-এলাইচ,

—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল এবং মধু ১ একপল মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা।০ চারি আনা। অনুপান—দাড়িমের রস এবং সুবাসিত জল। ইহা সেবন করিলে, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ভগন্দর ও প্রদর প্রভৃতি বিবিধ রোগের উপশম হয়।

রত্নপ্রভা বটিকা।—জারিত স্বর্ণ, মুক্তা, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, পিত্তল, স্বর্ণ-মাক্ষিক, রৌপ্য, হীরক, লৌহ, হরিতাল ও খর্পর,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে কদলীমূল, কাকমাচী, বাসকছাল, সুঁদীফুল ও জয়ন্তীর রসের এবং কর্পূরের জলের ভাবনা দিবে, তৎপরে এক দিবারাত্র অনবরত মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বেড়েলার ক্বাথ, উষ্ণদুগ্ধ, অথবা কেশুরিয়ার রসের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ নষ্ট হয়। এই বটিকা বলবর্দ্ধিনী, বৃষ্যকারিণী এবং রসায়নী।

অশোক-ঘৃত।—গব্যঘৃত ⁄৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—অশোকমূলের ছাল ⁄২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের,—শেষ ⁄৪ চারিসের; জীরা ⁄২ দুইসের, জল ১৬ ষোলসের—শেষ ⁄৪ চারিসের। আতপ-চাউল-ধোয়া জল ⁄৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ ⁄৪ চারিসের, কেশুরিয়ার রস ⁄৪ চারিসের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়াল-সার অথবা পিয়ালবীজ, ফল্‌সাফল, রসাঞ্জন (রসোদ), ষষ্টিমধু, অশোক-মূল, দ্রাক্ষা, শতমূলী ও কাঁটান'টের মূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; যথাবিধি পাক করিয়া, শীতল হইলে তাহার সহিত ⁄১ একসের চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহাদ্বারা প্রদর ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব নিবারিত হয়; ইহা পুষ্টি-কর এবং বল-বর্ণবর্দ্ধক।

সিতকল্যাণ-ঘৃত।—ঘৃত ⁄৪ চারিসের, গব্যদুগ্ধ ১৬ ষোলসের, কল্কার্থ কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, গোধূম, রক্ত শালিধান্যের মূল, মুগানী, ক্ষীর-কাকোলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, নীলশুঁদী, তালের মাতি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপাণী, জীরা, ত্রিফলা, শশার বীজ ও মোচা প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা এবং ⁄৮ আটসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, রজোহীনতা, রক্তগুল্ম, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, কামলা, পাণ্ডু, জীর্ণজ্বর ও অরুচি প্রভৃতি পীড়ায় প্রয়োগ করিবে।

ফলকল্যাণ-ঘৃত।—গব্যঘৃত /৪ চারিসের, শতমূলীর রস ১৬ যোলসের, দুগ্ধ ১৬ যোলসের, এবং কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলামূল, মেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, কটুকী, নীলোৎপল, কুমুদফল, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে,যোনিদোষ,গর্ভদোষ ও প্রদরাদি পীড়া প্রশমিত হয়। মৃতবৎসা-রোগে এই ঘৃত বিশেষ উপকারক। ইহা পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, এবং ক্ষীণশুক্র পুরুষের শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক। ইহার কল্কদ্রব্যের মধ্যে চিকিৎসকগণ ১ একভাগ লক্ষ্মণামূল দিবারও উপদেশ দিয়া থাকেন।

ফলঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ যোলসের,এবং কল্কার্থ শ্বেতঝাঁটীমূল, পীতঝাঁটীমূল, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, শুকনাস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদা ও শতমূলী, সমুদায়ে /১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে, বন্ধ্যাদোষ, মৃতবৎসাদোষ, এবং পিণ্ডিত, চলিত, নিঃসৃত ও বিবৃত প্রভৃতি যাবদীয় যোনিব্যাপদ নিবারিত হয়।

কুমার-কল্পদ্রুম ঘৃত।—ঘৃত /৮ আটসের, ক্বাথার্থ—ছাগমাংস ৫০ পঞ্চাশ পল, দশমূল ৫০ পঞ্চাশ পল, জল ১০০ একশতসের—শেষ ২৫ পঁচিশসের। দুগ্ধ /৮ আটসের, শতমূলীর রস /৮ আটসের, এবং কল্কার্থ—কুড়, শঠী, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, শতমূলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মুতা, নীলশুঁদীফুল, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকোলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতবেড়েলামূল, শরপুঙ্খামূল, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, শালপাণী, চাকুঁলে, নাগেশ্বর, দারুহরিদ্রা, রেণুকা, লতাফটুকীমূল, শঙ্খপুষ্পী, নীলবৃক্ষ, বচ, অগুরু, দারুচিনি, লবঙ্গ ও কুঙ্কুম,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; যথাবিধি তাম্রপাত্রে বা মৃৎপাত্রে পাক করিয়া শীতল হইলে, তাহার সহিত পারদ, গন্ধক ও অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, এবং /২ দুই সের মধু মিশ্রিত করিবে। ৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় এই ঘৃত পান করিলে, বিবিধ স্ত্রীরোগ, এবং রজোদোষ, মৃতবৎসাদোষ ও গর্ভদোষ নিবারিত হয়।

ন্যগ্রোধাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—বট, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, শোণা, যজ্ঞডুমুর, মউল, বেড়েলা,

বেত, গাব, কদম, রোহিতক ও পীতশাল, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ছাল ২ দুইপল, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের, আতপচাউল-ধোয়া জল ⁄৪ চারিসের ও আমলকীর রস ⁄৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মউল-ফুল, পিণ্ডখেজুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তী-ফল, গাম্ভারীফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রসাঞ্জন ও অনন্তমূল,—প্রত্যেক দ্রব্য ৬ ছয়তোলা। এই ঘৃত মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিয়া, পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, অঙ্গ-যোনি ও অক্ষি-কুক্ষি প্রভৃতির দাহ, এবং দৃষ্টিমান্দ্য, অশ্রুরোগ, বাতজ তিমিররোগ, আধ্মান ও আনাহ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শান্তি হয়। এই ঘৃত বল-অগ্নিবর্দ্ধক ও দৃষ্টির প্রসন্নতাকারক।

বিশ্ববল্লভ-ঘৃত।—গব্যঘৃত ⁄৪ চারিসের, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, শতমূলী, কুশ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড এইসকলের প্রত্যেকের স্বরস ⁄৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ ⁄৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—দাড়িমফলের খোলা, বেলশুঁঠ, মুতা, লবঙ্গ, বড়-এলাইচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, চাঁপাছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল ও পঞ্চলবণ,—মিলিত ⁄১ একসের। এই ঘৃত যথাবিধি মৃৎপাত্রে পাক করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা মাত্রায়, উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। ইহা স্ত্রীরোগনাশক, বলকারক, রসায়ন, বৃষ্য এবং বালকদিগের অঙ্গবর্দ্ধক।

বৃহৎ শতাবরী-ঘৃত।—শতমূলীর রস ৫০ পঞ্চাশসের ও তৎসমপরিমিত দুগ্ধ; এবং জীবনীয়গণ (পরিভাষা দেখ), শতমূলী দ্রাক্ষা, ফলসা ও পিয়াল,—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা ও যষ্টিমধু ৪ চারিতোলা, এইসকল কল্কের সহিত ১৬ ষোলসের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া, ঐ ঘৃত বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে, তাহাতে ৮ আটপল মধু, ৮ আটপল পিপুলচূর্ণ ও ১০ দশপল চিনি মিশ্রিত করিবে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, পরে ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ঐ ঘৃত রোগীকে পান করাইবে। ইহা রজোদুষ্টি ও শুক্রদোষনাশক, পুত্রপ্রদ ও বৃষ্য; এবং ইহার সেবনে ক্ষত, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, হলীমক, কামলা, বাতরক্ত, বিসর্প, হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, উন্মাদ ও অপস্মার প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

মুদ্গাদ্য-ঘৃত।—মুগ ও মাষকলায়ের কাথ, এবং রাস্না, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রক্ত-প্রদর রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সোমঘৃত।—গব্যঘৃত /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, ব্রহ্মী-শাক, শঙ্খপুষ্পী, পুনর্নবা, ক্ষীরকাকোলী, কুড়, যষ্টিমধু, কট্‌কী, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী-ফল, ফল্‌সাফল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, আকনাদী, দারুচিনি, দেবদারু, সচল-লবণ, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, প্রিয়ঙ্গু, বাসকপুষ্প ও গিরিমাটী, এইসমস্ত দ্রব্য মিলিত /১ একসের। এই ঘৃত গর্ভসঞ্চারের ২ দুইমাস সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ ছয়মাস গর্ভকাল পর্য্যন্ত সেবনীয়। এই ঘৃত সেবন করিলে, গর্ভদোষ ও যোনি-দোষ বিনষ্ট হইয়া, বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয়। আরও ইহাদ্বারা জড়ত্ব, গদ্গদত্ব ও মূকত্ব বিদূরিত হয়; এবং এই ঘৃত সপ্তরাত্রি ব্যবহার করিলে, মানবগণ শ্রুতিধর হইতে পারে।

নীলোৎপলাদ্য-ঘৃত।—নীলোৎপল, বেণার মূল, মউলফুল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ভুমিকুষ্মাণ্ড, কুশাদি তৃণ-পঞ্চমূল ও জীবনীয়গণ (পরিভাষা দ্রষ্টব্য), এই সমুদায়ের কল্ক এবং শতমূলীর রস ও যথোপযুক্ত দুগ্ধসহ যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। পাকান্তে ঘৃতের ¼ এক-চতুর্থাংশ চিনি তাহার সহিত মিলিত করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে, রক্তপ্রদর, বাতাধিক্য, রক্তপিত্ত, বলক্ষয়, শুক্রদোষ ও কৃচ্ছ্রসাধ্য পিত্তগুল্ম রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদি-তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের; ছাগদুগ্ধ, দধির মাত ও দারুহরিদ্রার কাথ,—প্রত্যেক দ্রব্য /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, সুঁদীফুল, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন (রসোদ), শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, শুল্‌ফা, ধুনা, সৈন্ধব, মুতা, মোচরস, অনন্তমূল, কাকমাচী, বেলশুঁঠ, বালা, গজপিপ্পলী, পিপুল, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী,—সমুদায়ে /১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, পরিশেষে গন্ধপাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে, প্রদর, যোনিব্যাপদ, গর্ভস্রাব ও অতিসার রোগের শান্তি হয়।

হয়মারাদি-তৈল।—সরিষার তৈল /৪ চারিসের, কল্কার্থ করবীর-মূল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ, রসাঞ্জন, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হরিদ্রা, হরীতকী, কট্‌ফল, মুতা, রাখালশশার মূল, আকনাদী, নাগেশ্বর ও চিতামূল,—

মিলিত /১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, সেই তৈল যোনিতে মর্দ্দন করিলে, যোনিকণ্ডু, ভগাঙ্কুরের বৃদ্ধি, স্মরোন্মাদ, যোনিক্ষত, যোনি হইতে ক্লেদস্রাব ও যোনি-অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বাদি-তৈল।—সর্ষপতৈল /৪ চারিসের ; কল্কার্থ—হিং, হীরাকস, সৈন্ধব-লবণ, শুঁঠ, তেজপত্র, চিতার মূল, মুসব্বর, সমুদ্রফেন, কর্পূর, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা,—মিলিত /১ একসের ; পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের ; যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল রজঃ-প্রবর্ত্তক, রজঃকৃচ্ছ্রনাশক এবং যোনিশূল নিবারক। ইহা যোনিতে মর্দ্দন করিতে হয়।

সুধাকর তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের ; বেড়েলা, কেশুরিয়া, দূর্ব্বা, ধাওয়া, পালিধা ও পদ্ম, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস /৪ চারিসের। দধির মাত, আতপচাউল-ধোয়া-জল, লাক্ষার জল ও কাঁজি, প্রত্যেক /৪ চারিসের। কল্কার্থ—আমলকী, ধ'নে, মুতা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, সুঁদীফুল, অশ্বগন্ধা, বংশলোচন, শিলাজতু, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, মুরামাংসী, জটামাংসী ও দুরালভা,—মিলিত /১ একসের। যথাবিধি পাক শেষ করিয়া, গন্ধদ্রব্যদ্বারা ইহা সুবাসিত করিবে। এই তৈল নানাবিধ স্ত্রীরোগনাশক এবং বলকর, রসায়ন, বৃষ্য, আয়ুষ্কর ও কামোদ্দীপক।

লক্ষ্মণারিষ্ট।—লক্ষ্মণামূল ১২॥০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ২৫৬ দুইশত ছাপান্নসের,—শেষ ৬৪ চৌষট্টি সের। এই ক্বাথে ২৫ পঁচিশসের গুড় গুলিয়া, তাহাতে /২ দুইসের ধাইফুল এবং মুতা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বনযমানী, যমানী ও বেলশুঁঠ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, আবদ্ধমুখ মৃৎপাত্রে ১ একমাস রাখিবে। তৎপরে কল্কদ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিবে। এই অরিষ্ট স্ত্রী-রোগসমূহের উপশমকারক।

অশোকারিষ্ট।—অশোকছাল ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ২৫৬ দুইশত ছাপান্নসের,—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া, তাহাতে ২৫ পঁচিশসের গুড় গুলিয়া দিবে। তৎপরে ধাইফুল ১৬ ষোলপল (/২ দুইসের) এবং কৃষ্ণজীরা, মুতা, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, রক্তোৎপলের মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আমের আঁটির শাঁস, জীরা, বাসকমূলের ছাল ও রক্তচন্দন, ইহাদের

প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল পরিমাণে তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া, বদ্ধমুখভাণ্ডে ১ এক মাসকাল রাখিয়া দিবে। পরে অহা ছাঁকিয়া লইয়া, উপযুক্ত পরিমাণে (৪ চারি তোলা) দিবাভাগে ২।৩ বার সেবন করিলে, রক্তপ্রদর রোগ বিনষ্ট হয়; এবং জ্বর, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, মন্দাগ্নি, অরোচক, মেহ ও শোথরোগ প্রভৃতির উপশম হইয়া থাকে।

গর্ভিণীরোগ।

এরণ্ডাদি ক্বাথ।—এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, গর্ভিণীর জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহৎ হ্রীবেরাদি।—বালা, শোণাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধ'নে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণামূল, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, অতিসার, রক্তস্রাব, জ্বর ও সূতিকা-রোগ প্রশমিত হয়।

লবঙ্গাদিচূর্ণ।—লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধ'নে, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুল্‌ফা, দাড়িমফলের খোলা, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীল-সুঁদী, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির ও বালা,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা মাত্রায়, ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী, অতিসার, আমরক্ত, শূল, শোথ ও জ্বর প্রশমিত হয়।

গর্ভচিন্তামণিরস।—রসসিন্দুর, রৌপ্য ও লৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-তোলা, অভ্র ৪ চারিতোলা এবং কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জয়িত্রী, গোক্ষুর-বীজ, শতমূলী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা গর্ভিণীর জ্বর, দাহ, প্রদর এবং সূতিকারোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

গর্ভবিলাস রস।—পারদ, গন্ধক ও তুঁতেভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সম-ভাগ, একত্র গোঁড়ানেবুর রসের সহিত তিনদিন মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে ত্রিকটুর ক্বাথের তিনবার ভাবনা দিবে। পরে ৪ চারিরতিপ্রমাণ বটিকা করিয়া, গর্ভিণীর জ্বরাদিরোগে প্রয়োগ করিবে।

গর্ভপীযূষবল্লী-রস।—পারদ, গন্ধক, জারিত স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য-মাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ ও অভ্র,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ব্রাহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেৎপাপড়া ও দশমূল, ইহাদের রসের বা কাথের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা গর্ভিণীর জ্বরাদি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইন্দুশেখর রস।—শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দুর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণ-মাক্ষিক ও হরিতাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুন-ছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম ও কুড়চীছালের রসের ভাবনা দিয়া, মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা গর্ভিণীর জ্বর, কাস, শ্বাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহণী, বমন, অগ্নিমান্দ্য, আলস্য ও দৌর্ব্বল্য দূরীভূত হয়।

গর্ভবিলাস রস।—পারদ, গন্ধক ও তুঁতে, সমভাগে গ্রহণ করিয়া, নেবুর রসসহ ৩ তিনদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ত্রিকটুর কাথের ৩ তিনবার ভাবনা দিবে। ইহা ৪ চারিরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, গর্ভিণীর জ্বর, অজীর্ণ ও শূলাদিরোগের নিবারণ হয়।

গর্ভবিলাসতৈল।—তিলতৈল ⁄১ একসের, কল্কার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িমপত্র, কাঁচাহরিদ্রা, ত্রিফলা, পানিফলপত্র, জাতীপুষ্প, শতমূলী, নীলসুঁদী ও পদ্ম,—মিলিত ১৬ ষোলতোলা এবং ⁄৪ চারিসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে,গর্ভশূল ও রক্তস্রাবাদি নিবারিত হইয়া,পতনোন্মুখ গর্ভও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

সূতিকারোগ।

—:০:—

সূতিকা-দশমূল পাচন।—শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটীর মূল, গন্ধভাদুলের মূল, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুতা, ইহাদের কাথ পান করিলে, সূতিকাজ্বর ও দাহ নিবারিত হয়।

সহচরাদি।—ঝাণ্টীর মূল, মুতা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ ও বালা, এইসকল দ্রব্যের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সূতিকা-রোগিণীর জ্বর ও শূল সদ্যঃ বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদি।—গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝিণ্টী, কৈবর্ত্তমুতা, ইকড়মূল, স্বল্পপঞ্চমূল, (পরিভাষা দেখ) ও মুতা, এই সমুদায়ের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, অচিরকালমধ্যে সূতিকাভয় নিবারিত হয়।

দেবদার্ব্বাদি ক্বাথ।—দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, চিরাতা, কট্ফল, মুতা, কট্‌কী, ধ'নে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কালজীরা, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, অষ্টমাংশ অবশেষ থাকিতে নামাইবে। ইহাতে সৈন্ধব-লবণ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, সকলপ্রকার উপদ্রবযুক্ত সূতিকারোগ এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়! এই দেবদার্ব্বাদি কষায় সূতিকা-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বজ্রকাঞ্জিক।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুঁঠ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট ও সচল-লবণ, এইসকল কল্কদ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাকের নিয়মানুসারে কাঁজি পাক করিবে, অর্থাৎ এইসমস্ত দ্রব্যের কল্ক মিলিত ৬ ছয়-তোলা এবং ।৪ চারিসের জলসহ ।১ একসের কাঁজি পাক করিয়া, ।১ একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহা আম-নাশক, বৃষ্য, কফঘ্ন, অগ্নির উদ্দীপক, মক্কল্লনাশক, শূলনাশক, বিশেষতঃ সূতিকাগ্রস্ত নারীর অগ্নিবর্দ্ধক ও স্তন্যজনক। এই কাঁজি কল্কের সহিত সেবন করিতে হয়, অর্থাৎ পাকের পর কল্কদ্রব্য না ছাঁকিয়া ঐসমস্ত কল্কদ্রব্য ও কাঁজি উভয়ই উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে।

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ।—গন্ধভাদুলে ১২॥০ সাড়ে-বারসের, জল ৬৪ চোষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোলসের; এই ক্বাথে ।৩৸০ পৌনে চারিসের চিনি এবং ইন্দ্রযব, ধ'নে, মুতা, বেণার মূল, বেলশুঁঠ, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, জটামাংসী, বালা ও দুরালভা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল (৮ আট তোলা) করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী, দুস্তর সূতিকারোগ, শূল, আনাহ ও বিবন্ধরোগের নাশ হয়। ইহা অগ্নির দীপ্তিকারক।

পঞ্চজীরক-গুড়।—গুড় ১২॥০ সাড়েবারসের, ঘৃত ।৪ চারিসের ও দুগ্ধ ।৮ আটসের, এইসকল দ্রব্য প্রথমতঃ একত্র পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ছোট-কালজীরা, হবুষা, ধ'নে, শুলফা, বদরী, যমানী, রাই-সর্ষপ, বংশপত্রী,

কালকাসুন্দে, পিপুল, পিপুলমূল, বনযমানী, সর্ষপ ও চিতা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল (৮ তোলা) এবং কেশুর, শুঁঠ, কুড় ও জীরা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৪ চারিপল (৩২বত্রিশ তোলা) চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই ঔষধ মৃদু-অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার যোনিব্যাপদ্, কাস, শ্বাস, জ্বর, হলীমক,পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গাত্রের দৌর্গন্ধ বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ইহাদ্বারা স্ত্রীলোকদিগের কুচদ্বয় উন্নত এবং নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত হয়।

সৌভাগ্য-শুণ্ঠী।—কেশুর, পানিফল, পদ্মবীজ-কোষ, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, শঠী, ধাইফুল, বড়-এলাইচ, শুল্‌ফা, ধ'নে, গজপিপ্পলী, পিপুল, মরিচ ও শতমূলী, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, শুঁঠচূর্ণ ⁄১ একসের, মিছরি ৩০ ত্রিশপল, ঘৃত ⁄১ একসের এবং গব্যদুগ্ধ ⁄৮ আটসের। এই ঔষধ যথানিয়মে পাক করিয়া, অর্দ্ধ-তোলা হইতে ২ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সূতিকা-রোগ, অতিসার ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হইয়া, অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

বৃহৎ সৌভাগ্যশুণ্ঠী।—অর্দ্ধমণ দুগ্ধে বড়শুঁঠ চূর্ণ ⁄২ দুইসের পাক করিয়া, পাকান্তে উহা ⁄৪ চারিসের ঘৃতে লঘুপাকে ভাজিয়া লইবে,—খরপাক কদাচ উচিত নহে। এই শুঁঠ এবং শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গুলঞ্চের চিনি, শুল্‌ফা, সূক্ষ্মজীরা, স্থূলজীরা, ত্রিকটু, চিতামূল, বড়-এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, যমানী, তালীশপত্র, কৃষ্ণজীরা, মৌরী, রাস্না, পুষ্কর-মূল, বংশলোচন, দেবদারু, শুল্‌ফা, শঠী, জটামাংসী, বচ, মোচরস, গুড়ত্বক্, তেজ-পত্র, নাগকেশর, জীবন্তী, মেথী, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বিড়ঙ্গ, বালা, বাসক, ধ'নে, কট্‌ফল ও মুতা,—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ৪ চারিতোলা এবং এইসমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, যথাবিধানে ইহাদের মোদক প্রস্তুত করিয়া, পরিষ্কৃত ভাণ্ডে রাখিবে। যথোপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে, স্ত্রীদিগের সমুদায় রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা আমবাত, বিবিধ শূল, বাত-পিত্তশ্লেষ্মাদিঘটিত দূষিত রোগসমূহ এবং দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতজ রোগসকলেরও উপশম হইয়া, বল-বীর্য্য-আয়ুঃ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। ইহা রসায়ন ও বয়ঃস্থাপক।

জীরকাদ্যমোদক।—জীরা ৮ আট পল, শুঁঠ ৩ তিন পল, ধ'নে ৩ তিন পল, শুল্‌ফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা,—প্রত্যেক ১ এক পল, দুগ্ধ ⁄৮ আট

সের, চিনি ৫০ পঞ্চাশ পল এবং ঘৃত ৮ আট পল, যথানিয়মে পাক করিয়া, তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুতা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ এক পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবন করিলে, সূতিকা ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হইয়া, অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদ।—শুঁঠ ১ একভাগ, মরিচ ২ দুইভাগ, পিপুল ৩ তিনভাগ, পাঙ্গা-লবণ ½ অর্দ্ধভাগ, জয়িত্রী ২ দুইভাগ ও তুঁতে ২ দুই ভাগ, একত্র নিসিন্দার রসের সহিত ১ একপ্রহর মর্দ্দন করিয়া, মধুর সহিত সেবন করিলে, বিবিধ সূতিকারোগ নিবারিত হয়।

সূতিকারি-রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র ও তাম্রভস্ম,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র থুলকুড়ীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, মটর-প্রমাণ বটিকা করিবে এবং ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। আদার রসসহ ইহা সেবন করিলে, সূতিকা-বস্থায়, জ্বর, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও শোথ নষ্ট হয়।

সূতিকারি রস (প্রকারান্তর)।—সোহাগার খই, মূর্চ্ছিত পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, এলাইচ, ধাইফুল, কুড়্চী-ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ ও বনযমানী, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গন্ধ-ভাদুলিয়ার রসসহ মর্দ্দন করিবে। ইহা ৪ চারিরতি পরিমাণে গন্ধ-ভাদুলিয়ার রস অনুপানসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাদ্বারা সূতিকারোগ, জীর্ণজ্বর, শোথ, গ্রহণী, প্লীহা ও কাসরোগ নষ্ট হয়।

সূতিকাঘ্ন রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, জয়িত্রী ও সচল-লবণ, সমভাগে গ্রহণ করিয়া, খলে মর্দ্দন করিবে, পরে ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া, ২ দুইরতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা সূতিকাতঙ্কনাশক; এবং শ্বাস, কাস, অতিসার ও জ্বরাতিসার রোগের উপশমকারক।

সূতিকান্তক রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্রভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু ও মিঠাবিষ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে। ৪ চারিরতি মাত্রায় ইহা উপযুক্ত অনুপানসহ সেবন করিলে, সূতিকাজনিত গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, কাস ও শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ সূতিকাবল্লভ-রস।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, কর্পূর, স্বর্ণ, হরিতাল, রৌপ্য, অহিফেন, জয়িত্রী ও জায়ফল, এইসকল দ্রব্য সমভাগে

গ্রহণ করিয়া, তাহাতে মুতা, বেড়েলা ও শিমূলমূলের রসের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপান সহ ২ দুইরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, সূতিকা, গ্রহণী, অতিসার, দৌর্ব্বল্য ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হয়; এবং দেহের পুষ্টি, কান্তি, মেধা ও ধৃতি বর্দ্ধিত হয়।

সূতিকাহর-রস।—হিঙ্গুল, হরীতকী, শঙ্খভস্ম, লৌহ, খর্পর, ধুতূরা-বীজ, যবক্ষার ও সোহাগার খই, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে বহেড়ার ক্বাথের ভাবনা দিয়া, মটরকলাই-পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। রোগীর দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

সূতিকাহর-রস (প্রকারান্তর)।—লবঙ্গ, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, অভ্র, লৌহ, তাম্র ও সীসা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আট তোলা) এবং জায়ফল, কেশুরে, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, বড়-এলাইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বেলশুঁঠ ও বালা—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া, কুলের আঁটির মত বটিকা করিবে। গাঁদালের পাতার রস অনু-পানসহ ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার অতিসার ও সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হয়। এই সূতিকাহর-রস সেবনে সূতিকারোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

মহাভ্রবটী।—জারিত অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, তাম্র, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, যবক্ষার ও ত্রিফলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং মরিচ ৫ পাঁচতোলা—এইসমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া, তাহাতে গিমেশাকের, বাসকের ও পাণের রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, ৪ চারিরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সূতিকারোগ-শান্তির জন্য প্রয়োগ করিতে হয়।

রস-শার্দ্দূল।—অভ্র, তাম্র, লৌহ, রাজপট্ট (বিরাটদেশীয় হীরক) মতান্তরে কান্তপাষাণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, যবক্ষার, হরিতাল, ত্রিফলা ও বিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক, গিমের ও পাণের রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, ৬ ছয়রতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা কাস, শ্বাস ও সকলপ্রকার সূতিকা প্রভৃতি স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয়।

মহারস-শার্দ্দূল।—জারিত অভ্র, তাম্র, স্বর্ণ, গন্ধক, পারদ, মনছাল, সোহাগা, যবক্ষার ও ত্রিফলা,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা), বিষ

॥০ অর্দ্ধতোলা এবং দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, জয়িত্রী, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও রসাঞ্জন,—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া একত্র চূর্ণ করিবে। পরে তাহাতে গিমেশাকের ও পাণের রসের ভাবনা দিয়া, দ্রব থাকিতে থাকিতে ৮ আটতোলা মরিচ-চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৪ চারিরতি। ইহা সেবনে জ্বর, দাহ, বমি, ভ্রম, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। বিশেষতঃ এই ঔষধদ্বারা অচিরকালমধ্যে গর্ব্বিণীর সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভদ্রোৎকটাদ্য-ঘৃত।—ঘৃত ৴৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—পত্র ও শাখার সহিত গন্ধভাদুলিয়া ১২॥০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের—শেষ ১৬ ষোল-সের এবং কল্কার্থ—ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতামূল, জীরা, স্বল্পপঞ্চমূল, রাস্না, এরণ্ড-মূল, বেড়েলামূল, সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘৃত সেবন করিলে, সত্বই সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়; এবং গ্রহণী, পাণ্ডু ও অর্শঃ নিবারিত হইয়া, অগ্নির দীপ্তি ও স্তন্যের শোধন হইয়া থাকে।

ধাতক্যাদি-তৈল।—তিলতৈল ৴৪ চারিসের, আমলকীর রস ১৬ ষোল-সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ—ধাইফুল, ধাওয়াছাল, ধ'নে, আমলকী, ধুতুরাফল, ধূনা, নীলমূল, কদমছাল, তগরপাদুকা, নীলছাল, পাতিনেবুর মূল, মুতা, শুঁঠ, হরীতকী, পদ্মমূল, অর্জ্জুনছাল, তেজপত্র, শোণাছাল, করঞ্জবীজ, তুলসীপত্র, জামছাল, বামুনহাটী, সমুদ্রফেন, রিঠা, কুলশুঁঠ, কয়েৎবেল, পিপুল, ঘৃতকুমারী ও কেশুর,—মিলিত ৴১ একসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া, সুপথ্য সেবন পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে, সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

জীরকাদ্যরিষ্ট।—জীরা ২৫ পঁচিশসের, পাকার্থ জল ২৫৬ দুইশত ছাপান্নসের,—শেষ ৬৪ চৌষট্টিসের; এই ক্বাথে গুড় ৩৭॥০ সাড়েসাঁইত্রিশ সের, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, শুঁঠ ২ দুইপল এবং জায়ফল, মুতা, দারুচিনি, তেজপাতা, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, কক্কোলফল ও লবঙ্গ,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, প্রক্ষেপ করিয়া, মৃৎপাত্রে আবৃত করিয়া একমাসকাল রাখিয়া দিবে। এই অরিষ্ট ২ দুইতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, সকলপ্রকার সূতিকারোগ বিনষ্ট হয় এবং গ্রহণী, অতিসার ও অগ্নিবিকার প্রভৃতি নিরাকৃত হয়।

বালরোগ।

ভদ্রমুস্তাদি-ক্বাথ।—নাগরমুতা, হরীতকী, নিমছাল, পটোলপত্র ও যষ্টিমধু, ইহাদের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে বালকের বয়োভেদে উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইলে, বালকদের জ্বর নিঃশেষরূপে দূরীভূত হয়।

কর্কটাদি।—কাঁকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, শুঁঠ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা ও কুলের আঁটির শাঁস, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া, যথা-যোগ্য মাত্রায় মধুর সহিত বালককে অবলেহন করাইলে, জ্বর, অতিসার, উৎকট গ্রহণীরোগ, বমন, রক্তস্রাব, কাস, শ্বাস এবং পশ্চারুজ নামক বালকদিগের একপ্রকার কঠিন ব্রণ রোগ বিনষ্ট হয়।

পটোলাদি।—পটোলপত্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, নিমছাল ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে, বালকদিগের ক্ষত, বিসর্প, বিস্ফোটক ও জ্বররোগের উপশম হয়।

সারিবাদি।—অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু, ইহাদের ক্বাথদ্বারা বালকদিগের মুখ ধোয়াইয়া দিলে, তাহাদের লালপড়া রোগ বিনষ্ট হয়।

লবঙ্গ-চতুঃসম।—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত ২ দুইরতি মাত্রায় তাহা লেহন করাইলে, আমাতিসার ও তজ্জনিত শূলের শান্তি হয়।

দাড়িম্ব-চতুঃসম।—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র দাড়িমফলের মধ্যে পূরিয়া, তাহার উপর মাটির লেপ দিয়া শুকাইলে, পুটপাক করিবে। তৎপরে তাহা চূর্ণ কারয়া, ½ অর্দ্ধরতি হইতে ২ দুইরতি পর্য্যন্ত মাত্রায়, ছাগদুগ্ধ অথবা জলসহ সেবন করাইলে, বালক-দিগের উদরাময় নিবারিত হয়।

ধাতক্যাদি চূর্ণ।—ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধ'নে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা,—প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, মধুর সহিত ২ দুইরতি মাত্রায় সেবন করাইলে, বালকদিগের জ্বরাতিসার ও বমন নিবারিত হয়।

বালচতুর্ভদ্রিক-চূর্ণ।—মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকৃড়াশৃঙ্গী—প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, পূর্ব্ববৎ মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইলে, জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও বমি প্রশমিত হয়।

পুষ্করাদি চূর্ণ।—কুড়, আতইচ, কাঁকৃড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইলে, বালকদিগের পাঁচপ্রকার কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

রামেশ্বর ও বালরোগান্তক-রস।—পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক, (পারদ-গন্ধকে কজ্জলী করিয়া পরে স্বর্ণমাক্ষিক মিশ্রিত করিতে হইবে),—প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে যথাক্রমে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, পাণ, কাকমাচী, গিমা, হুড়্হুড়ে, শালিঞ্চা ও থুলকুড়ির রসের এক এক দিন ভাবনা দিবে, এবং তাহার সহিত মরিচচূর্ণ।০ চারি আনা ও শ্বেত-অপরাজিতার মূল।০ চারি আনা মিশ্রিত করিবে, তৎপরে সর্ষপের ন্যায় বটিকা করিয়া, ইহা বালকের জ্বরাদিরোগে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা ত্রিদোষজনিত উৎকট জ্বরও নিবারিত হয়। এই ঔষধে স্বর্ণমাক্ষিক ॥০ অর্দ্ধতোলার পরিবর্ত্তে।০ চারি আনা লইলে এবং ভাবনাদ্রব্যের মধ্যে পাণের রস বাদ দিলে, তাহা **বালরোগান্তক-রস** নামে অভিহিত হয়।

কুমার-কল্যাণ রস।—রসসিন্দুর, জারিত মুক্তা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মাড়িয়া, মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। বালকের বয়স অনুসারে ইহা এক বটী বা অর্দ্ধ বটিকা মাত্রায়, দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করাইলে, জ্বর, শ্বাস, বমন, এঁড়েলাগা, গ্রহ-দোষ, স্তন্যপান না করা, কামলা, অতিসার ও অগ্নিবিকৃতি নিবারিত হয়।

দন্তোদ্ভেদ-গদান্তক।—পিপুল, পিপুল-মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বন-যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, শঠী, কাঁকৃড়াশৃঙ্গী, বিট্লবণ, অভ্রভস্ম, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে জলসহ মাড়িয়া ২ দুইরতি পরিমাণে তাহার বটিকা করিবে। ইহা জলে ঘষিয়া দন্তে লাগাইলে, শীঘ্র দন্ত উদ্গত হয়; এবং উপযুক্ত অনুপানসহ সেবন করাইলে, দন্তোদ্গমকালীন জ্বর, অতিসার ও আক্ষেপ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

বালকুটজাবলেহ।—কুড়চীমূলের ছাল ৮ আটতোলা, জল /১ একসের—শেষ একপোয়া ; এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে ; এবং ঘনীভূত হইলে, তাহাতে আতইচ, আকনাদী, জীরা, বেলশুঁঠ, আমের আঁটির শাঁস, শুল্‌ফা, ধাইফুল, মুতা ও জায়ফল,—প্রত্যেকের ।০ চারি আনা পরিমিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা উপযুক্তমাত্রায় লেহন করাইলে, বালকদিগের আমশূল ও রক্তভেদ সত্বর নিবারিত হয়।

শিবামোদক।—হরীতকী, ভুঁই-আমলা, মূর্ব্বামূল, শুল্‌ফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আলকুশীর বীজ, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, লবঙ্গ, শতমূলী, মুরামাংসী, মৌরী, জটামাংসী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুঁঠ, অনন্তমূল, আমলকী, শ্যামালতা, বামুনহাটী, গজপিপুল, পিপুল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মেথি, চন্দ্রশূর (হালিমদানা), কৃষ্ণজীরা, যমানী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, তালমূলী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর-বীজ, এইসকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বসমষ্টির সমান দ্রাক্ষা এবং দ্রাক্ষার সমান চিনি,—এইসমুদায় একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রাতঃকালে দুগ্ধের সহিত ১ এক মাষা মাত্রায় বালককে সেবন করাইলে, সকলপ্রকার বালরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা পুষ্টিকর এবং বল-অগ্নি-মেধা-আয়ুর্বর্দ্ধক।

বালচাঙ্গেরী ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, আমরুলের রস /৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের, কল্কার্থ—কয়েৎবেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাহক্রান্তা, নীলসুঁদী, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস,—মিলিত /১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় দুগ্ধের সহিত পান করাইলে, বালকদিগের অতিসার ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

কণ্টকারী-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কণ্টকারী, বৃহতী, বামুনহাটী, ও বাসকছাল, ইহাদের প্রত্যেকের রস বা ক্বাথ /৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—গজপিপ্পলী, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, বচ, পিপুল, জটামাংসী, চই, চিতামূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, শ্বেতচন্দন, যমানী, জীরা, বেড়েলা, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, দাড়িমফলের খোলা ও দেবদারু,—মিলিত /১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায়, দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে, শিশুদিগের শ্বাস, কাস, জ্বর, অরুচি, শূল ও কফের শান্তি এবং অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধা-ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ ৪০ চল্লিশসের, এবং কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা /১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, বালকের দেহ পুষ্ট এবং বল বর্দ্ধিত হয়।

কুমার-কল্যাণ ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ—কণ্টকারী /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের,—শেষ ১৬ যোলসের, দুগ্ধ ১৬ যোলসের, এবং কল্কার্থ—শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রহ্মী, কুড়, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, চিনি, শুঁঠ, জীবন্তী, জীবক, বেড়েলা, শঠী, দুরালভা, বেলশুঁঠ, দাড়িমফলের খোলা, তুলসী, শালপাণী, পুষ্কর-মূল, মুতা,—অভাবে কুড়, ছোট-এলাইচ ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই-তোলা পরিমাণে যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, বালক-দিগের শরীরে পুষ্টি, এবং অগ্নির ও বলের বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ ইহাদ্বারা বালক-দিগের দন্তোদ্গমকালীন বিবিধ পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

অষ্টমঙ্গল ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ—বচ, কুড়, ব্রাহ্মীশাক, শ্বেত-সর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিপুল,—মিলিত /১ একসের, এবং ১৬ যোল-সের জল যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, বালকদিগের গ্রহাবেশজনিত পীড়াসমূহ নিবারিত হয়, এবং তাহাদের মেধা ও স্মৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ—পিপুল, ধাই-ফুল, আমলকী, কেশুর, বচ, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, আকনাদী, কট্‌কী, আত-ইচ, মুতা, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু,—মিলিত /১ একসের; পাকার্থ জল ১৬ যোলসের যথাবিধি ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেই ঘৃত শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালে সেবন করাইলে, দন্তোদ্ভেদজনিত সমস্ত পীড়ার উপশম হয়।

লাক্ষাদি তৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, লাক্ষার ক্বাথ /৪ চারিসের, দধির মাত ১৬ যোলসের, এবং কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুতা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, কট্‌কী ও রেণুকা,—মিলিত /১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল বালকদিগকে অভ্যঙ্গ করাইলে, জ্বরাদির উপশম এবং বলবর্ণের বৃদ্ধি হয়।

ব্যাঘ্রীতৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের; কণ্টকারী, বাসক, বেলছাল, ও কেশুরিয়া ইহাদের প্রত্যেকের রস /৪ চারিসের, কাঁজি /৪ চারিসের, কল্কার্থ—মুতা, মোচরস, রসাঞ্জন, শুল্ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, বেড়েলা, রাস্না, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকেশর, শালপাণী, চাকুলে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও বালা,—সমুদায়ে /১ এক সের। নিম-কাষ্ঠের অগ্নিতে মৃৎপাত্রে এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে, বালকদিগের জ্বর, অগ্নিবিকৃতি, শ্বাস, কাস ও ত্বগ্‌রোগ নিবারিত হয়।

শতপুষ্পীতৈল।—তিলতৈল /৪ চারিসের, শঙ্খপুষ্পী, ঘোড়া নিম, বাসক ও অর্জ্জুন, ইহাদের রস বা ক্বাথ—প্রত্যেক /৪ চারিসের, কাঁজি /৪ চারি-সের, লাক্ষার ক্বাথ /৪ চারিসের, দধির মাত /৪ চারিসের, কল্কার্থ দাড়িমফলের খোসা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচন্দন, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, মুতা, শ্যামালতা, শৈবাল, শেফালিকাছাল, রক্তোৎ-পলের মূল ও রসাঞ্জন, মিলিত /১ একসের। পরে গন্ধদ্রব্যসহ গন্ধপাক করিয়া, এই তৈল ব্যবহার করিলে, বালকদিগের বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হয় এবং কান্তি, মেধা, ধৃতি ও পুষ্টির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অরবিন্দাসব।—পদ্ম, বেণার মূল, গাম্ভারীফল, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, এলাইচ, বেড়েলা, জটামাংসী, মুতা, অনন্তমূল, হরীতকী, বহেড়া, বচ, আমলকী, শঠী, শ্যামালতা, নীলমূল, পটোলপত্র, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, অর্জ্জুনছাল, মউলফুল, যষ্টিমধু, ও মুরামাংসী,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল (আটতোলা), দ্রাক্ষা ২০ বিশ পল, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, চিনি ১২৷৷৹ সাড়েবারসের, মধু /৬৷৹ সওয়া ছয়সের এবং জল ১২৮ একশত আটাইশ সের; এই সমুদায় দ্রব্য আবৃত মৃৎপাত্রে এক মাস কাল রাখিয়া দিবে। পরে কল্কদ্রব্যগুলি ছাঁকিয়া ফেলিবে। এই আসব বালক-দিগের সর্ব্বরোগনাশক এবং বল, পুষ্টি ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

কবিরাজি-শিক্ষা।

চতুর্থ খণ্ড।

বিষ-চিকিৎসা।

বিষের প্রকারভেদ।—সাধারণতঃ বিষ দুইপ্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। উদ্ভিদ্‌বিষের মূল, কন্দ, পত্র, পুষ্প, ফল, বল্কল, ক্ষীর, নির্য্যাস ও সার প্রভৃতি পদার্থকে এবং দারমুজ ও শেঁকোবিষ প্রভৃতি ধাতুবিষকে স্থাবর বিষ, আর প্রাণি-বিষকে জঙ্গম-বিষ কহিয়া থাকে।

স্থাবর-বিষের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ।—স্থাবর বিষসমূহের মধ্যে মূলবিষ অযথানিয়মে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, শরীরে দণ্ডাদিদ্বারা পীড়নের ন্যায় ব্যথা, প্রলাপ ও মোহ উৎপন্ন হয়। পত্রবিষে শরীরে কম্প এবং শ্বাস হইয়া থাকে। ফলবিষে অণ্ডকোষে শোথ, শরীরে জ্বালা ও আহারে অরুচি জন্মে। পুষ্পবিষে বমি, আধ্মান ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। ত্বক্, নির্য্যাস ও সার-বিষ সেবনে মুখে দুর্গন্ধ, চর্ম্মের কর্কশতা, মস্তকে বেদনা ও কফস্রাব হয়। ক্ষীরবিষে মুখ হইতে ফেন-নির্গম, শরীরে ভারবোধ ও দাস্ত হইতে থাকে, ধাতুবিষে হৃদয়ে ব্যথা, মূর্চ্ছা ও তালুদেশে জ্বালা উপস্থিত হয়। এই সমস্ত বিষ প্রায়ই সদ্যোমারক নহে, ক্রমশঃ বিবিধ অসুস্থতা উৎপাদন করিয়া কালান্তরে প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

জঙ্গমবিষের লক্ষণ।—জঙ্গম-বিষের মধ্যে ফণাবিশিষ্ট সর্পের দংশনে দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং দষ্টব্যক্তি বাতজনিত বিবিধ পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে। মণ্ডলী-সর্প অর্থাৎ যেসকল সর্পের গাত্রে চাকা চাকা দাগ থাকে, তাহাদের দংশনে দষ্টস্থানে পীতবর্ণ ও কোমল শোথ জন্মে এবং পিত্তজনিত বিবিধ

উপদ্রব উপস্থিত হয়। রাজিল অর্থাৎ যাহাদের শরীরে রঞ্জিত ও লম্বা লম্বা রেখা থাকে, সেইসকল সর্পের দংশনে দষ্টস্থানে কঠিন পিচ্ছিল ও পাণ্ডুবর্ণ শোথ জন্মে; ক্ষতস্থান হইতে স্নিগ্ধ ও গাঢ় রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং কফজনিত নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়।

অজীর্ণরোগী, পিত্তবিকারী, আতপার্ত্ত, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষীণক্ষতরোগী, প্রমেহ ও কুষ্ঠরোগার্ত্ত, গর্ভিণী এবং রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ সর্পদষ্ট হইলে, অল্পকালমধ্যেই বিপন্ন হইয়া পড়ে।

সর্পদংশনে সাঙ্ঘাতিক অবস্থা।—অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলে, শ্মশানভূমিতে, উইঢিপির উপরে বা চতুষ্পথ স্থানে সর্পে দংশন করিলে, সে রোগীর জীবন-রক্ষা হয় না। এইরূপ প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে এবং ভরণী, আর্দ্রা, মঘা, অশ্লেষা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে সর্প দংশন করিলেও রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহার মর্ম্মস্থানে সর্প দংশন করে, যে রোগীর শরীরে অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিলে রক্ত নির্গত হয় না, অথবা লতা প্রভৃতি দ্বারা সবলে আঘাত করিলে দাগ উদ্গত না হয় কিংবা শীতলজলের ছাট দিলে রোমাঞ্চ না হয়, যাহার মুখ বক্র হইয়া যায়, চুল ধরিয়া টানিলে চুল উঠিয়া যায়, গ্রীবা অবনত হয়, হনু অর্থাৎ চোয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, দষ্টস্থানে রক্তবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ শোথ হয়, মুখ হইতে বাতির ন্যায় লালা নির্গত হয় অথবা মলদ্বার ও মুখ—উভয় পথ দিয়া লালা বা রক্ত নির্গত হয়, সেই রোগীর চিকিৎসা বিফল। দষ্টস্থানে চারিটী দন্তপাতের চিহ্ন লক্ষিত হইলে, তাহাও অসাধ্য।

ভিন্ন ভিন্ন বিষপ্রকোপ-লক্ষণ।—বৃশ্চিকে দংশন করিলে, দষ্টস্থানে অত্যন্ত জ্বালা ও ভেদনবৎ যাতনা হয় এবং বিষ অতিশীঘ্র ঊর্দ্ধশরীরে গমন করিয়া অবশেষে দষ্টস্থানে আসিয়া অবস্থিত থাকে। হৃদয়, নাসিকা, চক্ষুঃ ও জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে বৃশ্চিক দংশন করিলে, ক্রমশঃ দষ্টস্থানে ক্ষত হইয়া মাংসসকল খসিয়া পড়ে এবং রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। ভেক একটী দন্তদ্বারা দংশন করে; তাহাদের দংশনে রোগীর পিপাসা, নিদ্রা, বমন, বেদনাযুক্ত শোথ ও পিড়কা জন্মে। মূষিকের শুক্রে বিষ; এজন্য তাহাদের শুক্রস্পর্শে শরীরে বিষের কার্য্য প্রকাশিত হয়; তদ্ভিন্ন অন্যজাতীয় মূষিকের দংশনেও বিষের কার্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূষিকে দংশন করিলে,

দষ্টস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, শরীরের স্থানে স্থানে গোলাকার শোথ জন্মে, এবং জ্বর, চিত্তচাঞ্চল্য, রোমহর্ষ ও গাত্রে জ্বালা উপস্থিত হয়। কোন কোন মূষিকের দংশনে মূর্চ্ছা, শরীরে মূষিকের আকৃতির ন্যায় শোথ, বধিরতা, জ্বর, মস্তকে ভারবোধ, শরীরের বিরসতা এবং মুখ দিয়া লালা ও রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়। এইরূপ মূষিকদংশনে রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। লূতা অর্থাৎ মাকড়সার বিষে ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, ক্ষতস্থান ক্লেদযুক্ত হইয়া থাকে, এবং ত্রিদোষজনিত জ্বর, অতিসার, দাহ, পিড়কা, গাত্রে চাকা চাকা দাগ এবং নীল ও পীতবর্ণ, কোমলস্পর্শ ও বিস্তৃতিশীল শোথ জন্মে। অন্যান্য জীবের দংশনাদিবশতঃ দষ্টস্থানে জ্বালা, শোথ ও বেদনা প্রভৃতি বিষলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উন্মত্ত শৃগালাদির দংশন বিষ।—উন্মত্ত শৃগাল বা কুকুর প্রভৃতি জীবে দংশন করিলে দষ্টস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব এবং সেই স্থানে স্পর্শশক্তির অল্পতা হইয়া থাকে। শরীরে সেই বিষ বেশী দিন অবস্থিত থাকিলে, ক্রমে ক্রমে জ্বর হয়; এবং পরিশেষে রোগী উন্মত্তবৎ হইয়া, দংশক-জীবের ন্যায় রব ও তাহার কার্য্যাদির অনুকরণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ রোগী জলে বা দর্পণে দংশক-জীবের রূপ দেখিতে পাইলে, কিংবা জল দেখিয়া অথবা জলের নাম শুনিয়া ভয় প্রাপ্ত হইলেও তাহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। উন্মত্ত শৃগালাদির বিষ বহুদিন পর্য্যন্ত অনেকের শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, সহসা প্রকুপিত হইয়া সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠে; দংশনের ১ এক বৎসর বা ২ দুই বৎসর পরেও অনেকের উন্মাদ ও জলত্রাসাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া, মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে।

হীনবীর্য্য-বিষ।—ভোজনাদি দ্বারা হীনবীর্য্য বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা তাহাতে প্রাণনাশ হয় না; কিন্তু উহা কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থিত থাকে এবং ক্রমশঃ মলের তরলতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের দৌর্গন্ধ্য ও বিবর্ণতা, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও স্বরের বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ করে। এই বিষ আমাশয়ে অবস্থিত থাকিলে, কফ-বাতজনিত নানা-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; পক্বাশয়ে থাকিলে, বাত-পিত্তজনিত রোগ উৎপন্ন হয়, এবং কেশ ও শরীরের লোমসকল উঠিয়া যায়; রস-ধাতুগত হইলে, আহারে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শরীরে বেদনা, দুর্ব্বলতা, জ্বর, বমনবেগ, শরীরে ভারবোধ,

লোমকূপসমূহের রোধ, মুখের বিরসতা এবং অকালে চর্ম্মের শিথিলতা ও কেশের শুভ্রতা প্রকাশ পায়; রক্তগত হইলে কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, প্লীহা, রক্তাপত্ত, কচ্ছ, এবং ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হয়। মাংসগত বিষে অধিমাংস, মাংসার্ব্বুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্ব ও উপজিহ্ব প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। মেদোগত বিষে গ্রন্থি, কোষবৃদ্ধি, মধুমেহ, স্থৌল্য ও অতিশয় ঘর্ম্ম প্রকাশিত হয়। বিষ অস্থিগত হইলে, অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতে বেদনা ও কুনখ পীড়া জন্মে। মজ্জগত বিষে অন্ধকারদর্শন, মূর্চ্ছা, ভ্রম, সন্ধিস্থানে ভারবোধ, এবং নেত্রাভিষ্যন্দ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। শুক্রগত হইলে, ক্লীবতা, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি পীড়া প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন ঐরূপ বিষসেবনে কেহ কেহ উন্মাদও হইয়া থাকে।

শরীরস্থিত দূষিবিষ, শীতলবায়ু-প্রবাহসময়ে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে প্রায়ই প্রকুপিত হইয়া উঠে; তৎকালে প্রথমতঃ নিদ্রাধিক্য, শারীরিক গুরুতা, শিথিলতা, জৃম্ভা, রোমাঞ্চ ও অঙ্গমর্দ্দ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ করিয়া,পরে সুপারী-ভক্ষণজনিত মত্ততা, অপরিপাক, অরুচি, গাত্রে চাকা চাকা পিড়কার উদ্গম, মাংসক্ষয়, হস্ত-পদে শোথ, মূর্চ্ছা, বমি, অতিসার, শ্বাস, পিপাসা, জ্বর ও উদরবৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অহিফেন-বিষ।—অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে, সর্ব্বাঙ্গে অসহনীয় তীব্র জ্বালা, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা, সর্ব্বাঙ্গে চিমি চিমি যাতনা, উদরাধ্মান, মোহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া, ক্রমে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

সর্পদংশন-চিকিৎসা।—হস্তে বা পদে সর্পদংশন করিলে, দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে তৎক্ষণাৎ দৃঢ়রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে তাগা বাঁধিবে। তাহা হইলে রক্তসঞ্চালন রুদ্ধ হওয়ায় বিষও সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। তৎপরে দষ্টস্থান চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। মুখের কোনস্থানে কোনরূপ ক্ষত না থাকিলে, চুষিয়া রক্ত নির্গত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে অসুবিধা হইলে, শৃঙ্গ বসাইয়া,বা একটী ছোট বাটী কিংবা গেলাসের মধ্যে স্পিরিট জ্বালিয়া সেই পাত্রটী ক্ষতমুখে চাপিয়া ধরিবে; তাহা হইলে তাহা হইতে রক্ত নির্গত হইয়া যায়। তৎপরে অগ্নিদ্বারা বা অগ্নিসন্তাপে রক্তবর্ণ দগ্ধ-লৌহখণ্ডদ্বারা সেই ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবে। হস্ত পদ ব্যতীত অন্য যে স্থানে বাঁধিবার সুবিধা নাই,

সেইরূপ স্থানে দংশন করিলেও তৎক্ষণাৎ রক্তনিঃসারণ ও দাহ করান আবশ্যক; তাহাতেও যথেষ্ট উপকারের আশা করা যায়। বিষ সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইলে, তুঁতের জল প্রভৃতি বমনকারক পদার্থদ্বারা বমন করান উচিত। কালিয়াকড়ার মূলের নস্য দেওয়াও বিশেষ উপকারক। ঈশলাঙ্গলার মূল জলসহ পেষণ করিয়া, তাহার নস্য দিবে। নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর রোধ হইলে, বার্ত্তাকু, ছোলঙ্গনেবু, এবং লতাফট্কী প্রভৃতি পেষণ করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে; দৃষ্টিরোধ হইলে, ছাগদুগ্ধের সহিত দারুহরিদ্রা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরিদ্রা, করবীর, করঞ্জ ও তুলসী পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। জয়পাল বীজের মজ্জায় নেবুর রসের ভাবনা দিয়া বর্ত্তী করিয়া রাখিবে; এবং সেই বর্ত্তী মানুষের মুখের লালাসহ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দলে, সর্পদষ্ট ব্যক্তি ঢলিয়া পড়িলেও আরোগ্যলাভ করে। সজিনাবীজে শিরীষফুলের রসের ৭ সাত দিন ভাবনা দিয়া, তাহা নস্য, অঞ্জন ও পানজন্য প্রয়োগ করিলে, সর্প-বিষের উপশম হয়। তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, সোঁদালফলের মজ্জা, পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু, এই সমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ১৫ পনের দিন গোশৃঙ্গমধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে বাহির করিয়া, ।০ চারি আনা বা ততোধিক পরিমাণে, দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। ইহার প্রলেপ এবং নস্য লইলেও বিশেষ উপকার হয়।

ফণাবিশিষ্ট সর্পের দংশনে নিসিন্দার মূল, অপরাজিতা ও হাপরমালীর ক্কাথ পান করাইবে। মণ্ডলীসর্পের দংশনে মঞ্জিষ্ঠা, মধু, যষ্টিমধু, জীবক, ঋষভক, চিনি, গাম্ভারী ও বটের শুঙ্গার ক্কাথ পান করাইবে। রাজিল সর্পের দংশনে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আতইচ, কুড়, ঝুল, রেণুকা, তগরপাদুকা ও কট্‌কী, ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও কাঁটানটের মূল, ইহাদের ক্কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, সমুদায় সর্পবিষই বিনষ্ট হয়। ৮।১০ দশটী গোলমরিচ ও হুড়হুড়ের মূল জলসহ পেষণ করিয়া সেবন করাইলেও সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহা সেবনের কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরির জল পান করান আবশ্যক; তাহাতে বমি হইলে, বিষের হ্রাস হয় নাই বুঝিতে হইবে, এবং পুনরায় ঐ ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। হাতীশুঁড়ার মূল এবং ভুঁইচাপার মূল সেবনেও সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক প্রভৃতির দংশন-চিকিৎসা।—বৃশ্চিক-দংশনে দষ্টস্থানে বারংবার তার্পিন-তৈল মালিশ করিবে,কিংবা জলসহ পাথুরিয়া কয়লা ঘষিয়া প্রলেপ দিবে। গব্যঘৃত ও সৈন্ধব-লবণ একত্র মিশ্রিত উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলেও বৃশ্চিক-বিষ নষ্ট হয়। কাল-কচুর আঠা মর্দ্দন করিলে, বৃশ্চিক-বিষ নিবারিত হয়। চিটে গুড় লাগাইলেও বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে। ভেকের বিষে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ পূর্ব্বক মনসাসীজের আঠার সহিত শিরীষের বীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। মূষিক-বিষেও প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ আবশ্যক ; তৎপরে ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব-লবণ একত্র বাঁটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া, অথবা আকন্দের মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে, এবং দারুচিনি ও শুঁঠের চূর্ণ সমভাগে উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। মাকড়সার বিষে রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা-মূল, পারুল, নিসিন্দা, স্বর্ণক্ষীরী, তগরপাদুকা, শিরীষবীজ, বালা ও অনন্তমূল—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং কুড় ২ দুইভাগ, একত্র শেলুবৃক্ষের রসের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অপরাজিতা, অর্জ্জুনছাল, কুড়, শেলু, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতসছাল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, মাকড়সার বিষ ও কীটবিষ প্রশমিত হয়। কাঁচা হরিদ্রা, দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া মর্দ্দন করিলে, গরল নিবারিত হইয়া থাকে। বচ, হিং, সৈন্ধব-লবণ, গজপিপ্পলী, আকনাদী, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা পরিমাণে সেবন করিলে, যাবতীয় কীটের বিষ নিবারিত হয়।

উন্মত্ত-কুকুর শৃগালের দংশন-চিকিৎসা।—উন্মত্ত কুকুর বা শৃগালে দংশন করিলে, দষ্টস্থান চিরিয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব করাইবে। পরে সেই স্থান অগ্নি, ক্ষার অথবা উষ্ণঘৃতদ্বারা দগ্ধ করিবে, এবং পুরাতন-ঘৃত পান অথবা ধুতূরার মূল কিংবা কুঁচিলা ১ এক বা ২ দুই রতি-পরিমাণে সেবন করাইবে। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সিদ্ধি সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হয়। শ্বেত-পুনর্নবা ও ধুতূরার মূল সমভাগে একত্র সেবন করান উপকারক। পারদ, গন্ধক, ও কান্তলৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং অভ্র ২ দুইতোলা, এইসকল দ্রব্যে যথাক্রমে রাখালশশা, বৃহতী, ব্রহ্মী, নীলশুঁদী, শতমূলী ও আলকুশীর রসের এক একবার ভাবনা দিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া, শীতল জলসহ সেবন করাইবে। ঘুঁটিয়ার ছাই আকন্দের আঠায় ভিজাইয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া,তাহার

নস্য লইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কুকুরে কামড়াইলে, সীজের আঠায় শিরীষবীজ ঘষিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিবে, এবং শিরীষবীজ বাঁটিয়া ও তাহার মধ্যে মেষ-লোম পুরিয়া সেবন করাইবে।

বিষাক্ত দ্রব্যভক্ষণে চিকিৎসা।—বিষ, বিষাক্ত দ্রব্য, অথবা অহিফেনাদি পদার্থ উদরস্থ হইলে, তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। তুঁতে-ভিজান জল উত্তম বমনকারক। বিষ কণ্ঠগত হইলে, চিনি ও মধুর সহিত কাঁচা কয়েৎবেল, এবং আমাশয়গত হইলে চিনি ও মধুর সহিত তগরপাদুকার চূর্ণ লেহন করাইবে। বিষ পক্বাশয়গত হইলে, গোরোচনার সহিত পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা পেষণ করিয়া পান করাইবে। রক্তগত বিষে শেলুবৃক্ষের মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগ অথবা কুলের মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগ, কিংবা যজ্ঞডুমুরের মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগ, অথবা অপরাজিতার মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগের ক্বাথ সেবন করাইবে। মাংসগত বিষে মধুর সহিত খদিরারিষ্ট এবং জলের সহিত কুড়চীর মূল সেবন করিতে দিবে। বিষ সর্ব্বদেহগত হইলে, এবং কফের বেগের আধিক্য প্রকাশিত হইলে, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, মউলফুল, তগরপাদুকা, পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষার, এই-সমস্ত দ্রব্য নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

দূষিবিষার্ত্ত রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহপান করাইয়া, বমন ও বিরেচনদ্বারা শোধন করান আবশ্যক। পিপুল, বেণামূল, জটামাংসী, লোধ, ছোট-এলাইচ, সৌবর্চ্চল, মরিচ, বালা, বড়-এলাইচ ও স্বর্ণগৈরিক, এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করাইলে, দূষিবিষের শান্তি হয়।

প্রযোজ্য ঔষধ।—মনছাল, হরিতাল, মরিচ, দারুমুজবিষ, হিঙ্গুল, অপামার্গমূল, ধুতূরার মূল, করবীরমূল, ও শিরীষমূল,—প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ লইয়া, তাহাতে রুদ্রাক্ষ ও অপরাজিতার রসের ১০০ একশতবার ভাবনা দিয়া, মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবনে সর্পদংশন বা বিষপানজনিত অচৈতন্য নিবারিত হয়। এই ঔষধের নাম **ভীমরুদ্ররস**। কালিয়াকড়ার মূল, ছাতিমমূলের ছাল ও কুড়,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং দারুমুজ ১ একমাষা অর্থাৎ ৶০ দুইআনা পরিমাণে লইয়া, আকন্দমূলের ক্বাথের সহিত মাড়িয়া সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিবে। কুলিকাদি নামক এই বটিকা সেবনে, বিষে মৃতকল্প ব্যক্তিও পুনর্জীবন লাভ করে। এই ঔষধদ্বারা দুরারোগ্য বিষম-জ্বরেও বিশে

উপকার হইয়া থাকে। ঘৃত ৴১ একসের, অপামার্গের রস ৴৪ চারিসের, এবং কল্কার্থ দাড়িমফলের খোলা, কুড়, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শিরীষমূলের ছাল, মিঠাবিষ, বচ, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, পালিধাছাল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও মুরামাংসী, সমুদায়ে ৴।০ একপোয়া। পাকার্থ জল না দিয়া কেবল এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, যাবতীয় বিষদোষ নিবারিত হয়। ইহাও বিষমজ্বর নাশক। ইহাকে **শিখরী-ঘৃত** কহে। ঘৃত ৴৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—হরীতকী, গোরোচনা, কুড়, আকন্দপত্র, শুঁদীমূল, নলমূল, বেতসমূল, মিঠাবিষ, তুলসীপত্র, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, শতমূলী, পানিফল, বরাহক্রান্তা ও পদ্মকেশর সমুদায়ে ৴১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ৴৪ চারিসের মধু মিশ্রিত করিবে। মৃত্যু-পাশচ্ছেদী নামক এই ঘৃতও সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ-নিবারক।

শিরীষারিষ্ট।—শিরীষছাল ৫০ পঞ্চাশ পল, পাকার্থ জল ২ দুই দ্রোণ অর্থাৎ ১২৮ একশত আটাশ সের—শেষ ৩২ বত্রিশ সের;—এই ক্কাথে ২৫ পঁচিশ সের গুড় গুলিয়া, তাহাতে পিপুল, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, এলাইচ, নীলমূল, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও শুঁঠ, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা একমাসকাল আবৃতপাত্রে রাখিয়া, পরে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বিষদোস নিবারিত হইয়া থাকে।

বিষের চিকিৎসায় যখন বিষরোগীর বাতাদিদোষ এবং রস-রক্তাদি ধাতু প্রকৃতিস্থ হয়, যখন রোগীর অন্নে রুচি জন্মে, স্বাভাবিক ভাবে মল-মূত্র নিঃসৃত হয় এবং বর্ণ, ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও চেষ্টা প্রভৃতিতে প্রসন্নতা দেখা যায়; তখন সেই রোগী নির্বিষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

পথ্যাপথ্য।—বিষ নষ্ট হওয়ার পরে রোগীকে কিছুদিন সুপথ্যে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। বিষের চিকিৎসাকালে অতি লঘু পথ্য ভোজন করিতে দিবে। কদাচ নিদ্রা যাইতে দিবে না; নিদ্রানাশজন্য চা, কাফি প্রভৃতি পান করান মন্দ নহে। বিষ নষ্ট হওয়ার পরে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ প্রভৃতি ভোজন করাইবে। সহ্যমত স্রোতের জলে স্নান করা অনিষ্টকর নহে। তৈল, মৎস্য, কুলত্থকলাই, অম্লদ্রব্য ও বিরুদ্ধদ্রব্য ভোজন এবং ক্রোধ, ভয়, পরিশ্রম ও মৈথুন প্রভৃতি ইহাতে বিশেষ অনিষ্টজনক।

দুর্গম অন্ধকারাদি স্থানে কোন দ্রব্যদ্বারা বিদ্ধ হইলে, সর্পাদি জন্তুতে দংশন করিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মে; এবং সেই আশঙ্কা হইতে জ্বর, সর্দ্দি, মূর্চ্ছা, দাহ, গ্লানি, মোহ ও অতিসার প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

এইরূপ শঙ্কাবিষে রোগীকে সান্ত্বনাজনক ও আনন্দজনক বাক্যাদি প্রয়োগ দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবে, পূর্ব্বোক্ত সুপথ্য ভোজন করাইবে এবং চিনি ও মধুর সহিত কিস্‌মিস্‌, ক্ষীরকাকোলী ও যষ্টিমধুচূর্ণ সেবন করাইবে। ক্ষুদে ন'টে, জীবন্তী, বার্ত্তাকু, সুষণী, ইন্দুরকাণী, পাম্প্য ও পটোল, ইহাদের শাক ভোজন, এই অবস্থায় উপকারক।

জলমজ্জনে ও উদ্বন্ধনে মুমূর্ষুর চিকিৎসা।

জলমজ্জনে কর্ত্তব্য।—জলমগ্ন ব্যক্তিকে যত শীঘ্র পার জল হইতে তুলিবে। তখন যদি তাহার শরীর উষ্ণ ও অঙ্গসকল শিথিল থাকে, তবেই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে; নতুবা চিকিৎসা বৃথা। প্রথমেই রোগীর ঊর্দ্ধদেহ অবনমিত করিয়া, মুখ দিয়া সমস্ত জল ও মুখের লালা নিঃসারিত করিবে। তৎপরে শ্বাস প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য রোগীকে পার্শ্বশায়ী করিয়া, নাসিকাতে কোনও তীব্র নস্য প্রদান করিবে কিংবা নিশাদল ও চূণ একত্র করিয়া, তাহাই তাহার নাসিকার নিকট ধরিবে। তাহাতেও শ্বাস প্রবর্ত্তিত না হইলে, অঙ্গুলি, পক্ষীর পালক বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা গলমধ্যে সুড়সুড়ি দিবে। তাহাতে হাঁচি কিংবা বমনবেগ উপস্থিত হইয়া শ্বাস প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। এইসমস্ত প্রক্রিয়া বিফল হইলে, রোগীকে উবুড় করিয়া শয়ন করাইবে, তাহার বক্ষঃস্থলের নীচে একটী বালিশ দিয়া বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উন্নত করিবে, পরে পুনর্ব্বার পার্শ্বশায়ী করিবে এবং দুই পাঁজরা হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিবে। একপল সময়ের মধ্যে ৭।৮ বার এইরূপ করিতে হইবে। অথবা রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে, পৃষ্ঠের নীচে একটী বালিশ দিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখিবে এবং আর এক ব্যক্তিদ্বারা রোগীর জিহ্বা টানিয়া ধরিবে ও নিজে রোগীর মস্তকের দিকে বসিয়া, তাহার

হস্তদ্বয় বারংবার উপরদিকে তুলিবে ও বক্ষের উপর স্থাপন করিবে। রোগীর জিহ্বা টানিয়া না ধরিয়া, কাহারও দ্বারা তাহার মুখে ফুঁক দেওয়াইয়া, নিজে ঐরূপে তাহার হস্তদ্বয় পুনঃ পুনঃ উত্তোলন ও অবনমন করিলেও চলিতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র বারংবার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে, যদি শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎ-ক্ষণাৎ রোগীর হস্ত ও পদদ্বয় নিম্নভাগ হইতে উপর দিকে বারংবার চুঁচিয়া দিবে এবং উষ্ণ বালুকার পোট্টলীদ্বারা হস্তপদে স্বেদ প্রদান করিবে।

এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা রোগী চেতনালাভ করিলে, তাহাকে অতি অল্প মাত্রায় মৃতসঞ্জীবনী-সুরা বা ব্র্যাণ্ডিসরাপ জল-মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে এবং যাহাতে উত্তম নিদ্রা হয়, তাহার উপায় বিধান করিবে। চিকিৎসাকালে রোগীর পার্শ্বে জনতা হইতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে। শরীরে সুন্দররূপে বায়ু লাগিতে পারে, সর্ব্বতোভাবে তাহার উপায় করা আবশ্যক। কিঞ্চিৎ বললাভ করিয়া সুস্থ হইলে, তাহাকে অল্প অল্প উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইবে। তৎপরে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সুপথ্যে রাখিবে।

উদ্বন্ধনে কর্ত্তব্য।—উদ্বন্ধনে মুমূর্ষু ব্যক্তির গলরজ্জু সত্বর ছেদন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া-সমূহ দ্বারা তাহার শ্বাস প্রবর্ত্তিত করিবে। গলদেশে ঈষদুষ্ণ ঘৃত আস্তে আস্তে মালিশ করিবে এবং মুখে ও বক্ষঃস্থলের নিকটে অনবরত তালবৃন্তের বাতাস দিতে থাকিবে। পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্ববৎ সুরাপান ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া কিছুদিন বিশেষ সুপথ্যে রাখিবে।

সর্দ্দি-গরমা-চিকিৎসা।

—:০:—

কারণ ও লক্ষণ।—অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত রৌদ্র বা অগ্নির আতপ সেবন করিয়া, কিংবা বহুজনতার মধ্যে থাকিয়া, অথবা অধিক পর্য্যটন বা পরিশ্রমদ্বারা ক্লান্ত হইয়া, হঠাৎ জলে অবগাহন, জলপান কিংবা অন্য কোনরূপ শৈত্যসেবা করিলে, প্রথমে অত্যন্ত পিপাসা হইতে থাকে ও বারংবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়; পরে ক্রমশঃ শরীর উষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চক্ষুর তারাদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে এবং

অত্যন্ত বেগের সহিত বারংবার হৃদস্পন্দন হইতে থাকে। নাড়ীর বেগ প্রথমে অধিক হইয়া, ক্রমে বিষম ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; শব্দের সহিত ঘন ঘন শ্বাস বহিতে থাকে এবং অবশেষে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই পীড়াকে চলিত কথায় "সর্দ্দিগরমী" কহে। ইহা আশু প্রাণনাশক; এইজন্য এই পীড়া উপস্থিত হইবামাত্র ইহার চিকিৎসাবিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

চিকিৎসা।—পীড়ার উপস্থিতি মাত্রই, রোগীকে ছায়া ও বায়ুসঞ্চারযুক্ত স্থানে উপযুক্ত শয্যায় চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে। রোগীর পার্শ্বে জনতা হইতে দিবে না। মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে শীতল জলের ছাট দিবে। শ্বাসরোধ হইলে জলমগ্ন রোগীর চিকিৎসোক্ত উপায়দ্বারা শ্বাস প্রবর্ত্তিত করিবে। জয়পালঘটিত ঔষধ অথবা অন্য কোন তীব্র বিরেচক ঔষধ দ্বারা বিরেচন করাইলে ভাল হয়। ইহাতে বমন করান অনিষ্টজনক। শীঘ্র চেতনালাভ না হইলে, জলের সহিত শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ ও লঙ্কামরিচ বাটিয়া, গ্রীবাদেশে তাহার পটী বসাইয়া দিবে। এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা রোগীর চৈতন্যলাভ ও শ্বাস প্রবর্ত্তিত হইলে, জলমিশ্রিত সুরা অল্পমাত্রায় পান করাইয়া নিদ্রা যাইতে দিবে। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, লঘু আহার ভোজন করাইবে এবং ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে।

বৃক্ষ প্রভৃতি কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া, অথবা নিকটে বজ্রপাত-জন্য তাহার উত্তাপে বা ভয়ে অভিভূত হইয়া অচেতন হইলে, সর্দ্দিগরমীর ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে।

আতপ-ব্যাপদ্ (রোদলাগা) চিকিৎসা।

লক্ষণ।—অধিকক্ষণ সূর্য্যের প্রখর তাপ শরীরে লাগাইলে, তৃষ্ণা, ত্বকের রুক্ষতা, ভ্রম, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মূর্চ্ছা, নাড়ীগতির বিষমতা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট-বোধ, হস্তপদে খিচুনি এবং বমন ও মূত্রবেগ প্রভৃতি অসুখ উপস্থিত হয়; কাহারও কাহারও জ্বর হইতেও দেখা যায়। চলিত কথায় ইহাকে "রোদলাগা" কহে। এই রোগে যদি রোগী অত্যন্ত হস্তপদ ছুড়িতে থাকে, হস্ত-পদ নীলবর্ণ হইয়া যায়,

এবং নাড়ীর গতি সময়ে সময়ে অনুভূত না হয়, তাহা হইলে, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।—এই পীড়া উপস্থিত হইবামাত্র, রোগীর গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দিয়া, ছায়াযুক্ত, জনতাশূন্য এবং যেখানে উত্তমরূপে বায়ু প্রবাহিত হয় সেইরূপ স্থানে তাহাকে শয়ন করাইয়া, তালবৃন্তদ্বারা ব্যজন করিবে। সেই তালবৃন্তে মধ্যে মধ্যে শীতল জলের ছাট দেওয়া আবশ্যক; তাহা হইলে গুঁড়া গুঁড়া শীতল জল রোগীর শরীরে লাগিয়া উপকার করে। অল্প অল্প চন্দনমিশ্রিত শীতল জল বারংবার পান করিতে দিবে; কিন্তু একবারে অধিক জল কদাচ পান করিতে দিবে না, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। একখণ্ড বস্ত্র শীতল জলে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া সেই বস্ত্রদ্বারা রোগীকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। সুস্থ হইলে সহস্রধারার বা ঝাঁঝ্‌রার জলে স্নান করাইবে। ইহাতে মূর্চ্ছা হইলে, একখণ্ড কম্বল বা ফ্ল্যানেল অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া ও নিঙ্‌ড়াইয়া, তাহাতে তার্পিণতৈলের বেশ করিয়া ছিটা দিয়া, সেইখানি গ্রীবাদেশে জড়াইয়া, তাহার উপর একখানি কলার পাতা বা অপর কোন শুষ্ক কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছাত্যাগ হইলে, রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিবে, তখন সেইসমস্ত কম্বলাদি খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। দেহ শীতল এবং নাড়ীর গতির ব্যতিক্রম ঘটিলে, স্বেদ-প্রদান ও মৃতসঞ্জীবনী-সুরা পান করিতে দিবে।

ঔষধ প্রয়োগ।—চিনি ১৬ ষোলতোলা, ঘষা শ্বেতচন্দন ১ একতোলা, গোঁড়ানেবুর রস ৮ আটতোলা, শতমূলীর রস ৮ আটতোলা, এবং মউরীর তৈল ॥০ অর্দ্ধতোলা, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র /২ দুইসের জলে আলোড়িত করিয়া, বারংবার সেই জল অল্পে অল্পে পান করাইলে, এই পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ত্রিফলার জল এবং মূর্চ্ছারোগোক্ত তৈল ও ঔষধসমূহও এই পীড়ায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শরীর প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষরূপে সাবধান থাকা আবশ্যক, এবং বলকর, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ ও সারক অন্ন ভোজন ব্যবস্থেয়।

তত্ত্বোন্মাদ (ভাবলাগা) চিকিৎসা।

—o—

লক্ষণ।—ধর্ম্মাদি বিষয়ে অত্যন্ত নিবিষ্টমনে অবিরত চিন্তা করিলে, বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় সহসা এক প্রকার রোগ উপস্থিত হয়। সাধারণ কথায় লোকে তাহাকে "ভাবলাগা" বা "দশাধরা" কহে। এই রোগে মূর্চ্ছা, মৃতব্যক্তির ন্যায় চক্ষুতে তারকাদ্বয় অচল, চক্ষু উন্মীলিত ও স্পর্শজ্ঞানের লোপ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং রোগী মৃতবৎ পতিত হইয়া থাকে। কাহারও বা বক্তৃতাশক্তির প্রকাশ, দাম্ভিকতা, উগ্রতা, আক্ষেপ (হাত-পা-ছোঁড়া), হাস্য, নৃত্য, মত্ততা ও রোদন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি চিত্তোন্মাদকর ঘটনাকালে এই পীড়া বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসা।—এই পীড়ায় অচেতন হইয়া পড়িলে, মূর্চ্ছা ও অপস্মার-রোগোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিবে। শতধৌত ঘৃত মর্দ্দন এবং মূর্চ্ছা, বাতব্যাধি ও উন্মাদরোগোক্ত ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে, ক্রমশঃ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। শ্বেতচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা, তালমূলী, যষ্টিমধু, বিটলবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নীলশুঁদীমূল, নাগেশ্বর, জটামাংসী, কুলেখাড়ার বীজ, বালা, বেণামূল, গিরিমাটী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে—একত্র চূর্ণ করিয়া, ।৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায়, ধারোষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে তত্ত্বোন্মাদ-রোগের শান্তি হয়। স্বর্ণ, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, লৌহ, বংশলোচন ও কর্পূর—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ত্রিফলার ক্বাথের ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। জলসহ ঘষিয়া ইহা নাসাবিবরে ফুৎকার দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিলে, রোগীর চেতনালাভ হয়, এবং ইহার নস্য লইলেও চৈতন্যসম্পাদন হইয়া থাকে। নিয়মিতরূপে প্রত্যহ শতমূলীর রসের সহিত ঐ বটিকা সেবন করিলে, ক্রমশঃ পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্য।—পুরাতন-শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও ছোলার দা'ল, যব ও গমের রুটী, তিল, ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, মিছরির সরবৎ, পাকা পেঁপে ও

ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, স্রোতোজলে স্নান, তৈলমর্দ্দন, বিলাসিতা, এবং সদ্‌বৃত্ত প্রিয়জন ও বিশ্বস্তা প্রিয়তমা যুবতী কামিনীর সহিত সর্ব্বদা কথোপকথন প্রভৃতি চিত্তবিনোদক ক্রিয়া এই পীড়ায় উপকারক। ইহার বিপরীত আহার বিহারাদি অনুপকারক।

তাণ্ডব-বাতব্যাধি-চিকিৎসা।

নিদান।—অতিরিক্ত ভয়, ক্রোধ, বা হর্ষ, আশাভঙ্গ, শারীরিক-কৃশতা-কারক ক্রিয়াসমূহ, নিদ্রাবিঘাত, বলক্ষয়, আঘাতপ্রাপ্তি, ক্রিমিদোষ, মলবদ্ধতা, এবং স্ত্রীদিগের ঋতু-বিপর্য্যয় প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া, এই তাণ্ডবরোগ উৎপাদন করে। ইহাতে প্রথমতঃ প্রায়ই বাম বাহু, পরে দক্ষিণ বাহু, তৎপরে পদদ্বয়, এবং ক্রমশঃ সর্ব্বশরীর কুম্পিত হইয়া থাকে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মুষ্টিদ্বারা কোন দ্রব্য ভাল করিয়া ধরিতে পারে না, হস্তদ্বারা কোন দ্রব্য মুখে তুলিয়া দিতে পারে না, সর্ব্বদা অস্থিরভাবে থাকে, বারংবার অতি বিকৃত মুখভঙ্গী করিতে থাকে; এবং যখন চলিয়া যায়, তখন নাচিতে নাচিতে চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রাবস্থায় এই রোগের কোনও লক্ষণ অনুভব করা যায় না।

চিকিৎসা।—সাধারণতঃ এই পীড়ায় মল-পরিষ্কারক এবং অগ্নিদীপক ও বলবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ক্রিমিদোষ হইতে এই রোগ জন্মিলে, অগ্রে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রজোরোধ জন্য এই পীড়া ঘটিলে, রজঃপ্রবর্ত্তক ঔষধ প্রথমেই প্রয়োগ করিয়া রজোদোষ নিরাকৃত করিবে। শ্যামালতা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, শ্বেতচন্দন, ছোট এলাইচ ও আমলকী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, তাণ্ডবরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বাতব্যাধি অধিকারোক্ত 'বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত' প্রভৃতি ঔষধ এবং কুব্জপ্রসারিণী ও মহামাষ প্রভৃতি তৈল ব্যবহার করান একান্ত আবশ্যক।

স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক আহারাদি এই পীড়ায় উপকারক। বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত যাবতীয় পদার্থ এই রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরিশ্রম-ত্যাগ, অধিকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকা, এবং স্রোতস্বতী নদীর জলে অবগাহন প্রভৃতি এই পীড়ায় হিতকর।

স্নায়ুশূল-চিকিৎসা।

ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ।—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাসমূহের নাম স্নায়ু। সেই স্নায়ু-সমূহে শূলবৎ তীব্র বেদনা হইলে, তাহাকে স্নায়ুশূল কহে। এই রোগ বায়ুজনিত একপ্রকার শূলবেদনা মাত্র। বেদনা ব্যতীত ইহার অন্য কোন লক্ষণ নাই। মস্তক, বাহু, পদ, প্রভৃতি অঙ্গাবয়বের ত্বকের নিম্নদেশে এই বেদনা উপস্থিত হয়। ফলতঃ শরীরের সমুদায় স্থানেই ইহা উৎপন্ন হইতে পারে। স্থানাভেদানুসারে এই স্নায়ুশূলের তিনপ্রকার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত মুখমণ্ডলে যে স্নায়ুশূল হয়, তাহার নাম ঊর্দ্ধভেদ; মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে হইলে তাহার নাম অর্দ্ধভেদ; এবং স্ফিক্ অর্থাৎ পাছায় উপস্থিত হইলে তাহাকে অধোভেদ কহে। বলক্ষয়, বৃক্কদোষ, মস্তিষ্কদোষ, অজীর্ণ, এবং বিবিধ দন্তরোগ প্রভৃতি হইতে অর্দ্ধ-ভেদ নামক স্নায়ুশূল জন্মে। ইহাতে ললাটে, নিম্ন-অক্ষিপুটে, গণ্ডস্থলে, নাসিকায়, ওষ্ঠে, জিহ্বাপার্শ্বে, অধরে ও দন্তে শূল এবং দাহবৎ বেদনা হয়। ইহা প্রথমতঃ মুখের একপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, পরে সমুদায় মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আর্দ্র-স্থানে বাস, শৈত্যসেবা, বলক্ষয়, এবং বিকৃত বায়ুর ও বিকৃত জলের উপসেবা প্রভৃতি কারণে অর্দ্ধভেদ উৎপন্ন হয়। তাহাতে মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া তীব্র বেদনা হয়; অধিকাংশ স্থলেই এই রোগ বামপার্শ্বে হইতে দেখা যায়। আরও ইহাতে বোধ হয় যেন মস্তক বাণদ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিরাম পাইলে, এই পীড়া দীর্ঘকালপর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিতে পারে। যৌবনকালেই ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক; এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদিগের ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। মলরোধ, পরিশ্রম, শৈত্যসেবা, দুর্ব্বলতা, আমবাতরোগ, আর্দ্রস্থানে বাস, এবং গর্ভবিকৃতি প্রভৃতি কারণে অধোভেদ নামক স্নায়ুশূল জন্মে। পাছায়, ঊরুতে জানুসন্ধির পশ্চাদ্ভাগে, এবং কখন কখন পদে ও জঙ্ঘায় অধোভেদ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রায় ইহা এক পদেই দেখা যায়। রাত্রিকালে এবং প্রৌঢ়বয়সে এই পীড়ার প্রকোপ অধিক হয়।

চিকিৎসা।—বায়ুর অনুলোমকারক, বলবর্দ্ধক, এবং অগ্নিজনক ঔষধাদিই এই পীড়ায় প্রশস্ত। বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত কুব্জপ্রসারিণী কিংবা মহামাষ তৈল মর্দ্দন, মাষকলায় সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ-প্রদান, বাতরোগোক্ত বাতজ বেদনানিবারক প্রলেপ ব্যবহার, এবং এরণ্ডতৈলদ্বারা বিরেচন করান এই পীড়ায় হিতকর। বৃহৎ ছাগলাদ্য-ঘৃতও ইহাতে বিশেষ উপকারক। ছোট এলাইচ, বড়-এলাইচ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও যমানী,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমান রৌপ্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২ দুইরতি মাত্রায়, গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার স্নায়ুশূল ও বাতরোগ নিবারিত হয়। স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, লৌহ ও রসসিন্দুর,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে চিরাতার ক্বাথের ভাবনা দিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ত্রিফলাভিজান জলসহ ইহা সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার স্নায়ুশূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত যাবতীয় পথ্যাপথ্য এই রোগে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

ভগ্ন-চিকিৎসা।

রোগ পরিচয়।—উচ্চস্থান হইতে পতন, পীড়ন, এবং অভিঘাত প্রভৃতি নানাকারণে অস্থি ও অস্থিসন্ধি ভগ্ন হইয়া যায়। এক সন্ধিস্থল হইতে অপর সন্ধিস্থলের মধ্যবর্ত্তী একখণ্ড অস্থিকে কাণ্ড কহে, এবং দুইখানি অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি কহে। ঐরূপ স্থানভেদানুসারে কাণ্ড-ভগ্ন ও সন্ধি-ভগ্ন নামে ভগ্নরোগ দুইভাগে বিভক্ত।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও প্রকারভেদ।—সন্ধি-ভগ্ন ছয় প্রকার—উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগ্‌গত, ক্ষিপ্ত ও অধোভগ্ন। সাধারণতঃ এই ছয়-প্রকার ভগ্নেই অঙ্গের প্রসারণ, আকুঞ্চন ও পরিবর্ত্তন-সময়ে অত্যন্ত যাতনা বোধ-

হয়, এবং ভগ্নস্থান স্পর্শ করিলেও অতিশয় বেদনা অনুভূত হয়। তন্মধ্যে উৎপিষ্ট নামক সন্ধিভগ্নে উভয় অস্থি উৎপেষিত হইয়া যায়, তজ্জন্য ভগ্নস্থানের উভয়-দিকে শোথ হয় এবং রাত্রিতে যাতনার বৃদ্ধি হয়। বিশ্লিষ্ট সন্ধিভগ্নে সন্ধিস্থল শিথিল হইয়া যায়, সর্ব্বদাই অত্যন্ত যাতনা থাকে, এবং উৎপিষ্ট-ভগ্নের ন্যায় অন্যান্য লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধিস্থান বিবর্ত্তিত অর্থাৎ বিপরীতভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে, উভয় পার্শ্বে তীব্র বেদনা হয়। তির্য্যগ্‌গত অর্থাৎ সন্ধিস্থল বক্রীভূত হইলেও ঐরূপ বেদনা হইয়া থাকে। সন্ধিস্থল হইতে অস্থি বিক্ষিপ্ত হইলে, শূলবৎ বেদনা, এবং অধোভগ্ন হইলে বেদনা ও সন্ধির বিঘটন অর্থাৎ অমিলন হইয়া থাকে। কাণ্ডভগ্ন সাধারণতঃ ১২ বারপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—কর্কটক, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত, পিচ্চিত, ছল্লিত, বিশ্লিষ্ট, অতিপাতিত, মজ্জগত, বিস্ফুটিত, বক্র ও দ্বিবিধ ছিন্ন। অস্থি বিশ্লিষ্ট হইয়া, মধ্যভাগ উচ্চ ও পার্শ্বদ্বয় নিম্ন হইয়া কাঁকড়ার ন্যায় আকার হইলে, তাহাকে কর্কটক-ভগ্ন কহে। কোন স্থানের বিপুল অস্থি বহির্গত হইয়া অশ্বকর্ণের ন্যায় উচ্চ হইয়া থাকিলে তাহাকে অশ্বকর্ণ-ভগ্ন কহে। অস্থি চূর্ণিত হইলে, তাহার নাম বিচূর্ণিত ভগ্ন। শব্দ এবং স্পর্শদ্বারা অস্থিচূর্ণন অবগত হইতে পারা যায়। অস্থি পেষিত হইলে তাহার নাম পিচ্চিত; ইহাতে অত্যন্ত শোথ হইয়া থাকে। অস্থির কিয়দংশ বিশ্লিষ্ট হইলে, অর্থাৎ চটাছাড়ার মত কিঞ্চিৎ অস্থি ছাড়িয়া গেলে, তাহাকে ছল্লিত ভগ্ন কহে। মাংসাদি পদার্থ হইতে অস্থি সর্ব্বথা পৃথগ্‌ভূত হইয়া ত্বকে অবস্থিত থাকিলে তাহাকে বিশ্লিষ্ট-কাণ্ডভগ্ন কহে। অতিপাতিত ভগ্নে অস্থি ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়। অস্থির অবয়ব অস্থিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মজ্জার নিঃসরণ করিলে তাহাকে মজ্জগত ভগ্ন বলা যায়। বিস্ফুটিত-ভগ্নে অস্থি অল্প বিদীর্ণ হইয়া থাকে। অস্থি বক্র হইয়া গেলে, তাহাকে বক্রভগ্ন কহে। ছিন্ন ভগ্ন দুইপ্রকার একপ্রকার ছিন্নে অস্থি বিদীর্ণ হইয়া ভগ্ন হইয়া থাকে। অপরপ্রকার ছিন্নে অস্থি বিদীর্ণ হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই ১২ বারপ্রকার কাণ্ডভগ্নেই অঙ্গের শিথিলতা, প্রবল শোথ, অত্যন্ত বেদনা, ভগ্নস্থান নিপীড়ন করিলে শব্দোৎপত্তি, ঐ স্থানস্পর্শে অত্যন্ত যাতনা, স্পন্দন, সূচীবেধবৎ পীড়া, শূলবৎ বেদনা, এবং শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই ক্লেশানুভব হইয়া থাকে।

অস্থি-পরিচয়।—অস্থির পার্থক্য অনুসারেও ভগ্নের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। তরুণাস্থি নত হয়, নলকাস্থি বিদীর্ণ হয়, কপালাস্থি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় কিংবা ফাটিয়া যায় এবং রুচক ও বলয় নামক অস্থি ফাটিয়া যায়। ইহার প্রত্যেক অবস্থাই ভগ্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নাসিকা, কর্ণ, চক্ষুঃ ও গুহ্য-দেশের অস্থি—তরুণাস্থি। যে সকল অস্থির মধ্যে ছিদ্র আছে, তাহাদের নাম নলকাস্থি। জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ, বঙ্ক্ষণ ও মস্তকের অস্থি—কপালাস্থি। দন্তসমূহ রুচকাস্থি। হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, উদর, গুহ্য ও পদদ্বয়ে যেসকল বক্র অস্থি আছে, তাহাদিগকে বলয়াস্থি কহে।

সাধ্যাসাধ্য।—কপালাস্থি ভগ্ন হইলে তাহা অসাধ্য হয়। সন্ধিভগ্নের মধ্যে ক্ষিপ্ত এবং উৎপিষ্ট ভগ্ন অসাধ্য। অসংযুক্ত কপালাস্থির ভগ্ন, ললাটাস্থির চূর্ণন, এবং বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, শঙ্খ ও মস্তকের চূড়াস্থানে যে ভগ্ন হয়, তাহাও অসাধ্য। ভগ্নাঙ্গব্যক্তি যদি বায়ুপ্রকৃতি হয়, রোগ প্রতিকারে যত্নশীল না হয়, আহার করিতে না পারে, এবং জ্বর, আধ্মান, মূর্চ্ছা, মূত্রাঘাত ও মলবদ্ধতা প্রভৃতি উপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তবে সেই ভগ্ন কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। অস্থি একবার সম্যক্ যোজিত হইলে,যদি তাহা অযথারূপে স্থাপিত হয়,সুন্যস্ত হইলেও যদি যথানিয়মে বন্ধন করা না হয়, এবং সুবদ্ধ হইলেও যদি তাহা অভিঘাতাদি কারণে পুনর্ব্বার সঞ্চালিত হইয়া বিকৃত হইয়া উঠে, তবে সেইসকল অবস্থা আর নিবারিত হয় না।

চিকিৎসা।—ভগ্নস্থানে প্রথমতঃ শীতলজল সেচন করিবে, এবং অবনত অস্থি তুলিয়া অথবা উন্নত অস্থি চাপিয়া, স্বস্থানে অবস্থিত করিয়া দিবে। তৎপরে সমতল কাষ্ঠ দুই খণ্ড অস্থির দুই পার্শ্বে দিয়া, বস্ত্র জড়াইয়া, নাতিশিথিল-নাতিদৃঢ়-ভাবে বাঁধিয়া দিবে। বন্ধন শিথিল হইলে, সংযোগ-স্থির থাকে না, এবং অতিদৃঢ় হইলেও ত্বক্ প্রভৃতি স্থানে শোথ, বেদনা ও পাক উপস্থিত করে। বন্ধনের পরে তাহার উপর বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জ্জুন, আম্র, জলপাই, পিড়িংশাক, তেজপত্র, বড়জাম, ক্ষুদেজাম, পিয়াল, মউল, কট্‌কী, বেতস, কদম্ব, কুল, রক্তলোধ, লোধ, সাবরলোধ, শল্লকী, ভেলা, পলাশ ও নেড়া-শৃঙ্গীর কাথজল সেচন করিবে। অভাবে নিশাদল-ভিজান জল কিংবা কেবল-শীতল জলদ্বারা সেই বন্ধনবস্ত্র ভিজাইয়া রাখিবে। অতিরিক্ত বেদনা থাকিলে, স্বল্পপঞ্চমূলের সহিত যথানিয়মে দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে।

রোগের অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে বন্ধন মোচন করিয়া, পুনর্ব্বার বন্ধন করিতে হয়। সাধারণতঃ শীত-ঋতুতে ৭ সাত দিন ব্যবধানে, শীত-গ্রীষ্ম উভয়ই যখন সমান অবস্থায় থাকে—তখন ৫ পাঁচ দিন অন্তরে, এবং গ্রীষ্ম-ঋতুতে ৩ দিন অন্তরে বন্ধনের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে; অথবা বাবলাছালের চূর্ণ ।০ চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে; কিংবা পীতবর্ণ কড়িভস্ম ২।৩ দুই তিন রতি পরিমাণে কাঁচা-দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। হাড়যোড়া, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সেবন করাইলেও, অস্থিসংযোগের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। অস্থি মিলিত হওয়ার পরে বন্ধন খুলিয়া দিয়া, মঞ্জিষ্ঠা ও মধুর সহিত কাঁজি পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে; কিংবা শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া, তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে; অথবা লাক্ষা, হাড়-যোড়া, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা ও গোরক্ষচাকুলে,—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা ও গুগ্‌গুলু ৫ পাঁচতোলা একত্র পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে; অথবা বাব্‌লামূলের ছালচূর্ণ এবং ত্রিকটু ও ত্রিফলাচূর্ণ, ইহাদের প্রত্যেকটী সমভাগ ও সর্ব্বসমান গুগ্‌গুলু একত্র মর্দ্দন করিয়া, ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিবে। পীড়ার পুরাতন অবস্থায় মহামাষতৈল, কুব্জপ্রসারিণীতৈল, কিংবা শূকরের চর্ব্বি মর্দ্দন করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পথ্যাপথ্য।—এই রোগে মাংস, মাংসরস, দুগ্ধ, ঘৃত, মটর-কলায়ের যূষ, এবং অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্যভোজন উপকারী। কিন্তু অধিক লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ল ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, এবং ব্যায়াম, আতপসেবা ও মৈথুন,—ভগ্নরোগীর অনিষ্টকারক।

শীর্ষাম্বুরোগ-চিকিৎসা।

অধিক শৈত্য, সংযোগবিরুদ্ধ-ভোজন, অতিরিক্ত মদ্যপান, দূষিত বায়ুসেবন দূষিত-জলপান, মস্তকে আঘাতপ্রাপ্তি ও অন্ত্রমধ্যে ক্রিমিসঞ্চয় প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্কের আবরণে ক্রমশঃ জল সঞ্চিত হইয়া, শিরোবেদনা, আলোক-দর্শনে ও শব্দশ্রবণে চমকিত হইয়া উঠা, অল্প মূত্রনির্গম, কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন মল-প্রবৃত্তি, নাড়ীর দ্রুতগতি, ত্বকের রুক্ষতা ও উষ্ণতা, চক্ষুতারকার বিকৃতি, ক্রোধশীলতা, মুখের বিবর্ণতা, নিদ্রাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, ওষ্ঠে ও নাসিকায় কণ্ডু, হস্তপদের আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, প্রলাপ, এবং চক্ষু রক্তপূর্ণ ও রক্তবর্ণ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে। ইহাকেই শীর্ষাম্বুরোগ কহে। এই পীড়া অধিকবয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা শিশুদিগেরই অধিক হইয়া থাকে। তাহাদিগের দন্তোদ্গমকালে এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ইহা অতি কষ্টসাধ্য রোগ। পীড়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে জিহ্বায় কফলিপ্ততা, অধিক নিদ্রা, দুর্ব্বলতা, দুর্গন্ধযুক্ত নিশ্বাসনির্গম, এবং মলের কঠিনতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—এই পীড়ায় বিরেচক, মূত্রকারক, এবং রক্তপরিষ্কারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া, গরম কাপড়দ্বারা সর্ব্বদা তাহা আবৃত রাখা আবশ্যক; মনসাসীজের পাতার অথবা জয়ন্তী-পাতার রসের সহিত কৃষ্ণজীরা, কুড়, গিরিমাটী, ফুলখড়ী, রক্তচন্দন ও সমুদ্র-ফেন,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান দগ্ধ আতপচাউল একত্র বাটিয়া, মধ্যাহ্নকালে মস্তকে প্রলেপ দিবে, এবং শুষ্ক হইলে সেই প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবে। দুগ্ধের সহিত নারিকেল-তৈল অল্প পরিমাণে পান করিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রেউচিনি, তেউড়ীমূল, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী, শঠী, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, মুতা, ধ'নে, কটকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র, ইহাদিগের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও এই পীড়ার শান্তি হয়। গব্যঘৃত /১ একসের, কল্কার্থ—কুঙ্কুম, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, হরীতকী, বিট্‌লবণ, তেজপত্র ও পটোলমূল—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, এবং /৪ চারিসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধের

সহিত পান করাইলে,এইরোগের এবং অন্যান্য শিরোরোগের উপশম হইয়া থাকে। এই রোগে মহাদশমূল তৈল, বৃহৎ শুষ্কমূলাদি তৈল, এবং নিম্নলিখিত তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিবে। ⁄১ একসের সর্ষপ-তৈল, ধুতুরাবীজ; ধাইফুল, মূর্ব্বামূল, মউলছাল, যষ্টিমধু, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, নীলমূল, পিপুল, কট্‌ফল, কট্‌কী ও বালা,—প্রত্যেকের চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া, একটী আবৃত ভাণ্ডে ৭ সাতদিন রাখিয়া দিবে। পরে সেই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে, শীর্ষাম্বুরোগ প্রশমিত হয়।

এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা পীড়া নিবারিত না হইলে, উপযুক্ত চিকিৎসকদ্বারা মস্তক বিদ্ধ করান আবশ্যক। কৃতকর্ম্মা চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা বিদ্ধ করাইবে না, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

লঘুপাক অথচ পুষ্টিকারক এবং সারক অন্নপানাদি আহার করিতে দিবে। শীতলদ্রব্য বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য আহার এবং তদ্রূপ বিহারাদি অনিষ্টকারক।

রসায়ন-বিধি।

"যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্"।

রসায়ন-সংজ্ঞা।—যেসকল ঔষধ ব্যবহার করিলে, সুস্থব্যক্তির জরা ও যাবতীয় রোগের আক্রমণ-আশঙ্কা নিবারিত হয়, তাহাকে রসায়ন কহে। রসায়ন-সেবনে আয়ুঃ, স্মৃতিশক্তি, মেধা, কান্তি, বল ও স্বর প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়, এবং সহসা কোনরূপ রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

প্রকারভেদ।—প্রত্যূষে জলের নস্য লইলে, রসায়ন হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা পীনস, স্বরবিকৃতি ও কাসরোগের উপশম হয় এবং দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের অনুদয়ে যথাশক্তি জল পান করিলে, বাতজ রোগ প্রশমিত হইয়া মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। নাসিকাদ্বারা জলপান করিতে পারিলে, আরও উপকার দর্শে। ইহাকে উষাপান কহে। অজীর্ণরোগে উষাপান বিশেষ উপকারক। অশ্বগন্ধার চূর্ণ।০ চারি আনা মাত্রায়, পিত্তপ্রধান ধাতুতে দুগ্ধসহ,

বায়ুপ্রকৃতিতে তৈলসহ, বাত-পৈত্তিক প্রকৃতিতে ঘৃতসহ, এবং বাত-শ্লৈষ্মিক প্রকৃতিতে উষ্ণজলসহ ১৫ পনর দিন সেবন করিলে রসায়ন হয়, এবং শারীরিক কৃশতা নষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্ধড়কের মূল চূর্ণ করিয়া, শতমূলীর রসের সহিত ৭ সাতদিন কাল ভাবিত করিয়া, ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় তাহা ঘৃতসহ ১ এক মাসকাল সেবন করিলে, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত, এবং বলি-পলিতাদি নিবারিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে সৈন্ধবলবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত, হরীতকী সেবন করিলে, বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া, উত্তম রসায়ন হয়। ইহার নাম হরীতকী-রসায়ন বা ঋতু-হরীতকী। প্রথমতঃ হরীতকী-চূর্ণ।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন আরম্ভ করিয়া, সহ্যানুসারে ক্রমশঃ ২ দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সৈন্ধব, শুঁঠ ও পিপুল বিবেচনাপূর্ব্বক কম পরিমাণে হরীতকীর সহিত সেবন করা উচিত; অন্যান্য অনুপান হরীতকীর সমপরিমিত গ্রহণ করিবে।

ক্রমশঃ এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত ঘৃতের সহিত প্রত্যহ ৫ পাঁচটী, ৬ ছয়টী বা ১০ দশটী পিপুল সেবন করিলে, রসায়ন হইয়া থাকে। কতকগুলি পিপুলে পলাশের ক্ষার-জলের ভাবনা দিয়া, পরে তাহা ঘৃতে ভাজিয়া, প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃত ও মধুর সহিত তাহার ৩ তিনটী করিয়া সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, শোষ, হিক্কা, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, পাণ্ডু, শোথ, বিষমজ্বর, স্বরভঙ্গ, পীনস ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া, আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিনের আহার উত্তম-রূপে জীর্ণ হইলে, প্রাতঃকালে ১ একটি হরীতকী, ভোজনের পূর্ব্বে ২ দুইটী বহেড়া ও ভোজনের পরে ৪ চারিটী আমলকী মধু ও ঘৃতের সহিত একবৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ সেবন করিলে, নীরোগশরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায়। নূতন লৌহ-পাত্রে ত্রিফলার কল্ক লেপন করিয়া, একদিন একরাত্রি রাখিয়া, পরে সেই কল্ক তুলিয়া রাখিবে; মধু ও জলের সহিত উক্ত কল্ক সেবন করিলে, উত্তম রসায়ন হইয়া থাকে। আমলকী, কৃষ্ণতিল ও ভৃঙ্গরাজ—সমুদায় সমভাগে ও একত্র বাঁটিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় নিয়মিতরূপে বহুদিন সেবন করিলে, কেশ, বর্ণ ও ইন্দ্রিয় বিমল, শরীর নীরোগ, এবং আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঘৃত ও মধুর সহিত হস্তি-কর্ণ পলাশের ছালচূর্ণ সেবন করিলে, বল, বীর্য্য, ইন্দ্রিয়শক্তি ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস।—পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খ, প্রবাল, হরিতাল ও মনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগে লইয়া, চিতামূলের রসের ৭ সাতদিন এবং আকন্দের আঠার, নিসিন্দার রসের, ওলের রসের ও সীজের আঠার ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিয়া, পীতবর্ণ কড়ির মধ্যে রাখিবে; এবং আকন্দের আঠায় সোহাগার খই মাড়িয়া, তাহাদ্বারা কড়ির মুখ লি করিয়া বন্ধ করিবে। পরে ঐ কড়িসকল ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া মুখ রুদ্ধ করিয়া, বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া, উহার সহিত চূর্ণের সমান রসসিন্দূর ও রসসিন্দূরের সিকি বৈক্রান্ত মিশাইয়া, সজিনার রসের ৭ সাতবার ও চিতামূলের রসের ২ দুইবার ভাবনা দিবে। মাত্রা—৬ ছয়রতি পর্য্যন্ত। ইহা পঞ্চদশদিন সেবন করিলে, জরা-ব্যাধি নিবারিত হয়, এবং সর্ব্ববিধ রোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মকরধ্বজ রসায়ন।—স্বর্ণ ২ দুইভাগ; বঙ্গ, মুক্তা, কান্তলৌহ, জায়-ফল, জয়িত্রী, রৌপ্য, কাংস্য, রসসিন্দূর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, স্বর্ণসিন্দূর ৪ চারিভাগ; এইসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া খলে ফেলিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহার তুল্য সর্ব্বরোগনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই।

মহানীলকণ্ঠ রস।—তিমি-মৎস্যের পিত্তে ১ একপল সীসাভস্ম ভাবিত করিয়া, তাহার সহিত ১ একপল জারিত স্বর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরে পারদ ২ দুইপল, অভ্র ৩ তিনপল ও লৌহ তিনপল, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া, তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসের ভাবনা দিবে।

ভাব্যদ্রব্য যথাঃ—ঘৃতকুমারী, ব্রহ্মী, নিসিন্দা, শমী, ঘুরঘুরে, শতমূলী, গুলঞ্চ, কুলেখাড়ার বীজ, তালমূলী, বীজতাড়ক ও চিতামূল। এই ১১ এগারটী দ্রব্যকে চূর্ণ করিয়া, পরে ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, চিতামূল, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গের চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। বাসকপুষ্পদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে, একাদশ প্রকার ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, গ্রহণী, বিবিধ বাতব্যাধি ও চল্লিশপ্রকার পৈত্তিকরোগ বিনষ্ট হয়। তিনসপ্তাহ পর্য্যন্ত অপথ্য ত্যাগ করিবে, পরে যথেচ্ছ আহার-বিহার করিবে। ইহা সেবন করিলে, মানব মেধাবী, বলবান্, প্রাজ্ঞ, বহ্বাশী ও ভীমপরাক্রম হয়, এবং নারী পুত্রবতী হইয়া থাকে।

এইসমস্ত ঔষধ ব্যতীত রাজযক্ষ্মরোগোক্ত চ্যবনপ্রাশ, এবং বসন্তকুসুমাকর, পূর্ণচন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, অষ্টাবক্ররস, মকরধ্বজ ও চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ প্রভৃতি

ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিলে, বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া, উত্তম রসায়ন হইয়া থাকে।

সুপথ্য ভোজন, পরিমিত নিদ্রা, উপযুক্ত পরিশ্রম, নিয়মিত স্ত্রী-সহবাস, সদ্‌বৃত্তের অনুষ্ঠান, এবং এই পুস্তকের স্বাস্থ্যবিধি-অধিকারোক্ত যাবতীয় কার্য্যের উপদেশ প্রতিপালন করিলে, আজীবন নীরোগ-শরীরে অবস্থিত থাকিয়া, সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। নীরোগ-শরীর ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে মনুষ্যমাত্রেরই মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

বাজীকরণ-বিধি।

—:০:—

বাজীকরণ-সংজ্ঞা।—আয়ুর্ব্বেদের অষ্টম অঙ্গ—বাজীকরণ। যে সকল ক্রিয়াদ্বারা অশ্বের ন্যায় অত্যধিক রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে বাজীকরণ কহে। স্বভাবতঃ যাহাদের রতিশক্তি অল্প, অথবা অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস কিংবা অযথা শুক্রক্ষয়াদি কারণে যাহাদের রতিশক্তির হীনতা ঘটিয়াছে, বাজীকরণ-ঔষধ ব্যবহার করা তাহাদের একান্ত আবশ্যক। স্ত্রী-সহবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তানোৎপাদন। রতিশক্তির হীনতা ঘটিলে, সেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না; পুত্রহীন অবস্থায় সংসারে বিবিধ অশান্তি ভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ শুক্রধাতুই শরীরের সার পদার্থ, সুতরাং শুক্রক্ষয় ঘটিলে, ক্রমশঃ সকল ধাতুরই ক্ষয় হইয়া, অকালে শরীর নষ্ট হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এইজন্যও বাজীকরণ ঔষধাদি সেবনদ্বারা ক্ষীণশুক্রের পূরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

সাধারণতঃ ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর ভোজ্য পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে আহার করিলেই, বাজীকরণ-ঔষধের প্রয়োজন অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইয়া থাকে।

যে সকল দ্রব্য মধুররস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক ও তৃপ্তিজনক, সেই-সকল পদার্থ সাধারণতঃ বৃষ্য বা বাজীকরণ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে কথিত আছে।

প্রিয়তমা এবং অনুরক্তা সুন্দরী যুবতী রমণীই বাজীকরণের প্রধান উপাদান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

শুক্রবর্দ্ধনের উপায়।—ঘৃতে মাষকলাই ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত তাহার পায়স প্রস্তুত করিয়া, সেবন করিলে শুক্রবৃদ্ধি হয়। দুগ্ধের সহিত গোক্ষুর, ইক্ষুরস, মাষকলাই, আলকুশীবীজ ও শতমূলী সেবন করিলে, শুক্র ও রতিশক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ধারোষ্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত আলকুশীবীজের বা তালমাখানা-বীজের চূর্ণ, কিংবা কাঁকড়াশৃঙ্গীর চূর্ণ সেবন করিলে, শুক্র ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ—ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে, অথবা আমলকী-চূর্ণ—আমলকীর রসে বারংবার ভাবিত করিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও, যথেষ্ট শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সদ্যোমাংস বা মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া ভোজন করিলে, শুক্রের ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। চড়াই-পাখীর মাংস পর্য্যাপ্তপরিমাণে ভোজন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে, রতিশক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ছাগলের অণ্ডকোষ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, সেই দুগ্ধের সহিত তিল পাক করিয়া, চিনির সহিত তাহা সেবন করিলে, বহু স্ত্রী-সহবাসে সমর্থ হওয়া যায়। দুগ্ধ, ঘৃত, পিপুল ও সৈন্ধবলবণের সহিত ছাগের অণ্ডকোষ পাক করিয়া খাইলে, শুক্র ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। মৎস্যের, হংসের, ময়ূরের বা কুক্কুটের ডিম্ব জলে সিদ্ধ করিয়া, ঘৃতে ভাজিয়া ভোজন করিলে, রতিশক্তি ও শুক্র বৃদ্ধি পায়। রোহিত-মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া এবং দাড়িমরসমিশ্রিত ছাগমাংস-রসে সিদ্ধ করিয়া, ভোজন করিয়া, তৎপরে সেই মাংসরস পান করিলে, শুক্র ও রতিশক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। চড়াইপক্ষীর মাংস—তিত্তিরীপক্ষীর মাংসের ক্বাথে, তিত্তিরীর-মাংস—কুক্কুটমাংসের ক্বাথে, কুক্কুট-মাংস—ময়ূরের মাংসের ক্বাথে এবং ময়ূরের মাংস—হংসমাংসের ক্বাথে সিদ্ধ ও নূতন ঘৃতে সন্তোলিত করিয়া, ঈষৎ অম্লরসযুক্ত ফলের রসদ্বারা অম্লরসবিশিষ্ট অথবা মধুর-দ্রব্যদ্বারা মধুররসবিশিষ্ট এবং এলাদি সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা সুগন্ধি করিয়া সেবন করিলে, শুক্র ও বল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

এতদ্ব্যতীত যেসকল ঔষধাদি শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগাধিকারে কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায় ঔষধ সেবনেও বাজীকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বিবিধ "টোট্‌কা" চিকিৎসা।

—:০:—

ভীমরুল ইত্যাদি।—ভীমরুল, বোল্‌তা ও মৌমাছি কামড়াইলে, দষ্টস্থানে পুঁইশাকের পাতা, কেচুনে ঘাস অথবা হাতীশুঁড়ার পাতার রস মর্দ্দন করিলে, জ্বালার শান্তি হয়। পাথুরে কয়লা জলে ঘষিয়া প্রলেপ দিলেও জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে। ভীমরুলের দংশনে দষ্টস্থানে ঘেঁটকুলের মূল বা ডাঁটার রস মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শুঁয়াপোকা।—শুঁয়াপোকা লাগিলে, প্রথমতঃ ডুমুরপাতা ঘর্ষণ করিয়া শুঁয়াগুলি তুলিয়া ফেলিবে, পরে সেই স্থানে চুণ লাগাইয়া দিবে। অপরিপুষ্ট চাউল বাঁটিয়া তাহার মোটা প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। হস্ত পদে চুষীপোকা লাগিলে, তেলাকুচার পাতার রস মর্দ্দন করিলে, তাহা নিবারিত হয়।

আগুনে পোড়া ইত্যাদি।—কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহাতে মাৎগুড় লেপন করিলে, অথবা ঘৃতকুমারীর রস, চূণের জল ও নারিকেল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, আশু জ্বালার শান্তি হয় এবং দগ্ধস্থানে ফোস্কা উঠে না। গোলআলু বাঁটিয়া তাহার পাতলা প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কোনস্থান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া রক্তপাত হইলে, সেই স্থানে দন্তীর কচি-পাতার রস দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া ক্ষতস্থান যুড়িয়া যায়, এবং সেই স্থান পাকিয়া উঠে না। ক্ষতস্থানে টাট্‌কা গোবর বাঁধিয়া রাখিলেও রক্তপাত বন্ধ হইয়া, কাটাস্থান যুড়িয়া যায়। বিষফোড়া হইলে, নিমের শুষ্কছাল, চন্দন-ঘষার ন্যায় ঘষিয়া ও তাহা একটী ধুতুরাপত্রে মাখাইয়া, ফোড়ার উপর বাঁধিয়া রাখিবে। তিন দিন এইরূপ ব্যবহার করিলে, বিষফোড়া আরোগ্য হয়। ফোড়া হইলে, কদমের পাতার শিরা ফেলিয়া, ফোড়ার আকারে ১৪।১৫ পর্দা থাক করিয়া, ফোড়ায় চাপ না লাগে এরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখিলে, ফোড়া আরোগ্য হয়। ফোড়ায় উত্তমরূপে পূয হইয়াছে বুঝিলে, কদমের পাতা ও শিমূলের কাঁটা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, পূয নির্গত হইয়া আরোগ্য হইয়া

থাকে। ঘুরঘুরে-ঘায়ে পোকা হইলে, পচা মাণের ডাঁটা ও মাখন একত্র ঘায়ের উপর প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে বসিলে, সমস্ত পোকা বাহির হইয়া ঘা আরাম হয়। জাতী-ফুলের পাতা গব্যঘৃতে ভাজিয়া, উষ্ণ থাকিতে থাকিতে গলার ঘায়ে, মুখের ঘায়ে ও দাঁতের গোড়ার ঘায়ে লাগাইলে, সেসকল নিবারিত হয়। দ্রোণপুষ্প বা ঘলঘসের রস, মধু ও তিল, একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, দাঁতের পোকা নষ্ট হয়। টাট্কা গোমূত্রসহ নারিকেলফুল বাটিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে, চক্ষু-উঠা নিবারিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১ এক তোলা মাত্রায় তুলসীপাতার রস সেবন করিলে, জীর্ণজ্বর, রক্তস্রাব, রক্তাতিসার ও অজীর্ণদোষ শান্তি হয়। বিছাটীর কচিপাতা টাকস্থানে প্রাতঃকালে ও বৈকালে রগড়াইলে টাক ভাল হয়। /০ এক ছটাক চন্দ্রস্থর বা হালিমদানা, ।৷০ অৰ্দ্ধসের জলে চট্কাইয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া, সেই জল ১ এক তোলা মাত্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। ওকৃড়ার পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া, তাহার রস বেদনা-স্থানে মৰ্দ্দন করিলে, জ্বরকালীন মাথা-ধরা ও মাথা বেদনার আশু উপশম হয়। মনসাসীজের পাতার রসসহ কালজীরা বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা কালজীরা ও দারুচিনি সমভাগে জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, জ্বরকালীন শিরঃপীড়ায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। শুল্‌টার পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া, তাহার রস মৰ্দ্দন করিলে, যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়ার শান্তি হয়। দারুচিনি, তেজপত্র, মুচুকুন্দের ফুল, শুল্‌টার বীজ, শ্বেতসর্ষপ, গোলমরিচ, মুসব্বর ও কালজীরা,— প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে শুল্‌টার পাতার রসের সহিত বাঁটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে, যাবতীয় কৃচ্ছ্রসাধ্য শিরোরোগও নিবারিত হইয়া থাকে। ধুতুরাপাতার রসের সহিত রক্তচন্দন ঘষিয়া, কৰ্দ্দমের মত হইলে, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ আফিম্ মিশাইয়া, ২।৩ দুই তিনবার প্রলেপ দিলেই আধ-কপালে নিবা-রিত হয়। মল ও মূত্র বন্ধ হইয়া গেলে, মুক্তাবর্ষী বা মুক্তাঝুরির পাতা ও সোরা জলে বাঁটিয়া, তলপেটে প্রলেপ দিলে, মল ও মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। কোন স্থান হইতে পতন বা পীড়নাদি কারণে হাড়ে বেদনা হইলে, টাট্কা গোময় গরম করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। হাড়যোড়া বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

কবিরাজি-শিক্ষা।

পঞ্চম খণ্ড।

শারীর-বিজ্ঞানের সার কথা।

চিকিৎসা-কার্য্যের প্রধান অঙ্গ—শরীর; শরীরতত্ত্ব না জানিলে প্রকৃত চিকিৎসা হইতে পারে না; সুতরাং এই গ্রন্থে শরীরতত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আয়ুর্ব্বেদে শারীর-বিজ্ঞানের যেসকল উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমতঃ তাহারই সারকথা গুলির আলোচনা করা যাইতেছে। তৎপরে এক একটী অবয়ব অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় মতের সমন্বয় করিয়া বিস্তৃতরূপে শারীরতত্ত্বের আলোচনা করা হইবে।

চতুর্ব্বিংশতিকতত্ত্ব।—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী,—এই পঞ্চ মহাভূত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ,—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত, পদ, গুহ্য, উপস্থ ও বাগিন্দ্রিয়, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও জীবাত্মা,—সর্ব্বশুদ্ধ এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিভূত স্থূলপুরুষ চিকিৎসাকার্য্যের অনুষ্ঠান। সুতরাং স্থূলপুরুষের উৎপত্তির নিয়ম এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ শারীর-তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

গর্ভোৎপত্তি-বিবরণ।—যে স্ত্রীর শোণিত ও গর্ভাশয় অব্যাপন্ন, * তাহার সহিত ঋতুকালে অব্যাপন্নশুক্র পুরুষ সহবাস করিলে, সেই সহবাসজনিত হর্ষবেগে পুরুষের শুক্র স্খলিত হইয়া, স্ত্রীর গর্ভাশয় মধ্যে প্রবিষ্ট এবং উভয়ের শুক্রশোণিত একত্র সম্মিলিত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয়। দ্বাদশ বৎসর বয়স

---

* যে শুক্র স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, শ্বেতবর্ণ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুররস, মধুগন্ধি ও মধুবৎ, তাহাকেই অব্যাপন্ন শুদ্ধশুক্র কহে। আর যে আর্ত্তব-শোণিত শশরক্তের ন্যায় কিংবা লাক্ষারসের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং বস্ত্রে লাগার পর ধৌত করিলেই যদি তাহা উঠিয়া গিয়া বস্ত্রে দাগ না ধরে, তবে তাহাকে অব্যাপন্ন শুদ্ধশোণিত কহে।

হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের যোনিদ্বার দিয়া প্রতিমাসে যে রজঃ নির্গত হয়, সেই রজঃস্রুতিকালকে ঋতুকাল কহে। ঋতুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুকাল। তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন সহবাস করা উচিত নহে; তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই বিবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা; এবং যদি তাহাতে দৈবাৎ গর্ভ উৎপন্ন হয়, তবে তাহাও নষ্ট অথবা বিকৃত হইয়া থাকে। তৃতীয় রাত্রির পরে চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি যুগ্মরাত্রিতে সহবাস করিলে পুত্র এবং পঞ্চমাদি অযুগ্ম-রাত্রিতে সহবাস করিলে কন্যা উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ শুক্রভাগের আধিক্যে পুত্র এবং শোণিতভাগের আধিক্যে কন্যা জন্মে; ইহাই পুত্র-কন্যার উৎপত্তিবিষয়ে প্রশস্ত কারণ। শুক্র ও শোণিত উভয়ের অংশ সমান হইলে, নপুংসক জন্মিয়া থাকে। স্ত্রী-পুরুষের বিপরীত সহবাসজনিত গর্ভ হইলে, সেই গর্ভে যদি পুত্র হয়, তবে সে স্ত্রী-প্রকৃতি এবং কন্যা হইলে সে পুরুষপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। শুক্র, শোণিত ও গর্ভাশয়ের ব্যাপত্তি থাকিলে, অথবা গর্ভিণীর গর্ভকালীন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইলে, কিংবা গর্ভ কোন কারণে আহত হইলে, পুত্র-কন্যা বিকৃতাঙ্গ হইয়া থাকে।

মাসভেদে গর্ভলক্ষণ ও পরিপুষ্টি।—সহবাসের পরে যদি স্ত্রীর যোনিদ্বার দিয়া শুক্রাদি নির্গত না হয় এবং তাহার শ্রান্তিবোধ, ঊরুদ্বয়ের অবসন্নতা, পিপাসা, গ্লানি ও যোনিস্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে সেই স্ত্রী গর্ভগ্রহণ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে। গর্ভোৎপত্তি হইলে, ক্রমশঃ ঋতুরোধ, মুখস্রাব, অরুচি, সর্ব্বদা অকারণে বমনবেগ, অম্লভোজনে অভিলাষ, নানাবিধ উপভোগের আশঙ্কা, লোমরাজির ঈষৎ উদ্গম, অক্ষিপক্ষ্মের সম্মিলন, শরীরে অবসন্নতা, মুখের পাণ্ডুবর্ণতা, স্তনাগ্র ও ওষ্ঠদ্বয়ের কৃষ্ণবর্ণতা, পদদ্বয়ের শোথ এবং যোনিদ্বারের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মাসে মিশ্রিত শুক্র-শোণিত কিঞ্চিৎ ঘন হইয়া, পিণ্ডাকার, পেশীর ন্যায়, অথবা অর্ব্বুদাকৃতি হয়। পিণ্ডাকার হইলে পুরুষ, পেশীর ন্যায় হইলে স্ত্রী, এবং অর্ব্বুদাকার হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে। তৃতীয়মাসে অতি সূক্ষ্মরূপে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও সমস্ত অঙ্গাবয়ব উৎপন্ন হইয়া, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক, এই পাঁচটী অবয়বের পাঁচটী পিণ্ড উৎপন্ন হয়। চতুর্থমাসে ঐ সমস্ত অবয়ব অনেকটা পরিপুষ্ট হয় এবং গর্ভও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া থাকে, এজন্য গর্ভিণী শরীরে অধিকতর ভারবোধ করে। পঞ্চম-

মাসে গর্ভের মনঃ, মাংস ও রক্ত জন্মে; তজ্জন্য গর্ভিণী কৃশ হইতে থাকে। ষষ্ঠমাসে গর্ভের বুদ্ধি, বল ও বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইজন্য গর্ভিণীর বলবর্ণ-ক্ষয় হইতে থাকে। সপ্তমমাসে গর্ভের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়; গর্ভিণীও তৎকালে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অষ্টমমাসে গর্ভশরীর হইতে গর্ভিণী-শরীরে এবং গর্ভিণীশরীর হইতে গর্ভশরীরে ওজঃপদার্থ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে থাকে; গর্ভিণীও সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে হৃষ্ট ও গ্লানিযুক্ত হইয়া উঠে। অষ্টমমাসে প্রসব হইলে, গর্ভ বা গর্ভিণী, একের মৃত্যু ঘটিবার নিতান্ত সম্ভাবনা। গর্ভিণীর ওজঃ গর্ভশরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার পরে প্রসব হইলে গর্ভের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। নবমমাস হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল। তন্মধ্যে দশম মাসেই অধিকাংশ গর্ভিণী প্রসব করিয়া থাকে। গর্ভাশয়ের মধ্যে জরায়ু অর্থাৎ একপ্রকার পাতলা আবরক চর্ম্মদ্বারা আবৃত হইয়া, গর্ভিণীর পৃষ্ঠের দিকে সম্মুখ করিয়া ঊর্দ্ধশিরস্ক ও সঙ্কুচিত-অবয়ব হইয়া গর্ভ গর্ভাশয়ে অবস্থিত থাকে। অমরা নামক গর্ভের নাভিনাড়ী, গর্ভিণীর হৃদয়স্থ রসবাহিনী নাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকায়, গর্ভিণীর আহারজ রস ঐ নাড়ীদ্বারা গর্ভশরীরে সঞ্চারিত হয়। তাহাতেই গর্ভের জীবন-রক্ষা ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জরায়ু আচ্ছাদনে গর্ভের মুখ আচ্ছন্ন থাকায়, গর্ভস্থ শিশু হাস্যরোদনাদি করিতে পারে না। গর্ভস্থ শিশুর মলমূত্রাদি ও পক্বাশয়স্থ বায়ু অল্প থাকে বলিয়া, তাহার মল-মূত্র এবং অধোবায়ু প্রভৃতি নির্গত হয় না। গর্ভিণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং নিদ্রা ও জাগরণাদি কার্য্যদ্বারা তাহারও ঐসমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া যায়। প্রসবের পূর্ব্বে যখন প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, সেইসময়ে গর্ভস্থ শিশু উল্টাইয়া যায়; সুতরাং তাহার মস্তক যোনিদ্বারে উপস্থিত হয়। এইরূপ না হইলে প্রসবে বাধা ঘটিয়া থাকে।

ধাতু।—যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি-পরিপূর্ণ চেতনাযুক্ত দেহকেই আমরা শরীরনামে অভিহিত করিয়াছি। শরীর-রক্ষণোপযোগী দ্রব্য আহার করিলে, ক্রমশঃ তাহা পরিপাক পাইয়া, রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতু-রূপে পরিণত হয়; সুতরাং তাহা হইতেই শরীরের রক্ষণ, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও স্থায়িত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। ভুক্তপদার্থের প্রথম পরিণতি—রস; তাহা হইতে রক্ত; রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ, মেদঃ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা

ও মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত এক একটী ধাতু পরবর্ত্তী অপর ধাতুরূপে পরিণত হইতে ৭ সাতদিন সময়ের আবশ্যক হয়। স্ত্রীদিগের আর্ত্তব-রক্ত, ধাতুরক্ত হইতে পৃথক্; তাহা রসেরই বিকৃতি মাত্র। একমাসে এই রক্ত সঞ্চিত হইয়া, মাসান্তে যোনিদ্বার দিয়া নির্গত হয়। গর্ভসময়ে এই রক্ত সংরুদ্ধ থাকিয়া স্তনদ্বয়ে উপনীত হয় এবং তথায় দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই জন্যই গর্ভকালে স্তনদ্বয় পীন ও দুগ্ধযুক্ত হয়।

ত্বক্ ।—গর্ভাশয়-প্রবিষ্ট শুক্রশোণিত যখন ক্রমশঃ পরিপক্ক হইতে থাকে, সেইসময়ে দুগ্ধের সর উৎপত্তির ন্যায় শরীরস্থ ত্বকের উৎপত্তি হয়। ত্বক্দ্বারা শরীরে জল-বায়ু প্রভৃতির শোষণ, স্বেদনির্গম ও দৈহিক উষ্মার রক্ষা হইয়া থাকে। বহির্দ্দেশ হইতে মাংসের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সাতখানি ত্বক্ আছে। বাহিরের প্রথম ত্বক্, একটী ধান্যের $\frac{1}{18}$ অষ্টাদশভাগের একভাগের ন্যায় পাতলা; তাহাই শরীরবর্ণের আশ্রয় এবং সেই ত্বকে সিধ্ম ও পদ্মিনীকণ্টক প্রভৃতি রোগ জন্মে। দ্বিতীয় ত্বকের পরিমাণ ধান্যের $\frac{1}{16}$ ষোড়শাংশের একাংশ; তাহা তিল-কালক, ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্ম্মরোগের অধিষ্ঠান। তৃতীয় ত্বক্ ধান্যের $\frac{1}{12}$ দ্বাদশাংশের একাংশ; চর্ম্মদল, অজগল্লিকা ও মশক প্রভৃতি চর্ম্মরোগ তাহাকেই আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। চতুর্থ ত্বক্ ধান্যের $\frac{1}{8}$ অষ্টমাংশের একাংশ; কিলাশ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি পীড়ার তাহাই অধিষ্ঠান। পঞ্চম ত্বকের পরিমাণ ধান্যের ৫ পাঁচ-ভাগের এক ভাগ; তাহাতেই কুষ্ঠ ও বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠত্বক্ একটী ধান্যের ন্যায় স্থূল; গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ ও গলগণ্ডাদি পীড়া তাহাকেই আশ্রয় করে। সপ্তম ত্বক্ ২ দুইটী ধান্যের ন্যায় স্থূল; ভগন্দর, বিদ্রধি ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া এই ত্বক্‌কে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ত্বকের পরিমাণ এইরূপ হইলেও, ললাটের ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের ত্বক্ ইহা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম (পাতলা) হইয়া থাকে।

একটী ধাতুর পর অপর ধাতু যেখানে আরম্ভ হয়, সেই উভয় ধাতুর সন্ধিস্থলে তন্তুসমাবৃত ও কফজড়িত সূক্ষ্মচর্ম্মবৎ অতিপাতলা একপ্রকার আবরণ থাকে; আয়ুর্ব্বেদে তাহাকে কলা এবং সর্ব্বসাধারণে তাহাকে ঝিল্লী কহে।

ধাতুর স্থান ।—ত্বক্, রক্ত ও মাংস শরীরের সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকে; তথাপি যকৃৎ ও প্লীহা এই দুইটীই রক্তের প্রধান স্থান। মেদোধাতু অন্যান্য

স্থানে থাকিলেও, কেবল উদরে এবং সূক্ষ্ম অস্থিতে তাহা অধিক লক্ষিত হইয়া থাকে। মজ্জা—স্থূল-অস্থির মধ্যে অবস্থিত থাকে। শুক্রও সর্ব্বশরীরব্যাপী, কোন স্থানেই তাহার সত্তা উপলব্ধি করা যায় না। কামবেগে যখন সর্ব্বশরীর হইতে শুক্র নিঃসৃত হইয়া লিঙ্গদ্বার দিয়া ক্ষরিত হয়; তখনই তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। শুক্র প্রথমতঃ সর্ব্বশরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া, বস্তিদ্বারের নিম্নভাগে দুই অঙ্গুলি অন্তরে দক্ষিণভাগে অবস্থিত হইয়া পরে নির্গত হইয়া থাকে।

শরীরে অস্থিসংখ্যা।—শরীরস্থ সমুদায় অস্থির সংখ্যা চরক ঋষির মতে ৩৬০, সুশ্রুতের মতে ৩০০ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিৎসকদিগের মতে ৩৪০টী। সুশ্রুতাচার্য্যের মতে প্রত্যেক হস্ত পদাঙ্গুলিতে তিন তিনখানি; পদতল বা হস্ততল এবং কূর্চ্চ, গুল্‌ফ বা মণিবন্ধ,—প্রত্যেক হস্ত ও পদের এই কয়েকটী স্থানে দশখানি; পাদ, পার্ষ্ণি ও হস্তপৃষ্ঠে এক একখানি; জানুতে ২ দুইখানি; জঙ্ঘায় ২ দুইখানি; উরুদেশে এক একখানি; কণু'য়ের নিম্ন হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ২ দুইখানি; কণু'য়ে ১ একখানি; বাহুতে ১ একখানি; গুহ্যদেশে ১ একখানি; যোনি বা লিঙ্গদেশে ১ একখানি; নিতম্বে ২ দুইখানি; ত্রিকদেশে ১ একখানি; প্রত্যেক পার্শ্বে ৩৬ ছত্রিশখানি করিয়া ৭২ বাহাত্তর-খানি; পৃষ্ঠে ৩০ ত্রিশখানি; বক্ষঃস্থলে ৮ আটখানি; উভয় চক্ষুগোলকে এক একখানি করিয়া ২ দুইখানি, গ্রীবায় ৯ নয়খানি; কণ্ঠদেশে ৪ চারিখানি; হনুদ্বয়ে ২ দুইখানি; দন্তে ৩২ বত্রিশখানি; নাসিকায় ৩ তিনখানি; তালুদেশে ১ এক-খানি; ললাট, কর্ণ ও শঙ্খ—প্রত্যেক স্থানে এক একখানি; এবং মস্তকে ৬ ছয়খানি অস্থি আছে। অবয়ব ও অবস্থান-বিশেষানুসারে অস্থির নানাপ্রকার বিভিন্নতা আছে। অস্থিসমূহের রূপ ৫ পাঁচপ্রকার; যথা—তরুণ, কপাল, বলয়, নলক ও রুচক। নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও গুহ্যাবয়বের অস্থি—কপালাস্থি; হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, উদর, গুহ্য ও পদদ্বয়ে যেসকল বক্র অস্থি আছে, তাহা বলয়াস্থি; যে সকল অস্থির মধ্যে ছিদ্র আছে, তাহা নলকাস্থি এবং দন্তসমূহের অস্থি রুচকাস্থি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই পঞ্চবিধ অস্থিকে অন্য পাঁচনামে অভিহিত করেন; যথা—অণ্বস্থি বা ক্ষুদ্রাস্থি, কপালাস্থি, নলকাস্থি, অসমগাত্রাস্থি ও রুচকাস্থি। এই উভয়মতে বিশেষ প্রভেদ বোধ হয় না। কোমল অস্থিসমূহের নাম তরুণাস্থি, ইহাকে এবং বলয়াস্থিকে ক্ষুদ্রাস্থির অন্তর্ভূত করিলেই

উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। শরীরের মধ্যে দৃঢ় ও অল্পচলনশীল অবয়ব অণ্বস্থি বা ক্ষুদ্রাস্থিদ্বারা নির্ম্মিত, গুল্‌ফ ও মণিবন্ধ প্রভৃতি স্থানসমূহে এই অস্থি অবস্থিত থাকে। দেহের অস্থিময় গর্ত্তসমূহ কপালাস্থিদ্বারা নির্ম্মিত; এই অস্থির আকৃতি প্রশস্ত; এবং মস্তক ও পাছা প্রভৃতি স্থানে এই অস্থি অবস্থিত থাকে। নলবৎ ছিদ্রবিশিষ্ট দীর্ঘ অস্থিসমূহকে নলকাস্থি কহে; হস্তে ও পদাবয়বে এই অস্থি অবস্থিত থাকে। যেসকল অস্থির কোন অংশ দীর্ঘ ও কোন অংশ সূক্ষ্ম, তাহাদিগকে অসমগাত্রাস্থি কহে, কশেরুকায় ও শঙ্খদেশে এই অস্থি থাকে। দন্তসকলের নাম রুচকাস্থি। দন্ত ৪ চারিপ্রকার,—ছেদন, শৌবন, দ্ব্যগ্র ও পেষণ। ছেদন দন্ত ঊর্দ্ধপঙ্‌ক্তিতে ৪ চারিটী ও নিম্নের পঙ্‌ক্তিতে ৪ চারিটী- শৌবন দন্ত ঊর্দ্ধে ২ দুইটী ও নিম্নে ২ দুইটী; দ্ব্যগ্র-দন্ত ঊর্দ্ধে ৪ চারিটী ও নিম্নে ৪ চারিটী এবং পেষণ-দন্ত ঊর্দ্ধে ৬ ছয়টী ও নিম্নে ৬ ছয়টী আছে।

অস্থিসন্ধি।—অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্‌ফ, জানু, কূর্পর, কক্ষ, বঙ্ক্ষণ, দন্ত, স্কন্ধ, যোনি, নিতম্ব, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মস্তক, ললাট, হনু, ঊরু, কণ্ঠ, হৃদয়, নাসিকা ও কর্ণ প্রভৃতি যেসকল স্থানে অস্থি পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে; সেইসমস্ত মিলনকে অস্থিসন্ধি কহে। সন্ধিস্থলসমূহে পিচ্ছিল পদার্থ (শ্লেষ্মা) মিশ্রিত থাকে বলিয়া, তাহা ইচ্ছানুসারে সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত করিতে পারা যায়।

অস্থিসন্ধি সমুদায়ে ২১০ দুইশত দশটী; তন্মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ২ দুইটী, অন্যান্য প্রত্যেক অঙ্গুলিতে ৩ তিনটী করিয়া ৪৮ আটচল্লিশটী, গুল্‌ফে ১ একটী, জানুতে ১ একটী, বঙ্ক্ষণে ১ একটী, মণিবন্ধে ১ একটী, কণু'য়ে ১ একটী, স্কন্ধদেশে ১ একটী, কটিদেশে ৩ তিনটী, পৃষ্ঠদণ্ডে ২৪ চব্বিশটী, পার্শ্বদ্বয়ে ২৪ চব্বিশটী, বক্ষঃস্থলে ৮ আটটী, গ্রীবায় ৮ আটটী, গলনলীতে ৩ তিনটী, হৃদয়, ফুসফুস ও ক্লোমস্থানে নিবদ্ধ নাড়ীতে ১৮ আঠারটী, দন্তমূলে ৩২ বত্রিশটী, কণ্ঠদেশে ১ একটী, নেত্রবর্ত্মদ্বয়ে ২ দুইটী, প্রত্যেক গণ্ডে, কর্ণে ও শঙ্খদেশে এক একটী করিয়া ৬ ছয়টী, হনুদ্বয়ে ২ দুইটী, ভ্রূর উপরিভাগে ২ দুইটী, শঙ্খের উপরিভাগে ২ দুইটী, মস্তকের কপালাস্থিতে ৫ পাঁচটী, এবং মধ্যস্থলে ১ একটী অস্থি আছে।

স্নায়ু, শিরা ও ধমনী।—সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যেসকল পদার্থ সমস্ত শরীরে বিস্তৃত আছে, তাহাদের নাম স্নায়ু। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ পদার্থের অনুভব এবং অবয়ববিশেষের সঞ্চালন প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য স্নায়ুদ্বারা সম্পাদিত হয়।

লতাবৎ পদার্থসমূহের নাম শিরা। ইহাদের মধ্য দিয়া রস-রক্তাদি ধাতু প্রবাহিত হয়। এই সমস্ত শিরা, মূলশিরার শাখা প্রশাখা; এতদ্ভিন্ন ৪০ চল্লিশটী মূলশিরা আছে। তন্মধ্যে দশটী শিরা বায়ু বহন করে, এবং দশটী—পিত্ত, দশটী—কফ, ও অপর দশটী রক্ত বহন করিয়া থাকে। সমুদায় শিরার মূলস্থান নাভি। শিরার ন্যায় আর কতকগুলি স্রোতঃ আছে; তাহাদিগের নাম ধমনী। এই-সমস্ত ধমনীমধ্যে প্রাণবহ ধমনী ২ দুইটী, বাতবহ ২ দুইটী, পিত্তবহ ২ দুইটী, শ্লেষ্মবহ ২ দুইটী, শব্দজ্ঞানবহ ২ দুইটী, স্পর্শজ্ঞানবহ ২ দুইটী, রসস্বাদবহ ২ দুইটী, গন্ধজ্ঞানবহ ২ দুইটী, নিদ্রাকারক ২ দুইটী, জাগরণকারক ২ দুইটী, অশ্রুবহ ২ দুইটী, স্ত্রীদিগের আর্ত্তববহ ২ দুইটী, স্তন্যবহ ২ দুইটী, পুরুষের শুক্রবহ ২ দুইটী, অন্নবহ ২ দুইটী, জলবহ ২ দুইটি, মূত্রবহ ২ দুইটী, মলবহ ২ দুইটী, এবং কতক-গুলি অপরিসংখ্যেয় ধমনী স্বেদ বহন করিয়া থাকে। শরীরের যাবতীয় লোমকূপ সেইসমস্ত স্বেদবহ ধমনীর বহির্ম্মুখ। প্রাণবহ ও রসবহ ধমনীর মূলভাগ—হৃদয়; অন্নবহের মূলভাগ—আমাশয়; জলবহের মূলভাগ—তালু ও ক্লোম; রক্তবহের মূলভাগ—যকৃৎ ও প্লীহা; মূত্রবহের মূলভাগ—বস্তি ও লিঙ্গ; মলবহের মূলভাগ—পক্কাশয় ও গুহ্য; শুক্রবহের মূলভাগ—স্তন ও অণ্ডকোষ, এবং আর্ত্তববহের মূলভাগ—গর্ভাশয়।

পেশী।—স্নায়ু, শিরা ও ধমনীর সমষ্টি সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায় না। কার্য্যানুসারে যে কয়েকটীর সংখ্যা উপলব্ধি করা যায়, কেবলমাত্র তাহাদেরই সংখ্যা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ফিতার ন্যায় যে একরূপ পদার্থদ্বারা অস্থি, শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতি আচ্ছাদিত থাকে, তাহাকে পেশী কহে। স্থানভেদা-নুসারে ঘন, পাতলা, সূক্ষ্ম, বিস্তৃত, ক্ষুদ্র, দীর্ঘ, কঠিন, কোমল, মৃদু ও কর্কশ প্রভৃতি নানাপ্রকার পেশী হইয়া থাকে। শরীরের যে যে স্থান সঙ্কুচিত বা চালিত করা যায়, সেই সেই স্থলেই পেশীর অবস্থিতি আছে। ইহাও অপরিসংখ্যেয়।

কণ্ডরা।—পেশীর প্রান্তভাগের নাম কণ্ডরা; ইহাদ্বারাও আকুঞ্চন-প্রসারণাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়। কণ্ডরার আকৃতি রজ্জুর ন্যায়। এই কণ্ডরা সমুদায়ে ১৬ ষোলটী, তন্মধ্যে হস্তদ্বয়ে ৪ চারিটী, পদদ্বয়ে ৪ চারিটী, গ্রীবায় ৪ চারিটী, এবং পৃষ্ঠে ৪ চারিটী।

জাল।—শিরা, স্নায়ু, মাংস ও অস্থি,এই চারিটী পদার্থের এক একজাতীয় পদার্থ কতকগুলি একত্র জালের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত হইয়া অবস্থিত থাকিলে, তাহাকে জাল কহে। প্রত্যেক মণিবন্ধে ও গুল্‌ফদেশে ঐরূপ প্রত্যেকের জাল অর্থাৎ শিরাজাল, স্নায়ুজাল, মাংসজাল ও অস্থিজাল অবস্থিত আছে।

মেরুদণ্ডের উভয়দিকে দুই দুইটী করিয়া, যে চারিটী মাংসময় রজ্জুবৎ পদার্থ-দ্বারা মেরুদণ্ড আবদ্ধ আছে, তাহাকে রজ্জু কহে।

সেবনী।—মস্তিষ্কে ৫ পাঁচটী, লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে ১ একটী, এবং জিহ্বায় ১ একটী, সেলাইকরা স্থানের ন্যায় যাহা অনুভূত হয়, তাহারই নাম সেবনী।

মর্ম্মস্থান।—শিরা, স্নায়ু, মাংস, অস্থি ও সন্ধি, ইহারা যেস্থানে পরস্পর মিলিত হয়, তাহাকে মর্ম্মস্থান কহে। মর্ম্মস্থান সমুদায়ে ১০৭ একশত সাতটী; তন্মধ্যে শিরামর্ম্ম ৪১ একচল্লিশটী, স্নায়ুমর্ম্ম ২৭ সাতাশটী, মাংসমর্ম্ম ১১ এগারটী, অস্থিমর্ম্ম ৮ আটটী, এবং সন্ধিমর্ম্ম ২০ কুড়িটী।

মর্ম্মস্থান-বিভাগ।—যেসমস্ত সূক্ষ্ম শিরাদ্বারা, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও জিহ্বা আপ্যায়িত হয়, মস্তকের অভ্যন্তরে যেখানে সেইসকল শিরামুখ মিলিত হইয়াছে, তথায় একটী শিরামর্ম্ম আছে, তাহার পরিমাণ ৪ চারি অঙ্গুলি। মস্তকের মধ্যভাগে যেখানে কেশের আবর্ত্ত আছে, তাহারই অভ্যন্তরে শিরা ও সন্ধির সংযোগস্থলে একটী সন্ধিমর্ম্ম আছে; তাহার পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি। ভ্রূদ্বয়ের প্রান্ত-ভাগে—কর্ণ ও ললাটের মধ্যদেশে ১½ দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত একটী অস্থিমর্ম্ম আছে। গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরে গুহ্যনাড়ীর ৪ চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে একটী মর্ম্মস্থান; ইহা মাংসমর্ম্ম। স্তনদ্বয়ের মধ্যদেশে—হৃদয়ে—৪ চারি-অঙ্গুলিপরিমিত একটী শিরামর্ম্ম। নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, গুহ্য, বঙ্ক্ষণ ও লিঙ্গ, এই কয়েকটী অঙ্গের মধ্যস্থলে বস্তি অবস্থিত; তাহাতে একটী স্নায়ুমর্ম্ম আছে। নাভির চতুর্দ্দিকে ৪ চারিঅঙ্গুলি-পরিমিত একটী শিরামর্ম্ম। এই কয়েকটী মর্ম্ম বিদ্ধ বা বিশেষরূপে আহত হইলে, সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আহত হওয়ার ফল।—বক্ষঃস্থলে—স্তনদ্বয়ের নিম্নভাগে—২ দুই-অঙ্গুলি-পরিমিত ২ দুইটী শিরামর্ম্ম, স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে ২ দুই-অঙ্গুলিপরিমিত ২ দুইটী মাংসমর্ম্ম, স্কন্ধকূটদ্বয়ের নিম্নে ও পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে ½ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত স্থানে ২ দুইটী শিরামর্ম্ম এবং বক্ষঃস্থলে উভয়পার্শ্বস্থ বাতবহ নাড়ীদ্বয়ের

৶ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত স্থানে ২ তুইটী শিরামর্ম্ম,—এই কয়েকটীকে বক্ষোমর্ম্ম কহে। এইসকল মর্ম্ম আহত হইলে, কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহার মধ্যে শেষোক্ত মর্ম্ম আহত হইলে, কোষ্ঠ বায়ুপূর্ণ হওয়ায়, শ্বাস-কাসরোগে মৃত্যু হয়। মস্তকে যে পাঁচটী অস্থিসন্ধি আছে, তাহার প্রত্যেকটী এক একটী সন্ধি-মর্ম্ম। ঐ সকল সন্ধিমর্ম্ম আহত হইলে, উন্মাদ, ভয় ও চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া, প্রাণনাশ করে। মধ্যমাঙ্গুলির সমসূত্রে হস্ততলের ও পদতলের মধ্যস্থলে এক একটী মর্ম্ম আছে ; তাহাতে আঘাত পাইলে, অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশের পার্শ্বে যেখানে তন্নিকটবর্ত্তী অপর অঙ্গুলিরও মূলভাগ, সেইখানে এক একটী শিরামর্ম্ম আছে ; তাহা আহত হইলে, কালান্তরে আক্ষেপ অর্থাৎ খিচুনি রোগ উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করে ; অনেক স্থলে ইহাতে সদ্যঃ প্রাণনাশ হইতেও দেখা যায়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে ও জঙ্ঘার মধ্যস্থলে ২ তুই অঙ্গুলিপরিমিত এক একটী মাংস-মর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে, শোণিতক্ষয় হইয়া কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়। স্তনমূল হইতে সমসূত্রে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে ৶ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত তুইটী শিরামর্ম্ম আছে ; তাহা বিদ্ধ হইলে, অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটে। উভয় জঘন ও উভয় পার্শ্বের সন্ধিস্থলে তুইটী শিরামর্ম্ম আছে। তাহা আহত হইলে, কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তজ্জন্য কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়। মেরু-দণ্ডের নিম্নদেশে নিতম্বের সন্ধিস্থলে উভয়পার্শ্বে ৶ অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত তুইটী অস্থি-মর্ম্ম আছে ; তাহা আহত হইলে, রক্তক্ষয় হইয়া রোগীকে পাণ্ডুবর্ণ বা বিবর্ণ করে, এবং কালান্তরে তাহার প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে। নিতম্বের উভয়-পার্শ্বে ৶ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত আর তুইটী অস্থিমর্ম্ম আছে ; তাহাতে আঘাত পাইলে, কটী হইতে পদতল পর্য্যন্ত এই অর্দ্ধাঙ্গের শোষ ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

বঙ্ক্ষণ ও স্কন্ধদেশের নিম্নভাগে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত যে এক একটী শিরামর্ম্ম আছে, তাহা আহত হইলে পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। জানুদ্বয়ের ৩ তিন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে ৶ অর্দ্ধ-অঙ্গুলি-পরিমিত যে একটী স্নায়ুমর্ম্ম আছে ; তাহা আহত হইলে, অত্যন্ত শোথ ও পদদ্বয়ের স্তব্ধতা হইয়া থাকে। জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থলে ২ তুই-অঙ্গুলি-পরিমিত যে সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে, মনুষ্য

খঞ্জ হইয়া থাকে। উরুদ্বয়ের মধ্যে এবং কনুই হইতে বগল পর্য্যন্ত বাহুর মধ্যভাগে ১ এক-অঙ্গুলি-পরিমিত এক একটী শিরামর্ম্ম আছে; তাহা আহত হইলে, রক্তক্ষয় হইয়া পদদ্বয় বা বাহুদ্বয় শুষ্ক হইয়া যা। পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তন্নিকটবর্ত্তী অঙ্গুলির মূলভাগের মধ্যদেশে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শিরামর্ম্মের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এক একটী এবং তাহারই নিম্নবর্ত্তী স্থানে পদতলের দিকে এক একটী স্নায়ুমর্ম্ম আছে। তাহা আহত হইলে, পা ঘুরিয়া যায় এবং কাঁপিতে থাকে। বঙ্ক্ষণ ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উভয়পার্শ্বে এক-অঙ্গুলি-পরিমিত এক একটী স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে মনুষ্য ক্লীব হইয়া যায়, অথবা তাহার শুক্র ক্ষীণ হইয়া থাকে। ২ দুই কনু'য়ে ২ দুইটী দুই-অঙ্গুলিপরিমিত সান্ধিমর্ম্ম আছে; তাহা আহত হইলে, বাহু সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। কুকুন্দর অর্থাৎ নিতম্বকূপে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত সন্ধিমর্ম্ম আছে; তাহা আঘাত পাইলে, স্পর্শশক্তির নাশ ও অধঃকায়ের ক্রিয়াহানি ঘটিয়া থাকে। বক্ষঃ ও কক্ষ (বগল) এই উভয়ের মধ্যস্থলে ১ এক-অঙ্গুলি-পরিমিত এক একটি স্নায়ুমর্ম্ম; তাহাতে আঘাত পাইলে পক্ষাঘাত জন্মে। কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎদিকে—নিম্নভাগে ½ অর্দ্ধ-অঙ্গুলি-পরিমিত একটী স্নায়ুমর্ম্ম; তাহা আহত হইলে, মনুষ্য বধির হয়। মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থলে উভয়পার্শ্বে ½ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত ২ দুইটী সন্ধিমর্ম্ম; তাহা আহত হইলে, শিরঃকম্প উপস্থিত হয়। স্কন্ধদ্বয়ে ½ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত ২ দুইটী স্নায়ুমর্ম্ম; তাহা আহত হইলে বাহুদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হইয়া যায়। পৃষ্ঠের উপরিভাগে, যেখানে গ্রীবা ও মেরুদণ্ডের সন্ধি, তাহার উভয় পার্শ্বে এক একটী ½ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত অস্থিমর্ম্ম; তাহা আহত হইলে, বাহুদ্বয়ের শূন্যতা ও শোষ হইয়া থাকে। নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগে—অপাঙ্গে ½ অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত দুইটী শিরামর্ম্ম; তাহাতে আঘাত পাইলে, মনুষ্য ক্ষীণদৃষ্টি বা অন্ধ হইয়া যায়। কণ্ঠনালীর উভয়দিকে ৪ চারিটী ধমনী আছে; তাহার দুইটীর নাম নীলা ও দুইটীর নাম মন্যা; কণ্ঠনালীর দিকে দুই পার্শ্বে দুইটি নীলা, এবং গ্রীবার দিকে দুই পার্শ্বে দুইটী মন্যা অবস্থিত। এই চারিটী ধমনীতে চারিটী শিরামর্ম্ম আছে; তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ২ দুই অঙ্গুলি। এই মর্ম্ম আহত হইলে, মনুষ্য বোবা ও বিকৃতস্বর হয়, এবং তাহার রসাস্বাদনে শক্তি থাকে না।

নাসিকাবিবরদ্বয়ের অভ্যন্তরে ½ অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত দুইটী শিরামর্ম্ম আছে; তাহাতে আঘাত পাইলে, ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ভ্রূর উপরে ও নিম্নে ½ অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত দুইটী সন্ধিমর্ম্ম আছে; তাহা আহত হইলে, দৃষ্টিক্ষীণতা ও অন্ধতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুল্‌ফদ্বয়ে ২ দুই অঙ্গুলি-পরিমিত দুইটী সন্ধিমর্ম্ম আছে; তাহাতে আঘাত পাইলে, অতিশয় যন্ত্রণা ও খঞ্জতা জন্মে। মণিবন্ধেও ঐরূপ এক একটী সন্ধিমর্ম্ম আছে; তাহা আহত হইলে, হস্তদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হয়। গুল্‌ফ-সন্ধির নীচে—উভয়পার্শ্বে এক একটী ১ এক-অঙ্গুলিপরিমিত স্নায়ু-মর্ম্ম আছে; তাহাতে আঘাত পাইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও শোথ হইয়া থাকে। শঙ্খ-দ্বয়ের উপরে কেশস্থান পর্য্যন্ত স্থানে ½ অর্দ্ধ-অঙ্গুলি-পরিমিত ২ দুইটী স্নায়ুমর্ম্ম এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ½ অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত এক একটী শিরামর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম কয়েকটীতে কোনরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে, যতক্ষণ সেই শল্য উদ্ধৃত করা না হয়, ততক্ষণ মনুষ্য জীবিত থাকে; উদ্ধৃত করিলেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

এই সমস্ত মর্ম্মমধ্যে যেগুলি আহত হইলে সদ্যঃ প্রাণনাশের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যদি ঠিক মধ্যস্থলে আহত না হইয়া প্রান্তভাগে আহত হয়, তবে তাহাতে কালান্তরে প্রাণনাশের সম্ভাবনা; ঠিক মধ্যস্থলে আহত না হইলে, হয়ত প্রাণনাশক না হইয়া কেবল যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া থাকে। মর্ম্মস্থানজাত যাবতীয় পীড়াই কষ্টসাধ্য; এজন্য মর্ম্মস্থানগুলি বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক।

শরীর বিভাগ।—সঙ্ক্ষেপতঃ, শরীর ৬ ছয়ভাগে বিভক্ত,—মস্তক, মধ্যশরীর, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়। বক্ষঃ হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত অবয়বকে মধ্যশরীর কহে। এই অবয়বের মধ্যে শারীরিক প্রধান যন্ত্রসমূহ অবস্থিত। হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৩ তিন-অঙ্গুলি-পরিমিত হৃদয় নামক চেতনাস্থান, এই স্থানে বিশুদ্ধ রক্ত বা প্রাণরক্ত অবস্থিত থাকে। ইহাতে ৪ চারিটী গর্ভপ্রকোষ্ঠ আছে;—দুইটী ঊর্দ্ধে ও দুইটী নিম্নে। রক্তবহ শিরাদ্বয় শরীরের যাবতীয় সদোষ রক্ত ঊর্দ্ধস্থ দক্ষিণ হৃদ্‌গর্ভে আনয়ন করে; তৎপরে ক্রমশঃ ঐ ৪ চারিটী গর্ভে চালিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড নিয়তই আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়; আকুঞ্চিত হইবামাত্র তত্রত্য রক্ত অতিবেগে ধমনীমূলে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে ধমনীপথ দ্বারা সমুদায় শরীরে চালিত হয়। হৃদয়ের এই আকুঞ্চন-প্রসারণক্রিয়া ক্ষণমাত্র নিবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। হৃদয়ের

বামপার্শ্বে ফুস্‌ফুস্ (শ্বাসযন্ত্র), দক্ষিণ-পার্শ্বে ক্লোম (পিপাসাস্থান), হৃদয়ের নিম্ন-দেশে বুক্ক (এই স্থানে অগ্রমাংস পীড়া জন্মে) এবং কণ্ঠ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত ৩।।০ সাড়ে তিন ব্যাম দীর্ঘ একটী অন্ত্রনাড়ী,—কোথাও বিস্তৃত, কোথাও বা সঙ্কুচিতভাবে অবস্থিত আছে। স্ত্রীলোকদিগের অন্ত্র ৩ তিন ব্যাম পরিমিত। তাহারই কণ্ঠের দিক হইতে প্রথমভাগ আমাশয়, তৎপরভাগ পিত্তাশয় বা গ্রহণী এবং তৎপরভাগ পক্বাশয়; ইহার অপর নাম মলাশয় বা উণ্ডুক। তাহার নিম্ন-ভাগে গুহ্যনাড়ী। উদরের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে যকৃৎ ও প্লীহা,—এই দুইটী রক্তাশয় এবং লিঙ্গের উপরিভাগে বস্তি বা মূত্রাশয়। স্ত্রীলোকদিগের যোনিতে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় তিনটী আবর্ত্ত আছে; তাহারই তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অব-স্থিত। গর্ভাশয়ের আকৃতি রোহিত-মৎস্যের মুখের ন্যায় অর্থাৎ দ্বারদেশে সূক্ষ্ম, কিন্তু অভ্যন্তরে বিস্তৃত।

বায়ুর কার্য্য।—এইসমস্ত আশয়ের মধ্যে আমাশয়—শ্লেষ্মার, পিত্তাশয়—পিত্তের এবং পক্বাশয়—বায়ুর প্রধান স্থান। কিন্তু শরীরের সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা ইহারা উপস্থিত থাকে। এই ত্রিদোষমধ্যে বায়ু, শরীরস্থ যাবতীয় ধাতু ও মলাদি পদার্থকে চালিত করে, এবং বায়ুদ্বারাই উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা, বেগাদির প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য প্রভৃতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। বায়ু স্বভাবতঃ রুক্ষ, সূক্ষ্ম, শীতল, লঘু, গতিশীল, আশুকারী, খর, মৃদু ও যোগবাহী। সন্ধিভ্রংশ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ, মুদ্গরাদির আঘাতের ন্যায় বা শূলনিখাতের ন্যায় অথবা সূচীবেধের ন্যায় কিংবা বিদারণের ন্যায় অথবা রজ্জুদ্বারা বন্ধনের ন্যায় বেদনা, স্পর্শাজ্ঞতা, অঙ্গের অবসন্নতা, মল-মূত্রাদির অনির্গম ও শোষণ, অঙ্গভঙ্গ, শিরাদির সঙ্কোচ, রোমাঞ্চ, কম্প, কর্কশতা, অস্থিরতা, সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষণ, স্পন্দন, স্তম্ভ, কষায়াস্বাদ, এবং শ্যাব বা অরুণবর্ণতা—বায়ুর কার্য্য। বায়ু প্রকুপিত হইয়া, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

পিত্তের কার্য্য।—পিত্ত স্বভাবতঃ দ্রব, তীক্ষ্ণ, পূতি, অপক্বাবস্থায় নীল-বর্ণ, পক্বাবস্থায় পীত, উষ্ণ ও কটুরস, কিন্তু বিদগ্ধ হইলে অম্লরস। সন্তাপ, দাহ, রক্ত, পাণ্ডু, বা পীতবর্ণতা, উষ্ণতা, পাক, স্বেদ, ক্লেদ, পচন, স্রাব, অবসাদ, মূর্চ্ছা ও মেদোরোগ প্রভৃতি পিত্তের কার্য্য। ইহা প্রকুপিত হইয়া, রোগবিশেষানুসারে এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

শ্লেষ্মার কার্য্য।—শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণ, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, বিলম্বে কার্য্যকারী ও মধুররস; কিন্তু বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হয়। স্নিগ্ধতা, কঠিনতা, শৈত্য, শ্বেতবর্ণতা, গৌরব, কণ্ডু, স্রোতঃসমূহের নিরোধ, লিপ্ততা, স্তৈমিত্য, শোথ, অপরিপাক, অগ্নিমান্দ্য ও অতিনিদ্রা প্রভৃতি—শ্লেষ্মার কার্য্য। ইহা প্রকুপিত হইয়া, রোগ-বিশেষানুসারে এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

বায়ুপ্রকোপ-শান্তি।—বলবান জীবের সহিত মল্লযুদ্ধ, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অধিক মৈথুন, অত্যন্ত অধ্যয়ন, উচ্চস্থান হইতে পতন, বেগে গমন, পীড়ন, বা আঘাতপ্রাপ্তি, লঙ্ঘন, সন্তরণ, রাত্রি-জাগরণ, ভারবহন, পর্য্যটন, বা অশ্বাদি-যানে অতিরিক্ত গমন, মল, মূত্র, অধোবায়ু, শুক্র, বমি, উদ্গার, হাঁচি ও অশ্রুর বেগধারণ; কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্য, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, বোরো, কোদ, উদ্দালক, শ্যামক ও নীবার ধান্য এবং মুগ, মসূর, অড়হর, হরেণু, মটর ও শিম প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন; উপবাস, বিষমাশন, অজীর্ণ-সত্ত্বে ভোজন এবং বর্ষা-ঋতু, মেঘাগমকাল, ভুক্তান্নের পরিপাক কাল, অপরাহ্ণ-কাল, বায়ুপ্রবাহের সময়, এই সমস্ত বায়ু-প্রকোপের কারণ। ঘৃততৈলাদি স্নেহপান, স্বেদপ্রয়োগ, অল্প বমন, বিরেচন, অনুবাসন (স্নেহ-পিচকারী); মধুর, অম্ল, লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন; তৈলাভ্যঙ্গ, বস্ত্রাদিদ্বারা বেষ্টন, ভয়প্রদর্শন, দশমূল-ক্বাথাদির প্রসেক, পৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্যপান; পরিপুষ্ট মাংসের রস ভোজন এবং সুখস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি কারণে, বায়ুর শান্তি হইয়া থাকে।

পিত্তপ্রকোপ-শান্তি।—ক্রোধ, শোক, ভয় ও শ্রমজনক কার্য্য, উপবাস ও মৈথুন; কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, লঘু ও বিদাহী দ্রব্য; তিলতৈল, তিল-কল্ক, কুলত্থ-কলাই, সর্ষপ, মসিনা, শাক, মৎস্য, ছাগমাংস, মেষমাংস, দধি, দধির মাত, তক্রকূর্চ্চিকা, সৌবীর, সুরা, অম্লফল ও মাথনযুক্ত দধির ঘোল প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন; এবং শরৎকাল, মধ্যাহ্ন, অর্দ্ধরাত্রি ও ভুক্ত-পদার্থের পরিপাক-সময়ে পিত্ত প্রকুপিত হয়; ঘৃতপান, মধুর ও শীতল দ্রব্যদ্বারা বিরেচন; মধুর, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ভোজ্য ও ঔষধ সেবন; সুগন্ধ, সুশীতল ও মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ; কর্পূর, চন্দন ও বেণামূলের অনুলেপন, চন্দ্রকিরণ-সেবা, সুধাধবলিত-গৃহে বাস, শীতলবায়ুসেবন, মধুর গীত-বাদ্য ও বাক্যশ্রবণ, প্রিয়তম-স্ত্রী-পুত্রের

সহিত কথোপকথন ও তাহাদের আলিঙ্গন এবং উপবন ও পদ্ম-কুমুদাদি-শোভিত সরোবর-তীরে ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারা পিত্তের শান্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণেই রক্তেরও প্রকোপ এবং প্রশমন হয়।

শ্লেষ্মপ্রকোপ-শান্তি।—দিবানিদ্রা, পরিশ্রমশূন্যতা, অধিক ভোজন, অজীর্ণসত্বে ভোজন; মধুর, অম্ল, লবণ, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল, ক্লেদজনক, যব, গোধূম, হায়ন ও নৈষধ ধান্য, ওকড়া, মাষকলাই, বর্ব্বটী, তিলপিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, পায়স, খিচুড়ি, গুড়াদি ইক্ষুবিকার, আনূপ ও জলচর জীবের মাংস, বসা, মৃণাল, পদ্মফুল, পানিফল, তাল, মধুরফল, লাউ, অপক্ক-কুমড়া, পক্ক কদলী প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন; এবং শীতল দ্রব্য সেবন; শীতকাল, বসন্তকাল, পূর্ব্বাহ্ণ, প্রদোষ ও আহারের অব্যবহিত পরক্ষণে শয়ন প্রভৃতি—শ্লেষ্মপ্রকোপের কারণ। তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ধূমপান, গণ্ডূষধারণ, চিন্তা, পরিশ্রম, ব্যায়াম, পুরাতনমদ্যপান এবং রুক্ষ, উষ্ণ, মধুর, কটু, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণদ্বারা শ্লেষ্মার শান্তি হইয়া থাকে।

জন্মকালে পিতামাতার শুক্র-শোণিত প্রভৃতি জন্মকারণে বায়ু প্রভৃতি তিন-দোষের মধ্যে যে দোষের অনুবন্ধ অধিক থাকে, মনুষ্য স্বভাবতঃ সেই সেই প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিন দোষ সমান থাকিলে, সমপ্রকৃতি হয়। বাত-প্রকৃতি মনুষ্যগণ রুক্ষ, কৃশ, ভঙ্গাবয়ব, অব্যক্তাবয়ব, অগম্ভীরস্বর, জাগরুক, চঞ্চল গতি, শীঘ্রকার্য্যকারী, বহুপ্রলাপী, বহুশিরাবৃত, অল্পকারণে শীঘ্র ক্ষুব্ধ, ভীত, অনুরাগী বা বিরাগী, শীতসহনে অসমর্থ, স্তব্ধ, কর্কশকেশ, কর্কশশ্মশ্রু, কর্কশ-লোম, কর্কশনখ, কর্কশদন্ত ও কর্কশাঙ্গ হয়; গমনকালে তাহাদের সন্ধিসমূহের মটমট্ করিয়া শব্দ হয় এবং তাহারা শীঘ্র শীঘ্র চক্ষুর নিমেষ ফেলে। পিত্ত-প্রকৃতিগণ উষ্ণ সহ্য করিতে অসমর্থ, শুষ্ক ও সুকুমারগাত্র, গৌরবর্ণ, মৃদু ও কপিলবর্ণ-কেশ-শ্মশ্রু ও লোমযুক্ত, তাম্রনখ, রক্তনেত্র, তীব্রপরাক্রম, তীক্ষ্ণাগ্নি, অধিক ভোজনশীল, ক্লেশসহনে অক্ষম, দ্বেষী, অল্পশুক্র, অল্পমৈথুন ও অল্প সন্তানজনক হয় এবং তাহাদের মুখ, বক্ষঃ, মস্তক ও অন্যান্য অবয়বে গন্ধ হয়; তাহাদের সর্ব্বগাত্রে সর্ব্বদাই তিল, মেচেতা, চুলকানি প্রভৃতি জন্মে; বলি, পালিত্য ও টাক প্রভৃতি দোষও তাহাদের শীঘ্র ঘটিয়া থাকে। শ্লেষ্মপ্রকৃতিগণ স্নিগ্ধাঙ্গ, সুকুমার-শরীর, উজ্জ্বল শ্যাম বা গৌরবর্ণ, স্থিরশরীর, বিলম্বে কার্য্য-কারক,

প্রসন্নমুখ, প্রসন্নদৃষ্টি, স্নিগ্ধস্বর, বলবান্ ও ওজস্বী, দীর্ঘজীবী ও অল্পক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হয়, এবং তাহারা অল্পকারণে ক্ষুব্ধ হয় না; শুক্র, মৈথুনশক্তি ও সন্ততি তাহাদের অধিক জন্মিয়া থাকে। সমধাতু ব্যক্তিগণ ঐ সমস্ত মিলিত লক্ষণযুক্ত হয়। এই সমস্ত মনুষ্যমধ্যে সমধাতু মনুষ্যই প্রশংসিত।

এই বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা,—শারীরিক যাবতীয় সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ, এই ত্রিদোষের অচিন্তনীয় কার্য্যের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, ততই বিস্মিত হইতে হয়।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।

উ।

ঘ।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।

ছ।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।

জ।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।

প।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।

ফ।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।

ব।

ম।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

য।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।

ল।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।